

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(মূল, অষ্টমসূত্রে ব্যাখ্যা, শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা . এবং মহম্মদন
সরস্বতী ও আনন্দ গিরি প্রভৃতির টীকার আভাস
অনুযায়ী বাঙ্গালা তাৎপর্য সমেত)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ-
কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রথম সংস্করণ ।

১৩৪৩ সাল, বৈশাখ ।

মূল্য ২৮ দুই টাকা ।

প্রকাশক—শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩৮ হরমোহন ঘোষ লেন, বেলঘাটা,

কলিকাতা ।

প্রাপ্তিস্থান—

“হরিহর লাইব্রেরী”

২৯নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

“ভাগবত প্রেস”

প্রিন্টার—শ্রীপরমেশ্বর কর

৩৪ হরমোহন ঘোষ লেন, বেলঘাটা, কলিকাতা

উৎসর্গপত্রম্

জাতো যঃ স্ননকাশ্বে হরিহরঃ কোটালিপাড়াহবে,
বিদ্যাদান-তপো-বিধৌতকলুষো গোষ্ঠীপতিত্বং গতঃ ।

জাতস্তস্ত কুলে ধরাধর-জগচ্ছত্রঃ সতামগ্রণীঃ,
শীলৌদার্য্যদয়া-বিভূতি-গরিম-প্রখ্যাতকীর্ত্তিঃ কুলে ॥

তদঙ্গসম্ভবো ধৌ ত্রীকৃষ্ণচন্দ্রনিবারণৌ ।

মাদারীপুরবাস্তব্যৌ কলিকাতা-প্রবাসিনৌ ॥

তয়োর্জ্যেষ্ঠঃ কৃষ্ণচন্দ্রো দীনো হীনোহতিনিগুণঃ ।

শ্রীমন্তাগবতীং গীতাং সম্পাদয়দাত্মনা ॥

ইমাং ভাগবতীং গীতাং স্বর্গস্থামলাত্মনাঃ ।

পিতুঃ পবিত্রনাম্নেহসৌ সমর্প্যাহ কৃতাজ্জলিঃ ॥

পিতৃর্ভবৈব পুণ্যেন গুণহীনোহপি তেহঙ্গজঃ ।

তদ্বশাস্ত্রময়ীং গীতাং সম্পাদয়তি তে নমঃ ॥

নিবেদন

গীতাগ্রন্থ ভগবদ্ভক্তগণের নিত্যপূজ্য, নিত্যপাঠ্য। তবে অধিকারি ভেদে ইহার পঠন-পাঠন যে সীমাবদ্ধ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায় শতাব্দিক বৎসর যাবদ্ এ দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছে। গীতা যোগশাস্ত্র; ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে; সূতরাং সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পণ্ডিতগণও ইহার অনেক স্থান অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাহা সাধনাদি-চতুষ্টয়সম্পন্ন বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সংপুরুষের বোধগম্য, ভগবৎপ্রেমশূন্য বিষয়ী, আমরা তাহা বুঝিব কিরূপে? কিন্তু পুরাণাদি পাঠ করিয়া এবং লোকমুখে শুনিয়া বেদের আগর্ভ—সর্গশাস্ত্রের সার—অধ্যাত্মবিজ্ঞার ধনি—গীতা পাঠের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; এজন্য আমাদের হৃদয় দুর্ব্বলাধিকারীর কথঞ্চিং বোধসৌকর্য্যের জন্য গীতাতত্ত্ব যাহারা অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এরূপ ঈশ্বরানুগৃহীত লোকহিতচিকীর্ষু পুণ্যপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি মনোবিগণ এই দুর্ব্বোধ যোগশাস্ত্রের টীকা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় অধিকার থাকিলে ঐ সকল টীকার সাহায্যে গীতার কথঞ্চিং তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায় সন্দেহ নাই। যদিও গীতার ব্যাখ্যা করিবার জন্য পুণ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি বহু জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে সুসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া ক্লতকার্য্য হইয়াছেন, তথাপি পুণ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও ভক্তিরসাপ্রসূত। গীতাশাস্ত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুখবোধ্য করিতে হইলে ইহার টীকাই একমাত্র অবলম্বন।

আবার বর্তমানকালে সংস্কৃত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প হওয়ায় স্বামিকৃত টীকাও অনেকে বুঝিয়া উঠেন না। এজন্য স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহকৃত একখানি গীতা প্রকাশ করিতে বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু নানা বাধা বিঘ্নে এতাবৎকাল তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইদানীং ভগবদগ্ৰন্থে গীতার এই সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক ও ত্বিমে অম্বয়মুখে সংস্কৃত ব্যাখ্যা, পরে বঙ্গানুবাদ, তৎপরে স্বামিকৃত টীকা এবং শ্রীমদ্ভূতদন সরস্বতী ও আনন্দ গিরির দীকার আভাস অনুযায়ী স্মৃবৃহৎ তাৎপর্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইল। প্রাণা করি, গীতাতত্ব-বুৎস্ব ব্যক্তিগণ এ গীতা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন।

অক্ষয় তৃতীয়া,
১১ই বৈশাখ, ১৩৪৩।

}

বিনীত—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পরমেশ্বরের কৃপায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।
প্রথম সংস্করণে মূল, অষ্টম মুখে ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও শ্রীধরশ্বামিকৃত
টীকার সহিত ইহা প্রকাশিত হয়, তাহাতে সকল শ্রেণীর পাঠক বেশ
পরিতৃপ্ত হন নাই জানিতে পারিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন
সরস্বতী ও আনন্দগিরির টীকার আভাস অনুযায়ী স্বব্রহ্ম টিপ্পনী বঙ্গ-
ভাষায় সংযোজিত করা হইল, আশা করি ইহা পাঠে গীতাতত্ত্বভূমি
বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

৩৮ হমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা,
কলিকাতা।

সন ১৩৪৩, অক্ষয় তৃতীয়া।

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	শ্লোক	পৃষ্ঠা
সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন	১	১
সঞ্জয়ের উত্তর—	২	৪
আচার্য্য-সমীপে দুর্যোধন-বাক্য	"	"
দুর্যোধন কর্তৃক বিপক্ষগণের বল কীর্তন	৩—৬	৪—৬
স্বপক্ষীয় বল কীর্তন	৭—১০	৭—৯
ভীষ্মের রক্ষার্থ অহুরোধ	১১	১০
দুর্যোধনের হর্ষোৎপাদনার্থ		
ভীষ্মের শঙ্খনাদ	১২	১১
পাণ্ডব পক্ষের শঙ্খধ্বনি	১৩—১৮	১২—১৪
শঙ্খধ্বনি শ্রবণে দুর্যোধনের ভীতি	১৯	১৫
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের উক্তি	২১—২৩	১৬
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের		
কুরুসৈন্য প্রদর্শন	২৪।২৫	১৭
যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের স্বজন দর্শন	২৬।২৭	১৮।১৯
স্বজন দর্শনে অর্জুনের বিষাদ	২৮—৪৫	১৯—২৯
অর্জুনের যুদ্ধে বিরতি	৪৬	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় বাক্য—

বিস্ত্রস্ত অর্জুনের প্রতি ভগবদ্বাক্য	১—৩	৩২—৩৪
--------------------------------------	-----	-------

বিষয়	শ্লোক	পৃষ্ঠা
অৰ্জুন কর্তৃক আত্মীয়স্বজনগণের সহিত যুদ্ধের অনুরোধিত্য কখন	৪—৮	৩৪—৪০
অৰ্জুন যুদ্ধ ত্যাগ করিলে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য ভগবদ্বাক্য	৯।১০	৪১।৪২
আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদনার্থ ভগবৎকর্তৃক সাংখ্যযোগ কখন	১১—৭২	৪২—১০২

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য মনে করিয়া ভগবানের প্রতি অৰ্জুনের প্রশ্ন	১।২	১০৪—১০৫
জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের একফলোৎ- পাদকতা প্রতিপাদনার্থ ভগবৎ কর্তৃক কর্মযোগ কখন	৩—৩৫	১০৭—১৩৬
অৰ্জুন কর্তৃক পাপপ্রবৃত্তির হেতু জিজ্ঞাসা	৩৬	১৩৭
তদন্তরপ্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কাম- বিজয়ে মানবগণ আত্মজ্ঞান লাভ করে, এতদধর্মক ভগবদ্বাক্য	৩৭—৪৩	১৩৭—১৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবৎ কর্তৃক জ্ঞানযোগের পরম্পরাপ্রাপ্তিক্রমে বিস্তার এবং কালক্রমে উহার বিচ্ছেদ কখন	১—৩	১৪৫—১৪৭
স্বর্ঘ্যাকে ভগবান্ জ্ঞানযোগ কহিয়াছেন, এ সম্বন্ধে অৰ্জ্জুনের সন্দেহ কখন	৪	১৪৮

বিষয়	শ্লোক	পৃষ্ঠা
ভগবদ্‌বাণী—“আমার ও তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে”		
এইরূপ আরম্ভ করিয়া কর্মযোগপ্রসঙ্গে কর্ম-সংগ্রাস		
সহকারে জ্ঞানযোগ কথন	৫—৪২	১২২—১২২

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ এতদুভয়ের কোনটি		
শ্রেষ্ঠ, অর্জুনের এই প্রশ্ন	১	১২৪
কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা	২	১২৫
সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সময়নির্দেশ-		
পূর্বক কর্মসন্ন্যাসযোগ বিবৃতি	৩—২২	১২৭—১২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কর্মাহুষ্ঠান--		
কারী ব্যক্তিই যোগী এবং তাদৃশ		
ব্যক্তিই সন্ন্যাসী ; ফল-সঙ্কল্প-		
ত্যাগ ব্যতীত সন্ন্যাসী বা যোগী		
হওয়া যায় না ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে		
ধানযোগের অভ্যাসযোগ কথন	১—৩২	২২০—২৪০
মনের চাক্ষু্য নিবন্ধন অভ্যাসযোগের		
স্থিরতা সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন	৩৩-৩৪	২৪১
উত্তর প্রসঙ্গে ভগবৎকর্তৃক চিত্ত-		
সংযমোপদেশ	৫৫।৩৬	২৪৩।২৪৭
যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কুরুপ দশা হয়,		
এতৎপ্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্ন	৩৭—৩৯	২৪৫।২৪৬

বিষয়	শ্লোক	পৃষ্ঠা
যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কদাচ বিনষ্ট হন না, তিনি কাল সহকারে পরম গতি লাভ করিতে পারেন—ইত্যাদি ভগবদ্‌বাণী	৪০—৪৭	২৪৭—২৫১

সপ্তম অধ্যায়

ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত বিজ্ঞান- যোগ কথন	১—৩০	২৫৩—২৭৮
--	------	---------

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ইত্যাদি অষ্ট পদার্থের জ্ঞান সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন	১:২	২৮০
উক্ত অষ্টবিধ পদার্থ জিজ্ঞাসার উত্তর- প্রসঙ্গে ভগবৎকর্তৃক ব্রহ্মযোগ কথন	৩—২৮	২৮২—৩০৪

নবম অধ্যায়

সংসারবন্ধনচ্ছেদক রাজগুহ্যযোগ কথন	১—৩৪	৩০৬—৩৩৪
----------------------------------	------	---------

দশম অধ্যায়

দেবগণ ও মহর্ষিগণও ভগবত্তত্ত্ব অবগত নহেন, ইত্যাদি প্রসঙ্গে ভগবৎ- কর্তৃক স্বীয় বিভূতি নির্দেশ	১—১১	৩৩৬—৩৪৪
অর্জুনকর্তৃক বিভূতিবর্ণনের অস্বরোধ	১২—১৮	৩৪৫—৩৪৯
ভগবৎকর্তৃক স্বীয় বিভূতি বর্ণন	১৯—৪২	৩৫০—৩৬৩

একাদশ অধ্যায়

বিভূতিবর্ণন অবশ্যে বিশ্বরূপ দর্শনার্থ অর্জুনের আগ্রহ	১—৪	৩৬৫—৩৬৭
---	-----	---------

বিষয়	শ্লোক	পৃষ্ঠা
স্বকীয় বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনকে আদেশ এবং বিশ্বরূপ দর্শনার্থ ভগবৎকর্তৃক অর্জুনকে দিবা চক্ষু দান	৫—৮	৩৮৮—৩৭০
সঞ্জয়বাক্য—	৯	৩৭০
ভগবৎ কর্তৃক অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন	৯—১২	৩৭০—৩৭৩
অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন	১৫—৪৪	৩৭৪—৪২২
বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের ভীতি ও প্রশান্তমূর্ত্তি প্রদর্শনার্থ প্রার্থনা	৪৫—৪৬	৪০০—৪০১
ভগবানের পুনরায় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ এবং অর্জুনকে সাস্থনা দান	৪৭—৫৫	৪০২—৪০৭

দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপোপাসক ও অব্যক্ত মূর্ত্তির উপাসক, এতদুভয়ের মধ্যে কে অধিকতর যোগবিৎ, ইহা জানিবার জন্য অর্জুনের প্রশ্ন	১	৪:০
ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে ভগবৎ কর্তৃক ভক্তিয়োগ কথন	২—২০	৭১১—৪২৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং ভগবৎকর্তৃক ক্ষেত্রক্ষেত্রজযোগ কথন	১—৩৪	৪২৯—৪৫৭
---	------	---------

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগ-যোগ কথন	১—২৭	৪৫৯—৪৮০
-----------------------	------	---------

বিষয়	প্লোক	পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ অধ্যায়		
দেহরূপ অশ্বখের বর্ণনপ্রসঙ্গে সংসারমায়াচ্ছেদকর		
• পুরুষোত্তমযোগ কথন	১—২০	৪৮৩—৫০১
ষোড়শ অধ্যায়		
দৈবীসম্পদ বর্ণন আরম্ভ কবিতা দৈবাস্বরসম্পদ-		
বিভাগযোগ বর্ণন	১— ২৪	৫০৩—৫২০
সপ্তদশ অধ্যায়		
শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে অঙ্কায়িত সাধকের		
গতিসম্বন্ধে অজ্ঞানের প্রশ্ন	১	৫২২
তত্ত্বতরে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী অঙ্কাবেদে		
উপাসক নির্ণয়	২—৬	৫২৪—৫২৭
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে আহার, যজ্ঞ,		
তপস্যা, দান প্রভৃতি বর্ণনে অঙ্কায়িত বর্ণন	৭—২২	৫২৮—৫৩৮
যজ্ঞাদির সাত্ত্বিকতা সম্পাদনের প্রকার—		
প্রদর্শন	২৩—২৮	৫৩৯—৫৪৩
অষ্টাদশ অধ্যায়		
সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্যজিজ্ঞাসা অজ্ঞানের প্রশ্ন	১	৫৪৬
তত্ত্বতরপ্রসঙ্গে ভগবৎকর্তৃক সর্বগীতার্থের		
সারসঙ্কলনপূর্বক মোক্ষযোগ কথন	২—৭৮	৫৪৭—৫৯৯
গীতামাহাত্ম্য		৬০১—৬১২
শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়া উপক্রমণিকা		৬১৩
গীতাসারঃ (গুরুপুত্রাণামন্তর্গতঃ)		৬১৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অকারাদি বর্ণানুক্রমিক

শ্লোকসূচা

অ	• অঃ শ্লোঃ	অঃ শ্লোঃ
অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি	২ ৩৪	অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ ৮ ৪
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম	৮ ৩	অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র ৮ ২
অক্ষরাণামকারোহস্মি	১০ ২৩	অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা ১৮ ১৪
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮ ২৪	অধাত্বজ্ঞান-নিত্যত্বং ১৩ ১১
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়ম্	২ ২৪	অধ্যাত্মে চ য ইমং ১৮ ৭০
অজোহপি সমবায়াত্মা	৪ ৬	অনন্তবিজয়ং রাজা ১ ১৬
অজ্ঞশাশ্রদধানশ্চ	৪ ৪১	অনন্তশাস্মি নাগানাম্ ১০ ২২
অত্র শূর্য মহেশ্বাসঃ	১ ৪	অনন্তচেতাঃ সততম্ ৮ ১৪
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্	৩ ৩৬	অনন্তাশ্চিস্ত্বয়ন্তো নাম্ ২ ২২
অথ চিত্তং সনাধাতুম্	১২ ২	অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ ১২ ১৬
অথ চেৎ ত্বমিমং ধৰ্ম্ম্যম্	২ ৩৩	অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ ১৩ ৩১
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২ ২৬	অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যম্ ১১ ১২
অথবা বহ্ননৈতেন	১০ ৪২	অনাপ্রিতঃ কৰ্মফলম্ ৬ ১
অথবা যোগিনামেব	৬ ৪২	অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ১৮ ১২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১ ২০	অন্তদেগকরং বাক্যম্ ১৭ ১৫
অথৈতদপ্যাশন্তোহসি	১২ ১১	অন্তবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্ ১৮ ২৫
অদৃষ্টপূৰ্ণং হুমিতোহস্মি	১১ ৪৫	অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ ১৬ ১৬
অদেশকালে যদানং	১৭ ২২	অনেকবক্তৃনয়নং ১১ ১০
অদেহী সৰ্বভূতানাম্	১২ ১৩	অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রম্ ১১ ১৬
অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা	১৮ ২৩	অন্তকালে চ মামেব ৮ ৫
অধৰ্ম্মাভিভবাং কৃষ্ণ	১ ৪০	অন্তবস্তু ফলং তেষাম্ ৭ ২৩
অধশ্চোৰ্দ্ধং প্রস্থতাঃ	১৫ ২	অন্তবস্তু ইমে দেহাঃ ২ ১৮

	অঃ শ্লোঃ		অঃ শ্লোঃ
অম্মান্তবন্তি ভূতানি	৩ ১৪	অবাচ্যবাদাংশ বৃহন্	২ ৩৬
অন্তে চ বহবঃ শূরাঃ	১ ২	অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি	২ ১৭
অন্তে স্বেবমজানন্তঃ	১৩ ২৫	অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩ ১৬
অপসং ভবতো জন্ম	৪ ৪	অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২ ২৮
অপরে নিয়তাহারাঃ	৪ ৩০	অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮ ১৮
অপরেয়মিতত্ত্বাং	৭ ৫	অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তঃ	৮ ২১
অপর্যাপ্তং তর্ঙ্গ্যাকম্	১ ১০	অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭ ২৩
অপানে জুহ্বতি প্রাণম্	৪ ২২	অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭ ৫
অপি চেৎ সূতরাচারো	২ ৩০	অশোচ্যানম্মশোচন্তঃ	২ ১১
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪ ৩৬	অশ্রদ্ধানাঃ পুরুষাঃ	২ ৩
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ	১ ৩৫	অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং	১৭ ২৮
অপ্রকাশোহপ্রবৃতিশ্চ	১৪ ১৩	অস্থখঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০ ২৬
অফলাকাজ্জিভিষজ্ঞো	১৭ ১১	অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮ ৪২
অভয়ং সতসংস্তুদ্ধিঃ	১৬ ১	অসক্তিরনভিষঙ্গঃ	১৩ ২
অভিসন্ধায় তু ফলম্	১৭ ১২	অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬ ৮
অভ্যাসযোগযুক্তেন	৮ ৮	অসৌ ময়া হতঃ শক্রঃ	১৬ ১৪
অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি	১২ ১০	অসংযতাস্থনা যোগো	৬ ৩৬
অমানিত্বমদম্বিত্বম্	১৩ ৭	অসংশয়ং মহালাহো	৬ ৩৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাঃ	১১ ২৬	অস্মাকং তু বিশিষ্টা য়ে	১ ৭
অমী হি ত্বাং সুরসজ্জাঃ	১১ ২১	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং	
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো	৬ ৩৭	ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ	১৬ ১৮
অয়নেষু চ সর্বেষু	১ ১১	অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং	
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮ ২৮	ক্রোধং পরিগ্রহম্	১৮ ৫৩
অবজানন্তি মাং মৃঢ়াঃ	২ ১১	অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	২ ১০

অঃ শ্লোঃ	অঃ শ্লোঃ
অহমাত্মা গুড়াকেশ ১০ ২০	আহরনৃপি সর্বত্র ১৭ ৭
অহং বৈখানরো ভূত্বা ১০ ১৪	আহুত্বায়ুযয়ঃ সর্বে ১০ ১৩
অহং সর্বত্র প্রভবঃ ১০ ৮	ই .
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ২ ২৪	ইচ্ছাধেষসমুত্থেন ৭ ২৭
অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ১৬ ২	ইচ্ছা ধেষঃ স্তুতং দুঃখং ১৩ ১৬
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ ১০ ৫	ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং ১৩ ১৮
অহোবত মহং পাপং ১ ৪৪	ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং ১০ ২০
•	ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং ১৮ ৬৩
আ	ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবঃ ১১ ৫০
আখ্যাহি মে কো ভবান্ ১১ ৩১	ইত্যহং বাসুদেবস্ত ১৮ ৭৪
আঢ্যোহিভিজনবানশ্চি ১৬ ১৫	ইদম্ভ তে গুহ্যতমং ২ ১
আত্মসঙ্ঘাবিতাঃ শুদ্ধাঃ ১৬ ১৭	ইদম্ভে নাতপস্কায় ১৮ ৬৭
আত্মোপম্যেন সর্বত্র ৬ ৩২	ইদম্ভ ময়া লঙ্কং ১৬ ১৩
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ ১০ ২১	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ১৪ ২
আপূৰ্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং ২ ৭০	ইদং শরীরং কোন্তেয় ১৩ ১
আত্মকভুবনালোকাঃ ৮ ১৬	ইন্দ্রিয়শ্চেन्द्रিয়স্তার্থে ৩ ৩৪
আয়ুধানামহং বজ্রং ১০ ২৮	ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং ২ ৬৭
আয়ুঃসত্ত্ববারোগ্য- ১৭ ৮	ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহঃ ৩ ৪২
আরুৰুক্ষেমুর্নৈর্ধোগম্ ৬ ৩	ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ ৩ ৪০
আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩ ৩২	ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং ১৩ ৮
আশাপাশর্শতৈবদ্ধাঃ ১৬ ১২	ইমং বিবস্বতে যোগং ৪ ১
আশ্চর্য্যবৎ পশুতি	ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো ৩ ১২
কশিচদেনম্ ২ ২২	ইহৈকম্ভ জগৎ কুংস্রং ১১ ৭
আত্মরীং যোনিমাপন্নঃ ১৬ ২০	ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো ৫ ১২

অঃ শ্লোঃ		অঃ শ্লোঃ	
ঐ		এতৈবিস্মৃক্তঃ কৌন্তেয়	
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	১৮ ৬১	এবমুক্তো হৃষীকেশঃ	১ ২৪
উ		এবমুক্তা ততো রাজন্	
উচ্চৈঃশ্রীবসমস্থানাং	১০ ২৭	এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে	১ ৪৬
উৎক্রামন্তঃ স্থিতং বাপি	১৫ ১০	এবমুক্তা হৃষীকেশঃ	২ ৯
উত্তমঃ পুরুষশ্চত্বঃ	১৫ ১৭	এবমেতদ্ যথাথ ত্বং	১১ ৩
উৎসন্নকূলধর্মাণাং	১ ৪৩	এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম	৪ ১৫
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ	৩ ২৪	এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্	৪ ২
উদারঃ সর্ব্ব এবৈতে	৭ ১৮	এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩ ১৬
উদাসীনবদাসীনো	১৪ ২৩	এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪ ৩৩
উদ্ধরেদাঙ্গনান্নানং	৬ ৫	এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	৩ ৪৩
উপদ্রষ্টাভ্রমন্তা চ	১৩ ২২	এবং সততযুক্তা য়ে	১২ ১
ঊ		এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে	
উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্তাঃ	১৪ ১৮	এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২ ৭২
উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্	১৫ ১	ও	
ঋ		ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	
ঋষিভিবাহুধা গীতম্	১৩ ৪	ও তৎসদিতি নির্দেশঃ	১৭ ২৩
এ		ফ	
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবশ্চ	১১ ৩৫	কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ	১৮ ৭২
এতদ্বোনীনি ভূতানি	৭ ৬	কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ	৬ ৩৮
এতন্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ	৬ ৩২	কটুশ্লবণাত্যক্ষ	১৭ ৯
এতাংপি তু কৰ্ম্মাণি	১৮ ৬	কথং ন জ্ঞেয়ম্ভার্জিঃ	১ ৩৮
এতাং দৃষ্টিমবভৈভ্য	১৬ ৯	কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২ ৪
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০ ৭	কথং বিভ্রামহং যোগিন্	১০ ১৭

ওঁ তৎ সৎ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্गीता

—)•:•:•(—

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুয়ুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ । [হে] সঞ্জয় ! ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে-
যুয়ুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ) মামকাঃ (মৎপক্ষীরাঃ) পাণ্ডবাঃ চৈব সম-
বেতাঃ (মিত্রিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুর্বত (কৃতবন্তঃ) ॥ ১

অনুবাদ ।—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
মৎপক্ষীয় কোরবগণ ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি
করিলেন ? ॥ ১

স্বামিকৃতটীকা ।—অত্র তাবৎ ধৰ্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিবীদগ্নিদ-
মত্ৰবীদিত্যন্তেন গ্রহেণ কৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপাতে,—
ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি । ধৰ্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদি । ভোঃ সঞ্জয় ! ধৰ্ম্মভূমৌ

কুরুক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, অশ্রু কুরোর্ধ্বস্থানে, যামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডু-পুত্রাশ্চ যযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্বত কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১

টিপ্পনী।—“ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” ইত্যাদি স্থলে ধৃতরাষ্ট্রের “কিম-কুর্বত সঞ্জয়” এই প্রশ্নটি আপাততঃ একান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় ; কারণ উভয় পক্ষই যখন পরস্পর বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তখন “উভয় পক্ষ কি করিলেন” এরূপ প্রশ্ন আবার কেন ? কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে “প্রজাচক্ষুঃ” প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন ; সুতরাং বলিতে হইবে, কুরুকুলপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবুদ্ধিমান এবং পরম প্রবীণ ; সুতরাং তিনি যে এরূপ বৃথা প্রশ্ন করিবেন, ইহাও অসম্ভব। পরন্তু এই প্রশ্নসম্বন্ধে সবিশেষ প্রাণিধান করিলে, ইহা কিছুই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না।

সমস্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র ভারতের অত্যন্তম অতিপ্রধানভূত পরম পুণ্য-ভূমি। ইহার পবিত্রতা ও প্রাধান্ত্য জাবাল ঋতিতে উক্ত হইয়াছে—“যদহু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্” এবং শতপথ ঋতিতে “কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনম্” ইত্যাদি বাক্যে কীর্তিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের অপূর্ব মহিমা! মহাপাপিষ্ঠগণও কোন তীর্থে উপস্থিত হইলে, তাহার চিন্তভূমিতে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও বিষয়ের অনিত্য-তার উপলব্ধি হওয়ার বিবেকের অভ্যাস হইয়া থাকে। মহামহিমশালী কুরুক্ষেত্রের পবিত্রভূমিতে উপস্থিত হইয়া পরস্পর বধেচ্ছু বিষয়-লোলূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের চিন্তে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। সকলের না হউক, একতর পক্ষেরও চিন্তক্ষেত্রে যদি তাদৃশ বৈরাগ্য প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে কদাচ কুলক্ষরকর যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ স্বভাবতঃ ধর্মশীল ও শ্রীকৃষ্ণ পরায়ণ। যদি তাঁহাদের

চিন্তে ধর্মের কর্ণক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের মহিমায় প্রবল বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়, তবে তাঁহারা কদাচ কুলক্ষয়সাধক নানা অনর্থকর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না ; সুতরাং^০ ঐনাযুদ্ধেই মৎপুত্রগণ ধরণীর অধীশ্বর হইয়া, চরম বৈবয়িক সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি নিয়ত পাপ-কর্মপরায়ণ দুর্ব্যোধানাদির চিন্তে স্থান-মাহাত্ম্যে ধর্মবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা হইলে, তাহারা পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্যার্ধ প্রদানে সন্ধিস্থাপনও করিতে পারে। উভয়থাই স্থানমাহাত্ম্য-প্রভাবে আত্মকলহ প্রসূত অনর্থপাত সংজ্ঞাটিত না হইবারই সম্ভাবনা। এই মনে করিয়াই মহামনীষী ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই প্রশ্ন করিলেন। সুতরাং ঈদৃশ প্রশ্ন বিন্দুমাত্রও অসঙ্গত নহে।

কুরুক্ষেত্র ।—ইহার অপর নাম সমস্তপঞ্চক ; ইহা বর্তমান দিল্লীর সমীপবর্তী এবং এই ক্ষেত্র প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া বিখ্যাত। যুধিষ্ঠির ও দুর্ব্যোধানাদির পূর্বপুরুষ মহারাজাধিরাজ কুরু যজ্ঞার্থ এই স্থান কর্ণ করেন বলিয়া, উহা কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা পরম পবিত্র তীর্থ। এখানে দেহত্যাগ করিলে, নরগণ সুরলোকে গমন করিয়া থাকেন। ইতঃপূর্বে শাস্ত্রহনন ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতাত চিত্রাঙ্গদ এই স্থানে গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। বর্তমান ঐতিহাসিক যুগেও এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানে বহুবার ভারতের ভাগ্যচক্রের নেমি পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে।

সঞ্জয় ।—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের এক অতি বিশ্বস্ত অমাত্য এবং সারথি ; ইহার পিতার নাম গবঙ্গগণ। এই জ্ঞা ইনি সময় সময় গাবল্গণি নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি অতীব শাস্ত্রস্বভাব, মিতভাষী ও সদা সন্তোষ-শীল। বিচক্ষণতায় ইনি মহামনস্বী বিদ্বরের তুল্য। মহর্ষি ব্যাসের অমুগ্রহে ইনি নিরাপদে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করেন এবং ভগবৎকথিত পরম যোগতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। যাহা মহাত্ম্যাবান্ অর্জুন ব্যতীত অন্য কেহ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করেন

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং হৃষ্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুং ।

“ ব্যাঢ়াং রূপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

নাই, সেই বিস্ময়জনক সন্দর্শন করিয়া মহামতি সঞ্জয় কৃতার্থ হইয়াছিলেন ।
অর্জুন এই মহাহতভবকে প্রিয়সখা মনে করিয়া আদর করিতেন ॥ ১

অশ্বয়ুগঃ ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ । রাজা হৃষ্যোধনঃ তদা পাণ্ডবানীকং
(পাণ্ডবসৈন্তং) ব্যাঢ়ং (ব্যাহরচনয়া ব্যবস্থিতং) দৃষ্ট্বা তু আচার্য্যম্ (দ্রোণম্)
উপসঙ্গম্য বচনম্ অবব্রবীৎ ॥ ২

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন,—তখন রাজা হৃষ্যোধন, পাণ্ডবসৈন্ত
সকলকে ব্যাহাঙ্কারে অবস্থিত দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া
বলিতে লাগিলেন ॥ ২

স্বামী ।—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্টে, তাদি । পাণ্ডবানামনীকং সৈন্তং
ব্যাঢ়ং ব্যাহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গম্বা রাজা হৃষ্যোধনো
বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

টিপ্পনী ।—যুৱরাত্ত্রের প্রস্ত্রে সঞ্জয় যে উত্তর দিলেন, ব্যাসশিষ্য
বৈশম্পায়ন তাহাই মহারাজ জনমেজয়কে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২

অশ্বয়ুগঃ ।—হে আচার্য্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা রূপদপুত্রেণ
(যুইদ্রায়েন) ব্যাঢ়াং (ব্যাহরচনয়া ব্যবস্থিতাং) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং
চমুং (সেনাং) পশু (অবলোকয়) ॥ ৩

অনু ।—আচার্য্য ! আপনার শিষ্য ধীমান্ যুইদ্রায় পাণ্ডবদিগের
এই বিপুল সৈন্তসমূহ ব্যাহাঙ্কারে রচনা করিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন,
তাহা দেখুন ॥ ৩

স্বামী ।—তদেব বচনমাহ—পশ্চৈতামিত্যানিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ ।
পশ্চৈতাদি । হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমুং সেনাং পশু,
তব শিষ্যেণ ধীমতাং ঋগ্বেদপুত্রেন যুষ্টদ্যায়েন বাচাং বাহরচনমাহিষ্টিতাম্ ॥ ৩

টিপ্পনী ।—এখানে কোন কোন মনীষী টীকাঙ্কর “পাণ্ডুপুত্রাণাম্
আচার্য্য” অর্থাৎ “হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য” এইরূপ অম্বয় করিয়া, আচার্য্যের
প্রতি দুর্য্যোধনের কটুক্তিগর্ভ শ্লেষ ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া প্রতিপাদন
করিয়াছেন । অর্থাৎ আপনি পাণ্ডবগণেরই আচার্য্য—তাহাদের প্রতিই
আপনি চিরদিন স্নেহশীল—আমার পক্ষে থাকিয়াও আপনি সূতত তাহা-
দেরই মঙ্গল কামনা করেন—এইরূপ বাক্যভঙ্গীক্রমে পরম পূজ্যস্পদ
আচার্য্যের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগে যখন তাঁহার মনে পীড়া উপাদান
করিলেন, তখন ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমান্বিত দুর্য্যোধনের চিত্তের মালিঙ্গ দূরীভূত
হয় নাই—সুতরাং দুর্য্যোধনের জয়াশা নাই—ইহা সূচিত হইল ।

আর ঋগ্বেদের সহিত দ্রোণের পূর্ব্বশক্রতাও বচন-ভঙ্গীক্রমে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণবণের জন্তই যে যুষ্টদ্যায়ের
উৎপত্তি, তাহাও দ্রোণকে মনে করাইয়া দেওয়া হইল । “তব শিষ্যেণ”
এই পদ দ্বারা “যুষ্টদ্যায়ের সমরকুশলতা আপনার যে অপরিজ্ঞাত নহে,”
ইহাও সূচিত হইল । ঋগ্বেদপুত্র যুষ্টদ্যায়ের একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে
“ধীমতা” অর্থাৎ যুষ্টদ্যায় সাতিশয় বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন । আপনার বধার্থই
যজ্ঞসেন ঋগ্বেদরাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে যে যুষ্টদ্যায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা
আপনি বিলক্ষণ জানেন ; পরে এই ব্যক্তিই সমর-কৌশল শিক্ষা করিবার
জন্তই আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং একজন অতিরথ বলিয়া
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । দেখুন, এই যুষ্টদ্যায় আপনারই নিকট হইতে
শিক্ষালাভ করিয়া আপনারই প্রতিকূলে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন ।
ইহাতে আপনার বিবেকাক্ষতা এবং আমার বিষম অনর্থপাত, আর সঙ্গে
সঙ্গে যুষ্টদ্যায়ের বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইল । ফলতঃ এই শ্লোকটির

অত্র শূরা মহেষ্টাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
 ধৃষ্টকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

শ্লেষগত বচন-পরম্পরার আচার্য্যের ক্রোধ ও বিদেষ উদ্দীপন করাই রাজা
 দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—অত্র (পাণ্ডবসেনারাঃ) শূরাঃ মহেষ্টাসাঃ (মহাধনুর্ধরাঃ)
 যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জুনসমাঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ
 দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ চৈকিতানঃ, বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজশ্চ, পুরুজিৎ
 কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ, বীৰ্য্য-
 বান্ উত্তমৌজাশ্চ সৌভদ্রঃ (স্নভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদী-
 তনয়াশ্চ), [এতে] সৰ্ব্বে এব মহারথাঃ ॥ ৪—৬

অনু ।—[দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রচিত বাহে অবস্থিত] এই
 পাণ্ডব-সেনাদলে, যুদ্ধে ভীমার্জুনতুল্য মহাবল ধনুর্ধর যুযুধান (সাত্যকি),
 বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চৈকিতান, বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ
 কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, মহাবল উত্তমৌজা ও
 স্তম্ভদ্রাপুত্র (স্নভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র (প্রতিবিদ্যা প্রভৃতি)
 উপস্থিত আছেন ; ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪—৬

স্বামী ।—অত্রৈত্যানি । অত্র অস্তাং চ্যাম্ । ইষবো বাণা
 অস্তস্তে ক্রিপ্যন্তে এভিরিতি ইষাসাঃ ধনুংবি, মহাস্ত ইষাসা যেষাং তে
 মহেষ্টাসাঃ । ভীমার্জুনৌ তাবদজ্ঞাতিপ্রসিকৌ বোদ্ধারৌ, ভাত্যাং সমাঃ

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা মম সৈন্তস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭

শূরাঃ শৌর্ধেণ ক্কাত্রিধর্ষেণোপেতাঃ সন্তি । তানেব নামভিনির্দিশতি—
যুযধান ইতি । যুযধানঃ সাত্যকিঃ । কিঞ্চ ষ্টকেতুরিতি । চেকিতানো
নাম একো রাজা । নরপুংসবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাঃ । যুধামন্যুরিতি । বিক্রান্তো
যুধামন্যুর্নাটমকঃ । সৌভজ্রোহভিমন্যুঃ, ত্রৌপদেয়াঃ ত্রৌপজ্ঞাঃ পঞ্চভ্যো
যুধিষ্ঠিরাদিত্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ । মহারথাদীনাং
লক্ষণম্—“একো দশসহস্রাণি বোধয়েদ্ যন্ত ধ্বিনাম্ । শতশীত্ৰপ্রবীণশ্চ
মহারথ ইতি শ্রুতঃ ॥ অমিতান্ বোধয়েদ্যন্ত সংপ্রোক্তোহতিরথশ্চ সঃ ।
রথী চৈকেন যো যুধ্যৎ তন্নুনোহর্জরথী শ্রুতঃ ॥” ৪—৬

অনুয়ঃ ।—হে দ্বিজোত্তম ! (বিপ্রশ্রেষ্ঠ !) অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ
(প্রধানাঃ) মম সৈন্তস্য নায়কাঃ (নেতারঃ) [সন্তি], তান্ নিবোধ
(জানীহি), তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্ জ্ঞানার্থং) তান্ ব্রবীমি (বর্ণয়ামি) ॥ ৭

অনু ।—হে দ্বিজোত্তম ! আমাদের পক্ষে যাহারা প্রধান [সেনা-
নায়ক আছেন], তাঁহাদিগকেও অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য
তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৭

স্বামী ।—অস্মাকমিতি । নিবোধ বুধ্যস্ব । নায়কা নেতারঃ ।
সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭

টিপ্পনী ।—পাণ্ডবগণের সেনার বাহুল্য নির্দেশে পাছে স্বকীয়
ভীতি প্রকাশিত হয়, এ জন্য রাজা দুর্যোধন, নিজ সেনার মহারথগণের
নামও সেই সঙ্গে নির্দেশ করিতেছেন । সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে ইহাও জ্ঞাপন
করিলেন যে, আপনি মনে মনে পাণ্ডবগণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেও
আমার ভয়ের তাদৃশ কারণ নাই । কারণ আপনি “দ্বিজোত্তম” সুতরাং
ব্রাহ্মণের অল্পষ্ঠের কার্য্যকলাপেই আপনার পারদর্শিতা ; আপনি জীবিকার্য্য

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কৰ্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। যিনি স্বধর্মত্যাগী, তাঁহার চিন্তের একাগ্রতা সম্ভব নহে। আর “সংজ্ঞার্থম্” এই পদে ইহাও ইঙ্গিত করিলেন—আপনি বুঝুন যে, আপনি ভিন্নও আমার পক্ষে অনেক মহা মহাবীর উপস্থিত আছেন। যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধার সহিত সময়ে সমর্থ, ঈদৃশ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বীরপুরুষকে মহারথ বলে। আর যিনি অসংখ্য বীরের সত্তিত যুদ্ধে পরাধীন হন না, তাঁহাকে অতিরথ বলে। যিনি একজন রথারূঢ় যোদ্ধাপুরুষের সহিত সময়ে প্রবৃত্ত হন; তাঁহার নাম রথী। রথী অপেক্ষা যিনি নান, তাঁহাকে অর্ধরথী বলে ॥ ৪-৭

অন্বয়ঃ ।—[যুদ্ধজয়ী] ভবান্ ভীষ্মশ্চ কৰ্ণশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ [আচার্য্যঃ] কৃপশ্চ অশ্বখামা (ভবদাত্তজঃ) বিকর্ণশ্চ (মন্ত্রাতা) সৌমদন্তিঃ (সৌমদন্তপুত্রঃ ভুরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথশ্চ ॥ ৮

অনু ।—আপনি, ভীষ্ম, কৰ্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ সৌমদন্ত-পুত্র ভুরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে কৃতসঙ্করাঃ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (নানাশাস্ত্রাণি প্রহরণানি সমরসাধনানি যেষাং তে) অন্তে চ বহবঃ শূরাঃ [সন্তি] [তে] সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ (সমরাভিজ্ঞাঃ) ॥ ৯

অনু ।—নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী আরও অনেক বীর আছেন, ইহারা সকলেই আমার জন্ত প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কর এবং ইহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ॥ ৯

* সৌমদন্তিত্বৈব চ ইতি পাঠঃ কুজ্জটিং দৃষ্টতে ।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং হ্রিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

স্বামী ।—তানেবাহ—ভবানিতি স্বাভ্যাম্ ! ভবান্ দ্রোণঃ । সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা । সৌমদত্তিঃ সৌমদস্তস্ত পুত্রো ভূমিপ্রবাঃ । অস্ত্রে চেতি মদার্থে মৎপ্রয়োজনার্থঃ জীবিতং ত্যক্তুমধ্যাবসিতা ইত্যর্থঃ । নানা অনেকানি শস্ত্রাণি গ্রহরণসাধনানি যেষাং তে । যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ । ১—২

টিপ্পনী ।—গুরুদেব পাছে আমার মনোভাব বুঝিয়া বিরূপ হন, এই আশঙ্কায় পূর্বলোকে প্রথমেই “ভবান্” শব্দের প্রয়োগ করিলেন অর্থাৎ আপনি মনে কিছু করিবেন না—আপনিই আমার প্রধান ভরসা । তার পর গুরুদেবের প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভুবনৈকবীর কুরুগণের একমাত্র অধীনস্থ ভীম এবং মহাবল অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের পরেই কৃপাচাণ্ড্য (দ্রোণেরই শ্যালক) এবং তৎপরেই গুরুর পরম স্নেহের পুত্র অশ্বথামার নাম, স্বীয় স্নেহময় ভ্রাতা বিকর্ণেরও পূর্বে উল্লেখ করিলেন । পাণ্ডব-সেনা-নাশকগণের সকলকেই মহারথ বলিয়া স্বপক্ষীয় সেনা-নাশকগণকে একটু বিশেষ ভাবে নির্দেশ না করিলে পাছে আচাৰ্য্য ক্ষুব্ধ হন, এই আশঙ্কায় কাহারও কোন বিশেষণ না দিয়া মাঝামাঝি কৃপাচাণ্ড্যের নামের পূর্বেই একটা প্রকাণ্ড বিশেষণ দিলেন—“সমিতিজ্ঞঃ” (সমন্বিভজ্ঞেতা) ॥ ১০

অনুব্রূঃ ।—তৎ (তাদৃশবীরযুক্তমপি) ভীমাভিরক্ষিতম্ [অপি] অস্মাকং বলম্ অপার্যাপ্তং (বিপক্ষসৈন্ত্যং প্রতি যোদ্ধুম্ অসমর্থম্) ; ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং তু এতেষাং (পাণ্ডবানাং) বলং পর্যাপ্তম্ (রণে সমর্থম্) ॥ ১০

অনুব্রূ ।—আমাদের পক্ষে এরূপ বীরগণ-পরিপূর্ণ অসংখ্য সৈন্ত থাকিলেও এবং তাহারা ভীমকর্তৃক রক্ষিত হইলেও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্তগণের

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥ ১১

সহিত সমরে অসমর্থ ; কিন্তু ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদিগের এই সৈন্তগণ সমরে সমর্থ হইবে ॥ ১০

স্বামী ।—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্যাপ্তমিত্যাদি । তৎ তথা-ভূতৈর্বীরৈৰ্ভূক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলঃ সৈন্তম্ অপ-র্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি । ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলঃ ভীমাভিরক্ষিতং সং পর্যাপ্তং সমর্থং ভাতি, ভীষ্মশ্রোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ । অস্বদলং পাণ্ডবসৈন্তং প্রত্যসমর্থং ভীমশৈকপক্ষপাতিত্বাৎ ॥ ১০

চিষ্টপ্ননী ।—এই ক্ষোকে দুৰ্যোধনের চিত্তগত আশঙ্কা বাহির হইয়া পড়িয়াছে । তিনি বলিতেছেন,—আমার সৈন্তসংখ্যা অধিক হইলেও এবং আমার সৈন্তগণ মহামহাবীরগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইলেও আমার সর্ব-সেনাধিনাথ ভীষ্ম যদিও পরশুরাম-বিজেতা ; সুতরাং অপরাভয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু তিনি যখন উভয়পক্ষপাতী অর্থাৎ উভয়পক্ষেরই শুভাকাজক্ষী, তখন এই বিপুল সেনাও কার্য্যকালে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে । আর নানবল ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক হইলেও এবং অল্পবুদ্ধি হঠকারী ভীমকর্তৃক পরিচালিত হইলেও ভীম একপক্ষপাতী বলিয়া, তদধীন সৈন্তগণ সমরে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে—ইহাই বোধ হইতেছে । কারণ যুদ্ধাদিকার্য্যে একনিষ্ঠ ব্যক্তিই সাফল্য লাভ করিয়া থাকে ॥ ১০

অনুব্রূয়ঃ ।—সৰ্বে এব ভবন্তঃ সৰ্বেষু অয়নেষু (বাহ্যপ্রবেশ-দ্বারেষু) যথাভাগং (নির্দিষ্টঃ স্বস্বরপস্থানম্ অপরিভ্রাজ্য) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] [সর্বপ্রযত্নেন] ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু ॥ ১১

অনু ।—(অতএব) বাহ্য প্রবেশ-পথে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অব-স্থান করিয়া আপনারা সকলেই ভীমকেই রক্ষা করুন ॥ ১১

তশ্চ সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনত্বোচ্চৈঃ শব্দাঃ দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

স্বামী ।—তস্মাৎ ভবন্তিরেবং বস্তিতবামিত্যাহ—অয়নেবিত্তি । অয়-
নেষু বাহ্যপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাঃ স্বাঃ স্বাঃ রণভূমিষু অপরিত্যজ্য
অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্কে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্ত । যথাহৈত্রৈয়ুধ্যমানঃ পৃষ্ঠিতঃ
কৈশিয় হন্তেত, তুথা রক্ষন্ত । ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১

টিপ্পনী ।—ভীষ্ম উভয়-পক্ষপাতী হইলেও কুরুকুলের পূজনীয় এবং
সর্বপ্রধান আশাভরসা স্থল, আপনিও গুরুদেব ; সুতরাং আমার পরম
শুভাকাজী ; অত্যাশ্রয় মহামহা বীরগণ উপস্থিত আছেন বলিয়া আপনি
যেন উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন—এই অভিপ্রায়ে আচার্য্যের প্রোৎ-
সাহার্থ রাজা দুর্যোধনের এই উক্তি । যদি আপনারা সকলে আমার
সর্বসৈন্তনাথ এবং আমার প্রধান ভরসাস্থল পিতামহদেবকে রক্ষা করেন,
তবে আপনাদের উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় আমি সময়ে অবশ্যই বিজয়
লাভে সমর্থ হইব ॥ ১১

অম্বয়ঃ ।—তশ্চ (দুর্যোধনশ্চ) হর্ষং সংজনয়ন্ (হর্ষপরিবর্জননং
কুর্স্ব) প্রতাপবান্ কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনত্ব
(কৃত্বা) শব্দাঃ দদ্যৌ (বাদিতবান্) ॥ ১২

অনু ।—[তখন] তাঁহার (দুর্যোধনের) [চিন্তে] আনন্দ উৎ-
পাদনার্থ প্রতাপশালী কুরুবুদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ
করিয়া শব্দ বাজাইলেন ॥ ১২

স্বামী ।—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্যোধনশ্চ বাক্যং শ্রুত্বা
ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, উদাহ—তন্তেত্যাदि । তশ্চ রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্
কুর্স্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহাস্তঃ সিংহনাদং বিনত্ব কৃত্বা শব্দাঃ দদ্যৌ
বাদিতবান্ ॥ ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাত্যহন্তস্ত স শব্দস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।— রাজা দুর্যোধনের তাদৃশ বচনাত্মী শ্রবণ করিয়া আচার্য্য তদীয় উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অথবা চিন্তাগত ভীতির প্রশমনার্থ একটি মাত্র বাক্যও ব্যয় করিলেন না, ঠিকাতেন আচার্য্যের উপেক্ষাই মনে করিয়া ভীষ্ম দুর্যোধনকে প্রোৎসাহিত ও নিশ্চিন্ত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না ; কারণ তিনি “কুরুবুদ্ধ” । বুদ্ধগণ বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা প্রভৃতি বয়েধর্ম্মমূলভ গুণগ্রামপ্রভাবে সহজেই অন্তের মনোভাব নির্ণয়ে সমর্থ ; তাই আচার্য্যসমীপে দুর্যোধনের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে তিনি তদীয় অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারিলেন । আর তিনি “পিতামহ” ; সুতরাং পৌত্রের প্রতি স্বভাবতঃ স্নেহময় ; তিনি কি আচার্য্যের স্তায় উপেক্ষা করিতে পারেন ? তাদৃশ ভীষণ সমরক্ষেত্রে মহামহাবীরগণের সমক্ষে তাদৃশ গভীরস্বরে সিংহবৎ গর্জ্জনপূর্ব্বক বিপক্ষবর্গের ভীতি উৎপাদন এবং তৎসহ কুরুরাজের হৃষপরিবর্দ্ধন করা তাঁহারই স্তায় “প্রতাপবান্” বীরাগ্রণী মহাপুরুষ ব্যতীত সামান্ত বীরের পক্ষে সম্ভব নয় । জগদেকবীর ভীষ্ম দুর্যোধনের অন্তর্নিহিত ভয়ের পরিচয় পাইয়া এবং আচার্য্যের সহিত কথাপ্রসঙ্গে দুর্যোধন যে একমাত্র তাঁহারই উপর জয়াশা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার ভয় দূর করিবার জন্ত উৎসাহ সহকারে প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—ততঃ (ভীষ্ম-শঙ্খানাদানন্তরং) শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্তস্ত (বাদিতাঃ অভুবন্) ; স শব্দঃ তুমুলঃ (মহান্) অভবৎ ॥ ১৩

অনু ।—অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (পটহ) গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) রণবাণ সকল সহসা বাদিত হইল ; সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩

ততঃ খেতৈর্হৈর্যুস্তে মহতি শ্রুদনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশৈব দিব্যৌ শশ্বৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪

পাঞ্চজন্ত্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ণ্মা বৃক্কোদরঃ ॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্রৃঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

স্বামী ।—তদেবং সেনাপতেভীঃশ্রুত্ব যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্বতো
যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদিনা । পণবা মাদ্রীনাঃ, আনকা
গোমুখাশ্চ বাত্ববিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্তস্ত বাদিভাঃ । স চ
শঙ্খাদিশবস্তমুলো মহানভুঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—ভীষ্মের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনিতে দুর্ব্যোধনপক্ষীয় সেনা-
গণ নিরতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্ত-
গণ ভীত বা নিরুৎসাহ হয় নাই । পরবর্তী শ্লোকে তাহা বিবৃত হইবে ॥ ১৩

অম্বয়ঃ ।—ততঃ খেতৈঃ হৈর্যুঃ (অশ্বৈঃ) যুক্তে মহতি শ্রুদনে
(রথে) স্থিতৌ মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাণ্ডবশ্চ (অর্জুনশ্চ) এব দিব্যৌ
শশ্বৌ প্রদধাতুঃ (বাদয়ামাসতুঃ) ॥ ১৪

অনু ।—অনন্তর খেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে * অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও
অর্জুন দিব্য (অলৌকিক ও অসাধারণ) শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন ॥ ১৪

স্বামী ।—ততঃ পাণ্ডবসৈন্তে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাত—তত ইত্যা-
দিভিঃ পঞ্চভিঃ । ততঃ কৌরবসৈন্তবাত্তকোলাহলানন্তরং মহতি শ্রুদনে
রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ দিব্যৌ শশ্বৌ প্রকর্ষণে দগ্ধতুর্বাদয়া-
মাসতুঃ ॥ ১৪

* এই রথখানি পাণ্ডবদাহকালে ভগবান্ হতাশনের প্রার্থনায় বক্র-
দেব অর্জুনকে প্রদান করেন, উহা দেবদানবগণেরও অজেয় ।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বশঃ পৃথিবীপৃতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শম্ভান্ দগ্ধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

* অর্থঃ ।—হে পৃথিবীপতে ! কৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্তুঃ, ধনঞ্জয়ঃ দেব-
দত্তঃ, ভীমকৰ্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খঃ পৌণ্ড্রং দগ্ধৌ । কুন্তীপুত্রঃ রাজা
যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ঃ [শঙ্খং দগ্ধৌ], নকুলঃ সহদেবশ্চ শ্রুগোষমণিপুংস্কৌ
[দগ্ধতুঃ] । * পরমেষ্ঠাসঃ (মহাধৰ্ম্মধ্বজঃ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ,
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ, মহা-
বাহুঃ সৌভদ্রঃ (অভিমহ্যশ্চ) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্ব এব) পৃথক্ পৃথক্
শম্ভান্ দগ্ধুঃ ॥ ১৫—১৮

অনু ।—শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্তু নামে শঙ্খ, অৰ্জুন দেবদত্ত এবং ভীম-
কৰ্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন । কুন্তীপুত্র রাজা
যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়নামক, নকুল শ্রুগোষনামক এবং সহদেব মণিপুংস্ক
নামক শঙ্খ বাজাইলেন । হে পৃথিবীপতে ! ধৰ্ম্মধ্বজশ্রেষ্ঠ কাশীরাজ, মহা-
রথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্র-
গণ ও মহাবাহু অভিমহ্য—ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজা-
ইলেন ॥ ১৫—১৮

স্বামী ।—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্তাহ—পাঞ্চজন্তুমিতি । পাঞ্চজন্তা-
দীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশম্ভানাং নামানি । ভীমঃ ঘোরঃ কৰ্ম্ম যন্ত সঃ । বৃক-
বহুদরঃ যন্ত স বৃকদরো মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দগ্ধাবিতি । অনন্তেতি । নকুলঃ
শ্রুগোষঃ নাম শঙ্খং দগ্ধৌ, সহদেবো মণিপুংস্কং নাম । কাশ্যশ্চেতি ।
কাশ্যঃ কাশীরাজঃ । কথংভূতঃ ? পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইহাসৌ ধৰ্ম্মযন্ত সঃ । দ্রুপদ
ইতি । হে পৃথিবীপতে বৃত্তরাষ্ট্র ! ॥ ১৫—১৮

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্ৱা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃন্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ।

হবীকেশঃ তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—তুমলঃ সঃ ঘোষঃ (শব্দনাদঃ) নভশ্চ (আকাশমণ্ডলঞ্চ)
পৃথিবীকৈব অভ্যনুনাদয়ন্ ধার্তরাষ্ট্রাণাং (দুৰ্য্যোধনাদীনাম্) হৃদয়ানি
ব্যাদারয়ৎ (বিদারিতবান্) ॥ ১৯

অনু ।—আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রতিধ্বনিত
করিয়া সেই তুমল শব্দাদ্বিগতধ্বনি স্বতরাষ্ট্র-পুত্রগণের (ও তৎপক্ষীয়
বীরগণের) হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯

• স্বামী ।—স চ শব্দানাং নাদস্তদীয়ানাং মহাভয়ং জনসামাসেভ্যাহ
—স ঘোষ ইত্যাদি । ধার্তরাষ্ট্রাণাং তদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ বিদারিত-
বান্ কিং কূৰ্ব্বন্ ? নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমলোহভ্যনুনাদয়ন্ প্রতি-
ধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—হে মহীপতে ! (রাজন্ !), অথ (অনন্তরং) শস্ত্র-
সম্পাতে (বাণাদিক্ষেপণে) প্রবৃন্তে (আরকে) [সতি] কপিধ্বজঃ
পাণ্ডবঃ (অর্জুনঃ) ধার্তরাষ্ট্রান্ (দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতীন্) ব্যবস্থিতান্
(যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্) দৃষ্ট্ৱা (অবলোক্য) ধনুঃ (ত্রিলোকবিধাতঃ
গাওীবঃ) উত্তম্য (উত্তোল্য) তদা হবীকেশম্ (ইন্দ্রিয়াপায়ীশম্ শ্রীকৃষ্ণম্)
ইদং (বাক্যমাণং) বাক্যম্ আহ (কথিতবান্) ॥ ২০

অনু ।—অনন্তর দুৰ্য্যোধন প্রভৃতিকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত
দেখিয়া শস্ত্রসম্পাত আরক হইলে, কপিধ্বজ অর্জুন তখন ধনুঃ উত্তোলন-
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০

অৰ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োৰ্দ্ধো রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্মিরীক্ষেহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণসমুত্তমে ॥ ২২

যোঃশ্রুমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রশ্চ দুৰ্ব্বুদ্ধৈর্যুদ্ধৈ প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥ ২৩

স্বামী ।—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমৰ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—
অথৈতাদিভিঃচতুৰ্ভিঃ প্লোঠৈকৈঃ । অথেতি । অথানন্তরং ব্যবস্থিতান্
যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্ । কপিধ্বজোহৰ্জুনঃ ॥ ২০

অশ্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ । হে আন্যত ! অহং যাবৎ এতান্
যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে, অগ্নিন্ রণসমুত্তমে কৈঃ সহ ময়া
যোদ্ধব্যম্, যুদ্ধে দুৰ্ব্বুদ্ধৈঃ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রশ্চ প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ
[তান্] যোঃশ্রুমানান্ অহং যাবৎ অবক্ষে, [তাবৎ] উভয়োঃ (সেনয়োঃ)
মধ্যে মে (মম) রথং স্থাপয় ॥ ২১—২৩

অনু । —অৰ্জুন বলিলেন—সখে কৃষ্ণ ! যাবৎ আমি যুদ্ধকামনায়
উপস্থিত এই বীরগণকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধোত্তমে কাহাদিগের সহিত
আমাকে সমর করিতে হইবে, যাবৎ তাহা অবলোকন করি ; যুদ্ধে
দুৰ্ব্বুদ্ধি দুৰ্যোধনের প্রিয়কর্মেচ্ছু * যাহারা এই স্থানে সমবেত হইয়াছে,
সেই সকল যুদ্ধার্থীগণকে যাবৎ আমি অবলোকন করি ; তাবৎ তুমি
উভয়সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২১—২৩

স্বামী ।—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরুভিত্যাদি যাবদেতানিতি ।
নহু স্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তজাহ—কৈর্মরৈত্যাди । কৈঃ সহ ময়া

* এই ভীষ্ম জ্ঞোণ প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধেই দুৰ্যোধনের প্রিয়চিকীৰ্ষ—
তাহার দুৰ্ব্বুদ্ধি নিবারণে নহে—ইহাই তাৎপর্য্য ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুর্ভূয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতম্ ।

উবাচ পার্থ পশ্চৈতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

যোদ্ধবাম্ । যোৎসমানানিতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রস্ত হৃষ্যোধনস্ত প্রিয়ঃ কৰ্ত্তৃমিচ্ছন্তো
যে ইহ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবত্ভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে
মম রথং স্থাপয়েত্যম্বয়ঃ ॥ ২১—২৩

অম্বয়ঃ ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ । (হে) ভারত ! হৃষীকেশঃ গুড়া-
কেশেন (গুড়াকা নিদ্রা, তস্তা দৈশেন জিতনিদ্রেণ) [অর্জুনেন] এবম্
উক্তঃ [সন্] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ
মহীক্ষিতাং (রাজাং) [সমুথে] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা “হে পার্থ ! এতান্
সমবেতান্ (যুদ্ধার্থমেকস্মিন্নেব রণাঙ্গনে মিলিতান্) কুরুন্ পশু”
ইতি উবাচ ॥ ২৪।২৫

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন,—হে ভারত ! অর্জুন ভগবান্, ত্রীকৃষ্ণকে
এইরূপ বলিলে, ত্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমুদয় রাজ-
গণের সমুথেই তদীয় উত্তম রথ স্থাপিত করিয়া বলিলেন, “হে পার্থ !
যুদ্ধার্থে সমবেত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দেখ ।” ॥ ২৪।২৫

স্বামী ।—ততঃ কিং বৃত্তম্ ? ইত্যপেক্ষায়াঃ সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত
ইত্যাদি । গুড়াকা নিদ্রা তস্তা দৈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জুনেন এবমুক্তঃ
সন্ । হে ভারত ! হে ধৃতরাষ্ট্র ! সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং
হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্ । ভীষ্মদ্রোণ ইতি । মহীক্ষিতাং রাজাং চ
প্রমুখতঃ সমুথে রথং স্থাপয়িত্বা । হে পার্থ ! এতান্ কুরুন্ পশ্যতি
শ্রীভগবান্নুবাচ ॥ ২৪।২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
 স্বশুরান্ স্নহদশৈশ্চ ব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

টিপ্পনী । “হরীকেশ” অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তর্নিহিত নিগূঢ়
 অভিপ্রায় অবগত আছেন । “গুড়াকেশ” অর্থাৎ নিস্ত্রাবিজয়ী বলিয়া
 সর্ববিষয়ে একান্ত সাবধান । এই দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য এই যে—
 ভগবান্ সর্বজীবের হৃদয়গত অভিপ্রায় জানেন ; সুতরাং অর্জুন যে
 সর্ববিষয়ে একান্ত সাবধান, তাহা তাঁহার জানিতে বাকি নাই । তিনি
 অর্জুনের অস্বরোধ রক্ষার্থ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপনপূর্বক কহিলেন
 —আমি যখন তোমার রথের সারথি, তখন আর তোমার ভয় কি ?
 তুমি নির্ভয়ে এই সমুদয় যুদ্ধার্থী কুরুগণকে দর্শন কর ।

২৪ শ্লোকে “হরীকেশ” অর্থাৎ যিনি সর্বেশ্বরিনিয়ামক ভগবান্
 শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই যাহাদের প্রভু (পক্ষান্তরে নেতাও বটে) সেই একান্ত
 ভগবন্তু পাণ্ডবগণের বিজয়ে সন্দেহের গন্ধও থাকিতে পারে না । “অচ্যুত”
 যিনি দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অবিকৃত ; সুতরাং দেশকালাদি দ্বারা যাহার
 স্বরূপের অজ্ঞা হয় না ; তবে আর তাঁহাকে এবং তিনি যাহাদের রক্ষক
 তাঁহাদিগকে এ জগতে আক্রমণ করিতে কে পারে ? ॥ ২৪।২৫

অনুব্রূয়ঃ ।—অথ পার্থঃ (অর্জুনঃ) তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি
 সেনয়োঃ পিতৃন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্
 পৌত্রান্ তথা সখীন্ স্বশুরান্ স্নহদশ্চ এব অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৬

অনুব্রূ । অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে সমবেত উভয়পক্ষীয় সেনাতেই
 পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, স্বশুর
 এবং স্নহদগণকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬

স্বামী ।—ততঃ কিং প্রবৃন্তমিত্যাহ—তত্রৈত্যাदि । পিতৃন্

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সৰ্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদম্বিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুশ্যতি ॥ ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং ত্র্যংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

পিড়্যানিত্যর্থঃ । পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুৰ্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ

তানিত্যর্থঃ । সৰ্বান্ মিত্রাণি । সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্রুৎ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সৰ্বান্ বন্ধুন সমীক্ষ্য
(অবলোক্য) পরয়া (মহত্যা) কৃপয়া আবিষ্টঃ (যুক্তঃ) বিষীদন্
(বিবাদং শ্রাপ্ণুবন্) [সন্] ইদম্ (বক্ষ্যমাণং বচনম্) অব্রবীৎ ॥ ২৭

অনু । কস্তীনন্দন সেই সকল বন্ধুগণকে [যুদ্ধক্ষেত্রে] সমাগত
দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিত ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা বলিতে
লাগিলেন ॥ ২৭

স্বামী ।—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি । সেনরৌরুভ-
রোরোবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষগ্নঃ সন্ ইদমব্রবীৎ ॥
ইত্যন্তরত্বাৰ্দ্ধলোকস্ত বাক্যার্থঃ । আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ । হে কৃষ্ণ ! ইমান্ যুযুৎসূন্ (যোদ্ধু-
মিচ্ছুন্) স্বজনান্ সমবস্থিতান্ (একত্রাবস্থিতান্) দৃষ্টা মম গাত্রাণি
সীদন্তি মুখং চ পরিশুশ্যতি ॥ ২৮

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধকামনার সমাগত এই
সকল আত্মীয়গণকে [রণক্ষেত্রে] অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন
এবং মুখ শুক হইতেছে ॥ ২৮

ন চ শক্নোম্যবস্থাভূং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

ন চ ত্রৈয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

অনুয়ঃ ।—মে (মম) শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) রোমহর্ষঃ চ জায়তে, হস্তাং গাণ্ডীবঃ [ধনুঃ] অসংসতে, (অধঃপততি) স্বক্ চ পরিদহতে এব ॥ ২০

অনু ।—আমার শরীরে কম্প এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে ॥ ২০

স্বামী ।—কিমত্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্টে মানিত্যাদি যাবদধ্যায়-
ণমাপ্তিঃ । হে কৃষ্ণ ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সমাগবস্থিতান্ স্বজনান্
বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীরানি গাভ্রানি করচরুণাদীনী সীদন্তি বিশীর্ণ্যন্তে । ক্রিষ্ণ
বেপথুশ্চেতি । বেপথুঃ কম্পঃ । রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ । অসংসতে নিপততি ।
পরিদহতে সর্ষতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৮ । ২০

অনুয়ঃ ।—হে কেশব ! অবস্থাভূং চ ন শক্নোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি
ইব, বিপরীতানি (বামনেজ্রফুরণাদীনী অনিষ্টসূচকানি) নিমিত্তানি চ
পশ্যামি ॥ ৩০

অনু ।—হে কেশব ! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না,
আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, আমি অমঙ্গলসূচক দুর্লক্ষণ সকল দেখিতে
পাইতেছি ॥ ৩০

স্বামী ।—অপি চ ন শক্নোমীত্যাদি । বিপরীতানি নিমিত্তানি
অনিষ্টসূচকানি পশ্যামি ॥ ৩০

অনুয়ঃ ।—হে কৃষ্ণ ! আহবে (রণে) স্বজনং হস্তা ত্রৈয়ঃ (মঙ্গলঃ)
ন চ পশ্যামি ; [অহং] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন
[কাঙ্ক্ষে] ॥ ৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কি ভোগৈর্জীবিতেন বা ।

যেষামর্থো কাক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাঃস্ত্যক্তাঃ ধনানি চ ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শশুরাঃ পৌত্রাঃ শালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি স্নতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ব হেতোঃ কিম্ম মহীকূতে ।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্রাজ্জনর্দন ॥ ৩৫

অনু ।—সময়ে স্বজনগণকে নিহত করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি না ।
হে কৃষ্ণ ! আমি জয়, রাজ্য বা সুখ কিছুই চাহি না ॥ ৩২

• স্বামী ।—কিঞ্চ ন চেত্যাদি । আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা ভ্রেষঃ
ফলং ন পশ্যামি । বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ, তজ্জাঃ - ন
কাক্ষ ইতি ॥ ৩১

টিপ্পনী ।—স্বজন বধ করিয়া ত আমি কিছুমাত্র ফল দেখি না ।
যদি—বল বিজয়জনিত নির্মল যশই ইহার ফল, পরন্তু রাজ্যলাভ ও তজ্জ-
নিত সুখও আছে, তাই বলিতেছি “ন কাক্ষে” ইত্যাদি । অর্থাৎ যখন
রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতি আমার নাই, তখন আচার্য্যাদি গুরুজন ও আত্মীয়-
গণকে বধ করি কেন? ৩১

অশ্বয়ঃ ।—হে গোবিন্দ ! যেষাম্ অর্থো নঃ (অশ্বকং) রাজ্যং
ভোগাঃ সুখানি চ কাক্ষিতম্, ইমে তে আচার্য্যাঃ, পিতরঃ পুত্রাঃ,
তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শালাঃ,
তথা সম্বন্ধিনঃ ধনানি প্রাণান্ চ ত্যক্তাঃ (প্রাণাধীন্যং ত্যাগং স্বীকৃত্য)
যুদ্ধে অবস্থিতাঃ, [অতএব] নঃ (অশ্বকং) রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ

জীবিতেন বা কিং ? হে মধুসূদন ! মহীকূতে (পৃথিবীনিমিত্তং) কিং হু
ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ অপি, যতঃ (অস্মান্ মারয়তঃ) অপি এতান্ ন
হন্তমিচ্ছামি, হে জনাৰ্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্যোধনাদীন্) নিহত্য (মারয়িত্বা)
নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ শ্রাং ॥ ৩২—৩৫

অনু ।—হে গোবিন্দ ! যাহাদের জ্ঞাত রাজ্য, ভোগ্যপদার্থ এবং
সুখ আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল,
শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ, ধন ও প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প
হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন ; অতএব আমাদের রাজ্যেই বা
কাজ কি, সুখভোগেই বা কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি ? হে
মধুসূদন ! ইঁহারা আমাদেরকে বধ করিলেও, আমি—পৃথিবীর কথা দূরে
ধাকুক, জিব্রলন রাজ্যের জ্ঞাতও ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না ;
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ? ॥ ৩২—৩৫

স্বামী ।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেন ইত্যাদি—সাক্ষ-
র্যেন ত ইম ইতি । যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং, তে এতে
প্রাণধনানি ত্যক্ত্ৱা ত্যাগমকীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ । অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যা-
দিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ । নহু যদি কৃপয়া স্মেতান্ ন হংসি, তর্হি স্মামেতে
রাজ্যালোভেন হনিষ্যন্ত্যেব, অতস্মমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঞ্জ্যেতি তত্রাহ
—এতানিত্যাদি সাক্ষেন । যতোহপি অস্মান্ মারয়তোহপি এতান্ ।
অপীতি । ত্রৈলোক্যরাজ্যস্তাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তং নেচ্ছামি ;
কিং পুনর্নহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৫

টিপ্পনী ।—এই সংসারে নিতান্ত হৃদয়হীন ও একান্ত স্বার্থপর
(আপনারই সুখ যাহারা চায় তাদৃশ) ব্যক্তিই আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত
করিয়া নিজে বিষয়সুখ ভোগ করিতে চায় ; কিন্তু তাহাতে অনেকেরই
ভাগ্যে স্বেচ্ছালাভ না হইয়া তৎপরিবর্তে দুঃখই ঘটিয়া থাকে । যাহারা
হৃদয়বান্ বিবেকী, তাহারা আত্মীয় স্বজনদিগকে সুখী করিয়া স্বয়ং সুখী

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বেতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নার্হা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা স্মৃথিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

হন ; সেইজন্য আজ জ্ঞাতি ও স্বজনগণকে নিহত করিয়া রাজ্যভোগে মহাত্মা অর্জুনের বিরাগ জন্মিল । ৩২—৩৫

অন্বয়ঃ ।—এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ ; তস্মাৎ স্ববান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ বয়ং হস্তং ন অর্হাঃ (সমর্থাঃ) ; হে মাধব ! হি (যস্মাৎ) স্বজনং হত্বা কথং স্মৃথিনঃ স্যাম (ভবৈম) ॥ ৩৬

অনু ।—[ই হারা আততায়ী ; তথাপি] এই আততায়ীদিগকে বধ করিলে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে ; অতএব আমরা দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিব না ; হে মাধব ! এই স্বজনবর্গকে নিহত করিয়া আমরা কিরূপে স্মৃথী হইতে পারিব ? ৩৬

স্বামী ।—নহু চ “অগ্নিদো গরদষ্টৈব শস্ত্রপানিধনাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারী চ বড়েতে হাততায়িনঃ” ॥ ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিষ্টিঃ বড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব, “আততায়িনম্যাস্তম্ হত্বাদেবাবিচারয়ন্ । নাততায়িবধে দোষো হস্তত্ববতি কশ্চন” ॥ ইতি বচনাৎ । তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সাক্ষেন । “আততায়িনম্যাস্তম্” ইত্যাদিকর্ম্মশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রান্ত্ দুর্কলম্ । যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন,—“স্বত্যাগ্নিরোধে স্তায়ন্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্বর্ক্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥” ইতি । তস্মাদাততায়িনামপি এতেষামাচার্যা-দীনাম্ বধেহস্মাকং পাপমেব ভবেৎ, অস্ত্রাঘাতাৎ অধর্ম্মাঘাতৈস্তদবধন্ত । অমুক্ত চেহ বা ন স্মৃৎ স্তাদিত্যাহ—স্বজনং ইতি ॥ ৩৬

টিপ্পনী ।—দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি আমাদের আততায়ী ; কারণ উহারা অগ্নি বিধ প্রভৃতির প্রয়োগে আমাদিগকে বহুকাল হইতে বিনষ্ট করি-

যতপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

কথং ন জেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মাম্বিকর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দন ॥ ৩৮

বার প্রয়াস পাইয়াছে। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—আততায়িগণকে বধ করিবে; তাহাতে বধজন্য পাপ হইবে না। পরন্তু শাস্ত্রের এই বিধানটি লৌকিক ইষ্ট সাধনেরই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থাটি অর্থশাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু ‘মা হিংশ্যৎ সৰ্বা ভূতানি’—কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না—এই বেদবাক্য পারলৌকিক হিতসাধক—ধর্মশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র, এতদুভয়ের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশই পারলৌকিক শুভকামী ব্যক্তির নিকট বলবান্; অতএব দুর্যোধনাদি আততায়ী হইলেও তাহাদিগকে বধ করিলে আমাদের পাপই হইবে। বিশেষতঃ এই যুদ্ধে কেবল দুর্যোধনাদিকেই বধ করিতে হইবে এমন নহে; তাহার সহায়তাকারী আচার্য পিতামহ পিতৃব্যাদি গুরুজনও আছেন। অতএব এই কুলক্ষয়কর গুরুজন-সংহারক যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬

অনুয়ঃ ।—হে জনান্দন ! যতপি এতে লোভোপহতচেতসঃ [সন্তঃ] কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে (মিত্রজিঘাংসায়াং) পাতকং চ ন পশ্যন্তি, [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তিঃ অস্মাভিঃ অস্মাং পাপাং নিবর্তিতুং কথং ন জেয়ম্ ॥ ৩৭।৩৮

অনু ।—হে জনান্দন ! যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া বংশনাশকৃত দোষ ও মিত্রহিংসাজনিত পাতক দেখিতেছে না, [কিন্তু] আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে কেন না নিবৃত্ত হইব ? ॥ ৩৭।৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্চিস্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধৰ্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধৰ্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—কুলক্ষয়ে [সতি] সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ) কুল-
ধৰ্ম্মাঃ প্রণশ্চিস্তি ; ধৰ্ম্মে নষ্টে [সতি] অধৰ্ম্মঃ কুৎসম্ উত (অপি) কুলম্
অভিভবতি (ব্যাপ্নোতি, অভিভবং প্রাপন্নতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৯

অনু ।—[যদি বল কুলক্ষয়ে দোষ কি ? তদন্তরে বলিতেছি],
—কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধৰ্ম্ম নষ্ট হয় ; ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে অধৰ্ম্ম [অবশিষ্ট]
সমুদয় কুলকে অভিভূত করে ॥ ৩৯

স্বামী ।—নহু চৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈবতে বন্ধুবধ-
মঞ্জীকৃত্যপি যুদ্ধে প্রবর্তন্তে, তথৈব ভবানপি প্রবর্ততাং, কিমেনেব বিধা-
দেনেত্যত আহ—যতপীতি দ্বাভ্যাম্ । রাজ্যলোভেনোপহতং ব্রহ্মবিবেকং
চেতো যেষাং তে এতে দুৰ্য্যোধনাদয়ো যতপি দোষং ন পশ্যন্তি, কথমিতি
তথাপি অশ্মাভির্দোষং প্রণশ্চিস্তিরশ্মাং পাপাং নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং,
নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যর্থঃ । তমেব দোষং দর্শয়ন্তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি ।
সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কুৎসমপি কুলম্ অধৰ্ম্মোহভি-
ভবতি, ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯

টিপ্পনী ।—যদি বল, আত্মীয় বন্ধুগণের বধজনিত পাপ ও উত্তর
পক্ষেই আছে,—উহারাত ত সেই পাপ স্বীকার করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইয়াছে—উহাদের চিন্তে ত কিছুমাত্র বিবাদ জন্মে' নাই—তবে তুমিই
বা কেন এরূপ বলিতেছ ? সেইজন্য অৰ্জুন বলিতেছেন—উহাদের চিন্তা
লোভের বশীভূত হওয়ার উহার কুলক্ষয় কৃত দোষ ও স্বজনদ্রোহ জন পাপ
বুদ্ধিতে পারিতেছে না—উহার না জানিয়াই অজ্ঞানজন্য পাপাভূটান
করিতেছে। আর আমি ? আমি ত বেশ বুঝিতেই পারিতেছি যে,
কুলক্ষয় হইলে আমরা ইহলোকে কদাচ সুখী হইতে পারিব না—
আচার্য্যাদি বধে যে পাপ জন্মিবে, তাহাতে পরলোকও বিনষ্ট হইবে ।

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রদুয্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্টান্স বাষে'য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলস্থানান্ কুলস্ত্র চ ।

পতন্তি পিতরো হেবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

এই যুদ্ধে ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই যখন শ্রেয়ঃ নাই, তখন এ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই—নিবৃত্ত থাকাই আমার উচিত—এই বলিয়া অতঃপর কুলক্ষয়ের দোষ কীর্তন করিতেছেন ॥ ৩৭—৩৯

অনুয়্য' ।—হে কৃষ্ণ ! অধর্মাভিভবাং কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুয্যন্তি (নষ্ট-চরিত্রা ভবন্তি) । হে বাষে'য় ! (বৃক্ষিবংশোদ্ভব !) স্ত্রীষু দুষ্টান্স [সত্য] বর্ণসঙ্করঃ জায়তে ॥ ৪০

অনু ।—হে কৃষ্ণ ! অধর্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, তাহা হইতে কুল-স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয় । হে বৃক্ষিবংশোদ্ভব ! স্ত্রীগণ চরিত্রহীনা হইলে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪০

স্বামী ।—ততশ্চ অধর্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০

অনুয়্যঃ ।—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্করঃ) কুলস্থানান্ (কুলনাশকানান্) কুলস্ত্র চ নরকায় এব [ভবতি] ; এবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ শ্রাদ্ধতর্পণাদিকাঃ যেষাং তে) পিতরঃ পতন্তি হি (অধোগচ্ছন্ত্যেব) ॥ ৪১

অনু ।—কুলহন্তাদিগের এবং কুলের নরকভোগের নিমিত্তই বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে । ইহাদের পিতৃপিতামহগণ পিণ্ড ও তর্পণোদকের লোপহেতু নিশ্চয়ই পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪১

স্বামী ।—এবাং স্তি সঙ্কর ইত্যাদি । এবাং কুলস্থানান্ পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাং লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১

টিপ্পনী ।—স্বামীর অভাবে বা অন্ত কোন বৈধ কারণে তর্দীয়

দৌষৈরৈতঃ কুলদ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২

পত্নীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন শাস্ত্রের অমুমোদিত নহে । এইরূপে উৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে । শাস্ত্রানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র ক্ষেত্র স্বামীরই হইয়া থাকে—উৎপাদকের নহে । ক্ষেত্রজ-পুত্র বিবিধ ; অমুলোমজ ও প্রতিলোমজ । ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশ হইতে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নতর বর্ণের রমণী-গণের গর্ভে উৎপন্ন সন্তানদিগকে অমুলোমজ আর নিম্নতর বা নিম্নতম বর্ণের পুরুষ হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম বর্ণের রমণীর গর্ভে জাত সন্তানগণকে প্রতিলোমজ বলা হয় । স্বামী বা অভিভাবকের নিয়োগানুসারে অমুলোমজ ক্ষেত্রজ পুত্র মাতার অপেক্ষা নীচবর্ণ হয় না । এই সকলস্থলে তাদৃশ পুত্রদ্বারা পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডোদকক্রিয়া কোনরূপ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না । স্বয়ং অর্জুন প্রভৃতিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । তাঁহারা পঞ্চ-ভ্রাতাই মহারাজ পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ; অতএব আপাতদৃষ্টিতে এস্থলে অর্জুনের ঈদৃশ আশঙ্কার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না । পরন্তু নিয়োগব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয় লালসার বশবর্তিনী হইয়া যদি পতিবিরতিতা নারীগণ পুরুষাস্ত্র সংসর্গের কামনা করেন, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া—যদুচ্ছাবিহারানুরাগিণী হইয়া—গুরুজনের নিয়োগের অপেক্ষা না রাখেন এবং শাস্ত্রবিধির অবমাননা করিয়া সন্তান প্রসব করেন, তবে সেই সন্তান নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে ; তাহার প্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণাদি পিতৃপুরুষগণের কদাচ গ্রহণীয় হইতে পারিবে না । অর্জুনের ইহাই গুরুতর আশঙ্কা । কুলকরে এইরূপে কুলনারীগণ জারজ সন্তান প্রসব করিয়া কুলকে অধঃপাতিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও নিয়োগামিনী হইবে । ঈদৃশ ব্যাপার চিন্তা করিতে গেলে সত্যই চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৪১

উৎসন্ন-কুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ ।—কুলস্থানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ শাস্বতাঃ
(চিরন্তনাঃ) জাতিধৰ্ম্মাঃ (বর্ণধৰ্ম্মাঃ) কুলধৰ্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে) ॥ ৪২

অনু ।—কুলবিনাশকদিগের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে
চিরন্তন জাতিধৰ্ম্ম ও কুলধৰ্ম্ম সকলই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪২

স্বামী ।—উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষবিরতি ভাভ্যাম্ । উৎসা-
দ্যন্তে লুপ্যন্তে । জাতিধৰ্ম্মাঃ বর্ণধৰ্ম্মাঃ, কুলধৰ্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধৰ্ম্মা-
দয়োহপি (গৃহ্যন্তে) ॥ ৪২

টিপ্পনী ।—ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল সঙ্কর সন্তান যে বংশের
সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেই বংশের আচার পদ্ধতি সকল এবং
কুলধৰ্ম্মাদিতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না বলিয়া আচারভ্রষ্ট ও মূৰ্খ হয় ;
সুতরাং তাহাদের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মাদি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৪২

অন্বয়ঃ ।—হে জনাৰ্দ্দন ! উৎসন্নকুলধৰ্ম্মাণাং (প্রনষ্টকুলধৰ্ম্মাণাং)
মনুষ্যাণাং নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি ইতি [আচার্য্যাদিমুখাৎ] অনুশুশ্রম
(বয়ঃ শ্রতবন্তঃ) ॥ ৪৩

অনু ।—হে জনাৰ্দ্দন ! যাহাদের কুলধৰ্ম্ম বিনষ্ট হয়, সেই সকল
লোকের নিয়ত নরকে বাস হইয়া থাকে ইহা আমরা [বুদ্ধপরম্পরায়]
শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪৩

স্বামী ।—উৎসন্নোতি । উৎসন্নঃ কুলধৰ্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতি-
ধৰ্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ । অনুশুশ্রম শ্রতবন্তো বয়ম্ । “প্রারম্ভিকমকু-
র্কীণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ । অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাং নিরয়ান্ যান্তি
দারুণান্ ॥” ইত্যাদিবচনেভ্যঃ ॥ ৪৩

টিপ্পনী ।—বংশে সঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাদের সৰ্ব্ববিষয়ে
কুলধৰ্ম্মে ও আচারপদ্ধতি প্রভৃতিতে অজ্ঞতানিবন্ধন প্রারম্ভিকাদি হিতকর

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যস্বখলোভেন হস্তঃ স্বজনমুদ্বতাঃ ॥ ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তম্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

ও পরম পরিশুদ্ধি-সম্পাদক কার্যের অমুষ্ঠান দ্বারা বংশগত দোষ অপনোদন করিতে না পারায়, তাহারা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আবার তাহাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রেতস্ব নিরাকৃত হইতে পারে না ; কারণ, যাহাতে তাহাদের প্রেতস্ব দূরীভূত হইতে পারে, তাহাতেও তাহারা অনভিজ্ঞ ॥ ৪৩

অম্বয়ঃ ।—অহোবত (হা কর্তম্ !) বয়ং মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ (যস্মাৎ) রাজ্যস্বখলোভেন স্বজনং হস্তম্ উদ্বতাঃ ॥ ৪৪

• অনু ।—হায় ! আমরা মহাপাপ-জনক কার্য করিবার জন্য কৃত-নিশ্চয় হইয়াছি ; কারণ, আমরা রাজ্যস্বখ-লোভে স্বজনবধে উদ্বত হইয়াছি ॥ ৪৪

স্বামী ।—বন্ধুবর্ধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো বতেত্যাদি । স্বজনং হস্তমুদ্বতা ইতি, যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্, অহোবত মহৎ কর্তবিত্যর্থঃ ॥ ৪৪

অম্বয়ঃ ।—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (ধৃত্যুদ্বাঃ) ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রাঃ (দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ) অপ্রতীকারম্ (প্রতীকারবিমুখম্) অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরম্ (অভ্যস্তং হিতম্) ভবেৎ ॥ ৪৫

• অনু ।—আমাকে প্রতীকারপরান্বিত ও অশস্ত্রবিহীন দেখিয়া যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতও করে, তবে তাহাও আমার হিতকর হইবে ॥ ৪৫

• স্বামী ।—এবং সন্তপ্তঃ সন্ বৃত্ত্যমেবাশংসমান আহ—যদি মামি-

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তদ্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविशत् ।

विश्रज्य सशरं चापं शোকसंविग्नमानसः ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাঃ সংহিতায়াঃ বৈরাগিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঙ্কন-

সংবাদে অঙ্কনবিবাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

ত্যাগি। অকৃতপ্রতীকারং তুষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তহি তদ্ধননঃ
মম ক্লেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিস্পত্তেঃ ॥ ৪৫

টিপ্পনী।—এই শ্লোকটিতে আততঃসীদিগকে সম্মুখে দেখিয়াও
ধর্মক্ষেত্র মাহাত্ম্যে স্বভাবতঃ ধর্মপরায়ণ মহাত্মাভব অঙ্কনের নির্বেদের
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। কেহ অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি যদি ক্ষোধ
বা বিধেযবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া অপকারকারীর অনিষ্ট সাধন করে, তাহার
নাম প্রতীকার। পাণ্ডবগণ নানারূপে হুঁয়োধনাদি দ্বারা অপকৃত হইয়াছেন,
তথাপি স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ অঙ্কন অধুনা তাহাদের অপকার বা বৈরসাধনে
বিমূখ। তিনি মনে করিতেছেন, যদিও আমি কুলক্ষয়সাধক এই যুদ্ধে
পরাস্থ হইয়া শত্রু ত্যাগ করি, তথাপি প্রতিপক্ষগণ কদাচ সমরে বিমূখ
হইবে না; তাহার। আমাকে সমরবিমূখ দেখিয়া সহজেই আমাকে বধ
করিবে। আমি নিহত হইলে এই কুলক্ষয় ঘটিতে পারিবে না—অন্ততঃ
আমা হইতে যত প্রাণীর হত্যা ঘটিতে পারিত, তাহা ঘটবে না; স্মৃত্যায়
এই বিষম কুলক্ষয় জনিত দোষ কিয়ৎ পরিমাণেও নিবারিত হইতে পারে;
অতএব আমার প্রাণত্যাগ অনেকাংশে প্রেরস্কর ও স্পৃহণীয় ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। অঙ্কনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে (যুদ্ধে)
সশরং চাপং (ধনুঃ গাভীবং) বিশ্রজ্য (পরিত্যজ্য) শোকসংবিগ্নমানসঃ

(শোকাকুলচিত্তবৃত্তিঃ) [সন্] রথোপস্থে (রথমধ্যে) উপাবিশৎ
(উপবিষ্টঃ) ॥ ৪৬

অনু ।—সজ্জয় বলিলেন,—খনঞ্জয় এইরূপ বলিয়া শর ও শরাসন
(গাণ্ডীবধনুঃ) পরিত্যাগপূর্বক শোকাকুলচিত্তে রথমধ্যে উপবেশন
করিলেন ॥ ৪৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

স্বামী ।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সজ্জয় উবাচ—এবমুক্তে-
তাদি । সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথোপস্থি উপাবিশৎ উপবিবেশ ।
শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যন্তঃ সঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্নাং স্বামিকৃতটীকার্নাং প্রথমমোহ্যায়ঃ ॥ ১



দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিবীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অঙ্গয়ঃ ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ । মধুসূদনঃ তথা কৃপয়া আবিষ্টম্
অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিবীদন্তং তম্ (অজ্জুর্নম্ ইদং) বাক্যম্ উবাচ ॥ ১

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন,—তখন ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে
কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণনেত্র বিবলবদন অজ্জুর্নকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১

স্বামী ।—“দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমজ্জুর্নং ব্রজবিজয়া । প্রতিবোধ্য
হরিশচক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণম্ ॥” ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়
উবাচ—তং তথেষ্যাদি । অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যন্ত তং তথা,
উক্তপ্রকারেণ বিবীদন্তমজ্জুর্নং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১

টিপ্পনী ।—কৃপা—মমতানিবন্ধন চিত্তের ভাববিশেষ অর্থাৎ
স্নেহ ; আর স্নেহের বিষয়ীভূত স্বজনবিচ্ছেদের আশঙ্কায় চিত্তের
ব্যাকুলতার নাম বিবাদ ; অতএব এতদুভয়ের দ্বারা অজ্জুর্নের চিত্ত
আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ব্যাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন ।
এখানে “মধুসূদন” এই পদের সার্থকতা এই যে—ভগবান্ অজ্জুর্নের
আত্মবিশ্বভিজনক মহামোহরূপ মধুদৈত্যকে আত্মবোধরূপ অস্ত্র দ্বারা
নিহত করিলেন ; পক্ষান্তরে মহামনস্বী সঞ্জয় রাজা দ্বুতরাষ্ট্রকে সঙ্কেতে
ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে—ভগবান্ দুষ্টদলনকারী, আর আপনায়
পুণ্ড্রপদ মূর্ত্তিমান্ পাপ ; অজ্জুর্নদ্বারা ভগবান্ তাহাদিগকে নিহত করিয়া

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যাজুর্নামস্বর্গ্যমকীৰ্ত্তিকরমর্জুন ॥ ২

ধর্ম সংস্থাপন করিবেন। অতএব অর্জুন-বিবাদে আপনার আনন্দের কোন কারণ নাই ॥ ১১

অশ্বয়ুগঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । হে অর্জুন ! বিষমে (এতাদৃশ-বিপৎকালে) কুতঃ (কস্মাৎ) ইদম্ অনার্যাজুর্নাম (অনার্যাচারিতম্) অস্বর্গ্যম্ (অধর্ম্যম্) অকীৰ্ত্তিকরম্ (অশঙ্করং) কশ্মলং (‘মোহঃ’) স্মা (স্মাৎ) সমুপস্থিতম্ ॥ ২

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জুন ! এই বিষম সঙ্কটে কেন তোমার এই অনার্যসেবিত স্বর্গপ্রতিষেধক অকীৰ্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল ? ॥ ২

স্বামী ।—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবান্ উবাচ কুত ইতি । কুতো হেতোস্তা স্মাৎ বিষমে সঙ্কটে ইদং কুশলমুপস্থিতম্ অস্বর্গ্যমোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্ষ্যসেবিতম্ অস্বর্গ্যম্ অধর্ম্যম্, অশঙ্করং ॥ ২

টিপ্পনী ।—‘অনার্যাজুর্নাম’ এই পদের অর্থ—যাহা আর্ষ্য অর্থাৎ মুমুক্শুগণের অমুষ্ঠেয় নহে ; তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল মুক্তিকামী ব্যক্তির চিন্তাশক্তি হয় নাই, তাঁহারা তদর্থ বিদিনির্দিষ্ট স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেন। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম ; তুমি যখন যুদ্ধার্থ আহুত হইয়া যুদ্ধে পরাশ্রুত হইতেছ ; অর্থাৎ স্বধর্মত্যাগে উদ্রুত হইয়াছ, তখন তুমি যে মুক্তিকামী, তাহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ—যাহারা স্বর্গকামী, তাঁহারাও বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনাদর করিয়া ধর্মাস্তর পরিশ্রমে অভিলাষী হন না। তুমি যখন স্বধর্ম হইতে পরিত্রষ্ট হইতে বসিয়াছ, তখন তোমাকে স্বর্গকামীও মনে হয় না। তৃতীয়তঃ—যাহারা

ক্ৰৈব্যাং মান্স গমঃ পার্ধ নৈতৎ স্বয়্যুপপত্ততে ।

কুদ্ৰং হৃদয়দৌৰ্বল্যাং ত্যক্তে উত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অৰ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজাহঁ বরিসূদন ॥ ৪

সমুখ সমরে আহুত হইয়াও শত্রুদর্শনে অস্থশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বসে, তাহার। ভীষ্ম কাপুরুষ বলিয়া সাধুসমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকে । তাই বলিতেছি, তোমার এই শস্ত্রত্যাগ একান্তই অকীৰ্ত্তিকর ॥ ২

অশ্বয়ঃ ।—হে পার্ধ ! ক্ৰৈব্যাং (কাতৰ্ধ্যং) মান্স গমঃ (ন প্রাপ্নুহি), এতৎ স্বয়ি ন উপপত্ততে (যোগ্যং ন ভবতি) হে পরন্তপ ! কুদ্ৰং (তুচ্ছং) হৃদয়দৌৰ্বল্যাং (কাতৰ্ধ্যং) ত্যক্ত্ৱা উত্তিষ্ঠ ॥ ৩

অনু ।—হে পার্ধ ! কাতরতা আশ্রয় করিও না ; ইহা তোমার উপযুক্ত নয় । হে পরন্তপ ! অতি তুচ্ছ হৃদয়দৌৰ্বল্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্তিষ্ঠ হও ॥ ৩

স্বামী ।—ক্ৰৈব্যাং মান্স গম ইতি । তস্মাৎ হে পার্ধ ! ক্ৰৈব্যাং কাতৰ্ধ্যং মান্স গমঃ ন প্রাপ্নুহি । যতশ্চরি এতন্নোপপত্ততে যোগ্যং ন ভবতি । কুদ্ৰং তুচ্ছং হৃদয়দৌৰ্বল্যাং কাতৰ্ধ্যং ত্যক্ত্ৱা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ, হে পরন্তপ ! শত্রুতাপন ! ॥ ৩

অশ্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ । হে অরিসূদন (শত্রুবিমর্দন !) মধুসূদন ! অহং সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজাহঁ (পূজনীর্ঘো) ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ প্রতি ইযুভিঃ (বারিণঃ) কথম্ যোৎস্যামি (যোৎসন্তে) ॥ ৪

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন,—হে শত্রুবিমর্দন মধুসূদন ! আমি কি প্রকারে পূজনীয় [পিতামহ ও আচার্য্য] ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত বাণনিক্ষেপদ্বারা যুদ্ধ করিব ? ৪

গুরুনহত্ব। হি মহানুভাবান্

শ্রোয়ো ভোক্তাঃ ভৈক্ষ্যমগীহ লোকে ।

इहार्थकायांस्तु गुरुनिर्देव

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিকান্ ॥ ৫

স্বামী ।—নাহং কাতরম্মেন যুজ্জাং উপসত্তোহস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্ত
অস্ত্রাযাঙ্গাদপথ্যাকাঙ্ক্ষোভ্যাহ—অৰ্জুন উবাচ কথমিতি । ভীষ্মজ্ঞোশৌ
পূজার্গো পূজারামহৌ যোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোন্তাস্মি,
তত্রাপি ইবুভিঃ, যত্র বাচাপি যোন্তাস্মীতি বক্তুমহুচ্চিন্তং, তত্র ধার্ষণ্যঃ কথং
যোন্তাস্মীতির্থঃ । হে অরিসুদন ! শত্রুমর্দন ! ॥ ৪

টিপ্পনী ।—“ইযুতিঃ প্রতিযোগতামি” অর্থাৎ যে সকল পন্নয়
পূজনার গুরুজনের পাদপদ্মে উদ্ভিতভরে পুষ্পচন্দনাদি সমর্পণপূর্বক পূজা
করাই বিধের, সেই পূজাযোগ্য ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনের সহিত জীড়া-
স্থানে হর্ষজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া লীলাযুদ্ধ করাও অমুচিত,
ঔহাদের প্রাণসংহারার্থ সময়ক্ষেত্রে ঔহাদের প্রতি মৃত্যুক্স অস্ত্র কিরণে
প্রয়োগ করিব ? ৪

অনুয়: ।—মহাস্থভাবান্ গুরুন্ অহা (গুরুবধমক্কা) হি
 ইহলোকে ভৈক্য (ভিক্ষাপ্রাপ্তম্ অপি) ভোক্তুং ত্রৈঃ, গুরুন্ হা
 তু ইহ এব কবিপ্রদীপ্তান্ (শোণিতলিপ্তান্) অর্থকামান্ ভোগান্
 ভুঞ্জীত (অস্মীয়ান্) । ৫

অনু।—মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, যদি ইহলোকে
ভিকারও ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাদিগকে
বধ করিলে, আমাদিগকে ইহকালেই তাঁহাদিগের কুধিরলিঙ্গ অর্থও
কাম উপভোগ করিতে হইবে। ৫

• স্বামী ।—তর্হি তানু অহস্থা তব দেহযাজাপি ন শাসিতি চেৎ.

ন চৈতদ্বিদ্ম্যঃ কতরমো গরীয়ো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েমুঃ ।

যানৈব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

তজাহ—গুরুনিতি । গুরুন্ দ্রোণাচাৰ্য্যাদীন্ অহং পরলোকবিরুদ্ধঃ গুরুবধমকুৰ্ব্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্ । বিপকে তু ন কেবলং পরজ দুঃখং, কিম্বিহৈব চ নরকদুঃখমহুভবেষমিত্যাহ—হৃষেতি । গুরুন্ হত্বা ইহৈব তু কথিরেণ প্রদিত্বান্ প্রকর্ষণে লিপ্তান্ অৰ্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অগ্নীয়াম্ । যদ্বা অৰ্থকামানিতি গুরুণাং বিশেষণম্ । অর্থতৃষ্ণাকুলবাদেতে তাবৎ যুদ্ধায় নিবৰ্ত্তেরন, তন্মাদেত্তদ্বধঃ প্রসজ্যোভেবেত্যর্থঃ । তথাচ যুধিষ্ঠিরঃ প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্,—“অৰ্থস্ত পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্তচিৎ । ইতি সত্যং মল্লরাজ বজ্রোহস্ম্যর্থেন কোরবৈঃ ॥” ইতি ॥ ৫

টিপ্পনী ।—এই ন্নোকোক্ত “অর্থকামান্” পদটি “ভোগান্” পদেরও বিশেষণ হইতে পারে, আবার “গুরুন্” এই পদেরও বিশেষণ হইতে পারে । মহামুভব ভীষ্মজ্ঞোণাদি গুরুজনকে বধ করিয়া রাজ্য-লাভরূপ অর্থকামাত্মক ভোগ প্রাপ্ত হওরা যায় ; কিন্তু ধৰ্ম্মমোক্ষাত্মক ভোগ কদাচ লাভ করা যায় না । যদিও তাহার দুৰ্য্যোধনের নিকট অর্থ বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তথাপি গুরু কুণখালম্বী বা কদাচারসম্পন্ন হইলেও জীবের সৰ্ব্বপ্রধান আশ্রয়—চিরদিনই পরম পূজনীয় ; অন্তএব ইহলোকে নিন্দনীয় ও পারলৌকিক অধোগতির কারণীভূত গুরুবধ অপেক্ষা ভিক্ষায় ভোজনও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বহিরা বোধ হইতেছে ॥ ৫

অভ্যয়ঃ ।—যদ্ বা [বধং কোরবান্] জয়েম যদি বা (অথবা)

[কোরবঃ] নঃ (অস্মান্) জয়েম্ [ইতোত্তরোমধ্যে] কত্তরং নঃ
• (অস্মাকং) গরীরঃ (গুরুত্তরং) এতং চ ন বিদ্বঃ (জানীমঃ); যান্
(কোরবান্) হৃষী নৈব জিজ্ঞাবিষামঃ (জীবিতুমভিলষামঃ) তে
ধার্তরাষ্ট্রাঃ (দুর্যোধনাদয়ঃ) প্রমুখে (রণমুখে) অবস্থিতাঃ [বর্তন্তে] ॥ ৬

অনু ।—আমরা কোরবদিগকে জয় করি, অথবা • উহারা
আমাদিগকে জয় করুক—এই উভয়ের মধ্যে কোন্টী আমার পক্ষে
গুরুতর অর্থাৎ মঙ্গলসাধক; ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না; যাহাদিগকে
বধ করিয়া আমরা বাচিতেই ইচ্ছা করি না, সেই দুর্যোধনাদি রণমুখে
অবস্থিত আছেন ॥ ৬

স্বামী ।—কিঞ্চ যত্বেপ্যধর্মজীকরিত্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং
জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীরান্ ভবেদিত্তি ন জায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদ্দি-
ত্যাদি । এতদ্ব্যেয়োমধ্যে নোইস্মাকং কত্তরং কিং নাম গরীরোহধিকত্তরং
ভবিস্ত্রীতি ন বিদ্বঃ । তদেব দ্বয়ঃ দর্শয়তি । যদ্ বা এতান্ বয়ং জয়েম
শ্রেষ্ঠামঃ, যদি বা নোইস্মানেতে জয়েমুর্জেষাস্তীতি । কিঞ্চাস্মাকং জয়োহপি
ফলতঃ পরাজয় এবোত্যাহ—যানিতি ।^১ যানেব হৃদা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত
এবৈতে সম্মুখেবস্থিতাঃ ॥ ৬

টিপ্পনী ।—কত্রিরের পক্ষে ভিক্ষাশন নিষিদ্ধ; সুতরাং অধর্ম-
জনক । যদি যুদ্ধরূপ স্বধর্মত্যাগ করিয়া আমি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভিক্ষাশনে
প্রবৃত্ত হই, তাহাতেও পাপ হইবে; পরন্তু ভিক্ষা এবং যুদ্ধ এতদুভয়ের
মধ্যে কোন্টী আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠের, তাহাও ত বুঝিতে
পারিতেছি না; জয় পরাজয়ের ত স্থিরতা নাই । আমরা জয়লাভ
করিলেও তাহা পরাজয় বলিয়াই গণ্য হইবে; কারণ, গুরুজন ও
স্নেহভাজন স্বজনগণকে বধ করিতে হইলে, তাহাই আমাদের আত্মনাশের
কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে; তাহাদিগকে বধ করিয়া জয়লাভ করিতে
গেলে, যত্নকাল পর্যন্ত আমাদিগকে অতি ভীত শোকানলে দগ্ধ হইতে

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংযুতচেতাঃ ।

যচ্ছেয়ঃ শ্রামিষ্চিতং ক্রহি তস্মৈ

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমেই ত গুরু ও স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে। তাঁহাদের বধসাধন অপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ অল্পে দিনপাত করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। এই ত গেল এই শ্লোকের অক্ষরার্থ। পক্ষান্তরে এই শ্লোকটিতে অর্জুনের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পাত্রতা সপ্রমাণ করিতেছেন। প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত অর্জুনের নির্বেদ-বর্ণন উপলক্ষে প্রসঙ্গত অর্জুনের ভিক্ষাটন সহকৃত সন্ন্যাস ধর্মের পাত্রত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জ্ঞানমার্গে তদীয় ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অধিকারিত্ব প্রতিপাদন করা হইল। অর্জুনের স্ত্রায় শমদমাদিমান্ সাধকই জ্ঞানে অধিকারী; এইজন্যই এই পর্য্যন্ত গ্রন্থসন্দর্ভদ্বারা অর্জুন যে জ্ঞানাদিকারে পূর্ণমাত্রায় অধিকারী, ইহাই প্রতিপাদিত হইল ॥ ৬

অনুব্যঃ ।—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যঃ চিত্তদৈন্ত্র্যং দোষশ্চ কুলকল্পকৃতঃ, ভাভ্যাম্ অভিভূতচিত্তঃ) ধর্মসংযুতচেতাঃ (ধর্মার্থ-সন্ধিগমনাঃ) [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি,—যং মে শ্রেয়ঃ (শুভং) শ্রাং (ভবেৎ) তং নিশ্চিতং ক্রহি, অহং তে (তব) শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং (তব শরণাগতং) মাং শাধি (উপদিশ) ॥ ৭

অনু ।—চিত্তের দীনতা ও কুলকল্পজনিত দোষ—এই দুইটির দ্বারা অভিভূতচিত্ত আমি ধর্মার্থ-সন্ধকে বিমুচ্যচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমি তোমার জিজ্ঞাসা করিতেছি—যাহা আমার শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার শিষ্য এবং শরণাগত; আমাকে উপদেশ দাও ॥ ৭

স্বামী ।—কার্পণ্যেত্যাদি । উদ্ভাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, এতান্ হৃদ্যা কথং জীবিত্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষচ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাত্ধ্যামুপহতোহভিহৃতঃ স্বভাবঃ শৌৰ্য্যাদিলক্ষণো যন্ত সৌহৃৎ স্বাং পৃচ্ছামি ; তথা ধৰ্ম্মে সংযুক্তং চেতো যন্ত সং, যুদ্ধং ত্যক্ত। ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্ত ধৰ্ম্মোহধৰ্ম্মো বেতি সন্ধিহ্রুচিন্তঃ সন্নিভ্যর্থঃ । অতো মে যুগ্মিন্চিতং প্রেরঃ যুদ্ধং ত্রাং তন্ ক্রহি ; কিঞ্চ তেহহং শিবাঃ শাসনাইঃ, অভ্যাসং প্রপন্নং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭

টিপ্পনী ।—ইতঃপূর্ববর্ণিত বিবিধ সাংসারিক দোষদর্শনে ক্রমশঃ চিন্তাবিকারসম্বৃত জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়া অজ্ঞান যে অবস্থার উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে সম্পূর্ণ নিম্পূহতাই স্বাভাবিক। যখন মানব ভাগ্যবশে ঈদৃশী অবস্থা লাভ করেন, তাহার তখনই আত্মবিজ্ঞা লাভার্থ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সঙ্গুৎক সমীপে গমন করা আবশ্যক। পরম শৌভাগ্যবান্ অজ্ঞান এক্ষণে শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক সঙ্গুৎকলাভে কৃতার্থ হইলেন। তিনি সঙ্গুৎকরণী ভগবানের নিকট একান্ত নির্বিল্লচিন্তে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে যিনি অত্যন্নমাত্রও বিস্তৃষ্টি সহিতে পারেন না, তিনিই কুপণ বলিয়া গণ্য। ঐতি বলিয়াছেন—‘হে গার্গি! যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত না হইয়া পরলোকে গমন করেন, তিনিই কুপণ। কুপণের ধৰ্ম্মকেই কার্পণ্য বলা যায়; আত্মাতিরিক্ত জড় দেহাদিতে আত্মরূপে ভাবনা এবং ‘ইহারা আমার আত্মীয়’ ইহাদের অভাবে আমার বাচিবার প্রয়োজন কি, এইরূপ অভিনিবেশাত্মক মমতারূপ দোষ—এতদুভয়দ্বারা আমার প্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ধৰ্ম্ম-বিরয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি; অর্থাৎ আমার অধৰ্ম্ম যুদ্ধ, তাহাতে জরী হইয়া রাত্যভোগ করি, কি ভিক্ষালব্ধ অন্ন জীবন ধারণ করি—এতদ্বিষয়ে সন্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছি; অতএব বাহা আমার পক্ষে

ন হি প্রপশ্যামি সমাপনুত্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিচ্ছিন্নাণাম্ ।

অবাণ্য ভূমাবসপত্ত্বমুদ্বং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

শ্রেষঃসাধক, তাহা আমাকে উপদেশ দাও । এখন তুমি আর আমাকে
সখা মনে করিয়া উপেক্ষা করিও না—তোমারই একমাত্র শরণাগত
শিষ্য মনে কর । যাহাতে শিষ্যের সৰ্ব্ববিধ তাপ দূরীভূত হয়, তদ্বিষয়ে
শিক্ষা প্রদান করাই গুরুর সৰ্ব্বপ্রধান কৰ্ম্ম ; অতএব আমাকে
উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) অলপভূম্ (নিকটকম্) ঋদ্ধং
(সমৃদ্ধিপূর্ণং) রাজ্যং [তথা] সুরাণাম্ (দেবানাম্) অপি আধিপত্যং
(রাজত্বং) চ অবাণ্য (প্রাপ্য) যৎ যম ইচ্ছিন্নাণাম্ উচ্ছোষণম্ (অতি-
শোষকরং) শোকম্ অপনুত্যাৎ (অপনয়েৎ) [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি
(অবলোকয়ামি) ॥ ৮

অনু ।—পৃথিবীতে নিকটক ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য, এমন কি,
দেবগণেরও উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারিলেও যাহা আমার
ইচ্ছিন্নগণের শোষণ-সম্পাদক—এই শোক দূর করিতে পারে এমন
কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৮

স্বামী ।—যেবেব বিচার্য যৎ যুক্তং, তৎ কুর্কিতি চেৎ, তত্রাহ—
ন হি প্রপশ্যামীতি । ইচ্ছিন্নাণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং
যৎ কৰ্ম্ম অপনুত্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন প্রপশ্যামীতি । যত্বেপি ভূমৌ
নিকটকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্যামি, তথা সুরেন্দ্রভূমপি যদি প্রাপ্যামি
এবমভীষ্টং তত্তৎ সৰ্ব্বমবাণ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামী-
ত্যন্বয়ঃ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তা। হৃষীকেশঃ গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা। তৃষ্ণীং বভূব হ ॥৯

টিপ্পনী ।—“তদ্ যথেষ্ট কৰ্ম্মচিহ্নে। লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ভবামুক্ত পুণ্যচিহ্নে। লোকঃ ক্ষীয়তে” ইতি শ্রুতিঃ । অর্থাৎ কৰ্ম্মবান্ ব্যক্তি স্বকৃত কৰ্ম্মের অবসানে ইহলোক হইতে পরিত্রষ্ট হন ; আর পুণ্যবান্ ব্যক্তিও সেই পুণ্যবসানে স্বর্গাদি লোক হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া থাকেন । অতএব এমন কিছুই ত দেখিতেছি না, যাহাতে আমার আশঙ্কিত গুরু-স্বজন বিনাশজনিত ইন্দ্রিয়দাহকর শোকের উপশম হইতে পারে ; সেই-জন্ত আমি একান্ত নিরীক্ষণচিন্তে তোমার শরণ লইলাম—এই দারুণ সন্তাপকর শোকের নিবারণকল্পে আমার এক্ষণ উপদেশ দাও, যাহাতে আমি এই বিষম যাতনা হইতে অব্যাহতি পাই । এতদ্বারা অৰ্জ্জুনের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগবিরাগ প্রদর্শিত হওয়ায় তিনি যে জ্ঞানাধিকারে স বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—ইহাই স্মৃতিত হইল ॥ ৮

অশ্বমুঃ ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ । পরস্তপঃ (শক্রনিহনঃ) গুড়াকেশঃ (অৰ্জ্জুনঃ) হৃষীকেশম্ (অন্তর্ধ্যায়িণং) গোবিন্দম্ এবম্ (নির্বেদ-মুচকং বাক্যম্) উক্তা। [অহং] ন যোৎস্যে (যুদ্ধং ন করিষ্যামি) [ইতি] উক্তা। তৃষ্ণীং (মৌনী) বভূব ॥ ৯

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন—শক্রতাপন অৰ্জ্জুন সর্কাস্তর্ধ্যায়ী গোবিন্দকে এই কথা কহিয়া ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ এই বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ৯

স্বামী ।—এবমুক্তাৰ্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষয়াঃ সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাदि স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োৰ্মধ্যে বিবীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানধ্বশোচন্তুং প্রজ্ঞাবাদাঃশ্চ ভাবসে ।

গতাস্নগতাসুঃশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

অশ্বয়ঃ ।—হে ভারত ! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব, (প্রহসন্মুখঃ সন্নিব)
উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিবীদন্তং (বিবাদগ্রস্তং) তম্ (অর্জুনম্) ইদং
(বক্ষ্যমাণং) বচঃ (বচনম্) উবাচ ॥ ১০

অনু ।—হে ভারত ! উভয় সেনামধ্যে বিবাদগ্রস্ত অর্জুনকে
যেন হাসিতে হাসিতে ভগবান্ হৃষীকেশ এই কথা বলিলেন ॥ ১০

স্বামী ।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি । প্রহ-
সন্নিব প্রহসন্মুখঃ সন্নিভার্থঃ ॥ ১০

টিপ্পনী ।—ইতঃপূর্বে যে মহাবীর ভূমণ্ডলে মূর্ত্তিমান্ কাল্প্রধর্ম
বলিয়া বীরেন্দ্রসমাজে নিষ্কলঙ্ক ক্ষুশালাভ করিয়াছেন, আজ সেই
ভূমিই ছলাপহৃত রাজ্যের উদ্ধারার্থ কাল্প্রধর্মাসুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত
হইয়া কাল্প্রধর্মবিরোধী শোকমোহে অভিভূত হইয়া স্বধর্মত্যাগ করিতে
উত্তত হইয়াছ ! ছি ! ছি !! তোমার এ কিরূপ আচরণ ! ইহাতে তোমার
অকৃত্রিম সখা আনিই যে আর হস্ত সংবরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ।
বীরেন্দ্রবৃন্দের কথা দূরে থাকুক, তোমার ঈশ্রুণ আঁচরণে অপর সাধারণে
তোমার কতই দিকার দিবে, এক্ষণে অর্জুনকে লজ্জা দিয়া তাঁহাকে
স্বধর্মে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়েই ভগবান্ যেন হাসিতে হাসিতেই
অর্জুনকে কর্তব্যনির্ণয়ার্থ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহাই “প্রহ-
সন্নিব”—কথার তাৎপর্য ॥ ১০

অশ্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ [হে অর্জুন !] স্ম অশোচ্যান্

(শোকানর্হান্) অশ্বশোচঃ (অশ্বশোচসি) [অথচ] প্রজ্ঞাবাদান্
 (পণ্ডিতানামিব বাদান্) ভাষসে চ [ন তু পণ্ডিতোহসি]; [যতঃ]
 পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) গতান্ (মৃতান্) অগতান্ (জীবন্ত) ন
 অশ্বশোচন্তি ॥ ১১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—[হে অর্জুন!] যাহাদের জ্ঞান
 শোক করার প্রয়োজন নাই, তুমি তাহাদের জ্ঞান শোক করিতেছ;
 এদিকে জ্ঞানীর স্মার কথ্যও কহিতেছ, পরন্তু জ্ঞানীরা মৃত বা জীবিত
 ব্যক্তির জ্ঞান শোক করেন না ॥ ১১

স্বামী ।—দেহাশ্বনোরবিবেকাদশৈবঃ শোকো ভবতীতি তদবি-
 বেকদর্শনার্থঃ শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাदि। শোকস্ত অবিশ্বসী-
 ভূতানেব বন্ধুন্ তন্ম অশ্বশোচঃ অশ্বশোচিতবানসি “দৃষ্টেমান্ স্বজনান্
 কৃষ্ণ” ইত্যাদিনা। তত্র “কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্” ইত্যা-
 দিনা ময়া বোধিতোহপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাঃ পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্
 “কথং ভীষ্মহং সন্ধ্যা” ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডি-
 তোহসি। যতঃ গতান্ গতপ্রাণান্ বন্ধুন্ অগতান্শ্চ জীবতোহপি
 বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিত্যন্তীতি নাস্বশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১

টিপ্পনী ।—যাহাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়-
 নিহিত অজ্ঞানাকরকার বিদূরিত করিয়াছে; তাঁহারা এই মনে করেন—
 অশ্বাদি যাবতীয় পুদার্ব এই বিশালাতিবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাসাগরে
 ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের স্তায় ভাসিতেছে। ঐ সকল বুদ্বুদের যখন
 আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন যেমন তৎক্ষণাৎ বুদ্বুদগুলিও বিলীন হইয়া
 যায়, এই জাগতিক ব্যাপারের পরিণতিও সেইরূপ; কাহারও সহিত
 কাহারও কোন স্থায়ী সম্বন্ধ হয় না। পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ সম্বন্ধমাত্র;
 একের বিলোপে অন্যের বিলোপ বা পরিবর্তনাদি হয় না এবং একের
 সহিত অপরের কোনরূপ চিরস্থায়ী সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না; অন্তএব

ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্কে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

পার্শ্বি পদার্থসমূহের উপর ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাকার বুদ্ধি সংঘটিত করিয়া কহাকেও চিরন্তন পরমাত্মীর জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতেরা শোকগ্রস্ত বা ব্যাকুল হন না। তোমার স্তায় স্থিতিবেচক ব্যক্তির কদাচ এরূপ ব্যাকুল ও মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ১১

অশ্বয়ঃ ।—অহং জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ইতঃপূর্বে ন অভুবম্) ইতি তু নৈব ; [তথা] ত্বং ন আসীঃ (ন অভবঃ) ইতি (ইত্যপি) ন ; [তথা] ইমে (পুরতঃ পরিতৃপ্তমানাঃ) নরাধিপাঃ (রাজানঃ) ন [আসন্ অভুবন্] [ইত্যপি ন] ; অতঃপরং সর্কে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (বর্তিষ্যামহে) [ইতি] চ ন ॥ ১২

অনু ।—আমি যে পূর্বে ছিলাম না, এমন নহে ; সেইরূপ তুমিও যে ছিলে না, এমনও নহে ; আর এই রাজগণও যে পূর্বে ছিল না—এমনও নহে ; আর আমরা সকলে যে ইহার পর আর থাকিব না—এমনও নহে—অর্থাৎ তুমি, আমি আর এই রাজগণ পূর্বেও ছিলাম—এখনও আছি—পরেও থাকিব ॥ ১২

স্বামী ।—অশোচ্যে হেতুমাহ—ন স্বেবাহমিতি । যথাহং পর-
মেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্তাবির্ভাবতিরোভাবতো নাসমিতি
তু নৈব, অপি আসমেব অনাদিত্বাৎ ; ন চ ত্বং নাসীঃ নাভুঃ, অপি-
ত্বাসীরেব ; ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসমিতি ন অপি তু আসমেব
মদংশত্বাৎ ; তথা ততঃপরম্ ইত উপর্যাপি ন ভবিষ্যামো ন স্থান্তাম ইতি
চ নৈব, অপি তু স্থান্তাম এবেতি, জন্মমরণশূন্তত্বাদশোচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২

টিপ্পনী ।—আমি বিশ্বস্তা পরম নিত্য পুরুষ ; লীলাচ্ছলে আমি
কখন কখন ভ্রমণে অবিকৃত হই এবং লীলা পরিসমাপ্ত হইলে পুনরায়

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহতি ॥ ১৩

তিরোহিত হইয়া থাকি ; সুতরাং আমার আবির্ভাব দেখিয়া তৎপূর্বে যে ছিলাম না, এরূপ মনে করা যে রূপ ভ্রম, আবার আমার তিরোভাব দর্শনে আমি যে তিরোভাবের পর আর থাকিব না, তাহা মনে করাও সেইরূপ ভ্রম। আর মানবাদি যে পার্থিব যাবতীয় পদার্থ পরমাত্মরূপী সেই আমারই অংশভূত। মনে কর, ঘটাদির অন্তর্গত আকাশ মহাকাশ শূন্যই অংশমাত্র। ঘটের ধ্বংসে তদন্তর্গত আকাশ কদাচ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—যে আকাশ সেই আকাশই থাকে ; সেইরূপ দেহনাশে সেই দেহান্ত্রিত আত্মার বিলয় হয় না। যদিও দেহের পরিচয়ে তাহার স্বতন্ত্র পরিচয় হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মা চিরকালই যে দেহাতীত পদার্থ, সেই দেহাতীত পদার্থই থাকে। অতএব বর্তমান দেহ ধারণের পূর্বে যে তুমি ছিলে না ; অথবা এই উপস্থিত রাজসুগণ ছিল না, এই দেহের অস্তে যে তোমরা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধাস্ত করা ভ্রম মাত্র। অবিনশ্বর আত্মার বিনাশভয়ে এইরূপ অদমন হইলে তুমি বিষংসমাজে হাশাস্পদ হইবে ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—যথা অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ (জীবন্ত) কৌমারং যৌবনং জরা [ইতি অবস্থাত্রয়ঃ ক্রমশো ভবতি] দেহাস্তরপ্রাপ্তিঃ (অন্ত-দেহগ্রহণম্) [অপি] তথা (তদ্বদেব) ; ধীরঃ (বিবেকী) তত্র ন মুহতি (মোহং ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৩

অনুব্ধ ।—যেমন এই দেহে জীবের যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—[এই অবস্থাত্রয়ঃ ক্রমশঃ ঘটয়া থাকে], অন্ত দেহগ্রহণও সেইরূপ ; অর্থাৎ অবস্থাস্তর-প্রাপ্তিমাত্র। বিবেকীরা তাহাতে মোহিত হন না ॥ ১৩

স্বামী ।—নবীধরস্ত তব জন্মাদিশূত্ৰং সত্যমেব ; জীবানাক্ত জন্ম-
মরণে প্রসিদ্ধে, তজ্জাহ—দেহিন ইত্যাদি । দেহিনো দেহাভিমানিনো
জীবন্ত যথাস্মিন্ পুংলদেহে কৌমারাত্তবহাস্তদেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ,
পূর্বাবস্থানান্যেহবহাস্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথৈব
এতদেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব । ন তাবলাঘ্রমো
নাশঃ, জাতমাত্রস্ত পূর্বসংস্কারেণ স্তম্বপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ । অতো
ধীরো ধীমান্ তত্র তন্নোদেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহুতি আত্মৈব যতো
জাতশ্চেতি ন যন্ততে ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—দেহ এবং দেহী অভিন্ন নহে ; পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্
পদার্থ । দেহ পরিণামশীল আর দেহী পরিণাম-বিহীন, পূর্ণ ও বিভূ—
সুতরাং সর্বদা একরূপ । যেমন তরঙ্গাদির ভেদবশতঃ অনন্ত মহাশাগরের
আকৃতির বহুবিধ পরিবর্তন লক্ষিত হয়, সেইরূপ দেহের বাল্যযৌবনাদি
অবস্থাভেদে দেহীরও কোনরূপ অবস্থাভেদ সংঘটিত হইতে পারে না ;
যদি তাহা ঘটিত, তাহা হইলে কৌমারাদি অবস্থার অপগমে যৌব-
নাদি-দশায় তত্তন্নিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণও সম্ভব হইত না । দেহী (আত্মা)
যখন কোন একটি দেহ পরিত্যাগপূর্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করেন,
তখন সেই নবান্বিত দেহে যদিও “সেই আমি” ইত্যাকার জ্ঞান
পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু ঠিক সেই “আমি” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান না
থাকিলেও জাতমাত্র শিশুর পূর্বসংস্কারজনিত স্তম্বপানাদি চেষ্টা এবং
হর্বশোকাদির জ্ঞান সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । পরন্তু যেমন
সান্নিপাতিক বিকারে কোন কোন ব্যক্তি আরোগ্যালাভ করিয়াও
স্বাভিজ্ঞান একেবারে হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ দেহান্তর পরিগ্রহে “সেই
আমি” এই প্রত্যভিজ্ঞানও ক্ষুণ্ণিত পায় না । অতএব যেমন জন্ম পরি-
গ্রহের পর হইতে জীব ক্রমশঃ বাল্যাদি এক একটি অবস্থার অপগমে
যৌবনাদি এক একটি দশান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তন্নিবন্ধন

মাত্রাস্পর্শান্ত্ব কোন্তেয় শীতোষ্ণস্বচ্ছদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষ্ব ভারত ॥ ১৪

কেহই শোকে বা বিষাদে অভিভূত হন না, সেইরূপ মরণান্তে পুনরায় নবীন কলেবর ধারণপূর্বক মনুষ্য যদি ভিন্নাকারে সৃৎসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহাতেই বা শোকের বিষয় কি থাকিতে পারে? জরাজীর্ণ রোগাদিক্রিষ্ট দেহভাগ করিয়া তরুণ কলেবর লাভ করিবার শুভ সুযোগ পাইলে গত্যর্থবন কৃষ্ণগণের আনন্দিত হইবারই কথা। অতএব ধীরব্যক্তি এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া মৃত্যুকে পরম কল্যাণকর ও শুভোৎপাদক বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা কদাচ তজ্জন্ত শোকে কাতর ও অবসন্ন হন না ॥ ১৩

অনুয়ঃ ।—হে কোন্তেয়! মাত্রাস্পর্শান্ত্ব (বিষয়ৈঃ সহ ইন্দ্রিয়গাং সঞ্চাঃ) শীতোষ্ণস্বচ্ছদাঃ [ভবন্তি], তে আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-নাশশীলাঃ) [অতঃ] অনিত্যাঃ (অস্থিরাঃ) ; হে ভারত! তান্ তিতিক্ষ্ব (সহস্ব) ॥ ১৪

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলেই শীত উষ্ণ স্বচ্ছ দৃষ্ণ প্রভৃতির বোধ হইয়া থাকে; অতএব তৎসমুদয় উৎপত্তি-নাশ-বিশিষ্ট অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগেই শীতোষ্ণাদি অনুভূত হয়—নচেৎ হয় না, সুতরাং শীতোষ্ণ-স্বচ্ছদা-বোধ অনিত্য (কখনও হয়, কখনও হয় না); অতএব হে ভারত! সে সকল সহ কর ॥ ১৪

স্বামী ।—নহু গতানুগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্বিরো-গাদিক্ছভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেষ্টত্বাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, তাংসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সঞ্চাঃ, তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে আগমাপায়িনোহনিত্যা অস্থিরাঃ; অতস্তান্ তিতিক্ষ্ব সহস্ব; যথা জলাতপাদিসংসর্গাত্ততৎ-

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষবৰ্ভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতস্যায় কল্পতে ॥ ১৫

কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্টসংযোগবিরোগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরন্তোচিতং ন তু তন্নিগিতহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪

অনুয়ঃ ।—এতে (মাত্রাস্পর্শাঃ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাঃ) যং ধীরম্ (আত্মনিষ্ঠং) সমদুঃখসুখং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি (ন পীড়য়ন্তি) হে পুরুষ-বৰ্ভ ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ !) সঃ অমৃতস্যায় (মোক্ষায়) হি কল্পতে (যুজ্যতে) ॥ ১৫

অনু ।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই সকল বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ, সুখদুঃখে বিকারহীন যে আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পীড়া দিতে পারে না, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য ॥ ১৫

স্বামী ।—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলদা-দিত্যাহ—যং হীত্যাদি । এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যন্ত স তম্ । স তৈরবিক্ৰিয়মাণো ধর্ম-জ্ঞানদ্বারা অমৃতস্যায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টিপ্পনী ।—শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ—এ সকল পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ একটির তিরোভাবে অন্যটির আবির্ভাব হইয়া থাকে ; এখন এই আবির্ভাব-তিরোভাবের মূলসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীতোষ্ণসুখদুঃখাদির মুখ্য কারণ । আবার বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে এক শীতই কখন সুখ, কখন দুঃখের কারণ হয় ; পক্ষান্তরে এক উষ্ণও কখন সুখ কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে ; অতএব শীত বা উষ্ণের সহিতও সুখ বা দুঃখের কোনরূপ সংশ্রব নাই ; শীতে ও উষ্ণে যখন এক সময় সুখ ও সময়ান্তরে দুঃখ সমুৎপন্ন হয়, তখন শীত ও উষ্ণ পরস্পর ব্যভিচারী ; কিন্তু সুখে

নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তত্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

সুখই আছে—দুঃখই আছে—অতএব সুখ ও দুঃখ পরস্পর অব্যাভিচারী। সুতরাং শীত ও উষ্ণ হইতে দুঃখ ও সুখ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। বাহ্যবিষয়-সমূহ ইন্দ্রিয়দ্বারা আত্মসংলগ্ন শীত বা উষ্ণকে, অমুকূল বা প্রতিকূলরূপে সম্পাদিত করে বলিয়াই সুখ বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব সুখ ও দুঃখকে বিষয়সমূহ হইতে পৃথকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। আত্মা এইরূপ বিষয়েন্দ্রিয় সহ সদা সংযুক্ত থাকিলেও তৎপ্রযুক্ত শীতোষ্ণাদি এবং তজ্জনিত হর্ষবিষাদাদি কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হন না। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোজক শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি সমস্তই উৎপত্তি-নাশশীল, অতএব অনিত্য। অনিত্য ও নিত্যবস্তু কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। অতএব ঐ সমস্ত অনিত্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ শীতোষ্ণাদি সমজ্ঞানে সহ করাই উচিত ; ইহারই নাম “তিতিক্ষা”। এইরূপ তিতিক্ষা অবলম্বন করিলে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত সুখদুঃখাদি তোমার অভিভূত করিতে পারিবে না। এই বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজাত সুখদুঃখে যিনি হর্ষবিষাদাপন্ন হন না, তিনিই ধীর অর্থাৎ সদা সমাদিমান এবং তিনি মোক্ষের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন ॥ ১৫

অনুয়ঃ ।—অসতঃ (অবিদ্যমানশ্চ বস্তুনঃ) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্বতে । সতঃ (সংস্খ্যভাবশ্চ আত্মনঃ) অভাবঃ (নাশঃ) ন বিদ্বতে । তত্ত্বদর্শিভিঃ (জ্ঞানিভিঃ) তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (সদসতোঃ) অন্তঃ (নির্ণয়ঃ) দৃষ্টঃ (প্রত্যক্ষীকৃতঃ) ॥ ১৬

অনু ।—অনিত্য বস্তুর সত্তা (স্থায়িত্ব) নাই, নিত্যবস্তুরও বিনাশ নাই ; তত্ত্বদর্শিগণ নিত্য ও অনিত্য (সৎ ও অসৎ) এই উভয় পদার্থের এই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্তা ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥ ১৭

স্বামী ।—নহু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যাং ?
অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদ্বেহনাশঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সৰ্বং
সোঢ়ং শক্যমিত্যাশয়েনাই—নাসতো বিজ্ঞতে ইতি । অসতোহনাশ-
ধৰ্ম্মস্বাদবিক্তমানস্ত শীতোষ্ণাদেদোঅনি ভাবঃ সত্তা ন বিজ্ঞতে, তথা সতঃ
ৎস্বভাবশ্রাঅনোহভাবো নাশো ন বিজ্ঞতে ; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো
নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈন্তদ্বদৰ্শিতিঃ বস্তুবাখ্যার্থ্যবেদিতিঃ । এবভূতবিবেকেন
সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬

অনুয়ঃ ।—যেন ইদং সৰ্বং (পরিদৃশ্যমানং জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং)
সতং তু অবিনাশি (নিত্যং) বিক্রি (বিক্রানীহি) ; কশ্চিৎ (কোহপি)
অব্যয়স্ত (উৎপত্তিনাশহীনস্ত) অস্ত (আত্মনঃ) বিনাশং কৰ্ত্তুং ন অৰ্হতি
(সমর্থো ন ভবতি) ॥ ১৭

অনু ।—যিনি এই সমস্ত (উৎপত্তিনাশবিশিষ্ট দেহাদি) ব্যাপিয়া
অবস্থান করিতেছেন, তিনি অবিনাশী জানিও । কেহই সেই উৎপত্তি-
নাশহীন আত্মার বিনাশ করিতে পারে না ॥ ১৭

স্বামী ।—তত্র সদ্ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্ত্রেনোক্তং, বিশেষতো
দৰ্শয়তি—অবিনাশি স্থিতি । যেন সৰ্ব্বমিদমাগমাপন্নধৰ্ম্মাত্মকং দেহাদিকং
ততং সাক্ষিৎস্বেন ব্যাপ্তং তন্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্তং
বিক্রি জানীহি । তত্র হেতুমাংস—বিনাশমিতি ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—শীতোষ্ণাদি যেমন আগমাপান্নী, সুখ-দুঃখাদিও
তেমনি ; আর সেই সুখ-দুঃখের ভোক্তা দেহও বিনশ্বর ; পরন্তু দেহী
(আত্মা) যদিও দেহ মধ্যে অবস্থিত, তথাপি তিনি সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণ
অভীত ও এবিনশ্বর । যেমন তৈল ও জল একপাত্রের থাকিলেও তৈলে জল

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যশ্রোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

বা জলে তৈল থাকিতে পারে না, সেইরূপ অবিনশ্বর আত্মায় কখনও বিনশ্বর বস্তু-নিচয়ের সত্তা থাকিতে পারে না। যাঁহারা আত্মজ্ঞান-প্রভাবে পদার্থ-নিচয়ের প্রকৃতি নির্ধারণে সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ অবিনশ্বর ও বিনশ্বর পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। যে জ্ঞানবলে তাঁহারা সং (অবিনশ্বর) এবং অসং (বিনশ্বর) বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন, তুমিও সেই জ্ঞানলাভে মোহাক্ষকার বিদূরিত করিয়া নিত্যানিত্য বস্তুনিচয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সুখ-দুঃখ শোক-মোহাদি কেবল বিষয়ে-ক্রিয়সংযোগেরই পরিণতিমাত্র, সুতরাং অসং অর্থাৎ অস্থায়ী; বিনশ্বর দেহের সহিতই তাহাদের সম্বন্ধ—দেহাতীত অবিনশ্বর আত্মার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; আর ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, ভীমাদি—গুরুজনের ও তোমার স্বজনগণের বিয়োগাশঙ্কায় যে তুমি ব্যাকুল হইতেছ, নশ্বর দেহের বিনাশে তাঁহাদের বিনাশ সাধিত হইতে পারে না। জগতে এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি অবিনশ্বর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে; সুতরাং তজ্জন্ত তোমার শোকের কোন কারণ নাই ॥ ১৬।১৭

অন্বয়ঃ ।—নিত্যশ্চ (সর্বদা একরূপশ্চ) অনাশিনঃ (নাশহীনশ্চ) অপ্রমেয়শ্চ (অপরিচ্ছিন্নশ্চ) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে (পরিদৃশ্যমানাঃ) দেহাঃ অন্তবন্তঃ (বিনাশশীলাঃ) উক্তাঃ; তস্মাৎ হে ভারত! যুধ্যস্ব (যুদ্ধরূপং স্বধর্মং পালয়) ॥ ১৮

অনু ।—সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী এবং পরিচ্ছেদহীন; তাহার এই দেহ বিনাশশীল বলিয়া অভিহিত হয়; অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম পালন কর ॥ ১৮

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯'

স্বামী ।—আগমাপারমর্ষকং সংদর্শয়তি—অস্তবস্ত ইতি । অস্তো
বিনাশো বিজ্ঞতে যেষাং তে অস্তবস্তঃ । নিত্যশ্চ সর্বদৈকরূপশ্চ, শরীরিণঃ
শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতশ্চ অগ্রমেয়শ্চ অপরিচ্ছিন্নশ্চ
আত্মন ইমে সূখদুঃখাদিসম্বন্ধা দেহা উক্তান্তদ্বন্দ্বিভিঃ । যস্মাদেবমাত্মনো
ন বিনাশঃ, ন চ সূখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্নোহজং শোকং ত্যক্তা যুধ্যস্ব
স্বধর্মং মা ত্যাকীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮

অনুয়ঃ ।—যঃ এনম্ (আত্মানং) হস্তারং বেত্তি, যন্ত এনং হতং
মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ (বিশেষণ নাবগচ্ছতঃ), অয়ং ন হস্তি,
ন হন্যতে ॥ ১৯

অনু ।—যে ব্যক্তি আত্মাকে কাহারও হস্তা মনে করে, আত্মা যে
ব্যক্তি আত্মাকে অস্ত কর্তৃক হত মনে করে, তাহাদের উভয়ের কেহই
সবিশেষ অবগত নহে ; ইনি কহাকেও বধ করেন না বা অস্ত কর্তৃক
নিহতও হন না ॥ ১৯

স্বামী ।—তবেদং ভীষ্মাদিমুহূনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতঃ,
যচ্চাত্মনো হস্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ “এতান্ন হস্তমিচ্ছামি” ইত্যাদিনা
তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি । এনমাত্মানম্ । আত্মনো
হননক্রিয়ান্নাং কর্মস্বং কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ । তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টিপ্পনী ।—নিত্য সূতরাং বিনাশহীন শরীরধারী আত্মার স্থূল
সূক্ষ্ম কারণরূপ দেহগুলি বিনাশশীল । এই বিনশ্বর দেহগুলির উপর
তুমি ‘পিতামহ’ ‘আচার্য্য’ ‘বন্ধু’ প্রভৃতি অবাস্তবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া
শোক-মোহে অভিভূত হইয়াছ । তুমি আত্মানাত্ম-বিবেকরূপ অস্ত্রে
মোহজাল ছেদন করিলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করিতে

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিৎ

নায়াং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

পারিবে ; তখন তোমার একুপ বিষাদের কোন কারণই থাকিবে না । অতএব স্বধর্মত্যাগ করিও না—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও । স্বধর্মত্যাগী কদাচ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় না । ফলতঃ যাহারা এ অনিত্যদেহে—“আমি” আরোপিত করিয়া, “আমি অমুককে বধ করিলাম বা অমুক আমার দ্বারা হত হইল” এইরূপ মনে করে তাহারা ভ্রান্ত । শাস্ত্রার্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা বিকারী বস্তুনিচয়ের ত্রায় বিনশ্বর নহেন, প্রকৃত “আমি” বা আত্মা বধ্যও নহেন, ঘাতকও নহেন ॥ ১৮।১৯

• অন্ময়ঃ ।—অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, বা (অথবা) ত্রিয়তে ; ভূত্বা বা ভূয়ঃ (পুনরপি) ন ভবিতা (ভবিষ্যতি), অয়ম্ অজঃ (জন্মশূন্যঃ), নিত্যঃ (সর্দৈকরূপঃ), শাস্বতঃ (শব্দন্তবঃ), পুরাণঃ ; শরীরে হন্যমানে [অয়ং] ন হন্যতে ॥ ২০

অনু ।—ইনি (আত্মা) কখনও জন্মেন না, মরণও না ; একবার জন্মিয়া পুনরায় আবার হইবেনও না ; ইনি জন্মহীন সর্বদা সমভাবাপন্ন অপকল্পহীন এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য) ; শরীরের বিনাশে ইনি হত হন না ॥ ২০

স্বামী ।—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন প্রত্যভি—
নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি । ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ । ন ত্রিয়ত
ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ । বাশব্দে চার্থে । ন চায়ং ভূত্বা উৎপত্ত্বা ভবিতা,
ভবতি অস্তিস্বং ভবতি, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সজ্জপ ইতি জন্মান্তরাস্তিস্ব-
লক্ষণদ্বিতীয়বিকার-প্রতিষেধঃ । তত্র .হেতুঃ—কন্মাদজঃ । যো হি

বেনাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজ্ঞমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১

জায়তে স হি জ্ঞানাস্তরমস্তিত্বং ভজতে ; ন তু যঃ স্বয়ম্ এবাস্তি স
ভূয়োহ্যপ্যস্তদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ । নিত্যঃ সৰ্বদৈকরূপ ইতি বুদ্ধিপ্রতি-
ষেধঃ । শাস্ততঃ শব্দস্তব ইত্যপেক্ষপ্রতিষেধঃ । পুরাণ ইতি বিপরিশাম-
প্রতিষেধঃ । পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপাস্তরং প্রাপ্য নবো
ভবতীত্যর্থঃ । যদ্বা ন ভবিতোত্যস্তানুযজং কৃৎস্না ভূয়োহধিকং যথা ভবিতোতি
তথা ন ভবতীতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ । অজ্ঞো নিত্য ইতি চোভয়বুদ্ধ্যাবস্থাবে
হেতুরিতি ন পৌনরুক্তম্ । তদেবং জায়তে অস্তি বর্জ্যতে বিপরিশামতে
অপেক্ষীয়তে নশ্ততীত্যেবং যাস্তাদিভির্বেদবাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা
নিরস্তাঃ ; যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তান্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—
ন হন্ততে হন্তমানে শরীর ইতি ॥ ২০

টিপ্পনী ।—যে বস্তু অনিত্য তাহাই জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিশাম,
অপেক্ষ্য ও বিনাশ এই ষড়্ভবিধঃ বিকারাধীন ; আত্মা নিত্যকূটস্থ
অর্থাৎ ত্রিকালে একরূপে অবস্থিত ; সুতরাং তিনি ষড়্ভবিকারের অতীত
—অবিক্রিয় ; অতএব এই বিকারী দেহের বিনাশে তাঁহার বিনাশ
অসম্ভাবী ॥ ২০

অনুয়ঃ ।—হে পার্থ ! য এনম্ (আত্মানং) নিত্যম্ (অবি-
নশ্বরম্) অজম্ (জ্ঞানহীনম্) অব্যয়ঃ [চ] বেদ (জানাতি) সঃ পুরুষঃ
কথং কং হস্তি, কং বা ঘাতয়তি ॥ ২১

অনু ।—হে পার্থ ! যিনি এই আত্মাকে নিত্য, জ্ঞানহীন এবং
হ্রাস-বৃদ্ধিহীন বলিয়া অবগত আছেন, তিনি কাহাকেই বা কিরূপে বধ
করেন, কাহাকেই বা কিরূপে বধ করান ? ॥ ২১

স্বামী ।—অতএব হস্তৃ ভভাবোহপি শূন্যকোক্তঃ প্রতিবিদ্ধ ইত্যাহ—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-
নৃত্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

বেদাবিনাশিনমিত্যাদি । নিত্যং বুদ্ধিশূন্যম্ অব্যয়ম্ অপকরশূন্যম্ অজম্
অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হস্তি কথং বা ঘাতয়তি ? এব-
ন্ততস্ত বধে সাধনাভাবঃ । তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূষা অন্তেন কং
ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপীত্যর্থঃ । অনেন ময্যপি প্রয়োজকত্বান্দোষদৃষ্টিং মা
কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টিপ্পনী ।—যে সকল পদার্থের জন্ম ও নাশ আছে, সেগুলি
কদাচ প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না । আত্মা
যখন জন্ম-নাশহীন, তখন একমাত্র তিনিই সত্যপদবাচ্য । যিনি আত্মার
এই সত্যস্বরূপতা অবগত আছেন, তিনি আবার কেমন করিয়া কাহাকে
বধ করিবেন ? তেমনি তিনি অস্ত্র, কাহারও দ্বারা কাহারও বধকার্য্য
সম্পাদন করাইতেও পারেন না । নিষ্ক্রিয় আত্মার কর্তৃত্ব বা প্রয়ো-
জকত্বও থাকিতে পারে না ॥ ২১

অনুব্রয়ঃ ।—যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি (বস্ত্রাণি) বিহায় (ত্যক্ত্বা)
অপরাণি (অন্তানি) নবানি [বাসাংসি] গৃহ্ণাতি, তথা দেহী (আত্মা)
জীর্ণানি (বিলীর্ণানি) শরীরানি বিহায় অন্তানি নবানি (নৃত্তনানি)
সংযাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২

. অনু ।—যেমন যত্নব্য জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্ত নৃত্তন বস্ত্র
পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় নৃত্তন
দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

* স্বামী ।—নশ্বাত্মনোহবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাশঃ পর্যালোচ্য

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদোহয়মদাহোহয়মক্লেদোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাदि । কৰ্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহা-
নামবশস্তাবিস্থাৎ ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—শস্ত্রাণি এনম্ (আত্মানং) ন ছিন্দস্তি ; তথা পাবকঃ
(অগ্নিঃ) এনং ন দহতি ; আপঃ (জলানি) এনং ন ক্লেদয়ন্তি ; মারুতঃ
(বায়ুঃ) চ এনং ন শোষয়তি ॥ ২৩

অনু ।—শস্ত্র সকল ইহাকে (আত্মাকে) ছেদন করিতে, অগ্নি
ইহাকে দহ্য করিতে, জল ইহাকে পচাইতে অথবা বায়ু ইহাকে শুষ্ক
করিতে পারে না ॥ ২৩

স্থায়ী ।—কথং হস্তি ইত্যেনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ অবি-
নাশিস্থমাত্মনঃ ক্ষুটীকরোতি—নৈনমিত্যাदि । আপো ন ক্লেদয়ন্তি যুহু-
করণেন শিথিলং ন কুৰ্ব্বন্তি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশো-
ষ্যচ এব ; অয়ং নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাগুঃ (স্থিরস্বভাবঃ) অচলঃ (পূৰ্ব্ব-
রূপাপরিভ্যাগী) সনাতনঃ (অনাদিঃ) ॥ ২৪

অনু ।—ইনি ছেদনের অযোগ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য
(পচিবার অযোগ্য) এবং অশোষ্য (যাহা শুষ্ক হইবার নহে) ; ইনি
নিত্য, সৰ্ব্বব্যাপী, অপরিণামী, সদা একরূপ এবং অনাদি ; ইনি চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের অগোচর—চিস্তারও অগোচর এবং অবিকারী বলিয়া
অভিহিত হন ॥ ২৪

অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

স্বামী ।—তত্র হেতুমাং—অচ্ছেত্ত্ব ইত্যাদিনা সার্ধেন । নিরবয়বত্বাৎ
অচ্ছেত্ত্বোহক্লেত্ত্বশ্চ । অমূর্ত্তত্বাদদাহঃ ত্রবত্বাভাবাদশোষা ইতি ভাবঃ ।
ইতশ্চ ছেদাদিমোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সৰ্ব্বত্রগতঃ ।
স্বাগুঃ স্থিরত্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ । অচলঃ পূৰ্ব্বরূপাপরিত্যাগী ।
সনাতনোহনাদিঃ । কিঞ্চ অব্যক্তশ্চক্ষুরাত্ত্ববিষয়ঃ । অচিস্ত্যঃ মনসোহপ্য-
বিষয়ঃ । অবিকার্যঃ কৰ্ম্মেদ্রিয়ানাংমপ্যগোচর ইত্যর্থঃ । উচ্যতে ইতি
নিত্যত্বাদভিসৃজ্যক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—ত্রয়োবিংশ শ্লোকে ভগবান্ আত্মতত্ত্বপ্রসঙ্গে যে
উপদেশ দিয়াছেন, চতুর্বিংশ শ্লোকের প্রথম দুই চরণে তাহারই পরিণতি
নির্দেশ করিলেন । ত্রয়োবিংশে “নৈনং ছিন্তস্তি শস্ত্রাণি” বলিয়া
চতুর্বিংশে বলিলেন “অয়ম্ অচ্ছেত্ত্বঃ” “নৈনং দহতি পাবকঃ” অতএব “অয়ম্
অদাহঃ ।” “ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ” অতএব “অয়ম্ অক্লেত্ত্বঃ ।” “ন শোষয়তি
মারুতঃ” অতএব “অয়ম্ অশোষাঃ ।” শেষ চারিটি চরণ ২০ শ্লোকোক্ত
তত্ত্বেরই সমর্থক । বস্তুতঃ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্” ইত্যাদি
(২০) শ্লোকে যে তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে, ২১শ হইতে ২৪শ পর্য্যন্ত
শ্লোকগুলি তাহারই বিবৃতি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় । আত্মতত্ত্ব
অতীব দুর্বোধ্য ; উহা উপলব্ধি করা অতীব সুকঠিন ব্যাপার ; এজন্য
পরম কারুণিক ভগবান্ বাসুদেব শিষ্যাহিতার্থ ৩৭সহ লোকহিতার্থ
বিভিন্ন পদপদার্থ প্রয়োগে তাহাই পরিষ্কৃত করিলেন । ইহা পুনরুক্তি-
দোষহুঁষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ॥ ২২—২৪

অন্বয়ঃ ।—অয়ম্ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ানাংমগোচরঃ) অয়ম্ অচিস্ত্যঃ
(মনসোহপি অবিষয়ঃ) অয়ম্ অবিকার্যঃ (বিকারানর্হঃ) উচ্যতে তস্মাৎ
এনম্ বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্থসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিছুমহসি ॥ ২৬

অনু ।—অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া^১ অনুশোচনা করা তোমার উচিত নহে ॥ ২৫

স্বামী ।—উপসংহরতি—তদ্বাদেবমিত্যাदि । তদেবমাত্মনো জগ্ন-
বিনাশাভাবায় শোকঃ কার্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টিপ্পনী ।—ইতঃপূর্বে “অশোচ্যানম্বশোচনম্” ইত্যাদি (২য়ঃ অঃ
১১শ) শ্লোকে শোকমোহের অযৌক্তিকতা এবং আত্মার অবিনশ্বর-
ত্বাদি বিষয়ে ভগবান্ যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে
এই চরণ-স্বয়ংক্রিয় ২৫শ শ্লোকে তাহার উপসংহার করিয়া বলিলেন—
আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তুমি শোকমোহে অভিভূত হইয়াছিলে ;
অধুনা তোমাকে যে সকল উপদেশ দিলাম, তাহাতে তোমার জ্ঞানচক্ষু
উন্মীলিত হইবার কথা । অতঃপর আর অমূলক শোক-মোহে তোমার
জ্ঞান ব্যক্তির অভিভূত হওয়া উচিত হইয়া না ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—অথ (যদি) এনম্ (আত্মানং) নিত্যজাতং বা
(অথবা) নিত্যং মৃতঞ্চ মন্থসে, হে মহাবাহো ! তথাপি ত্বম্ (আত্মানং)
শোচিছুং ন অহসি ॥ ২৬

অনু ।—আর যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্যজাত (দেহের
সহিত উৎপন্ন) অথবা নিত্যমৃত (দেহের সহিত মৃত) মনে কর,
তথাপি হে মহাবাহো ! ইহার (এই আত্মার) জন্ত তুমি শোক
করিতে পার না ॥ ২৬

স্বামী ।—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জগ্ন তদ্বিনাশেন চ বিনাশ-
মঙ্গীকৃত্যপি শোকো ন কার্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাदि । অথ যত্বপি
এনমাত্মানং নিত্যং সর্বদা তত্ত্বদেহে জাতে জাতং মন্থসে তথা তত্ত্ব-

জাতস্ত হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ২৭

দেহে মৃত্তে মৃতঞ্চ মৃত্তসে, পুণ্যাপানমৌল্যফলভূতমৌল্য জন্মমরণরোরাঙ্ক-
গামিভ্যঃ ; তথাপি ত্বং শোচিতুং নাইসি ॥ ২৬

টিপ্পনী । — আত্মার জন্ম-নাশ-হীনতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ
প্রদান করিয়া এক্ষণে মূদ্ধরূপ কল্পিতের স্বধর্মপালনে হীননক্রিয়ার বৈধতা
প্রতিপাদনার্থ প্রসঙ্গান্তরের উল্লেখ করিতেছেন । আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে সাধা-
রণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে—দেহের সহিত আত্মা জন্মগ্রহণ করেন
এবং দেহনাশে আত্মারও নাশ হয় । যদি তুমি এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসের
বশবর্তী হও, তাহা হইলেও বিবেচনা করিয়া দেখ, উৎপত্তিশীল
পদার্থের নাশ এবং বিনশ্বর পদার্থের পুনরুৎপত্তি ত অবশ্যজ্ঞাবী । তবে
তোমার ঈদৃশ অন্তর্দাহজনক শোকের অবকাশ কই ? ॥ ২৬

অনুয়ঃ । — হি (যতঃ) জাতস্ত মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্ত
চ জন্ম ধ্রুবম্ ; তস্মাৎ অপরিহার্যো (অবশ্যজ্ঞাবিনি) অর্থে (বিষয়ে)
শোচিতুং ন অহঁসি ॥ ২৭

অনু । — যেহেতু যিনি জন্মিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং
মৃত ব্যক্তিরও জন্ম নিশ্চিত ; অতএব তুমি অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়ে শোক
করিতে পার না ॥ ২৭

স্বামী । — কৃত ইত্যত আহ—জাতস্ত ইত্যাদি । হি যস্মাজ্জাতস্ত
স্বারম্ভককর্ম্মকরে মৃত্যুধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্ত চ তত্তদেহকৃতেন কর্ম্মণা
জন্মাপি ধ্রুবমেব ; তস্মাদেবমপরিহার্যেহর্থেহবশ্যজ্ঞাবিনি জন্মমরণলক্ষণে
অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

টিপ্পনী । — সংসারে জন্মিলেই অগ্নি হউক, কল্যা হউক, বা শতবর্ষ
পরেই হউক, অবশ্যই মৃত্যুর কবলিত হইতে হইবে এবং মরণান্তে স্ব স্ব

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

কার্যের অল্পরূপ জন্মগ্রহণ করিতেও ইহবে—প্রাকৃতিক এই নিয়ম অতি কঠোর হইলেও অলম্বনীয়। কেহই জন্মমরণের বিধান অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে—ইহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পার। তুমি যুদ্ধ না করিলে যদি ঐ সকল ঘোড়বৃন্দ চিরকাল জীবিত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য তোমার দৈদৃশ কাতরতা অসঙ্গত নহে। যখন কর্মদ্বারা ইহারা অবশ্যই দেহ-ত্যাগ করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদের শোকে কাতর হইতেছ কেন ? অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য—ইহাতে প্রত্যাবার নাই। বরং ধর্মযুদ্ধে পরাজয়তা পাপাবহ। যদিও ইহা কাম্যকর্মমধ্যেই পরিগণিত ; কিন্তু প্রারব্ধ কাম্যকর্মও পরিসমাপনীয়। যখন তুমি পূর্ব হইতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছ ; তখন এই প্রারব্ধকর্ম সমাপনে তুমি বাধ্য। অকরণে তোমার প্রত্যাবার অপরিহার্য ॥ ২৭

অনুয়ঃ ।—হে ভারত ! ভূতানি (শরীরানি) অব্যক্তাদীনি ব্যক্ত-মধ্যানি, [তথা] অব্যক্তনিধনানি এব তত্র পরিদেবনা কা ? (শোক-নিমিত্তবিলাপঃ কঃ) ? ॥ ২৮

অনু ।—হে ভারত ! ভূতগণের আদি অব্যক্ত ; মধ্য অর্থাৎ স্থিতিকাল ব্যক্ত ; আবার নিধনও অব্যক্ত। অতএব এ বিষয়ে আর শোক-জন্ত বিলাপ কর্তব্য নহে ॥ ২৮

স্বামী ।—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবঃ পর্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকে ন কার্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্বরূপং যেথাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরানি কারণাত্মনাপি স্থিতানায়েবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিরূপং যেথাং তানি ব্যক্তমধ্যানি ; অব্যক্তে নিধনং লবো যেথাং ভূতানীয়াশ্চেবভূতান্চেব, তত্র

আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্য়ঃ ।

আশ্চর্য্যদ্বৈচৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

তেষু কা পরিদেবনা, কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ । প্রতিবুদ্ধস্ত স্বপ্নদৃষ্ট-
বস্ত্ত্বিব শোকো ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

টিপ্পনী ।—পৃথিব্যাদি ভূতময় দেহ জন্মপরিগ্রহের পূর্বে
অব্যক্ত অবস্থায় থাকে ; জন্মের পর কিছুদিন পরিব্যক্ত থাকে ;
আবার মরণান্তে পুনরায় অব্যক্ত হইয়া যায় । (জন্মমতে যাহার আদি
নাই—অন্ত নাই—তাহার মধ্যাবস্থাও থাকিতে পারে না) (এই তত্ত্বই
ইতঃপূর্বে ২য়ঃ অঃ ১৬ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।) অতএব তুচ্ছ মিথ্যাভূত
ভৌতিকদেহের নিমিত্ত কেনই বা তোমার এইরূপ শোক উপস্থিত
হইয়াছে ? তোমার জ্ঞায় বিমুক্তবংশজাত বুদ্ধিমান শাস্ত্রতত্ত্বজ ব্যক্তির
যুদ্ধরূপ শাস্ত্রসঙ্গত স্বধর্ম্মপালনে এইরূপ ইতস্তত করা অতীব গর্হিত ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি, তথৈব চ অন্তঃ
আশ্চর্য্যবৎ বদতি । অন্তঃ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি ; শ্রদ্ধা অপি কশ্চিৎ
এনম্ (আত্মানং) নৈব চ বেদ (জ্ঞানতি) ॥ ২৯

অনু ।—কেহ ইঁহাকে [শাস্ত্রালোচনা ও গুরুপদেশে জানিয়াও]
আশ্চর্য্যের জ্ঞায় বোধ করেন ; কেহ বা ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন,
কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, আবার কেহ বা শুনিয়াও ইঁহাকে
জানেন না (বুঝেন না) ॥ ২৯

স্বামী ।—কৃতস্তর্হি বিদ্বাঃসোহপি লোকে শোচন্তি আত্মজ্ঞানাদেব
ইত্যাশ্রয়েনাত্মনো দুর্হিবজ্জেরতামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি । কশ্চিদেনমাত্মানং
শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্চন্নাস্চর্য্যবৎ পশ্চতি, সর্ব্বগতস্ত নিত্যজ্ঞানানন্দ-

অভাবশ্চানোহলৌকিকাদৈন্দ্রজালিকবদ্যটমানঃ পশুশ্চিৎ বিশ্বয়েন পশুতি
অসজ্জাবনাভিভূতস্বাৎ । তথা আশ্চর্য্যবদেবান্তো বদতি, শৃণোতি চান্নঃ
কশ্চিৎ পুনর্কিপন্নীতভাবনাভিভূতঃ শ্রদ্ধাপি নৈব বেৎ । চক্ষুঃকৃত্যপি
ন সম্যগ্বেদেতি ব্রহ্মবান্ ॥ ২২

টিপ্পনী ।—এই আশ্চর্য্য অতীব রহস্যময়—ইহার মর্য্যাবধারণে
সামর্থ্য লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য । গুরুপদেণে যাহার হৃদয়নিহিত
অজ্ঞানতমোরাশি বিদূরিত হইয়াছে, তিনি আশ্চর্য্যাক্ষাৎকারের যোগ্যতা
লাভ করিয়াও বিশ্বয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন
করেন । যিনি আশ্চর্য্যত্ব পর্যালোচনায় ব্যাপক থাকেন, তিনিও ইহাকে
পরমাশ্চর্য্য বলিয়াই বর্ণনে নিরস্ত হইতে বাধ্য হন—বর্ণনোপযোগী শব্দই
তিনি খুঁজিয়া পান না । যিনি আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মান আশ্চর্য্যত্ব-বিষয়ক
বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনিও তৎসমুদয় অলৌকিক বোধে অভিভূতচিত্ত
হইয়া পড়েন—কোন ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিশ্বাস-
বসন-হৃদয়ে নিরস্ত হন । বাস্তবিক স্থিরচিত্তে পর্যালোচনা করিলে
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্যবহ অন্তততত্ত্ব
আর কিছুই নাই । কারণ—যিনি জাগতিক স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক যাবতীয়
ভৌতিক পদার্থে অস্থায়ত রহিয়াছেন—যিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে
সর্বত্র সর্বদা নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন—যাহার অপ্ৰতিহত প্রভাবে
যাবতীয় বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ
আনন্দস্বরূপ পরম মঙ্গলময় আত্মাকে লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না—
শুনিয়াও শুনিতে পায় না—কেহ বুঝাইয়া দিলেও ধারণায় আনিতে পারে
না । আমরা অকিঞ্চিৎকর কণভঙ্গুর স্তূপের আশার ধনলোভে আশ্রহার্য্য
হইয়া এক দেশ হইতে বহু আশ্রাস স্বীকার করিয়া দেশান্তরে যাইতেছি—
খনলাভে উদয়াস্তব্যাগী কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আশাহরূপ ধন লাভে
সমর্থ হইলাম না বলিয়া অহুক্ষণ দুঃখদয়ে কাল যাপন করিতেছি,

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্ব্বশ্চ ভারত ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি ভূতানি ন স্বঃ শৌচিতুহসি ॥ ৩০

একবারও ভাবিয়া দেখি না, সে ধন কয়দিনের জন্ত ? আর যে অক্লিষ্টকর একান্ত ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুচ্চঞ্চল সুখের আশায় আমরা জীবনাস্তকর পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি, তাহাও কি পাইতেছি ? সে সুখ কি আমাদেরকে বিন্দুমাত্র শাস্তিদানে সমর্থ ? পক্ষান্তরে যে অল্প অমূল্য ধন আমাদের করায়ত্ত—যাহা পাইলে আমাদের সর্বদুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, সেই আশ্বত্থ জ্ঞানলাভে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন ! যাহার শ্রোতা অতিঅল্প, আবার শ্রোতৃগণের অধিকাংশই যাহাকে জানিতে পারে না ; যাহার উপদেষ্টা আশ্চর্য্যবৎ, কারণ অনেকের মধ্যে দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি উপদেষ্টা গুরুর আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইন ; এইরূপ আবার অনেক শ্রোতার মধ্যে কোন নিপুণ ব্যক্তি তাহা লাভ করেন ; কারণ কোন নিপুণ আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহার জ্ঞান হন অর্থাৎ তদ্বিবরক জ্ঞানলাভ করেন ; অতএব যে কোনরূপেই বিচার করিয়া দেখ না কেন, আশ্ব-সংসৃষ্ট সমস্ত ব্যাপারই আশ্চর্য্যবৎ ॥ ২৯

অনুয়ঃ ।—হে ভারত ! অয়ং দেহী (দেহোপাধিমান্ আত্মা) নিত্যং (সৰ্ব্বদা) সৰ্ব্বশ্চ দেহে অবধ্যঃ (হস্তমশক্যঃ) তস্মাৎ স্বঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি (শরীরানি) শৌচিতুং ন অর্হসি ॥ ৩০

অনু ।—হে ভারত ! এই আত্মা সৰ্ব্বদা সকলের দেহে স্বয়ং অবধ্য ; অতএব এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকলের জন্ত তুমি শোক করিতে পার না ॥ ৩০

স্বামী ।—তদেবমবধ্যাত্মাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্য-স্বরূপসংহরতি—দেহীত্যাदि । স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০

।—আত্মা নিরবয়ব অতএব নিত্য ; যখন স্থল বা সূক্ষ্ম

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধৰ্ম্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেপ্তয়োহন্তঃ কত্রিয়ন্ত ন বিদ্বতে ॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপারতম ।

সুখিনঃ কত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না ; তখন ভীষ্মাদির দেহের অবশুস্তাবী-
বিনাশে তুমি শোক করিতে পার না ; কারণ ঐ সকল দেহ অণুই
হউক, কলাই হউক একদিন অবশুই বিনষ্ট হইবে ॥ ৩০

অনুয়ঃ ।—অপিচ স্বধৰ্ম্মম্ অবেক্ষ্য (পর্যালোচ্য) বিকম্পিতুং
(বিচলিতুং) ন অর্হসি ; হি (যতঃ) ধৰ্ম্ম্যাং যুদ্ধাং কত্রিয়ন্ত অন্তঃ শ্রেয়ঃ
(শুভকরং) ন বিদ্বতে ॥ ৩১

অনু ।—অপিচ স্বধৰ্ম্ম পর্যালোচনা করিলেও তোমার কম্পিত
হওয়া উচিত নহে ; কারণ ধৰ্ম্মসঙ্গত যুদ্ধের ত্রায় কত্রিয়ের শ্রেয়ঃসাধক
আর কিছুই নাই ॥ ৩১

স্বামী ।—যচ্চোক্তমর্জুনেন “বেপথুশ্চ শরীরে মে” ইত্যাদি
তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধৰ্ম্মমিতি । আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননে-
হপি বিকম্পিতুং নাইসি কিঞ্চ স্বধৰ্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নাইসীতি সম্বন্ধঃ ।
যথোক্তং “ন চ শ্রেয়োহমুপশ্রামি হত্বা স্বজনমাহবে” ইতি তত্রাহ—ধৰ্ম্ম্যা-
দিতি । ধৰ্ম্মাদনপেতাভ্যাযাদ্ যুদ্ধাদন্তঃ ॥ ৩১

টিপ্পনী ।—ইতঃপূর্বে গুরু স্বজনবধ নিবন্ধন যে পাপাশঙ্কা ব্যক্ত
করিয়াছ, তাহা তোমার ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ । কারণ ভগবান্ মহু বলিয়াছেন—
সম, উত্তম বা অধম কর্তৃক আহৃত হইয়া রাজা কখনও যুদ্ধবিমুখ হইবেন
না । ধৰ্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা যখন কত্রিয়ের অধিকতর মঙ্গলদায়ক আর কিছুই
নাই, তখন যুদ্ধ তোমার অবশুকরণীয় ॥ ৩১

অনুয়ঃ ।—হে পার্থ ! যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতমেব) উপপন্নম্

অথ চেৎ ভূমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

(প্রাপ্তম্) অপাবৃত্তং (মুক্তং) স্বর্গদ্বারম্ ইব ইদৃশং (এষভূতং) যুদ্ধং
সুখিনঃ (সুভাগ্যঃ) [এব] কল্লিয়াঃ লভন্তে ॥ ৩২ •

অনু ।—হে পার্থ ! প্রার্থনা ব্যতীত আপনা আপনি উপস্থিত,
উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারের স্তায় এইরূপ যুদ্ধ সৌভাগ্যবান্ কল্লিগণই লাভ
করিয়া থাকেন ॥ ৩২

স্বামী ।—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো
বিকম্প ইতীহ—যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া অপ্ৰার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং
যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে, যতোহনিরাবরণং স্বর্গদ্বার-
মবৈতৎ । যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে, ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ । এতেন
“স্বপ্তনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্রাম মাধব” ইতি যদুক্তং তন্নিরন্তঃ
ভবতি ॥ ৩২

টিপ্পনী ।—উপস্থিত যুদ্ধটি তুমার উত্তেজনা বা চেষ্টাপ্রসূত
নহে ; তুমি ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর নাই—নিজেই
তঁাহাদের কর্তৃক আহৃত হইয়া আসিয়াছ ; অতএব যদৃচ্ছালব্ধ যুদ্ধ ভাগ্যবান্
কল্লিরেরই অদৃষ্টে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহাতে জয়ে যশঃ, কীর্ত্তি ও
রাজ্যলাভ, এবং পরাজয়ে স্বর্গলাভ । অতএব ইহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ
করিও না ॥ ৩২ •

অনুব্যঃ ।—অথ চেৎ (যদি) ভূম্ ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি,
ততঃ (তর্হি) স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পাপং (ধর্ম্যত্যাগরূপমধর্ম্যম্)
অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৩

অনু ।—যদি তুমি এই ধর্মসাধক যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম
এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করার পাপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৩

স্বামী ।—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্তস্তে ত্বাং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যান্ত্রসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

টিপ্পনী ।—শাস্ত্রবিহিত যুদ্ধের অকরণে স্বধর্ম পরিত্যাগজনিত পাপগ্রস্ত হইবে; আর তাহাতে ইতঃপূর্বে তুমি যে দেবলোক ও ভুলোকে প্রভূত কীর্তি উপার্জন করিয়াছ, তাহাও বিনষ্ট হইবে; ধর্ম ও কীর্তি লাভকরা ও দুঃস্বপ্নের কথা ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—অপি চ ভূতানি (সর্কে জনাঃ) অব্যয়াম্ (চিরস্থায়িনীম্) অকীর্তিঞ্চ (অযশশ্চ) কথয়িষ্যন্তি ; সম্ভাবিতস্ত (সম্ভাবিতস্ত) [জনস্ত] অকীর্তিঞ্চ মরণাৎ (মৃত্যোরপি) অতিরিচ্যতে (অধিকা ভবতি) ॥ ৩৪

অনু ।—অপিচ লোকে তোমার চিরস্থায়ী অপযশ ঘোষণা করিবে ; মনী লোকের অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ॥ ৩৪

স্বামী ।—কিঞ্চ অকীর্তিমিত্যাди ।—অব্যয়াঃ শাস্ত্রতীম্ । সম্ভাবিতস্ত বহমানিতস্ত । অকীর্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ ।—মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ (ভীকৃত্যাঃ হেতোঃ) রণাৎ উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্তস্তে (মন্তেরন) ; যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ (সমাদৃতঃ) ভূত্বা লাঘবং (লঘুতাং) যান্ত্রসি ॥ ৩৫

অনু ।—মহারথগণ তোমার জয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন ; তুমি বাহাদুর নিকট সম্মানিত ছিলে, অতঃপর তাঁহাদের নিকট সামান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৩৫

স্বামী ।—কিঞ্চ ভয়াদিত্তি । যেষাং বহুগুণেভ্যে ত্বং পূর্বে সম-

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তুস্তব সামর্থ্যং ততো হুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্যসে মহীম্ ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

স্বখহুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৮

তোহভূন্ত এব ভয়েন সংগ্রামাং স্বাঃ নিবৃত্তং মন্তেয়ন্, ততশ্চ বহমতো
ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যান্তসি ॥ ৩৫

অশ্বয়ঃ ।—তব অহিতাঃ (শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং (শৌর্য্যং) নিন্দন্তুঃ
বহুন্ অবাচ্যবাদান্ (অকথ্যবচনানি) বদিষ্যন্তি (কথয়িষ্যন্তি) চ ;
ততঃ হুঃখতরং (সমধিকরৈশ্চন্দ্রং) কিং হু ? ॥ ৩৬

অনু ।—তোমার শত্রুগণ তোমার বীরত্বের নিন্দা করিয়া অনেক
অকথ্য বাক্য প্রয়োগ করিবে ; তদপেক্ষা অধিকতর হুঃখের বিষয়
আর কি আছে ? ॥ ৩৬

স্বামী ।—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি । অবাচ্যান্ বাদান্ বচ-
নানহীন শব্দান্ তবাহিতাঃ স্বচ্ছন্দ্যবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬

অশ্বয়ঃ ।—[শত্রুভিঃ] হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্যসি, [শত্রুন্] জিত্বা
বা মহীম্ (পৃথিবীং) ভোক্যসে ; তস্মাৎ হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃত-
নিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধায় উদযুক্তো ভব) ॥ ৩৭

অনু ।—যদি (তুমি) যুদ্ধে নিহত হও তবে স্বর্গে যাইবে,
আর যদি শত্রুগণকে জয় করিতে পার, তবে পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে ;
অতএব হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধার্থ উত্তিত হও ॥ ৩৭

স্বামী ।—যদুক্তং “ন চৈতদ্ বিদ্বঃ” ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাঙ্গি ।
পঞ্চদশেহপি তব লাভ এবৈত্যর্থঃ ॥ ৩৭

অন্নয়ঃ ।—সুখ-দুঃখে সমে কৃষ্ণা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [চ সমৌ কৃষ্ণা] ততঃ যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থং) যুজ্যস্ব (প্রযুক্তো ভব) এবং [সতি] পাপং (স্বধর্মত্যাগরূপং) ন অবাপ্যসি ॥ ৩৮

অনু ।—সুখ-দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমানজ্ঞানে যুদ্ধার্থ উদ্বেগ হও ; তাহা হইলে আর পাপভাগী হইবে না ॥ ৩৮

স্বামী ।—যদপ্যুক্তঃ “পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্” ইতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃষ্ণা, তথ্য তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরাপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃষ্ণা, এতেষাং সমন্তে কারণং হর্ষবিষাদরাহিতম্। যুজ্যস্ব সন্নকো ভব। সুখদুঃখাভিলাষং হিঙ্গ্বা স্বধর্মযুদ্ধা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টিপ্পনী ।—যে ব্যক্তি ঐহিক বা পারত্রিক ফল-কামনা, পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধে গুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বধ করে, সে অবশ্যই পাপভাগী হইবে। আবার যে ব্যক্তি যুদ্ধ অবশ্যকরণীয় ক্ষত্রিয়ের নিত্যকর্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হয়, তাদৃশ ক্ষত্রিয় পাপগ্রস্ত হয়। পরন্তু যে ব্যক্তি হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ফল কামনা পরিত্যাগপূর্বক বৈধ সময়ে প্রবৃত্ত হয় এবং যদি তাহাতে গুরু-বধ বা ব্রাহ্মণবধ সজ্ঞাটিত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। ইতঃপূর্বে যে “হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গম্” ইত্যাদি বাক্যে ফলাভি-সন্ধানের কথা উক্ত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্যযুদ্ধের আনুযায়িক ফলমাত্র ; অর্থাৎ জয় বা পরাজয় তুচ্ছজ্ঞানে তোমাকে ধর্ম্য যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম মনে করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—তাহাতে যদি তাদৃশ কোনরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, হউক ; তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি বা লাভ মনে করিও না। ফলকথা—ধর্ম্যযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের নিত্যকর্ম ; হুত্তরাং যুদ্ধশাস্ত্র তাহার পক্ষে অর্থশাস্ত্রমাত্র বলিয়া

এষা তেহ্ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।

• বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯

পরিগণিত হইতে পারে না । এই শ্লোকদ্বারা অৰ্জুনের “পাপমেবা-
শ্রয়েদস্মান্” ইত্যাদি আশঙ্কা অপনোদিত হইল ॥ ৩৪-৩৮

অন্বয়ঃ ।—সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ তে (তুভ্যাম্)
অভিহিতা (কথিতা) ; যোগে (কৰ্ম্মযোগে) তু ইমাং (বক্ষ্যমাণাং
বুদ্ধিং) শৃণু (অবগচ্ছ) ; হে পার্থ ! যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] কৰ্ম্ম-
বন্ধং (কৰ্ম্মজং সংসারবন্ধনং) প্রহাস্তসি (ত্যাক্যসি) ॥ ৩৯ .

অনু ।—আত্মতত্ত্ববিষয়ে তোমাকে এই বুদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ
দিলাম ; এক্ষণে কৰ্ম্মযোগে আমার বক্ষ্যমাণ উপদেশ শ্রবণ কর ; হে
পার্থ ! তুমি যেরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইলে কৰ্ম্ম-বন্ধন (কৰ্ম্মজনিত সংসার-বন্ধন)
হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৯

স্বামী ।—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কৰ্ম্মযোগং
প্রস্তোতি—এষেত্যাদি । সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা
সম্যক্ জ্ঞানং, তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন্ করণীয়া
বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা ; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্ম-
তত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হি অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরো-
ক্ষার্থং কৰ্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু । যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরা-
র্পিতকৰ্ম্মযোগেন শুদ্ধাস্তঃকরণঃ সন্ তৎপ্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কৰ্ম্মা-
ত্মকং বন্ধং প্রকর্ষণে হাস্তসি ত্যাক্যসি ॥ ৩৯

টিপ্পনী ।—পরম কারুণিক ভগবান্ গুরু ও স্বজনবধের আশঙ্কায়
স্বধর্ম্মাহুতানে অৰ্জুনের শৈথিল্য দর্শনে যাহাতে অতি সস্তর তাঁহার
শোক মোহ নিবারিত হয়, এতদভিপ্রায়ে তাঁহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা বা
জ্ঞানযোগের উপদেশ দিলেন, তাহা “অশোচ্যানস্বশোচস্বম্” ইত্যাদি

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্তু ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

২য় অঃ ১১শ হইতে “দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ম্” ইত্যাদি ২য় অঃ ৩০শ শ্লোক পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু তৎকালে অর্জুনের চিন্তাক্ষেত্র শোক-মোহাদিরূপ নানাবিধ আবর্জনার একান্ত পরিপূর্ণ থাকায় ভগবদ্বক্তা উপদেশাবলীর মধুময় বীজ প্রকৃষ্টরূপে স্থান পরিগ্রহের উপযোগী হয় নাই। সেইজন্য ভগবান্ আবার “স্বধর্মমপি চুচাবেক্ষ্য” ইত্যাদি ২য় অধ্যায় ৩১শ হইতে “হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গম্” ইত্যাদি ২য় অঃ ৩৭শ শ্লোক পর্যন্ত দ্বারা লৌকিক দৃষ্টান্ত-প্রসঙ্গের উত্থাপনে তৃতীয় শোক-মোহের অপনোদনার্থ প্রয়াস পাইলেন, তাহাও যখন অর্জুনের চিন্তাক্ষেত্রে উষ্মক্সেত্রে উপ্ত বীজবৎ ফলোপধায়ক হইল না, তখন ভগবান্ জ্ঞানদীপ জালিয়া তদীয় অজ্ঞানতমোময় চিন্তাক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। পরম করুণাময় সদগুরুগণ শিষ্যগণের অধিকারতীর্তম্য বিবেচনা করিয়া জ্ঞান বা কর্মের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অর্জুন বর্তমান ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনধিকারী; অতএব তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিলে তাহা কদাচ ফলপ্রসূ হইবে না; কারণ, চিন্তাশুদ্ধি ব্যতীত আত্ম-জ্ঞানোপদেশ কখনই তদীয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারিবে না; হতরাং তাঁহাকে প্রথমতঃ চিন্তাশুদ্ধির জন্ত ক্রিয়াযোগের উপদেশ দেওয়াই আবশ্যক—এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ কহিলেন—এ পর্যন্ত তোমাকে শোক মোহরূপ সংসার-দুঃখের কারণ অজ্ঞানের প্রশমনার্থ পরমার্থজ্ঞান-বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছি। অধুনা পরমার্থ-জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্মযোগের উপদেশ দিতেছি; ইহারই অপর নাম নিষ্কাম কর্মযোগ। ইহার অল্পষ্ঠান করিলে ভগবৎপ্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্মার্থরূপ কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ :—ইহ (কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (প্রারম্ভস্ত বিনাশঃ

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ । ৪১

নাস্তি ; প্রত্যবারঃ (পাপং) ন বিত্ততে (নাস্ত্যেব) ; অস্ত ধর্মস্ত (কর্ম-
যোগস্ত) স্বল্পম্ অপি [কৃতং সং] মহতঃ ভয়াং (সংসারাং) ত্রায়তে
(মোচয়তি) ॥ ৪০

অনু । —ইহাতে (এই কর্মযোগে) আরস্তের বিনাশ নাই অর্থাৎ
এই কর্মযোগ আশ্রয় করিলে কদাচ নিফল হয় না ; ইহাতে প্রত্যবার
(কোন বাধা-বিঘ্নও) নাই। এই ধর্মের অতি অল্পমাত্রাও (অল্পাতি
হইলে) মহাভয় (সংসার) হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০

স্বামী । —নহু কৃত্যদিবৎ কর্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে
ব্যভিচারান্নাত্মজটবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবারসম্ভবাৎ কুতঃ কর্মযোগেন কর্ম-
বদ্ধপ্রহাণম্ ? তত্রাহ—নেহেত্যাदि। ইহ নিকামকর্মযোগেহভিক্রমস্ত
প্রারম্ভস্ত নাশো নিফলত্বং নাস্তি, প্রত্যবারশ্চ ন বিত্ততে, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নৈব
বিঘ্নবৈগুণ্যাত্মসম্ভবাৎ । কিঞ্চাস্ত ধর্মস্ত ঈশ্বরানুধার্মককর্মযোগস্ত স্বল্পমপি
কৃতং মহতো ভয়াং সংসারলক্ষণাং ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ
কিঞ্চিদজটবৈগুণ্যাদিনা নৈফল্যমস্ত্রৈত্যর্থঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ । —হে কুরুনন্দন ! ইহ (কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা
(নিষ্ঠয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ একা (একনিষ্ঠা) এব, [পরম্] অব্যবসায়িনাং
(বহির্লুপ্তাণাং কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ অনস্তাঃ (অসংখ্যাঃ) বহুশাখাশ্চ (বহু-
ভেদ-ভিন্নাশ্চ) [ভবন্তি] ॥ ৪১

অনু । —এই নিকাম কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ
ঈশ্বরভক্তি দ্বারা নিষ্ঠাই উদ্ধার পাইব, এইরূপ নিষ্ঠারবুদ্ধি একটিই ;
কিন্তু সাকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিবিধ কামনাবশতঃ অনস্ত এবং বহু
শাখী অর্থাৎ নানাবিধ প্রকারভেদে বিভিন্ন ॥ ৪১ :

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দন্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ॥

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

স্বামী ।—কৃত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োবৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকৈ-
ত্যাদি । ইহ ঈশ্বরারাদনলক্ষণে কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যেব
এবং তরিত্বামীতি নিশ্চয়াত্মিকা এককৈকব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি । অব্য-
বসায়িনাস্তু ঈশ্বরারাদনবহিমুখাণাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাদনস্তান্ত্রাপি
কর্মফলগুণফলস্বাদিপ্রকারভেদাদ্ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাদনার্থং
হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম কিঞ্চিদন্ববৈগুণ্যেহপি ন নশ্চতি, যথা
শরুফাৎ তথা কুর্ধ্যাদিতি হি তদ্ বিধীয়তে ; ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরো-
দ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম, অতো মহদ্বৈষম্য-
মিতি ভাবঃ ॥ ৪১

টিপ্পনী ।—ভগবদারাদনারূপ কর্মযোগে “আমি এই কর্মদ্বারা ই-
সংসার-সাগরের পারে গমন করিব” এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এক-
নিষ্ঠাই হইয়া থাকে, আর অব্যবসায়ী অর্থাৎ কামীদিগের বুদ্ধি কামনার
অসীমতা-বশতঃ অনন্ত এবং কর্মফল ও গুণফল ইত্যাদি প্রকারভেদে
বহুবিধ ভেদবিশিষ্ট হয় ; সুতরাং ভগবদারাদনারূপকর্ম এবং কাম্যকর্ম
এই উভয়ের মহদ্বৈষম্য । একটি চিন্তের মালিন্য দূর করিয়া বিশুদ্ধি
সম্পাদনপূর্ব্বক চিন্তকে ঈশ্বরাত্মিমুখ করে, অপরটি তাহা করে না ; পরন্তু
চিন্তকে মলিন ও বিষয়াসক্ত করে এবং নানারূপ চিন্তবিভ্রম ঘটাইয়া
বিশ্ব উপাদান করে ॥ ৪০ । ৪১

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! অবিশিষ্টতঃ (অপণ্ডিতাঃ মুঢ়াঃ) বেদ-
বাদরতাঃ (বেদোক্তেষু অর্থবাদেষু আসক্তাঃ) [অতঃ পরম্] অন্তঃ
[প্রাপ্যং তৎসং] নাস্তি ইতি বাদিনঃ [ভবন্তি] ; [অত এব] কামাদ্বানঃ
(কামনাকুলিতচিত্তাঃ) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গভোগকামিনঃ) জন্মকর্মফলপ্রদাং
ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিভাং (শ্রুতি-
মনোহরাং) বাচং (স্বর্গাদিফলশ্রুতিরূপাং) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি) তরা
(বাচা) অপহৃতচেতসাং (হৃতচিত্তানাং) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যব-
সায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ (যোগে) ন বিধীয়তে (নোৎপদ্যতে) ॥ ৪২—৪৪

অনু ।—হে পার্থ ! যে অবিবেকী মুঢ়গণ বেদের অর্থবাদেই
পরিতুষ্ট অর্থাৎ তাৎপর্য্যজ্ঞানহীন এবং “ইহা ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞাতব্য
বিষয় নাই” এইরূপ বলিয়া থাকে, সেই সকল কামনাপরায়ণ স্বর্গা-
ভিলাষী মুঢ়গণ জন্ম, কর্ম এবং কর্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্যের সাধক ও
নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষের বাহ্য্যাবিশিষ্ট যে সকল আপাততঃ কর্ণ-সুখ-
জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাতে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যে
একান্ত আসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যোগে অভিনিবিষ্ট হয় না ॥ ৪২—৪৪

স্বামী ।—নহু কামিনোহপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকা-
মেব বুদ্ধিঃ কিমিতি ন কুরুন্তি তজ্জাহ—যামিমামিত্যাदि। যামিমাং
পুষ্পিভাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি,
বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং । তেষাং তথা বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা
বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ । কিমিতি তথা বদন্তি,
যতোহবিশিষ্টতো মুঢ়াস্তত্র হেতুঃ বেদবাদরতা ইতি,—বেদে যে বাদা
অর্থবাদাঃ “অক্ষয়ং হি বৈ চাতুর্শাস্ত্রযাজিনঃ সূকৃতং ভবতি”, তথা “অপাম
সৌমমমৃতা অভূম” ইত্যাদি, তেষেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃপর-
মন্তদীশ্বরতৎসং প্রাপ্যং নাস্তীতিবদনশীলাঃ । অতএব কামাদ্বান ইতি—
কামাদ্বানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নিদ্বন্দ্বো নিত্যসম্বন্ধো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫

তে। জন্ম চ তত্র কৰ্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদ্বীতীতি তথা। তাং ভোগৈশ্বৰ্য্যায়োগ্যেতিং প্রাপ্তিঃ প্রতি সাধনকৃত্য। যে ক্রিয়াবিশেষযন্তে বহুলা যন্তাঃ তাং প্রদদ্বীতীত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানামিত্যাदि। ভোগৈশ্বৰ্য্যায়োগ্যোঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচ্য। অপহৃত-
মাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। সমাধিশিষ্টৈকাত্ম্যং পরমেশ্বরাভিমুখমিতি
যাবৎ, তস্মিন্শিষ্টরাষ্ট্রিকা বুদ্ধিস্ত ন বিধীয়তে। কৰ্ম্মকৰ্ত্তরি প্রয়োগঃ।
স। নোৎপত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২—৪৪

টিপ্পনী।—যদিও বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ স্বর্গাদি অনিত্য ফল-
প্রসূ, তথাপি সেগুলি নিরতিশয় লোভনীয়। অবোধ মানবগণ ঐ সকল
ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে অসমর্থ হইয়া উহাদের অম্পাত
মনোহর ফলশ্রুতিতে মোহিত হইয়া তৎপ্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে
যে, তাহাতেই তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়; সুতরাং
পরমাত্মচিন্তনের অবসর হয় না। ঐ সকল বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সকাম-
ভাবে অমুষ্ঠিত হইলে তদ্বারা কদাচ চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হয় না। সুতরাং
পরমাত্মবিষয়ে চিত্ত কদাচ অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। একমাত্র
নিকাম কৰ্ম্মই চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত করে;
আর সকাম কৰ্ম্মনিচয় চিত্তকে মালিন্য-দোষদুষ্ট করিয়া ক্রমশঃ অন্ধ-
তমসাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এতদুভয়ের ফলগত বৈলক্ষণ্য আলোচনা
করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদনে যত্নবান হইয়া চিত্তকে পরমেশ্বরে বিলীন
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক ॥ ৪২—৪৪

অন্বয়ঃ।—হে অৰ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (কৰ্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতি-
পাদকাঃ) [তৎ] নিত্ৰৈগুণ্যঃ (নিকামঃ) ভব ; নিদ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদি-

দ্বন্দ্বরহিতঃ) নিত্যসম্বন্ধঃ (ধৈর্য্যশীলঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমসাধনে নিরপেক্ষঃ) আত্মবান্ (অপ্রমত্তঃ) ভব ॥ ৪৫

অনু ।—হে অর্জুন ! বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক কর্মফল প্রতিপাদক ; তুমি নিত্বৈগুণ্য (কর্মফলে নিম্পৃহ) হও, শীতোষ্ণ সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বশূন্য হও ; সর্বদা ধৈর্য্যশালী অর্থাৎ সমস্তসম্পন্ন হও ; যোগকৃৎক্ষমশূন্য হও [অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ ; প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থ যত্নের নাম ক্ষেম—এতদুভয়ে যত্নহীন হও] এবং প্রমাদহীন হও ॥ ৪৫

স্বামী ।—নহু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈশ্চ সাধনতয়া কৰ্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ? তত্রাহ—ত্বৈগুণ্যবিষয়া ইতি । ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেহধিকারিণস্তদবিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধ-প্রতিপাদকা বেদাঃ । তন্ত নিত্বৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব । তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্বরহিতো ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ । কথমিত্যত আহ—নিত্যসম্বন্ধঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ । তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ, তত্রহিতঃ আত্মবান্ প্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলস্ত যোগক্ষেমব্যাপ্তস্ত চ প্রমাদিন-ত্বৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫

টিপ্পনী ।—এই শ্লোকটিতে আপাততঃ বোধ হয় যেন ভগবান্ বেদনিন্দা করিতেছেন । কিন্তু শ্লোকটির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিলে সেরূপ প্রতীতি হয় না । বেদে ত্রিগুণাত্মক পুরুষের হিতার্থ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মের অধিকারী নহে, সে ব্যক্তি তাহা অহুষ্ঠান করিলে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া সংসারের বিলোপসাধন করিতে পারে । এজন্য বিষয়াক্ত সাধারণ জনগণকে স্ব স্ব অধিকার বিষয়ক কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়া সংসারে পরম মল্লসাধন করিয়াছেন । এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, কামনা-সহকৃত অহুষ্ঠিত কর্ম্মই ফলোৎপাদন

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজ্ঞানতঃ ॥ ৪৬

করিয়া বন্ধনের মূলীভূত হয় ; আর কামনারহিত অধুষ্ঠিত কর্ম কোনরূপ ফল উৎপাদন করে, না—স্বতরাং তাহাতে বন্ধনও হয় না। অতএব তুমি স্নিত্যসত্ত্ব ইহঁরা সত্ত্বগুণেরই বুদ্ধিসাধন করিতে থাক—ত্রিগুণময় ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ইহঁও না—অপ্রমত্ত ও যোগক্ষেমশূন্য ইহঁরা কর্ম করিলে তোমার পরমেশ্বর-প্রসাদে সমস্তই সম্পন্ন হইবে ॥ ৪৫

অশ্বস্বঃ ।—উদপানে (ক্ষুদ্রজলাধারে) [জ্ঞানপানাদিঃ] যাবান্ (যৎপরিমিতঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং) [ভবতি] সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) [একত্রেব তথা ভবতি] [এবং যাবান্] সৰ্ব্বেষু বেদেষু [অর্থঃ] তাবান্ (তৎপরিমিতঃ অর্থঃ) বিজ্ঞানতঃ (ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্তশ্চ) ব্রাহ্মণশ্চ (ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ) [ব্রহ্মণি] [ভবত্যেব], [ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামস্তভূতত্বাৎ] ॥ ৪৬

অনু ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধারে [জ্ঞানপানাদি] যে সকল প্রয়োজন সাধিত হয়, মহাহ্রদে [একত্র তৎসমুদয় নিম্পন্ন হইয়া থাকে] ; সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল [কর্মফলস্বরূপ] অর্থ নির্দিষ্ট আছে, ব্যবসায়-াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয় প্রয়োজনই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৬

স্বামী ।—নহু বেদোক্তনানাফলপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরা-
রাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবান্ তি ।
উদকং পীরভেহস্মিন্স্থতদপানং বাপীকূপতড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্লোদকে একত্র
কুংস্বার্থশাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিলম্বণেন বিভাগশো যাবান্ জ্ঞানপানাদি-
র্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্বোহপ্যর্থঃ সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে
একত্রেব যথা ভবতি, এবং যাবান্ সর্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্মফলরূপোহর্থঃ,

কৰ্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুভূত্বা তে সঙ্গোহস্তকৰ্মণি ॥ ৪৭

ভাবান্ সৰ্বোহপি বিজ্ঞানতো ব্যবসায়িকাবুদ্ধিযুক্তস্ত ব্রাহ্মণস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত
ভবত্যেব ; ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামস্তভূতত্বাৎ, 'এতশ্চৈবানন্দশ্রাস্তানি
ভূতানি মাত্ৰাম্পজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ স্ববুদ্ধি-
রিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টিপ্পনী ।—এখানে বেদবিহিত কাম্যকৰ্মসম্পাদনজনিত আনন্দকে
উদপান বলা হইল, আর ব্রহ্মবিদগণের অমুষ্টিত ব্রহ্মতত্ত্বদাক্ষাৎকারসাধক
আনন্দকে মহাহ্রদ বলা হইল ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ ।—কৰ্মণি এব [জ্ঞানার্থিনঃ] তে (তব) অধিকারঃ ;
ফলেষু (বন্ধহেতুযু) কদাচন [অধিকারঃ] মা [অস্ত] ; [ত্বং] কৰ্ম-
ফলহেতুঃ মা ভূঃ (মা ভব) ; [ফলং তব কৰ্মপ্রবৃত্তের্হেতু মাভূদिति]
অকৰ্মণি (কৰ্মাকরণে) [অপি] তে (তব) সঙ্গঃ মা অস্ত (ন ভবতু) ॥ ৪৭

অনু ।—[জ্ঞানার্থী] তোমার কৰ্মেই অধিকার হউক, কখনও
যেন কৰ্মফলে তোমার অধিকার না হয় ; তুমি কৰ্মফলের হেতুভূত হইও
না ; অর্থাৎ ফল যেন তোমার কৰ্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং [কৰ্মফল
বন্ধেরই কারণ মনে করিয়া] কৰ্মের অকরণে যেন তোমার আসক্তি না
হয় ॥ ৪৭

স্বামী ।—তর্হি সৰ্বাণি কৰ্মফলানি পরমেশ্বরাদিধনাদেব ভবিষ্য-
ন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ততে, কিং কৰ্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়গ্নাহ—কৰ্মণ্যেবেতি ।
তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কৰ্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুযু অধিকারঃ
কামো মা অস্ত । নহু কৰ্মণি কৃতে তৎফলং শ্রাদেব, ভোজনে কৃতে
তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি । মা কৰ্মফলহেতুভূঃ কৰ্মফলং প্রবৃত্তি-
হেতুর্ভবন্ত স তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্যমানসৈব স্বর্গাদের্নিষোজ্যবিশেষণ-

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

ত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন ত্ৰাদিত্তি ভাবঃ । ^৪ অতএব ফলং বন্ধকং
ভবিষ্যতীতি, তন্ম্যাং ভবাদকৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মাকরণেহপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাষ্ট্র ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ ।—হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থঃ (পরমেশ্বরৈকপরতায়ামবস্থিতঃ)
[সন্] সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ্য) [তৎফলশ্রাণি
জ্ঞানস্ত] সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমঃ (একরূপঃ) ভূত্বা কৰ্ম্মাণি কুরু (কেবল-
মীশ্বরপূর্ণার্থেই কুরু ইত্যর্থঃ ; সমঃ (সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ একরূপতা) যোগঃ
উচ্যতে ॥ ৪৮

অনু ।—হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি (কর্তৃত্বাভিনিবেশ অর্থাৎ
“আমি এই কার্য্য করিতেছি” এইরূপ জ্ঞান—ফলাভিসন্ধি) পরিত্যাগ
করিয়া, [এইরূপ কর্ম্মফল যে জ্ঞান, তাহারও] সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ই
তুল্য মনে করিয়া কর্ম্ম কর ; সিদ্ধি ও অসিদ্ধির তুল্যতাই যোগ বলিয়া
অভিহিত হয় ॥ ৪৮

স্বামী ।—কিং তর্হি—যোগস্থ ইতি । যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা,
তত্র স্থিতঃ কৰ্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবল-
মীশ্বরপ্রার্থন্যেই কুরু, তৎফলশ্রাণি জ্ঞানশ্রাণি সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা
কেবলমীশ্বরপূর্ণার্থেই কুরু, যত এবভূতং সমস্তমেব যোগ উচ্যতে, সন্তিস্তিত্ত-
সমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮

টিপ্পনী ।—যতদিন আত্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করিতে না
পারা যায়, ততদিন চিন্তাশুদ্ধিলাভার্থ কর্ম্ম অবশ্যই অহুষ্ঠেয় ; কারণ, চিন্তা-
শুদ্ধি বাতীত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না । পরন্তু যদি সন্ধ্যা-
ভাবে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মসম্বন্ধিত ফলের দিকে লক্ষ্য
থাকায় চিন্তাকেন্দ্রে আত্মজ্ঞান প্রবেশলাভ করিতে পারে না । নিকামভাবে

দূরেণ হবরং কৰ্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমসিচ্ছ কুপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

কৰ্মাহুষ্ঠান করিতে পারিলে তাহাতে ফলোৎপত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না । কিন্তু কৰ্ম করিব অথচ ফল হইবে না, একরূপ নিষ্ফল কৰ্মেই বা আবদ্ধক কি ? একরূপ মনে করিয়া কৰ্মে ঔদাসীন্য় প্রদর্শন করিও না । মনে রাখিও—কৰ্ম না করিলে চিন্তাশুদ্ধির এবং তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই ; কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির জন্তই কৰ্ম করিতেছি—একরূপ উদ্দেশ্যও মনে করিও না । সেইজন্ত বলিতেছি—পরমেশ্বর লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহাতেই কৰ্মফল সমর্পণ করিয়া, কৰ্মাসক্তি এককালে পরিত্যাগপূর্বক কৰ্মাহুষ্ঠান করিতে থাক । কৰ্ম করিলে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইবেন, একরূপ বোধও ঘেন না থাকে ; কারণ, তাহা হইলেও একরূপ ফলকামনাই করা হইল । নিরবচ্ছিন্ন, মিস্র ও ফলকামনাবিরহিত হইয়া এবং কৰ্মজনিত সিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি কিংবা অসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অপ্রাপ্তি—এতদুভয় তুল্য মনে করিয়া কৰ্ম করিতে থাক । এই যে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান—ইহাকেই যোগ বলা যায় ॥ ৪৭ । ৪৮

অনুব্রূঃ ।—হে ধনঞ্জয় ! হি (যতঃ) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধ্যা ব্যাসায়া-
জ্ঞিকয়া কৃতঃ কৰ্মযোগো বুদ্ধিযোগঃ তস্মাৎ জ্ঞানযোগাদিত্যর্থঃ) কৰ্ম
(কাম্যং কৰ্ম) দূরেণ অবরম্ (অত্যন্তমপকৃষ্টম্) ; [তস্মাৎ] বুদ্ধৌ
(জ্ঞানে) শরণম্ (আশ্রয়ং কৰ্মযোগম্) অসিচ্ছ (অশ্রুতিষ্ঠ) (যদ্বা বুদ্ধৌ
শরণং জ্ঞাতরীক্ষীশ্বরম্ আশ্রয়) ; ফলহেতবঃ (সকামা মানবাঃ) কুপণাঃ
(দীনাঃ) ॥ ৪৯

অনু ।—হে ধনঞ্জয় ! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অহুষ্ঠিত কৰ্মযোগ
অপেক্ষা কাম্যকৰ্ম অতীব অপকৃষ্ট ; অতএব তুমি জ্ঞানযোগ অর্থাৎ জ্ঞাত
ঈশ্বরের শরণ লও ; সকাম মানবগণ অত্যন্ত হের ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃত-দুষ্কৃতে ।

তস্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

স্বামী ।— কাৰ্য্যস্তু কৰ্ম্ম অতিনিৰুপ্তমিত্যাহ—দূৰেণেতি । বুধ্যা ব্যবসায়াত্মিকতা কৃতঃ কৰ্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা, তস্মাৎ সকামাদন্তঃ সাধনভূতং কাম্যং কৰ্ম্ম দূৰেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কৰ্ম্মযোগম্ অস্থিত্ত অমুতিষ্ঠ । যদা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ, ফলহেতবস্তু সকামা নরাঃ রূপণা দীনাঃ, “যো বা এভদক্ষরং গার্গ্যহবিদিদ্বাস্মাল্লোকং প্রৈতি স রূপণ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯

টিপ্পনী ।—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অমুমত কৰ্ম্ম ব্যতীত যাবতীক কৰ্ম্মই ফলকামনাপূর্ণ; সুতরাং তত্ত্বকৰ্ম্ম অতীব অপকৃষ্ট; কারণ ঐ সকল কৰ্ম্মই সংসারবন্ধনের হেতু; পুণ্যকৰ্ম্মজনিত স্বর্গাদিভোগ আপাততঃ সুখপ্রদ হইলেও সেই কৰ্ম্মক্ষেত্রে জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় । আবার পাপকৰ্ম্মে যে তৎফলভোগার্থ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও সুস্পষ্ট । এই জন্তই ফলকামী জনগণকে অতিশয় দীন বলিয়া উল্লেখ করা হইল । “হে গার্গি! এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই ব্যক্তিই রূপণ”—ইহা বেদবাক্য । তাদৃশ জনগণ অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী পারলৌকিক সুখকামনায় নিরত হয় বলিয়া চিরস্থায়ী আত্মানন্দলাভে বঞ্চিত থাকে । ইহাতে যে আত্মবন্ধনামাত্র ফল লাভ করে, তাহা তাহাদের মনে হয় না । সেইজন্ত তোমায় বলিতেছি যে, ঐ সকল অদূরদর্শী মূঢ়গণ অতি তুচ্ছ পারলৌকিক সুখলাভের আশায় নিরতিশয় ক্লেশ সহকারে যে সকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জনন মরণের অমুসরণ করিতে থাকে, তুমি তাহাদের মত হইও না । ফলকামন্য পরিত্যাগপূর্বক নিত্য সুখলাভার্থ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর । ৪৯

অনুয়ঃ ।—বুদ্ধিযুক্তঃ [নরঃ] ইহ (অশ্মিমেব জন্মনি) উভে স্কৃত-
 দুকৃতে (স্কৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকঃ দুকৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং কৰ্ম্ম) জহাতি
 (ত্যজতি) ; তস্মাদ্ যোগায় (তদর্থায় কৰ্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (ঘটস্ব) ;
 [যতঃ] কৰ্ম্মস্ব [যতঃ] কৌশলং (কৰ্ম্মণামীশ্বর্যপাৰ্শ্বেন মোক্ষপরমসম্পাদন-
 চাতুর্য্যং) [স এব] যোগঃ ॥ ৫০

অনু ।—ব্যবসায়াদ্বিকা-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই জন্মেই স্বর্গাদি-
 সাধক স্কৃত এবং নরকাদি-প্রাপক দুকৃত—উভয়ই ত্যাগ করেন ; অতএব
 তুমি কৰ্ম্মযোগে যুক্ত হও ; কৰ্ম্ম-সমূহে যে কৌশল অর্থাৎ কৰ্ম্মসকল দ্বৈশ্বরে
 সমর্পণ করিয়া মোক্ষ-সম্পাদননৈপুণ্য তাহাই যোগ ॥ ৫০

স্বামী ।—বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি । স্কৃতং
 স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুকৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং, তে উভে ঠেইব জন্মনি পরমেশ্বর-
 প্রসাদেন ত্যজতি, তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কৰ্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ
 কৰ্ম্মস্ব যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বর্য্যপাৰ্শ্বেন মোক্ষপরমসম্পাদন-
 চাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০

টিপ্পনী ।—সকাম ব্যক্তিগণ কণ্ঠকণ্ঠলি কৰ্ম্মকে স্বর্গাদিপারলৌকিক
 সুখপ্রদ মনে করিয়া তৎসম্পাদনে একান্ত ব্যাকুল হন , কিংবা কোন কোন
 কৰ্ম্মকে কুকৰ্ম্ম এবং নরকাদিজনক মনে করিয়া তৎসম্পাদনে বাহাতে চিন্ত
 ধাবিত না হয়, তজ্জন্ত অতীব আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন । পরন্তু
 বিবেচনা করিতে গেলে ঐ উভয়বিধ কৰ্ম্মই যখন ভোগপ্রদ, তখন বুদ্ধিমান
 ব্যক্তিদিগের নিকট উভয়ই তুল্যরূপে পরিত্যাজ্য । তাঁহারা উর্দ্ধগতি ও
 অধোগতি—উভয়বিধ গতিকেকেই তুল্যরূপে অনর্থজনক মনে করিয়া, বাহাতে
 সর্ববিধগতির নিবৃত্তি হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও অনুল্লেষ মনে করেন । তুমিও
 তাঁহাদের স্তায় সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হও—দৈশ্বর্য্যপিত-হৃদয়ে সমস্তবুদ্ধির অল্প-
 মোদিত কৰ্ম্মের সম্পাদনে যে কৌশল অর্থাৎ নৈপুণ্য, তাহারই নাম যোগ ।
 ফল কথা—দৈশ্বর্য্য আরাধনা দ্বারা এই দুষ্কৃত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি-

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত৷ মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিৰ্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

লাভ করিবার জন্ত (মোক্ষলাভার্থ) অহুষ্ঠীয়মান কৰ্মরূপ চাতুর্য্যকেই যোগ বলা যায় । কৰ্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু ; পরন্তু যে ভাবে অহুষ্ঠিত হইলে চরমে ৭ভ বা অন্তত ফলের উৎপাদন না করিয়া উহা সংসারমুক্তির হেতুভূত মোক্ষফল দান করিতে পারে, তাহা করাই ত কৌশলের চরম ॥ ৫০

অন্বয়ঃ ।—বুদ্ধিযুক্তাঃ (কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কৰ্ম্ম কুর্কীৰ্ণাঃ) মনীষিণঃ কৰ্ম্মজং ফলং ত্যক্ত৷ জন্মবন্ধবিনিৰ্মুক্তাঃ (জন্মরূপেণ বন্ধন মুক্তাঃ) [সন্তঃ] অনাময়ং (সৰ্ব্বোপদ্রবরহিতং) পদং (বিষ্ণোঃ পদং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৫১

অনু ।—ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কৰ্ম্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভানন্তর সৰ্ববিধ উপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৫১

স্বামী ।—কৰ্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কৰ্ম্মজমিতি । কৰ্ম্মজং ফলং ত্যক্ত৷ কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কৰ্ম্ম কুর্কীৰ্ণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূষা জন্মরূপেণ বন্ধন বিনিৰ্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সৰ্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১

টিপ্পনী ।—হাহারা কৰ্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমতত্ত্ব অলঙ্ঘন করিয়া কৰ্ম্মাহুতান করিতে পারেন, তাঁহারাই মনীষী অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে জ্ঞানী ; কারণ, সন্ত-শুদ্ধিহেতু তাঁহাদের হৃদয়কন্দরস্থ মহামোহান্ধকার সৰ্ব্বতোভাবে অপগত হইয়াছে । তাদৃশ মহাত্মারাই জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে বিনিৰ্মুক্ত হইয়া রোগশোকাদি আময়হীন পরমানন্দময় পুরুষার্থের সম্যক্ অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতীতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যান্ত্র শ্রুতস্ত চ ॥ ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা তে যদা স্থাস্ততি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ ।—যদা তে (তব) বুদ্ধিঃ মোহকলিলং (দেহাদিষু আত্ম-
বুদ্ধিরূপং গহনং) ব্যতীতরিষ্যতি (বিশেষণে অতীতরিষ্যতি) তদা শ্রোত-
ব্যান্ত্র শ্রুতস্ত চ [অর্থস্ত্র] নির্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তাসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৫২

অনু ।—যখন তোমার বুদ্ধি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহময়
গহনভূগ্ন অতিক্রম করিবে, তখনই তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থের বিষয়ে
নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে । ৫২

স্বামী ।—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি
জ্ঞাত্যাম্ । মোহো দেহাদিষু বুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনম্ “কলিলং গহনং
বিদুঃ” ইত্যভিধানকোষ-স্মৃতেঃ । ততশ্চারমর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারামনে
ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং
ভূগ্নং বিশেষণাতীতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যান্ত্র শ্রুতস্তার্থস্ত্র নির্বেদং বৈরাগ্যং
গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োঃস্থপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ ।—যদা শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা (শ্রুতিভিঃ নানালৌকিকবৈজ্ঞানিকার্থ-
শ্রবণৈঃ বিপ্রতিপত্তা বিক্ষিপ্তা) তে (তব) বুদ্ধিঃ নিশ্চলা (বিক্ষেপ-
ব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকুলী) [সতী] সমাধৌ (পরমাত্মনি) অচলা
(স্থিরা চ সতী) স্থাস্ততি, তদা যোগম্ (যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানম্) অবা-
প্স্যসি (লপ্স্যসে) ॥ ৫৩

অনু ।—যখন নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ-পরম্পরা
(সকলমকর্ষ-প্রশংসাদি) শ্রবণে উদ্ভাস্ত তোমার বুদ্ধি বিব্রান্ত হয়ে আকুল

অৰ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাবেত কিমাসীত ব্রজ্যেত কিম্ ॥ ৫৪

না হইয়া একমাত্র পরমাত্মার স্থিরভাবে অবস্থান করিতে, তখনই তুমি যোগফল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে ॥ ৫৩

স্বামী ।—ততশ প্রতীতি । প্রতিভিনানালৌকিকবৈদিকার্থ-
অবশৈর্কিপ্রতিপন্ন ইতঃ পূর্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্বদা সমাধৌ
স্থান্ততি । সমাধীয়েতে চিত্তমগ্নিরিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তগ্নিমিশ্রলা
বিক্ষেপব্যাগ্নিবিঘ্নরাস্তরৈরনাকৃষ্টা অত এব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব
স্থিরা চ সতী, তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাप्সাসি ॥ ৫৩

টিপ্পনী ।—কতদিনে সত্ত্বশুদ্ধি সংঘটিত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন
নির্দিষ্ট নিয়ম নাই । পূর্বোক্তরূপে ব্যবসারাত্মিকা বুদ্ধি সহকারে নিষ্কাম
কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন তোমার অন্তঃকরণ হইতে ‘আমি’
‘আমার’ ইত্যাকার অজ্ঞানপ্রসূত অবিবেকরূপ কলুষরাশি বিদূরিত
হইবে, তখনই তোমার যাবতীর জ্ঞাতব্য ও পরিজ্ঞাত শাস্ত্রোক্ত কর্মফলে
বৈরাগ্য জন্মিবে ; অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মফলসাধক বাধ্যগুলিকে একান্ত
নিষ্কল ও অনাবশ্যক বলিয়া তোমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে—তখন আর
তোমার জ্ঞানিবার বিষয় কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না । এ পর্য্যন্ত তুমি
ক্রমাগত লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডসম্বন্ধীয় বাদানুবাদ-
শুনিতে শুনিতে তৎসমূহের আলোচনার তোমার বুদ্ধিবৃত্তি বহুপথগামিনী
ও সম্বেদাহতুলিত হইয়াছে । অতঃপর কর্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধির ফলে যখন
তোমার বিবেক অতীব বলবান হইয়া উঠিবে, আর বহুবিঘ্নাসক্ত চিত্ত-
যখন একমাত্র পরমাত্মরূপ পরমবস্তুতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ
হইবে, তখনই তুমি সমাধিপ্ৰাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ; ফল কথা
—তখনই তুমি স্থিতপ্রজ হইয়া কৃতার্থ হইবে ॥ ৫৩—৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সৰ্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মশ্চেবাশ্রিতা তুষ্ঠঃ স্থিতপ্রজন্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অনুয়ঃ ।—অজ্ঞান উবাচ—হে কেশব ! সমাধিস্থত্ব (স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতত্ব) স্থিতপ্রজত্ব (আত্মতত্ত্বজ্ঞত্ব ইত্যর্থঃ) কা ভাষা (কিং লক্ষণম্) ? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজঃ) কিং প্রভাষেত (কথং ভাষণং কুর্য্যাৎ) ? কিম্ আসীত (কথং তিষ্ঠেত) ? কিং ব্রজেত (কথং ব্রজনং কুর্য্যাৎ) ? ॥ ৫৪

অনু ।—অজ্ঞান কহিলেন,—হে কেশব ! স্বাভাবিক সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ অর্থাৎ নিশ্চল প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ কি ? তিনি কি বলেন ? তিনি কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপে চলেন ? ॥ ৫৪

স্বামী ।—পূর্বলোকোক্তশ্রুতত্বস্ত লক্ষণঃ জিজ্ঞাস্বরজ্ঞান উবাচ—স্থিতপ্রজত্ব কা ভাষেতি । স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতত্ব অত এব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধিবন্ত, তস্ত ভাষা কা ? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণ-মিতি যাবৎ । স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪

অনুয়ঃ ।—শ্রীভগবানু উবাচ—হে পার্থ ! যদা সৰ্বান্ মনোগতান্ কামান্ (কাম্যবিষয়ান্) প্রজহাতি (প্রকর্ষণেণ ত্যজতি) তদা আত্মনা (স্বয়মেব) আশ্রিতা (শূন্যিল্লেক্সেব পরমানন্দরূপে) তুষ্ঠঃ [মুনিঃ] স্থিতপ্রজঃ উচ্যতে ॥ ৫৫

অনু ।—শ্রীভগবানু কহিলেন—হে পার্থ ! মুনি যখন মনোগত সৰ্ববিধ তুচ্ছ বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় আপনিই আপনাকে আপনি আপনাতে (পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে) সম্বলিত ও স্থিতপ্রজ বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৫৫

স্বামী ।—অজ্ঞ চ যানি সাধকস্ত জ্ঞানসাধনানি, তাস্তেব স্বাভা-

দুঃখেষু দুঃখবিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬

বিকানি সিদ্ধান্ত লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধান্ত লক্ষ্যান্ত লক্ষণানি কথয়ন্তেব অন্ত-
রঙ্গানি, জ্ঞানসাধনাত্মাহ—বাবদধ্যায়সমাপ্তি । তত্র প্রথমপ্রস্তোত্তরমাহ—
প্রজহাতীতি স্বাভ্যাম্ । শ্রীভগবান্নবাচ । মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষণ
জহাতি । ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি । আত্মজ্ঞেব স্বশ্লিষেব পরমা-
নন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভি-
লাষাংস্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫

অস্বয়ঃ ।—দুঃখেষু [প্রাপ্তেষু] অহুদবিগমনাঃ (অক্ষুভিতচিত্তঃ)
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহঃ), বীতরাগভয়ক্রোধঃ (প্রীতিভয়ক্রোধশূন্যঃ)
মুনিঃ স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) উচ্যতে ॥ ৫৬

অনু ।—দুঃখ উপস্থিত হইলে যিনি অক্ষুভচিত্ত, সুখে 'যিনি
স্পৃহাশূন্য এবং বিষয়াহরারাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য,—এতাদৃশ মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ
নামে অভিহিত হন ॥ ৫৬

স্বামী ।—কিঞ্চ দুঃখেষিতি । দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অহুদবিগমক্ষুভিতঃ
মনো যন্ত সঃ ; সুখেষু বিগতা স্পৃহা যন্ত সঃ । অত্র হেতুসীতা অপ-
গতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ । তত্র রাগঃ প্রীতিঃ । স মুনিঃ, স্থিতধীঃ
স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬

টিপ্পনী ।—কাম যখন মনেরই বৃত্তিবিশেষ তখন উহা মনোদর্শ ;
আত্মার দর্শ্য নহে । ত্যাগ করিবার অঙ্গ চেষ্টা করিলে উহা অনা-
য়াসেই ত্যাগ করা যায়, যে আত্মানাত্মবিবেকী মহাপুরুষ সর্ববিধ কামনা
পরিভ্যাগ করিয়া নিরন্তর আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন ; তিনিই আত্মারাম
পদবাচ্য । তিনি পরম পুরুষার্থলাভে সর্বদা পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই
পরিভূষ্ট থাকেন ; তুচ্ছ অনাত্মবস্তুরাজ্যে অথ তাঁহার নিকট 'অতীত
হয় । ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষকেই স্মাধিহ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ।

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন ছেষ্টি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন যে, প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখের যাতনা সহ্য করিতেই হইবে ; সুতরাং তাঁহারা দুঃখে উদ্বিগ্নচিত্ত হন না ; সেরূপ সুখও প্রারম্ভ কৰ্ম্ম-তির ফলস্বরূপ ; অবিবেকী ব্যক্তির সুখভোগ করিবার উদ্দেশে তাদৃশ ফলজনক ধৰ্ম্মাদির অস্থায়ীভাবে ব্যাপৃত হইবার জন্য তৃষ্ণারূপা তামসী বৃত্তির আবির্ভাব হয় ; বিবেকীর মনে তাদৃশ তৃষ্ণা অল্পাংশে কদাচ স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে না । ঈদৃশ মহাপুরুষ রাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে সৰ্ব্বদা বিমুক্ত ; কারণ, আত্মজ্ঞানপরিবৃত্ত ব্যক্তির রাগ, ভয় ও ঘেব-পাত্তের একান্তই অভাব ॥ ৫৪—৫৬

• অম্বল্লঃ ।—যঃ সৰ্ব্বজ্ঞ (পুত্রমিত্রাদিষপি) অনভিস্নেহঃ (স্নেহহীনঃ) তত্ত্বং শুভাশুভং (অমুকুলং প্রতিকূলং বা) বা প্রাপ্য নাভিনন্দতি (ন প্রশংসতি) ন ছেষ্টি (ন নিন্দতি) ; তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (স স্থিত-প্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৭

অনু ।—যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ স্নেহশূন্য এবং সেই অমুকুল ও প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিদেযযুক্ত না হন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

স্বামী ।—কথং ভাষেতেত্যস্তোত্তরমাহ—য ইতি । যঃ সৰ্ব্বজ্ঞ পুত্র-মিত্রাদিষপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুযত্যা তত্ত্বজ্ঞানমমুকুলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন ছেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭

টিপ্পনী ।—যিনি পরমাত্মস্বরূপ পরম পদার্থে সৰ্ব্বতোভাবে স্নেহ-বান্ হইতে পারিয়াছেন, সেই মুনি সৰ্ব্বস্বখান্ন্দ দেহ ও পরম প্রেমময় পুত্রমিত্রাদি যাবতীয় অনাত্মবস্ত-নিচয়কে অকিঞ্চিৎকর ও আসক্তির

যদা সংহরতে চায়ং কূৰ্মোহজ্ঞানীব সৰ্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্ম প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

একান্ত অযোগ্য বলিয়াই মনে করেন। ঐ সমস্তই পারক কৰ্মসম্বৃত অবশ্যজ্ঞাবী ফল ; অর্থাৎ সুখ দুঃখ সংঘটনে তাঁহার প্রীতি বা অপ্রীতি-নিবন্ধন স্ততিবাদ বা নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হয় না। অবিবেকী জনগণ স্ব স্ব বনিতাপুত্রাদির যে গুণগ্রামাদির বর্ণনা করেন, তাহা তাঁহাদের তামসী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক এবং অন্তর্দীপ্য শ্রেষ্ঠতাদর্শনে অমরাপরবশ হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে যে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহাও তামসী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের হৃদয়ে এই সকল ভ্রান্তিপ্রসূত হর্ষষেবাদি কদাচ স্থান লাভ করিতে পারে না। ফলতঃ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অবিচল-ভাবাপন্ন হইয়াছে ; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতধী মহাত্মা শুভদর্শনে প্রশংসা বা অশুভ দর্শনে নিন্দা করেন না ; অর্থাৎ নিন্দা প্রশংসাদি বাক্য কদাচ প্রয়োগ করেন না ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ ।—যদা চ অয়ং (যোগী) কূৰ্মঃ ইব অজ্ঞানি (কূৰ্মো যথা অজ্ঞানি স্বভাবে নৈব আকর্ষতি তথা) ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ) সংহরতে (প্রত্যাহরতি) তদা তস্ম প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অনু ।—কচ্ছপ যেমন স্বীয় কর-চরণাদি অঙ্গ সকল সম্বুচিত করে (গুটাইয়া আপন দেহেই লুকাইয়া রাখে) সেইরূপ যিনি শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫৮

স্বামী ।—কিঞ্চ যদেতি । যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি । অনায়াসেন সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূৰ্ম ইতি । অজ্ঞানি করচরণাদীনি কূৰ্মো যথা স্বভাবে নৈবাকর্ষতি, তদ্বৎ ॥ ৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

টিপ্পনী ।—কচ্ছপ যেমন ইচ্ছামাত্র স্বীয় মুখ চুরণাদি অল্প অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে ; সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রীভূত বিষয়সমূহ হইতে স্বীয় বিকিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে অনায়াসে প্রত্যাহার করিতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পদবাচ্য । সর্ববিধ তামস বৃত্তির অভাববশতঃ যোগীর ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিতে পারেন না—কোন বিষয়েই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ ।—নিরাহারস্ত (ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্ততঃ) দেহিনঃ (দেহাভিমানিনঃ অজ্ঞস্ত) বিষয়াঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহাঃ শব্দাদয়ঃ) [প্রায়শঃ] বিনিবর্তন্তে ; [কিন্তু] রসবর্জং (রসো রাগস্তদ্বর্জং বিষয়াভিলাষস্ত ন নিবর্ততে ইতি ভাবঃ) অস্ত (স্থিতপ্রজ্ঞস্ত) রসোহপি (বিষয়াভিলাষোহপি) পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা নিবর্ততে (স্বত এব ন নশ্রুতি) ॥ ৫৯

অনু ।—যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করেন না, এরূপ জীবের (যিনি বলপূর্বক ইন্দ্রিয় দমন করিতে চাহেন তাঁহার) নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না ; অর্থাৎ ভোগাভিলাষ থাকিয়া যায় ; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনি নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯

স্বামী ।—নহু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণং ভবিতুমর্হতি, জড়ানামাতুরাণামুপবাসপর্যাণাঞ্চ বিষয়েষু প্রবৃত্তের বিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি । ইন্দ্রিয়ৈর্কিষয়াণামাহরণঃ গ্রহণমাহারঃ নিরাহারস্ত ইন্দ্রিয়ৈর্কিষয়গ্রহণমকুর্ততো দেহিনো দেহাভিমানিনোহজ্ঞস্ত বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে, তদনুভবো নিবর্তত ইত্যর্থঃ । কিন্তু রসো রাগো-
হভিলাষস্তদ্বর্জম্ অভিলাষশ্চ ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ । রসোহপি রাগোহপি পরং

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিততঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৰ্থ্যৱঃ ।

বশে হি যন্তে'ন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত যতো নিবর্ততে নশ্রুতীত্যর্থঃ । যথা নিরাহারস্ত উপবাসপরস্ত বিষয়া প্রায়শো নিবর্তন্তে, ক্ষুধাসন্তপ্তস্ত শব্দস্পর্শ-
অপেক্ষাভাবঃ ; কিন্তু রসবর্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ । শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! যতঃ অপি (মোক্ষার্থং প্রযতমান-
স্তাপি) বিপশ্চিততঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষস্য প্রমাথীনি (প্রমথনশীলানি
প্রকোভকরাণি ইত্যর্থঃ) ইন্দ্রিয়াণি হি (নিশ্চিতমেব) প্রসভং (বলাৎ)
মনঃ হরন্তি ॥ ৬০

অনু ।—হে কৌন্তেয় ! বিকোভকারী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষার্থ দৃঢ়
প্রযত্নশীল বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে নিশ্চয়ই বলপূর্বক হরণ করিয়া
থাকে ॥ ৬০

স্বামী ।—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ
সাধকাবস্থারঃ তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি
ছাভ্যাম্ । যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্ত বিপশ্চিততো বিবেকিনোহপি
মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি, যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি
প্রকোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ ।—যুক্তঃ (সমাহিতঃ যোগী) তানি সৰ্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি)
সংযম্য (নিগৃহ্য) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ) [সন্] আসীত (তিষ্ঠেৎ),
হি (যতঃ) যস্ত ইন্দ্রিয়াণি বশে [তিষ্ঠতি] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা
[ভবতি] ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২

অনু ।—সমাহিত ব্যক্তি সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ; কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশবর্তী, তাহারই প্রজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬১

স্বামী ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি । যুক্তো যোগী তানি ইন্দ্রিয়ানি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যন্ত বশে বশবর্তীনি ইন্দ্রিয়ানি । এতেন চ কথমাগীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরং ভবতি ॥ ৬১

টিপ্পনী ।—যে সকল ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিয়রভোগে অসমর্থ হইয়াছে, অথবা সাংসারিক ক্লেশ-পরম্পরা সহ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তাপস ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের বিষয়-ভোগ বাসনা কিয়ৎকালের জন্য নিবৃত্ত থাকে রূটে ; কিন্তু দেহাভিমান পূর্ণরূপে বর্তমান থাকায় তাহাদের ভোগাভিলাষ কদাচ নিবৃত্ত হইতে পারে না । ব্যাধিমুক্ত হইলে অথবা সুখভোগসামর্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, তাহারা সুখ ভোগাকাজক্ষা নিবারণ করিবার জন্য সতত লোলুপ থাকে অতএব প্রজ্ঞার স্বেচছাসাধনার্থ ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক । ইন্দ্রিয়গণকে সর্বদা আত্মাভিমুখ রাখিবার চেষ্টা করিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইবে । ইন্দ্রিয়গণ এতই সামর্থ্যশালী যে, অবিবেকী ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক ; তাহারা যোগাভিলাষী বিবেকিগণের চিন্তকেও পরাভূত করিয়া আয়ত্তীকৃত করিয়া থাকে । অসীম বলশালী ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত করিতে হইলে সৰ্বশক্তিমান বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৬২—৬১

অন্বয়ঃ ।—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (গুণবৃত্ত্যা চিন্তয়তঃ) পুংসঃ

ক্রোধাদ্ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥ ৬৩

(জীবন্ত) তেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে (ভবতি সঙ্গাৎ (আসক্তেঃ) [তেষু অধিকঃ] কামঃ [ভবতি] , কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (উৎপद्यতে) ॥ ৬২

অনু ।—বিষয়গুলি চিন্তা করিতে করিতে তৎপ্রতি আসক্তি জন্মে ; আসক্তি হইতে তৎপ্রতি কামনার উদয় হয় ; কামনা হইতে (কামনাসিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে) ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥ ৬২

স্বামী ।—বাহেদ্রিয়সংযমাবাবে দোষমুক্তা মনঃসংযমাবাবে দোষ-
মাহ—ধ্যায়ত ইতি স্বাভ্যাম্ । গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসন্তেষু
সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষু অধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ
প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

অনুয়ঃ ।—ক্রোধাৎ সন্মোহঃ (সদৃশদ্বিবেকাভাবঃ) সন্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতেভ্রংশঃ) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধৈশ্চেতনায়া নানঃ
ভ্রংশঃ) ভবতি ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি (মৃততুল্যো ভবতি) ॥ ৬৩

অনু ।—ক্রোধ হইতে সন্মোহ অর্থাৎ সদৃশ বিবেকের অভাব
ঘটে, সন্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ গুরুপদেশজাত জ্ঞানের বিনাশ
ঘটে ; স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মানুষকে
মৃততুল্য হইতে হয় ॥ ৬৩

স্বামী ।—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি । ক্রোধাৎ সন্মোহঃ কার্য্যাকার্য্য-
বিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতেবিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ,
ততো বুদ্ধৈশ্চেতনায়া বিনাশঃ বুদ্ধাদিষিবাভিভবঃ ততঃ প্রণশ্চতি
মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩

।—অতএব বাহেদ্রিয়সমূহের নিগ্রহেও নিশ্চিন্ত হইতে

রাগদ্বৈবিমুক্তৈস্ত বিবয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

প্রসাদে সৰ্বদুঃখানাং হানিরশ্রোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যাপ্ত বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

পারা যায় না ; মনোনিগ্রহের অভাবে উপরোক্ত শ্লোক-দ্বয়বর্ণিত অবস্থা ঘটিলে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয় । অতএব মনোনিগ্রহে যত্নবান্ হও । এই শ্লোকদ্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬২ । ৬৩

অন্বয়ঃ ।—রাগদ্বৈবিমুক্তৈঃ (আসক্তিবিরাগশূন্যৈঃ) আত্মবশৈঃ (স্বাধীনৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবয়ান্ (ইন্দ্রিয়ার্থান্) চরন্ (ভ্রাজানঃ) [অপি] বিধেয়াত্মা (বশীকৃতমনাঃ) [যোগী] প্রসাদং (শান্তিঞ্চ) অধিগচ্ছতি (লভতে) ॥ ৬৪

অনু ।—আসক্তি ও বিরাগহীন এবং আত্মবশীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও বিধেয়াত্মা (বশীকৃতচিত্ত) যোগী চিত্তপ্রসাদ-রূপ পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪

স্বামী ।—নস্বিচ্ছিন্নাণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ অয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞস্য কথং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বৈবিমুক্তৈঃ ইতি দ্বাভ্যাম্ । রাগদ্বৈবিমুক্ত্যেবৈবগতদর্পৈরিচ্ছিন্নৈর্বিবয়ানাং চরন্ ভ্রাজানোহপি প্রসাদং শান্তিঞ্চ প্রাপ্নোতি । রাগদ্বৈবিমুক্ত্যেবাহি—আত্মোক্তি । আত্মনো মনসো বশৈরিচ্ছিন্নৈর্বিধেয়ো বশবর্তী আত্মা মনো যন্তেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত . ভ্রাজতেত্যস্ত চতুর্থপ্রশ্নস্ত স্বাধীনৈরিচ্ছিন্নৈর্বিবয়ান্ অধিগচ্ছতীত্যু-ক্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ ।—প্রসাদে [সতি] অস্ত (যতেঃ) সৰ্বদুঃখানাং হানিঃ (নাশঃ) উপজায়তে (ভবতি) ; [ততশ্চ] প্রসন্নচেতসঃ (প্রশান্ত-

চিন্ত্ত) হি (নিশ্চিতমেব) আশু (শীঘ্রং) বুদ্ধিঃ পর্যাবর্তিত্তে (প্রতি-
ষ্টিতা ভবতি) ॥ ৬৫

অনু ।—চিন্ত্তপ্রসাদ জন্মিলে তাঁহার সৰ্ববিধ দুঃখ বিনষ্ট হয়,
প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নিশ্চয়ই শীঘ্র প্রতিষ্টিত হয় ॥ ৬৫

স্বামী ।—প্রসাদে সতি কিং শ্রাদিত্যজাহ—প্রসাদ ইতি ।
প্রসাদে সতি সৰ্বদুঃখনাশন্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্টিতা ভবতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৬৫

টিপ্পনী ।—যদি মনকে সম্পূর্ণরূপে বিষয় হইতে নিগৃহীত করিতে
পারা যায়, তবে বাহ্যেস্ত্রিয় নিগ্রহের আবশ্যকতা নাই । যে ব্যক্তি চিন্ত্তকে
সমাহিত করিতে পারে নাই, সে বাহ্যেস্ত্রিয়ের নিগ্রহ করিলেও রাগদ্বেষ-
বশে বিষয়বাসনার প্রমত্ত হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় ; কিন্তু যিনি
অন্তঃকরণকে আত্মবশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনি অমুরাগ ও
বিদ্বেষের অতীত ; সুতরাং কর্ণেস্ত্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সন্তোষ
করিয়াও চিন্ত্তপ্রসাদের অধিকারী হইয়া আত্মসাক্ষাৎকাররূপ চরম সুখ-
লাভের যোগ্যতা লাভ করেন । কারণ মন যদি বশীভূত থাকে, তবে
তদধীন ইন্দ্রিয়গ্রাম মনের অননুমোদিত বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না ;
সুতরাং চিন্ত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ হয় না । যে বিষয়ের স্মরণ-
মাত্রে মালিন্ত জন্মে, অনাসক্তভাবে সেই বিষয় ভোগ করিলেও চিন্ত্তের
মলিনতা ঘটাইতে পারে না । সুতরাং চিন্ত্ত চিরপ্রসন্ন থাকে । তাহার
ফলে সন্ন্যাসী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকাদি সৰ্ববিষয়ক দুঃখ উন্মূলিত হইয়া
যায় । তখন প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি, ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান
করিয়া অচঞ্চলভাবে সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত অথচ স্থিরভাবাপন্ন হইয়া থাকে ।
চিন্ত্তপ্রসাদের ফলে সাংসারিক বিরুদ্ধ ভাবনাপ্রবাহ নিরুদ্ধ হয় ; সুতরাং
বুদ্ধি বিচলিত হইবার আর কোন কারণই থাকে না ॥ ৬৪ ॥ ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশাস্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

অর্থঃ ।—অযুক্তস্য (অবনীকৃতেন্দ্রিয়স্য) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা) নাস্তি (যোগ্যপত্ততে) ; অযুক্তস্য ভাবনা (ধ্যানং) চ ন [নাস্তি] অভাবয়তচ্চ (আত্মধ্যানমকুর্কৃতচ্চ) শান্তিঃ (আত্মনি চিন্তোপরিতিঃ) ন (নাস্তি) ; অশাস্তস্য সুখং (মোক্ষানন্দঃ) কুতঃ (ন কশ্মিন্ন-পীত্যর্থঃ) ॥ ৬৬

অনু ।—যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় নহে, তাহার বুদ্ধিই নাই, তাদৃশ ব্যক্তির আত্মধ্যানও সম্ভবে না । যে ব্যক্তি আত্মধ্যানে অসমর্থ, তাহার শান্তিও লাভ হয় না ; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ (মোক্ষানন্দ) কোথায় ? ॥ ৬৬

স্বামী ।—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞাসাধনস্য ব্যক্তিরেকমুখেণোপ-পাদয়তি—নাস্তীতি । অযুক্ত্যাবনীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যো-পদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব যোগ্যপত্ততে, কুতস্তথাঃ প্রতিষ্ঠাবার্জা বা ইত্যত্রাহ—ন চেতি । ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধে-রাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি । ন চাভাবয়তঃ আত্মধ্যান-মকুর্কৃতঃ শান্তিঃ আত্মনি চিন্তোপরিতিঃ, অশাস্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

টিপ্পনী ।—যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বনীভূত হয় নাই, তাহার শাস্ত্র ও গুরুপদেশলব্ধ শ্রবণ-মননরূপ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মিতে পারে না ; তাহার নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনাও কদাপি হইতে পারে না । এইরূপ ভাবনা ব্যতীত মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মরূপ আত্মবস্তুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না । নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনায় বঞ্চিত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান লাভ কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তির চিন্তোপরিতিরূপ শান্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭

ও আত্মার অভেদ বোধরূপ চিত্তবৈধি জন্মিতে পারে না ; সুতরাং সে ব্যক্তি চিরকাল অশান্তই থাকিয়া যার, তাহার আবার মেকানন্দরূপ পরম ধনের অধিকারী হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহই আত্মানন্দ লাভের একমাত্র উপায় ॥ ৬৬

অনুব্যঃ ।—হি (যন্মাং) মনঃ [স্বেয়ং বিষয়েষু] চরতাং (প্রবর্তমানানাং) ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] যৎ (একমপি) অনুবিধীয়তে (অনুযাতি) তৎ (ইন্দ্রিয়ম্) অন্ত (মনসঃ পুরুষস্ত বা) বায়ুঃ অভ্যসি (জ্বলে) নাবং (নৌকাম্) ইব প্রজ্ঞাম্ (আত্মবিষয়াং বুদ্ধিং) হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি) ॥ ৬৭

অনুবু ।—যেহেতু মন যদৃচ্ছাক্রমে বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যদি একটিমাত্র ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করে ; তবে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই, যেমন বায়ু সমুদ্রে ঘূর্ণ্যমান নৌকাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার (সেই মনের বা সেই পুরুষের) প্রজ্ঞা বিনষ্ট করে (বিষয়বিক্ষিপ্ত করে) ॥ ৬৭

স্বামী ।—নাশ্তি বুদ্ধিরযুক্তস্তেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি । ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বেয়ং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিচ্ছিয়ং মনোহনুবিধীয়তেহবশীকৃতং সদিচ্ছিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদৈবৈকমিচ্ছিয়মন্ত মনসঃ পুরুষস্ত বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিম্ বক্তব্যং বহুনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি, যথা প্রমত্তস্ত কর্ণধারস্ত নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে দৃকতঃ পরিভ্রময়তি, তদ্বদিত ॥ ৬৭

টিপ্পনী ।—ইন্দ্রিয়গণ যদি নিগৃহীত না হয়, তবে তাহার স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভীক্ষিত বিষয়সমূহে বিচরণ করিবেই করিবে। সেই সকল

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

অবিজ্ঞিত ইন্দ্রিয়-নির্ভরের মধ্যে মন যদি একটীরও অমুগামী হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়টির উৎস্কৃত বিষয় বিশেষকে পরম সুখান্দিত ভাবিয়া ত্রাহাতে অমুরক্ত হইয়া উঠে, তবে সেই উন্নতিকামী সাধনপথালম্বী পুরুষের আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ বুদ্ধিকে ক্রিয়াসক্ত করিয়া ফেলে ; তাহা হইলে প্রজ্ঞাও বিষয়বিক্ৰিপ্ত হওয়ার অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে, অতএব যখন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের অসংযমে তৎপ্রাবল্যবশতঃ ঈদৃশ বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, তখন সকল ইন্দ্রিয়ই যদি স্বাধীনভাবে স্ব স্ব বিষয়ে নিরক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে ? মানবের সর্বনাশ অবশ্যজ্ঞাবী হয়। শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই যে—জলেই নৌকা বিপন্ন হয়—স্থলে নহে। অর্থাৎ জলস্বরূপ চিন্তাচঞ্চল্যে বায়ুস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞারূপ নৌকা বিনষ্ট হয় ; কিন্তু ভূমিস্বরূপ মনঃস্থৈর্য্যপ্রভাবে ইন্দ্রিয়স্বরূপ বায়ুর দ্বারা প্রজ্ঞারূপ নৌকার বিনাশসম্ভাবনা নাই ॥ ৬৭

অনুয়ঃ ।—হে মহাবাহো ! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) সৰ্ব্বশঃ (সর্বকোণেব প্রকারেণ) নিগৃহীতানি (সুসংযতানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ইতি বোদ্ধব্যম্] ॥ ৬৮

অনু ।—অতএব হে মহাবাহো ! যাহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে সর্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিবে ॥ ৬৮

স্বামী ।—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বৈ সাধনত্বং লক্ষণম্। লক্ষণমুপ-
সংহরতি—তস্মাদিতি । সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতী-
ত্যর্থঃ ; লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যোত্যর্থঃ । মহাবাহো

যা নিশা সৰ্বভূতানাং তস্যাং জাগৰ্ভি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্ৰতি ভূতানি সা নিশা পশ্চতো মূনেঃ ॥৬৯

ইতি সম্বোধনং, বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্মাপি সামর্থ্যং ভবেদिति
হৃদয়তি ॥ ৬৮

টিপ্পনী ।—অতএব বুঝিয়া দেখ, যিনি সৰ্বভূতভাবে ইন্দ্রিয়গণকে
নিগৃহীত করিতে পারিয়াছেন—কোন ভোগ্য পদার্থেই যাহার ইন্দ্রিয়গণ
লালসাস্থিত হইতে পারে না, তিনি বিষয় ভোগ করিলেও আসক্তিহীনতা-
বশতঃ স্থিরপ্রজ্ঞ অর্থ্যাৎ তাহার প্রজ্ঞাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিরভাবে পায় ॥ ৬৮

অনুব্যুৎ ।—সৰ্বভূতানাম্ (অজ্ঞানধ্বাস্তাবৃতমতীনাং সৰ্বেষাং
প্রাণিনাং) যা নিশা (নিশেব আত্মনিষ্ঠা) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ)
তস্যাম্ (আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগৰ্ভি (প্রবৃধ্যতে) ; যস্যাং (বিষয়নিষ্ঠায়াং)
ভূতানি জাগ্ৰতি (প্রবৃধ্যন্তে) সা (বিষয়নিষ্ঠা) [আত্মতত্ত্বং] পশ্চতঃ
(পর্যালোচয়তঃ) মূনেঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য যতেঃ) নিশা [তস্যাং তস্য
দৰ্শনাদিব্যাপারো নাস্তীতি ভাবঃ] ॥ ৬৯

অনু ।—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির যাহা (ব্রহ্মনিষ্ঠা)
নিশাস্বরূপ, সংযমী যোগী তাহাতে জাগরিত থাকেন ; যাহাতে (বিষয়-
নিষ্ঠাতে) অজ্ঞানকে জীব জাগরিত থাকে, আত্মদর্শী জিতেন্দ্রিয় মূনির
তাহা নিশাস্বরূপ—অর্থাৎ অজ্ঞান জীবগণের পক্ষে আত্মজ্ঞান নিশাস্বরূপ
এবং জিতেন্দ্রিয় যোগীর তাহা দিবাস্বরূপ ; আর বিষয়নিষ্ঠা অজ্ঞান জীবের
দিবাস্বরূপ এবং উহা যোগীর রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯

স্বামী ।—নহু ন কশ্চিদপি প্রশুপ্ত ইব দৰ্শনাদিব্যাপারশূন্তঃ সৰ্বা-
শ্চনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোহসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি । সৰ্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা
আত্মনিষ্ঠা আত্মজ্ঞানধ্বাস্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দৰ্শনাদিব্যাপারাত্মাবাং,

তস্যামানুনিষ্ঠায়াঃ সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো আগতি প্রবৃধ্যতে, যস্যাতু
বিষয়নিষ্ঠায়াঃ ভূতানি জাগ্রতি প্রবৃধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো
মুনেনিশা, তস্যাতু দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাতীত্যর্থঃ। এতদুক্তং
ভবতি, যথা দিবাক্ষীনাশূল্কাদীনাং রাজ্যাবেব দর্শনং ন তু দিবসে
এবং ব্রহ্মজ্যোতীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণোব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো
নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি । ৬৯

টিপ্পনী ।—ইহ জগতে প্রধানতঃ দ্বিবিধ জীব পরিদৃষ্ট হয়। যথা
—(১) জ্ঞানী বা আত্মনিষ্ঠ, (২) অজ্ঞান বা বিষয়নিষ্ঠ। এই শ্লোকে
বলা হইল যে,—জ্ঞানার পক্ষে যাহা নিশা, তাহা অজ্ঞানের পক্ষে দিবা,
আর অজ্ঞানের পক্ষে যাহা নিশা, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে দিবা। এখন
দেখিতে হইবে, দিবাই বা কাহাকে বলে, আর নিশাই বা কাহাকে
বলে। বস্তুতঃ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়াই আমরা দিবা বা
নিশার পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকি। যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাট,
তাহাই তাহার পক্ষে নিশা; পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান থাকে,
তাহাই তাহার পক্ষে দিবা। আমরা দেখিতে পাই—উলুকাদি জীবের
পক্ষে মানবীয় দিবাই নিশাস্বরূপ; কারণ, তাহারা সে সময় নিদ্রিত
থাকে—দেখিতে পায় না; মানবীয় রজনীই তাহাদের দিবাস্বরূপ। সেইরূপ
পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞানী বা অজ্ঞানের পক্ষে দিবা বা নিশারূপে কল্পনা
করা যাইতে পারে। যে পরমার্থ তত্ত্ব অজ্ঞানের পক্ষে নিশা, তাহাই
আবার জ্ঞানীর পক্ষে দিবা অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ভিন্ন বাহ্য বস্তুতে
তাহাদের দৃষ্টি থাকে না; পক্ষান্তরে অজ্ঞানগণের দৃষ্টি বাহ্যবস্তুতেই
আসক্ত থাকায় তাহাই তাহাদের দিবাস্বরূপ; আর আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে
তাহাদের দৃষ্টি ব্যাহত থাকায় তাহা তাহাদের পক্ষে নিশাস্বরূপ।
অতঃপূর্বে অর্জুনকে ইন্দ্রিয়-সংযম বিষয়ক যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে,
যিনি সেই ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছেন, তিনিই সংযমী বা বোগী অর্থাৎ

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বৈ

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নিঃস্বমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

আত্মজানী, আর বিষয়নিষ্ঠাপরায়ণ সাধারণ জনগণ অসংযতচিত্ত,
স্বভরাৎ অজ্ঞান ॥ ৭০

অন্বয়ঃ ।—[নানানজানিজ্ঞানৈঃ] আপূর্য্যমাণম্ [অপি] অচল-
প্রতিষ্ঠম্ (অনতিক্রান্তমৰ্য্যাদাং) সমুদ্রং [পুনরপি অজ্ঞাঃ] আপঃ যদ্বৎ
(যথা) প্রবিশন্তি (তস্মিন্ লীয়ন্তে) তদ্বৎ (তথৈব) সর্ব্বৈ কামাঃ
(কাম্যপদার্থাঃ) যং (ভোগেষু বিক্রিয়মাণমেব অন্তর্দৃষ্টিং মুনিং) প্রবিশন্তি
(তস্মিন্মেব লয়ং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ) সঃ (মুনিঃ) শান্তিং (কৈবল্যম্)
আপ্নোতি (লভতে), কামকামী (ভোগকামনালীলঃ) ন [শান্তিম্
আপ্নোতীতি শেষঃ] ॥ ৭০

অনু ।—সর্ব্বদা নানা নদীজলে পরিপূর্ণ হইয়াও যেরূপ সমুদ্র আপন
সীমা লঙ্ঘন করে না, তাহাতে অজ্ঞান জ্ঞানাদির জলও প্রবেশ করে
অর্থাৎ তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যাবতীর কামনা যাহাতে
প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন; পরন্তু কামনা-
পরতন্ত্র ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭০

স্বামী ।—নহু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্ক্ত ইত্য-
পেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি । নানানদীভিরাপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠ-
মনতিক্রান্তমৰ্য্যাদামেব সমুদ্রং পুনরপ্যজ্ঞা আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামাঃ
বিবরাঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ

সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিঃ কৈবল্যম্ আপ্নোতি ন তু কামকামী
ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

অন্বয়ঃ ।—যঃ পুমান্ সৰ্বান কামান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) বিহার
(উপেক্ষা) [অপ্রাপ্তেষু বিষয়েষু] নিম্পৃহঃ নিরহঙ্কারঃ [অত এব
ভোগসাধনেষু] নির্মমঃ (মমতাহীনঃ) [সন, অন্তদৃষ্টিভূত্বা] চরতি
[প্রারব্ধেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা) সঃ শান্তিম্
অধিগচ্ছতি (আপ্নোতি) ॥ ৭১

অনু ।—যে ব্যক্তি সৰ্ববিধ ভোগ্য পদার্থ উপেক্ষা করিয়া
[অপ্রাপ্ত পদার্থে] নিম্পৃহ ও অহঙ্কারপরিশূন্য এবং মমতাহীন হইয়া
[প্রারব্ধবশে বিষয় ভোগ করেন বা যেখানে সেখানে] পরিভ্রমণ করেন,
তিনি শান্তি (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ৭১

স্বামী ।—যস্মাদেবং, তস্মাৎ বিহায়েতি । প্রাপ্তান্ কামান্
বিহার ত্যক্ত্ৱা উপেক্ষা অপ্রাপ্তেষু চ নিম্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব
ভোগসাধনেষু নির্মমঃ সন্নন্তদৃষ্টিভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্
ভুঙ্ক্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিঃ প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টিপ্পনী ।—স্থিতপ্রজ্ঞ যতিই মোক্ষাধিকারী ; পরন্তু কামনা-
পরতন্ত্র সন্ন্যাসীর পক্ষে মোক্ষ একান্তই দুপ্রাপ্য ; ইহাই এই শ্রোকে
দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য নদীর বারিরাশি
এবং গগনমণ্ডলস্থ অসংখ্য মেঘমালাবিচ্যুত বৃষ্টিধারারূপে নিপতিত
প্রচুর বারিনিচয় নিরন্তর সাগরসলিলে সংমিশ্রিত হইতেছে, কিন্তু
অটল মহাসমুদ্র ঐ সমুদ্র বারিরাশি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিতেছেন,
অথচ উজ্জ্বল তিনি স্বীয় বা উদ্বেলিত হইয়া অধীরতা বা প্রমত্তভাব
প্রদর্শন করেন না । সেইরূপ যে নির্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ কাম্য
বিষয়সমূহে দৃকপাত করেন না, তৎসমুদ্র তাহাতে প্রবেশ করিলেও
অগুমাত্র আসক্ত বা বিচলিত হন না, তিনিই মোক্ষানন্দ লাভ করেন ;

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি ।

স্থিতিস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাহপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঙ্কু-ন-সংবাদে অর্জুনবিবাদ-

যোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

তিনি প্রারব্ধকর্মে বিষয় ভোগ করিলেও তজ্জগৎ ক্ষীত বা উদ্বেলিত হন না। ভোগবাপনা তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু কাম্য ভোগাভিলাষী পুরুষ তাদৃশ অবস্থা কদাচ লাভ করিতে পারে না; সে ব্যক্তি নিরন্তর লৌকিক ফলকামনাপূর্ণ কর্মসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ক্লেশসাগরে নিমগ্ন হয় এবং উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭১

অনুব্রূয়ঃ ।—হে পার্থ! ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা) এষা (এবংবিধা), এনাং প্রাপ্য [বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্] ন বিমুহতি (সংসারমোহঃ পুনর্নাপ্রোতি) অমন্তকালেহপি (মৃত্যুসময়েহপি) অস্ত্যাং (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায়াং) [ক্ষণমাত্রমপি] স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মলয়ম্) মুচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭২

অনু ।—হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী; ইহা প্রাপ্ত হইলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আর মুগ্ধ হন না (সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না); বৃত্তাকালেও এই ব্রহ্মনিষ্ঠায় [ক্ষণমাত্রও] থাকিতে পারিলে, তিনি ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

স্বামী ।—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তবঙ্গপুসংহরতি—এবেতি । ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরানুধানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহতি পুনঃ সংসারমোহঃ ন প্রাপ্নোতি ।

যতোহন্তকালে যুতাসময়েহপি অস্তাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি
লয়মুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বালামারভ্য স্থিত্বা
প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২

শেষকৈপকনিমগ্নঃ যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ ।

ঐজ্জহারাজ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং যম ॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতার্ণাং শ্রীধরস্বামিকৃতটীকার্ণাং সাংখ্যযোগো
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

টিপ্পনী ।—এক্ষণে সাংখ্যানিষ্ঠার মাহাত্ম্য কীর্তনে প্রস্তাবের
উপসংহার করিতেছেন । স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে যে সকল
কথা বিবৃত হইয়াছে এবং ৩৯ শ্লোকে “এষ তেহভিহিতা সাংখ্যো
বুদ্ধির্যোগে ত্রিমাং শৃণু” ইত্যাদি শ্লোকে যে বুদ্ধির বিষয় বিবৃত হইয়াছে ;
সেই সূর্যকর্ম সন্ন্যাস পূর্বক পরমাত্মজ্ঞান-প্রসাধিকা নিষ্ঠা বা বুদ্ধিই
এস্থলে ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়িণী নিষ্ঠা শব্দে অভিহিত
হইয়াছে । ষাঁহার বুদ্ধি এইরূপে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছে,
তাঁহার জ্ঞান কদাচ অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইতে পারে না । জ্ঞাতএব তিনি
কদাচ মোহ প্রাপ্ত হন না, যিনি যাবজ্জীবন বহুতর চেষ্টা করিয়াও এই
ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, যত্ন আর কিঞ্চিৎ পূর্বেও যদি
তদীয় হৃদয়ে এই ব্রাহ্মী স্থিতি লক্ষপ্রবেশ হয়, তাহা হইলেও তিনি
ব্রহ্মজ্ঞানলাভে নির্বাণ পদবী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন ।
আর যিনি জীবনব্যাপী সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনপূর্বক এই ব্রাহ্মী স্থিতি
লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যে ব্রহ্মনির্বাণ অবশ্যজ্ঞাবী এবং অনাস-
সাধ্য ইহা কি আর বলিতে হইবে ? এই অধ্যায়ে অর্জুনের মোহনিবৃত্তির
উদ্দেশ্যে প্রথমে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং নিকাম কর্মরূপ সাংখ্যযোগ
বর্ণন প্রসঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে ॥ ৭২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ২

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণন্তে মতা বুদ্ধিজ্জনাৰ্দন ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১

অশ্বয়ঃ ।—হে জনাৰ্দন ! হে কেশব ! চেৎ (যদি) কৰ্ম্মণঃ
[সকাশাৎ] বুদ্ধিঃ (জ্ঞানযোগঃ) [মোক্ষৈশ্চরজ্জেন] জ্যায়সী (প্রাপ্ত-
তরা) তে (তব) মতা (সম্বতা) তৎ (তর্হি) ঘোরে (হিংসাত্মকে) কৰ্ম্মণি
মাং কিং (কথং) নিযোজয়সি ? (প্রবর্তয়সি) ? ॥ ১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন—হে জনাৰ্দন ! হে কেশব ! যদি কৰ্ম্ম-
যোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, হুঁহাই তোমার অভিমত হয়, তবে
আমায় এই হিংসাত্মক কৰ্ম্মে কেন প্রবর্তিত করিতেছ ? ॥ ১

স্বামী ।—এবং তাবদশোচ্যানশ্বশোচস্বমিত্যাदिना প্রথমং মোক্ষ-
সাধনত্বেন দেহাস্ববিবেকবুদ্ধিরুক্তা, তদনন্তরম্ “এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে
বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু” ইত্যাদিনা কৰ্ম্ম চোক্তং, ন চ তস্মৈগুণপ্রধানভাবঃ
স্পষ্টঃ দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত নিষ্ক্রিয়ত্বনিয়তেজ্রিয়ত্বনিরহঙ্কার-
স্বাভাব্যভাবানাং “এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ” ইতি সপ্রশংসমূপসংহারান্ন
বুদ্ধিকৰ্ম্মণোৰ্ম্মথো বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোহভিপ্রেতং মহানোহৰ্জুন উবাচ
—জ্যায়সী চেদিতি । কৰ্ম্মণঃ সকাশাশ্বোক্ষৈশ্চরজ্জেন বুদ্ধিজ্জ্যায়সী
অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্বতা, তর্হি কিমর্থং “তন্মাদৃ মুখ্যম্” ইতি,
“তন্মাদৃহৃদিত্ত” ইতি চ বারং বারং বদন্ হিংসাত্মকে কৰ্ম্মণি মাং প্রবর্তয়সি ॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—ব্যামিশ্রেণ (কচিং কর্মপ্রশংসা কচিং জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবং সন্দেহোৎপাদকেন) ইব বাক্যেন মে (মই) বুদ্ধিং মোহয়সি ইব; [অতঃ] যেন (অনুষ্ঠিতেন কর্মণা জ্ঞানেন বা) অহং শ্রেয়ঃ (মোক্শম্) আপ্নুয়াম্ (লভেয়ম্) [উভয়োর্মধ্যে যদুত্থং] তৎ একং নিশ্চিত্য (নির্ণয়) বদ (ব্রুহি ॥ ২

অনু ।—তুমি ব্যামিশ্রবাক্যে (অর্থাৎ কখন জ্ঞানের প্রশংসা কখন বা কর্মের প্রশংসা এইরূপ সন্দেহজনক কথায়) আমার বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করিতেছ; অতএব যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি, তাহা ঐ দুয়ের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২

স্বামী ।—নহ “ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাঙ্ক্বেয়োহুত্বং কৃত্রিয়শ্চ ন বিত্ততে” ইত্যাদিনা কর্মণোহপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি । কচিং কর্মপ্রশংসা কচিং জ্ঞানপ্রশংসেত্যেকং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং, তেন মে বুদ্ধিং মতিমূভয়ত্র দোলায়িতাঃ কুরুন্ মোহয়সীব; পরম-কারুণিকস্ত তব মোহকঙ্ঘং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতী-বশব্দেনোক্তম্; অত উভয়োর্মধ্যে যদুত্থং নিশ্চিত্য বদেতি । যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টিপ্পনী ।—ষষ্ঠীয়াধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সাংখ্য-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ২য় অঃ ৩২ সংখ্যক শ্লোকে “এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ” এই পর্য্যন্ত বাক্যে জ্ঞাননিষ্ঠা সবিস্তার কীর্তন করিয়াছেন এবং যোগ-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক “যোগে দ্বিমাং শৃণু” (৩য় অঃ ৩২ শ্লোক) হইতে “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে যা তে সন্দোহস্তকর্মণি” (২য় অঃ ৪৭শ)

শ্লোক পর্যান্ত বাক্যদ্বারা কর্মনিষ্ঠার বিষয় উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় নিষ্ঠার অধিকারিত্বের বিষয়ক ব্যাখ্যা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেন নাই; কিংবা একই ব্যক্তিরই উভয়বিধ নিষ্ঠার অধিকারিত্ব সম্বন্ধেও কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং ভগবৎপ্রদত্ত এই দ্বিবিধা নিষ্ঠার অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় সমুচ্চয় সপ্রমাণ হইতেছে না। কারণ “দূরেণ হবরং বর্ষ বুদ্ধিযোগাচ্ছনজ্জর” (২য় অঃ ৪৯) শ্লোকটি সম্যক্ পর্যালোচনা করিলে কর্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা নিকট বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আবার “যাবানর্থ উদপানে” (২য় অঃ ৩৬) শ্লোকে যাবতীয় কর্মজনিত ফলই জ্ঞানফলের অন্তর্ভূত ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করায় জ্ঞাননিষ্ঠারই সম্যক্ প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ উপসংহারে ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বিবৃত করিয়া “এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ” (২য় অঃ ৭২ তম) শ্লোকে জ্ঞানফলের প্রশংসা করিয়াছেন; আবার “যা নিশা সর্বভূতানাম্” (২য় অঃ ৬৯ তম) শ্লোকে অদ্বৈত জ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্মামুষ্ঠান অসম্ভব এবং জ্ঞানই যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ যোগফলের একমাত্র সাধন, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। “তাহাকে জানিলেই মনুষ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে—অন্ত আর উপায় নাই” এই প্রতিবাক্যেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব; অতএব অর্জুনকে উভয় নিষ্ঠাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না অর্থাৎ অর্জুন যদি কর্মাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হন, তবে তাঁহাকে জ্ঞান-নিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে, আর যদি তাঁহাকে জ্ঞানাদিকারী বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাঁহাকে কর্মনিষ্ঠা বিষয়ক উপদেশ দেওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে একই ব্যক্তির প্রতি যে উভয়বিধ উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব নহে; কেননা—

উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুয়ের সম্বন্ধে বিকল্প অসিদ্ধ। অতএব জ্ঞান ও

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

কৰ্মনিষ্ঠার অধিকারী যখন ভিন্ন ভিন্ন এবং উভয়েরই সমুচ্চয় অসম্ভব আর কৰ্ম অপেক্ষা জ্ঞানই যখন উৎকৃষ্ট, তখন উৎকৃষ্ট ও অনায়াসপ্রাপ্য জ্ঞানকে পরিভ্যাগ করিয়া নিরুপকৃত ও আয়াসসাধ্য কৰ্মের অমুষ্ঠান নিতান্ত অশৌচিক। তাই এক্ষণে অর্জুন এই শ্লোকে ভগবান্কে এইরূপ প্রস্তাব করিলেন এবং সন্দেহাকুলচিত্তে প্রার্থনা করিলেন যে, যখন যুগলং জ্ঞান ও কৰ্মের অমুষ্ঠান একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন অধিকারী বিবেচনা করিয়া আমার একটি উপদেশ দাও, যাহাতে আমি প্রয়োজনাভে সমর্থ হইতে পারি ॥ ১২

অনুয়:।—শ্রীভগবান্ উবাচ । হে অনঘ ! (অপাপ !) অস্মিন্ লোকে (শুদ্ধাশুদ্ধাস্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকে অধিকারিজনে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা [শুদ্ধাস্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকাক্রান্তানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং] জ্ঞানযোগেন (ধ্যানাদিনা) নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) [উক্তা] যোগিনাং (সাংখ্যভূমিকাম্ আকুরক্ষণাং কৰ্মযোগাধিকারিণাং) কৰ্মযোগেন [নিষ্ঠা উক্তা ইতি শেষ:] ॥ ৩

অনু । — শ্রীভগবান্ কহিলেন—এই (শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অস্তঃকরণবশতঃ দ্বিবিধ) লোকে [অধিকারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমি পূর্বাধ্যায়ের] দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ মোক্ষপরায়ণতার কথা বলিয়াছি ; ওদ্বয়ে শুদ্ধচেতা সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা এবং কৰ্মযোগাধিকারী বোগীদিগের কৰ্মযোগে নিষ্ঠা । (ফলতঃ এই দ্বিবিধা নিষ্ঠা মূলতঃ অভিন্ন ; তাহা পরে সপ্রমাণ করিতেছেন) ॥ ৩

স্বামী ।—অত্রোক্তং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেহস্মিন্ ইতি । অরমর্থঃ

—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কৰ্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাধর-
মুক্তং ত্রাং, তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্ব্যং ত্রাং তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ
সঙ্গচ্ছেত, ন তু ময়া তথোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা,
গুণপ্রধানভূতয়োঃ স্বাতন্ত্র্যাহুপপত্তেঃ, একত্বা এব তু প্রকারভেদমাত্র-
মধিকারিভেদেনোক্তমিতি । অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধাস্তঃকরণত্বয়া দ্বিবিধে
লোকেহধিকারিজনেন দ্বৈ বিধে প্রকারে যন্তাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা
মোক্ষপরতা পুরা পূর্বাধ্যায়ে ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা ।
প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি, সাধ্যানাং শুদ্ধাস্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়ানাং
জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা “তানি
সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ” ইত্যাদিনা । সাধ্যভূমিকা-
মাকরকৃণাস্ত অস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্মযোগাধি-
কারিণাং যোগিণাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা “ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্থং
ক্লান্ত্রিয়স্ত ন বিতুতে” ইত্যাদিনা ; অতএব তব চিত্তশুদ্ধাশুদ্ধিক্রিপাবস্থাভেদে-
নৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা “এষা তেহভিহিতা সাধ্যো বুদ্ধিযোগে দ্বিমাং
শৃণু” ইতি ॥ ৩

টিপ্পনী ।—সাধ্য ও সাধন অবস্থাভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকারে
পরিগণিত হইলেও উহা একই ; ইহাই বুঝাইবার জন্য মূলে একবচনাস্ত
নিষ্ঠাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যিনি প্রাণিধান করিতে পারেন, তাঁহার
নিকট সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠা অভিন্ন ।
যাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞান সম্যকরূপে অভ্যুদিত হইয়াছে এবং যাঁহারা
ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস ব্রত পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই বেদান্ত
বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত মর্মজ্ঞ জ্ঞানভূমি-সমারূঢ় শুদ্ধাস্তঃকরণ সাংখ্যাদিগের
পক্ষে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ জ্ঞানাদি নিষ্ঠাদ্বারা ব্রহ্মপরতা নির্দিষ্ট হইয়াছে,
“তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ” ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞাননিষ্ঠা
নিরূপিত হইয়াছে । যাঁহারা তাদৃশ শুদ্ধাস্তঃকরণ নহেন এবং জ্ঞান

ন কর্মণামনারস্তান্নৈকর্মাং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাদৃশ কর্মাদিকারী যোগীদিগের পক্ষে কর্মযোগই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কর্মনিষ্ঠাই জ্ঞানভূমিতে আরোহণের সোপানস্বরূপ। ইহাই প্রতিপাদন করিতে “ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেরোহশ্নুৎ কপ্রিয়শ্চ ন বিজ্ঞতে” ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় বা বিকল্প নিরূপিত হয় নাই। নিকাম কর্মাহুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত জনগণের সর্বকর্মসন্ন্যাসরূপ যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা বস্তুত এক হইলেও শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অবস্থাভেদে দ্বিবিধ। “এষা তেহভিহিত্য সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু” এই শ্লোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ভূমিকাভেদে এক অধিকারীর প্রতি উভয়বিধ উপদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু অধিকার-ভেদে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যক। ইহা প্রদর্শন করিবার জন্ত “ন কর্মণামনারস্তাং” এই শ্লোক হইতে “মোঘং পার্থ স জীবতি” (৩য় অঃ ১৬শ) এই শ্লোক পর্যন্ত ১০টি শ্লোকে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি পর্যন্ত কর্মাহুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কীর্তিত হইয়াছে। শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের আবশ্যকতা নাই, ইহাই “যশাস্বরতিরেব শ্রাং” ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে অবতারণিত হইয়াছে। ফলান্তিসন্ধিরাহিত্যরূপ কৌশল দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধিজনিত জ্ঞানোৎপত্তি হইলে বন্ধনের হেতুভূত কর্মও মোক্ষপ্রসূ হয়। ইহারই প্রতিপাদনার্থ “তন্মাদসক্তঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা ॥ ৩

অনুব্রূয়: ।—পুরুষঃ কর্মণাম্ অনারস্তাং (অনাহুষ্ঠানাং) নৈকর্মাং (জ্ঞানং) ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) [চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃত্যং] সন্ন্যাসাং (জ্ঞানশ্রুতাং কর্মভ্যাগাং) সিদ্ধিং (মোক্ষং) চ ন সমধিগচ্ছতি (লভতে) ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্লণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্যতে হ্রবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈত্ত্বৈগৈঃ ॥ ৫

অনু ।—কর্মের অহুষ্ঠান না করিলে কেহ নৈকর্ম্য (জ্ঞান) লাভ করিতে পারে না; (আবার চিত্তশুদ্ধিব্যতিরেকে অহুষ্ঠিত) সন্ন্যাস ধাঁরাও কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥ ৪

স্বামী ।—অতঃ সম্যক চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপূর্ব্যন্তং বর্ণাশ্রমো-
চিত্তানি কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তব্যানি, অত্রথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানাহুৎপত্তেরিত্যাহ
—কর্ম্মণামিতি । কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ অনহুষ্ঠানান্নৈকর্ম্ম্যং জ্ঞানং নান্মুতে
ন প্রাপ্নোতি । নহু চ “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমীশ্বস্তঃ প্রব্রজন্তি”
ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্ত মোক্ষান্বয়শ্রুতে: সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি,
কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি । ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃত্যৎ
সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্তাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টিপ্পনী ।—আত্মজ্ঞান-প্রণোদক কর্ম্মাহুষ্ঠান না করিলে কদাচ
চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয় না । চিত্তশুদ্ধি বিনাও জ্ঞানযোগ সম্ভব
হয় না । তাদৃশ অবিশুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানযোগবিহীন ব্যক্তির সর্বকর্ম্ম-
বিহীনতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । কেবল সর্বকর্ম্ম সন্ন্যাস
দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে পারে, যদি এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয়,
তাহারই উত্তরস্বরূপে কহিলেন,—অগ্রে চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সন্ন্যাসগ্রহণে
জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে পারে না; সুতরাং তাহার চরমফলস্বরূপ মুক্তি
কখনও লাভ করিতে পারা যায় না । তাড়াতাড়ি কর্ম্ম করিলে ইষ্ট
অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক । অগ্রে কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি, তৎপরে
সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে তবেই মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়,
নচেৎ নহে ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—জাতু (কস্তাকিদিপি অবস্থান্নাং) কশ্চিৎ (কোইপি

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

জ্ঞানী অজ্ঞানী বা ১) ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মানি অকুর্ম্মাণঃ) ন হি
তিষ্ঠতি, হি (যতঃ) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবপ্রভবৈঃ) গুণৈঃ (রাগদ্বेषাদিভিঃ)
সর্ব্বৈঃ (সর্ব্বোহপি জনৈঃ) অবশঃ (অন্ততঃ সন্) কর্ম্ম কার্য্যভ্যে কর্ম্মানি
প্রবর্ততে) ॥ ৫

অনু ।—কোন অবস্থাতেই [জ্ঞানী বা অজ্ঞানী] কেহই ক্ষণ-
মাত্রও কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না; কারণ প্রকৃতিজাত গুণ
সমুদয় সকলকেই অবশ করিয়া কার্য্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে;
অর্থাৎ তাহারা ইচ্ছা না করিলেও কোন না কোন কর্ম্ম করিতে
বাধ্য হয় ॥ ৫

• স্বামী ।—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেঘনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বল্পপেণাশক্য-
ত্বাদিত্যাহ—ন হি কশ্চিদতি । জাতু কশ্চাঙ্গিদপ্যবস্থান্নাং ক্ষণমাত্রমপি
কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ম্মাণো ন তিষ্ঠতি ।
অত্র হেতুঃ—প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভিঃ গুণৈঃ সর্ব্বোহপি
জনৈঃ কর্ম্ম কার্য্যভ্যে কর্ম্মানি প্রবর্ততে, অবশোহন্ততঃ সন্ ॥ ৫

অনুব্রূয়ঃ ।—যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি (বাক্পাণ্যাদীনি) সংযম্য (নিগৃহ)
মনসা [ভগবদ্ব্যনচ্ছলেন] ইন্দ্রিয়ার্থান্ (বিষয়ান্) স্মরন্ (চিন্তয়ন্)
আস্তে (তিষ্ঠতি) স বিমূঢ়াত্মা (বিমূঢ়চিত্তঃ) মিথ্যাচারঃ উচ্যতে ॥ ৬

অনু ।—যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে
(ভগবদ্ব্যনচ্ছলে) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল চিন্তা করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত
ব্যক্তি কপটাচার বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৬

স্বামী ।—অতোহঙ্কং কর্ম্মত্যাগিনং নিব্রুতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি ।
বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য নিগৃহ যো যস্যস ভগবদ্ব্যনচ্ছলেন

যস্তিস্থিদিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিযয়ান্ স্বরস্রাস্তে অবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্যাভাবাৎ,
স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাস্তিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

অঁশ্বয়ঃ ।—হে অর্জুন ! যস্ত ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) মনসা
নিয়ম্য (ঈশ্বরপ্রবণান্নি কৃষ্ণা) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগঃ (কর্মরূপং যোগম্
উপায়ম্) আরভতে (অহুতিষ্ঠতি) অসক্তঃ (ফলাভিলাষরহিতঃ) সঃ
বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি ; চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ৭

অনু ।—হে অর্জুন ! পরন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে মনে মনে
সংযত করিয়া (ঈশ্বরপ্রতিমুখ করিয়া) কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্মযোগের অহুতান
করেন, ফলাভিলাষশূন্য সেই ব্যক্তিই শ্রেয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিবশতঃ তিনি
জ্ঞানবান্ হন ॥ ৭

স্বামী ।—এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্তিস্থিদিয়া-
নীতি । যস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপ্রবণানি কৃষ্ণা কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ
কর্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অহুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্
স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭*

টিপ্পনী ।—যষ্ঠ শ্লোকে ভগবান্ বাহতঃ লোকদৃষ্টিতে বিষয় স্মৃথে
উদাসীন অথচ অন্তরে বিষয়-স্মৃথ-চিন্তাপরায়ণ অজিতেন্দ্রিয় ভণ্ড সন্ন্যাসী-
দিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া এখানে তদ্বিপরীত-ধর্মী মহাজনদিগের
কথা বলিতেছেন—যিহি শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত
করিয়া ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগের
অহুতান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । এক ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া
জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের দ্বারা মনে মনে বিষয় ভোগে নিরত হইয়া পুরুষার্থ
প্রাপ্ত হইতেছেন । পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া

নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়ো হকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্ৰাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্মণঃ ॥ ৮

শ্রেয়স্ক্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও পুরুষার্থের অধিকারী হইয়া ধন্য হইতেছেন । অনুরূপাদি জীবমুক্ত মহাত্মারাই ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত ॥ ৬ । ৭

অন্বয়ঃ ।—ত্বং নিয়তং (নিত্যম্ অবশ্যকর্তব্যাতরা বিহিতং) কৰ্ম (সঙ্কোচাপাসনাদি) কুরু ; হি (যতঃ) অকৰ্মণঃ (কৰ্মাকরণাৎ) কৰ্ম (কৰ্মাকরণং) জ্যায়ঃ (প্রশস্ততরম্) ; [অন্তথা] . অকৰ্মণঃ (সৰ্বকৰ্ম-শূন্ত) তে (তব) শরীরযাত্ৰাপি (শরীর-নিৰ্বাহোহপি) ন প্রসিধ্যোৎ (ন ভবেৎ) ॥ ৮

অনু ।—তুমি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কৰ্মের অহুতান কর ; কারণ কৰ্ম না করা অপেক্ষা কৰ্ম করা ভাল, সৰ্ববিধ কৰ্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার দেহযাত্ৰাও নিৰ্বাহ হইবে না ॥ ৮

স্বামী ।—নিয়তমিতি । যদ্বাদেবং তদ্ব্যগ্নিরতং নিত্যং কৰ্ম সঙ্কোচাপাসনাদি কুরু, হি যদ্বাৎ অকৰ্মণঃ সৰ্বকৰ্মণোহিকরণাৎ সকাশাৎ কৰ্মাকরণং জ্যায়োহধিকতরম্ । অন্তথা অকৰ্মণঃ সৰ্বকৰ্মশূন্তত্বং তব শরীর-নিৰ্বাহোহপি ন ভবেৎ ॥ ৮

টিপ্পনী ।—কৰ্মশ্রেয়স্ক্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত না করিয়া কৰ্মত্যাগ করিলে চিত্তকে বশীভূত করিতে পারা যায় না ; এদিকে চিত্তজর ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠাও অসম্ভব ; অতএব কৰ্মই জ্ঞাননিষ্ঠার মূল , স্নতক্লান্ত উহা অপরিত্যাগ্য । পক্ষান্তরে চিত্তশুদ্ধি হইলেও কৰ্মত্যাগ করিতে পারা যায় না ; কারণ কৰ্মত্যাগ করিলে দেহযাত্ৰাই নিৰ্বাহ হইতে পারে না । দেহ-যাত্ৰা নিৰ্বাহ করিতে হইলে সকলকেই আপন আপন ধর্মবিহিত কৰ্মদ্বারা জীবিকা নিৰ্বাহ করিতে হইবে । দেহ রক্ষা করিতে না পারিলে কোষায় বা চিত্তশুদ্ধি আর কোষায় বা

যজ্ঞার্থাং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ

অনেন প্রসবিস্বধমেব বোহস্তিষ্ঠকামধুক্ ॥ ১০

উত্তরোত্তর উন্নতিলাভে মোক্ষলাভ ? এতএব সৰ্ববিস্বায় কৰ্ম অবশ্য করণীয় ॥ ৮

অনুয়ঃ ।—যজ্ঞার্থাং (যজ্ঞে বিষ্ণুঃ ; তদারাদনার্থাং) কৰ্মণঃ অগ্ন্যত্র (তদেকং বিনা) অয়ং লোকঃ কৰ্মবন্ধনঃ (কৰ্মভিঃ বধ্যতে ইত্যর্থঃ) ; [অতঃ] হে কৌন্তেয় ! তদর্থং (বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং) মুক্তসঙ্গঃ নিষ্কামঃ) [সন্] কৰ্ম সমাচর (সম্যক্ আচর) ॥ ৯

অনু ।—বিষ্ণুর আরাধনার্থ কৰ্ম ব্যতীত কৰ্মে লোকে আবদ্ধ হয় ; অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনার্থ নিষ্কাম হইয়া কৰ্মের অনুষ্ঠান কর [তাহাতে কৰ্মবন্ধন প্রাপ্ত হইবে না] ॥ ৯

স্বামী ।—সাম্ব্যাস্ত সৰ্বমপি কৰ্ম বন্ধকত্বায় কার্যমিত্যাহন্তগ্নি-রাকুর্বরাহ—যজ্ঞার্থাদিতি । যজ্ঞে বিষ্ণুঃ “যজ্ঞে বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতেঃ, তদারাদনার্থাং কৰ্মণোহন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ কৰ্মভির্বধ্যতে, ন স্বীকৃতারাদনার্থেন কৰ্মণা অতন্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কৰ্ম সম্যগাচর ॥ ৯

অনুয়ঃ ।—প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) পুরা (সর্গাদৌ) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞা-ধিকৃতাঃ) [ব্রাহ্মণাভ্যঃ] প্রজাঃ সৃষ্টা [ইদম্] উবাচ, অনেন (যজ্ঞেন) [যুয়ং] প্রসবিস্বধং (প্রস্বয়ধ্বম্ উত্তরোত্তরামভিভুক্তিং লভধ্বমিত্যর্থঃ) , এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুয়াকম্) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অন্ত ॥ ১০

অনু ।—পুরাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিরাছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ; ‘ইহাই তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্যথ ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্তে স্তেন এব সৃঃ ॥ ১২

স্বামী ।—প্রজাপতিবচনাদপি কৰ্ম্মকৰ্ত্তেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুৰ্ত্তিঃ । যুজেন সহ বৰ্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাজ্ঞাঃ প্রজ্ঞাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্টেঃদযুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রস্বয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিঃ লভধ্বমিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—এব যজ্ঞো বো যুস্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোদ্যৌতি তথা অভীষ্টভোগ-প্রদোহিত্বিত্যর্থঃ । অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককৰ্ম্মোপলক্ষণার্থম্ । কাম্যকৰ্ম্ম-প্রশংসা তু প্রকরণেঃসঙ্গতাপি সামান্ততোহকৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদধ্ব-মিত্যাদৌঃ ॥ ১০

অনুয়ঃ ।—অনেন (যজ্ঞেন) [যুয়ং] দেবান্ ভাবয়ত, (হবি-
র্তাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত), তে দেবাঃ বঃ (যুস্মান্) ভাবয়ন্ত (বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপ-
ত্তিধ্বারেণ সংবর্দ্ধয়ন্ত) ; পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ (এবম্ অন্তোন্তং সংবর্দ্ধয়ন্তঃ)
[দেবা যুয়ঞ্চ] পরং শ্রেয়ঃ (অভীষ্টমর্থম্) অবাপ্যথ (প্রাপ্যথ) ॥ ১১

অনু ।—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে [স্বতাহতিবিভাগদ্বারা]
সংবর্দ্ধিত কর, দেবগণও [বৃষ্ট্যাদিদ্বারা অন্নোৎপত্তিনিবন্ধন] তোমাদিগকে
সংবর্দ্ধিত করুন ; এইরূপে পরম্পর সংবর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা
পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥ ১১

স্বামী ।—কথমিষ্টকামদোস্তা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি ।
অনেন যজ্ঞেন যুয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবিত্রাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো
যুস্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্ত বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিধ্বারেণ, এবমন্তোন্তং সংবর্দ্ধয়ন্তো
দেবকশ্চ যুয়ঞ্চ পরম্পরং শ্রেয়োহভীষ্টমর্থং প্রাপ্যথ ॥ ১১

অনুয়ঃ ।—দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) যজ্ঞভাবিতাঃ (তুষ্টিং প্রাপিত্বাঃ)

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিঞ্চিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

বঃ (যুযুভাম্) ইষ্টান্ (অভিলষিতান্) ভোগান্ (ভোগাপদার্থান্) দাস্তন্তে (দাস্তন্তি) ; হি (অতঃ) তৈঃ (দেবৈঃ) দন্তান্ (অন্নাদিভোগ্য-পদার্থান্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (পঞ্চযজ্ঞাদিভিঃ অদত্ত্বা) যঃ ভুঙক্তে (উপযুঙক্তে) সঃ (স্বয়ং ভোক্তা) স্তেনঃ (চোরঃ) এব [জ্ঞেয়ঃ] ॥ ১২

অনু ।—যজ্ঞঘরা সংবদ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য পদার্থনিচয় প্রদান করিবেন; অতএব সেই দেবগণপ্রদত্ত অন্নাদি বস্তুসমুদয় তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে চোর; [ইহা জানিবে] ॥ ১২

স্বামী ।—এতদেব স্পষ্টীকূৰ্ণন কৰ্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি । যজ্ঞভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্টাদিদ্বারেণ বো যুযুভাং ভোগান্ দাস্তন্তে, হি অতো দেবৈর্দন্তানন্নাদীন এভ্যঃ দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙক্তে, স চোর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞশেষভোজিনঃ) সন্তঃ (সাধবঃ) সৰ্বকিঞ্চিধৈঃ (সৰ্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে ; যে ভু আত্মকারণাৎ (আত্মনো ভোজনার্থমেব) পচন্তি [ন ভু দেবার্থং], তে পাপাঃ (ছুরাচারাঃ) অঘং (পাপম্) এব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

অনু ।—যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সৰ্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন ; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১৩

স্বামী ।—অতশ্চ যজ্ঞস্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । বৈষদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেহন্নন্তি, তে পঞ্চহ্ননাদিকৃতৈঃ সর্কৈঃ কিঞ্চিৎমুচ্যন্তে । পঞ্চহ্ননাশ স্বভাবুজাঃ,—“কণ্ডনী পেষণী চূর্ণী উদহৃতী

অন্নাস্তবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্তাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাস্তবন্তি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্মসম্ভবঃ ॥ ১৪

চ মার্জ্জনী । পঞ্চসূনা গৃহস্থস্ত তাভিঃ স্বৰ্গং ন বিদ্যতি ” যে স্বাস্থ্যনো-
ভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবার্থং তে প্যুপা হুতাচারা অথমেব
ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—যাহারা নিষ্ঠাসহকারে প্রতিদিন অবশ্যকরীয় বৈশ্ব-
দেবাদি যজ্ঞদ্বারা *ভক্ষ্য পদার্থসমূহ দেবাদেদেবে উৎসর্গ করিয়া তদবশিষ্ট
অব্য ভোজনে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাহারাষ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে
সাধু পুরুষ বলিয়া গণ্য এবং তাহারাষ্ট যজ্ঞপুরুষের প্রকৃত ভক্ত । তাদৃশ
ব্যক্তিগণ বিহিত কৰ্মের অকরণ প্রসূত পাপ কিংবা পঞ্চসূনাজনিত যাবতীয়
পাপ হইতে বিমুক্ত হন । স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “গৃহস্থগণের গৃহে
উদ্বৃণ, ষাঁতা, চুলী, (চুলা) জলকুম্ভ ও সন্মার্জ্জনী, (বাঁটা) এই পঞ্চসূনা
অর্থাৎ প্রাণিহিংসার স্থান বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে । ইহার জন্ত তাহারা
স্বর্গে যাইতে পারে না ।” এই পঞ্চসূনাজনিত পাপের নিরাকরণার্থে উক্ত
স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চসূনাজনিত পাপের ধ্বংস হয় ।
পঞ্চযজ্ঞ যথা—অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ । হোমো দৈবো
বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥” পরন্তু যাহারা দেবাদেদেবে কোন
যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল আত্মোদার-পূরণার্থে খাদ্য পাক করে,
তাহারা পাপই ভক্ষণ করে ॥ ১৩

অন্নয়ঃ ।—ভূতানি (প্রাণিনঃ) [শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাং]
অন্নাদ্ ভবন্তি (উৎপত্তস্তে), পৰ্জ্জন্তাং (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ (অন্নস্ত সম্ভবঃ
উৎপত্তিঃ) [ভবতি] ; যজ্ঞাং পৰ্জ্জন্তঃ ভবতি ; যজ্ঞঃ কৰ্মসম্ভবঃ (কৰ্মণা
যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৪

* অন্নু ।—জীবগণ [শুক্রশোণিতাদিরূপে পরিণত] অন্ন হইতে

কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাকরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

উৎপন্ন হয় ; বৃষ্টি হইতে অগ্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে সেই বৃষ্টির উৎপত্তি এবং কৰ্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪

স্বামী ।—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কৰ্ম কৰ্তব্যমিত্যাহ—অন্ন-
দ্বিত্তি ত্রিভিঃ । অন্নচ্ছূক্ৰশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতান্নাৎপত্ত্বন্তে,
অন্নস্ত চ সত্ত্ববঃ পৰ্জ্বস্তাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ পৰ্জ্বস্তো যজ্ঞাস্তবতি, স চ যজ্ঞঃ কৰ্ম-
সমুদ্ভবঃ কৰ্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্ব্যত ইত্যর্থঃ । “অগ্নৌ
প্রোতাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টৈরন্নং ততঃ
প্রজা” ইতি শ্রুতে: ॥ ১৪

অঙ্ঘরঃ ।—[তচ্চ যজমানব্যাপাররূপং] কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্ম
বেদঃ, তস্মাৎ প্রবৃত্তং) বিদ্ধি (বিজানীহি), ব্রহ্ম (বেদ) অঙ্কর-
সমুদ্ভবম্ (অঙ্করাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং) [জানীহি] ; তস্মাৎ সৰ্ববগতম্
[অপি] ব্রহ্ম নিত্যং (সৰ্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং (যজ্ঞেন উপায়ভূতেন
প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ) ॥ ১৫

অনু ।—[সেই যজমানাদির কার্যরূপ] কৰ্ম বেদ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে ; বেদও পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ; অতএব সৰ্বব্যাপী পরব্রহ্ম
সৰ্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ একমাত্র যজ্ঞরূপ উপায়ে পরব্রহ্মকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৫

স্বামী ।—তথা কৰ্ম্মেতি । তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কৰ্ম ব্রহ্মো-
দ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাধ্যঃ ব্রহ্ম অঙ্করাৎ
পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, “অস্ত মহতোভূতস্ত নিঃসৃজিতমেতদ্ ঋগ্বেদো
বজ্রকর্ষদঃ সামবেদঃ” ইতি শ্রুতে: । যত এবমঙ্করাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভি-
প্রোতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সৰ্ববগতমপ্যঙ্করং ব্রহ্ম নিত্যং সৰ্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং
যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি । “উত্তমম্ভা

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নামুবর্তয়তীহ য: ।

অঘায়ুরিঙ্গিরারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

সদা লক্ষ্মী: ইতিবৎ । যদা যশ্চাজ্জগচ্চক্রমলং কৰ্ম্ম, তস্মাৎ সৰ্ব্বগত-
মজ্জার্থবান্দৈ: সৰ্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিহু গতং স্থিতমপি-
বেদাখ্যং ব্রহ্ম সৰ্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্যরূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম
কর্তব্যমিত্যর্থ: ॥ ১৫

অম্বয়: ।—হে পার্থ ! এবম্ (ইথং) প্রবর্তিতং চক্রং য: ইহ
ন অমুবর্তয়তি (নামুভিষ্ঠতি) স অঘায়ু: (অঘং পাপরূপম্ আয়ুৰ্ভূতং
পাপময়জীবন ইত্যর্থ:) ইঙ্গিরারাম: (ইঙ্গিরৈর্বিষয়েষেব রমতে ন তু জীৱা-
রাধনার্থে কৰ্ম্মণি) অত: মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি (বুথৈব তন্ত জন্ম
ইত্যর্থ:) ॥ ১৬

• অনু ।—হে পার্থ ! ইহলোকে যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্তিতচক্রের
অম্বসরণ না করে, সে ব্যক্তি পাপময়-জীবন বিষয়ভোগরত ; অতএব
সে বুধা জীবন ধারণ করে ; [তাহার জীবন বুধা] ॥ ১৬

স্বামী ।—যশ্চাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কৰ্ম্মাদি-
চক্রং প্রবর্তিতং, তস্মান্ভদুক্করতো বুথৈব জীবতিমিত্যাহ—এবমিতি ।
পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্ বেদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণ: পুরুষাণাং কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তিস্তত:
কৰ্ম্মনিষ্পত্তিস্তত: পৰ্জ্জন্তন্ততোহনং ততো ভূতানি, ভূতানাং পুনস্তথৈব
কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্তিতং চক্রং যো নামুবর্তয়তি নামুভিষ্ঠতি স:
অঘায়ু: অঘং পাপরূপমায়ুৰ্ভূতং স:, যত: ইঙ্গিরৈর্বিষয়েষেব রমতে ন
জীৱারাদনার্থে কৰ্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬

টিপ্পনী ।—যে ব্যক্তি ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকোক্ত ভগবদ্বিধারিত
কৰ্ম্মচক্রের অম্ববর্তন না করে, তাহার জীবন পাপময় । তাদৃশ বিষয়
ভোগ-নিরত ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকর জীবনের ভায় বহন নিরর্থক । কারণ,

যস্তাত্মরতিরেব শ্রাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মশ্চেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

মৃত্যু হইলে পরজন্মে সে ব্যক্তি পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুযোগ পাইতে পারে ; অধিকন্তু তাদৃশ পাপময় জীবন যতদিন ইহলোকে অবস্থান করিবে, ক্রমাগত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহার পাপভার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অতএব মৃত্যুই তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কথঞ্চিৎ শুভকর। প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা লাভার্থ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের কর্তব্যতা প্রতি-পাদনজন্য “ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া “শরীরষাভ্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্ম্মণঃ” ইত্যাদি ৮ম শ্লোক পর্য্যন্তের অবতারণা। তৎপরে “যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহনৃত্র” ইত্যাদি ৯ম শ্লোক হইতে “মোঘং পার্থ স জীবতি” পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানবিহীন জনের কর্ম্ম-অনুষ্ঠানবিষয়ক হেতুবাদ-সমূহ এবং অকরণে দোষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে ॥ ১৫। ১৬

অনুয়ঃ ।—যস্ত মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মশ্চেব রতিঃ প্রীতির্ষস্য তাদৃশঃ) আত্মতৃপ্তশ্চ এব (আত্মশ্চেব তৃপ্তঃ স্থানদানুভবেন নিবৃত্তশ্চ) [অতএব] আত্মনি এব (স্বস্তিস্নেহে ন তু ভোগ্যপদার্থেষু) সন্তুষ্টঃ (ভোগা-পেক্ষারহিত ইতি ভাবঃ) তস্য কার্যং (কর্তব্যং কর্ম্ম) ন বিদ্যতে (নাস্তি) ॥ ১৭

অনু ।—কিন্তু যিনি আত্মাতেই প্রীতি অনুভব করেন ও আত্ম-তেই পরিতৃপ্ত (ভোগাদিতে নহেন), আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাহার কর্তব্য কার্য কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজাম যোগী এবং মুক্ত পুরুষ ॥ ১৭

স্বামী ।—তদেবং “ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদিনা অজ্ঞানান্তঃ-করণশূন্যার্থং কর্ম্মযোগমুক্তা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—বস্তুিতি ষাভ্রাষ্ ।

নৈব তস্ম কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ম সৰ্বভূতেষু কশ্চিদৰ্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

আত্মন্তেব রতিঃ প্রীতির্ভূত সঃ, ততশ্চাত্মন্তেব তৃপ্তঃ স্বানন্দাহুভবেন নিবৃত্তঃ ।
অত এবাত্মন্তেব সন্তুষ্টির্ভোগাপেক্ষারহিতো যন্তস্ম কৰ্তব্যঃ কৰ্ম নাস্তীতি ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—যাহারা ইন্দ্রিয়রাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখসাধনকেই জীব-
নের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহারা শ্রম চন্দন রমণী
লাভে প্রীতি অহুভব করে, সুস্বাদু অন্নপানাদি লাভে তৃপ্তি বোধ করে
এবং ধন পুত্র পশু প্রভৃতি লাভে পরম তুষ্টি অহুভব করিয়া কৃতার্থম্ভূত
হয় । এই সকলের অভাব ঘটিলে তাহাদের চিত্তে অসুখ অসন্তোষ
ঘটিয়া থাকে । পক্ষান্তরে যাহারা পরমার্থদর্শী তাদৃশ মহাত্মারা বিষয়-
সুখের বিন্দুমাত্রও কামনা করেন না ; তাহারা পরমানন্দের অধিকারী ;
সুতরাং বৈতদর্শনের অভাব নিবন্ধন বিষয়সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে
করেন । তাহারা আত্মাকেই পরমানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ
হইয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের সকল রতি—সকল তৃপ্তি এবং সর্ববিধ
সন্তোষ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ; অতএব কোন প্রকার
লৌকিক বা বৈদিক কার্যে তাহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—ইহ (সংসারে) তস্ম কৃতেন (অহুষ্টিতেন কর্মণা)
অর্থঃ (পুণ্যং) নৈব [অস্তি] অকৃতেন (অনহুষ্টিতেন কর্মণা) [চ]
কশ্চন (কোহপি প্রত্যাবাররূপঃ অর্থঃ) ন [বিজতে] সৰ্বভূতেষু (ব্রহ্মাদি-
স্বাবরাত্তেষু) অস্ম কশ্চিৎ অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ (অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়ঃ
ন [অস্তি] ॥ ১৮

অনু ।—এই সংসারে কর্মের অহুষ্ঠানে তাহার কোনও পুণ্য হয়
না, অহুষ্ঠান না করিলেও পাপ হয় না ; সৰ্বভূতে তাহার মোক্ষার্থ
কোন আশ্রয়ণীয়ও নাই ; অর্থাৎ মোক্ষার্থে কাহারও আশ্রয় তাহাকে
লাইতে হয় না ॥ ১৮

স্বামী ।—তত্র হেতুমাং—নৈবেতি । কৃতেন কর্মণা তত্তার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোহপি প্রত্যবায়োহস্তু । “তস্মাৎ তদেবাং ন প্রিয়ং যদেতন্মমুখ্যা বিদুঃ” ইতি শ্রুতেশ্চোক্ষে দেবকৃতবিরসসম্ভবাং তৎপরিহারার্থং কর্মভির্দেবাঃ সেব্য ইত্যশঙ্ক্যোক্তং, সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদি-
 স্থাবরাস্থেষু ন কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয় আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ । অর্থো মোক্ষে আশ্রয়ীয়োহস্ত নাভীতার্থঃ । বিদ্বাভাবস্তা শ্রুতৌবোক্তত্বাৎ । তথাচ
 শ্রুতিঃ—“তস্ত হ ন দেবাস্চ নাভূত্যা ঈশতে । আত্মা হেবাং সম্ভবতি” ইতি ।
 হনেন্ত্যব্যয়মপ্যার্থে, দেবা অপি তস্তাত্মতত্ত্বজ্ঞস্তা অভূতৈঃ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধনায়
 নেশতে ন শক্নুবস্তীতি শ্রুতেরর্থঃ । দেবকৃতাস্তা বিদ্বাঃ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ
 প্রাগেব “যদেতদ্ ব্রহ্ম মমুখ্যা বিদুস্তদেবৈবাং দেবানাং ন প্রিয়ম্” ইতি শ্রুত্যা
 ব্রহ্মজ্ঞানৈশ্চৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিরকর্তৃত্বস্তা স্মৃতিত্বাৎ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—১৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির
 কোন প্রকার কর্মের আবশ্যকতা নাই । ইহাতে এক্ষণ আশঙ্কা হইতে
 পারে যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় প্রত্যবায় পরি-
 হারার্থ কর্মামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন
 —আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির অমুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা অস্ত্র কোন ফলপ্রাপ্তির কথা দূরে
 থাকুক, মুক্তিরূপ ফলও তাঁহার পক্ষে নিম্প্রয়োজন । কারণ তিনি স্বর্গ-
 প্রাপ্তিরূপ লোভনীয় অভ্যুদয়ও চান না ; তাঁহার নিঃশ্রেয়স সাধনে
 কর্মের সাধ্য নাই ? শ্রুতি বলেন—কর্ম যাহার আসক্তি নাই, তাদৃশ
 ব্যক্তির পক্ষে নিত্য মোক্ষ স্থিরীকৃত হইয়াই আছে ; কিন্তু তাহা অমুষ্ঠিত
 কর্মদ্বারা লভ্য নহে । অজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র প্রতিবন্ধক । যাহার
 হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার আর কর্মসাধ্য বা জ্ঞানসাধ্য ফলের
 আবশ্যকতা কি ? নিত্য কর্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় বটে ; কিন্তু যিনি
 কর্মের অতীত—যিনি আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহার পক্ষে তাদৃশ প্রত্যবায়
 অসম্ভব । অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মকৃত স্তব পর্যাস্ত কোন পদার্থের সহিত
 কোনরূপ প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই । অর্থাৎ কোন ভূতবিশেষকে অবলম্বন

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসন্তো হ্যাচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

কৰ্ম্মণৈব হি স্নংসিদ্ধিমান্স্থিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তুমৰ্হসি ॥ ২০

করিয়া কোনরূপ জিয়াসাধ্য পুণ্যসঙ্করের প্রয়োজন নাই ; প্রতি বলেন — “ঈদৃশ প্রয়োজনবিহীন জ্ঞানীর সম্বন্ধে মোক্ষের প্রতিকূলতাচরণে দেবতাও অসমর্থ ।” অতএব কোনরূপ বিঘ্নের প্রতিকার সম্পাদনার্থ দেবারাধনরূপ কৰ্ম্মও তাঁহার নিপ্রয়োজন । ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানী জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ সর্বথা কৰ্ম্মাভীত ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—তস্মাৎ (কারণাৎ) অসক্তঃ (আসক্তিরহিতঃ) [সন্] সততং (সৰ্বদা) কার্য্যম্ (অবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কৰ্ম্ম) সমাচর (সম্যগহুতিষ্ঠ), হি (যস্মাৎ) অসক্তঃ [সন্] কৰ্ম্ম আচরন্ (অহু-তিষ্ঠন্) পুরুষঃ (জনঃ) [জ্ঞানদ্বারা] পরং (মোক্ষম্) আপ্নোতি ॥ ১৯

অনু ।—অতএব তুমি ফলকামনাশূন্য হইয়া সৰ্বদা অবশ্য কর্তব্য কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান কর ; কারণ ফলাসক্তিহীন ব্যক্তি কৰ্ম্মাচরণ করিয়া [জ্ঞানদ্বারা] মোক্ষ লাভ করেন ॥ ১৯

স্বামী ।—যস্মাদেবভূতশ্চ জ্ঞানিন এব কৰ্ম্মানুপযোগো নান্তশ্চ, তস্মাত্ত্বং কৰ্ম্ম কুর্ষিত্যাহ—তস্মাদ্ভিত্তি । অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্য-মবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কৰ্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কৰ্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিং জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টিপ্পনী ।—আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে কৰ্ম্ম নিপ্রয়োজন, তুমি ত আত্মজ্ঞান নহ—অতএব তোমাকে অবশ্যই কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিতে হইবে ; কিন্তু নিষ্কাম হইতে হইবে । অগ্নিচ প্রতিনিরত কৰ্ম্ম করা চাই ; ইচ্ছানুসারে করিলে চলিবে না । ফলকামনা ত্যাগ করিয়া ভগবদ্বন্দ্বেশে কৰ্ম্ম করিতে

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

করিতে ক্রমশঃ চিন্তাশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ হইলে পুরুষ অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—জনকাদয়ঃ কর্মণা এব [শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তাঃ] সংসিদ্ধিং (সম্যক্ জ্ঞানম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ; [যত্বেণ স্বমাখ্যানং সমাগ্ জ্ঞানিনমেব মন্তসে, তথাপি কর্মাচরণং ভদ্রমেব] ; লোকসংগ্রহম্ (লোকস্ত স্বধর্ম্মে প্রবর্তনম্) অপি সংপত্ত্বন্ (পর্যালোচয়ন্) [ত্বং] [কর্ম] কর্ত্তুম্ এব অহিসি ॥ ২০

অনু ।—জনকাদি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সংসিদ্ধি (সম্যক্ জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন ; যদিও তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানীই মনে কর, তথাপি] লোকসংগ্রহ পর্যালোচনা করিয়াও অর্থাৎ লোক সূক্তের স্বধর্ম্ম পালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম করাই উচিত ; [কর্মভ্যাগ উচিত নহে] ॥ ২০

স্বামী ।—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণেবেতি । কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তাঃ সংসিদ্ধিং সমাগ্জ্ঞানম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । যত্বেণ স্বং সমাগ্জ্ঞানিনমেবাখ্যানং মন্তসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং, ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাदि । লোকস্ত সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্তনং, যদা কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোহপি করিষ্যতি, অত্রথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনোক্তো নিম্নধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং সংপত্ত্বন্ কর্ম্ম কর্ত্তুম্এবাহিসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—শ্রেষ্ঠঃ [জনঃ] যদ্ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ (প্রাকৃতে জনঃ) তত্তদেব [আচরতি], সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) [কর্ম্মশাস্ত্রং তদ্বিত্তিশাস্ত্রং বা] যৎ প্রমাণং কুরুতে (মন্ততে), লোকঃ স্তৎ অনুবর্ত্ততে [অনুকরোতি] ॥ ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাণ্ডমবাণ্ডব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

যদি হুহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতদ্বিতঃ ।

মম বজ্রানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

অনু । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, সাধারণ মানবগণও সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্থির করেন, লোকে তাহাই মানিয়া চলে ॥ ২১

স্বামী ৭—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা তথাহ—যদ্ব দিতি । ইতরঃ প্রাকৃতোহপি জনস্তত্তদেবাচরতি, স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তদ্বিত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং কুরুতে মন্ততে তদেব লোকোহপ্যনুসরতি ॥ ২১

ভ্রাতৃভয়ঃ ।—হে পার্থ ! মে (মম) কর্তব্যং নাস্তি ; [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু [মম] অনবাণ্ডম্ (অপ্রাপ্তব্যম্) অবাণ্ডব্যং (প্রাপ্যং) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন [অস্তি], [তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে এব (কর্ম্ম করোম্যেব) ॥ ২২

অনু ।—হে পার্থ ! আমার কোন কর্তব্য নাই ; কারণ ত্রিলোকে এমন কিছু নাই, যাহা আমি পাই নাই বা যাহা আমার পাইবার যোগ্য, তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই আছি ॥ ২২

স্বামী ।—অজ চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ । হে পার্থ ! মে কর্তব্যং নাস্তি; যতস্ত্রিষুপি লোকেষু অনবাণ্ডমপ্রাপ্তং সৎ অবাণ্ডব্যং প্রাপ্যং কিঞ্চন নাস্তি ; তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্ত এব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২

ভ্রাতৃভয়ঃ ।—হে পার্থ ! যদি অহং জাতু (কদাচিত্) অতদ্বিতঃ (অন-লসঃ) [সন] কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (কর্ম্ম নানুভিষ্ঠেয়ং) [তদা] হি (নিশ্চিতমেব) মনুষ্যাঃ মম বজ্র (মার্গং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈণেব প্রকারেণ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুবর্ত্তেয়ন) ॥ ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুৰ্য্যাং কৰ্ম্মচেদহম্ ।

সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা শ্চামুপহন্ত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

অনু ।—হে পার্থ ! যদি আমি অনলস হইয়া কদাচিৎ কৰ্ম্মের
অহুষ্ঠান না করি, তবে সকলেই সৰ্ব্বপ্রকারে আমার পথ অহুসরণ করিবে
অর্থাৎ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩

স্বামী ।—অকরণে লোকস্ত নাশং দর্শয়তি—যদি হুমিতি । জাতু
কদাচিদভিত্তিতোহনলসঃ সন্ যদি কৰ্ম্মণি ন বর্ন্তেয়ং কৰ্ম্ম নাহুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি
মমৈব বন্ধু মার্গং মুখ্যা অহুবর্ন্তেহহুবর্ন্তেরমিত্যর্থঃ ॥ ২৩

অনুয়ঃ ।—চেৎ (যদি) অহং কৰ্ম্ম ন কুৰ্য্যাং, [তর্হি] ইমে
লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (কৰ্ম্মলোপেন নশ্বেয়ুঃ) ; [তথা সতি] [অহং] চ
সঙ্করস্ত (বর্ণসঙ্করস্ত) কৰ্ত্তা শ্চাং (ভবেয়ম্) ; [এবমহমেব] ইমাঃ প্রজাঃ
উপহন্তাং (মলিনীকুৰ্য্যাম্) ॥ ২৪

অনু ।—যদি আমি কৰ্ম্ম না করি, তবে এই সমুদয় লোক কৰ্ম্ম-
লোপবশতঃ বিনষ্ট হইবে ; তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কৰ্ত্তা হইব ;
এইরূপে আমিই এই সমুদয় প্রজাগণকে মলিন করিয়া ফেলিব ॥ ২৪

স্বামী ।—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি । উৎসীদেয়ুঃ কৰ্ম্ম-
লোপেন নশ্বেয়ুঃ । ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ, তস্তাপ্যহমেব কৰ্ত্তা শ্চাং
ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্তাং মলিনীকুৰ্য্যামিতি ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষই যে কেবল কৰ্ম্মের সীমা অতিক্রম
করিয়াছেন, তাহা নহে । যাহারা বিষয়ে অনাসক্ত অথচ জ্ঞানলিপ্সু,
তাহারাও কৰ্ম্মাতীত । রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানদ্বারা
জ্ঞাননিষ্ঠা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—কেহই কৰ্ম্মত্যাগে সিদ্ধিলাভ
করেন নাই । যিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিও লোকহিতার্থ
কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিবেন । কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা কিছু করেন, তদহুবর্তী
জনগণ তাহাই করে । যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কৰ্ম্মত্যাগ করেন, তবে জনসাধারণও

সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্বন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

কৰ্মত্যাগ করিয়া বসিবে । কেবল যে জনকাদি মহাপুরুষগণই এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থল তাহা নহে ; আমি অধিল জগৎস্বামী ভগবান্ ; আমার অপ্ৰাপ্ত কোন বস্তুই নাই—পাইবার যোগ্য কোন পদার্থও ত্রিভুবনে নাই—সুতরাং আমার কর্তব্যও ত্রিজগতে কিছু নাই ; তথাপি আমি সৰ্বদাই কৰ্মে নিযুক্ত রহিয়াছি । আমার কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কৰ্মশূন্য হইয়া কাহারও থাকা উচিত নহে । আমি যদি কৰ্মে অবহেলা করি, তবে জগতীতলস্থ কৰ্মাধিকারী মানবগণও কৰ্মত্যাগ করিয়া বসিবে ; সুতরাং মানবগণ উন্নয়নগামী হইয়া উৎসন্ন দশায় উপনীত হইবে, আর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসূত ব্যভিচার-শ্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সমাজে বর্ণসঙ্করের আবির্ভাব হইবে । অতএব লোকসংগ্রহার্থ জীবনযুক্ত পুরুষেরও কৰ্মত্যাগ করা বিধেয় নহে ॥ ২০—২৪

অনুয়ঃ ।—হে ভারত ! কৰ্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) [সক্তাঃ] অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা [কৰ্ম] কুৰ্বন্তি, লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষুঃ (লোকান্ স্বধৰ্মে প্রবর্তয়িতুং ইচ্ছুঃ) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) [অপি] অসক্তাঃ (অনাসক্তাঃ) [সন্] তথা (তদ্বৎ) কুর্য্যাৎ (অহুতিষ্ঠেৎ) ॥ ২৫

অনু ।—হে ভারত ! কৰ্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অজ্ঞগণ যেন্নাপে কৰ্ম করে, লোকদিগকে স্বধৰ্মে প্রবর্তিত করিতে উৎসুক হইয়া জ্ঞানীও অনাসক্ত হইয়া সেইরূপভাবেই কৰ্ম করিবেন ॥ ২৫

স্বামী ।—তন্মাতাঅবিদ্বাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃৎস্না কৰ্ম কার্য্যমেবেতু্যপসংহরতি—সক্তা ইতি । কৰ্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞীঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি, অসক্তাঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যান্নলোকসংগ্রহং কর্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ . . .

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মণসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

অনুব্যঃ ।—কৰ্ম্মসঙ্গিনাং (কৰ্ম্মাসক্তানাং) অজ্ঞানাং (অবিবেকিনাম্) বুদ্ধিভেদম্ (স্বকৰ্ম্মাশ্রোপদেশেন বুদ্ধেৰ্ভেদম্ অজ্ঞানং) ন জনয়েৎ (কৰ্ম্মণঃ বুদ্ধিবিচালনং ন কৰ্ম্মাদিত্যর্থঃ) ; [অপি তু] বিদ্বান্ (জ্ঞানী) যুক্তঃ (অবহিতঃ) [ভূত্বা] সৰ্বকৰ্ম্মাণি সমাচরন্ (অহুতিষ্ঠন্) যোজয়েৎ (কৰ্ম্মাণি যোজয়েৎ ; তান্ কৰ্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ) ॥ ২৬

অনু ।—জ্ঞানী কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবেন না ; পরন্তু তিনি স্বয়ং অবহিত হইয়া সমুদয় কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করাইবেন ॥ ২৬

স্বামী ।—নহু রূপয়া তত্ত্বজ্ঞানম্বেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি । অজ্ঞানাং মত এব কৰ্ম্মসঙ্গিনাং কৰ্ম্মসক্তানাং কৰ্ম্মাশ্রোপদেশেন বুদ্ধেৰ্ভেদমজ্ঞানং ন জনয়েৎ কৰ্ম্মণঃ সকাশাদ্ বুদ্ধিবিচালনং ন কৰ্ম্মাণ্, অপি তু যোজয়েৎ সেবয়েৎ । যুক্তী শ্রীতিসেবনয়োঃ । অজ্ঞান্ কৰ্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ । কথং ? যুক্তোহবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে ক্রতে সতী কৰ্ম্মসু শ্রদ্ধানিযুক্তেজ্ঞানস্ত চাহুৎপত্তেস্তেবামুভয়ব্রংশঃ শ্রাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬

টিপ্পনী ।—যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই কর্তৃত্বাভিमानে প্রণোদিত হইয়া ফল-কামনায় কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান করিয়া থাকে ; জ্ঞানী মহাত্মারা মানব সমাজের কল্যাণ সাধনায় উহাদিগকে স্বধৰ্ম্মে সৰ্বদা প্রবর্তিত রাখিবার উদ্দেশে স্বয়ং তাহাদেরই মত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেন ; কিন্তু তাহাদের অহুষ্ঠিত কৰ্ম্মে কর্তৃত্বাভিমান বা ফলাভিসন্ধি থাকে না । তাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে যাবতীয় কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন ; তাহাতেই লোকশিক্ষারূপ পরম মঙ্গল সাধিত হয় ; তাহারা কৰ্ম্মত্যাগ করিলে তাহারাও কৰ্ম্মত্যাগ

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

করিয়া প্রভূত অনিষ্টের সৃষ্টি করিবে। পরন্তু যাহারা অনধিকারী এবং অজ্ঞান, তাহারা ফলাভিসন্ধি ও কর্তৃত্বাভিমান সহকারে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদানে কৰ্ম্ম হইতে তাহাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে কৰ্ম্মের প্রতি প্রজ্ঞা না থাকিলে, তাহারা কৰ্ম্ম সাধনে বঞ্চিত হইবে এবং জ্ঞানের অমুৎপত্তি নিবন্ধন জ্ঞানমার্গ তাহাদের সুদূর্লভ হইয়া পড়িবে, তাহাদের উত্তরকূল বিনষ্ট হইবে। তাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ বা অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধ, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিলে তাহাকে ঘোর নরকে নিপাতিত করা হয় ॥ ২৫।২৬

অন্বয়ঃ ।—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিকার্ষ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব-প্রকারেণ) ক্রিয়মাণানি [যানি] কৰ্ম্মাণি, [তানি] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারেণ ইন্দ্রিয়াদিষু আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধিৰ্ঘন্য সঃ) অহম্ [এব] কৰ্ত্তা ইতি মন্যতে ॥ ২৭

অনু ।—কৰ্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে; পরন্তু অহঙ্কারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে আত্মার অধ্যাসে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমিই ঐ সকল কৰ্ম্ম করিতেছি—এইরূপ মনে করে ॥ ২৭ °

স্বামী ।—নহু বিদ্বদপি চেৎ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদ্বদোঃ কো বিশেষ ইত্যশঙ্ক্যোভয়োর্কিশেষঃ দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি স্বাভ্যাম্ । প্রকৃতেগুণৈঃ প্রকৃতিকার্ষ্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সৰ্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কৰ্ম্মাণি তান্নহমেব কৰ্ত্তা করোমীতি মন্যতে । অত্র হেতুঃ—অহমিতি । অহঙ্কারেণেইন্দ্রিয়াদিষু আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধিৰ্ঘন্য ॥ ২৭

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

প্রকৃতে গুণসংযুতাঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু ।

তানকৃত্বানবিদো মন্দান্ কৃত্বান্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অনুয়ঃ ।—হে মহাবাহো ! গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ (নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কৰ্ম্মাণীতি কৰ্ম্মভ্যোহপি আত্মনো বিভাগঃ এতয়োঃ) তত্ত্ববিৎ তু (যথার্থজ্ঞঃ) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়ানি) গুণেষু (বিষয়েষু) বৰ্ত্তন্তে [নাহম্] ইতি মত্বা ন সজ্জতে (কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন কৰোতি) ॥ ২৮

অনু ।—পরন্তু হে মহাবাহো ! “আমি গুণাত্মক নহি” এইরূপে গুণ হইতে এবং “আমার কৰ্ম্ম নাই” এইরূপে কৰ্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য—এতদুভয়ের স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহই বিষয়ে রহিয়াছে, আমি নহি ; এই মনে করিয়া কৰ্ত্তৃত্ব বুদ্ধি করেন না ॥ ২৮

স্বামী ।—বিদ্বাংস্ত তথা ন মত্তত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি । নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কৰ্ম্মাণীতি কৰ্ম্মভ্যোহপ্যাত্মনো বিভাগঃ, তয়োঃ গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ যন্তস্তং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন কৰোতি । তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি । গুণা ইন্দ্রিয়ানি গুণেষু বিষয়েষু বৰ্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮

অনুয়ঃ ।—প্রকৃতেঃ গুণসংযুতাঃ (গুণৈঃ সঙ্গাদিভিঃ সংযুতাঃ হত-বিরেকাঃ) [যে জনাঃ] গুণকৰ্ম্মসু (গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকৰ্ম্মসু চ) [বয়ং কৰ্ম্ম ইতি] সজ্জন্তে (অভিনিবেশযুক্তা ভবন্তি) কৃত্বান্নবিৎ (সৰ্ব্বজ্ঞঃ) তান্ অকৃত্বান্নবিনঃ (অজ্ঞানান্) মন্দান্ (মন্দমতীন) ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অনু ।—যাহারা প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ সঙ্গাদি দ্বারা সম্যক্ রূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হই, (আমিই

ময়ি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্ৰুস্তাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ১০

করিতেছি' এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হয়), সৰ্বজ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পকর্মা সকাম মন্বমতি ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবে না, (অস্থিরচিত্ত করিবেন না) ॥ ২০

স্বামী ।—ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিত্তি । যৈঃ প্রকৃতেভুতৈঃ সজ্জাদিভিঃ সন্মুঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইঞ্জিয়েষু তৎকৰ্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কুৰ্ম ইতি, তান্ অকুৎসবিদো মন্বমতীন কুৎসাবিৎ সৰ্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২০

অনুয়ঃ ।—সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুস্ত (সমৰ্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (অন্তৰ্ধাম্যধীনোহহং কৰ্ম্ম কৰোমীতি দৃষ্টা) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) [অতএব] নির্মমঃ (মমতানুশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ, (ত্যক্তশোকঃ) [সন্] যুধ্যস্ব ॥ ৩০

অনু ।—সৰ্ব কৰ্ম্ম আমাতে সমৰ্পণ করিয়া, “আমি অন্তৰ্ধাম্যধীন অধীন হইয়া কৰ্ম্ম করিতেছি, আমার নিজের কোন কৰ্ম্ম নাই” এইরূপ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ও মমতানুশূন্য হইয়া শৌক পরিত্যাগপূৰ্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০

স্বামী ।—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কৰ্ত্তব্যং, তত্ত্ব নাভ্যপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কৰ্ম্মেব কুৰ্কিতাহ—ময়ীতি । সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুস্ত সমৰ্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তৰ্ধাম্যধীনোহহং কৰ্ম্ম কৰোমীতি দৃষ্টা নিরাশীর্নিষ্কামোহিত এব মংফলসাধনং মদর্থমিদং কৰ্ম্মেত্যেবং মমতানুশূন্য ভূত্বা বিগত-জরস্ত্যক্তশোকস্ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টিপ্পনী ।—অজ্ঞ ও বিজ্ঞের কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে সমতা থাকিলেও কর্তৃত্বাভিনিবেশের সম্ভাব ও অসম্ভাব বশতঃ এতদ্ব্যভিন্ন পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যুম্ভু অজ্ঞ ব্যক্তির কৰ্ম্ম ফলাভিসন্ধিশূন্য ভাবে ভগবানে অর্পিত হওয়ার, অযুম্ভু ব্যক্তির কৰ্ম্মাহুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্ত শ্রীভগবান্ অর্জুনের কৰ্ম্মাধিকারিতা নির্দেশ করিতেছেন ।

যে মে মতমিদং নিত্যমকুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনস্যন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১

পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে, তত্ত্ববিদ ব্যক্তিরও কৰ্ম্ম অবশ্য কর্তব্য ; অৰ্জুন অত্ৰাপি তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন নাই ; সুতরাং তাঁহার পক্ষেও কৰ্ম্ম যে অবশ্য করণীয়, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কৰ্ম্মাধিকারী অজ্ঞ জনেরও কৰ্ম্মাহুষ্ঠান আবশ্যক ; পরন্তু লৌকিক ও বৈদিক সৰ্ববিধ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বাত্মা, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান্ বাহুদেবরূপী ‘আমাতে’ অর্পণ এবং আপনাকে তাঁহার ভৃত্যবৎ অধীন মনে করিয়া, সৰ্বকৰ্ম্ম সেই সৰ্বেশ্বরের অধীনতায় সম্পন্ন হইতেছে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিকাম ভাবে কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান করিতে হইবে । মূলোক্ত “জর” শব্দে সন্তাপজনিত শোক লক্ষিত হইয়াছে । বিহিত কৰ্ম্মের অহুষ্ঠানে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে তাহার নরকে পতন ঘটে । অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি মুমুক্শু, যুদ্ধরূপ বিহিত কৰ্ম্মে তোমার বীতস্পৃহ হওয়া উচিত নহে । মুমুক্শু মাত্রেই মমতা-শূন্য, শোকবিরহিত ও নিকাম ভাবে বিহিত কৰ্ম্ম সম্পাদন করা আবশ্যক, ইহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল ॥ ৩০

অনুব্রূঃ ।—যে মানবাঃ [মদ্বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাধানাঃ) অনস্বরন্তঃ (দুঃখাত্মকে কৰ্ম্মণি মাং প্রবর্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্তন্তঃ মে (মদীয়মিদং) মতং নিত্যং (সদা) অকুতিষ্ঠন্তি, তে অপি (কৰ্ম্ম কুর্ব্বাপা অপি) [শনৈঃ জ্ঞানিবৎ] কৰ্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে ॥ ৩১

অনু ।—[আমার উপদেশ বাক্যে] শ্রদ্ধাবান্ ও “ইনি আমার দুঃখজনক কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিতেছেন” এইরূপ দোষ-দৃষ্টিপরিশৃঙ্খল হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার এই মত সৰ্বদা অহুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কৰ্ম্ম করিয়াও [ক্রমশঃ জ্ঞানীর স্তায়] সকল কৰ্ম্ম হইতেই মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩১

স্বামী ।—এবং কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি ।

যে হেতদভ্যসূয়ন্তো নানুত্তিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

মম্বাক্যে শ্রদ্ধাবস্তোহনস্যন্তো দুঃখাত্মকে কর্মণি প্রবর্তয়তীতি দোষদৃষ্টি-
মকুর্কস্তুচ যে মে মদীয়মিদং মতমনুত্তিষ্ঠন্তি, তেহপি শনৈঃ কশ্চ কুর্বাণাঃ
সমাগ্ জ্ঞানিবৎ কর্মভিমূঢ়্যন্তে ॥ ৩১

টিপ্পনী ।—যে আত্মনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রাদিকারী মানব যথার্থ শাস্ত্র-
সত্ত্ব বোধে আমার অনুমোদিত অভিপ্রায়ের অনুরূপ কর্মানুষ্ঠান করে,
কিংবা যাহারা তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও, তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ অথবা
যাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাশূন্য হইলেও এই কর্মগুণময় শাস্ত্রার্থে দোষ দর্শন
করে না, তাহারা সকলেই সর্ববন্ধনহেতুভূত কর্ম হইতে মুক্তিলাভ করে ।
আর যাহারা আমার অনুমোদিত কর্মানুষ্ঠান করে না, কিন্তু মনপ্রতিপাদিত
শাস্ত্রার্থে অশ্রদ্ধাবান্ বা বিদেষপরবশ নহে, তাহারাও অনতিকালমধ্যে শ্রদ্ধা
ও অবিদেষ হেতু ক্লীণপাপ হইবে ॥ ৩১

অনুয়ঃ ।—যে তু মে (মম) ঐতৎ মতম্ (ঈশ্বরার্থং কর্ম কর্তব্যম্
ইতি অনুশাসনম্) অভ্যসূয়ন্তঃ (দ্বিসন্তঃ) ন অনুত্তিষ্ঠন্তি (নাচরন্তি)
অচেতসঃ (বিবেকশূন্যান্) তান্ সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সৰ্বস্মিন্ কর্মণি ব্রহ্ম-
বিষয়ে চ যৎ জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্) [অতএব] নষ্টান্ বিদ্ধি
(বিজ্ঞানীহি) ॥ ৩২

অনু ।—পরন্তু যাহারা অনুশাসনবশবর্তী হইয়া আমার এই অনু-
শাসন মানিয়া না চলে, বিবেকহীন সেই সকল ব্যক্তি সর্ববিধ কর্মে এবং
ব্রহ্মবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অতএব তাহাদিগকে
বিনষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

স্বামী ।—বিপক্ষে দোষমাহ—যে হেতুদিত্তি । যে তু মে মত-
মীশ্বরার্থং কর্ম কর্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিসন্তো নানুত্তিষ্ঠন্তি, তান্

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অভ্য এষ সৰ্ব্বশ্চিন্ কৰ্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্ঞজ্ঞানং
তত্র বিমুঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

অনুয়ঃ ।—[কা কথা অজ্ঞান] জ্ঞানবানপি স্বস্তাঃ (স্বকীয়াত্মাঃ)
প্রকৃতে: (স্বভাবস্ত) সদৃশম্ (অমূৰূপং) চেষ্টতে ; [যতঃ] ভূতানি
(প্রাণিনঃ) প্রকৃতিং যাস্তি (স্বভাবম্ অমূৰ্বর্ত্তন্তে) [অতঃ] নিগ্রহঃ
(ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অনু ।—[অজ্ঞের কথা আর কি বলিব ?] জ্ঞানবান ব্যক্তিও
স্বকীয় স্বভাবের অমূৰূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন । যখন প্রাণিগণ স্বভাবেরই
অমূৰ্বর্ত্তন করে, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আর কি ফল হইবে ? [কারণ
প্রকৃতিই বলীয়াসী] ॥ ৩৩

স্বামী ।—নহু তর্হি মহাফলত্বাদিঙ্গিয়াণি নিগৃহ্য নিকামাঃ সন্তঃ
সৰ্বেহপি স্বধৰ্ম্মমেব কিং নানুভিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি । প্রকৃতিঃ
প্রাচীনকৰ্ম্মসংস্কারাবীনস্বভাবঃ স্বস্তাঃ স্বকীয়াত্মাঃ প্রকৃতে: স্বভাবস্ত সদৃশ-
মমূৰূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনৰ্ব্রজ্ঞানমজ্ঞচেষ্টত ইতি,
তস্মাদ্ভূতানি সৰ্বেহপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যাস্তি অমূৰ্বর্ত্তন্তে এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়-
নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতেৰ্বলীয়াস্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টিপ্পনী ।—পূৰ্ব্বজন্মাহুষ্ঠিত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মজ্ঞানেচ্ছাজনিত যে সংস্কার বহু
জন্মেও মনুষ্যের হৃদয়ে জাগরুক থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি । এই
প্রকৃতির সংস্কার অতীব বলবান্ । এইরূপ বলবতী প্রকৃতির অধীন হইয়া
জ্ঞানী ব্যক্তিও অমূৰূপ কৰ্ম্মাদ্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তদমূর্ত্তানেই আত্ম-
নিয়োজন করেন । অতএব যখন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণও প্রকৃতির শাসন
অতিক্রম করিতে পারেন না, তখন অজ্ঞ জনের আর কথা কি ? যখন

ইন্দ্রিয়ন্তে ইন্দ্রিয়স্তার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।

• তয়োৰ্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হস্ত্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪

প্রাণিমায়েই প্রকৃতির অস্থবর্তী, তখন তাহাদের তাহাতে নিবারণ করিবার সাধ্যই বা কি ? কিছুতেই এই চিরন্তন অত্যাধিকারী কৰ্ম্ম-হুষ্ঠানপ্রবৃত্তির নিরোধ করিতে পারে না । একমাত্র সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-রূপালক ভক্তিযোগই এই বলীরসী প্রকৃতির হস্ত হঠতে নিষ্কুণ্ঠিলান্তের অমোঘ উপায় । ভক্তচূড়ামণি মহর্ষি বাণীক প্রভৃতি ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত । তাদৃশ সংসঙ্গলাভ ব্যতীত এই প্রকৃতিজনিত দুর্কাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ান্তর নাই ॥ ৩৩

অনুয়ঃ ।— ইন্দ্রিয়ন্ত ইন্দ্রিয়ন্ত (সৰ্কেষামেব ইন্দ্রিয়াণাম্) অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অমুকূলে রাগঃ প্রীতিঃ, প্রতিকূলে চ দ্বেষঃ বিরাগঃ) ব্যবস্থিতৌ (অবশস্তাবিনৌ) ; [তথাপি] তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ (রাগদ্বেষয়োঃ বশবর্তী ন ভবেৎ) হি (যতঃ) তৌ (রাগ-দ্বেষৌ) অস্ত (মুমুক্শোঃ) পরিপস্থিনৌঃ (প্রতিপক্ষৌ) ॥ ৩৪

অনু ।—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অমুকূল বিষয়ে প্রীতি এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশস্তাবী ; তথাপি ঐ রাগদ্বেষের বশবর্তী হইবে না ; কারণ রাগদ্বেষ মুমুকুর প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪

স্বামী ।—নদ্ব্যেব প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্ত প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধি-নিষেৎশাস্তস্ত বৈরর্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়েন্তেতি । ইন্দ্রিয়ন্তে-
 দ্রিয়ন্তেতি বৌদ্ধা প্রত্যেকং সৰ্কেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যুক্তম্ । অর্থে স্ব স্ব-
 বিষয়ে অমুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ
 অবশস্তাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি
 তয়োর্কশবর্তী ন ভবেদिति শাস্ত্রেন নিষ্ম্যতে । হি যস্মাদস্ত মুমুক্শোস্তৌ
 পরিপস্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ । অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্বরূপাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাং স্বনুষ্ঠিতাং ।

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অনবহিতং পুরুষমনর্থহতিগন্তীয়ে শ্রোতসীব প্রকৃতিবল্লাং প্রবর্তয়তি, শাস্ত্রঃ তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বेषপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্তয়তি, ততশ্চ গন্ত্যৈ-শ্রোতঃপাতাং পূৰ্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

টিপ্পনী।—প্রকৃতি রাগ-দ্বেষকে পুরোবর্তী করিয়া মনুষ্যগণকে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে হিতাহিত কার্যে প্রবর্তিত করে। অতএব রাগ-দ্বেষই দাবণীয় অনর্থের মূলীভূত ; ইহা মনে রাখিয়া কদাচ তাহাদের বশীভূত হইবে না। কেবল শাস্ত্রার্থ-বিবেকই মানবগণকে রাগ-দ্বেষের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব শাস্ত্রজ্ঞানবলে রাগদ্বেষ জয় করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ কর এবং পুরুষকারের সাহায্যে ধৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি সাধন ও জ্ঞানার্জনদ্বারা মুক্তি-স্বরূপ পরম মঙ্গল লাভ কর। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বুঝাইবার জন্য মূলে “ইন্দ্রিয়ত্ব” পদের পুনরুক্তি হইয়াছে ॥ ৩৪

অন্বয় ।—বিগুণঃ (কিঞ্চিদজহীনঃ) [অপি] স্বধৰ্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাং (সকলজসম্পূর্ণতা কৃত্যং) পরধৰ্ম্মাং শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) [তত্র হেতুঃ] স্বধৰ্ম্মে [প্রবর্তমানস্ত] নিধনং (মরণম্) [অপি] শ্রেঃ (শুভফলজনকত্বাং প্রশস্ততরঃ) পরধৰ্ম্মঃ [নরকপ্রাপকত্বাং] ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অনু ।—কিঞ্চিৎ অজহীন হইলেও স্বধৰ্ম্ম সম্যকরূপে সৰ্ব্বজ-সম্পন্ন পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ-সাধক ; [কারণ উহা শুভফলজনক]। স্বধৰ্ম্মে থাকিয়া যত্নও ভাল, পরন্তু পরধৰ্ম্ম ভয়াবহ ; [কারণ উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া নরক-সাধক] ॥ ৩৫

স্বামী ।—তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং তজ্জ্ঞা স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধৰ্ম্মস্ত মুক্তাদেদুঃখরূপস্ত যথাবৎ

অৰ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছ্যে বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

কর্তুমশক্যত্যাং পরধর্মস্ত চাহিংসাদেঃ স্বকরত্যাগ্যবিশেষাক্ত তত্র প্রব-
ত্তিতুমিচ্ছহং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি । কিঞ্চিদঙ্গহীনোহপি স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্
প্রশস্ততরঃ, স্বহুষ্টিত্যাং সকলান্ধসম্পূর্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্যাং সকল্যাং । তত্র
হেতুঃ,—স্বধর্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্তমানস্ত নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি-
প্রাপকৃত্যং, পরধর্মস্ত স্বস্ত ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্যাং ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—অৰ্জুন উবাচ—অথ (প্রশ্নে) হে বাঞ্ছ্যে ! (বৃষ্ণি-
বংশাবতীর্ণ কৃষ্ণ !) [পাপং কর্তুম্] অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন
প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) বলাং নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি (অতৃপ্তিষ্ঠতি) ॥ ৩৬

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন—হে বৃষ্ণিকুলসম্বৃত কৃষ্ণ ! ইচ্ছা না
থাকিলেও কাহার প্রেরণায় বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই যেন লোকে
পাপাহুষ্ঠান করে ॥ ৩৬

স্বামী ।—তয়োঁর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মহানো-
হর্জুন উবাচ—অথেতি । বৃষ্ণেবংশেহবতীর্ণো বাঞ্ছ্যে, হে বাঞ্ছ্যে !
অনর্থকপং পাপং কর্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোহয়ং পুরুষঃ পাপং
চরতি? কামক্রোধো বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোহপি পুরুষস্ত পুনঃ পাপে
প্রবৃত্তির্দর্শনাং অতোহপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদिति সম্ভা-
বনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ ।—রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণজাতঃ)

ধূমেনাব্রিয়তে বহির্বিধাদর্শো মলেন চ ।

যথোন্মেনাব্রতো গর্ভস্তথা তেনেদমাব্রতম্ ॥ ৩৮

এষ কামঃ [এব] ; ক্রোধঃ [অপি] এষঃ ; [কার্মো হি কেনচিৎ প্রতি-
হতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে, অতঃ পূর্কঃ পৃথক্বেন উক্তোহপি ক্রোধঃ
কামজ এব ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্য উচ্যতে] ; [অয়ং কামঃ]
মহাশনঃ (ছম্পূরঃ) মহাপাপু। অত্যাগ্রঃ) এনং (কামম্) ইহ (মোক্ষ-
মার্গে) বৈরিণং (শত্রুং) বিদ্ধি ॥ ৩৭

অনু ।—[যৎপ্রেরিত হইয়া লোকে ইচ্ছা না থাকিলেও পাপানু-
ষ্ঠান করিয়া থাকে] সে এই কাম ; ইহাই [আবার] ক্রোধও বটে ;
[কারণ এই কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়,
অতএব কাম ও ক্রোধ অভিন্ন] ; ইহা রজোগুণ হইতে জাত এবং ছম্পূর-
ণীয় ও অত্যন্ত উগ্র ; মোক্ষমার্গে ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭

স্বামী ।—অজ্ঞোত্তরঃ শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ
ইত্যাদি । যস্যস্মৈ পৃষ্ঠো হেতুঃ কাম এব, নহু ক্রোধোহপি পূর্কঃ স্যোক্ত-
“ইন্দ্রিয়শ্চৈন্দ্রিয়স্থানং” ইত্যত্র ? সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধো
ইপোষ কাম এব হি, কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধোন্মেনা পরিণমতে ; অতঃ
পূর্কঃ পৃথক্বেনোক্তোহপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকী-
কৃত্যোচ্যতে । রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা অনেন সমুদ্ভব্যা রজসি ক্লমঃ
নীতে সতি কামোহপি ক্লীয়তে ইতি নৃচিতম্ । এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে
বৈরিণং বিদ্ধি ; অয়ং বক্ষ্যমাণক্রমেণ ইন্তব্য এব যতো নাসৌ দানেন
সদ্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো মহৎ অশনং যন্ত ছম্পূর ইত্যর্থঃ, ন চ
সান্না সদ্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপু। অত্যাগ্রঃ ॥ ৩৭

অনুব্রয়ঃ —যথা [সহজেন] ধূমেন বহিঃ আব্রিয়তে (আচ্ছাদ্যতে),
যথা [আগন্তুকেণ] মলেন আদর্শঃ (দর্শনং) [আচ্ছাদ্যতে] যথা উন্মেন

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুস্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

(গর্তবেষ্টনচৰ্খণা) গর্তঃ [সৰ্বতঃ] আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ), তথা ভেন (কামেন) ইদং (জ্ঞানম্) আবৃতম্ ॥ ৩৮

অনু ।—যেমন [সহজাত] ধূমে অগ্নি এবং [আগন্তুক] মলে দগ্ধ আবৃত হয় এবং যেমন অরায়ুদ্বারা গর্ত [সৰ্বতোভাবে] আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৮

স্বামী ।—কামস্ত বৈরিৎ দর্শয়তি—ধূমের্ভোতি । যথা ধূমেন সহজেন বহিরাগ্নিতে আচ্ছাद्यতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেণ, যথা চোষেন গর্তবেষ্টনচৰ্খণা গর্তঃ সৰ্বতো নিরুদ্ধঃ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮

অনুয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রুণা) এতেন কামরূপেণ দুস্পূরেণ (অপূৰ্ণমাগ্ধেন) অনলেন জ্ঞানিনঃ [অপি] জ্ঞানম্ আবৃতম্ ॥ ৩৯

অনু ।—হে কৌন্তেয় ! [মানবের] চিরবৈরী এই কামরূপ দুস্পূরীয় অগ্নির দ্বারা জ্ঞানীরও জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৯

স্বামী ।—ইদংশব্দনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিৎ ক্ষুটয়তি—আবৃত-মিতি । ইদং বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্ ; অজ্ঞস্ত খলু ভোগসময়ে কামঃ স্নহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিৎ প্রতিপद्यতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্য-নর্থাসুসন্ধানাদুঃস্নহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্ । কিন্তু বিষয়ৈঃ পূৰ্ণ-মাণোইপি যো দুস্পূরঃ অপূৰ্ণমাগন্ত শোকসন্তাপ-হেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন অজ্ঞান্ প্রতি নিজবৈরিভূতম্ ॥ ৩৯

টিপ্পনী ।—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপাতরমণীয় বিষয়ভোগকালে কামকে মিত্র মনে করিয়া থাকে ; কিন্তু পরিণামে তাহাকে দাক্ষণ হৃৎ হেতু

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

বুদ্ধিতে পারিয়া পরম শত্রু বলিয়াই উলপন্ধি করে ; সুতরাং কাম তাহাদের নিত্যবৈরী বা চিরশত্রু নহে । কিন্তু জ্ঞানিগণ উহাকে চিরশত্রু মনে করেন, কারণ ভোগকালেও তাহাদের মনে হয়, পরমশত্রু কামের প্রলোভনে এই অনর্থসঙ্কুল বিষয়-সাগরে নিমজ্জিত হইলাম । ভোগান্তেও তজ্জনিত অমু-
তাপে দক্ষীভূত হন ; সুতরাং কাম জ্ঞানীর নিত্যবৈরী । এই কামের কবলিত হইলে শোক ও সন্তাপ মানবকে দক্ষীভূত করিতে থাকে । এই-
ভঙ্গাই কাম অনলোপম । অপিচ অগ্নি সর্বদহনকারী এবং তাহার বৃত্তি অসীম ; কামও তদমুরূপ—কিছুতেই ইহার তৃপ্তি নাই । বিষয়ভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না ; বরং উত্তরোত্তর বাসনা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । কেবল বিষয়দোষ-দর্শনজনিত তৎসম্বন্ধে বিদেঘই কামকিজয়ের একমাত্র উপায় ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ বুদ্ধিঃ অস্ত্র (কামস্ত্র) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে ; এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানং (বিবেকজ্ঞানম্) আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) দেহিনঃ (জীবঃ) বিমোহয়তি ॥ ৪০

অনু ।—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই কামের আশ্রয় বলিয়া অভি-
হিত হয় ; এই কাম স্বীয় আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন
করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০

স্বামী ।—ইদানীং তস্তাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রি-
য়াণীতি ভাষ্যম্ । বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ
কামস্তাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈ-
রিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনশ্রবণাব্যাপারবন্তিরাপ্রভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং
বিমোহয়তি ॥ ৪০

টিপ্পনী ।—ইন্দ্রিয়নিচয় মন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিষয়গ্রহণ ও ভোগা-

তস্মাস্তমিচ্ছিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপুনাং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

ইচ্ছিয়াণি পুরাণ্যাছরিচ্ছিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২

হুভব করে, এইজন্য তাহাদের সহায়তা ব্যতীত কাম কখনই মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে পারে না ; এজন্য তাহাদিগকে কামের অধিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করা হইল । মানবের জ্ঞান বলবান্ ও সতেজ থাকিলে তাহার পাপপ্রবৃত্তি জন্মে না ; এই জন্যই কাম ইচ্ছিরাদির আশ্রয়ে প্রথমতঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মানবকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত ও বিষয়বিমুক্ত করিয়া ফেলে ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ (বিমোহাৎ পূর্ব-মেব) ইচ্ছিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ (কামস্ত আশ্রয়ভূতানি) নিয়ম্য জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনং পাপুনাং (পাপরূপম্) এনং (কামং) প্রজহি (ঘাতয়) ॥ ৪১

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! অতএব তুমি প্রথমে (বিমোহের পূর্বেই) ইচ্ছিয়গণ মন এবং বুদ্ধি (কামের আশ্রয়গুলি) দমন করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ কামকে বিনাশ কর ॥ ৪১

স্বামী ।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি । তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব-মেব ইচ্ছিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপুনাং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ । জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশকম্ । যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং “তমের ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুরীত” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ।—[দেহাদিভ্যঃ গ্রাহেভ্যঃ] ইচ্ছিয়াণি [স্পন্দস্বাৎ প্রকা-শকস্বাচ্চ] পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহঃ ; ইচ্ছিয়েভ্যঃ [সঙ্করাশ্রয়কং] মনঃ [তৎপ্রবর্তকস্বাৎ] পরং (শ্রেষ্ঠং) ; মনসস্ত [নিশ্চরাস্থিক্য] বুদ্ধিঃ

পর্য (শ্রেষ্ঠা) [সকল নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ] যন্ত বুদ্ধে: পরত: (তৎসাক্ষি-
ত্বেন অবস্থিত:) স [এষ আত্মা] ॥ ৪২

অনুব্রু ।—[দেহাদি গ্রাহ্য পদার্থ অপেক্ষা হৃদয় ও প্রকাশক বলিয়া]
ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা [তাহাদের প্রবর্তক] মন শ্রেষ্ঠ; মন
অপেক্ষা [সকল নিশ্চয়ের পূর্ববর্তী বলিয়া] বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি বুদ্ধিরও
অতীত [সাক্ষিরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ] তিনি
সেই আত্মা ॥ ৪২

স্বামী ।—অথাৎ প্রসন্নতর। চিত্তপ্রতিপাদনে ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্তঃ
শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়গণীতি! ইন্দ্ৰি-
য়াদি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্য: পরাণি শ্রেষ্ঠাত্মাহ: হৃদয়ত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ,
অত এব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপার্থ্যত্বকং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সকলাত্মকং মন:
পরং তৎপ্রবর্তকত্বাৎ, মনসস্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি: পরা নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ
সকলত্বাৎ, যন্ত বুদ্ধে: পরত: তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিত: সর্বান্তর: স আত্মা; তৎ
বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২

টিপ্পনী ।—সেই পরম পুরুষ যে শুদ্ধাত্মস্বরূপ এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদি
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়পঞ্চক যে স্থূল ও জড়
বাহ্যদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই মনোবিগণের সম্মত; কারণ ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়,
প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তরস্থ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের কারণসমূহ পরিদৃষ্ট
হইলেও তাহাদের কার্য হৃদয় ও চক্ষুর অগোচর; ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বস্তু
সকল উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইয়া আমাদের গোচরীভূত হয়; সন্নিহিত
বা দূরস্থ পদার্থমাত্রই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ
দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও আভ্যন্তরিক শক্তিপ্রভাবে স্বকার্য সাধন করে।
সুতরাং জড় ও স্থূল দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ; কারণ কোন বিষয় অবলম্বন না করা মনের কার্য এবং মন

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্ত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুঃসদম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে কৰ্ম্মযোগো

নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক । মন অপেক্ষা বুদ্ধি নিশ্চয়তা সিদ্ধ করিয়া বিষয় বা কার্য্যাবিশেষ অবধারিত করিয়া দেয় ; সেই নিশ্চয়তা সিদ্ধ হইলে মনের সকল জন্মে । যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা প্রধান, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী ও দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থিত, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়াদি স্ব-স্ব-ব্যাপারে বিনি-যুক্ত হুয়, তিনিই আত্মা ॥ ৩২

অনুব্রূঃ ।—হে মহাবাহো ! এবম্ (অনেন প্রকারেণ) বুদ্ধেঃ পরং (শ্রেষ্ঠম্) আত্মানং বুদ্ধা আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) [আত্মানং (মনঃ) সংসৃত্ত্য (নিশ্চলং কৃত্বা) কামরূপং দুঃসদম্ (দুর্জিজ্ঞেয়গতিং) শত্রুং জহি (মারয়) ॥ ৪৩

অনু ।—হে মহাবাহো ! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিধারা মনকে স্থির করিয়া কামরূপ দুঃসদাজেয় শত্রুকে বধ কর ॥ ৪৩ •

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

স্বামী ।—উপসংহরতি—এবমিতি । বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদি-জ্ঞানঃ কামাদিবিজ্ঞানঃ, আত্মা তু নির্জিকারন্তঃসাক্ষীভোবঃ বুদ্ধেঃ পরমা-আত্মনং বুদ্ধা আত্মনা এবজুতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংসৃত্ত্য

নিশ্চয়ং কৃষা কামরূপিণং শত্রুং জহি যারয় । হুরাসদং হুংখেনাসাদনীয়ং
হুর্কিঞ্জেরগতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বধর্মেন যমারাধা ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ ।

তং ক্রুৎ পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্বকর্মাভিঃ ॥

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতায়াং শ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াং সার্মযোগো

নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

টিপ্পনী ।—একণে উপসংহারে তৃতীয় অধ্যায়ের ফলিতার্থ বিবৃত
হইতেছে,—বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের সংযোগনিবন্ধন বুদ্ধির কামাদিরূপ
বিকার উপস্থিত হয়, পরন্তু আত্মা নির্বিকার ও সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত
আছেন । আত্মার এই প্রভেদ ও প্রাধান্ত সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা
আবশ্যক । এইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে নিশ্চরাত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে সঙ্কল্প-
বিকল্পাত্মক মনকে নিশ্চল করিতে পারা যায় । এইরূপ শ্রাণালীর অঙ্গস্বরূপ
করিলে এই কামরূপ হুনিবার শত্রুকে জয় করা সহজ হইয়া উঠিবে । এই
কামরূপ শত্রুকে ধ্বংস করা ও আয়ত্ত করা হুঃসাধ্য ; সুতরাং তজ্জন্ত প্রযত্না-
তিশয়ের প্রয়োজন । যিনি মহাবাহু, তিনি অবশ্যই শত্রুসংহারে সর্বথা
সমর্থ ; সুতরাং অর্জুনের প্রতি এই বৈরিবিনাশব্যাপদেশে “মহাবাহো”
এই সম্বোধন পদ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়া অতীব সঙ্গত হইয়াছে ।
পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই অধ্যায়ের উপসংহারকল্পে বলিয়াছেন—
“ভক্তিসহকারে স্বধর্মপরায়ণ হইয়া পণ্ডিতগণ যাহার আরাধনা করিয়া
মুক্তিলাভ করেন, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকর্মাক্ষাণ্টানকারী
পরিতুষ্ট করা একান্ত বিধেয়” ॥ ৪৩

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্ণাকবেহত্রবীং ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । অহং [পুরা] বিবস্বতে (সূর্য্যায়) ইমম্ অব্যয়ম্ (অব্যয়ফলস্বাৎ অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্ (কথিতবান্), বিবস্বান্ (সূর্য্যঃ) [স্বপুত্রায়] মনবে (শ্রীকৃষ্ণদেবায়) প্রাহ ; মনুঃ [স্বপুত্রায়] ইক্ষ্ণাকবে হত্রবীং ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি প্রাচীনকালে এই অক্ষয় যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম ; সূর্য্য [স্বীয় পুত্র] মনুকে বলেন এবং মনু [নিজ পুত্র] ইক্ষ্ণাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

স্বামী ।—আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিকর্তৃং স্বয়ং হরিঃ । তত্ত্বং পদবিবেকার্থং কৰ্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥ এবং ভাবদধায়দ্বয়েন কৰ্ম্মযোগোপায়ঃ জ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বং পদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তবন্ শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি ত্রিভিঃ । অব্যয়ফলস্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রীকৃষ্ণদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্ণাকবেহত্রবীং ॥ ১

টিপ্পনী ।—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে উপায়ভূত জ্ঞানযোগ এবং উপায়ভূত কৰ্ম্মযোগের বিষয় কথিত হইরাছে । এই যোগদ্বয় বে পরম্পরা-ক্রমে আদিকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরমুপ ॥ ২

অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—এই যে জ্ঞানমিষ্টালক্ষণ ও কর্মনিষ্ঠা-
লক্ষণ সাধ্য ও সাধনভূত যোগদ্বয়ের বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্তন করি-
লাম, তাহা যে অল্পই তোমাকে আমি বলিতেছি, তাহা মনে করিও না ;
হৃষ্টিম্বাদিকালে ক্ষত্রিয়বংশের বীজভূত আদিপুরুষ বিবস্বৎ-দেবকে
(সূর্য্যাকে) আমি তদীয় নিখিলসন্দেহের উচ্ছেদার্থ বলিয়াছিলাম । তাঁহাকে
এই যোগবিষয়ক উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, এই যোগের সাহায্যে
তদীয় বংশাবলী শক্তিশালী হইয়া প্রকৃষ্টরূপে প্রজাপালনাদি রাজকার্য্য-
নির্ব্বাহে সমর্থ হইবে । এই যোগ অব্যয় ; কারণ, ইহা বেদমূলক, মোক্ষ-
প্রদ এবং অব্যভিচারী ফলদায়ক । বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র বৈবস্বত মহত্বে
এবং মহাও স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন ।
অতএব ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । পরমকারুণিক
শ্রীভগবান্ প্রিয়শিষ্য অর্জুনের ভক্তিশ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার আশয়ে এই
যোগের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ব প্রভৃতি কীর্তন করিলেন । অধিকন্তু
এই অক্ষয়ফলপ্রদ যোগের বীজ প্রথমেই ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ ভগবান্
বিবস্বান্কে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহা হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে
ইহা ক্ষত্রিয়কুলেই প্রসারিত হইয়াছিল জানিলে তৎপ্রতি অর্জুনের সমধিক
শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিবে । ১

অন্বয়ঃ ।—এবম্ (ইৎ) রাজর্ষয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি
অন্তেহপি নিমিষ্টমুখাঃ) পরম্পরাপ্রাপ্তং (স্বগিজাদিভিঃ প্রোক্তম্) ইমং
(যোগং) বিদুঃ (জানন্তি স্ম) ; হে পরমুপ ! সঃ (যোগঃ) মহতা
কালেন (কালবশাৎ) ইহ [লোকে] নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নঃ) ॥ ২

অনু ।—এইরূপে [নিমিষ্টপ্রভৃতি] রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত

স এবায়ং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

• ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতুত্বম্ ॥ ২

এই যোগ অবগত ছিলাম । হে পরম্পর ! কালবশে সেই যোগ ইহলোকে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২

স্বামী ।—এবমিতি । এবং রাজানশ্চ তে ঋষশ্চেতি অষ্টোহপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিচ্ছাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমে যোগং বিদুর্জ্ঞানস্তি স্ব । অতুর্জনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরম্পর ! শত্রুতাপন ! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২

অনুয়ঃ ।—[স্বঃ] মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভবসি) ইতি [হেতোঃ] অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ অথ ময়া তে (তুভ্যং) প্রোক্তঃ ; হি (যতঃ) এতৎ উক্তমং রহস্যম্ (অতীব গোপনীয়ম্) ॥ ৩

অনু ।—তুমি আমার ভক্ত এবং সখা ; এইজন্য এই সেই পুরাতন যোগ অথ আমি তোমার বলিলাম ; যেহেতু ইহা অতীব রহস্য (গোপনীয়) ॥ ৩

স্বামী ।—স এবায়মিতি । স এবায়ং যোগোহু য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি, পুনশ্চ ময়া তে তু ভ্যমুক্তঃ, যতস্বং মম ভক্তোহসি সখা চেতি অন্তনৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্যং এতৎ রহস্যম্ ॥ ৩

টিপ্পনী ।—বিবস্থান্ হইতে আরম্ভ করিয়া শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে (ইচ্ছাকু-পুত্র) প্রভৃতি রাজর্ষিগণ স্ব স্ব পিত্রাদির নিকট হইতে এই পরম-গুহ্য যোগ পাইয়া আসিতেছেন ; অতএব অনাদি-বেদমূলক ও অনন্ত-ফলদায়ী বলিয়া ইহা অকৃত্রিম ও নিরতিশয় প্রভাবশালী । পরন্তু ধর্মহ্রাস-কারী সুদীর্ঘ কালান্তর বশতঃ অধুনা এই যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । স্বাপরমুগাবসানে লোকসকল দুর্কলচিত্ত, ইন্দ্রিয়পরবশ, সুভরাং অনধিকারী হইয়া বিধের কর্ণে আত্মাহীন হইয়া উঠিয়াছে । “পরম্পর” এই সন্মোক্ষন

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং স্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবস্বান্ যেমন প্রচণ্ড তাপে ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থনিচয়কে প্রভঞ্জন করেন, তুমিও সেইরূপ স্বীয় শৌর্য্য, বিবেক এবং তপস্বীদ্বারা কামক্রোধাদি রিপুকুলকে নিষ্কীর্ণ করিতে পারিয়াছ ; সুতরাং তুমি এই যোগের প্রকৃত অধিকারী ; আর বংশবিবেচনার তুমি এই যোগের পূর্ণাধিকারী । অতএব ইহা তোমার একান্ত অবলম্বনীয় । বিশেষতঃ পুরুষার্থকামীর পক্ষে এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই । তোমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া এই যোগের উপদেশ দিতেছি । এই যোগ অতীব গুঢ় এবং এতই রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন যে, প্রকৃত পাত্র এবং যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যায় না ॥ ২ । ৩

অন্বয়ঃ । — অৰ্জুন উবাচ — ভবতঃ জন্ম অপরম্ (অর্কাচীনং পরবত্তি ইত্যর্থঃ) বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্ত) জন্ম পরং (প্রাক্কালীনং) [তস্মাৎ] স্বম্ আদৌ [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রোক্তবান্ ইত্যেতৎ কথং বিজানীয়াম্ (জাতুং শক্যাম্) ? ॥ ৪

অনু । — অৰ্জুন কহিলেন — তোমার জন্ম পরে হইয়াছে, সূর্য্যের জন্ম তোমার পূর্বে হইয়াছে, অতএব তুমি সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছিলে, ইহা আমি কিরূপে জানিব ? ॥ ৪

স্বামী । — ভগবতো বিবস্বন্তঃ প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্চন্নর্জুন উবাচ — অপরমিতি । অপরম্ অর্কাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম; তস্মাৎ আধুনিকত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে স্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জাতুং শক্যাম্ ॥ ৪

টিপ্পনী । — আত্মা জন্ম-মরণহীন এবং দেহ জন্ম-মরণধর্মী, একথা ইতঃপূর্বে শ্রীভগবান্ বিবিধ বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; সুতরাং সে

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তান্নহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ ৫

সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও অর্জুন যে এক্ষণে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত করিলেন, আপাতদৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারে ; কারণ ভগবদ্রূপে তাদৃশ বচন-পরম্পরা শ্রবণে আত্মার অজরত্ব ও অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে । দেহের জন্ম ও বিনাশ আছে ; শ্রীকৃষ্ণের যে দেহ তৎকালে অর্জুনের সারথিরূপে রথে পরিদৃশ্যমান হইতেছিল, তাহা নিতান্ত আধুনিক ; আর সূর্য্যের যে দেহ চিরকাল গগনমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত ; অতএব এই দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই সূর্য্যদেবকে উপদেশ দেওয়া অসম্ভব, অতএব এই প্রশ্নটি অসঙ্গত নহে । এই দেহেই অথবা দেহান্তরে সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই জানিবার জন্য অর্জুনের এই প্রশ্নের অবতারণা । যদি তিনি কোন পূর্বজন্মে এই কার্য্য করিয়া থাকেন, অসর্বজ্ঞ মানবদেহ ধারণ করিয়া তৎপূর্ব-জন্ম-জানিত ঘটনা স্মরণ করা এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব । যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে আমিও ত মানুষ, আমারও অবশ্য পূর্বজন্মগত বৃত্তান্ত মনে থাকিতে পারিত । আর যদি এই দেহেই তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত ; কারণ তাঁহার তদানীন্তন-কালজাত দেহ সৃষ্টির প্রথমে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব ; শরীরান্তর গ্রহণে সৃষ্টির প্রারম্ভে উপদেশ দান সম্ভব হইলেও অধুনা তাহার স্মরণ সম্ভব নহে । আর এই দেহেই উপদেশ দান সম্ভব হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহার সম্ভাব কখনই হইতে পারে না । অর্জুনের প্রশ্নে উল্লিখিত প্রতিপক্ষদ্বয় উপস্থাপিত হইল । পরন্তু বিষ্ণু অর্জুনের এই অজ্ঞবৎ প্রশ্ন, জীবের পক্ষে পরম যজ্ঞলম্ব্য হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪

অস্থায়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পরম্পূর্ণ অৰ্জুন ! মে (মম) তব চ বহুনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি) ; অহং তানি সৰ্ব্বানি বেদ (জানামি) ; স্বং ন বেৎ (ন বেৎসি) ॥ ৫

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পরম্পূর্ণ অৰ্জুন ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে ; [আমার বিজ্ঞাশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, স্মৃতরাং] 'আমি সে সমুদয় বৃত্তান্ত জানি ; তুমি [অবিজ্ঞাবৃত, স্মৃতরাং] তৎসমুদয় জান না ॥ ৫

স্বামী ।—ইতি পৃষ্টবস্তমৰ্জুনঃ রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যাভিপ্রায়ে-
ণোক্তরং—শ্রীভগবান্‌উবাচ বহুনীতি । মম বহুনি জন্মানি তব, চ ব্যতীতানি ; তাত্ত্বং সৰ্ব্বানি বেদ জানামি অলুপ্তবিজ্ঞাশক্তিহাৎ, ত্বস্ত ন বেৎ বেৎসি অবিজ্ঞাবৃতহাৎ ॥ ৫

টিপ্পনী ।—আমরা প্রত্যহ উষাকালে আকাশমণ্ডলে আদিত্যকে সমুদিত দেখিয়া এবং সায়ংকালে তদীয় জ্যোতির্ময় দেহ আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অস্তর্হিত হইতে দেখিয়া তাঁহার উদয়াস্ত অল্পমান করিয়া লই । সেইরূপ লৌকিক দর্শনে শ্রীকৃষ্ণেরও বহবার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে । লীলা প্রদর্শনাথ তিনি পুনঃপুনঃ বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জগৎ পরিভ্রম করেন । তাই তিনি অৰ্জুনকে সন্ধান করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি অজানাচ্ছ হইলেও প্রারম্ভকর্মবশে বহবার জন্মগ্রহণ করিয়াছ । প্রাণিমায়েই জন্মমরণাধীন ; স্মৃতরাং বারবার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে । কিন্তু অবিজ্ঞাসমাচ্ছ বলিয়া পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা অবগত নহে । আমি অজ এবং অবিজ্ঞার অতীত ; স্মৃতরাং কর্মবীজসম্বন্ধীয় সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছি । জীবের জ্ঞান আমার জন্মমৃত্যু নাই ; স্মৃতরাং বিশ্বতিত্ত আমাতে স্থান পায় না । এই যোগে “অৰ্জুন” এই সন্ধানটি শ্রুতি । ভগবান্ অৰ্জুন নামক বৃক্ষের সহিত তদীয় নামের সমতা থাকায় তিনিও যে বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থেরই

অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

• প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

স্তায় অজানাচ্ছয়, ইহাই ইঙ্গিত করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ; তাই তিনি স্বকীয় ও যাবতীয় ভূতজন্মসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন । অর্জুন জ্ঞানশক্তিবিরহিত জীব যাত্র ; তাই তিনি অস্ত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত থাকা দূরের কথা, স্বীয় জন্মবৃত্তান্তই জানেন না । “পরন্তপ” শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ভেদদৃষ্টিবশে তুমি “পর” অর্থাৎ শত্রুকে বিপরীতদর্শন বশতঃ হনন করিতে আসিয়াও ভ্রান্ত হইতেছ । ৫

অনুব্যঃ । — অজোহপি (জন্মশূন্তোহপি) সন্ [তথা] অব্যয়ান্না (অনশ্বর-স্বভাবোহপি) সন্ [তথা] ভূতানাং (প্রাণিনাম্) ঈশ্বরোহপি (কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি) সন্ [অহং] স্বাং (স্বকীয়াং শুদ্ধস্বাত্মিকাং) প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় (স্বীকৃত্য) আত্মমায়া সন্তবামি ॥ ৬

অনু । — আমি যদিও জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বভাব এবং ভূতগণের ঈশ্বর (কর্মের অধীনতাশূন্য), তথাপি স্বীয় শুদ্ধস্বত্বময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমারা-প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৬

স্বামী । — নহু অনাদেস্তব কুতো জন্ম অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম, যেন বহুনি মে ব্যতীতানি ইত্যাচ্যতে, ঈশ্বরস্ত তব পুণ্যপাপবিহীনস্ত কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোহপীতি । সত্যমেবং তথাপি অজোহপি জন্মশূন্তোহপি সন্নং তথাহব্যয়ান্নাপি অনশ্বরস্বভাবোহপি সন্, তথা ভূতানাং ঈশ্বরোহপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি সন্, স্বাত্মমায়য়া সন্তবামি সম্যগপ্রচ্য ওজ্ঞানবলবীৰ্যাদিশক্ত্যেব ভবামি । নহু তথাপি ষোড়শকলাস্বকলিকদেহশূন্যস্ত চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং—স্বাং শুদ্ধস্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোজ্জ্বলিতস্বস্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরাবীভার্যঃ । ৬

• টিপ্পনী । — যাহা পূর্বে ছিল না, এমন যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি,

তৎসমুদয়ের গ্রহণের নাম জন্ম এবং পূর্বগৃহীত যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহার
 ত্যাগের নাম ব্যাধ বা মৃত্যু। আমি ইতঃপূর্বে “জাতস্ত হি ঋবো মৃত্যু-
 ঋবং জন্ম মৃতস্ত চ” (২য়ঃ অঃ ২৭শ) ইত্যাদি শ্লোকে এবংবিধ জন্মমৃত্যুর
 কথাই বলিয়াছি। ঈদৃশ জন্ম-মৃত্যু ধর্ম ও অধর্মের অধীন। দেহাভি-
 মানী কর্মস্বাদিকারী অজ্ঞ জীবই ধর্ম ও অধর্মের অধীন হইয়া থাকে।
 সর্বকারণ-স্বরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ধর্ম ও অধর্মের বশীভূত নহেন, সুতরাং
 তিনি জন্ম-মৃত্যুর অনধীন ; যদি তাঁহার দেহ স্থলভূতেরই কার্য্য হইত,
 তাহা হইলে ব্যষ্টিক্রপতা-বশতঃ তাঁহার জাগ্রদবস্থা আমাদের মতই হইত ;
 আর সমষ্টিক্রপত্ব হইলেও তিনি বিরাট জীব হইতেন ; কারণ, বিরাট
 সমষ্ট্যুপাধি। যদি স্থলভূতের কার্য্য হইত, তবে ব্যষ্টিক্রপতাবশতঃ তাঁহার
 স্বপ্নাবস্থা আমাদের মত হইত, আর সমষ্টিক্রপতা হইলেও হিরণ্যগর্ভ-
 জীবত্ব হইত, কারণ হিরণ্যগর্ভ সমষ্ট্যুপাধি। অতএব পরমেশ্বরের জীবন-
 বিশিষ্ট ভৌতিক দেহ থাকিতে পারে না—ইহা সপ্রমাণ হইল।’ এই
 শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে উক্ত বিষয়ই ভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন। আমি
 অজ্ঞ, সুতরাং অপূর্ব দেহ ধারণ করি না ; আমি অব্যয়াত্মা—আমার
 স্বরূপের ব্যাধ নাই, সুতরাং আমার পূর্বদেহের বিচ্ছেদও নাই। আমি
 আত্মস্ব-স্বপ্নার্থাস্ত উৎপত্তিশীল জীবমাত্রেয়ই ঈশ্বর, সুতরাং ধর্ম্যধর্মের
 বশীভূত নহি। তবে তোমাতে সাধারণ জীববৎ দেহগ্রহণ কিরূপে সম্ভব
 হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে ভগবান্ এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে
 বলিলেন—“প্রকৃতিঃ স্বামিধিষ্ঠায় সম্ভবামি” প্রকৃতি আমার উপাধি—
 প্রকৃতিই আবার জগৎ-কারণত্ব সম্পাদন করেন, উহারই অপর নাম
 মায়। আমি নিজোপাধিতে সেই প্রকৃতি বা মায়াকে চিদাভাসদ্বারা
 বশীভূত করিয়া সজ্জত হই। অর্থাৎ যেন দেহবিশিষ্টের স্থায়ী প্রতীয়মান
 হই। যদি বল—তোমার দেহ যদি ভৌতিকই না হইল, তবে চেষ্টাতে
 মনুহাদি ভৌতিক ধর্মের প্রতীতি কিরূপে হইতেছে ? তদন্তরে

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

বলিতেছেন—“আত্মমায়রা” অর্থাৎ আমার মায়াদ্বারাই আমাতে মনুষ্যাদি-
বুদ্ধি হইয়া থাকে । ইহাও আমার লোকান্তর হইবে ॥ ৬

অশ্বয়ুগঃ ।—হে ভারত ! যদা যদা ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিঃ (হানিঃ) অধৰ্ম্মস্ত
অভ্যুত্থানম্ (আধিক্যং) ভবতি, হি (নিশ্চিতমেব) তদা অহম্ আত্মানং
সৃজামি ॥ ৭

অনু ।—হে ভারত ! যখন যখন ধৰ্ম্মের হানি এবং অধৰ্ম্মের
প্রাদুর্ভাব হয়, নিশ্চয় জানিবে, আমি সেই সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া
থাকি ॥ ৭

স্বামী ।—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ- যদা যদেতি । গ্লানি-
হানিধৰ্ম্মস্ত । অধৰ্ম্মস্ত অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

টিপ্পনী ।—এই শ্লোকে উক্ত হইল যে, ভগবদাবির্ভাবের কোন
নির্দারিত সময় নাই, প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তিনি পূর্বোক্ত প্রকার
স্বকীয় সকলদ্বারা আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৭

অশ্বয়ুগঃ ।—সাধুনাং (স্বধৰ্ম্মবর্ত্তিনাং) পরিভ্রাণায় (রক্ষণায়)
দুষ্কৃতাং (দুষ্কৰ্ম্মশীলানাং) বিনাশায় (বধায়) ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (ধৰ্ম্মং
স্থিরীকৰ্ত্তব্যং) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) সম্ভবামি (অবতরামি) ॥ ৮

অনু ।—স্বধৰ্ম্মপরায়ণ সাধুগণের রক্ষণার্থ, দুষ্কৰ্ম্মশীলগণের বিনা-
শার্থ এবং ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি সেই সময় অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮

স্বামী ।—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিভ্রাণায়ৈতি । সাধুনাং
স্বধৰ্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কৰ্ম্ম কুরুত্বীতি দুষ্কৃতন্তেষাং বধায় চ এবং

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনৰ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহৰ্জুন ॥ ৯ ॥

ধৰ্ম্মশ্চ সংস্থাপনার্থায়, সাধুরূপেন দুষ্টবধেন চ ধৰ্ম্মং স্থিরীকৰ্ত্ত্বং যুগে যুগে তত্ত্বদবসরে সত্ত্ববাসীত্যর্থঃ । ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুৰ্ব্বতোহপি নৈশ্চৰ্য্যাৎ শকনীয়ম্ । যথাহঃ;—“লালনে তাড়নে মাতূর্ন কারুণ্যং যথার্ত্তকে । তদ্বদেব মহেশশ্চ নিরন্তরং দোষয়োঃ ॥” ইতি ॥ ৮

টিপ্পনী ।—দুষ্টজনের নিগ্রহ, শিষ্টজনের পালন এবং বেদবিহিত কৰ্ম্মের প্রবর্ত্তনদ্বারা সম্যকরূপে ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনই আমার অবতারগ্রহণের প্রয়োজন । মূলোক্ত “যুগে যুগে” শব্দে প্রত্যেক যুগেই যে এক একটি অবতারের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যিক, তাহা নহে ; প্রয়োজন হইলে এক যুগে তাঁহার বহুবার আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৮

অনুয়ঃ ।—হে অৰ্জুন ! মে (মম) এবং (স্বেচ্ছাকৃতং) জন্ম দিব্যম্ (অলৌকিকং ধৰ্ম্মপালনরূপং) কৰ্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (পরামুগ্রহার্থমেবেতি) যঃ বেত্তি (জানাতি) সঃ দেহং (দেহাভিমানং) তাত্ত্বা পুনৰ্জন্ম (সংসারং) ন এতি (নৈব) প্রাপ্নোতি) [কিন্তু] মাম্ [এব] এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৯

অনু ।—হে অৰ্জুন ! আমার এইরূপ [স্বেচ্ছাপরিগৃহীত] জন্ম এবং অলৌকিক [ধৰ্ম্মপালনরূপ] কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ (পরামুগ্রহার্থ বলিয়া) যিনি জানেন, তিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক পুনরায় সংসার প্রাপ্ত হন না ; পরন্তু তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯

স্বামী ।—এবং বিধানামীশ্বরজন্মকৰ্ম্মণাং জানে ফলমাহ—জ্ঞেতি । স্বেচ্ছা কৃতং মম জন্ম, কৰ্ম্ম চ ধৰ্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরামুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং তাত্ত্বা পুনৰ্জন্ম সংসারং ন এতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯

টিপ্পনী ।—ভগবানের অলৌকিক জন্ম ও কার্যাদির প্রকৃতিপরি-

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০

জ্ঞানদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায় ; এইজন্যই তাঁহারা বিহিত বিধানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র শরণ্য ও পরমপ্রিয় মনে করিয়া তাঁহাতেই চিত্ত সঁমর্পণ করিয়া থাকেন , ফলে তাঁহারা চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগভয়ক্রোধহীনাঃ) মন্ময়াঃ (মদেকচিন্তাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (সম্যগবলম্বমানাঃ) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (শুদ্ধাঃ) বহবঃ [মহাত্মানঃ] মন্তাবং (মৎসামুজ্যাম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১০

অনু ।—বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক মদেকচিন্তা ও মৎপরায়ণ হইয়া এবং জ্ঞানে ও তপস্শাস্ত্র পবিত্র হইয়া অনেক মহাত্মা আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০

স্বামী ।—কথং জ্ঞানকর্মজ্ঞানেন ত্বংপ্রাপ্তিঃ শ্রাদিত্যত আহ বীত-
রাগেতি । অহং শুদ্ধনন্দাবতারৈঃ ধর্মপরিপালনং করোমিতি মদীয়ং পরম-
কারণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপা-
ভাবান্নম্নয়া মদেকচিন্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং
যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্মঃ । তয়োর্বৈশ্বকবন্তাবঃ ।
তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাহজ্ঞানতৎকার্যমলাঃ সন্তো মন্তাবং
মৎসামুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন স্বধূনৈব প্রযুক্তোহয়ং মন্তক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ ।
তদেবং তান্ত্রহং বেদ সর্বাণীত্যাদিনা বিত্তাহবিভোপাধিত্যাং তৎসংপদার্থা-
বীতরাজীবৌ প্রদর্শ্য জৈশ্বর্যশ্চ চাবিত্যভাবেন নিত্যশুদ্ধস্বাক্ষরীভূত চেশ্বর-
প্রসাদলব্ধজ্ঞানেনোজ্ঞাননিবৃত্তে: শুদ্ধশ্চ স্বতন্ত্রিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি
দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০

টিপ্পনী ।—আমি বিত্তকচিত্তে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মপালন করিয়া

যে যথা মাং প্রপত্ত্বস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বজ্রানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১

থাকি । যিনি অমুরাগ, ভয় ও ক্রোধকে হৃদয় হইতে বিসর্জন দিয়া সর্বতোভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমারই শরণাগত হন, তাদৃশ মাধুগণ আমার অমুগ্রহে আত্মজ্ঞান ও তপঃসম্পন্ন হইয়া শুদ্ধচিত্ত হন । বহু বহু সাধু এইরূপ জ্ঞান ও তপঃসম্পন্ন হইয়া অজ্ঞানত্বাত মালিন্য-হীনতাপ্রযুক্ত আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন ; অতএব এই মন্ত্তিরূপ মোক্ষমার্গ আধুনিক বলিয়া মনে করিও না, ইহা অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে । ভগবান্ ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বলিয়াছেন—“তান্নহং বেদ সর্বাণি” অর্থাৎ সে সকলই আমি জ্ঞাত আছি । এক্ষণে “তৎ” এবং “হং” পদার্থপ্রতিপাত্ত ঈশ্বর এবং জীবের বিভিন্নতা প্রদর্শনে ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, ঈশ্বর অবিভাহীনতা বশতঃ নিত্যশুদ্ধ এবং জীব ঈশ্বরানুগ্রহলব্ধ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান বিদূরিত হইলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বতঃ চিদংশের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত ঐক্যরূপ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ১০

অনুয়ঃ । —হে পার্থ ! যে যথা (যেন প্রকারেণ সকাংমতয়া নিষ্কাংমতয়া বা) মাং প্রপত্ত্বস্তে (ভজন্তি) অহং তান্ তথৈব (তদপেক্ষিত-ফলদানেনৈব) ভজামি (মনুগৃহ্ণামি) [যতঃ] মনুষ্যাঃ সর্বশঃ (সর্ব-প্রকারৈঃ) মম [এব] বজ্র (ভজনমার্গম্) অনুবর্তস্তে (অনুবর্তন্তি) ॥ ১১

অনু । —হে পার্থ ! [সকাংমতয়া হউক, আর নিষ্কাংমতয়া হউক] যাহারা যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমি [তদনুরূপ ফলদানে] তাহাদিগকে সেই ভাবেই অমুগ্রহ করি ; কারণ মনুগৃহণ যাহাই ‘করুক না কেন, সর্বতোভাবে আমারই ভজনপথের অনুবর্তী হইয়া থাকে । [সাক্ষাৎ তাহারা অন্ত দেবদেবীর আরাধনা করিলেও তাহাদের আমারই আরাধনা করা হয়] ॥ ১১

স্বামী ।—নহু তর্হি কিং অধ্যাপি বৈষম্যমস্তু, যস্মাদেবং স্বদেক-
শরণানামেবাঅভাবং দদাসি, নাশ্চেবাং সাকামানামিত্যত আহ—যে ইতি ।
যথা যেন প্রকারেণ সাকামতয়া নিকামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং
তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অহুগৃহ্ণামি, ন তু যে সাকামা মাং
বিহার ইন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ সর্বশঃ সর্ব-
প্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বত্সা ভজনমার্গমহুবর্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপে-
ণাপি মমৈব সেব্যাত্ম্যং ॥ ১১

টিপ্পনী ।—তবে কি তোমাতেও রাগদ্বৈষম্য বৈষম্য আছে যে,
তুমি জ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে পবিত্রহৃদয় নিকাম সাধুব্যক্তিকেই মোক্ষ প্রদান
কর, আর সাকাম ব্যক্তিগণ তোমার রূপায় বঞ্চিত থাকিবে ? ইহার উত্তর
স্বরূপে এই শ্লোক বলিতেছেন,—যিনি যে ভাবে—যে রূপ ফলাভিলাষে—
যে রূপ প্রয়োজনে আমার পরিচর্যা করেন, আমি সেইরূপ ফলপ্রদানে
তঁাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি । যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যথোক্ত
বিধানে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন, আমি তঁাহাকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ
অমৃত-সাগরে অভিষিক্ত করিয়া তঁাহার সংসার তাপ বিদূরিত করি । যে
জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষে আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি তঁাহাকে মোক্ষরূপ
দেবদুর্লভ সুখা পান করাইয়া তঁাহার পিপাসা বিদূরিত করি । এমন কি
অন্য দেবতাভক্তগণও আমার রূপালাভে বঞ্চিত নহেন—এতদর্থে বলিতেছেন
—হে পার্থ ! সমুদয় কুর্মাণিকারী মহুগুণ সর্মায়া বাহুদেবরূপী আমার
জ্ঞান-কর্মলক্ষণ ভজনমার্গ সর্বতোভাবে অহুসরণ করে । মহুগুণ ভিন্ন
ভিন্ন বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ইন্দ্রবরুণাদি নানা দেবতার উপাসনা
করিলেও যিনি যে ভাবে বাহাই করুন না কেন, কাহারও সাধ্য নাই যে,
আমার সাধনপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন । মহুগু ইচ্ছার বা
অনিচ্ছার যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, সকল পথই পরমপুরুষস্বরূপ
আমারই বিশ্বাস ও সার্বজনীন সাধনপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ; অতএব মানবগণ

কাজ্জলন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুবে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২

ইন্দ্রাদি যে কোন দেবতারই আরাধনা করুক না কেন, তাহাতে প্রকারান্তরে আমারই আরাধনা করা হয় । ব্রহ্মাণ্ডে মদ্যতিরিক্ত কিছুই নাই ॥ ১১

অন্থয়ঃ ।—কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং (কৰ্ম্মফলং) কাজ্জলন্তঃ (অভিলষন্তঃ) [প্রায়শঃ] ইহ মানুবে লোকে দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীনৃ) যজন্তে [ন তু মামেব] হি (যতঃ) কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ (কৰ্ম্মজং ফলং) ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্রং) ভবতি ॥ ১২

অনু ।—কৰ্ম্মফলকামী ব্যক্তিগণ ইহলোকে প্রায়শঃ ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবা করিয়া থাকে [সাক্ষাৎ আমার নহে] ; কারণ কৰ্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই লাভ হয় ॥ ১২

স্বামী ।—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্বে তাং ন ভজন্তীত্যত আহ—কাজ্জলন্ত ইতি । কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং কৰ্ম্মফলং কাজ্জলন্তঃ প্রায়শঃ ইহ মনুষ্যালোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব । হি যস্মাৎ কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ কৰ্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং, হৃদ্রূপস্বাভ্যুজ্জানন্ত ॥ ১২

টিপ্পনী ।—তুমি যখন রাগদ্বेषবিহীন এবং সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, অপিচ যে যাহা যে ভাবে চায়, তাহা প্রদান করিয়া থাক, তখন সকলে তোমার উপাসনা করে না কেন ? তদন্তরে কহিতেছেন—যাহারা ফলা-কাজ্জল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এবং তদর্থে ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা করে, তাহারা অতি সম্বর কৰ্ম্মফল লাভ করিয়া থাকে ; এই জন্ত মানবগণ ক্ষিপ্ৰফলদাতা ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে । “মানুষে লোকে” এই কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, মনুষ্যালোকেই সেই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার

চাতুর্কর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

• তন্তু কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

প্রচলিত আছে । লোকের বর্ণাশ্রমধর্ম্মাভীত কর্ণেরও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে । কর্ণের ফলই সম্বন্ধ লাভ করা যায়, কিন্তু জ্ঞানজনিত কৈবল্যরূপ ফল তাদৃশ লীল্লভ্য নহে ; উহা অতীব দুর্লভ । ‘মহুয্যোরা বৈ’ সকল ফলের লোভে অস্ত্রান্ত দেবতার আরাধনা করে, মোক্ষধনের তুলনায় তৎসমুদয় অকিঞ্চিংকর । ভোগবাসনাগ্রস্ত মানবগণ অতি লীল্ল কাম্যফল প্রাপ্তির আশায় সদসদ্বিবেকহীন হইয়া অস্ত্র দেবতার সেবা করে ; কিন্তু সংসারের অশেষ দুঃখ দর্শনে বিকলহৃদয় হইয়া সেই অনর্থকর কর্মজাল হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ বিবেকনির্দ্দিষ্টে নিকামকর্মের অহুষ্ঠান দ্বারা সর্বদেবের একেশ্বর-স্বরূপ আমার ভজনা কেহই করে না ॥ ১২

অন্বয়ঃ । — ময়া গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং কর্মণাঞ্চ শমদমাদীনাং বিভাগৈঃ) চাতুর্কর্ণ্যং (চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়ঃ) সৃষ্টং ; তন্তু কর্তারম অপি মাং অব্যয়ম্ (আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদি-রহিতঞ্চ) অকর্তারম্ (এব) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১৩

অনু । — আমি সত্ত্বাদি গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছি বটে, তথাপি তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অর্থাৎ আসক্তিহীনতাবশতঃ শ্রমহীন ও নাশাদিহীন অকর্তা মনে করিও ॥ ১৩

স্বামী । — নহু কেচিং সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিকামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং, তৎকর্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুরুতন্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—চাতুর্কর্ণ্যমিতি । চত্বারো বর্ণা এবৈতি চাতুর্কর্ণ্যম্, স্বার্থে ব্যঞ্জনপ্রত্যয়ঃ । অরমর্থঃ—সম্বৎসরানাং ব্রাহ্মণান্তেষাং শমদমাদীনী কর্ম্মণি, সম্বৎসরপ্রধানাঃ কত্রিরান্তেষাং শৌর্য্যবুদ্ধাদীনী

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজ্ঞানাতি কৰ্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

কৰ্ম্মাণি, রক্তস্তমঃপ্রধানা বৈশ্বাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কৰ্ম্মাণি, তমঃ-
প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ষিকশুল্কমণাদীনি কৰ্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কৰ্ম্ম-
ণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্কৰ্ম্ম্যঃ যদেব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং, তন্তু কৰ্ত্তার-
মপি ফলতোহকৰ্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন
অমরহিতং নাশাদিরহিতম্ ॥ ১৩

অর্থঃ ।—কৰ্ম্মাণি (বিশ্বশৃষ্টাদীনি) মাং ন লিম্পতি (আসক্তঃ
কুৰ্ব্বন্তি) কৰ্ম্মফলে মে (মম) স্পৃহা (অভিলাষঃ) ন ['অন্তি] ইতি
(এবং) যঃ মাম্ অভিজ্ঞানাতি, সঃ [অপি], কৰ্ম্মভিঃ ন বধ্যতে ॥ ১৪

অনু ।—শৃষ্টাদি কৰ্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না,
কৰ্ম্মফলে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই । এইরূপে আমাকে যিনি জানিতে
পারেন, তিনিও কৰ্ম্মে আবদ্ধ হন না ॥ ১৪

স্বামী ।—তদেব দর্শয়রাহ—ন মামিতি । কৰ্ম্মাণি বিশ্বশৃষ্টাদীনি
মাং ন লিম্পন্তি আসক্তঃ ন কুৰ্ব্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন যম কৰ্ম্ম-
ফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি । কিং বক্তব্যং, যতঃ কৰ্ম্মফলে
স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোহভিজ্ঞানাতি, সোহপি কৰ্ম্মভির্ন বধ্যতে, যম
নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিষ্পৃহত্বাদিকং জ্ঞানতত্ত্বাপ্যহঙ্কারাদি-
শৈথিল্যাৎ ॥ ১৫

টিপ্পনী ।—যদিও গুণ এবং কৰ্ম্মাহুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চাতু-
র্কৰ্ম্মণের সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু তজ্জন্তু আমারই উপর কর্তৃত্ব এবং
কর্তৃত্বজনিত ফলের আরোপ করিতে পার না ; কারণ আমি অহঙ্কার ও
আসক্তিবিশীন ; সুতরাং কর্তৃত্বাভিমান না থাকায় আমাতে কোন
কৰ্ম্মেরই কর্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে না । আমি নির্বিকার ও

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাস্থং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

নিলিপ্ত ; অতএব কৰ্ত্তা হইলেও আমি অকৰ্ত্তা এবং কৰ্মের মূল হইলেও আমি নিঃসঙ্গ । এই কারণেই ভগবান্ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি আমার এই ভাব সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার কৰ্মবন্ধন থাকিবে না । কারণ, তিনিও অহঙ্কার ও স্পৃহাশূন্য হওয়ায় জন্মমরণরূপ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিক্রান্ত করেন । আমার স্বরূপ উপলব্ধি করায় তাঁহারও আত্মজ্ঞান জন্মে এবং আত্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ মুক্তি তাঁহার করতলস্থ হইয়া থাকে ॥ ১৩ । ১৪

অন্বয়ঃ ।—পূৰ্বেঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্শুভিঃ অপি এবং জ্ঞাত্বা [সম্বৃত্ত্যর্থঃ] কৰ্ম কৃতম্ (অল্পাঙ্কিতং) তস্মাৎ স্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং [যুগান্তরেৱপি] কৃতং কৰ্ম এব কুরু ॥ ১৫

অনু ।—জনকাদি পূৰ্বতন মুমুক্শুগণ আমাকে এইরূপ জানিয়া [সম্বৃত্ত্যর্থঃ] কৰ্ম করিয়া গিয়াছেন ; অতএব তুমিও পূৰ্ববর্তী মহাজন-গণের পূৰ্ব পূৰ্ব যুগের অল্পাঙ্কিত কৰ্মই কর ॥ ১৫

স্বামী ।—যে যথা মামিত্যাदि চতুৰ্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরত্ব বৈষম্যঃ পরিকৃত্য পূৰ্বোক্তমেব কৰ্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমহুস্মারমতি—এব-মিতি । অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কৰ্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূৰ্বেজ্জনকাদিভিরপি মুমুক্শুভিঃ সম্বৃত্ত্যর্থং পূৰ্বতরং যুগান্তরেৱপি কৃতং, তস্মাৎ স্বমপি প্রথমং কৰ্মৈব কুরু ॥ ১৫

টিপ্পনী ।—এইরূপ অবগত হইয়া যযাতি, নহব, যদু প্রভৃতি রাজ-গণ এবং তৎপূৰ্বেও জনকাদি মুমুক্শু মহোদয়গণ কৰ্মের অল্পাঙ্কিত করিয়া-ছেন । তাঁহাদের দৃষ্টান্ত স্বরণ করিয়া তোমারও কৰ্মসম্বন্ধে উদাসীনতা পরিত্যাগ পূৰ্বক নিজস্ব ও নিজাম থাকি অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা কদাচ

কিং কৰ্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্ত্বৈ কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬

কৰ্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ ।

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭

উচিত নহে । অতত্ত্ববিদগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এবং তত্ত্ববিদগণ লোক-
হিতার্থ কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করেন ; ইহা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া নৃষ্টির প্রথম
হইতে চলিয়া আসিতেছে ; অতএব তোমার পক্ষেও প্রথমে কৰ্ম্ম করা
একান্ত আবশ্যক ॥ ১৫

অনুয়ঃ ।—কিং কৰ্ম্ম [কৌদৃশং কৰ্ম্মকরণং] কিম্ অকৰ্ম্ম (কৌদৃশং
কৰ্ম্মাকরণম্) ইত্যত্র (অগ্নিন্ অর্থো) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) অপি
মোহিতাঃ (মোহঃ প্রাপ্তাঃ), [অতঃ] যৎ জ্ঞাত্বা (যৎ অহুষ্ঠায়)
অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) তৎ কৰ্ম্ম [অকৰ্ম্ম চ]
তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৬

অনু ।—কৰ্ম্ম কি, অকৰ্ম্মই বা কি, এ বিষয়ে বিবেকিগণও
মোহিত হন ; অতএব যাহা জানিয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে
পারিবে, আমি তোমাকে সেই কৰ্ম্ম সম্বন্ধে [অকৰ্ম্মসম্বন্ধেও] বলিব ॥ ১৬

।—তচ্চ তত্ত্ববিত্তিঃ সহ বিচার্য্য কৰ্ত্তব্যং ন লোকপন্থস্মরা-
মাত্রোপেত্যাহ—কিং কৰ্ম্মেতি । কিং কৰ্ম্ম কৌদৃশং কৰ্ম্মকরণং, কিমকৰ্ম্ম
কৌদৃশং কৰ্ম্মাকরণম্, ইত্যগ্নিরর্থো বিবেকিনোহপি মোহিতাঃ, অতো
যজ্ঞজ্ঞাত্বা যৎ অহুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারাত্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ
কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥ ১৬

অনুয়ঃ ।—কৰ্ম্মণঃ (বিহিতব্যাপারস্ত) অপি বোদ্ধব্য [তত্ত্বমতি],
বিকৰ্ম্মণঃ চ (অবিহিতব্যাপারস্ত অপি) বোদ্ধব্য [তত্ত্বমতি], অকৰ্ম্মণশ্চ

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্চাদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

• স বুদ্ধিমান্ননুয্যেযু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥ ১৮

(কৰ্মাভাবশ্চাপি) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমন্তি] ; হি (যতঃ) কৰ্মণঃ (কৰ্মাকৰ্ম-
বিকৰ্মণামিত্যর্থঃ) গতিঃ (তত্ত্বং) গহনা (দুর্জের) ॥ ১৭

অনু ।—[শাস্ত্রবিহিত] কৰ্ম, [শাস্ত্রবিরুদ্ধ] বিকৰ্ম এবং অকৰ্ম
(কৰ্মত্যাগ) এই ত্রিবিধ ব্যাপারের জাতব্য তত্ত্ব আছে অর্থাৎ সেগুলি
জানিয়া লইতে হয় ; কারণ কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্মের তত্ত্ব অতি দুর্জের ॥ ১৭

স্বামী ।—নহ লোকপ্রসিদ্ধমেব কৰ্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকম্ অকৰ্ম
চ তদব্যাপারাত্মকম্, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োহপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি ;
তত্রাহ—কৰ্মণ ইতি । কৰ্মণে বিহিতব্যাপারশ্চাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমন্তি, ন
তু লোকপ্রসিদ্ধ মাত্রমেব অকৰ্মণোহবিহিতব্যাপারশ্চাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমন্তি,
যতঃ কৰ্মণো গতির্গহনা, কৰ্ম ইত্বাপলক্ষণার্থম্, কৰ্মাকৰ্মবিকৰ্মণাং তত্ত্বং
বোদ্ধব্যমন্তি দুর্কির্জেরমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—লোকে যে দেহেন্দ্রিয়ের চেষ্টাকেই কৰ্ম বলে, বস্তুতঃ
তাহা কৰ্ম নহে ; শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারই কৰ্ম, শাস্ত্রে যাহা বিহিত নহে,
সেই অশাস্ত্রীয় ব্যাপারই বিকৰ্ম এবং তুষ্ণীভাবরূপ কৰ্মসম্মানসহ অকৰ্ম ;
অতএব কৰ্ম, বিকৰ্ম ও অকৰ্ম এই তিনেরই প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক ।
পরন্তু ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জের ; অতএব সাবধানতা
সহকারে কৰ্মাকৰ্মের গূঢ় রহস্ত অবগত হও ॥ ১৭

অনুয়ঃ ।—যঃ কৰ্মণি (পরমেশ্বরারাদনলক্ষণে) অকৰ্ম (কৰ্মেৎস
ন ভবতি ইতি) পশ্চৎ অকৰ্মণি চ (বিহিতাকরণে চ) কৰ্ম পশ্চৎ
যদ্ব্যেযু স বুদ্ধিমান্, স যুক্তঃ (যোগী) স এব কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ (সৰ্ব-
কৰ্মকারী) ॥ ১৮

অনু ।—যিনি কৰ্মে (ঈশ্বরারাদনরূপ কৰ্মবিষয়ে) অকৰ্ম দেখেন

অর্থাৎ ইহা বন্ধক নহে বলিয়া ইহা কর্মই নয় মনে করেন এবং অকর্ম্যে কর্ম দেখেন অর্থাৎ বিহিত কর্মের অনাচরণে প্রত্যবার জন্মে বলিয়া ইহা বন্ধনের কারণ মনে করেন, মহুয্যের মধ্যে তিনি যোগী এবং তিনি সর্বকর্মের অমুষ্ঠাতা । ১৮

‘স্বামী ।—তদেবং কর্মাদীনাং দুর্কিঞ্জয়ত্বং দর্শয়ম্—কর্মণীতি । পরমেশ্বরারাদনলক্ষণে কর্মণি কর্মবিষয়ে অকর্ম্য কর্মদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তত্ত জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ ; অকর্ম্যণি চ বিহিতাকরণে কর্ম যঃ পশ্যেৎ তত্ত প্রত্যবারোপাদকত্বেন বদ্ধহেতুত্বাৎ ; মহুয্যোষু কর্ম কুর্মাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছেষ্টঃ তং প্রত্যোতি, স যুক্তো যোগী, তেন কর্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ ; স এব কৃৎস্নকর্মকর্তা চ ; সর্বতঃ সঙ্গুতোদকস্থানীরে চ তস্মিন্ কর্মণি সর্বকর্মফলানামমুষ্ঠাতাৎ । তদেব-মাক্রুরক্ষাঃ কর্মযোগাধিকারাবস্থায়ং “ন কর্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদিনোক্ত এব কর্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাত্ত প্রকরণস্ত ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগাক্রুতাবস্থায়ং “যত্নাশ্রয়তিরেকস্তাৎ” ইত্যাদিনা যঃ কর্ম-নুযোগ উক্তস্ততাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কুতো বেদিতব্যঃ ; যদাক্রুরক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদাক্রুতস্ত কুতো বন্ধকং শ্রাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুক্ত্যতে । যদ্বা কর্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিবা্যাপারে বর্তমানেন্দ্রিয়ায়ানো দেহাদিব্যতিরেকানু-ভবেন অকর্ম্য স্বাভাবিকং নৈকর্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্যণি চ জ্ঞান-রহিতে হৃৎখবুজ্যা কর্মণাং ত্যাগে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, তত্ত প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ । তদুক্তং “কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য” ইত্যাদিনা । য এবমুতঃ স তু সর্বেষু মহুয্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্ভবতঃ কৃৎস্নানি সর্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনী কর্মণি কুর্মরপি স যুক্ত এব অকর্তৃত্ব-জ্ঞানেন সমাধিহ্ন এবোত্যর্থঃ । অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কল্ল-ভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্ত তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্মণৌহপি তদ্বৎ নিরূপিতং ব্রটব্যম্ । ১৮

টিপ্পনী ।—কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মে 'হুজুরতার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহা পরিষ্কৃত করিতেছেন। পরমেশ্বরের আরাধনা রূপ কর্ম-বিষয়েও যিনি অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের হেতুভূত, স্মরণ্য বন্ধনের কারণ নহে জ্ঞানিয়া ভগবদারাধনারূপ কর্মকে যিনি কর্ম বলিয়া বোধ করেন না এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনন্তানরূপ অকর্মেও যিনি কর্ম-দর্শন করেন অর্থাৎ তাহা প্রত্যাবরজনক, স্মরণ্য বন্ধনের হেতুভূত বলিয়া বিহিত কর্মের অপরিপালনরূপ অকর্মও যিনি কর্মরূপে অবলম্বন করেন, যাবতীয় কর্মানুষ্ঠানকারীর মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান; তাঁহারই বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবসায়স্বিকা, এইজন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ। অদৃশ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—তিনিই যোগী, কারণ উল্লিখিত বুদ্ধিসহকারে কর্মানুষ্ঠানদ্বারা তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়াছেন। যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠানজনিত ফল তাঁহার সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয় কর্মফলের অন্তর্নিবিষ্ট; স্মরণ্য তিনিই সর্ব কর্মের অনুষ্ঠাতা। ইতঃপূর্বে “ন কর্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদি (৩য় অঃ ৪র্থ শ্লোঃ) বাক্যে কর্মযোগের অধিকারি-ব্যবস্থায় জ্ঞানভূমিতে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তিগণের জন্য যে কর্মযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বিশদীকৃত হইল। পূর্বে যে “বস্তুস্ব-রতিরেব সত্যং” (৩। ১৭) ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানভূমিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মহীনতা উপদিষ্ট হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারও তাৎপর্য স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। যখন জ্ঞানভূমিকাসমারোহণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম বন্ধনস্বরূপ হয় না, তখন উক্ত ভূমিকায় সমাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম যে বন্ধক হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অভাব সেই শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-স্তর উৎখাপিত হইতেছে—দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপ কর্মে নিয়ত বর্তমান থাকিলেও আত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র; এই বিশ্বাসের বশে যিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন আত্মায় অকর্ম অবলোকন করেন এবং জ্ঞানবলে

যশ্চ সৰ্বৈৰ্ সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানান্নিদম্বকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১১

ত্যাগ না করিয়া কেবল কর্মের অশেষ ক্লেশ দর্শনে কর্মত্যাগরূপ অকর্ম প্রযত্নসাধ্য স্মৃতরাং মিথ্যাচার বোধে যিনি তাহাতে কর্মই দেখেন, তিনিই পণ্ডিত । “কর্মোস্ত্রিগাণি সংযম্য” (৩ । ৮) ইত্যাদি শ্লোকে অবশ্যকর্তব্য কর্মকরণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা এবং তাহার অকরণে যে প্রত্যাবাক্ত সম্ভাবিত তাহা মনে করিয়া যিনি কর্মকে বন্ধনস্বরূপ মনে করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান ; কারণ যদৃচ্ছালব্ধ সর্ববিধ আহার-বিহারাদি করিলেও তাহার আত্মার অকর্তৃত্ব-জ্ঞানহেতু তিনি সমাধিস্থ যোগীর তুল্য । এতদ্বারা বিকর্মের তত্ত্বও উক্ত হইল ; যেহেতু জ্ঞানীর স্বয়ং আগত কলঞ্জভঙ্গাদিরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্মও দোষাবহ নহে ; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির অহুরাগবলে তদনুষ্ঠান দোষাবহ হইয়া থাকে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—যশ্চ সৰ্বৈৰ্ সমারম্ভাঃ (কর্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ (বিষয়সঙ্কল্পশূন্যঃ) বুধাঃ (বিবেকিনঃ) জ্ঞানান্নিদম্বকর্মাণং (জ্ঞানান্নিনা দম্বানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যশ্চ তং) তং পণ্ডিতম্ আহঃ (বদন্তি) ॥ ১১

অনু ।—ঈহার সমুদয় কর্মফল কামনাহীন, বুধগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন ; তাঁহার জ্ঞানরূপ অগ্নিধারা সমুদয় কর্মই দম্ব হয় অর্থাৎ অকর্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ১১

স্বামী ।—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্চৈদিত্যানেন শ্রুতার্থার্থাপত্তিভ্যাং বহুকর্মর্থস্বরং, তদেব স্পষ্টয়তি—যশ্চেতি পঞ্চতিঃ । সমাগারভাস্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্মাণি, কাম্যত ইতি কামঃ কলং, তৎসঙ্কল্পেন বর্জিতা যশ্চ ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহঃ ; তত্র হেতুর্ভূতম্ভৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জ্ঞাতেন জ্ঞানান্নিনা দম্বানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যশ্চ তম্ অীকৃত-

ত্যক্তা কৰ্মফলাসক্তং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

• কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥ ২০

বহায়াঃ তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কৰ্তব্যমিতি কৰ্তব্যবিষয়ঃ
সকলভাভ্যাঃ বন্ধিতঃ । শেষঃ স্পষ্টম্ ॥ ১৯

টিপ্পনী ১—“কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রুতীর্থ এবং
অৰ্থাপত্তি, • এই দুইটিই প্রতিপাদিত হইল । অধুনা পাঁচটি শ্লোকে
তাহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে । যাহা সম্যকরূপে আশ্রয় হয়, তাহাই সমারম্ভ
অৰ্থাৎ কৰ্ম ; যাহার কৰ্মসমূহের ফলাকাজ্ঞা ও ফলসকলবিহীন, তাহাকেই
পণ্ডিত বলা যায় ; কারণ তাদৃশ সমারম্ভ সহকারে শুদ্ধচিত্ত হইলে তৎ-
সত্ত্বাত জ্ঞানরূপ অগ্নিধারা দৃষ্ট হইয়া তদীয় কৰ্মসমূহ অকৰ্মে পরিণত হয় ।
ফলহেতুরূপ বিষয়কে অৰ্থাৎ কৰ্মফলকেই কাম বলে ; তন্নাভ্যর্থ কৰ্তব্য-
কৰ্তব্য বিচাররূপ বিষয়কে সকল বলে । জ্ঞানমার্গে সমারম্ভ ব্যক্তির কাম
বা সকল কিছুই থাকে না । অবশিষ্ট ভাগ স্পষ্টার্থ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—কৰ্মফলাসক্তং (কৰ্মণি তৎফলে চ আসক্তিঃ) ত্যক্তা
নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ) [অত এব] নিরাশ্রয়ঃ (যোগ-
কেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ) সঃ কৰ্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিদেব ন
কৰোতি ॥ ২০

অনু ।—কৰ্ম এবং তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মানন্দে

• “যজ্ঞদত্ত দ্বিভাভাগে কিঞ্চিৎস্বাদু ও আহার করেন না, অথচ তিনি
বিলক্ষণ শুলকাশ্রয়” এইরূপ বলিলে তিনি যে রাজিকালে উত্তমরূপে ভোজন
করেন, ইহা অর্থদ্বারাই আপনা আপনি প্রতীত হয়, কারণ রাজিকালে
ভোজন না করিলে, তিনি কখনও শুলকাশ্রয় হইতে পারিতেন না । যজ্ঞ-
দত্তের রাজিতোজনরূপ অর্থের কল্পনা তদীয় দেহের শুলকাশ্রয় হইতে
হইতেছে ; অতএব শুলক শূন্য হলে তদীয় শুলকার জ্ঞানই “অৰ্থাপত্তি” প্রমাণ ।

নিরাশীৰ্ষতচিত্তাত্মা ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শরীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বমাণোতি কিল্বিষম্ । ২১

পরিতৃপ্ত এবং যোগক্ষেমার্থ অবলম্বন-বিরহিত হইয়া তিনি কৰ্মে সৰ্বদা
প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না । ২০

স্বামী ।—কিঞ্চ ত্যক্তেতি । কৰ্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিঃ ত্যক্তা
নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাত্রণীয়রহিতঃ, এব-
জুতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কৰ্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোহপি কিঞ্চিদপি
নৈব কৰোতি, তন্ত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্মতামাপত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টিপ্পনী ।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানান্নিহারা অপ্রারব্ধ-
ফল যে কৰ্ম্ম, তাহার দাহ হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মেরও পুনরুৎপাদন
না হইতে পারে, কিন্তু যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তখন যে কৰ্ম্ম করা
হয়, তাহা ত প্রাক্তনও নহে এবং ভাবীও নহে, তাহার ফল হইবে না
কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, তথাবিধ পরমার্থদর্শী মহাত্মগণ
কৰ্ম্মে কর্তৃত্বাভিমান এবং তৎফলে ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,
যেহেতু তাঁহারা সম্যকদর্শী ; তাঁহারা জানেন যে, আত্মা কর্তা নহেন,
ভোক্তাও নহেন—এইরূপ অকর্তৃত্বভোক্তৃ আত্মজ্ঞানদ্বারা তাঁহারা কৰ্ম্ম
এবং তৎফলে কর্তৃত্ব ও ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নিরাকাজ্ঞ এবং
দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানশূন্য হইয়া থাকেন । ঈদৃশ জীবমুক্ত ব্যক্তি ব্যাথান
অবস্থারও (সমাধি অবস্থার ও কথাই নাই) প্রারব্ধ কৰ্ম্মবশে লোকদৃষ্টিতে
কৰ্ম্মকর্তা বলিয়া প্রতীত হইলেও নিজদৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেন না ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা (যতঃ নিরতঃ চিত্তম্
আত্মা শরীরঞ্চ যন্ত তাদৃশঃ) ত্যক্তসৰ্ব-পরিগ্রহঃ (সৰ্ববিধপরিগ্রহশূন্যঃ)
শরীরং (শরীরমাত্রনির্ভর্য্যং) কেবলং (কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং) কৰ্ম্ম
কুৰ্ব্বন্ [অপি] কিল্বিষং (বন্ধনং) ন আপ্নোতি ॥ ২১

অনু ।—নিকাম, সংযতচিত্ত, সংযত-দেহ, সৰ্ববিধ পরিগ্রহভ্যাগী ব্যক্তি কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য দৈহিক কর্মমাত্র করিয়াও সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ২১

স্বামী ।—কিঞ্চ নিরাশীরিতি । নির্গতা আশিষঃ কামনাঃ যন্মাৎ, যতঃ নিয়তঃ চিত্তমাশ্রা শরীরঞ্চ যন্ত, তাত্কাঃ সর্কে 'পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাশ্রিনির্বর্ত্যং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কঁর্ম কুর্স্বন্নপি কিঞ্চিৎ বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম কুর্স্বন্নপি কিঞ্চিৎ বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

টিপ্পনী ।—পরমার্থদর্শীর চিত্তবিক্ষেপকর জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম-বিশেষও যখন সম্যক জ্ঞানবশতঃ ফলজনক হয় না, তখন শরীরধারণার্থ ভিক্ষা-ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য যে বন্ধনহেতু নহে, তাহা বলাই বৃথা । নিকাম ও সংযতচিত্ত পরমার্থদর্শী, দেহেন্দ্রিয়াদি নিগৃহীত করিয়া সমস্ত ভোগোপ-করণ পরিত্যাগ করেন । কেবল প্রারব্ধকর্মবশে শরীরধারণার্থ ভিক্ষাভ্রমণ ও ভিক্ষালব্ধ কোপীন ও কন্যাদির গ্রহণরূপ কর্ম পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিদ্বারা আচরণ করিয়াও কর্তৃত্বাভিমান শূন্যতাবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূত অনিষ্ট-জনক সংসার প্রাপ্ত হন না । পাপকর্ম্মের ত্রায় পুণ্যকর্ম্মেরও ফলভোগ করিতে হয় বলিয়া যোগিগণ পুণ্যকেও হেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন “শারীরঃ” পদটী কর্ম্মপদের বিশেষণ, তাহার অর্থ শরীর দ্বারা করণীয় ; এই অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা হইলে শরীর পদটি ব্যর্থ হয় ; যেহেতু কর্ম্ম শরীরদ্বারাই করণীয় ; অতথা সম্ভব হয় না । যদি বল মানসিক প্রভৃতি কর্ম্মও আছে, তদ্ব্যবর্ত্তনার্থ শারীর কর্ম্ম এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, অতএব অর্থ দাঁড়াইল যে, শারীরিক বিহিত কর্ম্ম করিয়া পাপপ্রাপ্ত হন না । ঈদৃশ নিষেধ নিরর্থক, বিহিত কর্ম্ম করিয়া পাপ হয়, ইহা কোনও শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই । আর যদি কর্ম্মপদে বিহিত প্রতি-

যদৃচ্ছালাভসম্ভবৌ হৃদ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

বিদ্ব সাধারণ কর্মই গ্রহণ করা যায়, তথাপি দোষ অপরিহার্য ; কারণ প্রতিবিদ্ব কর্ম করিয়াও পাপ হয় না, ইহা অত্যন্তই শাস্ত্রবিদ্বজ্জ, অতএব “শারীর্য” ইহার অর্থ শরীরধারণার্থ ভিক্ষাটন প্রভৃতি । (ভাষ্যে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে) ॥ ২১

অনুয়ঃ ।—যদৃচ্ছালাভসম্ভবঃ (অপ্রার্থিতলাভেভ্যম সম্ভবঃ) হৃদ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদিভিনির্বিকারঃ) বিমৎসরঃ (নির্কৈরঃ) [যদৃচ্ছালাভস্তাপি] সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (হর্ষবিষাদরহিতঃ) [য এবভূতঃ সঃ] [কর্ম] কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে (কর্মবন্ধং নাপ্রাপ্তি) ॥ ২২

অনু ।—যিনি যদৃচ্ছালাভে সম্ভব, শীতোষ্ণাদি হৃদ্বসম্বন্ধে, বৈরহীন এবং ঐ যদৃচ্ছালাভবিষয়েও সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২২

স্বামী ।—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি । অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সম্ভবঃ, হৃদ্বানি শীতোষ্ণাদীন্তীতোহতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্কৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্তাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবভূতঃ স পূর্বোত্তরভূমিকয়োর্থথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্তি ॥ ২২

টিপ্পনী ।—সর্বপরিগ্রহত্যাগী যতির পক্ষে শরীরধারণার্থ কর্ম নিষিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদন করা হইল । কিন্তু অগ্নাচ্ছাদন ব্যতিরেকে শরীর ধারণ অসম্ভব, অতএব স্বচেষ্টায় ভিক্ষাদি দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিতে হইবে ; তাহার নিষম বলিতেছেন ;—শাস্ত্রানুমোদিত প্রযত্নাভাব ‘যদৃচ্ছা’, যদৃচ্ছায় বাহা লাভ করা যায়, যতিগণ তদ্বারাই সম্ভব এবং প্রার্থনা না করায় অল্প যদি শীতাদিনিবারক করা প্রভৃতি লাভ করা না যায়, তৎকর্ত্ত

গতঃ সত্ত্ব মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

চেষ্টাপরিশূন্য হইয়াই অবস্থান করিবেন, কেন না যতি ব্হ্মসহিষ্ণু হইবেন । শাস্ত্রে আছে, অস্যাচিভ ভাবে সঙ্কল্পাদি ব্যতিরেকে যদুচ্ছার ভিক্ষা করিবে । গৃহীদিগকে উৎপাতাদি দ্বারা ভীত করিয়া শাস্ত্রীয় উপদেশ দান দ্বারা এবং নিমিত্ত দর্শাইয়া ভিক্ষা করিবেন না । ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ প্রতৃতি চেষ্টায় দোষ নাই । * তাঁহাদের গ্রহণীয় বস্তুর কথাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—কৌপীনযুগল এবং শীতনিবারণার্থ কন্যা ও পুত্রুকা গ্রহণ করিবেন, অস্ত্র বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না । সমাধি অবস্থায় তাঁহাদের শীতোষ্ণাদির অহুভবই থাকে না । বুখান অবস্থায় শীতোষ্ণাদি ব্হ্ম কর্তৃক আক্রান্ত ও অতিভূত হইয়াও তাঁহারা ক্ষুধা হন না, আত্মা পরমানন্দ অধিতীয় অকর্তা অভোক্তা, অতএব দুঃখই বা কাহার ? দুঃখভোক্তাই বা কে ? ঈদৃশ জ্ঞানদ্বারা তাঁহারা শীতোষ্ণাদি ব্হ্ম অতিক্রম করিয়া থাকেন । নিজের অলাভে এবং পরের লাভে তাঁহারা মাৎসর্য্য পোষণ করেন না । অথবা যদুচ্ছার লাভে আনন্দিত ও অলাভে বিষণ্ণ হন না । তাঁহারা শরীররক্ষার্থ দৈবরূপ-বুদ্ধিদ্বারা কৰ্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ২২

অনুয়ঃ ।— গতসত্ত্ব (নিকাম্য) [রাগদ্বेषাদিভিঃ] মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় (পরমেশ্বরারাদনার্থং) কৰ্ম্ম আচরতঃ (অহুতিষ্ঠতঃ) [সতঃ] সমগ্রং (সবাসনং) কৰ্ম্ম প্রবিলীয়তে (অকৰ্ম্মভাবেমাপত্ততে) ॥ ২৩

অনু ।—নিকাম, রাগদ্বেষাদিমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং পরমেশ্বরারাদনার্থ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকারী সাধুর বাসনা সমেত সমুদয় কৰ্ম্ম বিলয়-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অকৰ্ম্ম হইয়া যায় ॥ ২৩

*স্বামী ।—কিঞ্চ গতেতি । গত সত্ত্ব নিকাম্য রাগদ্বেষাদিভিমুক্ত

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মার্ণৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥ ২৪

জ্ঞানেহবস্থিতং চেতো যন্ত, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাদনার্থং, কৰ্ম আচরতঃ সন্তঃ সমগ্রং সবাসনং কৰ্ম প্রবিলীৰ্যতে অকৰ্মভাবমাপত্ততে, আক্লটযোগপক্ষে যজ্ঞায় ক্ষত্বরক্ষণার্থং কৰ্ম কুর্ত ইত্যর্থঃ । ২৩

টিপ্পনী ।—পূৰ্ব পূৰ্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সৰ্বপরিগ্রহত্যাগী যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট যোগী, ভিক্ষাটন প্রভৃতি কৰ্ম করিয়াও বন্ধ প্রাপ্ত হন না । তাহা হইলে গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞ জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণের যজ্ঞাদি কৰ্ম বন্ধের হেতুত্ব ইহাই বোধগম্য হয়, এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য “তাত্ত্বা কৰ্মফলাসক্তং” ইত্যাদি (৪র্থঃ অঃ ২০শ) শ্লোকোক্ত বিষয়ের বিশেষভাবে বিস্তার করিতেছেন । ক্রিয়মাণ কৰ্মফলে আসক্তিশূন্য ভাবে নির্বিকল্প ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব ভাবনার চিত্ত নিযুক্ত করিয়া, “আমি কৰ্ম করিতেছি, আমি এই কৰ্মের ফলভোক্তা” ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ-পূৰ্বক লোকপ্রবৃত্তির জন্য যাহার্না ভগবৎপ্রীতার্থে, অথবা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করিয়া তদ্রক্ষার্থ কৰ্ম করেন, তাঁহাদের সে কৰ্ম অকৰ্ম, অর্থাৎ অভিমানাদি কারণ বিত্তমান না থাকায় তত্ত্বদর্শন নিবন্ধন সেই কৰ্ম বিলয়প্রাপ্ত হয় । ২৩

অনুব্রয়ঃ ।—অৰ্পণং (স্রবাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (অৰ্প্যমাণং যুতাদিকং) ব্রহ্ম ব্রহ্মার্ণৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তন্মিন্) ব্রহ্মণা (‘কর্তৃ।’) হৃতং (হোমঃ) ব্রহ্ম, (অগ্নিচ্চ কর্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ) ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা (ব্রহ্ম-ণ্যেব কৰ্মাচ্চক্রে সমাধিঃ যন্ত তেন) ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্ ॥ ২৪

অনু ।—অৰ্পণ (স্রবাদি) ব্রহ্ম, অৰ্প্যমাণ যুতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোমকর্তা ব্রহ্ম, হোমও ব্রহ্ম—এই প্রকার কৰ্মরূপ ব্রহ্মে যাহার চিত্ত সমাহিত আছে, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

স্বামী ।—তদেবং পরমেশ্বরান্নানলক্ষণং কৰ্ম জ্ঞানহেতুশ্চেন
লক্ষকত্বাভাবাদকৰ্মেব, আক্লটাবস্থায়াম্ অকৰ্ম্মাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভা-
বিকমপি কৰ্ম্ম অকৰ্ম্মেবেতি “কৰ্ম্মধ্যাকৰ্ম্ম যঃ পশ্চেৎ” ইত্যনেনোক্তঃ
কৰ্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং কৰ্ম্মণি তদদেবু চ ব্রহ্মৈবাত্মত্বাৎ
পশ্চতঃ কৰ্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অৰ্প্যতেহেনেনেত্যৰ্পণং ব্রহ্মাদি
তদপি ব্রহ্মৈব, অৰ্প্যমাণং হবিরপি সূতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবায়িত্ত্বম্
ব্রহ্মণা কৰ্ম্ম। হতঃ হোমোহগ্নিষ্ট কৰ্ত্তা চ ক্রিয়া ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং
ব্রহ্মণ্যেব কৰ্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রাৎ যত তে ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন
র্থঃ ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনেক কারকসাধ্য ; দেবতার উদ্দেশ্যে
দ্রব্যত্যাগের নাম যাগ, সেই যাগে ত্যজ্যমান দ্রব্যাদি অগ্নিতে আহুতি
দিতে হয় বলিয়া তাহা হোম নামেও অভিহিত হয়। যাঁহার উদ্দেশ্যে
সেই হোম করা হয়, সেই দেবতা সম্প্রদান, হবিঃশব্দের বাচ্য ত্যজ্যমান
দ্রব্য মুখ্য ক্রিয়ার (হুধাতুর) কৰ্ম্ম, ক্রিয়ার ফল ব্যবহিত অর্থাৎ
পরজন্মভাবী স্বর্গাদি ভাবনা ক্রিয়ার কৰ্ম্ম। এই হোমে ক্রিয়ার করণ
দ্বিবিধ, একটা সাক্ষাৎ ক্রিয়ার নিষ্পাদক, অপরটা জ্ঞাপক ; অগ্নিতে
হবিঃপ্রক্ষেপক্রিয়ার নিষ্পাদক বলিয়া জুহুপ্রভৃতি সাধকতম করণ এবং
মন্ত্রাদি উক্ত ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞাপক করণ ; এইরূপ ক্রিয়াও
দুইটী, দেবতৌদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ একটি, অগ্নিতে ত্যজ্যমান
দ্রব্যাদির প্রক্ষেপরূপ হোম অপরটি। তন্মধ্যে যাগক্রিয়ার কৰ্ত্তা যজমান,
হোমক্রিয়ার কৰ্ত্তা যজমানের নিযুক্ত অধবর্যু, (হোমের আয়োজনকৰ্ত্তা,)
প্রক্ষেপের অধিকরণ অগ্নি ও সৰ্ব্বক্রিয়াসাধারণ দেশকলাদি। যেমন
রজ্জুতন্তুর জ্ঞান না থাকিলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, পুনশ্চ রজ্জু জ্ঞান
হইলে সে ভ্রম দূরীভূত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ক্রিয়াকারকাদি ব্যবহার
ব্রহ্মজ্ঞানবশিত, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে ইহার নিবৃত্তি হইয়া যায়। যদিও

দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পশু্যুপাসতে ।

ব্রহ্মাণ্যাবপরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

বাধিতাহুযুক্তিভাবে পরমার্থদর্শিগণের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তথাপি তাহা ফলপ্রসূ হয় না। যেমন দণ্ড বস্ত্র দেখিতে ঠিক বস্ত্রের অহরূপ হইলেও তাহা কোন ফলপ্রদ নহে, সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম অপরাপর কর্মের তুল্য হইলেও তাহাদের দ্বারা বন্ধনরূপ ফল জন্মাইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ কারণ জুহু ও যজ্ঞ ব্রহ্ম, অগ্নিতে হুয়মান দ্রব্য হবিঃপ্রভৃতি ব্রহ্ম, আহতিক্রিয়ার অধিকরণ অগ্নি ব্রহ্ম, ত্যাগ ও প্রক্ষেপ রূপ ক্রিয়ার কর্তৃদয় যজমান ও অধ্বযু্যও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞফল স্বর্গাদি গম্যলোকও ব্রহ্ম। এইরূপে সর্বত্র কর্মে যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মেই গতিলাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে “গন্তব্যং” পদটি উক্তরূপেই অদ্বিত। একপক্ষে গন্তব্য স্বর্গাদি, অপর পক্ষে গন্তব্য ব্রহ্ম। অথবা “অর্পণং” এই পদের যত্নক্ষেপে অর্পণ করা যায়, এই ব্যুৎপত্তিবলে স্বর্গাদি ফল অর্থ, তাহা হইলে “গন্তব্যং” এই পদটি ‘তেন’ এই তচ্ছব্যপ্রতিপাত্তের ক্রিয়াক্রমেই বাবহৃত হইতে পারে ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—অপরে (অস্তে) যোগিনঃ (কর্মযোগিনঃ) দৈবম্ এব যজ্ঞঃ পশু্যুপাসতে (ব্রহ্মণ্য অহুতিষ্ঠন্তি) ; অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাণ্যো (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব (উপায়েন, ব্রহ্মার্পণাহুতপ্রকারেন) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞাদিসর্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তি) ॥ ২৫

অনু ।—কোন কোন যোগী (কর্মযোগিগণ) ব্রহ্মাসহকারে দৈব-যজ্ঞেই অহুষ্ঠান করেন, জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে পূর্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞাদি সমুদয় কর্ম্মেই লয়সাধন করেন। [ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ] ॥ ২৫

স্বামী ।—ভদ্রেবং যজ্ঞেন স্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনদীপকঃ

শ্রোত্রাদীনীল্লিঙ্গাণ্যন্তে সংযমায়িষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিবরানন্ত ইল্লিঙ্গায়িষু জুহ্বতি ॥ ২৬

জানঃ সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্যাং সর্বযজ্ঞভ্যাঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারি-
ভেদেন জানোপায়ভূতান্ বহুন্ যজ্ঞানাং—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ । দেবা
ইন্দ্রবরুণাদয় ইত্যন্তে যস্মিন্ । এবকারেণেতাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যাং
দর্শিতম্ । তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্মযোগিনঃ পৃথুপাসতে ব্রহ্মবাহুতিষ্ঠি ।
অপরে তু জানযোগিনো ব্রহ্মরূপেহ্যে যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্শমিত্যা-
হ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকর্মানি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ,
সোহয়ং জানবজঃ ॥ ২৫

টিপ্পনী ।—ব্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞরূপে বর্ণিত হইল, ইদানীং তাহারই
প্রশংসার জন্য পুনরপি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ করিতেছেন । কর্মী যোগিগণ
ইন্দ্রাদিদেবতার উদ্দেশ্যে দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগ করিয়া থাকেন, পূর্বোক্ত
জানযজ্ঞ করেন না । তথাপি কর্মযজ্ঞ সম্পাদনদ্বারাই তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ
হয় । তখনস্তর সত্য, জান, আনন্দ ও অনন্তরূপ তৎ-পদার্থপ্রতিপাত্ত
পরব্রহ্মরূপ অগ্নিতে স্বঃ-পদপ্রতিপাত্ত প্রত্যগাত্মাকে (জীবাাত্মাকে) অভিন্ন-
রূপেই দেখিতে পান ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—অন্তে (নৈষ্ঠিকাঃ ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমায়িষু (তত্তদ্বিষ্ণু-
সংযমরূপেষু অগ্নিষু) শ্রোত্রাদীনি ইল্লিঙ্গাণি জুহ্বতি (প্রবিলাপয়ন্তি,
ইল্লিঙ্গাদি নিরুধ্য সংযমপ্রধানান্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ) ; অন্তে (গৃহস্থাঃ) ইল্লিঙ্গায়িষু
(ইল্লিঙ্গাণ্যেব অগ্নয়ন্তেষু) শব্দাদীন্ বিবরান্ জুহ্বতি ॥ ২৬

অনু ।—কেহ কেহ (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমরূপ অগ্নিতে
শ্রোত্রাদি ইল্লিঙ্গগণকে হোম করেন (অর্থাৎ তাঁহারা ইল্লিঙ্গগণকে
নিরোধ করিয়া সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থান করেন) ; কেহ কেহ (গৃহস্থগণ)
ইল্লিঙ্গরূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিবরসমূহের লয় সাধন করেন ॥ ২৬

স্বামী।—প্রোক্তাধীনীতি। অতঃ নৈতিকত্বচাৰিগণতত্ত্ববিদ্রি-
সংযমরূপেণ যিহু প্রোক্তাধীনীতি কুলুতি প্রবিলাগরতি, ইতিবাচি নিকথা
সংযমপ্রধানান্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ; ইতিরাণ্যেযাংগরতেষু শব্দাদীনতে কুলুতি
বিষয়ান্, বিষয়ভোগসময়েহপ্যনাসক্তাঃ সন্তোহগ্ৰিহেন ভাবিতেন ইতিবাচি
হবিষ্টেন ভাবিতান্ শব্দাদীন প্রক্ষিপ্ততীত্যর্থঃ। ২৬

টিপ্পনী।—মুখ্য-গোপভেদে দ্বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলা হইল।
ইদানীং বৈদিক শ্রেয়সাধন যাবতীয় বিষয়ই বল, ইহা প্রতিপাদিত
হইতেছে। প্রত্যাহারপরাশ যোগিগণ প্রোক্তাতি জ্ঞানেজ্রিসকল শব্দাদি
বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান
করিয়া থাকেন। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যদি একবিষয়ক হয়, তবেই
তাহাকে সংযম বলে। তন্মধ্যে হুংপুণ্ডরীকাদিতে মনের চিরস্থিতির নাম
ধারণা এবং অজ্ঞাকার প্রত্যয়বাবহিত যে ভগবদাকার বৃত্তিপ্রবাহ তাহা
ধ্যান, (অর্থাৎ অন্তরাস্তরা বিচ্ছিন্ন হইয়াও যে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ ধোয়াকারে
আকারিত—ধোর বস্তুর সারূপ্যাপ্ত হয়, সেই বৃত্তিপ্রবাহই ধ্যান)। সর্ব-
প্রকার বিজ্ঞাতীয় জ্ঞানদ্বারা অব্যবহিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহের নাম
সমাধি। এই সমাধি আবার চিত্তের অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, সম্প্রজাত ও
অসম্প্রজাত। চিত্তের ভূমি—অবস্থা পঞ্চবিধ। কিন্তু, মুঢ়, বিকিপ্ত,
একাগ্র ও নিরুদ্ধ। রাগদ্বেষাদিবশতঃ বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত কিন্তু, তন্মাত্র-
এবং মুঢ়, সর্বদা বিষয়াসক্ত হইয়াও কদাচিৎ ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত কিন্তু হইতে
বিলক্ষণ বলিয়া বিকিপ্ত। এই সকল অবস্থার মধ্যে কিন্তু ও মুঢ়চিত্তের
সমাধি একান্ত অসম্ভব, বিকিপ্তচিত্তে কখন কখন সমাধি হইলেও বিক-
শের প্রাধান্তনিবন্ধন প্রবাতহানবর্তী দীপের স্তার তাহা তৎক্ষণাৎ নাপ-
ক্লান্ত হয়। এক বিষয়ে ধারাবাহিক বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্ত একাগ্র, একই
একাগ্র চিত্তে রজোগুণনিবন্ধন চাকল্যরূপ বিক্ষেপ থাকে না, অতএব
ইহা একবিষয়ক এবং তন্মোক্ষপন্থক তন্মাত্রাবিশিষ্ট লয়াভাব বশতঃ আত্মা-

সৰ্বগীত্ৰিয়কৰ্ম্মাণি প্রাপকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগার্থো জুহুতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

কারণাকারিত । চিত্তের ঈদৃশাবস্থায়ই সম্প্রজাত সমাধি হইয়া থাকে । এই সম্প্রজাতে যের বস্তুর আকারে আকারিত বৃত্তি থাকে । ইহারও অভাব হইলে নিরুদ্ধচিত্তে অসম্প্রজাত সমাধি হইয়া থাকে, এই অবস্থায় যোগিগণ সমাধিকল এবং সুখাদিও অভিলাষ করেন না বলিয়া ইহাকে ধৰ্ম্মমেঘ সমাধি বলা হয় । এইরূপে সংযমের বহুভেদ থাকায় “অগ্নিবু” এই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । নৈতিক ব্রহ্মচারিগণ ঈদৃশ সংযমাবস্থাতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিসিদ্ধার্থ ইন্দির সকল লীন করেন । স্নোকেই এই অংশদ্বারা ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রত্যাহাররূপ যোগাঙ্গচতুষ্টয় বলা হইল । এখন বলা হইতেছে যে, ব্যুত্থান দশায় রাগ-দেষরাহিত্যনিবন্ধন বিষয়ভোগও যজ । অপর ব্যুত্থিত ব্যক্তিগণ, স্পৃহাসূত্রভাবে প্রোজাদিধারা শব্দাদি অবিকল্প বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের হোম ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন যোগ-বিষয়েণ দীপিতে প্রজলিতে) আত্মসংযমযোগার্থো (আত্মনি সংযমো ধ্যানৈক্যাং স এব যোগঃ স এব অগ্নিঃ তগ্নিন্) সৰ্বগীত্ৰিয়কৰ্ম্মাণি প্রাপকৰ্ম্মাণি চ জুহুতি (প্রবিলাপয়তি) ॥ ২৭

অনু ।—কেহ কেহ (ধ্যাননিষ্ঠগণ) জ্ঞান (যোগবিষয়) দ্বারা উদ্ধীপ্ত আত্মসংযমরূপ হোমাবস্থাতে সমুদয় ইন্দির কৰ্ম্ম এবং সমুদয় প্রাপকৰ্ম্ম আহিতিক্রমে প্রদান করেন ॥ ২৭

স্বামী ।—কিঞ্চ সৰ্বগীতি । অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীজিরাণাং প্রোজা-দীনাম্ কৰ্ম্মাণি শ্রবণদর্শনারীনি, কৰ্ণেজিরাণাং বাকৃপাণ্যাদীনাম্ কৰ্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি, প্রোণানাং দশানাম্ কৰ্ম্মাণি—প্রাপক বহির্গতবস্ত-অপাক্তাধোদানরনং ব্যানত ব্যানয়নাস্থকনপ্রসারণাদীনি সমানতাপিতপীতা-

দীনান্ সমুন্নয়নম্ উদানস্ত উৰ্দ্ধনয়নম্ “উন্নগারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্ষ
উন্নীলনে শ্বভঃ । কুকরঃ স্মৃৎকরো জেযো দেবদন্তো বিজৃম্ভণে ॥ ন জহাতি
শ্বভকাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং রূপানি জুহুতি । আত্মনি সংযমো
ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাশ্চিন্তনম্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে
প্রজলিতে ধ্যেয়ং সমাগজ্জাহা তস্মিন্ননঃ সংযম্য তানি সৰ্বানি কৰ্ম্মানি
উপরমরম্ভীত্যর্থঃ ॥ ২৭

টিপ্পনী ।—সমাধি দ্বিবিধ—লয়পূর্বক ও বাধপূর্বক । ব্যাষ্টি পক্ষী-
কৃত পক্ষ মহাভূত সমষ্টিরূপ বিরাটের কার্য্য, অতএব তত্ত্বির হইতে পারে না
এবং সমষ্টিরূপ পক্ষীকৃত পক্ষভূত অপক্ষীকৃত পক্ষ মহাভূতের কার্য্য বলিয়া
তত্ত্বির হইতে পারে না । এইরূপে কার্য্যকারণাত্মক প্রপঞ্চের বিদ্যমানতা
সঙ্গে ও কেবল চৈতন্তমাত্রগোচর যে সমাধি তাহাকে লয়পূর্বক সমাধি
বলে, ইহাই পাভঞ্জলের মত । তন্নতাহুসারেই পূর্বলোকের ব্যাখ্যা করা
হইরাছে, ইদানীং বেদান্তমতে বাধপূর্বক সমাধির কথা বলা যাইতেছে ।
বৈদাস্তিকগণ বলেন—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বেদান্তমহাবাক্যের জ্ঞান না
হইলে অবিজ্ঞা এবং তৎকার্য্য সংসার প্রভৃতির উচ্ছেদ হয় না । কারণ
থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যজ্ঞাবিনী ; যেমন নিদ্রা কোন না কোন
সময়ে অপগত হইবেই ; এইরূপ কারণ থাকা নিবন্ধন লয় পূর্বক সমাধিও
কদাচিৎ বিনষ্ট হইতে পারে ; অতএব বাধপূর্বক সমাধিই প্রশস্ত ।
যেহেতু ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের সাক্ষাৎকারে অবিজ্ঞা বিনাশপ্রাপ্ত
হয়, কারণ-বিনাশে কার্য্যও নাশ পায় এবং তাহার পুনরায় উত্থান হয় না ।
কার্য্যেরও পুনরুত্থানাতাববশতঃ নির্বীজ বাধপূর্বক সমাধি হইয়া থাকে ।
লোকার্থ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ভ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্,
পর্শ্বনি, পাদ, পায়ু, উপহ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি অন্তরিত্ত্রিয় ;
ইহাদের কার্য্য বধাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ । কর্ম্ম-
ত্রিয়েয়—বচন, আদান, বিহরণ, আনন্দ, উৎসর্গ । অন্তরিত্ত্রিয়েয়সকল,

দ্রব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাহপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অধ্যবসায় । এইরূপ পঞ্চপ্রাণের—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদানের বহির্নয়ন, অধোনয়ন, আকুঞ্চন, প্রসারণ, অশিতাদি সমীকরণরূপ পঞ্চ কার্য্য। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির কার্য্যবলার সপ্তদশাত্মক লিঙ্গ শরীরের কথাও বলা হইল, ইনি সূক্ষ্মভূতসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ । কোন যোগী “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্যদ্বারা অনিত ব্রহ্মাত্মক্যরূপ জ্ঞানদ্বারা অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যনাশবশতঃ অত্যন্ত উজ্জ্বল আত্মসংঘম যোগে বাধপূরক সমাধিতে এই সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্ম্ম অথবা সমষ্টি লিঙ্গশরীর প্রবিলুপ্ত করেন । ইহাই মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায় ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—[কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে) [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচাত্তারণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে) [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগশ্চিন্ত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে) তথা অপরে (অন্তে) সংশিতব্রতাঃ (সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণকৃতং ব্রতং যেষাং তে) যতয়ঃ (প্রযত্নশীলাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ (স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণ-মননাদিনা যস্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে তথাবিধাঃ) ॥ ২৮

অনু ।—কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ; কেহ বা কৃচ্ছ্রচাত্তারণাদি যজ্ঞ অহুষ্ঠান করেন, কেহ বা সমাধিরূপ যজ্ঞের অহুষ্ঠাতা, অপর কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদপাঠ ও বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকেন ॥ ২৮

স্বামী ।—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি । দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্রচাত্তারণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগশ্চিন্ত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ, স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ,

স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে ।
যথা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতনঃ শ্রবণশীলাঃ সম্যক্
শিতঃ নিশিতং ভীক্লীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮

টিপ্পনী ।—পূর্বোক্ত শ্লোকজন্মে পঞ্চপ্রকার যজ্ঞের কথা বলা
হইয়াছে, ইদানীং এই এক শ্লোকেই ছয়টি যজ্ঞের বিষয় বলা হইতেছে ।
পূর্ত, দত্ত প্রভৃতি ঐতিশাস্ত্রোক্ত কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ তীর্থাদিতে জ্বয়াদান-
রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন । তপস্বিগণ কঙ্কচাস্ত্রায়ণ প্রভৃতি তপস্বীকেই
যজ্ঞ বলিয়া মনে করেন । যম-নিরমাদি যোগাভ্যাসপ্রধানপরায়ণ যোগিগণ,
চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগকেই যজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন । যম, নিরম,
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের
অঙ্গ ; তন্মধ্যে প্রত্যাহার “প্রোজাদীন্দ্রিমাণাস্তে” (৪ অঃ, ২৪শ) ইত্যাদি
শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বিষয় “আত্মসংযম-
যোগার্গ্যে” (৪ অঃ, ২৭শ) পর্বাস্ত শ্লোকের সংযম ব্যাখ্যার অবসরে বর্ণিত
হইয়াছে । প্রাণায়াম পরে “অপানে জুহ্বতি প্রাণং” (৪ অঃ ২৯শ) ইত্যাদি
শ্লোকে বর্ণিত হইবে । যম, নিরম, আসন এই স্থানে ব্যাখ্যাত হইতেছে—
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চপ্রকার যম । নিরমও
শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, দৈবপ্রণিধান ভেদে পঞ্চ প্রকার । স্বেচ্য ও
সুখজনক আসন স্বস্তিকাদিভেদে নানাবিধ । এতাদৃশ যোগই যোগযজ্ঞ
নামে অভিহিত । বেদাভ্যাসপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বাধ্যায়ই (স্বশাস্ত্রোক্ত
বেদাধ্যয়নই) যজ্ঞ বলিয়া মনে করেন । ভ্রাতৃহুসারে বেদার্থনিষ্ঠ
জ্ঞানযজ্ঞ । যজ্ঞান্তরের কথা বলিতেছেন—বীহাদের ব্রত অত্যন্ত দৃঢ়
হইয়াছে, তাঁহারা ব্রতযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন । এই ব্রতও যোগশাস্ত্রানু-
যায়ী । যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ,
কাল এবং সময়দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হয়, তবে ওহাই মহাব্রত নামে কথিত
হয় । কেহ কেহ আত্মাত্তবচ্ছেদেও অহিংসা প্রভৃতি যমপ্রধান করিয়া

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯

থাকেন। অহিংসা জাত্যবচ্ছিন্ন যথা, ব্রাহ্মণ বধ করিব না ; দেশা-
বিচ্ছিন্ন যথা, গজাভীরে বধ করিব না ; কালাবচ্ছিন্ন যথা চতুর্দশীতে বধ
করিব না ; সময়াবচ্ছিন্ন যথা, দেবতাদির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বধ করিব না।
সত্যাদিরও এইরূপ জাত্যাশ্রবচ্ছেদ জানিবে। এইরূপ জাত্যাশ্রবচ্ছেদ
অহিংসাদি নিকৃষ্ট, জাত্যাশ্রবচ্ছেদে যে অহিংসাদি মহাত্ম্যই মহাত্মত।
জাত্যাশ্রবচ্ছেদে যথা—কোন জাতিকে কোন স্থানে কোনকালে কোন
প্রয়োজনেও বধ করিব না। ঈদৃশ মহাত্মত যদি দৃঢ় হয়, তবে নরকের
দ্বারদূত কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ নিবৃত্তি হইয়া যায় ; তদ্ব্যতীত অহিংসা
ও কন্মার্ঘ্য লোভের, ব্রহ্মচর্য্য ও সদসদ্ বস্তু বিচারদ্বারা কামের, অস্ত্রের
ও অপরিগ্রহরূপ সন্তোষদ্বারা লোভের এবং সত্যরূপ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা
মোহের নিবৃত্তি হয় এবং তদ্ব্যতীত সমস্ত দৌৰ্বেশের নাশ হয় ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—অপরে অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণম্ উর্দ্ধবৃত্তি
[পুরকেণ] জুহ্বতি (প্রাণম্ অপানেন একীকৃত্বতি) তথা [কুস্তকেণ]
প্রাণাপানগতী (প্রাণাপানয়োঃ উর্দ্ধাধোগতী) রুদ্ধা [রেচককালে]
অপানং প্রাণে জুহ্বতি [এবং পুরককুস্তকরেচকৈঃ] প্রাণায়ামপরায়ণাঃ
[ভবন্তি] অপরে নিয়তাহারাঃ (আহারসঙ্কোচমভ্যস্তন্তঃ) প্রাণান্
প্রাণেষু জুহ্বতি (স্বয়মেব জীৰ্ণ্যমাণেষু ইন্দ্রিয়েষু তন্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং
ভাবরহীত্যর্থঃ) ॥ ২৯

অনু ।—কেহ কেহ [পুরককালে] অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তি
হোম করেন এবং [কুস্তকে] প্রাণ-অপানের গতিরোধ করিয়া রেচককালে
অপানকে প্রাণে হোম করেন ; এইরূপ প্রাণায়ামপরায়ণ হন। কেহ

কেহ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া স্বয়ং জীৰ্য্যমাণ ইন্দ্রিয়গণে ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি-
গুলির হোম ভাবনা করেন ॥ ২০

স্বামী ।—কিঞ্চ অপানে ইতি । অপানেচ্ছাধাবৃত্তৌ প্রাণমুচ্ছবৃদ্ধিঃ
পূরক্ষেণ জুহ্বতি : পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকূৰ্দ্ধতি, তথা কুন্তকেন
প্রাণাপানয়োৰুচ্ছাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেহপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং
পূরককুন্তকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ, কিঞ্চ অপরে ইতি ।
অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যাসন্তঃ স্বয়মেব জীৰ্য্যমাণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদ্বিভ্রিয়-
বৃদ্ধিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । যথা “অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং
তথাপরে” ইত্যনেন পূরকরেচকয়োৰ্বর্তমানয়োহংসঃ সোহহমিত্যহুলোমতঃ
প্রতিলোমতচ্চাভিযাজ্যমানেনাঙ্গপামল্লেণ তদ্বপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাব-
য়ন্তীত্যর্থঃ । তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—“সর্কারেণ বহির্বাতি হংকারেণ বিশেৎ
পুনঃ । প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যহুচিন্তয়েৎ ॥” ইতি । প্রাণাপানগতী
রুদ্ধেত্যনেন স্ত্রোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরে কথ্যস্তে, তদ্ব্যায়মর্থঃ,—যৌ
ভাগৌ পূরয়েদৈরৈক্জলেনৈকং পুপূরয়েৎ । মাকুতস্ত প্রচারার্থং চতুর্থমব-
শেষয়েৎ ॥” ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেবাং তে কুন্তকেন
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিভ্রিয়াপি প্রাণেষু
জুহ্বতি ; কুন্তকেন হি সর্কে প্রাণা একীভবন্তি, তদ্রৈব লীল্যমানেষ্বিন্দ্রিয়েষু
হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—“যথা যথা সদাভ্যাসায়নসঃ
স্থিরতা ভবেৎ । বায়ুবাক্কাযদৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥” ইতি ॥ ২০

টিপ্পনী ।—অতঃপর সার্বভৌমকে প্রাণায়ামযজ্ঞ বলিতেছেন—কেহ ।
কেহ অপানে প্রাণকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ বায়ু বায়ুর অভ্যাস্তরে
প্রবেশদ্বারা পূরক প্রাণায়াম করেন । অপর যোগী প্রাণে অপানবৃত্তিকে
আহুতি দেন অর্থাৎ শরীর বায়ুর বহির্নির্গমনদ্বারা রেচক প্রাণায়াম করিয়া
ধাকেন । পূরক-রেচক বর্ণনদ্বারা তদবিনাভূত কুন্তকদ্বয়ও বর্ণিত হইল ।
শক্তি অহুসায়ে দেহের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া খাস প্রখাস রোধ করার

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্মিতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টান্নতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০

নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

নাম অন্তঃকৃত্তক এবং যথাসক্তি বায়ু ত্যাগ করিয়া স্বাস প্রশ্বাস নিরোধের নাম বহিঃকৃত্তক । মুখ-নাসিকাদ্বারা বায়ুর বহির্গমন স্বাস—প্রাণের গতি এবং বহির্নির্গত বায়ুর অন্তঃপ্রবেশ প্রশ্বাস—অপানের গতি । পূরকে প্রাণের গতি রোধ এবং রেচকে অপানের গতি রোধ হয়, আর কৃত্তকে উভয় বৃত্তিরই নিরোধ হয় । স্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া অপর যোগিগণ নিরমিতভাবে আহার-বিহারাদি সম্পাদনপূর্বক বাহ্যভ্যন্তর কৃত্তকের অভ্যাসবশতঃ নিগৃহীত প্রাণবৃত্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়রূপ প্রাণ আহতি দেন, অর্থাৎ চতুর্থ কৃত্তকদ্বারা প্রাণের বিলোপ সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৯

অম্বয়ঃ ।—এতে সর্বৈ অপি যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাঃ) যজ্ঞক্মিতকল্মষাঃ (যজ্ঞৈঃ ক্মিতপাপাঃ) [ভবন্তি] ; যজ্ঞশিষ্টান্নতভূজঃ (যজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম [জ্ঞানদ্বারেন] যাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ; হে কুরু-সত্তম ! অয়ম্ [অন্নসুখোহপি] লোকঃ (মহুয়ালোকঃ) অযজ্ঞস্ত (যজ্ঞা-মুষ্ঠানরহিতস্ত) নাস্তি ; অন্তঃ (বহুসুখঃ পরলোকঃ) কুতঃ ? ॥ ৩০।৩১

অনু ।—ইহঁরা সকলেই যজ্ঞবেত্তা এবং যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ ; যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নরূপ অন্নভোজনকারী ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যজ্ঞহীন ব্যক্তির পক্ষে এই [অন্নসুখময়] নরলোকও নাই ; অন্ত [বহুসুখময়] পরলোক কোথায় ? ॥ ৩০।৩১

স্বামী ।—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং বলমাহ—সর্বৈহ-প্যেত ইতি । যজ্ঞান্ বিদন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা । যজ্ঞৈঃ ক্মিতং নাসিতং কল্মষং যৈঃ, তে যজ্ঞশিষ্টান্নতভূজ ইতি যজ্ঞান্ কৃৎষাবশিষ্ট-

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২

কালেহনিবিদ্ধমন্নমৃতরূপং ভুক্তং ইতি তথা; তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞান-
দ্বায়েণ প্রাপ্নুবন্তি । ‘তদকরণে দোষমাহ—নাশমিতি । অন্নমন্নমুখোহপি-
মহুয়ালোকোহযজ্ঞস্ত ‘যজ্ঞাচ্ছানরহিতস্ত, নাস্তি কুতোহন্তো বহুসুখঃ
পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সৰ্ব্বথা কর্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১

টিপ্পনী।—ষাদশ প্রকার যজ্ঞ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া ইদানীং
তাহার ফল বলিতেছেন; “যজ্ঞবিৎ” পদে যাহারা যজ্ঞ অবগত আছেন,
অথবা যাহারা তাহার কর্তা, ঈদৃশ যজ্ঞকর্তা যজ্ঞদ্বারাই সমস্ত পাপ নাশ
করিয়া এবং যজ্ঞাবসানে অমৃতকল্প যজ্ঞীয় অন্নভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম
লাভ করেন, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন । ঈদৃশ যজ্ঞদ্বারা
ঐহিকাদেয় চিন্তা বিস্মৃত হওয়ায় জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে । যজ্ঞকরণে গুণ বলিয়া,
অকরণে দোষ বলিতেছেন—এই সকল যজ্ঞের মধ্যে যাহারা একটিরও
অহুষ্ঠান করে না, তাহাদের এই; অন্নসুখবিশিষ্ট মহুয়ালোকও প্রাপ্তির
অযোগ্য, অর্থাৎ লোকনিদ্ভাবশতঃ তাহার সংসারে থাকিও ছুড়র, সবিশেষ
সাধনসাধ্য লোকাদি বহু সুখময় লোক স্তুরাং স্তূদূরপর্যাহত ॥ ৩০।৩১

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্মণঃ (বেদস্ত) মুখে এবম্ (ইৎ) বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ
বিততাঃ (সাক্ষাদ্ বিহিতাঃ) [তথাপি] তান্ সৰ্ব্বান্ কৰ্মজান্ (আত্ম-
স্বরূপসংস্পর্শরহিতান্) বিদ্ধি (জানীহি) ; এবং জ্ঞাত্বা [জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্]
বিমোক্ষ্যসে (সংসারান্মুক্তো ভবিষ্যসি) ॥ ৩২

অনু ।—বেদমুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ সাক্ষাৎভাবে বিহিত আছে;
[তথাপি] তৎসমুদয়কে কৰ্মজ মনে করিবে; এইরূপ জানিয়া [জ্ঞান-
নিষ্ঠ হইয়া] মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৩২

স্বামী ।—জ্ঞানযজ্ঞঃ স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞাহুপসংহরতি—এবং ‘বহু-’

শ্রৈয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরব্রতপঃ ।

সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্শ্ব জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

বিধা ইতি । জ্ঞানো বেদস্ত মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ ।
তথাপি তান্ সৰ্ব্বান্ বাহ্যনঃ কার্যকৰ্ম্মজনিতানাশ্চরুপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি
জানীহি আত্মনঃ কৰ্ম্মণোগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসার-
দ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—হে পরব্রতপ পার্শ্ব ! দ্রব্যময়াং (দৈবাদিযজ্ঞাং) জ্ঞান-
যজ্ঞঃ শ্রৈয়ান্ [যতঃ] অখিলং (ফলসহিতং) সৰ্বং কৰ্ম্ম জ্ঞানে পরি-
সমাপ্যতে ॥ ৩৩

অনু ।—হে পরব্রতপ পার্শ্ব ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ
উৎকৃষ্ট ; যেহেতু ফলের সহিত সমুদয় কৰ্ম্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয় ॥ ৩৩

স্বামী ।—কৰ্ম্মযজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞস্ত্ব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রৈয়ানিতি ।
দ্রব্যময়াদনাস্থব্যাপারজ্ঞাত্বাদৈবাদিযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রৈয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ, যতপি
জ্ঞানযজ্ঞস্তাপি মনোব্যাপারাদীনত্বমন্তোব তথাপ্যাস্থরুপস্ত জ্ঞানস্ত মনঃ-
পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্তত্বমিতি দ্রব্যময়াদিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ
—সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ ।
“সৰ্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিং প্রজাঃ সাধু কূৰ্ব্বন্তি” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—[জ্ঞানিনাং] প্রণিপাতেন (দণ্ডবৎ নমস্কারেণ) পরি-
প্রশ্নেন (জিজ্ঞাসয়া) সেবয়া (গুরুশ্রবণা) [চ] তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি
(জানীহি) ; তদ্বদর্শিনঃ (অপরোক্ষানুভবসম্পন্নঃ) জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ)
তে (তুভ্যং) জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি ॥ ৩৪

অনু ।—জ্ঞানিগণের প্রণিপাত, প্রশ্ন ও গুরুসেবাধারা সেই

যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনশ্চোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্শেষাণি দ্রক্ষ্যস্তাত্ত্বাত্থো ময়ি ॥ ৩৫

জ্ঞান অবগত হও ; তত্ত্বদর্শী (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী) জ্ঞানিগণ তোমার জ্ঞানোপদেশ দিবেন ॥ ৩৪

স্বামী ।—এবং ভূতাত্ত্বজ্ঞানে সাধনমাহ—তদ্বিতি । ‘তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রশিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ ; ততঃ পরিশ্রমেন কৃতোহয়ং মম সংসারঃ, কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি পরিশ্রমেন, সেবয়া গুরুগুরুশ্রবয়া চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনোহপরোকানুভব-সম্পন্নাস্চ, তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪

টিপ্পনী ।—“শ্রেরান্ দ্রব্যমস্মাৎ” ইত্যাদি (৪র্থ অঃ ৩৩শ শ্লোকঃ) উক্ত হইরাছে যে, দ্রব্যময় যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমাদি অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ প্রশস্ত ; তাদৃশ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বক্ষ্যমাণ শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন :—
আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া বিনয়সহকারে প্রশংসাপূর্ব্বক “আমি কে, কেন সংসারে আছি, কিরূপে মুক্তিলাভ করিব” ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন এবং তাঁহার পরিচর্যা দ্বারা তুমি সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। তোমার তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে প্রসন্নচিত্ত আচার্য্য তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন, যেহেতু তাঁহার জ্ঞানী এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা কৃতকৃত্য ॥ ৩৪

অশ্বমুগ্ধঃ ।—হে পাণ্ডব ! যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) পুনঃ এবং মোহং (বন্ধুবন্ধাদিনিমিত্তং মুগ্ধত্বং) ন যাস্তসি (ন প্রাপ্যসি) যেন (জ্ঞানেন) অশেষাণি (পিতৃপুত্রাদীনি) ভূতানি (প্রাণিনঃ) আত্মনি এব [অভেদেন] দ্রক্ষ্যসি অথো (অনন্তরং) ময়ি পরমাত্মনি ; [অভেদেন দ্রক্ষ্যসি] ॥ ৩৫

অনু ।—হে পাণ্ডব ! যে জ্ঞানলাভ করিলে আর এইরূপ

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব বুদ্ধিনং সন্তুৰিষ্যসি ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিক্কাহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহৰ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

বন্ধুবাদি জ্ঞাতৃ যোহপ্রাপ্ত ইহিবে না এবং যদ্বারা সমুদয় ভুতগণকে আপ-
নাতে অভিন্নতাবেশদর্শন করিবে ॥ ৩৫

স্বামী ।—জ্ঞানফলমাহ - যজ্ঞজ্ঞাত্বৈতি সাক্ষৈরিত্তিঃ । যজ্ঞজ্ঞানং
জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনৰ্বন্ধুবাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্যসি । তত্র হেতুর্বেদ
জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিজ্ঞাবিজ্ঞৃতিতানি আত্ম-
শ্বেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি । অথো অনন্তরম্ আত্মানং যস্মি পরমাশ্রিতভেদেন
দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

অয়ম্বঃ ।—চেৎ (যদি) সৰ্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (পাপকারিত্যঃ)
[হং] পাপকৃতমঃ (অতিশয়েন পাপকরা) অসি (ভবসি) [তথাপি]
জ্ঞানপ্ৰবেশেন (জ্ঞানপোষেন) সৰ্বং বুদ্ধিনং (পাপসমুদ্রং) সন্তুৰিষ্যসি
(সমাগনারাসেন তুরিষ্যসি) ॥ ৩৬

অনু ।—যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী হও,
তথাপি জ্ঞানপোষতদ্বারা অনারাসে সমগ্র পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে
পারিবে ॥ ৩৬

স্বামী ।—কিঞ্চ অপি চেদিতি । সৰ্বেভ্যোহপি পাপকারিত্যো
যন্তপ্ৰতিশয়েন পাপকরা ইমসি, তথাপি সৰ্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব
জ্ঞানপোষেনৈব সমাগনারাসেন তুরিষ্যসি ॥ ৩৬

অনুয়ঃ ।—হে অৰ্জুন ! যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এখাংসি
(কুষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে ; তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি (প্রায়ত্বেক-
কলব্যতিরিক্তানি) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভাবং নরতি) ॥ ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অনু ।—হে অর্জুন ! যে রূপ প্রজলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানার্গি (প্রারব্ধ কর্মফলব্যাভীত) সমুদয় কর্ম ভস্মীভূত করে ॥ ৩৭

স্বামী ।—সমুদ্রবৎ স্থিতিশৈব পাপস্ত অতিলজ্জনমাত্রঃ ন তু পাপস্ত নাশ ইতি ব্রাহ্মিঃ দৃষ্টান্তেন বারংবারং—যথৈধাংসীতি । এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোহগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথা ত্বজ্ঞানস্বরূপোহগ্নিঃ প্রারব্ধকর্মফল-ব্যতিরিক্তানি সর্গাণি কর্মাণি ভস্মীকরোভীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টিপ্পনী ।—ইতঃপূর্বে “অপি চেদসি পাপেভ্যঃ” (৪র্থ, ৬৬শ) এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সমুদ্রবৎ পাপও উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় । এখন আপত্তি হইতে পারে যে, সমুদ্র লজ্জন করিলে যেমন সমুদ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; সেইরূপ পাপ উত্তীর্ণ হইলেও পাপের বিনাশ না হইতে পারে । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ যে কর্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে, তন্নির পাপ-পুণ্য সাধারণ কর্মই জ্ঞানার্গি দ্বারা ভস্মীভূত হয় । শ্রুতি বলেন, যিনি পরাবর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি কামলোভাদি ভিন্ন হইরা যায়, সমস্ত আত্মানাত্মসংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধফলাতিরিক্ত কর্ম সকল ক্ষয় পায় । যে সকল কর্মের বিপাক বশতঃ এই দেহাদি আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধফল কর্ম ; দেহের বিনাশ ব্যভীত তাদৃশ কর্মের বিলোপ হয় না । কেবল যে সকল এখন পর্য্যন্ত ফলোন্মুখ হয় নাই, অপিচ সূক্ষ্মরূপে দেহেই অবস্থান করিতেছে, জ্ঞানদ্বারা তাদৃশ কর্মেরই বিলোপ সাধিত হইরা থাকে ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ ।—ইহ (তপোযোগাদিবু মধ্যো) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞান-

প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

তুলাং) পবিত্রা (শুদ্ধিকরঃ) ন হি বিত্ততে (নাস্ত্যেব) ; আত্মনি
(আত্মবিষয়ে) তৎ (জ্ঞানং) কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগেন
যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ) স্বয়ং (অনার্যাসেনৈব) বিন্ধতি (লভতে) ॥ ৩৮

অনু ।—তপস্বী, যোগ প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞানের তুলা শুদ্ধিকর
আর কিছুই নাই, কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আত্মবিষয়ক সেই জ্ঞান
যথাসময়ে আপনিই লাভ করেন ॥ ৩৮

স্বামী ।—তত্র হেতুমাং—ন হীতি । পবিত্রঃ শুদ্ধিকরঃ ইহ
তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুলাং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্কেইপি কিমিতি আত্ম-
জ্ঞানমেব নাভ্যন্তরীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সাক্ষেন । তদাত্মবিষয়ে
জ্ঞানং কালেন মহতা কর্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়-
মেবানার্যাসেন লভতে ন তু কর্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—প্রজ্ঞাবান্ (আত্মিক্যবুদ্ধিসম্পন্নঃ) তৎপরঃ (ভদেক-
নিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) জ্ঞানং লভতে ; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ
পরাং শাস্তিং (মোক্ষম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৯

অনু ।—গুরুপদেণ আত্মিক্য-বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়
ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরকাল মধ্যে পরম শাস্তি
(মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ৩৯

স্বামী ।—কিঞ্চ প্রজ্ঞাবানিতি । প্রজ্ঞাবান্ গুরুপদেষ্টে অর্থে
আত্মিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরঃ ভদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ তজ্জ্ঞানং লভতে নাস্ত্যঃ ।
অতঃ প্রজ্ঞাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমহুঠেরঃ,
জ্ঞানলাভানন্তরম্ ন তত্ কিকিং কর্তব্যমিত্যাং—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচি-
রেণ পরাং শাস্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধদানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নায়াং লোকোহস্তি ন পরো ন স্ত্বথং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

টিপ্পনী ।—পূর্বোক্ত প্রণিপাতাদি অপেক্ষাও যে উপায়দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি অবশ্যসম্ভাবী তাহা বলিতেছেন—গুরু-বেদান্ত-বাক্যার্থে নিশ্চয়-রূপ আত্মিকাবুদ্ধিই শ্রদ্ধা । ঈদৃশ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষ জ্ঞান লাভ করেন । কেবল শ্রদ্ধাবান্ হইলে চলিবে না, বেদান্তাদি বাক্যাত্ম্যাসে নিরলস হওরা প্রয়োজন, এই অজ্ঞ বলিতেছেন—“তৎপরঃ” গুরুবেদান্তাদি বাক্যার্থে একান্ত অভিনিবিষ্ট । শ্রদ্ধাবান্ ও অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যদি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হন, এই আশঙ্কায় “সংযতেন্দ্রিয়” এই বিশেষণ, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ও অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যদি জিতেন্দ্রিয় হন, তবেই তিনি জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী । এবস্থি উপায়দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অচিরেই অবিद्या ও তৎকার্যের বিলম্ববশতঃ মুক্তিরূপ চরম শান্তি লাভ করেন । প্রণিপাতাদি উপায় বাহ্য, তদ্বারা জ্ঞানের অবশ্যসম্ভাবিতা নাই, কারণ কোন ছুটব্যক্তি ছল করিয়াও তাদৃশ প্রণিপাতাদি কৰ্ম্ম করিতে পারে ; কিন্তু শ্রদ্ধা, নিরালস্য ও ইন্দ্রিয়সংযম, এতদ্বিত্তরদ্বারা জ্ঞান অবশ্য লভ্য, ইহাতে অজ্ঞ কোনও প্রণিপাতাদির সাহায্য অপেক্ষা করে না । যেমন দীপ প্রজ্জলিত হইবামাত্রই অন্ধকার বিদূরিত করে, তাহাতে অন্তের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ ঈদৃশ জ্ঞান উৎপত্তি হইবামাত্রই অজ্ঞান নিবৃত্তি পায়, তাহাতে অজ্ঞ কোন যোগাদির অপেক্ষা করে না ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—অজ্ঞঃ (গুরুপদার্থানুভিজ্ঞঃ) অশ্রদ্ধদানঃ (শ্রদ্ধাহীনঃ) সংশয়াত্মা (সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ) বিনশ্চতি (স্বার্থাদ্ ভ্রষ্টতি) ; সংশয়াত্মনঃ অয়াং লোকঃ ন [অস্তি], ন পরঃ (পরলোকোহপি নাস্তি) ন চ স্ত্বথং ॥ ৪০ ॥

অনু ।—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াকুল চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয় ; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, স্ত্বথও নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসংস্কৃতকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবল্লন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

স্বামী ।—জ্ঞানাদিকারিণমুক্তা । তদ্বিপরীতমনাদিকারিণমাহ—
অজ্ঞচেতি । অজ্ঞো গুরুপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্ঞানে জ্ঞাতেইপি তজ্জ
অপ্রদধানচ, জাতারামপি প্রদ্বারাঃ মমেদং সিধ্যের, বেতি সংশয়াক্তান্ত-
চিত্তশ্চ বিনশ্চতি, স্বার্থাদ্ ব্রজতি । এতেষু ত্রিবিধি সংশয়াত্মা সৰ্ব্বথা
নশ্চতি, যতন্ত্তারং নৈকো নাস্তি ধনাজ্জ্ঞনবিবাহাঃসিদ্ধেঃ, ন চ পর-
লোকো ধৰ্ম্মজ্ঞানিহ্মন্তেঃ, ন চ স্তবঃ সংশয়েনৈব ভোগত্যাগাসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টিপ্পনী ।—তোমার এই বিষয়ে সংশয় করা অহুচিত ; যে হেতু
আত্মজ্ঞানশূণ্য প্রজ্ঞাহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি স্বার্থ হইতে স্থলিত হয় । অজ্ঞ,
প্রজ্ঞাহীন ও সংশয়াত্মা ইহাদের মধ্যে সংশয়াত্মা সৰ্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ;
যেহেতু সৰ্ব্বত্র সংশয়বশতঃ তাহার ধনাদি উপার্জনের ক্ষমতা থাকে না
বলিয়া সংসার তাহার পক্ষে অহুপযুক্ত, ধৰ্ম্মজ্ঞানাদির অভাব-নিবন্ধন
স্বৰ্গমোক্ষাদি পরলোক তাহার অপ্রাপ্য এবং ভোজনাদিতনিত ঐহিক
সুখেরও সে অভাজন ; অতএব তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ।—হে ধনঞ্জয় ! যোগসংস্কৃতকর্মাণং (যোগেন ঈশ্বরে
স্কৃতকর্মাণং) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানবিশ্ববৃত্তদেহাত্তভিমানম্) আত্মবস্তম্
(অপ্রমাদিনং) [জনঃ] কৰ্ম্মাণি ন নিবল্লন্তি ॥ ৪১

অনু ।—হে ধনঞ্জয় ! যিনি যোগদ্বারা পরমেশ্বরে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সমর্পণ
করিয়াছেন, জ্ঞানদ্বারা সৰ্ব্ববিধ সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, ঈদৃশ অপ্রমত্ত
ব্যক্তিকে কৰ্ম্মসকল আসক্ত করিতে পারে না ॥ ৪১

স্বামী ।—অধ্যায়রম্যোক্তাঃ পূৰ্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কৰ্ম্মজ্ঞানময়ীঃ
দ্বিবিধাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাতীয়া । যোগেন পরমেশ্বরা-
নুদধনরূপেণ তস্মিন্ সন্তোতানি সমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কৰ্ম্মাণি

তস্মাদজ্ঞানসম্বৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাস্থনঃ ।

হিঁস্বেনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমত্তগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে কৰ্মযোগো

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

যফলৈর্ন নিবগ্নস্তি অতশ্চ জ্ঞানেনাকর্তৃত্বাবোধেন সংহিতঃ সংশয়ো দেহা-
ভুতিমানলক্ষণো যন্ত তমাত্মবস্তুমপ্রমাদিনং কৰ্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি
স্বাভাবিকানি বা ন নিবগ্ননি ॥ ৪১

অন্থয়ঃ ।—তস্মাৎ [আস্থনঃ] অজ্ঞানসম্বৃতং হৃৎস্থং (হৃদি-
স্থিতম্) এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানধভোগ্য) হিঁস্বা যোগং (কৰ্ম্মযোগম্)
আতিষ্ঠ (আশ্রয়) হে ভারত ! উতিষ্ঠ (যুদ্ধায় সজ্জীভব) ॥ ৪২

অনু ।—অতএব আত্মজ্ঞানরূপ ধভোগ্য হৃদয়স্থ অজ্ঞানসম্বৃত সংশয়
হেবন করিয়া কৰ্ম্মযোগ আশ্রয় কর । হে ভারত ! যুদ্ধার্থ
উত্তীর্ণ হও ॥ ৪২

স্বামী ।—তস্মাদিতি যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোহজ্ঞানে সম্বৃতং
হৃদি স্থিতমেবং সংশয়ং শৌকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানধভোগ্য হিঁস্বা
পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কৰ্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয় । তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায়
যুদ্ধায়োতিষ্ঠ । হে ভারত ! ইতি কত্রিয়স্বেন যুদ্ধস্ত ধর্ম্মং দর্শিতম্ ॥ ৪২

পূমবস্থাদিভেদেন কৰ্ম্মজ্ঞানমসী বিধা ।

নিঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিঃ সশয়সংহিতম্ ॥

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতায়াং শ্রীধরনামিকৃতভীকায়াম্ কৰ্ম্মযোগো

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

টিপ্পনী ।—অতঃপর উক্ত সংশয় নিরাকরণের একমাত্র উপায়
আত্মনিষ্ঠতা, ইহা বলায় অবসরে অধ্যায়বরোক্ত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানদ্বয় বিবিধ

ব্রহ্মনিষ্ঠার উপসংহার করিতেছেন। ভগবদ্বারাদানালক্ষণ সমস্ত বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কৰ্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া যিনি আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করিয়াছেন, তাদৃশ বিষয়পরবশতাক্রমে প্রমাদশূদ্ধ ব্যক্তির কৰ্ম—বন্ধনের হেতুভূত হয় না। অতএব হে ধনঞ্জয়! অজ্ঞানশূদ্ধ এই সংশয়কে জ্ঞানাসিদ্ধারা ছেদন করিয়া সম্যক দর্শনের উপায় নিকট কর্ণের অস্থিষ্ঠান কর।* তুমি ভরতবংশশূদ্ধ, তোমার উত্তম নিফল হইবে না, অতএব তুমি যুদ্ধের জন্ত উদযুক্ত হও। এই অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের দৈবরথ খ্যাপন করিয়া অর্জুনের ভক্তিশ্রদ্ধা দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন এবং কৰ্ম-নিষ্ঠা যে জ্ঞানের হেতু, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৪১। ৪২

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ঃ ॥ ৪

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছৈয় এতয়োৰেকং তন্মে ক্রহি স্ননিশ্চিতম্ ॥ ১

অশ্বময়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ ! কৰ্মণাং সংন্যাসং [কথয়িষ্যামি] পুনঃ যোগঞ্চ শংসসি (কথয়সি) এতয়োঃ (কৰ্মসংক্রান্তয়োঃ) [মধ্যে] যৎ শ্রেয়ঃ (প্রশস্ততরং) তৎ একং মে (মহৎ) স্ননিশ্চিতং ক্রহি ॥ ১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কৰ্মসমূহের সম্ব্যাস (ত্যাগ) উপদেশ দিয়া পুনরায় কৰ্মযোগ কহিতেছ, এই দুইটির মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ, আমার সেই একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১

স্বামী ।—নিবার্য সংশয়ঃ জিহ্বাঃ কৰ্মসংক্রাস-যোগয়োঃ । জিতে-
দ্বিগন্ত চ যতে: পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ । অজ্ঞানসঙ্কৃতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিদ্ভা
কৰ্মযোগমাতিষ্ঠেতুক্তং, তত্র পূৰ্বাপরবিৰোধঃ মহানোহৰ্জুন উবাচ—
সংক্রাসমিতি । “যজ্ঞান্নরতিরেব ত্রাৎ” ইত্যাদিনা “সৰ্বং কৰ্মাখিলং পার্থ”
ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কৰ্মসংক্রাসং কথয়সি “জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিদ্ভা যোগ-
মাতিষ্ঠ ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কৰ্মসংক্রাসঃ কৰ্মযোগৈকদৈব
সম্ভবতঃ বিকল্পস্বরূপত্বাৎ, তন্মাদেতয়োৰ্মধ্যে একস্মিন্নমুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ
শ্রেয়ঃ স্ননিশ্চিতং তদেকং ক্রহি ॥ ১

টিপ্পনী ।—পূৰ্বাধ্যায়দ্বয়ে কৰ্ম ও জ্ঞানের নির্ণয় করিয়াছেন,
সম্প্রতি দুই অধ্যায়ে কৰ্ম ও কৰ্মসংক্রাসের বিষয় বলিবেন । তৃতীয় অধ্যায়ে
অৰ্জুন “আর্যসী চেৎ কৰ্মণন্তে মতা বুদ্ধিৰ্জানান্দিন” (৩য় ১ম) ইত্যাদি

লোক ভগবানের নিকট প্রার্থ করিয়াছিলেন যে, যদি কর্ম হইতে জ্ঞান
শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার বিশ্বাস, তবে কেন আমার কর্মে প্রবৃত্ত করাইতেছ ?
তোমার বাক্যে কদাচিত্ জ্ঞানের প্রশংসা কদাচিত্ কর্মপ্রশংসায় আমার
বুদ্ধি মূগ্ধ হইতেছে, অতএব অবশ্য শ্রেয়ঃসাধন একটি নিশ্চয় করিয়া বল ।
তদন্তরে ভগবান্ জ্ঞান ও কর্মের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় অসম্ভব মনে করিয়া
অধিকারিতেই কর্ম ও জ্ঞানের বিষয়ব্যবস্থা দেখাইবার জন্য "লোক-
হিন্মনু দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (৩৯: ৩২) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, তেজ
ও তিমিরের দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব ; কারণ কর্মাদিকারহেতু
ভেদজ্ঞান জ্ঞানে নাশ পায়, অতএব জ্ঞান কর্মের বিরোধী ; বিরোধী বস্তু-
দ্বয় একত্র থাকিতে পারে না, কাজেই সমুচ্চয় অসম্ভব । কর্ম অথবা জ্ঞান
এইরূপ বিকল্পও অসম্ভব, কারণ উভয়ের একার্থতা নাই । যে বস্তুদ্বয়
একই প্রয়োজনে প্রযুক্ত, তাহাদেরই বিকল্প সম্ভব ; কর্ম ও জ্ঞান এক
প্রয়োজিন নির্বাহ করে না ; যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞান নাশ করে, কর্ম তাহাতে
অসমর্থ । ঋতি বলেন—জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভে দ্বিতীয় উপায় নাই । "যাবানর্থ
উদপানে" (২য় ৪৬শ) ইত্যাদি শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান উৎপন্ন
হইলে আর কর্মের আবশ্যকতা নাই । অতএব জ্ঞানিগণের কর্মাদিকারিতা
নিশ্চিত হইলেও প্রারম্ভ কর্মবশে বৃথা চেষ্টারূপ কর্ম তাঁহারা করিবেন,
অথবা কর্মসংক্রান্ত অবলম্বন করিবেন, তাহাই নির্বিবাদে চতুর্থ অধ্যায়ে
নির্দীত হইয়াছে । অজ্ঞগণ জ্ঞানের জন্য কর্মানুষ্ঠানদ্বারা চিন্তাশুদ্ধি করিবেন
এবং জ্ঞানীও সর্বকর্মসংক্রান্তদ্বারা জ্ঞান দৃঢ় করিবেন, অতএব কর্ম ও কর্ম-
সংক্রান্ত উভয়ই জ্ঞানার্থ । কিন্তু এতদ্বয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব, কারণ ইহার
বিকল্পসম্ভাবনাই ; অতএব একত্র অবস্থান করিতে পারে না । আর
এতদ্বয় আত্মজ্ঞানরূপ এক কার্য্যকারী হইলেও দ্বারভেদে ভেদ থাকায়
বিকল্পও সম্ভব হইতে পারে না । যেহেতু পাপকর্মরূপ কর্মের দ্বার অদৃষ্ট ;
সংক্রান্তের দ্বার সর্ববিপাক্যাববণতঃ বিচারের অবকাশপ্রদান—সদৃষ্ট ।

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুৰ্ভো ।

তয়োস্তু কৰ্মসংন্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অতএব ক্রমে উভয়েরই অমুষ্ঠান করা বিধেয় । তন্মধ্যে যদি সংন্যাস অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে পরিত্যক্ত কর্মের পুনঃ গ্রহণবশতঃ সংন্যাস-গ্রহণ ও তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়ার কর্মে অনধিকার ও প্রাক্তন সংন্যাসের বৈবৰ্থ্য আপত্তি হয় । অতএব পূর্বে ভগবদর্পণবুদ্ধিধারী নিকাম কর্মের অমুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবে । তৎপরে তীব্রবৈরাগ্যদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসা দৃঢ়ীভূত হইলে শ্রবণ-মননাদিরূপ বেদান্তবাক্যার্থ বিচারের জন্ত সর্বকর্ম সংশ্রাস করিবে । অজ্ঞ ব্যক্তি আসক্ত অবস্থায় কর্ম এবং বিরক্ত অবস্থায় সংশ্রাস অবলম্বন করিবে । এইরূপ বিষয়বিভাগ দ্বারা অজ্ঞ অধিকারীর প্রতিষ্ট কর্ম ও তৎসংশ্রাসের ব্যবস্থা করিবার জন্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । বিদ্বান্ ব্যক্তিব সংশ্রাস জ্ঞানবলে অর্থসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে বিচারের অবকাশ নাই, ফল অজ্ঞের প্রতি জ্ঞানোৎপত্তির জন্ত কর্ম ও তৎত্যাগ বিহিত হইতেছে ; তন্মধ্যে এতদুভয়ের বিরুদ্ধতানিবন্ধন যুগপৎ অমুষ্ঠান অসম্ভব হেতু ‘আমি কোনটী অবলম্বন করিব’ ইত্যাকার সন্দেহে অর্জুন বলিতেছেন,—হে ভক্তহৃৎসহায়ী শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি জিজ্ঞাসু অজ্ঞব্যক্তির প্রতি নিত্যনৈমিত্তিক বাবতীর কর্ম পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান কর, অথচ “নিরাশীৰ্ষতচিন্তায়া” (৪র্থ ২১শ) “হিৎস্বৈনঃ সংশয়ঃ যোগমাতীষ্টো-স্তিষ্ঠ ভারত” (৪র্থ ৪২শ) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তদ্বিরুদ্ধ কর্মযোগের ব্যবস্থা দিতেছ, একব্যক্তি যুগপৎ এতদুভয়ের অমুষ্ঠান করিতে পারে না, অতএব ইহার মধ্যে যে পদ্য প্রশস্ত তাহাই আমাকে বল । ১

অর্থঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—সংশ্রাসঃ (কর্মত্যাগঃ) কর্মযোগশ্চ উৰ্ভো [অপি] নিঃশ্রেয়সকরো (মোক্ষসাধকৌ) ; তয়োস্তু [মধ্যে] কর্মসংশ্রাসাৎ কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বৈষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্মৃৎং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

• অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—কর্মসংক্রান্তাস এবং কর্মযোগ উভয়ই [ভূমিকাভেদে] মুক্তিসাধক ; পরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্মসংক্রান্ত অপেক্ষা কর্মযোগে প্রশংসনীয় ॥ ২

• স্বামী ।—অন্তোস্তরং শ্রীভগবান্‌বচ—সংক্রান্ত ইতি । অরম্ভাবঃ,—ন হি বেদান্তবেত্তাশ্রুতস্বজ্ঞঃ প্রতি কর্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্বোক্তেন সংক্রান্তেন বিরোধঃ স্মৃৎং, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনঃ স্মৃৎং বন্ধুবাদি-নিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংসারং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা হি স্মৃৎং পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগমাতীষ্টেতি ব্রবীমি । কর্মযোগেন শুদ্ধ-চিত্তশ্রুতাত্মজ্ঞানে জ্ঞাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাক্ষেপে সংক্রান্তঃ পূর্বমুক্তঃ, এবং সত্যপ্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সংক্রান্তঃ কর্মযোগশ্চেত্যে-তাবুতাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ ; তথাপি তয়োর্মধ্যে কর্মসংক্রান্তাৎ সকাশাৎ কর্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২

অন্তঃ ।—যঃ ন দ্বৈষ্টি ন চ কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসংক্রান্তী জ্ঞেয়ঃ, হে মহাবাহো ! হি (যতঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদেবাদিষ্মহীনঃ [জনঃ] স্মৃৎং (অনার্যাসেনৈব) বন্ধাৎ (সংসারাৎ) প্রমুচ্যতে (প্রমুক্তো ভবতি) ॥ ৩

• অনু ।—যিনি দেবও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনি নিত্যসংক্রান্তী (কর্মাহুষ্ঠান কালেও সংক্রান্তী) বলিয়া পরিগণিত ; কারণ রাগদেবাদি ষ্মহীন ব্যক্তিই অনার্যাসে সংসার হইতে মুক্তিসাধক করেন ॥ ৩

স্বামী ।—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং সংক্রান্তির্নৈব কর্মযোগঃ স্তবন্তস্ত ত্রৈলোক্যং দর্শয়তি—শ্রেয় ইতি । রাগদেবাদিরাহিত্যেন পরমেস্বরার্থং কর্মাদি বোহুভিষ্ঠতি স নিত্যং কর্মাহুষ্ঠানকালেহপি সংক্রান্তীত্যেব জ্ঞেয়ঃ ।

সাক্ষ্যযোগো পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিদ্ভতে ফলম্ ॥ ৪

তত্র হেতুঃ,—নির্ঘন্থো রাগদ্বेषাদিষ্মদ্বশুস্তো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা
সুখমনার্সাসেনৈব সংসারায় প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অর্থম্ ।—বালাঃ (অজ্ঞাঃ) [এব] সাংখ্যযোগো (সংজ্ঞাস-
কর্মযোগো) পৃথক্ [ইতি] প্রবদন্তি ; ন [তু] পণ্ডিতাঃ [অনয়োঃ]
একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ সন্) উভয়োঃ ফলং (কৈবল্যং)
বিদ্ভতে (লভতে) ॥ ৪

অনু ।—যাহারা অজ্ঞ, তাহারা ই সংজ্ঞাস ও কর্মযোগ পৃথক্ ইহা
বলেন, পণ্ডিতেরা নহে ; এতদ্ব্যয়ের একটিও সম্যকরূপে অহুষ্টিত হইলে
উভয়েই চরম ফল কৈবল্য লাভ করা যায় ॥ ৪

স্বামী ।—যস্মাদেবমজ্ঞপ্রধানভ্রেনোভয়োবস্থ্যভেদেন ক্রমসমুচ্চরঃ,
অতো বিকল্পমদৌরত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি প্রমোহজ্ঞানিনামেবোচিতঃ,
ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাক্ষ্যযোগাবিতি । সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাচাচিনা
তদজ্ঞং সংজ্ঞাসং লক্ষয়তি । সংজ্ঞাসকর্মযোগাবেকফলো সন্তো পৃথক্
স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ । তত্র হেতুঃ—
অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবাহুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি । তথা হি
কর্মযোগং সম্যগহুষ্টিষ্টন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং
তদ্বিন্ধতীতি, সংজ্ঞাসং সম্যগাস্থিতোহপি পূর্বমহুষ্টিতস্ত বর্ষযোগস্তাপি
পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্ধতীতি ন পৃথক্-
ফলস্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টিপ্পনী ।—পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, রাগদ্বেষাদিবিমুক্ত-
মহাত্মগণ কর্মাহুষ্ঠানকালেও সংজ্ঞাসী । তদ্ব্যয়ে আশঙ্কা হইতে পারে,
যে, কর্ম ও কর্মসংজ্ঞাস বিরুদ্ধ বস্তু, অতএব এতদ্ব্যয় একব্যক্তির অহুষ্ঠান

যৎ সাঠৈয়াঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাধ্যাক্ষ যোগক যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ॥ ৫

কিছুপে হইতে পারে ? যদি বল (নিষ্কাম) কৰ্ম ও তৎসংন্যাসের কৰ্ম জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ একই, তাহাও অস্বীকারিত ; কেননা স্বরূপতঃ বিরুদ্ধ বস্তু-দ্বয়ের ফলেও বিরোধ হওয়া উচিত । তাহা হইলো পূৰ্বোক্ত “উভয়েই মোক্ষপ্রদ” এই কথাও বিরুদ্ধ । ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সাংখ্য শব্দে সম্যক্ আত্মবুদ্ধি তাঁহার অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া সাংখ্যপদে কৰ্মসংন্যাস, যোগ শব্দে কৰ্মযোগ । এতদুভয় বিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রার্থে জ্ঞানশব্দ মূৰ্খগণ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ বলেন না । তাঁহারী বলেন যে, কৰ্ম ও তৎ-সংন্যাসের যে কোন একটা আশ্রয় করিলেই উভয়ের ফল অর্থাৎ মোক্ষ পাওয়া যায় ॥ ৪

• অম্বয়ঃ — সাঠৈয়াঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ) যৎ স্থানং (মোক্ষাখ্যং প্রাপ্যতে, যোগৈঃ (কৰ্মযোগিভিঃ) অপি [জ্ঞানদ্বারেণ] তৎ [এব] গম্যতে (প্রাপ্যতে) ; [যতঃ] সাধ্যাক্ষ যোগক যঃ একং পশ্চতি সঃ [এব] (সম্যক্) পশ্চতি ॥ ৫

অনু । — জ্ঞাননিষ্ঠ সংশ্লাসিগণ মোক্ষনামক যে গতি লাভ করেন, কৰ্মযোগীরাও [জ্ঞানদ্বারা] তাহাই প্রাপ্ত হন, যিনি সংশ্লাস ও কৰ্মযোগ উভয়কেই এক দেখেন, তিনিই সম্যক্ দেখেন ॥ ৫

স্বামী । — এতদেব স্মৃতি-যৎ সাঠৈয়ারিতি । সাঠৈয়াজ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভির্বাং স্থানং মোক্ষাখ্যং একর্ষণে সাঙ্ক্‌ষাণ্যতে । যোগৈরিতি অর্শ-আদিদ্বায়র্থীয়োহ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যন্তেন কৰ্মযোগিভিরপি ভদেব জ্ঞান-দ্বারেণ গম্যতেহ্বাণ্যতে ইত্যর্থঃ । অতঃ সাধ্যাক্ষ যোগকৈকহর্ষেনৈকং কং পশ্চতি স এব সম্যক্ পশ্চতি ॥ ৫

• টিপ্পনী । — একের অল্পটান করিয়া কিছুপে উভয়ের ফল পাওয়া

‘সংন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

স্বামী, এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সংশ্রাসি-
গণ ঐহিক কর্ম্মস্থানশূন্য হইয়াও পূর্ব জন্মের কর্ম্মদ্বারা চিত্তকে সংযত
করত অপ্রাণাদিপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা যে প্রসিদ্ধ মোক্ষরূপ স্থান প্রাপ্ত হন,
যোগিগণ ফলাভিলাষ-শূন্যভাবে ভগবদর্পণবুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম করিয়াও সেই
স্থানই লাভ করিয়া থাকেন। যোগ পদ এখানে ‘যেদগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ
আছে ইহাদের’ এই অর্থে অর্শ আদিত্যাদি অচ্ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন, তাহার
অর্থ যোগী—কর্ম্মযোগী।’ অতএব একফলতানিবন্ধন কর্ম্মযোগ ও তৎসংন্যাস
যিনি এক দেখেন তিনি যথার্থই ব্রহ্মা ; বস্তুতঃ যাহার সংশ্রাসপূর্বক জ্ঞান-
নিষ্ঠা দেখা যায়, তদ্বারা অহুমিত হই পূর্বের যে জন্মে, তাহার ভগবদর্পিত
কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল এবং যাহাদের ভগবদর্পিত কর্ম্মে নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া
যায়, তদ্বারা তাঁহাদের সংশ্রাসপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা হইবে, ইহা অহুমান
করা যায় ; যে হেতু কারণকূট সমবেত হইলে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন
হইবে। অতএব অজ ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষে অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত
প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ অহুষ্ঠান করিবে, পরে বৈরাগ্যের তীব্রতা জন্মিলে
সংন্যাস স্বয়ংই উৎপন্ন হইবে ॥ ৫

অনুয়ঃ ।—হে মহাবাহো ! অযোগতঃ (কর্ম্মযোগঃ বিনা) সংশ্রাসঃ
আপ্তুম্ (অধিগম্য) দুঃখং ; যোগযুক্তস্ত [শুদ্ধচিত্ততরা] মুনিঃ (সন্ন্যাসী)
[ভূম্বা] ন চিরেণ (অবিলম্বেন) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (অপরোক্ষং জানাতি) ॥ ৬

অনু ।—হে মহাবাহো ! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সংন্যাস প্রাপ্ত হওয়া
দুঃখজনক ; পরন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি [চিত্তশুদ্ধিবশতঃ] মুনি (সন্ন্যাসী)
হইয়া অচিরে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানিতে পারেন ॥ ৬

স্বামী ।—যদি কর্ম্মযোগিগোহপ্যন্ততঃ সংশ্রাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

• সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

আদিত্য এব সংন্যাসঃ কৰ্ত্ত্বং যুক্ত ইতি মন্তমানঃ প্রত্যাহ—সংক্রাসযিতি ।
অযোগতঃ কৰ্ম্মযোগঃ বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ ।
চিত্তশুদ্ধ্যভাবেনু • জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ । যোগযুক্তস্ত শুদ্ধচিত্ততয়া
মুনিঃ সংন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্তং জানাতি । অত-
শ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কৰ্ম্মযোগ এব সংক্রাসাদবিশিষ্যত ইতি পূৰ্ব্বোক্তং সিদ্ধম্ ।
তদুক্তং বাস্তবিকবৃত্তিঃ—“প্রমাদিনো বহিষ্কৃত্তাঃ শিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ ।
সংক্রাসিনোহপি দৃশস্তে দৈবসংদূষিতাশরাঃ” ইতি ॥ ৬

টিপ্পনী ।—যদি বল সংক্রাস জ্ঞাননিষ্ঠার কারণ, অতএব অশুদ্ধাত্মঃ-
করণ ব্যক্তিও কেন প্রথমে সংক্রাস অবলম্বন করে না ? তদুত্তরে বলিতে-
ছেন যে, যোগ অর্থাৎ অন্তঃকরণশোধক শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মব্যতিরেকে সংন্যাস
অবলম্বন করিলে, তাহা কেবল দুঃখের কারণই হইয়া থাকে ; যে
হেতু অশুদ্ধাত্মঃকরণবিধায় সংক্রাসের ফল জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব । কিন্তু
কৰ্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণশুদ্ধিবারা মননশীল হইয়া সত্য জ্ঞানাদি-
লক্ষণ আত্মাকে নীত্বই দর্শন করেন, অতএব একফলপ্রদ হইলেও সংন্যাস
অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ এই পূৰ্ব্বোক্ত বিবরণই দৃঢ়ীকৃত হইল ॥ ৬

অনুয়ঃ ।—যোগযুক্তঃ [অত এব] বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্তঃ)
[অত এব] বিজিতাত্মা (বশীকৃতদেহঃ) [অত এব] জিতেন্দ্রিয়ঃ
[ততশ্চ] সৰ্বভূতাত্মা (সৰ্ব্বেষাং ভূতানাম্ আভূতভূতঃ আত্মা যন্ত সঃ)
[কৰ্ম্ম] কুৰ্ব্বন্ন অপি ন লিপ্যতে (কৰ্ম্মণা ন বধ্যতে) ॥ ৭

অনু ।—যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং
সমুদয় ভূতগণের আত্মাই বাঁচার আত্মস্বরূপ, ঈদৃশ ব্যক্তি লোকসংগ্রহার্থ
অথবা স্বভাবনির্দিষ্ট কৰ্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্ত্ৰেত তত্ৰবিং ।

পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্বস্পৃশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ স্বসন্ ॥ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ গ্নিষন্নিমিষন্মপি ।

ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

স্বামী ।—কৰ্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যাপি তদুপরিভবেন
কৰ্মণা বন্ধঃ শ্রাদেবেত্যাদিহ—যোগযুক্ত ইতি । যোগেন যুক্তঃ অত
এব বিশুদ্ধ আত্মা চিন্তা যন্ত, অত এব বিজিত আত্মা শরীরঃ যেন, অত
এব বিজিতানীন্দ্রিয়ানি যেন, ততশ্চ সৰ্বেষাং ভূতানাং আত্মভূত আত্মা যন্ত
স লোকসংগ্রহার্থঃ স্বাভাবিকং বা কৰ্ম কুৰ্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈৰ্ভব্যাতে ॥ ৭

টিপ্পনী ।—কৰ্ম বন্ধনের হেতুভূত হইলেও তাহা যদি কলাভিসন্ধি-
রাহিত্যে এবং ভগবদর্শণবুদ্ধিদ্বারা কৃত হয়, তবে যোগী প্রথমে বিশুদ্ধাত্মা
হন, পরে দেহেন্দ্রিয়াদি বশীভূত করিয়া অবস্থান করেন। উদনস্তর
তাঁহার সৰ্বভূতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং তিনি কৰ্মাক্ষয়ন করিয়াও
তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭

অনুয়ঃ ।—যুক্তঃ (কৰ্মযোগেণ যুক্তঃ সমাহিতঃ) [ক্রমেণ]
তত্ৰবিং [ভূত্বা] পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্বস্পৃশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ স্বসন্
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্, উন্নিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াগি ইন্দ্রিয়ার্থেষু
(বিষয়েষু) বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্তুন্) কিঞ্চিৎ এব [অহং]
ন কৰোমি ইতি মন্ত্ৰেত ॥ ৮ । ৯

অনু ।—কৰ্মযোগে সমাহিত যোগী [ক্রমেণ :] তত্ৰবিং হইয়া
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ব্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, স্বাস, আলা, ত্যাগ,
গ্রহণ, উন্নিষ ও নিমেষ এই সকল কার্য্য করিয়াও “ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব
বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, আমি কিছুই করি না” এইরূপ
মনে করেন ॥ ৮ । ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাভুতা ॥ ১০

স্বামী ।—কৰ্ম্ম কুৰ্কল্পপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিকল্পমিত্যাশঙ্ক্য কৰ্ণস্বা-
ভিমানাভাবান্নেত্যাহ—নৈবেতি স্বাভ্যাম্ । কৰ্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ
তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদৌনি কুৰ্কল্পপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ষন্ত ইতি
ধারণেন বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্ত্ব কিস্বিদপ্যহং ন কৰোমীতি মত্তেত মত্ততে, তত্র
দর্শনশ্রবণস্পর্শনাদ্রাণশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারঃ—গতিঃ পাদয়োঃ,
স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্ত, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্ত, বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োঃ,
গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমিষণে কৰ্ম্মাখ্যপ্রাণস্তেতি বিবেকঃ । এতানি
কৰ্ম্মাণি কুৰ্কল্পপি অনভিমানাং ব্রহ্মবৎ ন লিপ্যতে । তথাচ পারমর্ষং
হুত্রং—“তদধিগমে উত্তরপূর্বাধয়োঃ স্নেহবিনিশেী তদ্ব্যপদেশাৎ” ইতি ॥ ৮।৯

অন্বয়ঃ ।—যঃ ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) আধায় (সমর্প্য) [৯-
ফলে চ] সঙ্গম্ (আসক্তিং) ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মাণি কৰোতি, সঃ অভুতা (জলেন)
পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন (পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কৰ্ম্মণা) ন লিপ্যতে ॥ ১০

অনু ।—পরমেশ্বরে কৰ্ম্ম-সমর্পণ করিয়া [তাহার ফলে]
আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক যিনি কৰ্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত
হয় না, সেইরূপ তিনিও পুণ্যপাপাত্মক কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ১০

• • স্বামী ।—তর্হি যস্ত কৰোমীত্যভিমানোহস্তি তস্ত কৰ্ম্মলোপো-
দুর্কারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ ; সংন্যাসোহপি নাস্তীতি মতং সঙ্কটমাপন্ন-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং
ত্যক্ত্বা যঃ কৰ্ম্মাণি কৰোতি, অসৌ পাপেন বদ্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্য-
পাপাত্মকেন কৰ্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমভুতমি হি ভুমপি তেনাভুতা ন
লিপ্যতে তৎ ॥ ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্ৱান্নশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্ৱা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ :

অযুক্তঃ কামকাবেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্ৱা কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ
(কৰ্মাভিনিবেশশূন্যৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈরপি আত্মশুদ্ধয়ে কৰ্ম কুৰ্বন্তি ॥ ১১

অনু ।—যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগপূৰ্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য
কায়দ্বারা [স্নানাদি], মনদ্বারা [ধ্যানাদি], বুদ্ধিদ্বারা [তত্ত্বনিশ্চয়াদি]
এবং কৰ্মে অভিনিবেশশূন্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা [শ্রবণকীর্তনাদি] কৰ্ম
করেন ॥ ১১

স্বামী ।—বদ্ধকন্ডাভাবমুক্তা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি
কায়েনেতি । কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি,
কেবলৈঃ কৰ্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণং কৰ্ম
ফলসঙ্গং ত্যক্ত্ৱা চিত্তশুদ্ধয়ে কৰ্মযোগিণঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ) কৰ্মফলং ত্যক্ত্ৱা [কৰ্মাণি
কুৰ্বন্নপি] নৈষ্ঠিকীম্ (আত্মাত্মিকীং) শান্তিম্ আশ্নোতি ; অযুক্তঃ
(বহিমুখঃ) কামকাবেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সন্তো (আসক্তঃ)
নিবধ্যতে ॥ ১২

অনু ।—পরমেশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কৰ্মফল ত্যাগ করিয়া [কৰ্ম
করিয়াও] পরম শান্তি প্রাপ্ত হন ; কিন্তু দীর্ঘ-বিমুখ ব্যক্তি কামনার
প্রেরণা-বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয় ॥ ১২

স্বামী ।—নহু কথং ভেদেনৈব কৰ্মণা কশ্চিচ্চ্যুত্যাতে কশ্চিচ্চধ্যতে
ইতি বাবস্থা, অত আহ—যুক্ত ইতি । যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কৰ্মফলং
ফলং ত্যক্ত্ৱা কৰ্মাণি কুৰ্বন্নাত্মাত্মিকীং শান্তিম্ যোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তঃ

সর্বকর্মাণি মনসা সংশ্রুতান্তে স্মৃৎ বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্কস্ব কারয়ন্ ॥ ১৩

বহিমূর্ধঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা কলে আসক্তো নিতরাং বন্ধঃ
প্রাপ্নোতি ॥ ১২

অন্বয়ঃ ॥—বশী (যতচিত্তঃ) দেহী [বিবেকযুক্তেন] মনসা সর্ব-
কর্মাণি সংশ্রুত স্মৃৎ [যথা স্মৃৎ তথা] নবদ্বারে পুরে (পুরবৎ অঙ্কুর-
শূত্রে দেহে) নৈব কুর্কস্ব নৈব কারয়ন্ আশ্রুতে ॥ ১৩

অনু ।—সংযতচিত্ত দেহী, বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সর্বকর্ম পরি-
ত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্মৃৎ অবস্থান করেন, তিনি
স্বয়ংও কিছু করেন না, অঙ্কুরেও করান না ॥ ১৩

স্বামী ।—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্য সংন্যাসঃ কর্মযোগো-
বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যাহ
—সর্বকর্মাণীতি । বশী যতচিত্তঃ সর্বকর্মাণি বিবেককামি মনসা
বিবেকযুক্তেন সংশ্রুত স্মৃৎ যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আশ্রুতে ।
কান্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণে মুখক্ষেতি সপ্ত দ্বারো-
গতানি, অধোগতে ঘে পায়ুগহ্বরূপে ইত্যেবং নব দ্বারানি যস্মিন্ তস্মিন্
পুরে পুরবদঙ্কুরশূত্রে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে অঙ্কুরাতাবাদেব স্বয়ং
ভেন দেহেন নৈব কুর্কস্ব মমকারাতাবাচ্চ ন কারয়সিতি অন্তর্দ্বিষ্টতাব্যা-
বৃদ্ধিরূপা, অন্তর্দ্বিষ্টতা ইহা সংশ্রুত পুনঃ কয়োতি কারয়তি চ ন স্বয়ং
তথা অতঃ স্মৃৎস্মৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—পূর্বোক্ত কতিপয় শ্লোকে কেবল সংন্যাস অপেক্ষা
কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ইহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ইদানীং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সর্ব-
কর্ম সংন্যাসই শ্রেষ্ঠ ইহা বলিতেছেন ।—জিতেন্দ্রিয় দেহী নিত্য, নৈমি-
ত্তিক, কাম্য ও প্রতিবিদ্ধ এই চতুর্বিধ কর্মই অকর্তৃ আশ্রয়রূপ জ্ঞানদ্বারা

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪

পরিভ্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করেন। অবস্থানের অধিকরণ নির্ণয় করিতেছেন—প্রোঢ়ছিদ্র দুইটি, নাসিকাছিদ্র দুইটি, চক্ষুছিদ্র দুইটি, মুখ-ছিদ্র একটি, পায়ু ও উপস্থছিদ্র দুইটি, এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরে পরগৃহের স্থায় অবস্থান করেন। অতিথি যেমন পরগৃহে উপস্থিত হইয়া তৎকৃত স্তুতি নিন্দাদি দ্বারা হষ্ট বা দুঃখিত হন না এবং তদগৃহে তাহার মমত্ববুদ্ধি প্রভৃতি উপস্থিত হয় না, সেইরূপ কৰ্ম্মসংন্যাসীও দেহে অহঙ্কারাদি পরিশূন্য হইয়া স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান করত অবস্থান করেন। অজ্ঞ ব্যক্তি দেহকেই আশ্রয়রূপ মনে করে, অতএব সে দেহ, দেহী নহে। কারণ সে দেহে আছি এরূপ কদাচ মনে করে না, কিন্তু দেহাত্মবিবেকদর্শী সংন্যাস অবলম্বন করিয়া আমি দেহেই অবস্থান করি এইরূপ মনে করেন। অতএব অবিজ্ঞান দ্বারা আশ্রয় আরোপিত দেহাদিব্যাপারের বিজ্ঞান দ্বারা বাধই সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাস। ঈদৃশ ব্যক্তি নিজে কোন কৰ্ম্ম করেন না অথবা কাহারও দ্বারা কৰ্ম্ম করান না ॥ ১৩

অশ্বয়ঃ ।—প্রভুঃ (দেৱঃ) লোকস্ত (জীবলোকস্ত) কর্তৃত্বং ন সৃজতি, কৰ্ম্মাণি ন [সৃজতি] ; কৰ্ম্মফলসংযোগং ন [সৃজতি] স্বভাবস্ত (অবিজ্ঞা) [কর্তৃত্বাদিরূপে] প্রবর্ততে ॥ ১৪

অনু । — বিশ্বপ্রভু জগদীশ্বর জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কৰ্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন না, জীবকে কৰ্ম্মফলে যুক্তও করেন না ; পরন্তু স্বভাব—অবিজ্ঞাই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

স্বামী । —নহু “এব এব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষত এব এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকে-ভ্যোহুধো নিনীষতে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভকলেষু কৰ্ম্মসু

নাদন্তে কশ্চচিৎ পাপং ন চৈব স্মৃকৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনারুতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

কর্তৃত্বেন প্রযুক্তমানোহুতস্তঃ পুরুষঃ কথং তানি কৰ্ম্মাণি ভ্যাজেৎ ? ইত্থনৈ-
নৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুক্ত্যমানঃ শুভাশুভানি চ ভ্যাক্তীতি চেৎ এবং সতি
বৈষম্য-নৈষ্পৰ্ণ্যাদুসামীখরস্তাপি প্রযোজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্ত্রীদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি স্বাভ্যাম্ । প্রভুরীখরো জীবলোকস্ত কর্তৃত্বাদিকং
ন স্বজতি, কিন্তু জীবন্ত স্বভাবেহিবিষ্টেব কর্তৃত্বাদিক্রপেণ প্রবর্ততে, অনাত্ম-
বিজ্ঞাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীখরঃ কৰ্ম্মস্থ নিযুক্তো, ন স্বয়মেব
কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—দেবদন্তের গমনক্রিয়া আত্মনিষ্ঠ হইলেও যেমন তাহার
একত্র অবস্থানকালে তাহাতে থাকে না, এইরূপ আত্মারও কি কর্তৃত্ব ও
কারয়িত্ব স্বগত হইয়াও সংন্যাস অবস্থায় থাকে না ? অথবা “আকাশ-
তল মলিন” ইত্যাদি দ্রব্য প্রতীতির দ্বারা বস্তুতই তাহাতে কৰ্ম্ম থাকে
না ? এই সম্বন্ধে বলিতেছেন—আত্মা দেহাদির কর্তৃত্ব স্বজন করেন না,
অর্থাৎ “তুমি কর” এইরূপ নিয়োগদ্বারা তাহার কারয়িত্ব উপস্থিত হয়
না এবং লোকের দৈক্ষিত কৰ্ম্ম ঘটপটাদি নিজে সৃষ্টি করেন না । কে
তবে কৰ্ম্ম করে অথবা করায় ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাত্মিক
দৈবী মারা প্রকৃতিই তাহাদিগকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ।—বিভুঃ (পূৰ্ণকাম ভীরুঃ) কশ্চচিৎ পাপং ন আদন্তে
(গৃহুতি) স্মৃকৃতং (পুণ্যং) চ নৈব [আদন্তে] অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃত্তং,
তেন [হেতুনা] জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহুস্তি (ভগবতি বৈষম্যং স্বকৃত্যে
ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫

অনু ।—ভীরু পূৰ্ণকাম ; অতএব তিনি কাহারও পাপ গ্রহণ
করেন না, পুণ্য গ্রহণ করে না ; পরন্তু অজ্ঞানকারী জ্ঞান সমাধিকারী আছে,

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাস্তনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬

এই কারণে জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হই অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্য অবলোকন করে । ১৫

স্বামী । — বর্ষাদেবং তদ্বাদিত্য ইতি । প্রবোধকোহপি সন্ প্রভুঃ কস্তচিৎ পাপং মুক্তত্বং নৈবাদন্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ । যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা ত্রাং ন যেতদন্তি আপ্তকামস্ত্রৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্ত্বংপূর্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ । নহু তজ্ঞানমুগ্ধত্বতোহভক্তানিগুত্বতশ্চ বৈষম্যোপলভ্যত্বং কথমাপ্তকামমমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি । নিগ্রহোহপি দণ্ডরূপেহিহুগ্রহ এবোত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃত্তং তেন হেতুনা অন্তবো জীবা মুক্তি ভগবতি বৈষম্যং মনস্ত ইত্যর্থঃ । ১৫

টিপ্পনী । — শ্রুতিতে আছে—ভগবান্ বাহাকে উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন এবং বাহাকে অধোলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তদ্বারা পাপ কর্ম্মানুষ্ঠান করাইয়া থাকেন । এই শ্রুতিদ্বারা জীবের কর্ত্ত্বভোক্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের কারয়িত্ব ও ভোজয়িত্ব প্রসক্ত হইতেছে, অতএব তাহার পাপ পুণ্যও অবশ্য-জ্ঞাবী ; তবে প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়, এই বাক্যের কিরূপে সার্বজন্য হইল ? তদ্ব-ত্তরে বলিতেছেন, পরমার্থতঃ ঈশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য বিধান করেন না । তবে শ্রুতি বাক্যের সত্যতারকার উপায় কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত্ত রহিয়াছে, তদন্তই জীবগণ মুক্ত হইয়া জীবেশ্বরাদির ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে । শ্রুতি মুচরণের তাৎপ-র্য্য কথ্য বলিয়াছেন, অতএব কোনও বিরোধ ঘটিল না । ১৫

অর্থঃ । — তু (কিন্তু) আশ্বিনঃ (ভগবতঃ) জ্ঞানেন যেষাং কং

তদবুদ্ধয়স্তদানুজ্ঞানস্তন্নিষ্ঠাঃ পৱারগাঃ ।

• গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিধুতকল্যাঃ ॥ ১৭

অজ্ঞানঃ নাশিতঃ, তৎজ্ঞানং তেবাম্ [অজ্ঞানঃ নাশয়িত্বা] পরম্ (পরি-
পূর্ণমীশ্বররূপম্) আদিত্যবৎ (সূর্য ইব) প্রকাশয়তি ॥ ১৬

অনু ।—আত্মবিকরক জ্ঞানে বাহাদের সেই অজ্ঞান বিনাশিত
হইরাছে, সেই আত্মজ্ঞান তাঁহাদের [অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া] পরিপূর্ণ
ব্রহ্মরূপকে আদিত্যবৎ প্রকাশিত করে ॥ ১৬

স্বামী ।—জ্ঞানিনস্ত ন মুহুর্ভীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি । আত্মনো
ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদৈষম্যোগলস্তকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞানং
তেবামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরম্, পরিপূর্ণমীশ্বররূপং প্রকাশয়তি । যথাদিত্য-
স্তমো নিরস্ত সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬

অনুব্রূয়ঃ ।—তদবুদ্ধয়ঃ (তন্মিমেব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্যেষাং তে)
তদানুজ্ঞানঃ (তন্মিমেব আত্মা মনো যেষাং তে) তন্নিষ্ঠাঃ (তন্মিমেব নিষ্ঠা
তাৎপর্যং যেষাং তে) তৎপৱারগাঃ (তদেব পরম্ অরনম্ আশ্রয়ো যেষাং
তে) [ততস্ত] জ্ঞাননিধুতকল্যাঃ (জ্ঞানেন নিধুতং নিরস্তং কল্যাণং যেষাং,
তে) [ঈদৃশাঃ জনাঃ] অপুনরাবৃতিং (মুক্তিং) গচ্ছন্তি (যান্তি) ॥ ১৭

অনু ।—তাঁহাতেই বাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা, বুদ্ধি, তাঁহাতেই
বাঁহাদের মন, তিনিই বাঁহাদের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞানদ্বারা বাঁহাদের পাপ
নিরস্ত হইরাছে, ঈদৃশ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৭

স্বামী ।—এবমুত্তেবরোপাসকানাং কল্যাহ—তদ্বিতি । তন্মিমেব
বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তন্মিমেব আত্মা [মনঃ] প্রযতো যেষাং, তন্মিমেব
নিষ্ঠা তাৎপর্যং যেষাং, তদেব পরমরূপ-আশ্রয়ো যেষাং । ততস্ত তৎপ্রসাদ-
লব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নিধুতং নিরস্তং কল্যাণং যেষাং । তেহপুনরাবৃতিং মুক্তিং
যান্তি ॥ ১৭

বিজ্ঞাবিনয়সম্পদে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে জ্ঞাহাতে
 বাহার বুদ্ধি পর্যাবসিত হইয়াছে ; তিনি তৎকৃতিপদবাচ্য, তিনিই নিষ্কলীষ
 সমাদৃত অধিকারী । তাহা হইলে কি জীব-ব্রহ্মের বোদ্ধু-বোদ্ধব্য ভেদ
 আছে ? তদন্তরে বলিতেছেন “তদাত্মানঃ,” ভেদ নাই, কেন না সেই
 ব্রহ্মই জ্ঞাহাদের আত্মা ; ভেদজ্ঞান অজ্ঞানকল্পিত, তাহা বস্তুতঃ অভিদের
 বিরোধী হইতে পারে না । যদিও ব্রহ্ম অজ্ঞ অনজ্ঞ যাবতীর জীবের আত্মা,
 অতএব “তদাত্মানঃ” এই বিশেষণটা অব্যাবহিক অর্থাৎ উভয়ের প্রতিই
 প্রযোজ্য, তথাপি অজ্ঞ আত্মার ব্যাবৃতির জন্ত এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে;
 অর্থাৎ যদিও ব্রহ্ম বস্তুতঃ সমস্ত জীবেরই আত্মা, তথাপি অজ্ঞগণ দেহাদিতেই
 আত্মাভিমান করিয়া থাকে, বিবেকী তাহা করেন না বলিয়া তদাত্মপদবাচ্য
 হন । তদ্রিষ্ঠাপদে কর্ম্মাহুষ্ঠান নিবন্ধন বিক্ষেপের অভাব এবং তৎপরায়ণ পদে
 কর্ম্মফলে অনাসক্তি দেখান হইল। “জ্ঞাননির্ধৃতকন্মবাঃ” এই বিশেষণদ্বারা
 বলা হইল যে একবার মুক্ত হইলে আর দেহসম্বন্ধ ঘটে না ॥ ১৭

অনুসংগঃ ।—বিজ্ঞাবিনয়সম্পদে ব্রাহ্মণে স্বপাকে (চণ্ডালে) গবি
 হস্তিনি শুনি (কুকুরে) চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ [এব ভবতি] ॥ ১৮

অনু ।—পণ্ডিতেরা বিজ্ঞাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে আর
 গো, হস্তী ও কুকুরে তুল্যদর্শী ॥ ১৮

স্বামী ।—কীদৃশান্তে জ্ঞানিনো যেষুগুনরপুনরাবৃত্তিঃ মুক্তিং গচ্ছন্তী-
 ত্যপেক্ষারাহ—মিথ্যেতি । বিষমেষপি সমং ব্রহ্মৈব ব্রহ্মৈং শীলং ক্বেমাং তে
 পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ । ভজ্য বিজ্ঞাবিনয়ভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ, শুনো
 যঃ পচতি তদ্বিস্তেতি কর্ম্মণো বৈধর্ম্ম্যং ‘গবি হস্তিনি শুনি চে’তি জাতিভেদে
 বৈধর্ম্ম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮

ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতঃ মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১০

টিপ্পনী । দেহপাতানন্তর জ্ঞানের কল বিদেহ কৈবল্য বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, যদি প্রারম্ভ কর্ষণে দেহপাত না হয়, তবে সে ব্যক্তি জীবমুক্ত বলিয়া অভিহিত হয় । ইদৃশ জীবমুক্ত গণিতগণ বিভাবিনয়মুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী, গৌরুপ মধ্যম প্রাণী এবং হস্তী ইহুর চণ্ডাল প্রভৃতি সর্বানুকৃষ্ট প্রাণীতে তুল্যতাই দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৮

অন্বয়ঃ । — যেষাং মনঃ সাম্যে (সমস্তে) স্থিতঃ, তৈঃ ইহৈব (ইহ সংসার এবং) [জীবন্তিরেব] সর্গঃ (সংসারঃ) জিতঃ (নিরন্তঃ) ; হি (যতঃ) ব্রহ্ম সমং নির্দোষক তস্মাদ্ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবে প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥ ১০

অনু । — যাহাদের মন সর্বত্র সমস্তে অবস্থিত, তাহারা এই জীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, সুতরাং তাহারাও ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০

স্বামী । — নহু বিষয়েষু সমদর্শনং নিবিক্তং কুর্যন্তোহপি কথং তে পণ্ডিতাঃ ? যথাহ গৌতমঃ — “সমা-সমাভ্যাং বিষয়সংঘে পূজাতঃ” ইতি । অত্কার্থঃ — সমার পূজায়াং বিষয়ে প্রকারে কৃতে সতি বিষয়ার চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীরত ইতি । ভজাহ — ইহৈবেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈঃ, স্বজাত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরন্তঃ । কৈঃ, যেষাং মনঃ সাম্যে সমস্তে স্থিতম্ । তত্র হেতুঃ — হি ব্রহ্মাদ্ ব্রহ্ম সমং নির্দোষক তস্মান্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবে প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । গৌতমোক্তস্য দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তে পূর্বমেব পূজাত ইতি পূজকবিশ্বাবরণাৎ ॥ ১১

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

হিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মাণি স্থিতঃ ॥ ২০

বাহুস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

টিপ্পনী ।—স্বত্যাদি শাস্ত্রে সর্বত্র সমদর্শনের নিদানী থাকিলেও সমদর্শিগণের ইহলোকেই সংসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা স্বেই নিন্দার বিষয়ীভূত নহেন। অজ্ঞান গৃহিগণই তাদৃশ স্থিতি বাক্যের বিষয় ॥ ১৯

অনুব্রূয়ঃ ।—[যঃ] ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞঃ) [ভূত্বা] ব্রহ্মাণি [এব] স্থিতঃ [সঃ] হিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চরবুদ্ধিসম্পন্নঃ) অসংমূঢ়ঃ (নিবৃত্তমোহঃ) প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্যাতি) অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজ্যেৎ (বিবীদতি) ॥ ২০

অনুব্রূ ।—যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন, তিনি হিরবুদ্ধি ও মোহবিমুক্ত ; সুতরাং তিনি প্রিয়বস্ত্র লাভে হর্ষ হন না, অপ্রিয় বস্ত্রলাভে বিষণ্ণও হন না ॥ ২০

স্বামী । ব্রহ্মপ্রাপ্তস্ত লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদ্বিতি । ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ ত্রাৎ, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজ্যেৎ ন বিবীদতীত্যর্থঃ । যতঃ হিরবুদ্ধিঃ হির্যা নিশ্চলা বুদ্ধিৰ্ভূত । তৎ কৃতঃ ? যতোহসংমূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০

অনুব্রূয়ঃ ।—বাহুস্পর্শেষু (বাহুস্পর্শবিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্তঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ [উপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং] সুখং [তৎ] বিন্দতি (লভতে) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মাণি যোগেন সমাধিনা যুক্তঃ ভৈরবক্যং প্রাপ্তঃ আত্মা যন্ত তাদৃশঃ) সঃ অক্ষয়ঃ সুখম্ অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আন্তস্তবস্তঃ কোন্তেয় ন তেষু রমতে বুদ্ধঃ ॥ ২১

শক্লোত্তীহৈব যঃ সোড়ুঃ প্রাক্ষরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্থধী নরঃ ॥ ২৩

অনুশী।—বাহেস্ত্রিয়বিষয়ে যাহার চিত্ত আসক্ত নহে, তিনি অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্বিক সুখ ভোগ করেন; সমাধিধারা অঙ্গে একতা প্রাপ্ত সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২১

স্বামী ।—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিষ্টৈর্ব্যো হেতুমাহ—বাহেতি । ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃহস্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া বাহেস্ত্রিয়বিষয়েষসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আন্তস্তবস্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্বিকং সুখং তদ্বিন্ধতি লভতে । স চোপশমসুখং লভ্য ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যত্র সৌহৃদ্যং সুখমব্রুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

অনুয়ঃ ।—হে কোন্তেয় ! যে ভোগাঃ (সুখানি) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়জাতাঃ) তে দুঃখযোনয়ঃ (দুঃখৈশ্চৈব কারণভূতাঃ) এব [তথা] আন্তস্তবস্ত (উপশমবিনাশশীলাঃ) [অতঃ] বুদ্ধঃ (বিবেকী) তেষু ন রমতে (ন প্রীতিমহুভবতি) ॥ ২২

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! যে সকল সুখ বিষয় হইতে জন্মে তৎসমুদয় দুঃখেরই কারণভূত এবং আন্তস্তবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থায়ী নহে, অতএব বিবেকিগণ সে সকল সুখে রত হন না ॥ ২২

স্বামী ।—নহ প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তে: কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ শাস্ত্রজাহ—যে হীতি । সংস্পৃহস্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্তমানকালেহপি স্পর্শানুসাহিত্যাপ্রযুক্তাঃ দুঃখৈশ্চৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ । তথাহিমহোহন্তবস্ত অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

যোহন্তঃস্বথোহন্তরারামন্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অর্থঃ ।—যঃ শরীরবিমোক্ষণং প্রাপ্ত (যঃ দেহপাতং) কাম-
ক্রোধোদ্ভবং (কামক্রোধজাতং) বেগং (মনোনেত্রাদিক্রোধলক্ষণম্) ইতৈব
(উদ্ভবসময়ে এব) সোচ্চুং (প্রতিরোচ্চুং) শক্লোতি, সঃ [এব] যুক্তঃ
(সমাহিতঃ) সঃ [এব] নরঃ সূখী ॥ ২৩

অর্থঃ ।—যিনি দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন মৃত্যু না
হয়—কাম ও ক্রোধের বেগ উদ্ভব মাত্রেরই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ,
তিনিই সমাহিত বোগী এবং তিনিই সূখী ॥ ২৩

স্বামী ।—সম্যগ্যোক্ত এব পরমঃ পুরুষার্থস্তত্ত্ব চ কামক্রোধবেগো-
হতিপ্রতিক্রোধোদ্ভবসহনসমর্থ এব যোগীভ্যাং—শক্লোতিতি ।
কামাং ক্রোধোচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্রোধলক্ষণম্ ইতৈব
উদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোচ্চুং প্রতিরোচ্চুং শক্লোতি তদপি ন লক্ষ্যমাত্রং,
কিন্তু শরীরবিমোক্ষণং প্রাপ্ত যাবদেহপাতমিত্যর্থঃ । য এবভূতঃ স এব
যুক্তঃ সমাহিতঃ সূখী চ ভবতি নাস্তঃ । যথা মরণাদূর্জং বিলপস্বীতি-
যুবতীভিরালিঙ্গ্যমানোহপি পুত্রাদিভির্দহমানোহপি যথা প্রাণশূন্তঃ কাম-
ক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাণপি জীবয়েব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ
সূখী চেত্যর্থঃ । তদ্ব্যক্তং বশিষ্ঠেন—“প্রাণে গতোযথা দেহঃ সূখং হৃৎ
ন বিক্শতি । তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যা-
শ্রমো ভবেৎ] ॥” ইতি ॥ ২৩

অর্থঃ ।—যঃ অন্তঃস্বথঃ (অন্তঃ আত্মনি এব স্বথং যন্ত নতু বিব-
য়েষু সঃ) অন্তরারামঃ (অন্তঃ আত্মনি এব আরামঃ শ্রীতিঃ নতু বাহিঃ
ব্রহ্ম সঃ) তথা যঃ অন্তজ্যোতিঃ (অন্তঃ জ্যোতিঃ দৃষ্টিবস্ত-নতু গীতানুভবিক্

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুদয়ঃ ক্লীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নবৈধা যতাস্তানঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

কামক্ৰোধদ্বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাস্তানাম্ ॥ ২৬

সঃ) সঃ এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মনি স্থিতঃ সন্) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মনি

লয়মভিগচ্ছতি ॥ ২৪

অনু । — বাহাদেব আত্মাতেই (বিষয়ে নহে) সুখ, আত্মাতেই (বহিঃ পদার্থে নহে) প্রীতি, আত্মাতেই (গীতনৃত্যাদিতে নহে) দৃষ্টি, তিনিই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগী এবং ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

স্বামী । — ন কেবলঃ কামক্ৰোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অপি তু বোধস্তরিতি । অন্তরাস্ত্রস্তেব সুখং যন্ত ন তু বিষয়েষু অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যন্ত ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টিৰ্যন্ত ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মনি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ । ব্রহ্মনি নির্বাণং লয়মভিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

অনুয়ঃ । — ক্লীণকল্মষাঃ (ক্লীণপাপাঃ) ছিন্নবৈধাঃ (ছিন্নসংশয়াঃ) যতাস্তানঃ (সংযতচিত্তাঃ) সৰ্বভূতহিতে রতাঃ (কৃপালবঃ) ঋষয়ঃ (সম্যগ্দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্বাণং (মোক্ষং) লভন্তে ॥ ২৫

অনু । — বাহাদেব পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, বাহাদেব সর্ববিধ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, বাহাদেব চিন্তকে সংযত করিয়াছেন এবং বাহাদেব সৰ্বভূতের হিতসাধনে নিরত আছেন, এতাদৃশ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ২৫

স্বামী । — কিঞ্চ লভন্ত ইতি । ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্লীণ কল্মষাঃ বৈধাঃ, ছিন্ন বৈধঃ সংশয়ো বৈধাঃ, যন্তঃ সংযত আস্তা চিন্তা বৈধাঃ,

স্পর্শান্ কৃষ্ণা বহির্বাহ্যাস্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃষ্ণা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

যতেজ্জিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মৈকপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাত্তয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

সর্বেষাং জ্ঞানানাং হিতে ব্রতাঃ যে রূপালবন্তে ব্রহ্মনির্কাণঃ মোক্ষং
লভন্তে ॥ ২৫

অন্থয়ঃ ।—কামক্ৰোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং (সংযতচিত্তানাং)
বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাং (সন্ন্যাসিনাম্) অভিতঃ
(উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্কাণঃ (ব্রহ্মণি লয়ঃ) বর্ততে ॥ ২৬

অনু ।—কামক্ৰোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী-
দিগের উভয়লোকেই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ঘটে ; অর্থাৎ তাঁহারা যে মৃত্যুর
পরেই মোক্ষ প্রাপ্ত হন, তাহা নহে ; জীবদশায়ও তাঁহারা মুক্ত ॥ ২৬

স্বামী ।—কিঞ্চ কামেত্যাদি । কামক্ৰোধাভ্যাং বিযুক্তানাং
যতীনাং সন্ন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো
জীবতাং মৃতানাঞ্চ, ন দেহান্তর এব ভেবাং ব্রহ্মণি লয়ঃ অপি তু জীবত-
মপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

অন্থয়ঃ ।—বাহ্যান্ স্পর্শান্ (ইঞ্জিয়বিষয়ান্) বহিঃ কৃষ্ণা চক্ষুশ্চ
ভ্রুবোঃ অন্তরে (ভ্রমধ্যে) এব কৃষ্ণা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ
[উর্দ্ধাধোগতিরোধেন] সমৌ কৃষ্ণা (কৃষ্ণকঃ কৃষ্ণা) যতেজ্জিয়মনোবুদ্ধিঃ
মৌকপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাত্তয়ক্ৰোধঃ যঃ মূনিঃ সঃ সদা (জীবন্তপি)
মুক্তঃ এব ॥ ২৭ । ২৮

অনু ।—বহিঃস্থিত [রূপরসাদি] ইঞ্জিয়-বিষয়গুলি বাহিরেই
রাখিয়া অর্থাৎ সেগুলি চিন্তা না করিয়া, চক্ষুর্দ্বার জ্ঞানগলয়ে মধ্যে সংস্থাপিত
করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চারমান প্রাণ ও অপান ব্যক্তিকে সমর্পণা-

পন্ন করিয়া (অর্থাৎ কুস্তক করিয়া) বিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিদূরিত করিয়াছেন, ঈদৃশ মোক্ষপরায়ণ যে মুনি, তিনি সর্বদা অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মুক্ত ॥ ২৭ । ২৮

স্বামী ।—যোগী ব্রহ্মনির্কাণমিত্যাदिषু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতী-
ত্যুক্তং । তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি স্বাভিযাম্ । বাহ্য এব স্পর্শা
রূপরসাদয়ো বিবরণ্যচিস্তিতাঃ সন্তোহন্তঃ প্রবিশন্তি তাংসুচিস্তীভ্যাগেন
বহির্ভূতং কৃৎস্না চক্ষুশ্চ ক্রবোরন্তরে ভ্রমধ্যে এব কৃৎস্না অত্যন্তং নেত্রয়ো-
নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে, উদ্বীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষ-
পরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রমধ্যে দৃষ্টিঃ নিধায়েত্যর্থঃ । উচ্ছ্বাসনিবাস-
রূপেণ নাসিকায়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবুদ্ধ্যধোগতিরোধেন সমৌ
কৃৎস্না কুস্তকং কৃৎস্নেত্যর্থঃ । ষষা প্রাণোহয়ং যথা ন বহির্নির্বাতি, যথা
চাপানোহন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব আবপি যথা চরতস্তথা
মনাজীমুচ্ছ্বাসনিবাসাভ্যাং সমৌ কৃৎস্নেতি । যত ইতি । অনেনোপায়েন
যতাঃ সংযতাঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যন্ত, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যন্ত,
অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যন্ত । ঐষন্তুতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্তপি
মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ । ২৮

টিপ্পনী ।—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরার্শবুদ্ধিধারা কর্ণ-
যোগের অন্তর্গতানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ; তদনন্তরঃ সন্ন্যাস, তদনন্তর
মোক্ষসাধন জ্ঞান উৎপন্ন হয় । ইদানীং সম্যক্ দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন
পূর্বোক্ত ধ্যানযোগ বিস্তারিতভাবে বলিবার জন্য ভগবান্ তিনটি শ্লোক
বলিলেন । সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায় ইহার বিবরণস্বরূপ । তন্মধ্যে দুইটি
ছায়া যোগ এবং একটি ছায়া যোগকল বলা হইতেছে :—

শব্দাদি বিষয়কে অন্তঃকরণ হইতে বহির্ভূত করিয়া চক্ষুধর্ম ভ্র-
মদেশের মধ্যস্থানে স্থাপনপূর্বক কুস্তকধারা প্রাণাপানের গতি সমান
করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করত মোক্ষপরায়ণ এবং মননশীল

‘ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

স্বহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিসৃচ্ছতি ॥ ২৯ ৷ ’

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতারাম্ভে বৈয়াসিক্যাং •

ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে কৰ্মসংস্থানং •

যোগো নাম পঞ্চনোহধ্যায়ঃ । ৫

হইলে যোগীগণ স্বয়ংই মুক্ত হন ; তাঁহাদের মোক্ষের জন্ত চেষ্টা করিতে হয় না। বাহু শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শব্দাদি যদি স্বভাবতঃ অন্তঃস্থ হইত, তাহা হইলে তাহাকে বহির্ভূত করা অসাধ্য হইত ; কারণ যাহার যে স্বভাব তাহা হইতে তাহার মুক্ত হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ তাহা নহে ; শব্দাদি বাহু পদার্থ কেবল অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে মাত্র ; অতএব তাহাকে বহির্ভূত করা অসাধ্য নহে। ক্রমধো'নেত্র-স্থাপনের উদ্দেশ্য,—নেত্র নিম্নীলিত করিলে লয়াঙ্গিকা নিদ্রাবৃত্তিদ্বারা চিত্ত লীন এবং উন্মীলিত করিলে প্রমাণাদি বৃত্তিচতুষ্টয়দ্বারা চিত্ত বিকীর্ণ হইতে পারে, এই জন্ত ক্রমধো চক্ষু'র স্থাপন করিয়া অর্দ্ধ-নিম্নীলিত অবস্থায় রাখিবে ॥ ২৭ । ২৮

অন্বয়ঃ ।—যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং (পালকং) সৰ্বলোকমহেশ্বরং সৰ্বভূতানাং স্বহৃদং (নিরপেক্ষোপকারিণম্ অন্তৰ্ভ্যাগিণং) মাং জ্ঞাত্বা [মৎপ্রসাদেন] শাস্তিঃ (মোক্ষম্) সৃচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ৷ •

অনু ।—আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সৰ্বলোকের মহানুজীৱ এবং সৰ্বভূতের স্বহৃৎ অর্থাৎ নিরপেক্ষ উপকারী জানিয়া মানবগণ শান্তি (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ২৯

স্বামী ।—নবেবমিচ্ছিন্নাদিসংযমমাজ্ঞেণ কথং মুক্তিঃ স্তান্ন তাবদ্ব্য-
জ্ঞেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি । যজ্ঞানাং তপসাত্মিকব মম-
ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্কেষাং লোকানাং
মহাস্তমীশ্বরং । সর্বভূতীনাং স্বহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্য্যামিণং মাং-
জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিঃ মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২১

বিকল্পলক্ষণোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ ।

সমুচ্চরঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞঃ নৌমি তং গুরুম্ ॥

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতার্নাং শ্রীধরস্বামিকৃতটীকার্নাং কর্ণসংহাস-
যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

টিপ্পনী ।—উক্ত যোগের ফল বলিতেছেন—“যজ্ঞ ও তপস্তার
পালক, হিরণ্যগর্ভাদিরও ঈশ্বর, জীবগণের প্রতাপকারনিরপেক্ষ উপকারী
আমাতে তত্তৎরূপে অবগত হইয়া ঈদৃশ যোগিগণ মুক্তি লাভ করেন ।
অর্জুন যদি বলেন যে, তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও আমি মুক্ত হই না
কেন ? তচ্ছব্দ উক্ত বিশেষণ সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমাকে
এইরূপে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ২১

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ঃ ॥ ৫

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরয়িন চাক্রিয়ঃ ॥ ১

অনুয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—যঃ কৰ্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (অন-
পেক্ষমাণঃ) [সন্] কাৰ্য্যম্ (অবশ্যকৰ্ণব্যতয়া বিহিতং) কৰ্ম কৰোতি,
সঃ [এব] সংন্যাসী চ যোগী চ [জাতব্য ইতি শেষঃ], ন নিরয়ি:
(অগ্নিসাধ্যোষ্ঠাধ্যাকৰ্ম্যত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অনগ্নিসাধ্যপূৰ্ণাধ্যাকৰ্ম্যত্যাগী)
। সন্ন্যাসী যোগী চ জ্ঞেয়ঃ] ॥ ১

অনু । —শ্রীভগবান্ কহিলেন—যিনি কৰ্মফলের অপেক্ষা না
করিয়া অবশ্যকৰ্ণব্যতয়ে বিহিত কৰ্ম কৰেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই
যোগী ; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি অৰ্থাৎ যজ্ঞাদি কাৰ্য্য ত্যাগ করিয়াছেন
এবং যিনি, অগ্নিসাধ্য সম্পাদনীয় নহে, এক্ষণ পূৰ্ণাদি (জলাশয় খননাদি)
কাৰ্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন—যোগীও নহেন ॥ ১

স্বামী ।—চিন্তে শুদ্ধেহপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ । মূক্তি:
তাদিতি ষষ্ঠেহশ্বিন্ ধ্যানযোগো বিতস্ততে ॥ পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং
যোগং প্রপকয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়রম্ভঃ । তত্র তাবৎ “সৰ্বকৰ্ম্মাপি মনসা সংযত্বাৎ”
ইত্যরম্ভা সংন্যাসপূৰ্ব্বিকারী জ্ঞাননিষ্ঠাতাত্পৰ্য্যোপাভিধানাদুঃখস্বরূপত্বাচ্চ
কৰ্ম্মণঃ সহসা সংন্যাসাদি প্রসঙ্গং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কৰ্ম্মযোগঃ
তোতি—অনাশ্রিত ইতি ষাড্যাম্ । কৰ্ম্মফলমনাশ্রিতোহনপেক্ষমাণঃ সন্ন্যাসঃ
কাৰ্য্যতয়া বিহিতং কৰ্ম্ম যঃ কৰোতি, স এব সংন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরয়ি-
য়গ্নিসাধ্যোষ্ঠাধ্যাকৰ্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োহনগ্নিসাধ্যপূৰ্ণকৰ্ম্মত্যাগী চ ॥ ১

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংস্কৃতসঙ্কলো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

টিপ্পনী ।—পঞ্চাধ্যায়ের শেষের তিনটি শ্লোকদ্বারা যোগ কথিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । সর্বকর্মত্যাগদ্বারা যোগ করিতে হইলে ত্যাজ্যস্বনিবন্ধন কর্ত্ত্বের জীনতা আশঙ্কা করিয়া প্রথমতঃ শ্লোকদ্বয়ে কর্ত্ত্বের প্রশংসা করিতেছেন ।—কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে ব্যক্তি অগ্নিহোতাদি নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, সে কর্মী হইয়াও সংক্তাসী এবং যোগী । সংক্তাস অর্থ ত্যাগ, অতএব কর্মফল ত্যাগ দ্বারাই সংক্তাস সিদ্ধ হইয়াছে এবং চিত্তবিক্ষেপাতাবরূপ যোগও ত্যহার ফল ত্বকারূপ চিত্তবিক্ষেপের অভাব-নিবন্ধন অন্তথা-সিদ্ধ । এই শ্লোকে লক্ষণাদ্বারা ত্যাগ পদে সংক্তাস এবং ফলত্বক্কাই বিক্ষেপ । অতএব এই ব্যক্তি যদিও অগ্নিসাধ্য শ্রৌত কর্ম ত্যাগ করে নাই এবং অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্তকর্মও ত্যাগ করে নাই, তথাপি সংক্তাসী এবং যোগী,—অথবা ইহার এইরূপ অর্থ—সেই ব্যক্তি নিরগ্নি সংক্তাসী এবং নিষ্ক্রিয় যোগী নহে ; কিন্তু সায়িক সংক্তাসী এবং সক্রিয় যোগী । অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মাহুষ্ঠাভা যোগী এবং সংক্তাসী । এখানে অক্রিয় পদ দ্বারাই সর্ব কর্মসংক্তাসের লাভ হয় ; অতএব নিরগ্নিপদ বার্থ, এইজন্য অগ্নি শব্দ সমগ্র কর্ত্ত্বের উপলক্ষণ, নিরগ্নি পদে সংক্তাসী এবং ত্রিসাপদে চিত্তবৃত্তি, অক্রিয়পদে নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি যোগী । ১

অত্বেয়ঃ ।—হে পাণ্ডব ! যং সংক্তাসম্ ইতি প্রাহুঃ [কেবলাৎ কলসংক্তাসাৎ] তং যোগং বিদ্ধি (জানীহি), হি (বদ্যাম্) অসংস্কৃতসঙ্কলঃ [কর্মনিষ্ঠঃ জ্ঞাননিষ্ঠো বা] কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি ॥ ২

অনু ।—হে পাণ্ডুনন্দন ! পণ্ডিতেরা বাহ্যকে সংক্তাস বলেন, [কেবল কর্মত্যাগবশতঃ] তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে ; কারণ, বিদ্ধি

আরুৰুক্ষোমূ'নেযোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুঢ়স্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বনুযজতে ।

সৰ্ব্বসঙ্কল্পসম্মাসী যোগারুঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

সঙ্কল্প জাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কৰ্ম্মনিষ্ঠই ইউন বা জ্ঞাননিষ্ঠই ইউন, যোগী নহেন ॥ ২

স্বামী ।—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং কৰ্ম্মযোগৈশ্চৈব সংশ্রাসৎ প্রতিপাদ-
য়মাহ—যমিতি । যং সংশ্রাসং গ্রাহঃ প্রকর্ষণে প্রেষ্ঠম্বেনাহঃ । “সংশ্রাস
এবাভ্যারেচর” ইত্যাদি শ্রুতে: ইতি । কেবলাৎ ফলসংশ্রাসাক্ষেতোৰ্যোগমেব
ভং জানীহি । কৃত ইত্যপেক্ষামিতিশব্দোক্তো হেতুর্যোগেহপ্যস্তীত্যাহ—
ন হীতি । ন সংশ্রস্তঃ ফলসঙ্কল্লো যেন স কৰ্ম্মনিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী
ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পভ্যাগসাম্যাং সংশ্রাসী চ, ফলসঙ্কল্পভ্যাগাদেব
চিন্তাবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—যোগং (জ্ঞানযোগম্) আরুৰুক্ষো: (প্রাপ্তুমিচ্ছো:)
মুনে: [তদারোহণে] কৰ্ম্ম [চিন্তাশুদ্ধিকরত্বাৎ] কারণম্ উচ্যতে যোগারুঢ়স্ত
তস্ত (জ্ঞাননিষ্ঠস্ত) শমঃ (সমাধিঃ) [জ্ঞানপরিপাকে] কারণম্ উচ্যতে ॥ ৩

অনু ।—জ্ঞানযোগ আরোহণেচ্ছ মুনির সম্বন্ধে [চিন্তাশুদ্ধিকর বলিয়া]
কৰ্ম্মই কারণ (সাধন) বলিয়া অভিহিত হয় এবং যিনি যোগে আরোহণ
করিয়াছেন ; সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির সম্বন্ধে সমাধিই (চিন্তাবিক্ষেপক
কৰ্ম্মভ্যাগই) সাধন বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩

স্বামী ।—তর্হি যাবজ্জীবং কৰ্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যশঙ্ক্য তস্তাবধি-
মাহ—আরুৰুক্ষোরিতি । জ্ঞানযোগমারোহুং প্রাপ্তুমিচ্ছো: পুংসস্তদারোহে
কারণং কৰ্ম্ম উচ্যতে চিন্তাশুদ্ধিকরত্বাৎ । জ্ঞানযোগমারুঢ়স্ত তু তস্মৈব জ্ঞান-
নিষ্ঠস্ত সমাধিচিন্তাবিক্ষেপককর্ষণোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩

উদ্ধরেদাঙ্গনাস্থানং নাস্থানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বহুৱাত্মৈব ত্রিপুৱাত্মনঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—যদা ন (পুরুষঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষ্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষ্ বিষয়েষ্)
[তৎসাধনেষ্] কর্মস্থি [চ] ন অনুবজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা
সর্বসঙ্কল্পসংক্রাস্তী হি (নিশ্চিতং) যোগাক্রমঃ উচ্যতে ॥ ৪

অনু ।—যখন লোকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তৎ-
সাধন কর্মসমূহে আসক্ত হন না, তখন সেই সর্ববিধ-সঙ্কল্পপরিত্যাগী
ব্যক্তি যোগাক্রম বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪

স্বামী ।—কৌদুশোহনৌ যোগাক্রমো যন্ত শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্য-
ত্রাহ—যদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষ্ ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষ্ শব্দাদিষ্ তৎসাধনেষ্ চ কর্মস্থ
যদা না অনুবজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্
সর্বান ভোগবিষয়ান্ কর্মবিষয়ান্চ সঙ্কল্পান্ সংক্রাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যন্ত
স, তদী যোগাক্রম উচ্যতে ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—আত্মনা আত্মানং [সংসারাৎ] উদ্ধরেৎ, আত্মানং
ন অবসাদয়েৎ (অধো ন নয়েৎ) ; 'হি যস্মাৎ [মনঃসন্ধাত্যপরতঃ]
আত্মা এব আত্মনঃ বহুঃ আত্মা এব আত্মনঃ ত্রিপুঃ (অপকারকঃ) ॥ ৫

অনু ।—[বিবেকযুক্ত] আত্মা—(মন) দ্বারা আত্মাকে
উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে কদাচ অধঃপতিত করিবে না, কারণ
আসক্তিহীন আত্মাই আত্মার উপকারী এবং বিবরাসক্ত আত্মাই
আত্মার ত্রিপু ॥ ৫

স্বামী ।—অতো বিবরাসক্তিভ্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ চ বহুং
পর্যালোচ্য রাগাদিষু ভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি । আত্মনা
বিবেকযুক্তেনা আত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন অবসাদয়েৎ ; অধো ন নয়েৎ ।
হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃসন্ধাত্যপরতঃ আত্মনঃ যন্ত বহুরূপকারকঃ ত্রিপু-
রূপকারকঃ ॥ ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তত্ত্ব যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বং বর্তেতাত্মৈব শত্রুত্বং ॥ ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণস্বচ্ছদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অর্থঃ ।—যেই আত্মনা (জীবন) [কার্যকারণসংঘাতরূপঃ]
আত্মা জিতঃ (বশীকৃতঃ) আত্মা তস্ত আত্মনঃ (জীবন্ত) বন্ধুঃ অনাত্মনস্ত
(অজিতাত্মনস্ত) আত্মা (মনঃ) শত্রুত্বং এব (শত্রুভাবে এব) শত্রুত্বং
বর্তেত ॥ ৬

অনু ।—যিনি আত্মাকে (মনকে) বশীকৃত করিয়াছেন ; আত্মা
তাঁহার বন্ধু ; পরন্তু অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই (মন) আত্মার শত্রুতা-
সাধনে শত্রুত্বং প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬

স্বামী ।—কথন্তু তস্তাত্মৈব বন্ধুঃ, কথন্তু তস্ত চাত্মৈব রিপুস্ফি-
পেকারামাহ—বন্ধুরিতি । যেনাত্মনৈবাত্মা কার্যকারণসংঘাতরূপো জিতো
বশীকৃতস্তত্ত্ব তথাভূতস্তাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ অনাত্মনোহজিতাত্মনস্ত
আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বং শত্রুত্বদপকারিত্বং বর্তেত ॥ ৬

অর্থঃ ।—জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত (রাগাদিশৃঙ্খল) পরং (কেবলম্)
আত্মা শীতোষ্ণস্বচ্ছদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠঃ)
[ভবতি] ; [অথবা] তস্ত পরমাত্মা [হৃদি] সমাহিতঃ (স্থিতঃ)
ভবতি ॥ ৭

অনু ।—যিনি জিতাত্মা ও বাসনাদিশৃঙ্খল, তাঁহারই আত্মা শীতোষ্ণ
ও স্বচ্ছদুঃখাদিতে এবং মান ও অপমানে আত্মনিষ্ঠ থাকেন অথবা তাঁহার
পরমাত্মা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৭

স্বামী ।—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং কুটরিতি—জিতাত্মন ইতি
জিত আত্মা যেন তস্ত প্রশান্তস্ত রাগাদিরহিতস্তৈব পরং কেবলমীশ্বা-

জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বাদ্বয়ং কূটস্থো বিজিতেজস্বিনঃ ।

বুদ্ধ ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাঙ্গকাঞ্চনঃ ॥ ৮

সুহৃদ্বিত্ত্বাদ্বয়াদ্যাদীনমধ্যাহ্নবেব্যবজ্জ্বল ।

সাধুদ্ব্যপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

শীতোক্তাদিহ সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি নাত্তত্বেৎসর্গতত্ত্বজ্ঞানী
পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭

অনুব্রূয়ঃ ।—জ্ঞানবিজ্ঞান-তত্ত্বাদ্বয় (জ্ঞানেন বিজ্ঞানেন চ নিরাকাজ্জ
চিত্তঃ) [অতঃ] কূটস্থঃ (নির্বিকারঃ) [অতএব] বিজিতেজস্বিনঃ [অত
এব] সমলোষ্ট্রাঙ্গকাঞ্চনঃ যোগী বুদ্ধঃ (যোগারূঢ়ঃ) উচ্যতে ॥ ৮

অনু ।—জ্ঞান (উপদেশজাত), বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষাহুভব) এতদ্ব-
ভরদ্বারা বাহার চিত্ত আকাজ্জশূন্য, অতএব নির্বিকার এবং যিনি জিতে-
জস্বিন, তজ্জন্ত বাহার যুৎখণ্ড, পাবাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান, তাদৃশ ব্যক্তি
যোগারূঢ় নামে অভিহিত হন ॥ ৮

স্বামী ।—যোগারূঢ়ত্ব লক্ষণং ত্রৈলোক্য চোক্তমুপপাতোপসংহরতি
—জ্ঞানেতি । জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষাহুভবঃ, তাত্য্যং তত্ত্বো-
নিরাকাজ্জ আত্মা চিত্তং যন্ত, অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ অতএব বিজি-
তানীজিরানি যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যন্ত, যুৎখণ্ডপাবাণসুবর্ণেষু
হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স বুদ্ধো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮

অনুব্রূয়ঃ ।—সুহৃদ্বিত্ত্বাদ্বয়াদ্যাদীনমধ্যাহ্নবেব্যবজ্জ্বল সাধু পাপেষু চ অপ-
সমবুদ্ধিঃ (রাগদেবাদিশূন্যবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ৯

অনু ।—যিনি সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যাহ্ন, বেব্য, বজ্জ-
এবং সাধু ও পাপিষ্ঠে সমজ্ঞানী তিনিই শ্রেষ্ঠ । (সুহৃৎ—যিনি স্বভাবজ
হিতকামী, মিত্র—যিনি ব্রহ্মবশতঃ উপকারী, অরি—দাতৃক, উদাসীন

যোগী যুজীত সততমাস্থানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

—বিবাদকারী উভয় পক্ষেরই উপেক্ষাকারী, মধ্যস্থ—বিবাদমান উভয় পক্ষেরই হিতকারী, দ্বৈধ্য—দ্বৈষণাজ, বন্ধু—সদ্বন্ধুবিশিষ্ট, সাধু—সদাচার, পাপিষ্ঠ—দুরাচার) ॥ ৯

স্বামী ।—সুহৃদগ্নিভ্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোহপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদ্বিতি । সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাংশসী, মিত্রঃ স্নেহবশেনোপকরকঃ, অরিষাভুকঃ, উদাসীনো বিবাদমানয়োক্রভরোরপ্যপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবাদমানয়োরাপি হিতাংশসী, দ্বৈধ্যঃ দ্বৈষাবয়রঃ, বন্ধুঃ সদ্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারঃ, পাপা দুরাচারঃ, এতেষু সমা রাগদ্বৈষাদিশৃঙ্খা বুদ্ধির্ষস্ত স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—যোগী (যোগাক্রুতঃ) সততং (নিরন্তরঃ) রহসি (একান্তে) স্থিতঃ [সন্] একাকী (নিঃসঙ্গঃ) যতচিত্তাত্মা (সংযতদেহচিত্তঃ) নিরাসীঃ (নিরাকাজ্জঃ নিরাহারো বা) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্যঃ) আস্থানং (মনঃ) যুজীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ) ॥ ১০

অনু ।—যোগাক্রুত ব্যক্তি গর্ভে নিৰ্জনে থাকিয়া সঙ্গহীন সংযত-চিত্ত ও সংযতদেহ এবং নিরাকাজ্জ (বা সংযতাহার) হইয়া পরিগ্রহ পরি-ত্যাগপূৰ্ণক মনকে সমাহিত করিবেন ॥ ১০

স্বামী ।—এবং যোগাক্রুতলক্ষণমুক্ত, ইদানীং তত্ৰ সাধং যোগঃ বিধস্তে যোগীত্যাदिना—স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রহেন । যোগীতি । যোগী যোগাক্রুত আস্থানং মনো যুজীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতঃ সংযতঃ চিত্তমাত্মা বেহন্ত বস্ত, নিরাসীনিরাকাজ্জো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যতঃ ॥ ১০

টিপ্পনী ।—অতীত শ্লোকে “যোগাক্রুত ব্যক্তির লক্ষণ ও কল বলিয়া ইদানীং আত্মা ব্যক্তির সাধ যোগ “স যোগী পরমো মতঃ” (৬৬অঃ, ৩২শ্লঃ)

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমানসমান্ননঃ ।

নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্বাসেন যুজ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

ইত্যন্ত শ্রোত্রে বলিতেছেন—এইরূপ উত্তম ফলপ্রাপ্তির জন্য যোগীরা
ব্যক্তি ক্ষিপ্ত, মৃঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক একাগ্র ও নিকট
ভূমিতে চিত্তকে সমাহিত করিবেন। যোগের অপ্ৰতিবন্ধক দুর্জনাধি-
বাসিত নিন্দক দেশ—গুহাদিতে অবস্থান করিবেন। বৈরাগ্যের দৃঢ়তা-
প্রযুক্ত তৃণাশ্রয় ও পরিগ্রহরহিত হইয়া দেহ ও অন্তঃকরণ সংযত
করিবেন। ১০

অনুব্রূঃ ।—শুচৌ দেশে (শুদ্ধ স্থানে) আশ্রমঃ (ব্রত) স্থিরঃ
(নিশ্চলং) ন অত্যচ্ছিতং (নাত্যচ্ছিন্নং) ন অতিনীচম্ (অতিনিম্নং) চেলা-
জিনকুশোত্তরম্ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র (আসনে) উপবিশ্ব মনঃ একাগ্রং
(বিবেকপরহিতং) কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ [সন্] আত্মশুদ্ধয়ে (আশ্রমঃ
মনসঃ শুদ্ধয়ে শুদ্ধিসাধনার্থম্ উপশাস্তয়ে ইত্যর্থঃ) যোগং যুজ্যাদ্
(অভ্যস্ত্য) ॥ ১১।১২

অনু ।—যোগী বিশুদ্ধ স্থানে আত্মশুদ্ধির জন্য (মনের উপশান্তির
জন্য) স্বকীয় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাতে উপবেশনপূর্বক মনকে
বিবেকপরহিত করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া যোগ অভ্যাস
করিবেন। তাঁহার ঐ আসন যেন চাকলাহীন (নড়াচড়া রহিত) হয়,
উহা যেন অতিশয় উচ্চ বা অতিনিম্ন না হয়; প্রথমে কৃৎস্ন, তদুপরি
ব্যাজাদির চৰ্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্থাপন
করা হয় ॥ ১১।১২

১১।১২।—আশ্রমনিয়মঃ বর্ণনমাহ—শুচাবিতি স্বাক্ষর্যম্ । শুদ্ধে

সমং কারণিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংশ্লেক্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত যৎপরঃ ॥ ১৪

স্থানে আশ্রয়নঃ স্বত আসনং স্থাপয়িত্বা । কীদৃশং? স্থিরম্ অচলং-
নাভ্যুচ্ছিতং ন চাতিনীচং, চেলং বস্ত্রম্ অভিনং ব্যাভ্রাদিচর্ম, চেলাকিনে
কুশেভ্য উত্তরে, যস্মিন্ কুশানামুপরি চর্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্থোত্যর্থঃ । তজ্জ-
ভক্ষিরাসনে উপবিশ্ত, একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃৎস্না যোগং যুজ্যাত-
অভ্যন্ত্রে, যতা সংযতা চিত্তস্ত ইচ্ছিরাণাক ক্রিয়া যন্ত, আশ্রয়েনো মনসো-
বিতুদ্ধরে উপশান্তয়ে ॥ ১১।১২

অনুয়ঃ ।—কারণিরোগ্রীবং সমম্ (অবক্রম্) অচলঃ (নিশ্চলঃ)
ধারয়ন্ন স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা) স্বং (স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সংশ্লেক্য
(অর্দ্ধনিম্নীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ) দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ [সন্] প্রশান্তাত্মা
(প্রশান্তচিত্তঃ) বিগতভীঃ (নির্ভীকঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্যে) স্থিতঃ
[সন্] মনঃ সংযম্য (প্রত্যাহত্বা) মচ্চিত্তঃ (মধ্যপিত্তমনাঃ) যৎপরঃ
(মরীচিঃ) যুক্তঃ [ভূত্বা] আসীত (তিষ্ঠেৎ) ॥ ১৩। ১৪

অনু ।—দেহ মন্তক ও গ্রীবা অর্থাৎ মূলধার হইতে মন্তকের
অগ্রভাগ পর্যন্ত সরলভাবে ধারণ পূর্বক দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া স্বীয় নাসিকার
অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধনিম্নীলিত-দৃষ্টি হইয়া অস্ত্র কোন দিক্
অবলোকন না করিয়া যোগাভ্যাস করিবে । যুক্ত ব্যক্তি প্রশান্তচিত্ত,
নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্যে অবস্থিত হইবেন । তিনি অস্ত্র বিষয় হইতে মনকে
প্রত্যাহরণপূর্বক আমাতে সমর্পণ করত যৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান
করিকেন ॥ ১৩। ১৪

স্বামী ।—চিৎকাক্যোপযোগিনী দেহাদিধারণাঃ ধারণার—

বৃদ্ধমেবং সমাঙ্গানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্হামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

নাত্যগ্নতন্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনস্ততঃ ।

ন চাতিশ্রপ্ণশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬

সমমিতি বীভ্যাম্ । কার ইতি দেহস্ত মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কার-
শিরঃ প্রাণা চ কল্পশিরোপ্রাণাঃ স্নানাদারাদ্যভ্য মূর্ধাপ্রাণাভ্যঃ সমমভ্য-
নিশ্চলং ধারয়ন্ হিরো নৃচপ্রবলো ভূষেত্যর্থঃ । স্বকীয়ং নাসিকাপ্রা-
নস্ত্রেফা চ্যুর্দ্ধনিবীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ । ইত্যন্ততো দিশ্চানবলোকয়ন্নাসীভে-
ত্যন্তরেণাঘরঃ । প্রশান্তেতি । প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্ত, বিগতা ভীর্ভয়-
যস্ত, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্যে হিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য যথো-
চিত্তং যস্ত, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্ত স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূষা
আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৫ । ১৬

অঙ্কুরঃ ।—এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) বৃদ্ধম্
(সমাহিতং কুর্স্ব) নিয়তমানসঃ (নিরুদ্ধচিত্তঃ) যোগী নির্বাণপরম-
(বৌদ্ধনিষ্ঠাং) মৎসংস্হাং (মজ্জপেণাবহিতাং) শান্তিং অধিগচ্ছতি
(প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫

অনু ।—এইরূপে সদা মনকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত বৌদ্ধি
আমাকে অবস্থিতরূপা বৌদ্ধপ্রধানা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

• স্বামী ।—যোগাত্মালকলমাহ—বৃদ্ধমেবমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ
সদা আত্মানং মনো বৃদ্ধম্ সমাহিতং কুর্স্ব নিয়তং নিরুদ্ধং মৎসং
যস্ত নঃ শান্তিং সংসারোপারতিং প্রাপ্নোতি । কথংভূতঃ ? নির্বাণ পরম-
প্রাণং যস্তাং তাং মৎসংস্হাং মজ্জপেণাবহিতান্ ॥ ১৫

• অঙ্কুরঃ ।—হে অর্জুন ! অত্যন্ত (অত্যন্তমধিকং ভূতানন্তঃ)
' যোগিঃ শান্তিঃ ; একান্তম্ অনন্ততঃ (অতীতানন্ত চ) [যোগী] ন ; ন

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেতস্ত কৰ্ম্মস্ব ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি হুঃখহা ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাস্থশ্চেবাবতিষ্ঠতে ।

নিঃস্পৃহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮

চ অতিবগ্নশীলস্ত (অতিনিদ্রালোঃ) ; ন চৈব জাগ্রতঃ (অতি জাগরণ-
শীলস্ত) [যোগঃ অস্তি] ॥ ১৬

অনু ।—হে অৰ্জুন ! অতি ভোজনশীল ব্যক্তির যোগ হয় না ;
অবার একান্ত অনাহারী, অতি নিদ্রাশীল ও অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও
যোগ হয় না ॥ ১৬

স্বামী ।—যোগাত্ম্যনিষ্ঠতাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যপ্ত ইতি
যাত্যাম্ । অত্যন্তমধিকং ভুজানস্ত একান্তমত্যন্তমভুজানস্তাপি যোগঃ
সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্ত অতিজাগ্রতস্ত যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—যুক্তাহারবিহারস্ত কৰ্ম্মস্ব যুক্তচেতস্ত যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত
যোগঃ হুঃখহা (হুঃখনিবৰ্ত্তকঃ) ভবতি ॥ ১৭

অনু ।—বাহার আহার বিহার নিয়মিত, যিনি কৰ্ম্মসকলে
নিয়মিত চেষ্টাশীল, বাহার নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত, তাহারই যোগ
হুঃখনিবৰ্ত্তক হয় ॥ ১৭

স্বামী ।—ওহি কথঙ্কৃত্ত যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তা-
হারেতি । যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিষ্ঠ বস্ত, কৰ্ম্মস্ব কার্যো
যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা বস্ত, যুক্তো নিয়তো স্বপ্নাববোধো নিদ্রাজাগরণৌ
বস্ত তস্ত হুঃখনিবৰ্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—যদা বিনিয়তং (বিশেষণ নিরুক্তং) চিত্তম্ আস্থনি
এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং তিষ্ঠতি) [কিক] সৰ্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ এবং
বিহ্বলঃ) [ভবতি], তদা যুক্তঃ (প্রাপ্তযোগঃ) ইতি উচ্যতে ॥ ১৮

যথা দীপো নিবাতন্তো নেকতে সোপমা নৃত্যত ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুক্ততো যোগমাস্তনঃ ॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবরা ।

যত্র চৈবাত্তনাত্তনং পশ্চাত্তনানি তুচ্ছতি ॥ ২০

অনু ।—যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে এবং তিনি সর্বিবিধ কাম্যপদার্থে নিঃস্পৃহ হন, তখন তিনি যুক্ত এই নামে অভিহিত হন ॥ ১৮

স্বামী ।—কদা নিস্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবভীত্যপকার্যমাহ—
যদেতি । বিনিবৃত্তং বিশেষণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাস্ত্রেন্বেব যদা নিশ্চলং
তিষ্ঠতি, কিঞ্চ সর্বকাক্ষতা ঐহিকামুখিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগত-
ভ্রুণো ভবতি তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮

অনুয়ঃ ।—যথা নিবাতন্তঃ (বাতশূন্যে দেশে স্থিতঃ) দীপঃ
ন ইক্বেতে (চলতি) আস্তনঃ যোগঃ যুক্ততঃ (আত্মবিষয়ঃ যোগম্
অভ্যাসতঃ) যতচিত্তস্ত (নিবৃত্তমানসস্ত) যোগিনঃ সা উপমা নৃত্যত ॥ ১৯

অনু ।—যেমন নির্বাত প্রদেশে অবস্থিত প্রদীপ চকল হয়
না, আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই উপমা
জানিবে ॥ ১৯

স্বামী ।—আত্মকাকারভরাবস্থিতস্ত চিত্ততোপমানমাহ—যদেতি ।
বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেকতে ন চলতি, সা উপমা নৃত্যতঃ ।
কত ? আত্মবিষয়ঃ যোগঃ যুক্ততোইত্যন্ততো যোগিনঃ । যত্ নিরুদ্ধং
চিত্তং যত । নিরুদ্ধতয়া প্রকাশকতয়া চ অচকলং তচ্চিত্তং তদুচিত্ত-
ভীত্যর্থঃ ॥ ১৯

অনুয়ঃ ।—যত্র (বস্তুনি অবস্থাবিশেষে) যোগসেবরা (যোগা-
ভ্যাসেন) নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে (উপরমতং ভবতি), যত্র চ (বস্তুনি

সুখমাত্যস্তিকং যতদ্ বুদ্ধিপ্রোহ্মমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতঃ চলতি তদ্বতঃ ॥ ২১

অবস্থাবিশেষে)' আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মনাম্ [ন তু দেহাদি]
পশ্যন্ আত্মনি এব (নহু বিবরেম্) তুহ্যতি [তং যোগসংজিতং বিজ্ঞাৎ] ॥ ২০

অনু ।—যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধ চিত্ত উপরতি
প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থাবিশেষে বিত্ত্ব চিত্তদ্বারা আত্মাকেই অবলোকন
করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতোষ লাভ করেন, [তাহাকেই যোগ
বলিয়া জানিবে] ॥ ২০

স্বামী ।—“যং সংজ্ঞাসমিতি প্রাহর্যোগং তং বিজ্ঞি পাণ্ডব”
ইত্যাদৌ কঠৈব যোগশব্দেনোক্তং, “নাত্মনতত্ত্ব যোগোহসি” ইত্যাদৌ
তু সমাধিযোগশব্দেনোক্তত্ত্ব মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেষ
স্বরূপতঃ কলতচ লক্ষ্যম্ ন এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যজ্ঞেতি সাদৈক-
স্থিতিঃ । যত্র যশ্চিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং
ভবতীতি যোগস্ত স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্ । তথাচ পাতঞ্জলমুদ্রং—“যোগ-
চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” ইতি । ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি ।
যত্র চ যশ্চিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি, ন তু
দেহাদি, পশ্যন্তাত্মজ্ঞেব তুহ্যতি ন তু বিবরেম্ । যজ্ঞেত্যাदिনা যচ্ছব্দানাং
তং যোগসংজিতং বিজ্ঞাদিতি চতুর্থেনাশয়ঃ ॥ ২০

অঙ্কুরঃ ।—যত্র (অবস্থায়) যৎতৎ (কিমপি অনিৰ্কাচ্য) বুদ্ধি-
জ্ঞাৎ (বুদ্ধ্যেব প্রবীক্ষ্য) অতীন্দ্রিয়ং (বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাতীতম্) আত্ম-
স্তিকং (নিরতিশয়ং) সুখং বেত্তি, যত্র চ (অবস্থায়) স্থিতঃ [সন্]
তদ্বতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) ন চলতি (বিচলিতো ন ভবতি) [তং যোগ-
সংজিতং বিজ্ঞাৎ] ॥ ২১

অনু ।—যে অবস্থায় সেই অনিৰ্কাচ্য বুদ্ধিমানের

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং যজ্ঞতে নাধিকং ততঃ ।

১ যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ ২২

তং বিজ্ঞাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্নচেতসা ॥ ২৩

কেবল বুদ্ধি বাল্যে অল্পভবনীর বিষয়ে স্মিত্যের অত্যন্ত নিরতিশয় সুখ অর্জিত হয় এবং যে অবস্থায় তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, [তাহাকেই যোগশব্দব্যাচ্য জানিবে] ॥ ২১

স্বামী ।—আত্মস্বরূপ তোষে হেতুমাং—সুখমিতি । যত্র বশিষ্ঠ-বহাবিশেষে যন্তঃ কিমপি নিরতিশয়মাত্মান্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি । নহু তদা বিষয়ে স্মিত্যসম্বন্ধাভাবং কুতঃ সুখং শ্রান্তজাহ—অতীতস্মিত্যং বিষয়ে স্মিত্য-সম্বন্ধাচ্ছিতং কেবলং বুদ্ধ্যবাস্যাকারতয়া প্রাপ্তম্, অত এব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বং আত্মস্বরূপায়ৈব চলতি ॥ ২১

অনুয়ঃ ।—যন্ (অবস্থাবিশেষঃ) লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন যজ্ঞতে (চিন্তয়তি), যস্মিন্ [চ] স্থিতঃ গুরুণা (মহতাপি) দুঃখেন ন বিচালাতে (নাভিকুরতে) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিজ্ঞাৎ] ॥ ২২

অনু ।—যে অবস্থা বিশেষ লাভ করিয়া তদপেক্ষা অল্প কোন লাভ অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে অতি গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হন না [তাহাকেই যোগশব্দ ব্যাচ্য জানিবে] ॥ ২২

স্বামী ।—অচলং যোগোপাদয়তি—যমিতি । যমাৎ সুখস্বরূপং লাভং লব্ধ্বা ততোহধিকম্ অপরং লাভং ন যজ্ঞতে ন চিন্তয়তি তদ্ব্যপেক্ষা নিরতিশয়সুখত্বাৎ, বশিষ্ঠে স্থিতো মহতাপি নীতোকানিদুঃখেন ন বিচালাতে নাভিকুরতে, একেইনিরতিশয়লেনাপি যোগস্ত লক্ষণমুচ্যেত্বম্ ॥ ২২

অনুয়ঃ ।—তন্ (অবস্থাবিশেষঃ) দুঃখসংযোগবিয়োগং (যোগস্ত ইকরিকৃৎস্বরূপস্ত সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেশাপি বিয়োগো যস্মিন্ তং)

সকলপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তু। সর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেজিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪

যোগসংজ্ঞিতং (যোগশব্দবাচ্যং) বিভাৎ (জানীরাৎ), অনির্দিষ্টভূতসা-
(নির্দেশরহিতেন) অস্তঃকরণেন) সকলপ্রভবান্ [যোগপ্রতিকূলান্]
সর্বান্ কামান্ অশেষতঃ (সর্বাননান্) ত্যক্তু। [বিবরদোষদূর্শিনা] মনসা
এব সমস্ততঃ (সর্বতঃ প্রসরতম্) ইজিয়গ্রামং বিনিয়ম্য (নিগৃহ্ণন্) সঃ-
যোগঃ নিশ্চয়েন (শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন দার্ঢ্যেন) যোক্তব্যঃ
(অত্যসনীরঃ) ॥ ২৩ । ২৪

অনু ।—তাদৃশ অবস্থাবিশেষকে যোগশব্দবাচ্য জানিবে ; ইহাতে
বৈবরিক হৃৎকুণ্ডলের সংযোগ হইবামাত্র বিরোগ হইয়া যায় অর্থাৎ হৃৎ বা
কুণ্ডলের সম্পর্ক মাত্রও থাকিতে পারে না ; (হৃৎকুণ্ডলিতে প্রযত্নের
শিথিলতার নাম নির্বেদ ।) নির্বেদশূন্য অস্তঃকরণে অর্থাৎ একান্ত
অধ্যবসায় সহকারে সেই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে । সকলজাত [যোগ-
প্রতিকূল] সমুদয় কামনা অশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া [বিবরদোষদূর্শী]
অস্তঃকরণ দ্বারা সর্বতঃপ্রসারী ইজিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া শাস্ত্র এবং
আচার্যের উপদেশজাত দৃঢ়তা সহকারে অভ্যাস করিবে ॥ ২৩ । ২৪

স্বামী ।—য এবভূতোহবস্থাবিশেষস্তমাহ—তমিত্যর্থেন । হৃৎ-
শব্দেন হৃৎকুণ্ডলমিত্যং বৈবরিকং সূখমপি গৃহ্যতে, হৃৎকুণ্ডল সংযোগেন
সংস্পর্শমাত্রোপাধি বিরোগো বস্তুতঃ তন্ম অবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগ-
শব্দবাচ্যং জানীরাৎ । পরমাত্মনি কেত্রজন্ত যোজনং যোগঃ, যদা হৃৎকুণ্ডল
সংযোগেন বিরোগ এব শূন্রে কাতরশব্দবদ্বিকল্পলক্ষণা যোগ উচ্যতে,
কল্পপি তু যোগশব্দতুহ্যপারম্যাদৌপচারিক এবোক্তি ভাবঃ । ইদমাহেবং
বহাৱলো যোগতত্ত্বাৎ স এব ভূতোহভ্যাসনীর ইত্যাহ—য ইতি সার্ধেন ।
স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোহভ্যাসনীরঃ ॥

শটৈঃ শটৈরুপরমেদ্ বুধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিকিদ্দপি চিস্তয়েৎ ॥ ২৫

যতপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্বিঘ্নেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ ।
দুঃখবুধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্বেদঃ । কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি । সঙ্কল্পাৎ প্রত্যবো-
ধেবাং তান্ ক্ষেপপ্রতিকূলান্ সর্বান্ কামানশেষতঃ সর্বসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈক-
বিবহ্নদোষদর্শিনা সর্বভ্যঃ প্রসন্নমিত্তিঃসমূহং বিশেষণে নিয়ম্য যোগো-
যোক্তব্য ইতি পূৰ্বেণাশয়ঃ ॥ ২০ । ২৪

অন্বয়ঃ ।—ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাবশীকৃতয়া) বুধ্যা মনঃ আত্ম-
সংস্থম্ (আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং) কৃৎস্না শটৈঃ শটৈঃ [নতু-
সহসা] উপরমেৎ কিকিদ্দপি য চিস্তয়েৎ ॥ ২৫

অনু ।—ধারণাধারা বশীকৃত বুদ্ধিধারা মনকে আত্মাতে সম্যক্-
রূপে স্থিত করিয়া অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে [সহসা অভ্যাস-
করিবে না] ; অল্প কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৫

স্বামী ।—যদি তু প্রাক্তনকর্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি
ধারণা স্থিরীকৃত্যাদিত্যাহ—শটৈরিতি । ধৃতিধারণা তথা গৃহীতয়া
বশীকৃতয়া বুধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মন্তেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃৎস্না
উপরমেৎ, তচ্চ শটৈঃ শটৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা । উপরমব্রহ্মণমাহ—
“ন কিকিদ্দপি চিস্তয়েৎ” নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দ-
ব্রহ্মণা কৃৎস্না আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

টিপ্পনী ।—ইতঃপূর্বে সাযান্তরূপে সমাধি বলিয়া নিরোধ সমাধি
বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন । যে অবস্থায় যোগবিষয়ে পটুতা জন্মিলে নিরুদ্ধ-
চিন্তা একাকার প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভার বৃত্তিভূত
হইয়া নিরোধরূপে পরিণত হয় ; যে পরিশ্রমে শুদ্ধসংস্কার চিন্তাবৃত্তিবাধা
ঐক্যাদি পরমাত্মার অভ্যাস দর্শন করিয়া পরমানন্দরূপ পরব্রহ্মেই সন্তো-

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চকলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ন্ত্যেতদাক্ষম্ভেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

থাকে, দেহাদিতে অথবা ভোগ্য পদার্থে পরিভূট হয় না, তাদৃশ অন্তঃকরণই সৰ্ব্বচিন্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ বলিয়া জানিবে। যে অবস্থায় অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিমাঈগ্রাহ্য ব্রহ্মস্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম যোগী অনুভব করেন, যে অবস্থাবিশেষে অবস্থিত যোগী বস্তুতঃ আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাকেই যোগ জানিবে। আত্যন্তিক পদ দ্বারা ব্রহ্মসুখের স্বরূপ বর্ণা হইল। অতীন্দ্রিয় পদ দ্বারা বিষয়সুখের ব্যাবৃতি এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এই বিশেষণদ্বারা সূক্ষ্মপ্তিকালীন সুখের ব্যাবৃতি বলা হইল। সূক্ষ্মপ্তিতে বুদ্ধির লয় হয়, সমাধি অবস্থায় তাহা বৃত্তিশূন্য অবস্থায় অবস্থান করত, ইহাই ব্রহ্মসুখ ও সূক্ষ্মপ্তিকালীন সুখের ভেদ। তাদৃশ ব্যক্তি আত্মস্বরূপ হইতে কেন বিচলিত হন না, তাহা বলিতেছেন—যে বৃত্তিশূন্য চিন্তের অবস্থাবিশেষকে প্রাপ্ত হইয়া যোগী অন্ত কোন লাভ তাহা হইতে অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় শীতোষ্ণাদির কথা দূরে থাকুক, যোগী অন্ত্রাদির আঘাতেও বিচলিত হন না, তদৃশ অবস্থাবিশেষকেই যোগ জানিবে। যদিও তদৃশ অবস্থা সমগ্র দুঃখসংযোগের বিরোধরূপ, তথাপি বিরোধলক্ষণদ্বারা তাহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। “ইহা সূক্ষ্মর” ইত্যাদিরূপ সঙ্কল্পজনিত কামনা পরিত্যাগ পূর্বক বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তকে নিরুদ্ধ করিবে। মনকে আশ্রয় করিয়া—অর্থাৎ অপরাপর বৃত্তিনিরোধদ্বারা কেবল আত্মাকারাকারিত করিয়া আত্মানাত্ম কোন বস্তুরই চিন্তা করিবে না, যেহেতু অনাত্মাকার বৃত্তি হইলে তাহা বাহ্যন অবস্থা এবং আত্মাকার বৃত্তি হইলে তাহা সাক্ষাৎ সমাধি হইয়া থাকে ॥ ২০—২২

অনুবৃত্তঃ । —[অতাবতঃ] চকলং [ধাক্কায়ামস্থিঃ] অস্থিরং মনঃ

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মমেবং সদাঙ্গানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

বতঃ বতঃ (বৎসঃ বিষয়ং প্রতি) নিশ্চলতি (নির্গচ্ছতি) ততস্ততঃ নিরমা-
[প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্য্যাৎ) ॥ ২৬

অনু । — [স্বভাবতঃ] চকল এবং [ধার্যমাণ হইলেও] অস্থির-
মন যে যে বিষয়ের প্রতি বার, সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া
আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে ॥ ২৬

স্বামী । —এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুতঃ-
প্রত্যাহারেণ বশীকুর্যাদিত্যাহ—বত ইত্যাদি । স্বভাবতচকলঃ ধার্যমাণ-
মপ্যস্থিরী মনো যঃ যঃ বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মভেদ-
স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ । —শান্তরজসং (রজোগুণহীনম্) [অতএব] প্রশান্তমনসম্
অকল্মষং ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভূতাপ্তম্) এনং (যোগিনং) হি (নিশ্চিতমেব)
উত্তমং সুখং (সমাধিসুখং) [স্বরমেব] উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৭

অনু । —রজোগুণ-বিহীন সুতরাং প্রশান্তচিত্ত, নিম্পাণ ব্রহ্মভাব-
প্রাপ্ত যোগীকে নিশ্চয়ই সমাধি-জনিত সুখ স্বরং আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭

স্বামী । —এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনঃমনো বশীকুর্য্যন্ রজো-
গুণকরে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তেতি । এবমুক্তপ্রকারেণ
শান্তং রজো বস্ত তম্, অত এব প্রশান্তং মনো বস্ত তম্ এনং নিরুপমাং ব্রহ্মসং-
প্রাপ্তং যোগিনম্ উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বরমেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ । —এসম্ (অনেন প্রকারেণ) সর্বা আঙ্গানং (মনঃ)
যুক্তম্ (বশীকুর্য্যম্) বিগতকল্মষঃ (বিনষ্টপাণঃ) যোগী সুখেন (অনুরাগিতম্)

সর্বভূতস্বাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈকতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

ব্রহ্মসংস্পর্শঃ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপম্) অভ্যন্তঃ (নিরতিশয়ঃ সর্বোত্তমঃ)
সুখম্ অশ্রুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৮

অনু ।—এই প্রকারে সর্বদা মনকে বশীভূত করিতে করিতে
নিশ্চাপ হইয়া যোগী অনার্য্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্বোত্তম সুখ লাভ
করেন ॥ ২৮

স্বামী ।—ততস্ত কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুগ্মগতি । এবমেনে
প্রকারেণ সর্বদা আত্মানং মনো যুগ্মং বশীভূত্বং বিশেষেণ সর্বাশ্রম
বিগতঃ কল্মষঃ যন্ত স যোগী সূধেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোহবিচ্ছা-
নিবর্তকঃ সাক্ষাৎকারভদেবাত্যন্তঃ সর্বোত্তমং সুখমশ্রুতে জীবয়ুক্তো
: ॥ ২৮

অনুয়ঃ ।—যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতচিত্তঃ) সৰ্বত্র সম-
দর্শনঃ [যোগী] আত্মানং সর্বভূতস্বং (ব্রহ্মাদিহাবরাভ্যন্তর্যু সর্বেষু ভূতেষু
অবস্থিতম্) ঈকতে (পশ্যতি) সর্বভূতানি চ আত্মনি [অভেদেন]
ঈকতে (পশ্যতি) ॥ ২৯

অনু ।—যোগে সমাহিতচিত্ত যোগী সর্বভূতে সমদর্শী হন ।
তিনি সমুদয় ভূতগণকে আত্মাতে সমভাবে অবলোকন করেন এবং
আত্মাকেও সর্বভূতে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৯

স্বামী ।—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারম্বেবদর্শয়তি—সর্বভূতস্বমিতি । যোগে-
নাত্যন্তমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সৰ্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি ।
সমদর্শনঃ তথা স স্বাত্মানমবিচ্ছাদিতদেহাদিপরিক্লেদশূন্যং সর্বভূতেষু
ব্রহ্মাদিহাবরাভ্যন্তর্যু পশ্যতি, তানি চ আত্মভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯

যো মাং পশ্চতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশ্চতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

• টিপ্পনী ।—ঈদৃশ নিরোধ সমাধি দ্বারা তৎপদলক্ষ্য শুদ্ধ ব্রহ্মপদার্থ সাংক্যাকৃত হইলে তদৈক্যানিবন্ধন “তত্ত্বমসি” এই বেদান্তবাক্যজনিত নিরীকরণ সাঙ্ক্যংকাররূপ ব্রহ্মবিজ্ঞা নারী বৃত্তি উৎপন্ন হয় । তদনন্তর সমস্ত অবিজ্ঞা এবং তৎকার্য্য নিবৃত্ত হইলে অত্যন্ত সুখ জন্মে, ইহাই বর্তমান জ্ঞানকে বলিতেছেন । নিরীকার বৈশারদ্যরূপ যোগদ্বারা বীহার ত্তি প্রসন্ন হইরাছে, তিনি স্বাবর জন্ম যাবতীয় প্রাণিতে জড়াদি পদার্থ ভিন্নরূপে ব্রহ্মের সংস্কারকার করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মে স্বাবর জন্মান্তরিক প্রাণিজাত মিথ্যাকল্পিত এবং ইহার ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন । ঋতন্তর নামক ঈদৃশ যোগজ প্রত্যক্ষদ্বারা যোগী সূক্ষ্ম, বাবহিত্ত ও বিপ্রকৃষ্ট সমস্তই তুল্যরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । ২০

অনুব্রূঃ ।—যঃ মাং (পরমেশ্বরং) সর্বত্র (সর্বত্র) পশ্চতি সর্বত্র চ (প্রাণিমাংসং) ময়ি পশ্চতি, অহং তস্ত (ব্রহ্মমাত্রদর্শিনঃ) ন প্রণশ্যামি (অদৃষ্টো ন ভবামি) স চ মে ন প্রণশ্যতি (সমাদৃষ্টো ন ভবতি) ॥ ৩০

অনু ।—যিনি আমাকে (পরমেশ্বরকে) সর্বত্রতে অবলোকন করেন এবং আমাতে সর্বত্রতকে দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃষ্ট হই না এবং তিনিও আমার অদৃষ্ট হন না । ৩০

স্বামী ।—এবজ্ঞাতাত্মজ্ঞানে চ সর্বত্রতাত্মজ্ঞান মনোপাসনং মুখ্য কারণমিত্যাহ—যো মানসিতি । মাং পরমেশ্বরং সর্বত্র সর্বত্র যঃ পশ্চতি, সর্বত্র চ প্রাণিমাংসং ময়ি যঃ পশ্চতি তস্তাহং ন প্রণশ্যামি অদৃষ্টো ন ভবামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ সমাদৃষ্টো ন ভবতি, প্রত্যক্ষো দৃষ্টো কপাদৃষ্টো ও বিদ্যোক্তাদৃষ্টোহস্মীত্যর্থঃ । ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।

স্বথং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

‘টিপ্পনী ।—‘ভজ’-পদার্থ নিরূপণ করিয়া ও ‘ভজ’-পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন—যে যোগী প্রপঞ্চকারণ-মারোপাধিক তৎপদার্থপ্রতি-
পাত্ত আমাকে সজ্ঞে সমস্ত পদার্থে অস্থিত, অথচ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত-
রূপে দর্শন করেন—যোগজ প্রত্যক্ষদ্বারা অপরোক্ষ করেন ; সমস্ত প্রপঞ্চ
মারা দ্বারা আমাতে আরোপিত অথচ মৎসদ্বন্ধহীন হইলে সকলই বিধা
এইরূপে দর্শন কবেন, তাদৃশ বিবেকদর্শী নিকট আমি পরোক্ষ হই
না এবং তাদৃশ ব্যক্তিও আমার নিকট পরোক্ষ হন না ॥ ৩০

অনুব্রূয়ঃ ।—যঃ সর্বভূতস্থিতং মাং একত্বম্ [অভেদেন] আস্থিতঃ
(আস্থিতঃ) [সন্] ভজতি, স যোগী (জ্ঞানী) [সন্] সর্বথা (কৰ্ম-
পরিত্যাগেন) বর্তমানঃ অপি ময়ি [এব] বর্ততে । ১

অনুব্রূ ।—যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে অবস্থিত
হইয়া ভজন করেন অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভূতে অবস্থিত আমার সহিত
একীভূত হইয়া জাগর আরাধনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায়
অবস্থিত হইলেও অর্থাৎ সর্বকৰ্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই অবস্থান
করেন অর্থাৎ জীবন্ত হন ॥ ৩১

স্বামী ।—ন চৈবভূতো বিধিকঙ্করঃ আদিত্যাহ—সর্বভূতস্থিতঃ
মিতি । সর্বভূতেষু স্থিতঃ মাংভেদেন আস্থিত আস্থিতো যো ভজতি-
স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্বথা কৰ্মপরিত্যাগেনাপি বর্তমানো যথো বর্ততে
মুচ্যতে ন তু ভ্রতীত্যর্থঃ ॥ ৩১

অনুব্রূয়ঃ ।—হে অর্জুন ! যঃ আত্মোপমোন (সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত)

অর্জুন উবাচ—

যৌহরং যৌগবদ্য প্রোক্তঃ স্যাম্যেন যধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।

তস্তাহং নিগ্রহং মন্ত্যে বায়োরিব সূক্ষকরম্ ॥ ৩৪ ॥

সর্বত্র (ভূতমায়ে) সুখং বা যদি বা (অথবা) দুঃখং সমং পশ্যতি (অর্জুন-
ভবতি) সঃ যোগী পরমঃ (উৎকৃষ্টঃ) মতঃ (মমভিপ্রেতঃ) ॥ ৩২

অনু ।—হে অর্জুন ! সর্বভূতের সুখ বা দুঃখ যিনি আত্মভুলনার
সমান দেখেন, তিনিই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ৩২

স্বামী ।—এবং মাকুভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্বভূতানুকম্পী
শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মোপমোনেতি । আত্মোপমোন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম
সুখং প্রিয়ং দুঃখকাপ্রিয়ং তথা অন্তেষামগীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব
সর্বেষাং যো বাহতি, ন তু কস্তাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমভিমত
ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

অনুব্রূয়ঃ ।—অর্জুনঃ উবাচ,—হে যধুসূদন ! অহা স্যাম্যেন কসং
যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ (কথিতঃ) এতত্ত (যোগস্ত) স্থিরাম্ (দীর্ঘকালীনাম্)
স্থিতিং [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি ॥ ৩৩

অনু ।—অর্জুন কহিলেন—হে যধুসূদন ! তুমি সমস্তরূপ এই
যে যোগ আমাকে বলিলে, মনের চঞ্চলতাবশতঃ আমি তাহার স্থি-
তি কালোদ্ধারিত্ব দেখিতেছি না ॥ ৩৩

স্বামী ।—উত্তমকণ্ঠ যোগভাসিত্বং মহানোহর্জুন উবাচ—
প্রোক্তমিতি । স্যাম্যেন মনসো লবলিকপশুভর্য কেবলাত্মাণামিবহাভাস
যৌহরং যৌগবদ্য প্রোক্তঃ, এতত্ত যোগস্ত স্থিরাম্ দীর্ঘকালীনাম্ স্থিতিং
পশ্যামি কৃষ্ণচঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩

অশ্বয়ঃ ।—হে কৃষ্ণ ! হি (নিশ্চিতং) মনঃ চকলং প্রমাণি (প্রামথনশীলং) বলবৎ (বিচারোপাণি জেতুন্ অশক্যং) দৃঢ়ং (দৃঢ়ত্বম্) [অতঃ] অহং তত্ (মনসঃ) নিগ্রহং (নিরোধঃ) বায়োঃ [নিরোধমিব] সূক্ষ্মকরং (সৰ্ব্বথা অশক্যং) মন্তে ॥ ৩৪

অনু ।—হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতঃ চকল, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের বিকোভ-সম্পাদক, বিচার দ্বারাও জয় করিবার নহে এবং অভিশয় দৃঢ়ত্ব ; অতএব যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ মনকে নিরোধ করাও দুঃসাধ্য মনে করি ॥ ৩৪

স্বামী ।—এতৎ স্মৃটয়তি—চকলমিতি । চকলঃ স্বভাববৈনৈব চপলং কিঞ্চ প্রমাণি প্রামথনশীলং দেহেন্দ্রিয়কোভকরমিত্যর্থঃ, কিঞ্চ বলবদ্বিচারোপাণি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনামুপক্ৰিয়ত্বা দৃঢ়ত্বম্, অতো বধা আকাশে দোধূয়মানস্ত বায়োঃ কুস্তাদিহ নিরোধনমশক্যং, তথাহং তত্ মনসোহপি নিগ্রহং নিরোধং সূক্ষ্মকরং সৰ্ব্বথা কৰ্ত্তৃমশক্যং মন্তে ॥ ৩৪

টিপ্পনী ।—কৃষ্ণশ্বেত্ব অর্থ—যিনি ভক্তের পাপ কৰ্ষণ করেন, অথবা যিনি অত্যন্ত দুশ্রোণ্য মোক্ষ আকর্ষণ করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ । অর্জুন এতাদৃশ অর্থবিশিষ্ট কৃষ্ণনামদ্বারা সন্মোহন করিয়া জানাইতেছেন যে, চিত্তচাক্ষু্য দুনিবার হইলেও তুমি তাহা দমন করিয়া অশ্রোণ্য সমাধিস্থ আমাকে প্রদান কর । অর্জুন বলিলেন ।—মন অত্যন্ত চকল ইহা প্রসিদ্ধ । মন যে কেবল চকল তাহা নহে, অপিত সে আবার ইন্দ্রিয়গণের কোভ জন্মাইয়া থাকে । তাহাকে অভিপ্রোভ^৩ বিষয় হইতে কৌশলেণেও বিচলিত করা যায় না । যেমন আকাশে সৰ্ব্বথা সক্ষরমান বায়ুকে নিশ্চল করা অসম্ভব, সেইরূপ অতি চকল ইন্দ্রিয়কোভকর মনকে বৃত্তিপূজাবহাৱ অবস্থাপন করান অতীব দুষ্কর । যদিও স্বাভাবিক চিত্তগম্ভীর যোগ দ্বারা কোনরূপে অভিভূত করা

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

. অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫

যার, তথাপি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যেমন প্রায়ত্ন কর্ষণ নিবারণিত হয় না, সেইরূপ যোগধারীও তাহার নিগ্রহ অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৩৪

—অনুযয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ,—হে মহাবাহো ! মনঃ দুর্নিগ্রহং (নিগ্রহীভূমশক্যং) চলং (চঞ্চলম্) [ইতি যৎ বদসি, এতৎ] অসংশয়ং (নিঃসংশয়মেব) ; তু (কিত্ত) হে কৌন্তেয় ! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (বিষয়বৈতৃক্যেন) গৃহতে (নিগ্রহীভূং শক্যতে) ॥ ৩৫

অনু ।—হে মহাবাহো ! মন যে দুর্দমনীয় এবং চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ নাই ; পরন্তু হে কুন্তীনন্দন ! অভ্যাস এবং বিষয়বিরাগ দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ৩৫

স্বামী ।—তদ্বক্তাঃ চঞ্চলাদিকমকীকৃত্যেব মনোনিগ্রহোপায়ঃ শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি । চঞ্চলত্বাধিনা মনো নিরোধকশক্যমিতি বদসি, এতন্নিঃসংশয়মেব । তথাপি তু বিষয়চিন্তনপূর্বকম্ অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়স্বভাব্য বিষয়বৈতৃক্যেন চ গৃহতে নিগৃহতে, অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাবৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাত্মপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তদ্বক্তাঃ যোগশাস্ত্রে,—“মনসো বৃত্তিশূন্যত্বব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ । অসম্প্রজ্ঞাতনামানেন্ স মাধিরভিধীয়তে ।” ইতি ॥ ৩৫

টিপ্পনী ।—বিবিধভাবে মনের নিগ্রহ হইতে পারে ; হঠাৎ ও ক্রমে ক্রমে । হঠনিরোধ যথা—জ্ঞানেজ্ঞির ও কর্ণেজ্ঞিরগণ দ্বাধি-
জ্ঞানভূত চক্ষুর্গোলাদির নিরোধে হঠাৎ নিরুদ্ধ হয় । মনের হঠনিগ্রহ অসম্ভব, বেহেতু মনের অবিষ্ঠান হ্রদয় নিরুদ্ধ করা যায় না, অতএব ক্রমনিগ্রহই উপযুক্ত । ক্রমনিগ্রহে নানা উপায় আছে—প্রথম অধ্যায়

অসংযতান্না যোগে দুঃপ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মুপায়তঃ ॥ ৩৬

বিজ্ঞাপ্রাপ্তি, তদ্বার। দৃষ্টপদার্থের মিথ্যাৎ এবং দৃক পদার্থরূপ আত্মার পরমার্থ সত্যৎ, আনন্দময়ত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব উপলব্ধি হয়। ইদৃশ জ্ঞানদ্বারা মন দৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাৎ নিশ্চয় করিয়া প্রয়োজনাত্মক বশতঃ নিরীকন জগির প্রায় স্বয়ং উপশান্ত হয়। যে ব্যক্তি তাদৃশ তত্ত্ববোধে অসমর্থ অথবা বুঝিয়া বিশ্বত হয়, তাহার সাধুসঙ্গ দ্বিতীয় উপায়—যে হেতু সাধুগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশদান দ্বারা অবুদ্ধ ও বিশ্বত বিষয়ের স্পষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্কাসনাবশতঃ সাধুসঙ্গ না করে, তাহার পূর্বোক্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞা দ্বারা বাসনাত্যাগ করা উচিত। যদি তাহাতেও বাসনা নিবৃত্ত না হয়, তবে প্রাণসম্পন্ননিরোধ করিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—চিত্তরূপ বুদ্ধের দুইটি বীজ, প্রাণসম্পন্ন ও বাসনা ; তন্মধ্যে একটি ক্ষীণ হইলে নীচ অপরটীও ক্ষীণ হয়। প্রাণসম্পন্ন অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ হয় এবং বাসনাপরিত্যাগের জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করা বিধেয়। সাধুসঙ্গ অভ্যাসের এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞাপ্রাপ্তি বৈরাগ্যের উপপাদক বলিয়া অঙ্গধাণিক। এই সকল মনে করিয়াই ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে মহারাজে! অর্জুন! তুমি চিন্তের কার্য্য ভালরূপে দ্রব্ধম করিতে পারিয়াছ, বস্তুতই মন দুনিগ্রহ অর্থাৎ হঠাৎ নিগৃহীত করিতে পারা যায় না, কিন্তু ক্রমে অর্থাৎ প্রাণসম্পন্ননিরোধ ও বাসনা পরিত্যাগকে দ্বার করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহার নিরোধ করা যাইতে পারে ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।—অসংযতান্না (অবশীকৃতচিন্তেন) যোগঃ দুঃপ্রাপঃ (দুর্লভঃ) ইতি মে মতিঃ, [পরন্তু] বশ্যান্না (সংযতচিন্তেন) [পুরুষোত্তম] উপায়তঃ (উপারেন) যততা (প্রযত্নঃ কুর্কৃত্য) যোগঃ অবাণ্ডুঃ (প্রাপ্তুঃ) শক্যঃ ॥ ৩৬

অৰ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

অনু ।—যে ব্যক্তি অস্থিতচিত্ত, যোগ ত্যাহার দূৰ্গত হইয়া
আমার মত, পরন্তু অভ্যাস ও বিষয়বিতৃষ্ণাবীরা সংযতচিত্ত ব্যক্তি
উপায় দ্বারা প্রযত্ন করিলে যোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৩৬

স্বামী ।—এতাব্যাহার নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি । অসংযত-
ত্বনা উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসসংযত আত্মা চিত্তং যন্ত তেন
অক্লেশেণ অরং যোগঃ হুস্ত্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ, অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসং বস্তো
বশবর্তী আত্মা চিত্তং যন্ত তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং
কুৰ্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬

অনুব্রূয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ ! [প্রথমঃ] শ্রদ্ধয়া (আন্তিক্যা-
বৃত্ত্যা) উপেতঃ (যুক্তঃ) সন্ [যোগে যুক্তঃ], [ততশ্চ] অযতিঃ
(প্রযত্নহীনঃ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (মদ্যবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ) যোগসংসিদ্ধিং
(যোগফলং জ্ঞানম্) অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি ? (প্রাপ্নোতি ?) ॥ ৩৭

অনু —অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ। যে ব্যক্তি [প্রথমে]
অক্লান্ত হইয়া যোগে প্রযত্ন, কিন্তু অবশেষে প্রযত্নহীন হইয়া যোগপ্রাপ্ত
হয়, সে যোগসংসিদ্ধি অর্থাৎ যোগফল জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া কীদৃশ গতি
প্রাপ্ত হয় ? ॥ ৩৭

স্বামী ।—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসেণ কথঞ্চিদপ্রাপ্তমশ্যজ্ঞানঃ কিং
ফলং প্রাপ্নোতীত্যৰ্জুন উবাচ—অযতিরिति । প্রথমঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ
যোগে প্রযত্নঃ ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যত্নে
নিখিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতঃ মানসঃ বিষয়প্রবণঃ চিত্তঃ যন্ত
অক্লেশবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এষমভ্যাসবৈরাগ্যনিখিলাত্ব যোগতঃ সংসিদ্ধিং কুৰ্ব্বত
জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

কচ্চিনোভয়বিভ্রকচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্রতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেতুমহিস্থশেষতঃ ।

ঋদম্ভঃ সংশয়স্তাস্ম্য ছেতা ন হ্যপপদ্যতে ॥ ৩৯

অম্বয়ঃ ।—হে মহাবাহো ! ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে)
অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়ঃ) [অতঃ] উভয়বিভ্রটঃ (কর্শ্মজানমার্গভ্রটঃ) [নঃ]
ছিন্নাভ্রঃ (বিচ্ছিন্নমেঘঃ) ইব ন নশ্রতি কচ্চিৎ ॥ ৩৮

অনু ।—হে মহাবাহো ! ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপারে বিমূঢ় হইয়া সে
ব্যক্তি অবলম্বন-বিহীন এবং কর্শ্ম ও জ্ঞানমার্গভ্রট হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের
স্তায় বিনষ্ট হইবে কি ? ॥ ৩৮

স্বামী ।—প্রথাভিপ্রায়ঃ বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি । কর্শ্মণামীষ-
রেহর্পিতত্বাদনুষ্ঠানান্ন তাবৎ ন কর্শ্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি যোগা-
নিশ্চিন্তেচ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্ ভ্রটঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ
অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপারে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্রতি
কিংবা নশ্রতীত্যর্থঃ । নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমাত্রঃ পূর্বস্মাৎ অত্রাঘিগ্নিষ্ট-
মাত্রান্তরমপ্রাপ্তং সৎ মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টিপ্পনী ।—অর্জুন বলিলেন, যে ব্যক্তির বেদান্তাদি বাক্যে অতি-
শয় প্রজ্ঞা জগিয়াছে এবং গুরুপদেশে শ্রবণ মননাদি করিতে প্রবৃত্তি
হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আমার অন্ততানিবন্ধন অথবা অন্ত কোনও
কারণবশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার কি গতি হইবে ? পূর্বসেই
হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উত্তরবর্তী মেঘের সহিত অসংযুক্ত মেঘখণ্ড যেমন ফুটি
না হওয়ার উত্তর মেঘের মধ্যেই নাশ প্রাপ্ত হয় ; যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও
কি তরুণ পূর্ব কর্শ্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এবং উত্তর জ্ঞানপথ প্রাপ্ত না
হইয়া মধ্যস্থানেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানকল কর্শ্মকল এতদুভয়েই
কিছুই কি সে লাভ করিতে পারে না ? ॥ ৩৭। ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ—

পাৰ্থ নৈবেহ নামুজ্জৈ বিনাশস্তস্ত বিত্ততে ।

নহি কল্যাণকুৎ কচ্চিদ্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

অমায়ঃ । — হে কৃষ্ণ ! মে (মম) এতৎ (এনং) সংশয়ঃ (সন্দেহঃ)
অশেষতঃ (সৰ্বকালোন্ম) ছেতুঃ (নিরসিতুং) অহঁসি ; যদন্তঃ (যতঃ
অন্তঃ) অস্ত সংশয়স্ত ছেতা (নিবৰ্ত্তকঃ) নহি উপপত্ততে (প্রাপ্যতে) ॥ ৩৯

অনু । — হে কৃষ্ণ ! আমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ,
তুমি ভিন্ন এই সন্দেহের নিবৰ্ত্তক আর দেখিতেছি না ॥ ৩৯

স্বামী । — তরৈব সৰ্বজ্ঞেনারং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, যতোহ-
ন্তস্ত এতৎসন্দেহনিবৰ্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি । এতন্ন ইতি । এতৎ
এনং, ছেতা নিবৰ্ত্তকঃ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩৯

অমায়ঃ । — শ্রীভগবানু উবাচ—হে পাৰ্থ ! ইহ (অগ্নিন্ লোকে)
অমুজ্জৈ (পরলোকে) ১ তস্ত (যোগজষ্টস্ত) বিনাশঃ (পাতিভ্যাং নরক-
প্রাপ্তিষ্ণ) ন বিত্ততে (নাস্তি) ; হি (যতঃ) হে তাত । কল্যাণকুৎ
(শুভকারী) কচ্চিদ্গতিং ন গচ্ছতি ॥ ৪০

অনু । — শ্রীভগবানু কহিলেন, হে পাৰ্থ ! সেই যোগজষ্ট ব্যক্তির
ইহলোকে উভয়ভ্রংশনিবন্ধন পাতিভ্যরূপ এবং পরলোকে নরকপ্রাপ্তিরূপ
বিনাশ হয় না ; যেহেতু হে বৎস ! কোন শুভকারী ব্যক্তিই দুৰ্গতি
প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০

স্বামী । — অত্রোক্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্শ্বৈতি সার্বেশ্বত্বজিহ্মঃ ।
ইহ লোকে নাশঃ উভয়ভ্রংশাং পাতিভ্যাম্ অমুজ্জৈ পরলোকে নাশো নরক-
প্রাপ্তিস্তদ্বয়ং তস্ত নাস্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকুৎ শুভকারী কচ্চিদপি দুৰ্গতিং
ন গচ্ছতি । অরক শুভকারী প্রকৃত্য যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ । তাত্বেজিহ্ম-
লোকরীত্য উপলব্ধম্ সযোযতি ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুবিদ্ধা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মোহভিজায়তে ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতন্নি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

অঙ্ঘ্রয়ঃ ।—যোগব্রহ্মঃ পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিণাং) লোকান্ প্রাপ্য
[তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহুন্ বৎসরান্) উবিদ্ধা (বাসসুখমহুভুং)
শুচীনাং (সদাচারিণাং) শ্রীমতাং (ধিনিনাং) গেহে (আলয়ে) অভি-
জায়তে (জন্ম প্রাপ্নোতি) ॥ ৪১

অনু ।—যোগব্রহ্ম ব্যক্তি পুণ্যকর্মাদিগের লোক সকল প্রাপ্ত
হইয়া তথার বহুকাল বাসসুখ ভোগ করিয়া সদাচার ধর্মীর গৃহে জন্মগ্রহণ
করেন ॥ ৪১

স্বামী ।—তহি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্নোতি ।
পুণ্যকারিণামম্মেধাদিবার্জনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহুন্
সংবৎসরান্ উবিদ্ধা বাসসুখমহুভুং শুচীনাং সদাচারিণাং শ্রীমতাং ধিনিনাং
গেহে স যোগব্রহ্মো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১

অঙ্ঘ্রয়ঃ ।—অথবা ধীমতাং (বুদ্ধিমতাং জ্ঞানিনাং) যোগিনান্
এব কূলে ভবতি (উৎপত্ততে) ইদৃশং যৎ জন্ম, এতৎ হি লোকে
দুর্লভতরম্ ॥ ৪২

অনু ।—অথবা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ;
সংসারে ইদৃশ জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

স্বামী ।—অঙ্গকালান্তযোগব্রহ্মণে গতিবিশেষমুক্তা চিরাত্যন্ত-
যোগব্রহ্মণে পক্ষান্তরমাহ—অথবেত্তি । যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব
কূলে জায়তে, নতু পূর্বোক্তানামন্যাক্রান্তযোগিনাং কূলে, এতৎকল্পম্ সৌতি
—ইদৃশং যৎ জন্ম । এতন্নি লোকে দুর্লভতরং যোগব্রহ্মো জন্ম ॥ ৪২

• তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্বেদেহিকম্ ।

•• যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

• পূৰ্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

অনুয়ঃ ।—তত্র (দ্বিবিধে এব জ্ঞানি) পৌৰ্ব্বেদেহিকং (পূৰ্ব্বেদেহে) তং বুদ্ধিসংযোগং (ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং) লভতে (প্রাপ্নোতি) ততশ্চ হে কুরুনন্দন ! সংসিদ্ধৌ (মোক্ষে) ভূয়ঃ পুনরপি যততে চ (অধিকং প্রযত্নং কারাতি) ॥ ৪৩

অনু ।—যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ দুই প্রকার জন্মে পূৰ্ব্বেদেহজাত বুদ্ধি লাভ করেন এবং হে কুরুনন্দন ! মোক্ষলাভ বিষয়ে পুনরায় অধিকতর প্রযত্ন করেন ॥ ৪৩

স্বামী ।—ততঃ কিমতঃ আহ—তত্রোতি সাক্ষিন । স তত্র দ্বিপ্রকারেহপি জ্ঞানি পূৰ্ব্বেদেহে ভবঃ পৌৰ্ব্বেদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োহধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং কারোতি ॥ ৪৩

অনুয়ঃ ।—তেনৈব পূৰ্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ (কৃতশ্চিং অন্তরায়ং অনিচ্ছরপি) স (যোগপ্রাপ্তঃ) হ্রিয়তে (বিষয়েভ্যাঃ পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে) যোগস্ত [স্বরূপং] জিজ্ঞাসুরপি (জিজ্ঞাসুরেব) [নতু প্রাপ্ত-যোগঃ] শব্দব্রহ্ম (বেদম্) অতিবর্ততে (বেদোক্তকথকলানি অতিক্রামতি) ॥ ৪৪

অনু ।—কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও সেই পূৰ্ব্বাভ্যাস বশতঃ তিনি বিষয়বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন । তখন যোগের স্বরূপ জানে উৎসুক হইয়াব্রহ্ম বেদোক্ত সৰ্ব্ববিধ কথকলা অতিক্রম করেন । পূৰ্ব্বাভ্যাস মুক্ত হন ॥ ৪৪

• প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ
কর্ষিভ্যশ্চাম্বিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাক্ষুণ্ণ ॥ ৪৬

স্বামী ।—তর্জ হেতুঃ—পূর্বেতি । তেইনব পূর্বদেহকৃতভ্যাসে-
নাবশোহপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তা
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে । তদেবং পূর্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্স্ব শনৈশ্চ্যুতে ।
ইতীমমর্থং কৈমৃত্যন্তায়ৈন স্পষ্টয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্ধেন । যোগস্ত বন্ধনং
জিজ্ঞাসুরেব কেবলং ; ন তু প্রাপ্তযোগঃ, এবভূতযোগে প্রবিষ্টমাত্মোহপি
পাপবশাদ্ যোগব্রষ্টোহপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ততে বেদোক্তকর্মকলাস্ত-
তিক্রামতি তেভ্যোহধিকফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪

অন্থয়ঃ ।—প্রযত্নাৎ [উত্তরোত্তরং যোগে অধিকং] যতমানস্ত
যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ (বিধৃতপাপঃ) [সন্] অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহু-
জন্মোপচিভ্যোগে সম্যক্ সিদ্ধো জ্ঞানী ভূত্বা ইত্যর্থঃ) ততঃ পরাং (শ্রেষ্ঠাং)
গতিং যাতি ॥ ৪৫

অনু ।—প্রযত্ন সহকারে [উত্তরোত্তর অধিক যত্নশীল] যোগী
নিষ্পাপ হইয়া বহুজন্মের ক্রমশঃ বর্জিত যোগে সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া পরি-
শেবে পরম গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫

স্বামী ।—যদেবং মল্লপ্রযত্নোহপি যোগী পরাং গতিঃ যাতি তদা বন্ধ-
যোগী প্রযত্নাহুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্স্ব যোগেইনব
সংশুদ্ধকিঞ্চিবো বিধৃতপাপঃ সোহনেকেষু জন্মসু উপচিভেন যোগেন সংসিদ্ধঃ
সম্যক্ জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং বাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

অন্থয়ঃ ।—যোগী তপস্বিভ্যঃ (কল্পচাত্তারণাবিক্রোশনির্ভেদ্যঃ)
অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ (শাস্ত্রবিজ্ঞানবিভ্যোহপি) অধিকঃ, কর্ষিভ্যঃ (ইষ্টা-

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রম ।

প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমত্তগবদগীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিভায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অধ্যায়-

যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

পুণ্ড্রানিকর্ষকারিভ্যোহপি) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ; [মম] মতঃ (অতিমতঃ)

তস্যাং হে অর্জুন ! [অং] যোগী ভব ॥ ৪৬

অনু ৭—যোগি তপোনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইষ্টাপূর্তাদি কুর্খিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অতিমত ; অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

স্বামী ।—ব্রহ্মাদেবং, তস্মাত্তপস্বিত্য ইতি ; কুল্লুচাশ্রয়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোহপি ; জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্যোহপি ; কুর্খিভ্যঃ ইষ্টাপূর্তাদিকারিভ্যোহপি যোগী শ্রেষ্ঠে, মমাতিমতঃ ; তস্মাৎ যোগী ভব ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ ।—মদগতেন (মধ্যাসক্তেন) অস্তরাশ্রম (মনসা) যঃ প্রজ্ঞাবান্ (প্রজ্ঞাযুক্তঃ) [সন্] মাং (পরমেশ্বরং) ভজতে, সঃ সর্বেষাং যোগিনাম্ অপি [মধ্যে] যুক্ততমঃ (যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ) মে (মম) মতঃ (সম্ভতঃ) ॥ ৪৭

• অনু ।—মদাতচিন্তে যিনি প্রজ্ঞাবান্ ইহঁরা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সমুদয় যোগিগণের মধ্যে সর্বাশ্রেষ্ঠ যোগযুক্ত ইহঁরা আমার অতিমত ॥ ৪৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ॥

স্বামী ।—যোগিনামপি যমনিরমাদিপরাধনানাং মধ্যে মন্তব্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যাহ—যোগিনামপি । মদগতেন মধ্যাসক্তেনাস্তরাশ্রম মনসা যোগি

মাং পরমেশ্বরং বাঞ্ছদেবং প্রজ্ঞাবৃত্তঃ সন্ ভজতে, স যোগবুদ্ধেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো
মম সন্নতঃ, অতো যন্তুক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তির্যোগশিরোমণিঃ ।

তং বন্দে পরমানন্দমাধবং ভক্তসেবধির্ম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্নাং শ্রীধরশ্রামিকৃতটীকার্নাং অভ্যাস-
যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

টিপ্পনী । — ইদানীং ভগবান্ সৰ্ব্বযোগীর শ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্রে নিদেপ
করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন । — কদাদিত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
দেবতা-সেবকের মৰ্য্যে যে ব্যক্তি পুণ্যপরিপাকবশতঃ মদগতচিত্তে আমার
সেবাতেই সমধিক প্রজ্ঞাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে, সেই ব্যক্তিই
সমস্ত যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই অধ্যায়ে কৰ্ম্মের বুদ্ধিস্বত্বকরত্ব এবং
মাহাত্ম্য দেখান হইরাছে, তৎপরে সৰ্ব্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসীর অষ্টাঙ্গযোগ বিবৃত
হইরাছে ; তদনন্তর আক্ষেপ-নিরসনপূৰ্ব্বক মনোনিগ্রহের উপায় কথিত
হইরাছে ; যোগভ্রষ্টের নাশাশঙ্কা শিথিল ও “তৎসং” পদার্থ নিরূপণ
করিয়াছেন । অতঃপর “প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং, (৬ষ্ঠ অঃ ৪৭) শ্লোকে
সূচিত ভক্তির্যোগ ও ভজনের তৎপদার্থ নিরূপণের জন্ত দ্বিতীয় ঘটকের
আরম্ভ হইতেছে ॥ ৪৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ॥ ৬

সপ্তমোধ্যায়ঃ

। শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

অশ্রয়ঃ ।—শ্রীভগবানু উবাচ ।—হে পার্থ ! মমি আসক্তমনাঃ
(অভিনিবিষ্টচিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ (অনন্তশরণঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন্ (অত্য-
ন্তন্) সমগ্রং (বিভূতিবলৈশ্বৰ্য্যাদিসহিতং) মাং অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি
তৎ শৃণু ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবানু কহিলেন—হে পার্থ ! আমাতে আসক্তচিত্ত
এবং অনন্তশরণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিতে করিতে আমাকে বাহাতে
সমুদয় বিভূতি, বল ও ঐশ্বৰ্য্যসহ সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে, তাহা
বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১

স্বামী ।—বিজ্ঞেরমাত্মনস্তত্ত্বং সংযোগঃ সমুদাকৃতম্ । ভজনী-
যথেন্দানীমৈশ্বরং রূপমর্ষতে । পূর্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনাস্তরাস্তনা যো
মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশং বস্ত তত্ত্বিঃ
কর্তব্যোভ্যাপেক্ষায়াং স্বরূপং নিরূপয়িষ্যানু শ্রীভগবানুবাচ—মরীতি । মমি
পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যন্ত সঃ মদাশ্রয়োহিহমেবাশ্রয়ো বশ্র
অনন্তশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্মদ্যন্তরসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং
বিভূতিবলৈশ্বৰ্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদ্বদং বরা বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ২

টিপ্পনী ।—কর্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনপ্রধান প্রথম বটকে জ্ঞেয়ং-
পদের লক্ষ্য এবং যোগ বর্ণনা করিয়া মধ্যম বটকে ধ্যেয় ব্রহ্মপ্রতিপাদনদ্বারা
তৎপদার্থ ব্যাখ্যাত হইবে । ভ্রমধ্যে ‘যোগিনামপি সর্বেষাং’ (৬ষ্ঠ ৪৭শ)

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিহং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্ঞ জ্ঞান। নেহ ভূয়োহিহং জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২০

ইত্যাদি শ্লোকে কথিত ভক্তজনের ব্যাখ্যায় ভক্ত সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। পূর্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যাত বিষয়ের মধ্যে অর্জুনের দুইটা প্রশ্ন হইতে পারে, যথা—ভগবানের কীদৃশরূপের ভজনা করা কর্তব্য? কিরূপেই বা ভগবানে চিন্তা স্থির করা যাইতে পারে? কিন্তু অর্জুন প্রশ্ন দুইটা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরমকারুণিক ভগবান্ স্বয়ংই তাহার সমাধান করিতেছেন। সকল জগতের আয়তন এবং বিবিধ ঐশ্বর্যসম্পন্ন আমাতে বিষয়াস্তর পরিত্যাগ করিয়া মন নিবদ্ধ কর, আমার শরণাগত হইয়া যোগ অবলম্বন পূর্বক মনঃসমাধান করিয়া সংশয় মুহিষ্টভাবোঐশ্বর্যাদিসম্বিত আমাকে যেরূপে জানিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। “মহ্যাসক্তমনা” “মদাশ্রয়” এই পদ দুইটির তাৎপ—যেমন রাজার ভৃত্য প্রভুর আশ্রিত থাকিয়াও স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত থাকে, তেমার ভ্রূপ হইলে চলিবে না, তুমি আমারই আশ্রিত এবং আমাতেই আসক্তচিত্ত হও ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—অহং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ (অমুভবসহিতম্) ইহং জ্ঞানং (মনোবাক্যং তত্ত্বজ্ঞানম্) অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞান। ইহ (প্রেরণামার্গে) [বর্তমানস্ত তব] ভূয়ঃ (পুনরপি) অগ্ৰং জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্টং ন ভবতি) ॥

অনু ।—আমি তোমাকে প্রত্যক্ষানুভব সহিত মনোবাক্য জ্ঞান সপূর্ণরূপে বলিতেছি; যাহা জানিতে পারিলে, আর অগ্ন কিছুমাত্র জানিতে বাকী থাকিবে না ॥ ২

স্বামী । বক্ষ্যমাণং তৌতি—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞান-মুক্তবস্তৃসহিতমিহং মনোবাক্যমশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি, যজ্ঞ জ্ঞান। ইহ

মহামোক্ষসংহিতাঃ সহস্রেষু কচ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কচ্চিদ্ যততি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

প্রেরণার্মাণে বর্তমানস্থ পুনরুক্তজ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব
কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ । ২

অনুব্রূঃ ।—মহামোক্ষসংহিতাঃ [মধ্যে] কচ্চিদ্ (কোহস্তি পুণ্য-
বান্) [একটুপুণ্যবশাৎ] সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞানায়) যততে (প্রযততে) ;
বর্তমানঃ (প্রবর্ত্তঃ কুর্কৃত্যং) সিদ্ধানাম্ অপি [সহস্রেষু] কচ্চিদ্ মাং (পর-
মাত্মানং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানাতি) ॥ ৩

অনুব্রূঃ ।—সহস্র সহস্র মহামোক্ষগণের মধ্যে কোঁনও পুণ্যবান্ ব্যক্তি
ভাগ্যবশে আত্মজ্ঞানলাভার্থ প্রযত্ন করিয়া থাকেন ; আবার তাদৃশ [সহস্র
সহস্র] প্রযত্নশীল মানবগণের মধ্যে কেহ বা পরমাত্মস্বরূপ আমার একটু-
রূপে আনিতে পারেন ॥ ৩

স্বামী ।—মহামোক্ষং বিনা তু মজ্জানং দুর্লভমিত্যাহ—মহামোক্ষা-
নুযিতি । অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মহামোক্ষব্যতিরিক্তানাং প্রেরসি
প্রবৃত্তিরেবেহ নাতি ; মহামোক্ষসংহিতাঃ মধ্যে কচ্চিদেব একটুপুণ্যবশাৎ
সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রবর্ত্তঃ কুর্কৃত্যমপি সহস্রেষু কচ্চিদেব
প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু
কচ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রদাদেন তত্ত্বতো বেত্তি; তদেবমতিদুর্লভ-
মপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্জানং তুভ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । ৩

• • টিপ্পনী ।—আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই মহামোক্ষবিশিষ্ট জ্ঞান লাভ
করা দুর্লভ । বেহেতু শাস্ত্রীয় জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগবিশিষ্ট সহস্র সহস্র
• মানবের মধ্যে বহু অল্পকৃত পুণ্যের পরিণামবশতঃ নিত্যানিচ্ছা বস্তুবিবেক-
সম্পন্ন কোন এক ব্যক্তিই সন্তোষসাধ্য জ্ঞান উপলব্ধির চেষ্টা করে ।
জ্ঞানলাভজনিত, পূর্বকর্মসম্বন্ধিত সুকৃতিশালী, বর্তমান সাধকগণের মধ্যেও

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইত্যয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরুক্তথা ॥ ৪

কোন একজন প্রবণমননাদির পরিপাকান্তে দৈবর আমাকে প্রত্যগাখ্যার অভেদরূপে প্রত্যক্ষ করে। বস্তুতঃ মনুষ্যের মধ্যে আত্মজ্ঞানের অন্ত সাধনকারী হ্রস্বভ, তন্মধ্যে আবার সাধনের ফলভোগী অত্যন্ত হ্রস্বভ; অতএব দৈবজ্ঞানের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। ৩

অগ্নয়ঃ ।—ইধং মে (মম) প্রকৃতিঃ (যান্নাখ্যা শক্তিঃ) ক্ষুদ্রি-
(ক্ষিতিঃ গন্ধতন্মাত্রাম্) আপঃ (জলং রসতন্মাত্রাম্) অনলঃ (তেজঃ রূপ-
তন্মাত্রাং) বায়ুঃ (মরুৎ স্পর্শতন্মাত্রাং) ধম্ (আকাশং শব্দতন্মাত্রাং) মনঃ
(মনঃ তৎকারণভূতঃ অঙ্গকারঃ) বুদ্ধিঃ (তৎকারণভূতং মহত্ত্বম্) অহঙ্কারঃ
(তৎকারণমবিজ্ঞা) এব চ ইতি অষ্টম। (অষ্টতিঃ প্রকারৈঃ) তিন্না
(বিভাগং গতা) ॥ ৪

অনু ।—আমার এই যে প্রকৃতি মাহানাদী শক্তি—ইহা ক্ষিতি, অগ্নি, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চভুতায়) আর মনের কারণ অহঙ্কার, বুদ্ধির কারণ মহত্ত্ব এবং অহঙ্কারের কারণ অবিজ্ঞা—এই অষ্টবিধ ভেদে বিভিন্ন । :

স্বামী । — এবং যোক্তারমতিমুখীকৃত্যোদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্টাদি-
 কৰ্ণেবেশেররকং প্রতিজ্ঞাতং নিরুপরিহন্ত পরাগরভেদেন প্রকৃতিদ্বারা—
 ভূমিরিতি বাভ্যাম্ । ভূম্যাদীনি পঞ্চভূতস্থানি [ভূম্যাদিশষ্টৈঃ
 পঞ্চপঞ্চানিতান্মাত্রমপ্যুচ্যতে] মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোহহকার : ; বুদ্ধিশব্দেন
 তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহকারশব্দেন তৎকারণমবিজ্ঞা ইত্যোবমষ্টীয়া, জিহ্বা,
 বহা ভূম্যাদিশষ্টৈঃ পঞ্চমহাভূতানি স্টষ্টৈঃ স্টষ্টীকৃত্য পূৰ্ণতঃ, অহকার-
 শব্দেনবাহকারশব্দেনব, তৎকারণানীজিহ্বাশ্যপি পূৰ্ণতঃ, বুদ্ধিরিতি বুদ্ধিকার-
 মনঃশব্দেন তু, মনঃশব্দোদেয়মব্যক্ততত্ত্বম্, এতানিবিদ্যমান পঞ্চভূতঃ,

অপরেরমিতকৃত্যং প্রকৃতিং বিজি মে ধ্যানম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ৫

প্রকৃতিধারায়া শক্তিরূপে। ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা চতুর্বিংশতিভেদভিন্না-
পাষ্ট্রবৈবাক্তভাববিবক্ষাষ্ট্রা ভিন্নেত্যুক্তম্ । তথাচ বক্ষমাণকেন্দ্রাধ্যারে ইদা-
মেব প্রকৃতিং চতুর্বিংশতিভেদাশ্রয়না প্রপঞ্চয়িত্বাতি, “মহাত্মতান্নহকারো
বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ । ইন্দ্রিয়ানি দশৈবক পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।” ইতি ৪
“০ টিল্লনী ।—অপরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন । সাংখ্যে চতুর্বি-
ংশতি ভেদের নিরূপণ করিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার এবং
পঞ্চতন্ত্রা এই আটটি প্রকৃতি ; পঞ্চ মহাত্ম, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয় এবং মন এই ষোড়শ পদার্থ বিকার । তন্মতান্নসারেই এইস্থানে
পরা প্রকৃতির নির্ণয় করিতেছেন । ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ
এই পঞ্চভূত দ্বারা ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থারূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই
পঞ্চ তন্ত্রা লক্ষিত হইল । বুদ্ধি ও অহঙ্কার শব্দ শব্দ অর্থেই প্রযুক্ত,
মন শব্দে পরিণিষ্ট প্রকৃতি উপলক্ষিত । অথবা—মন শব্দে তৎকারণ
অহঙ্কার এবং অহঙ্কার শব্দে সর্ববাসনাবাসিত অবিভাষিকা প্রকৃতিই
লক্ষিত হইতেছে, যাবতীর জড়বর্গ ইহাদের মধ্যেই অন্তর্ভূত । ৪

অনুয়ঃ ।—[অষ্টমা বা প্রকৃতিকল্পা] ইদম্ অপরা (জড়বাহু নিকটী)
ইতঃ [লকাশাৎ] পরাং (প্রকটীম্) অত্রাং জীবভূতাং (জীবব্রহ্মণাং)
মে (মম) প্রকৃতিং বিজি (জানাহি) হে মহাবাহো ! যদা (কেন্দ্রজগৎপরা-
চেতন্যরা) ইদং জগৎ ধার্যতে । ৫

অনু ।—হে মহাবাহো ! [যে অষ্টমা বিভক্ত প্রকৃতির কথা
বলিয়াছি] ইহা অপরা (নিকটী) ; ইহা অপেক্ষা উৎকটী অত্র জীবব্রহ্মণা
আমার প্রকৃতি তুমি অবগত হও ; কেন্দ্রজগৎপরা (চেতনাব্রহ্মণা) ৫
প্রকৃতি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে । ৫

এতদ্ভোনীনি ভূতানি সর্বাণীকৃত্যপ্যসংসারঃ ।

অহং কৃৎসনং জগতঃ প্রভবঃ প্রসন্নহৃদঃ ॥ ৬ ॥

স্বামী ।—অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—
অপরেমিতি । অর্থাৎ বা প্রকৃতিকৃত্য ইয়মপরা নিকটো জড়ভাং পরার্থবাদে,
ইতঃসকারণং পরাং প্রকৃষ্টায়ত্নাং জীবভূতাং জীববহুপাং মে প্রকৃতিং
বিদ্ধি জানীহি, পরম্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া কেন্দ্ৰজবহুরূপা স্বকর্ম-
দ্বায়েণেবং জগদ্বাদ্যতে । ৫

টিপ্পনী ।—কেন্দ্ৰজরূপা অপরা প্রকৃতির কথা বলিয়া কেন্দ্ৰজরূপ
পরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন ।—যাবতীর জড়বর্গরূপ যে অষ্টপ্রকার
প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সে জড়, পরের জগৎ প্রবৃত্ত এবং সংসার-
বন্ধনের হেতুভূত নিকট বলিয়া অপরা । তদ্বিলক্ষণ আমার আশ্রিত
চেতনাত্মক বিশ্ব জীবকে পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিবে । যে প্রকৃতি
জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করিয়া আছে । ৫

অনুয়ঃ ।—সর্বাণি ভূতানি (স্বাবরজজমাঙ্ককানি এতদ্ভোনীনি
(এতৎসকৃতানি) ইতি অবধারণ (ব্যাখ) ; অহং কৃৎসনং সপ্রকৃতিকৃত
জগতঃ প্রভবঃ (পরমকারণং) তথা প্রসন্নঃ (স'হর্দা) ॥ ৬

অনু ।—স্বাবরজজমাঙ্কক মাবতীর ভূতগণ, এই বিবিধ (পরা ও
অপরা) প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, ইহা বুঝিবে ; অতএব আমিই প্রকৃতি-
সংযুক্ত রম্যর জগতের পরমকারণরূপ এবং সংহারকর্তা । ৬

স্বামী ।—অন্যোঃ প্রকৃতিঃ স্বর্গনি বস্তু তদ্বারা সৃষ্ট্যানিকারণ-
মাহ—এতদ্বিতি । এতে কেন্দ্ৰকেন্দ্ৰজবহুরূপে প্রকৃতি বোলা কারণভূত
যেহাং ভূতানি এতদ্ভোনীনি স্বাবরজজমাঙ্ককানি সর্বাণি ভূতানীতি উপ-
ধারণ ব্যাখ্যা, উক্ত জগৎ প্রকৃতিবৈধুরূপে পরিণমতে, চেতনা কুঁ মনসভূতা
ভৌতদেহন দেখে প্রবৃত্ত স্বকর্মণা ভূতানি-খাদ্যজি, তেত বর্ষীর প্রকৃতি

যতঃ পদ্মভবন-সান্নিধ্য-কিঞ্চিদতি-প্রদত্তং ॥ ১

परि-सर्वज्ञिनाय नमः ॥ १ ॥

মতঃ সৰ্ব্বে 'অভৌতম্বেব' কৃত্বন্ত পপ্রকৃতিকত জনতঃ' (অভবান্নাকৰে) ।
 ভব্যত্বাদিতি প্রকৃত্যঃ পরমকারণকারণিত্বঃ; তথা প্রদীপ্যেত্যুপপাদেতি
 প্রকরণমর্থক্যাহমেন্দ্রিয়ম্ ॥ ১ ৬ ॥

টিপ্পনী।—কার্যসম্বন্ধে চেতনাকে চেতন-অবস্থার দ্বারা কার্যসম্বন্ধে
 ঐচ্ছিকতার অনুমান করিতেছেন।—যাবতীয় চেতনাকে চেতন উৎপত্তিসম্বন্ধে
 প্রাণিগণের এইঃ চেতনাকে চেতন-প্রকৃতিতে হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে,
 যেহেতু কার্যঃ চেতন এবং অচেতন এই দুইবিধ, এই হেতু তৎকার্যঃ
 চেতন ও অচেতনস্বরূপ পদা ও অপদা প্রকৃতি। এই দুইবিধ প্রকৃতিসম্বন্ধে
 আদি স্বকৃত স্বকৃতের হইতেই এবং বিন্যয়ের হেতু হইয়া থাকি। ৬

অতীতঃ ।—হে বনজর! মত্তঃ (মত্তকাসাৎ) শরভকঃ (শ্রেষ্ঠ)
[অগতঃ স্মৃতিসংহারবো : বৃত্তং কারণং] কিঞ্চিৎ [অপি] ন অস্মিক
স্বল্পে বশিষ্ঠা-ইক বশিঃ ইক সৰ্বভঃ [অস্মকঃ] প্রোক্তঃ (প্রোখিতঃ) । ৭

অনু ৭—হে খনজনা! আদ্যাক্ষপেতাঃ সপতের হৃদি ও প্রসন্নো
 ভ্রোষ্ঠঃ কাষলজায়াঃ নাইকঃ হৃদো নিমগ্নঃ সবিগমের স্থান প্রভৈঃ সখ্যকঃ সখ্যকঃ
 আদ্যাক্ষে প্রোখিতো আদ্যকঃ ৩

স্বামী :- স্বর্গদেবতা-তত্ত্বাভাস্ত; ইতি। যতঃ সকাশাৎ পূজ্য
প্রোক্তং অথতঃ শ্রুতিমাহারহস্ত-অতঃ কারণং কিকিঞ্চি-নাশিত্ব-ইতি।
হেতুপ্যাহমেবেত্যাহ—যয়ীতি, যন্নি সৰ্ববিদঃ জগৎ প্রোক্তং ঐতিহাসিকম্।
মিত্যুক্তং। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ৭

টিপ্পনী।—যেহেতু আশিহে শাসকে আশ্রয় করিয়া নরক-অবস্থায়
 হইলি তিহি নর বিধান করিয়া থাকি, এই কহাই নিষিদ্ধ কৃত্য-সম্বন্ধে
 কহাও, আশ্রয়িত-স্বাক্ষর অধিষ্ঠিত, নরোত্তমসকল নরক-প্রভেদে নরোত্তম

রসোহরমণঃ প্রভোঃ শশিসূর্য্যোঃ ।

প্রণবঃ সর্ববৈদেবু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃবু ॥ ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিবু ॥ ৯

এক ক্ষুরপুরুষে অল্পহৃদে আমি অপেক্ষা পরমার্থ সত্য অল্পই কোনও বস্তু
নাই । যেমন হৃদে মণিদগ্ধ প্রোথিত থাকে, সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট যাবতীর
বস্তুই আমাতে অল্পহৃদে । ৭

অর্থঃ ।—হে কোত্তর ! অহম্, অপ্, রসঃ, শশিসূর্য্যোঃ প্রভা,
সর্ববৈদেবু প্রণবঃ, খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃবু (মানবেষু) পৌরুষম্
অনি ॥ ৮

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! আমি জলে রস (রসতন্মাত্র), চন্দ্রসূর্য্যো
প্রভা, সমুদ্র বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ এবং মানবগণে পৌরুষ অর্থাৎ
উত্তমরূপে অবস্থিত আছি ॥ ৮

স্বামী ।—অগ্ৰহিতিহেতুস্বমেব প্রণকরতি—রসোহরমণিতি
পকতিঃ । অপ্, রসোহং রসতন্মাত্ররূপতয়া বিদুত্যা আশ্রয়স্বেনাপ্
স্থিতোহরমণিত্যর্থঃ, তথা শশিসূর্য্যোঃ প্রভান্মি চন্দ্রে সূর্য্যো চ প্রকাশরূপতয়া
বিদুত্যা তদাশ্রয়স্বেন স্থিতোহরমণিত্যর্থঃ, অজ্ঞানপি এবং ঐষ্টব্যম্ । সর্বেষু
বৈদেবু বৈশ্বরীকরণে তদ্ব্যলঙ্কৃতঃ প্রণবঃ, ওকারোহনি, খে আকাশে শব্দঃ
শব্দতন্মাত্ররূপোহনি, নৃবু পুরুষেষু পৌরুষমুত্তমোহনি । উক্তম্ হি
পুরুষাতিষ্ঠতি ॥ ৮

অর্থঃ ।—[অহং] পৃথিব্যাং পুণ্যঃ (অবিকৃতঃ) গন্ধঃ, বিভাবসৌ
অগ্নৌ তেজঃ, সর্বভূতেষু জীবনং (প্রাণবায়ুঃ) তপস্বিবু (বানপ্রস্থাদিবু)
তপঃ (ব্রহ্মসহনরূপম্) অনি ॥ ৯

অনু ।—আমি পৃথিবীতে গন্ধ (অবিকৃত) গন্ধ, অগ্নিতে

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

তেজ, সৰ্বভূতে প্রাণবায়ুরূপে এবং তপস্বিগণে শীতোকাদি বৈশ্বদেবসহনরূপে তপত্বরূপে অবস্থান করিতেছি ॥ ১০ ॥

স্বামী—কিঞ্চ পুণ্য ইতি । পুণ্যোহবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রাৎ পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোহহমিত্যর্থঃ । যথা বিভূতিরূপেণাশ্রয়স্ত বিবিকিতত্বাৎ স্তরভিগন্ধৈস্ত্রৈবোক্ততয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্ । তথাঃ বিভাব্যেণৈ অয়ে যন্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহং, সৰ্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবাহুদ্ব্য- মিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু বৃন্দসহনরূপং তপোহস্মি ॥ ২

টিপ্পনী ।—“রসাদিতে জলাদিই অহস্যত, তুমি নহ” অর্জুনের এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন।—বাবতীর জলের সারভূত পুণ্য ও মধুর যে রস, তাহা আমিই, স্তবরাং আমাতেই জল অহ- স্যত । এইরূপ আমি শনী ও সূর্য্যের প্রভাস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকাশসামান্যরূপে আমাতে চন্দ্রস্বৰ্ণ প্রোথিত । সমস্ত বেদে অহস্যত ওঙ্কার আমিই এবং আকাশে আমিই শব্দরূপে অহস্যত । বাবতীর পুরুষে অহস্যত যে পুরুষত্ব তাহাও আমি ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! মাং সৰ্বভূতানাং (চরাচরাণাং ভূতানাং) সনাতনং (নিত্যং) বীজং বিদ্ধি (জানীহি), [তথা] বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (সংজ্ঞা) তেজস্বিনাং (প্রাণলভানাং) তেজঃ (প্রাণলভ্যং) চ অস্মি ॥ ১০ ॥

অনু ।—হে পার্থ ! আমাকে চরাচর সমুদ্র ভূতগণের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও এবং আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজ ॥ ১০ ॥

স্বামী ।—কিঞ্চ বীজমিতি । সৰ্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সনাতনং বীজং সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোক্তসৰ্ব্বকার্যোপায়ঃ

বলং বলাবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধৰ্ম্মাশ্রিত্যেচ্ছাভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামস্যাচ্চ যে ।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নঃস্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

অতঃ তদেব বীজং মদ্বিকৃতিং বিদ্ধি, ন তু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্রুৎ, তথা
বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ সংজাহ্নমস্মি, তেজস্বিনাং তেজঃ, প্রসন্নানাং প্রাগ্রহ-
তামহম্ । ১০

অনুয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! অহং বলবতাং (বলশালিনাং) কাম-
রাগবিবর্জিতং (কামরাগহীনং) বলং (সাত্ত্বিকং স্বধৰ্ম্মাহুষ্ঠানসামৰ্থ্যং)
[তথা], ভূতেষু (প্রাণিষু) ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধৰ্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ) কামঃ অস্মি ॥ ১১

অনু ।—হে ভরতর্ষভ ! আমি বলশালিগণের কামনা ও
আসক্তিরহিত বল অর্থাৎ স্বধৰ্ম্মাহুষ্ঠানসামৰ্থ্য এবং সৰ্বভূতের ধৰ্ম্মাহুগত
কাম ॥ ১১

স্বামী ।—কিঞ্চ বলমিতি । কামোহপ্রাপ্তেষু বস্ত্তমভিলাষো রাজসঃ,
রাগঃ পুনরভিলষিতেহর্থে প্রাপ্তেহপি পুনরধিকেহর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকতৃকা-
পরপর্যায়ঃ তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জিতং বলবতাং বলমস্মি, সাত্ত্বিকং স্বধৰ্ম্ম-
হুষ্ঠানসামৰ্থ্যমহমিত্যর্থঃ । ধৰ্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাজ্রোপ-
যোগী কামোহহমিতি ॥ ১১

অনুয়ঃ ।—যে চ [অজ্ঞেহপি] এব সাত্ত্বিকাঃ (শমদমাদয়ঃ) রামসঃ,
(যেষদর্পাদয়ঃ), তামস্যাচ্চ (শোকমোহাদয়ঃ) ভাবাঃ [জীরন্তে] তান্
[সৰ্বান্] মত্তঃ এব [জাতান্] বিদ্ধি (জানৌহি) তেষু [ভাবেষু] অহং
ন তু [বর্তে] তে তু [ভাবাঃ] ময়ি [বর্তন্তে] ॥ ১২

অনু ।—অজ্ঞাত বেসকল সাত্ত্বিক (শমদমাদি) রাজসিক (যেষ-
দর্পাদি) তামসিক (শোকমোহাদি) ভাবসমূহ প্রাণিগণে [তাহাদের

ত্রিভিঙ'গমরৈর্ভাবৈরৈভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ১৩

কর্মবশে] উক্ত ট্র, তৎসমুদয় আমা হইতেই উৎপন্ন জন্মিলে ; পরন্তু আমি কদাপি এই সকল ভাবে অবস্থিত নহি, সেগুলি কিন্তু আবারওই অবস্থিত ৷ ১২

স্বামী ।—কিঞ্চ যে চৈবেতি । যে চাত্তেহপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ নৈমিদাদয়ঃ, রাজসাস্ত্বেষদর্পাদয়ঃ, তামসাস্ত্বে শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিভ্যাং স্বকর্মবশাজ্জারন্তে, তান্ সর্বান্ মন্তু এব জাতানীতি বিদ্ধি, মদীয়প্রকৃতি-গুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ । এবমপি তেষাং ন বর্তে জীবৎ তদধীনোহহং ন তবামীত্যর্থঃ, তে'তু মদন্তীনাঃ সন্তো ময়ি বর্তন্তে ৷ ১২

টিপ্পনী ।—পূর্ব কতিপয় শ্লোকে ভগবান্‌ই সে সর্বত্র অল্পহৃত তাহাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হইরাছে, এক্ষণে পুনরায় সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছেন । অবিজ্ঞা এবং কর্মাদিবশে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক প্রকৃতি যে সকল চিত্তপরিণাম উৎপন্ন হয়, তাহা আমা হইতেই সত্ত্ব হয় । যদিও সমস্তই আমাতে অল্পহৃত, তথাপি আমি তাহাদেয় দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হই না । কিন্তু সেই সকল সাত্ত্বিকাদি ভাব রজ্জুতে সর্পের দ্বারা আমাতে কল্পিত, আমার স্তাবশতঃ ক্ষুরগপ্রাপ্ত হইরা থাকে ৷ ১২

অনুব্রুয়ঃ ।—এভিঃ ত্রিভিঃ (পুরুষোক্তৈঃ ত্রিবিধৈঃ) গুণময়ৈঃ (স্তম-বিকাটৈঃ) ভাবৈঃ (স্বভাবৈঃ) ইদং সর্বং জগৎ মোহিতম্ ; [জগৎ] এভ্যঃ (ভাবেভ্যঃ) পরম্ (এভিঃ অসংস্পৃষ্টম্) অব্যয়ং (নির্বিকারং) মাং ন জ্ঞাজানাতি ৷ ১৩

অনু ।—পূর্বোক্ত এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবে এই লুক্কৃত জগৎ মোহিত আছে, অতএব এই সকল ভাবের অতীত এবং ইহাদের নিরস্ত-স্বরূপ নির্বিকার আমাকে জ্ঞানিতে পারে না ৷ ১৩

দৈবী হেধা গুণময়ী মম মায়া, ছুরত্যা ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

স্বামী ।—এবজ্ঞতং স্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত-
আহ—ত্রিভিরিতি । ‘ত্রিভিঃপ্রবিধৈরেভিঃ পূৰ্ব্বোক্তৈশ্চ’ গম্যৈঃ কামলোভা-
দিভিঃ পৰিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্যোহিতমিদং জগৎ, অস্ত্র মাং নাভি-
জানাতি । কথং জ্ঞতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্ এভেবাং
নিরন্তারম্ অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিতিত্বার্থঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—ভগবান্ স্বতন্ত্র এবং নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্য হইলে,
তদাশ্রয় জগতের উৎপত্তি বিনাশ কেন হয়? যদি বল,—‘ভগবৎস্বরূপ
না জানার জন্যই ইহা হইয়া থাকে, তবে ভগবৎস্বরূপই বা জানিতে পার
না কেন? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন। সস্ব, রজঃ ও তমো-
গুণাশ্রয় ভাবদ্বারা সমস্ত প্রাণিজাত মুগ্ধ হইয়া আছে, একমু তাহাদের
বিবেকজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, অতএব আমি যে এই গুণত্রয়ের অতীত
সর্ববিকারপরিশুদ্ধ অনন্ত কল্যাণের আকর, তাহা তাহারা না জানিয়া
উৎপত্তি-বিনাশশীল হইয়া পৃথিবীতে যাতায়াত করিতেছে ॥ ১৩

অন্থয়ঃ ।—এবা গুণময়ী (গুণবিকারাস্রয়িক) দৈবী (অলৌ-
কিকী) মম মায়া (শক্তিঃ) হি (নিশ্চিতং) ছুরত্যা (ছুস্তরা),
যে মামেব [অব্যভিচারিণ্যা তক্ত্যা] প্রপত্তস্তে (ভজন্তি), তে এতাং
মায়াং তরন্তি ॥ ১৪

অনু ।—আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া নিশ্চয়ই ছুস্তরা ;
যাহারা [অচলা ভক্তিদ্বারা] আমাকে ভজনা করেন, তাহারা এই
ছুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৪

স্বামী ।—কে তহি স্বাং, জানাতীত্যত আহ—দৈবীতি । দৈবী
অলৌকিকী অত্যন্তুতত্বার্থঃ, গুণময়ী সদ্ধাতিগুণবিকারাস্রয়িক মম পরমেশ্ব-

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপত্তস্তে নরাধরাঃ ।

মায়রাপহৃতজ্ঞানা আশ্রয়ং ভাবমাত্রিতাঃ ॥ ১৫

স্বস্ত শক্তিমায়া দুঃখভারা দুঃখরা হি প্রলিন্দমেতস্তথাপি যে মায়েবেতোব-
কারেণাব্যভিচারিণা ভক্ত্যা প্রপত্তস্তে ভক্তস্তি, তে মায়ামেভাং হৃদয়রা-
মপি তরন্তি তুতো মাং ভানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—যদিও জীব জৈব অনাদিসিদ্ধ মাদাশুভ্রয়দ্বারা আবদ্ধ,
তথাপি—ভগবদাশ্রয়দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়, ইহাই এই
শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ চৈতন্যে তাঁহার
আশ্রিতরূপে কল্পিতা, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাত্মিকা, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের
প্রতিবন্ধক ও মিথ্যাজ্ঞান প্রতিভাসের কারণীভূত অবিজ্ঞানস্বরূপ আমার
মায়া দুঃখভারা অর্থাৎ জৈব সাক্ষাৎকার ভিন্ন অনপনেষ্য হইলেও যে ব্যক্তি
সর্বোপাধিরহিত অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপ আমাকে “তত্ত্বমস্তাদি” বেদান্ত-
দ্বাক্ষয়ন্ত নির্বিকল্প সাক্ষাৎকাররূপ নিদিধ্যাসনপরিপাকপ্রসূত অনির্কাচ্য
চিন্তাবৃত্তিদ্বারা বিষয়ীভূত করে, সেই ব্যক্তি এই সমস্ত অনর্থের মূল দুঃখতি-
ক্রমণীর মায়াতে অনারাসে অতিক্রম করে ॥ ১৪

অনুব্রূয়ঃ ।—দুষ্কৃতিনঃ (পাপশীলাঃ) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্যঃ) মায়রা
অপহৃতজ্ঞানাঃ (নিরন্তজ্ঞানাঃ) আশ্রয়ং ভাবঃ (প্রকৃতিম্) আশ্রিতাঃ
(প্রাপ্তাঃ) [সত্ত্বঃ] মাং ন প্রপত্তস্তে (ভক্তস্তি) ॥ ১৫

অনুব্রূ ।—পাপশীল বিবেকহীন জনগণ ঐ মায়ার হৃতজ্ঞান হইয়া
আশ্রয় স্বভাব অবলম্বনপূর্বক আমাকে ভজন করে না ॥ ১৫

স্বামী ।—বক্তব্যঃ [কিমিতি] তর্হি সর্কে স্বামেব ন ভক্তস্তীত্যুত
‘আহ—ন মামিতি । নরেষু বেৎসমাতে মাং ন প্রপত্তস্তে ন ভক্তস্তি ।
অর্থম্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যঃ, তৎ কৃতঃ ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ
এভো মায়রাপহৃতঃ নিরন্ত শাস্ত্রাচার্যোপদেশাত্যাং জাতমপি জ্ঞানং যোবাং

চতুর্বিধাভ্যন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিশোভন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরার্থী জানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

তৎ তথা ; অভ্যন্তে পশ্চো দর্শোভিমানঃ চ জ্যেষ্ঠঃ পাক্যামেব চ ইত্যো-
দিনা বক্ষ্যমাণ্যাম্বুর ভাবঃ ইভাবঃ প্রীণাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টীকানী ।—তবে ঈদৃশ যারাকে অতিক্রম করার জন্য সকলেই
কেন তাঁহার ভজনা করে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাদৃশ ব্যক্তিগণ
‘প্রথমতঃ’ যাদ্যদ্য ‘শরীরে দ্রিগাদিতে’ আত্মবুদ্ধিরূপে প্রমথন-বিবেক-
‘সামর্থ্যহীন’ হয়, পরে তদ্বিবন্ধনই ইহা অর্থসাধন এবং ইহা অনর্থসাধন
ঈদৃশ ‘জানবিরহিত’ হয় এবং বিবেকশূন্য হইয়া অনর্থহেতু পাপ কঠোরই
‘ঈদৃশ’ করত আহার ভজনা করে না ॥ ১৫

‘অর্থসাধনঃ’ ।—হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! ‘আর্তোঃ’ (রোগাভিভূতঃ)
‘জিজ্ঞাসুঃ’ (অর্থজ্ঞানেচ্ছুঃ) অর্থার্থী (অত্র পরত্র বা ভোগসাধনকৃতার্থ-
লিপ্সুঃ) জানী (‘আত্মবিৎ’) চ [ইতি] চতুর্বিধাঃ স্কৃতিশোভনঃ (পূর্বজনস্ব-
কৃতপুণ্যাঃ) মাং ভজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥ ১৬

অনু ।—হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! রোগাদিতে অভিভূত, আত্ম-
জ্ঞানেচ্ছু ; ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসাধক অর্থভিলাষী এবং
আত্মভজ্ঞ—এই চতুর্বিধ স্কৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করে ॥ ১৬

স্বামী ।—স্কৃতিশালী মাং ভজন্ত্যেব তে চ স্কৃতভারতমোন
চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইতি । পূর্বজনস্ব যে কৃতপুণ্যা জনান্তে মাং
ভজন্তি, তে তু চতুর্বিধা,—আর্তো রোগাভিভূতঃ, ন যদি পূর্বং কৃতপুণ্য-
ত্বমি মাং ভজন্তি, অন্যথা স্কৃতদেবভাভজনে সংসরতি, এবমুত্তরজাপি
ব্রহ্মব্যম্ । জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধন-
লিপ্সুঃ, জানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬

টীকানী ।—যাহারা পূর্বজনস্বকৃতপুণ্যের পরিপাকবশতঃ স্কৃতভারতমোনা,

ভেদাৎ জ্ঞানী-মিত্যবুদ্ধঃ একভুক্তিঃ বিশিষ্টভুক্তঃ ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

।। হারাঁই আমার ভজনা করেন । তন্মধ্যে তিনজন সক্রিয়,—একজন নিকাম ; এই-চতুর্বিধ ব্যক্তিই আমার সেবারায়ণ । প্রথম আর্ত,—অত্র ব্যাধি প্রভৃতি জনিত বিপদগ্রস্ত, ইহারা বিপৎপ্রতিকারের কামনার আমার ভজনা করে । যেমন যজ্ঞনাশে কুপিত ইন্দ্র ব্রহ্মবাসিগণের বিনাশসাধন করিতে উদ্ভূত হইলে, তাহারা আমার আশ্রিত হইয়াছিল, অথবা যেমন কুন্তীরগ্রস্ত গজেন্দ্র আমার আরাধনা করিয়াছিল তদ্রূপ । দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু,—আত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্শু । ইহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করে, যেমন মুচুকন্দ, জনক, শ্রুতদেব প্রভৃতি । তৃতীয় অর্থার্থী,—ইহকাল অথবা পরকালের ভোগোপকরণলিপ্সু । ইহারাও তত্ত্ব ভোগোপকরণ লাভের জন্য আমার সেবা করিয়া থাকে । ইহকালের ভোগোপকরণলিপ্সু, যেমন সুগ্রীব, বিভীষণ, উপমহা প্রভৃতি ; পরলোকের ভোগোপকরণলিপ্সু প্রহ্লাদ প্রভৃতি । এই তিন জনই ভগবদ্ভজন দ্বারা মারা অতিক্রম করে ; তন্মধ্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সাক্ষাৎই মারা অতিক্রম করে ; আর্ত ও অর্থার্থী ক্রমে জিজ্ঞাসু হইয়া মারা অতিক্রম করে ইহাই বিশেষ । ইহারা সক্রিয় ; নিকাম চতুর্থের কথা বলিতেছেন, জ্ঞানী ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা যোগমুক্ত, নির্ধায়, নিকাম । যেমন সনক, নারদ, শুক প্রভৃতি । এতন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্ত, অতএব হে অর্জুন ! তুমি জিজ্ঞাসু প্রভৃতির মধ্যে কীদৃশ ভক্ত, ইহার আশঙ্কা করিও না, কেন না, যে কোন ভক্ত হইতে পারিলেই তুমি কৃতার্থ হইবে । ১৬

অনুব্রূয়ঃ ।—ভেদাৎ [মধ্যে] নিত্যবুদ্ধঃ (সদা ধারিতঃ) একভুক্তিঃ ।
একমিন্-মধ্যেই ভুক্তিঃ যত্র ভীষণঃ) জ্ঞানী বিশিষ্টভুক্তঃ (বিশিষ্টভুক্তঃ)

উদারঃ সৰ্ব্ব এবেতে জ্ঞানী স্বাষ্ট্ৰৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

ভবতি); হি (যতঃ অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ (অত্যন্তঃ) প্রিয়ঃ স চ [জ্ঞানী] মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনু ।—তঁাহাদের মধ্যে সৰ্ব্বদা আমাতেই নিষ্ঠাবান্ এবং এক-
মাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ আমি সেই জ্ঞানীর
অতিমাত্র প্রিয় আর তিনিও আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

স্বামী ।—এতেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—ত্বেষামিতি ।
ত্বেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মগ্নিষ্টঃ, এক-
মিন্ মধ্যেব ভক্তিযুক্তাঃ সঃ । জ্ঞানিনো দেহান্তভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপা-
ভাবান্নিত্যযুক্তস্বমেকাশ্চত্বৰ্গঃ সন্তবতি নাশ্রয়, অতএব তত্রাহমত্যন্তঃ
প্রিয়ঃ, স চ মম তন্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তস্বাদিভিচ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স
উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টিপ্পনী ।—এই চতুর্বিধ ব্যক্তিই স্বকৃতী বটে, তথাপি পুণ্যাধিক্য-
নিবন্ধন জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । যেহেতু তিনি নিত্যযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যগ-
ভিন্ন ভগবানে সমাধিত-চিত্ত, অতএব একমাত্র ভগবানেই তাঁহার
অনুরক্তি হইয়া থাকে । এই হেতু তিনি আমার নিকৃপাধি প্রেমের
আনন্দ, আমিও তাঁহার প্রেমের আশ্রয় হইয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

অনুয়ঃ ।—এতে সৰ্ব্বৈ এব উদারঃ (মহাত্ত্বঃ মোক্ষভাজ ইত্যর্থঃ)
জ্ঞানী তু (পুনঃ) আত্মা এব [ইতি মে (মম) মতঃ (নিশ্চয়ঃ), হি
(যতঃ) যুক্তাত্মা (মদেকচিত্তঃ) সঃ (জ্ঞানী) অনুত্তমাং (সর্বোত্তমাং)
গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনু ।—ইহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য,
পরন্তু জ্ঞানী আমারই স্বরূপ; কারণ তিনি আমাতেই সমর্পিতচিত্ত,
এজন্য সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥ ১৮ ॥

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা হৃদ্বলভঃ ॥ ১৯

স্বামী ।—তহি কিম্ ইতরে অরহভক্তাঃ সংসরন্তি ? নহি নহী-
ত্যাহ—উদ্বারা ২৩ । সপেক্ষশ্যেতে ভগবান্ মহাত্মা মোক্ষভাজ এবোভ্যসঃ ।
জানী তু পুনরাট্ঠবেতি মে মতঃ নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ স জানী, মুক্তাত্মা
মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিগৃহ্যে উত্তমা যস্তাত্মামহত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং
মায়েন্দ্রিয়িতঃ আশ্রিতবান্, মদ্যতিরিক্তমগ্নং ফলং ন মন্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—তবে কি আৰ্ত্ত প্রভৃতি তোমার প্রিয় নহে ? এই
প্রশ্নের উত্তর পূর্বলোকের “অত্যর্থ” এই বিশেষণের তাৎপর্য
বিশ্লেষণদ্বারা পরিব্যক্ত করিতেছেন ।—যেমন “বিজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা
বাহাই করা হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবৎ” ইহা বলিলে তত্ত্বের দ্বারা কৃত-
কৰ্ম অল্প বলবৎ ইহাই বুঝা যায়, সেইরূপ “জানী আমার অত্যন্ত প্রিয়”
ইহা বলিলে আৰ্ত্ত প্রভৃতি সামান্ত প্রিয়, ইহাই বুঝা যায় ; প্রিয় নহে
এরূপ প্রতীতি হয় না । তবে আৰ্ত্ত প্রভৃতির কাম্যমান বস্তুও প্রিয়,
আমিও প্রিয়, কিন্তু জানীর একমাত্র আমিই প্রিয়, এই হেতু তাঁহারাও
আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকেন । পূর্বেও বলা হইয়াছে যে,
আমাকে যে যে ভাবে পাইতে ইচ্ছা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই
ভজনা করি ॥ ১৮

অনুব্রূয়ঃ ।—বহুনাং জন্মনাং [কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন] অল্পে
(চরমে জন্মনি) জ্ঞানবান্ [সন্] সর্বম্ (ইদং চরাচরং) বাসুদেবঃ
[এব] ইতি [সর্বাশ্রয়ঃ] মাং প্রপদ্যতে (ভজতি) ; স মহাত্মা
হৃদ্বলভঃ ॥ ১৯

অনু ।—ঈদৃশ ব্যক্তি বহুজন্মের [কিছু কিছু পুণ্য সঞ্চয়দ্বারা],
অন্তিম জন্মে জ্ঞানবান্ হন এবং এই চরমচর সমুদয় অগ্ন্যয়ী বাসুদেবকে

কামৈতৈস্তৈঃ হতজানাঃ প্রপত্ত্বোক্তদেবতাঃ ।

তং তৎ-নিয়মস্বাহায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বরাঃ ॥ ২০ ॥

এইরূপ দৃষ্টিতে তিনি আমাকে ভজন করুন (আমাকে লাভ করুন) ;
তাদৃশ, মতঃস্বা, সতি হৃদে ॥ ২০ ॥

স্বামী । —এবং তু, মতঃস্বাহাতিহৃত ইত্যাহ—বহনামিতি ।
বহনঃ, অহনঃ, কিকিং কিকিং পুণ্যোগচরেন্ অস্তে চন্দ্রে অহনি
জানবানু সন্ সর্কস্মিদং চরাচরং বাহুদেব এবতি, সর্কস্মদুহা মাং
প্রপত্ততে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুহৃদে ॥ ২০ ॥

অহনঃ । —তৈঃ তৈঃ (পুত্রকীর্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ) কামৈঃ হত-
জানাঃ (অপহৃতবিবেকাঃ) [সন্তঃ] তং তন্ (উপবাসাদিলক্ষণং) নিয়-
মন্ আহায় (স্বীকৃত্য) স্বরা (স্বীয়রা) প্রকৃত্যা (পূর্বাভ্যাসবাসনয়া)
নিয়তাঃ (বশীকৃত্য) [সন্তঃ] অহদেবতাঃ (ভূতপ্রেতবন্ধাদিদেবতাঃ)
প্রপত্ত্বো [ভজতি] ॥ ২০ ॥

অনু । —[পুত্রকীর্তি শত্রুজয়াদিবিষয়ক] সেই সেই কামনাহারা
হতজান হইয়া [উপবাসাদি] নিয়ম অবলম্বন পূর্বক স্বকীয় পূর্বাভ্যাস
বাসনার বশবর্তী হইয়া তাহারা ভূত, প্রেত ও বন্ধাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার
সেবা করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

স্বামী । —তদেবং কামিনোহপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং
মামেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈশ্চ্যন্তে ইত্যুক্তং, যে ভজন্তঃ
রাজসাত্বমাসক্ত কামাভিজ্ঞতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্ত, তে সংসরন্তীত্যাহ
—কাইমিতি চতুর্ভিঃ । যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কাইম-
রপহৃতবিবেকাঃ সন্তোহস্তাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতবন্ধাদিদেবতা ভজন্তি । কিং
কৃত্বা ? তন্তদেবতারাবধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়ম-
স্বীকৃত্য ভজ্যপি চ স্বীয়রা প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়ত্বা বশীকৃত্য
সন্তো দেবতারাবধেয়ং ভজন্তি ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তস্য তস্যঃ প্রত্যয়ানুষ্ঠানমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাদিলাং প্রত্যয়ঃ তাৎপৰ্য্যবিধানম্ ॥ ২১

টিপ্পনী ।—“ত্বেবাং জানী নিত্যবৃত্ত” (৭১ ১৭৭) ইত্যাদি শ্লোকে আত্মনিয়োগপেকার জানী শ্রেষ্ঠ—ইহা বলিয়া উৎপন্ন হইয়া গেলোকে তাহা উপপন্ন করা হইবে । “উদ্বারঃ সৰ্ব্ব এতেনৈত” (৭১ ১৮৭) এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ত্বেবদর্শিতঃ স কাম্যং সমান হইলেও অল্প দেবতাকে অপেক্ষা স্তোত্র প্রভৃতি মন্ত্রতত্ত্বগণ শ্রেষ্ঠ । ইদানীং বর্তমান শ্লোক হইতে, আরম্ভ করিয়া অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—আমার ভক্তগণ সকলও, ত্বেবদর্শী হইলেও তাহারা ভূমিকাক্রমে, যোক্তব্যভেদে, সমর্থ হইবে । কিন্তু, কুরদেবতাস্ত্রকোরা, কুরকল, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বাতাস্ত্রাই করে । অল্প দেবতার সেবার যে সকল মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কুর, কামনা পরিপূর্ণ হয়, ভগবৎসেবার তাহা হয় না, এই ভজাই তাহার। ভগবান্ হইত্রে চিত্তক্রে পরামুগ্ধ করিয়া তত্ত্বকলসাদী দেবতার প্রতি চিত্তনিবেশ, করিয়া, থাকে । পূর্বাভ্যাসবাসনাবশতঃ তাহার। অপোপবাসাদি নিয়ম আশ্রয় করিয়া সেই সেই দেবগণের সেবা করিয়া থাকে ॥ ২০

অনুয়ঃ ।—[ত্বেবাং মন্যো] যো যো তস্যঃ [দেবতাক্রমাং] যাং যাং তস্যঃ (মূর্তিঃ) প্রত্যয়ঃ অর্চিতুম্, ইচ্ছতি (প্রবর্ততে) তস্য তস্যঃ [তস্যঃ] তাম্ এব [তত্ত্বমূর্তিবিবরণঃ] প্রত্যয়ঃ অতো [দৃঢ়াং] বিদধ্যামি (কথ্যামি) ॥ ২১

অনুঃ ।—[তাহারের মন্যো] যে যে তত্ত্ব দেবতাক্রমাং মন্যেত্বং, যে মূর্তি প্রভা পূর্বেক অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই তত্ত্বকে, সেই সেই মূর্তি বিবরণ সেই প্রভাই স্মৃতি করিয়া থাকি ॥ ২১

স্বামী ।—প্রো যো যানিতি । ত্বেবাং যো যো ততো যাং যাং তস্যঃ

স তয়া প্রকরা যুক্তস্তথা রাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

অন্তবত্ত কলং তেবাং তদ্বত্যাগ্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদন্তা যাস্তি মামপি ॥ ২৩

দেবতারূপাং মদীয়াথৈব যুষ্টিং প্রকরা অকিতুম ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, ততঃ ততঃ
ভক্তস্ত তদ্যুর্তিবিবরাং তামেব প্রদ্যামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্ধ্যামী বিদধ্যামি
করোমি ॥ ২১

অনুব্যঃ । —সঃ [ভক্তঃ] তয়া (দৃঢ়য়া) প্রকরা যুক্তঃ [সন্] ততঃ
(তনোঃ) রাধনম্ (আরাধনম্) ইহতে (করোতি) ততশ্চ (দেবতা-
বিশেষাং) যয়া এব [তত্তদেবতাস্তর্ধ্যামিণা] বিহিতান্ (নির্মিতান্)
হি (নিশ্চিতমেব) তান্ কামান্ (সন্নিবিষ্টান্) লভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২

অনু । —সেই ভক্ত সুদৃঢ় প্রকায়ুক্ত হইয়া সেই দেবতারূপ মদীর
তদ্বৎ আরাধনা করিয়া থাকে ; অনন্তর তাহা হইতেই (সেই দেবতা-
বিশেষ হইতেই) সেই সকল দেবতার অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত আমারই
প্রদত্ত স্ব স্ব অভিলষিত অর্থ লাভ করে ॥ ২২

স্বামী । —ততশ্চ স তয়েতি । স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া প্রকরা ততাত্তনো-
রাধাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সন্নিবিষ্টাঃ কামান্তাংস্ততো দেবতাবিশে-
ষাং লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদেবতাস্তর্ধ্যামিণা বিহিতান্ নির্মিতান্ ;
হি স্মৃটমেব ; তত্তদেবতানামপি মদধীনত্বান্মুদ্বিষ্টান্তেত্যর্থঃ ॥ ২২

অনুব্যঃ । —তু (কিন্তু) অগ্নমেধসাং (পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং) তেবাং
ভক্তকলম্ অন্তবৎ (নব্বৎ) [ভবতি] ; দেবযজ্ঞঃ (দেবপূজকাঃ) [অন্তবতঃ]
দেবান্ যাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি) মদন্তাঃ [অনান্তনন্তং পরমানন্দং] মাং যাস্তি
(প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৩

অনু । —পরন্ত সেই সকল অন্তর্ধ্যামী ব্যক্তিগণের সেই সকল কল

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মনুষ্যন্তে যামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মমুত্তমম্ ॥ ২৪

[মৎপ্রভৃত হইলেও] বিনশ্বর ; দেবপুঙ্গবগণ বিনশ্বর দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আত্মভবিহীন পরমানন্দরূপ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৩

স্বামী ।—তদেবং যত্নাপ সকা আপ দেবতা মমৈব তনবোহিতস্ত-
দারাদিভ্যঃ বজ্রতো মদারাদিনমৈব তন্তংফলদাতাপি চাহমৈব । তথাপি
সাক্ষ্যমন্ততানাক্ত তেবাক্ত ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি । অন্ন-
মেধস্যাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনীশি ভবতি । তন্মৈ-
বাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজন্তে দেবান্ অন্তবতো যান্তি, মন্ততানাক্ত
মামনাত্তনস্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩

দ্বিপ্লনী ।—যদিও সমস্ত দেবতাগণই আমার মুক্তিধরূপ এবং তাঁহা-
দের আরাধনাও বজ্রতঃ আমারই আরাধনা, যদিও আমিই অন্তর্ধ্যামিগ্ধে
তন্তং কর্মের ফল প্রদান করিয়া থাকি, তথাপি মদন্ত ও অন্তদেবতা-
ভক্তের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত ফলবৈষম্য ঘটিয়া থাকে, ইহাই শ্লোকে বলিতেছেন ।
—অন্নজব্যক্তির বস্ত্রবিবেকহীনভাবশতঃ তৎতৎ দেবতারাদনকৃত ফল
মদন্ত হইলেও অন্তবৎ—বিনাশী । আমার ভক্তের দ্বারা তাহাদের ফল
অনন্ত নহে । যেহেতু তাহারা বিনাশশীল ইন্দ্রাদিরই ভজনা করে, কিন্তু
আমার ভক্ত আর্তাদি ত্রিনজন সকাম হইলেও মদারাদনদ্বারা প্রথমজ
অতীত ফল প্রাপ্ত হয়, তৎপর কুমিকাভেদে অবিনাশী আনন্দধন আমাকে
প্রাপ্ত হয় । ইহাই মদন্ত ও অন্ত দেবতাভক্তের বৈলক্ষণ্য ॥ ২৩

অর্থঃ ।—অবুদ্ধয়ঃ (অবুদ্ধয়ঃ) মম অব্যয়ং (নিত্যম্) অব্যক্তং
(সর্বোত্তমং) পরং ভাবং (ব্রহ্মণম্) অজানন্তঃ অব্যক্তং (প্রণকাতীভ্যঃ)
! মাং ব্যক্তিম্ (মনুষ্যমৎপ্রভৃতিভাবম্) আপন্নং (প্রাপ্তং) মন্ততঃ ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সৰ্বস্ব যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অনু ।—মল্লবুদ্ধি জনগণ আমার নিত্য ও সর্বোত্তম পরম ভাব-
বুদ্ধিতে না পারিয়া প্রপঞ্চের অতীত আমাকে মহন্ত মৎস্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি-
ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে ॥ ২৪ ॥

স্বামী ।—নহু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সৰ্ব-
হপি কিমিতি দেবতাস্তরং হিমা স্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ—অন্যমিতি ।
অব্যক্তং প্রপঞ্চাভীতং মাং ব্যক্তিং মহন্তমৎস্তকৃষ্ণাদিভাবং প্রাপ্তমল্লবুদ্ধয়ো-
মন্তস্তে । তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তঃ । কথং তত্ ১-
অব্যয়ং নিত্যং, ন বিত্ততে উক্তমো ভাবো যুস্মাং তং মদভাবম্ অতো জগ-
জ্ঞপ্যার্থং লীলয়া বিকৃতনানাবিশুদ্ধোদ্ধিতসত্ত্বমূর্তিং মাং পরমেস্বরং স্বকৰ্ম-
নিম্নিতভৌতিকদেহং দেবতাস্তরসমং পশ্বন্তো মন্মতযো মাং নাভীবাঞ্ছ-
য়ন্তে, প্রত্যাভ ক্ষিপ্ৰফলদং দেবতাস্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণাস্তবৎ-
কলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অনুব্রূয়ঃ ।—অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ [সন্] সৰ্বস্ব [লোকস্ব],
প্রকাশঃ (প্রকটঃ) ন [ভবামি] ; [অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে] মুঢ়ঃ (সন্)
অয়ং লোকঃ অজম্ (উৎপত্তিহীনম্) অব্যয়ং (নিত্যং) মাং ন অভি-
জানাতি ॥ ২৫ ॥

অনু ।—আমি যোগমায়ায় সমাবৃত হওয়ায় সকলের নিকট-
প্রকট ভাবে প্রকাশিত নহি ; [অতএব আমার স্বরূপ জ্ঞানে] বিমূঢ়চিত্ত-
ব্যক্তিগণ আমার জ্ঞানহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

স্বামী ।—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি । সৰ্বস্ব
লোকস্ব নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মন্তজ্ঞানামেব, বস্তো-
যোগমায়ায় সমাবৃতঃ যোগো যুক্তিমদীয়ঃ কোহপ্যচিচ্ছাপ্রজ্ঞাবিলসঃ ॥

বেদাঃ সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাংস্ত বেদন কশ্চন ॥ ২৬

ইচ্ছাধেবসমুথেন দম্বমোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরন্তপ ॥ ২৭

এব যান্না অঘটকটনা- [চাতুর্য] পটীরস্বাং, তয়া গচ্ছস্ব, অতএব মৎ-
স্বরূপজ্ঞানে যুচঃ সন্নয়ং লোকোহজমব্যয়ক মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

অর্জুনঃ ।—হে অর্জুন ! সমতীতানি [বিনষ্টানি] বর্তমানানি
ভবিষ্যাণি (ভাবীনি) চ [ত্রিকালবর্তীনি] ভূতানি [স্বাবরজ্জমানি
সর্বাণি] অহং বেদ [জানামি] ; তু [কিন্তু] কশ্চন কোহপি মাং
[পরমাঙ্গানং] ন বেদ (জানাতি) ॥ ২৬

অনু ।—হে অর্জুন ! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এষ্ট
ত্রিকালবর্তী স্বাবর জজমান্যক ভূতগণকে আমি জানি ; কিন্তু কেহই
পরমান্বস্বরূপ আমায় জানে না ॥ ২৬

স্বামী ।—সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তং ; তদেব স্বস্ত
সর্বোত্তমমস্মনাবৃত্তজ্ঞানশক্তিধ্বেন দর্শয়ন্তেষামজ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি ।
সমতীতানি বিনষ্টানি বর্তমানানি ভবিষ্যাণি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্তীনি
ভূতানি স্বাবরজ্জমানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি, যান্নাশ্রয়তান্মম তত্তাঃ
স্বাশ্রয়ব্যামোহকস্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং ; মাংস্ত কোহপি ন বেত্তি মন্যায়-
মোহিতস্বাং, প্রসিদ্ধং * তি লোকে যান্নায়াঃ স্বাশ্রয়াদীনস্ব-
মম্মমোহকত্বকোতি ॥ ২৬

অশ্রয়ঃ ।—হে পরন্তপ (শক্রতাপন) ভারত ! সর্গে (স্থল-
দেহোৎপত্তৌ সত্যাম্) ইচ্ছাধেবসমুথেন (ইচ্ছাধেবজ্ঞাতেন) দম্বমোহেন
(শ্রীভোকসুখদুঃখাদি-দম্বজনিতেন মোহেন বিবেকভ্রংশেন) সর্বভূতানি
সম্মোহং যাস্তি (অহং সুখী দুঃখী চেতি গুটিমভিনিবেশং প্রাপ্নবতি) ॥ ২৭

যেবাং স্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্ ।

তে স্বন্দমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অনু ।—হে পরম্পর ভারত ! সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্বধন, জীব-
গণের স্থলদেহের উৎপত্তি হয়, সেই সময় ভূতগণ পূর্বসংস্কারবশতঃ ইচ্ছা-
যেবজাত সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি
দুঃখী এইরূপ বোধযুক্ত হয় । ২৭

স্বামী ।—তদেবঃ মায়াবিষয়তেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং,
ভূতব্রজ্ঞানস্ত দৃঢ়ত্ব কারণমাহ—ইচ্ছেতি । স্বজাত ইতি সর্গঃ সর্গে স্থল-
দেহোৎপত্তৌ সত্যং তদমূলক্লে ইচ্ছা তৎ প্রতিফলে চ ধ্রুবতাভ্যাং সমুৎপা-
দ্যমুক্তো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকসংশয়ন
সর্কানি ভূতানি সম্মোহং যাস্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভি-
নিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্নাং ন জ্ঞানকীতি ভাবঃ । ২৭

টিপ্পনী ।—পূর্বে যোগমারাকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলা
হইয়াছে, ইদানীং দেহেন্দ্রিয়সংঘাত অর্থাৎ শরীরবিষয়ক অভিমানবশতঃ
ভোগে অত্যন্ত অভিলাষও যে তাহার প্রতিবন্ধক ইহাই বলিতেছেন ।—
স্থলদেহের উৎপত্তির পর সমস্ত জীবগণই অমূলকবিষয়ক প্রীতি এবং প্রতি-
ফলবিষয়ক যেবসমুদ্ভূত এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহদ্বারা অর্থাৎ
আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি বিপথ্যর জ্ঞানদ্বারা মোহপ্রাপ্ত হয় ।
কোন প্রাণীই ইচ্ছা যেহেতু কবল হইতে মুক্তিক্রান্ত করিতে পারে না ।
ইচ্ছা যেহেতু দ্বারা অভিভূত জীবের বহির্বিষয়ক জ্ঞানই অসম্ভব ।
আত্মবিষয়ক জ্ঞানের আর কথা কি ? এই জন্যই তাহারা আত্মভূত
আমাকে না জানিয়া আমার সেবা করে না । “ভারত” এবং “পরম্পর”
এই সম্বোধন পদব্যয়ের তাৎপর্য্য এই যে, তুমি বিত্তহীন বিমল ভারতবর্ষে
উৎপন্ন এবং তুমি পরম্পর অর্থাৎ বীর, ইচ্ছা যেহেতু এবং মোহাদি শক্ত
তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না । ২৭

জরামরণমোক্ষায় সামাজিক্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিত্বঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মঃ কৰ্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—যেহঁত তু পুণ্যকৰ্মণাং (পুণ্যাচরণশীলানাং) জনানাং
পাপম্ অন্তগতঃ (বিনষ্টঃ) বন্দ্যমোহনিমুক্তাঃ (বন্দ্যনিমিত্তেন মোহেন
বিনিমুক্তাঃ) ততঃ দূতব্রতাঃ (একান্তিনঃ) [সম্ভঃ] মাং ভজন্তে ৷ ২৮

অনু ।—পরন্তু যে সমস্ত পুণ্যকৰ্মী জনগণের পাপ বিনষ্ট
হইয়াছে, তঁহাদের মুখস্থখাদি বন্দ্যনিমিত্ত মোহ অপগত হওয়ার তাঁহারা
দূতব্রত হইয়া আমার ভজনা করেন ॥ ২৮

স্বামী ।—কৃতত্বই কেচন স্বাং ভজন্তো দৃষ্টন্তে তত্রাৎ—যেবা-
মিত । যেহঁত পুণ্যাচরণশীলানাং সৰ্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং, তে
বন্দ্যনিমিত্তেন মোহেন বিনিমুক্তাঃ দূতব্রতাঃ একান্তিনঃ সম্ভো
মাং ভজন্তে ॥ ২৮

টিপ্পনী ।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সমস্ত লোকই মোহ
প্রাপ্ত হয়, তবে “চতুর্বিধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে” এই পুরোক্ত
বাক্যের সত্যতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে,
অনেক অল্পে পুণ্যাচরণশীল সফলজন্মা যে যে ব্যক্তির তৎতৎ পুণ্যকৰ্ম্ম-
ষ্ঠানদ্বারা পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের রাগদেবাদিনিবন্ধন বিপর্যয়
জ্ঞান অভাবতঃই নির্মূল হইয়াছে, “ভগবানই ভজনীয়” এবং ঈদৃশ তাঁহার
স্বরূপ” এই সঙ্গত তাঁহাদের দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে । তথাবিধ ব্যক্তির কথাই
“চতুর্বিধ ভজন্তে মাং” (৭ম ১৭ম) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে ।
প্রাণিগণ সম্বোধ প্রাপ্ত হয় এইটী উৎসর্গবিধি এবং তদ্ব্যতীত পুণ্যবান ব্যক্তি
আমার ভজনা করে এইটি অপবাদ বিধি । অতএব কোনও বিরোধ
ঘটিল না ॥ ২৮

• অন্বয়ঃ ।—যে [জনাঃ] জরামরণমোক্ষায় সামাজিক্য যতন্তি

সাধিকৃতাদিধৈবং মাং সাধিয়ন্তক য়ে বিহুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিহুযুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে বিজ্ঞান-

যোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

(যতন্তে, প্রযত্নং কুর্নস্তু) তে তৎ পরং ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ অধ্যাত্ম-প্রত্য-
গাত্মবিধয়ম্) অধিলং (সমগ্রং) কৰ্ম্ম চ বিহুঃ ॥ ২২

অনু ।—যাঁহারা জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাকে
আশ্রয় করিয়া প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং নিখিল কৰ্ম্ম
অবগত হন ॥ ২২

স্বামী ।—এবং মাং তজ্জন্ততে সৰ্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃত্যৰ্থা ভব-
ন্তীত্যাহ—জরেতি । জরামরণমোর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য য়ে প্রযতন্তে, তে
তৎ পরং ব্রহ্ম বিহুঃ, কৃৎস্নমধ্যাক্ষক বিহুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তৎ দেহাদি-
ব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানক জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূতমখিলং সরহন্তং কৰ্ম্ম
চ জানন্তি ॥ ২২

অঙ্কুরঃ ।—যে চ সমাধিকৃতাদিধৈবং সাধিয়ন্তঃ চ মাং বিহুঃ
(জানন্তি) তে যুক্তচেতসঃ (মধ্যাসক্তমনসঃ) প্রয়াগকালেহপি (মরণ-
সময়েহপি) মাং (পরমাত্মানং) বিহুঃ (জানন্তি) ॥ ৩০

অনু ।—যাঁহারা অতিকৃত, অধিধৈব ও অধিয়ন্তসক আমার অব-
গত হন, তাঁহারা আমাতে সমাহিতচিত্ত হওয়ার মরণকালেও আমার
জানিতে পারেন অর্থাৎ সে সময়েও আমার বিস্মৃত হন না ॥ ৩০

ইতি সপ্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৭

স্বামী ।—ন চৈবন্তু তনোং যোগজ্ঞানশব্দগীত্যাং—সাধিকৃতোতি ।
‘সাধিকৃতাদিশব্দানামর্থঃ শ্রীভগবানেবোক্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্ততি অধিকৃতো-

নাধিদৈবেন চ সহ অধিবজেন চ সহ মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসো মম্বা-
স্ক্রমনসঃ প্রয়াণকালেহপি মরণসময়েহপি মাং বিদুর্জানন্তি, ন তু তদাপি
ব্যাকুলীভূয় মাং বিশ্বরন্তি, অতো মন্তস্তানাং ন বোগত্রাণশকতি ভাবঃ ॥৩
রুক্ষভৈরবত্বেন ব্রহ্মজানমবাপ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সপ্তকোশিতম্ ।

ইতি ত্রিধরনামিকৃত-টীকারাঃ সপ্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৭

টিপ্পনী ।—ইদানীং অর্জুনের প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অভিলাষে
অষ্টম অধ্যায়ে সূত্রভূত দুইটি শ্লোক বলিতেছেন ; সমস্ত অষ্টম অধ্যায়
ইহার বৃত্তিস্থানীয় । বাহারা সংসারদুঃখে নির্বির হইয়া জরামরণাদি বিবিধ
দুঃসহ সংসার দুঃখ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করত দুঃখনাশের হেতুভূত
আমাকে সপ্তম রূপেও আশ্রয় করিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ মদর্থে অর্পিত
কলাভিসন্ধিসূত্র বিহিত কর্ণের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ক্রমে বিশুদ্ধান্তঃকরণ
হইয়া সীমন্ত জগৎকারণ মাদ্রাধিষ্ঠান, শুদ্ধ, ‘তৎ’পদলক্ষ্য আমাকে জানিতে
পারে । শরীরাদিতে প্রকাশমান ‘স্বং’পদলক্ষ্যও তাহার জানিতে অবশিষ্ট
থাকে না । এতদ্ব্যতীতজ্ঞানের কারণ গুরুসমীপে গমন, শ্রবণ, মননাদি
নিখিল কর্ম তাহার অজ্ঞাত থাকে না । উদূশ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যুভ্যকালে
ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশ হইলেও আমাকে বিশ্বস্ত হন না । যে হেতু অধিকৃত,
অধিদৈব এবং অধিবজের সহিত বাহারা আমাকে চিন্তা করে, তাহারা
যুক্তচিত্ত হইয়া সেই সংস্কারের পটুতাবশতঃ মরণকালে ইন্দ্রিয়চয়ের
অবশতা সত্ত্বেও অবত্বেই আমার প্রসাদে আমাকে জানিতে পারে । যুভ্য-
কালে তত্ত্ব সংস্কারপাটবে তাহাদের চিত্তবৃত্তি মদ্যাকারাকারিত্বই হইয়া
থাকে । অধিকৃত, অধিদৈব, অধিবজ প্রভৃতি শব্দ পরবর্তী অধ্যায়ে
ভগবান স্বয়ংই বিবৃত করিবেন । এই অধ্যায়ে তৎপদপ্রতিপাদ ব্রহ্ম
উক্তমাধিকারীর প্রতি জ্ঞেয়রূপে এবং মধ্যমাধিকারীর প্রতি বোয় রূপে
লক্ষণ ও সুব্যবস্থাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ ৩০

ইতি সপ্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৭

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ—

কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহগ্নিস্থাধুসূদন ।

প্রয়াগকালে চ কথং জ্যেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অনুব্রয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ,—হে পুরুষোত্তম ! তৎ (পূৰ্ব্বাধ্যায়োক্তং) ব্রহ্ম কিম্ ? অধ্যাত্মং কিম্ ? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ ? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে ? হে মধুসূদন ! অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ (দেহস্থ-যজ্ঞে অধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ) কঃ ? সঃ [অধিযজ্ঞঃ] কথম্ [অগ্নিন্ দেহে] [স্থিতঃ] ? প্রয়াগকালে (অস্তকালে চ) কথং নিয়-তাত্মভিঃ (সংযতচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ) জ্যেয়ঃ অসি ? ১।২

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্মই বা কি ? কৰ্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? অধিদৈবই বা কাহাকে বলে । হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ 'অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা প্রয়োজক ও ফলদাতা কে ? তিনি কিরূপে এই দেহে অবস্থিত আছেন ?' মরণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা ভোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারেন ? ১।২

স্বামী ।—ব্রহ্মকৰ্মাধিভূতাদি বিহুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ । ইত্যুক্তং ব্রহ্মকৰ্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে । পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপকিণ্ণানাং ব্রহ্ম-ধ্যাত্মাদিসংগ্ৰহানাং পরার্থানাং ভক্ত্যুজ্জ্বলিতাশ্রয়ঃ অৰ্জুন উবাচ—কিং তদব্রহ্মেতি বাত্যাৎ । স্পষ্টার্থঃ । 'কিং অধিযজ্ঞ ইতি । অত্র দেহে যো যজ্ঞো-

নিরুত্তরে, তব্ধি কোহিথিযোহিষ্ঠিতা প্রবোধকঃ কলমাতা চ ক ইত্যর্থঃ
 স্বরূপং পৃষ্ঠাখিতানপ্রকারং পৃষ্ঠাভি—কথং কেন প্রকারেণ আসাবশিন্
 দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিষ্ঠিতীত্যর্থঃ । যজ্ঞগ্রহণঃ সর্বকৰ্মণামূলমকৰ্মণাম্ ।

অত্ৰকালে চ নিরতচিষ্টে: পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্যেয়োহসি । ১২

টিপ্পনী ।—পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে “তে ব্রহ্ম তদ্বিহুঃ কৃৎসনমধ্যাত্মং কৰ্ম
 চাখিলম্” (১ম ২২শ) ইত্যাদি, “প্রয়াণকালেহপি চ তে মাং বিহুযুক্ত-
 চেতসুঃ” (১ম ৩০শ) ইত্যন্ত সার্ব্ব স্নোকে সাতটি দ্রুত পদার্থ জ্যেয়রূপে
 ভগবান্ নিবদ্ধ করিয়াছেন ; তাহার বিবরণ করিবার জন্য অষ্টম অধ্যায়
 আরম্ভ হইতেছে । সপ্ত পদার্থ যথা—এক ব্রহ্ম, দুই, অধ্যাত্ম, তিন কৰ্ম,
 চার অধিভূত, পাঁচ অধিদৈব, ছয় অধিযজ্ঞ, সাত মরণ-সময়ে ভগবত্ত্ব-
 জ্ঞান । এই সাতটি জ্যেয় পদার্থ বুঝিবার অভিলাষে প্রথমতঃ দুই স্নোকে
 অৰ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন ।—হে পুরুষোত্তম ! তুমি জ্যেয়রূপে যে ব্রহ্মের
 উল্লেখ করিয়াছ, তাহা কি সোপাধিক অথবা নিরূপাধিক ? দেহাদি
 আশ্রয় করিয়া ওদধিষ্ঠানে অবস্থিত অধ্যাত্মপদবাচ্য কি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়
 সকল অথবা প্রত্যগাত্মা ? ঋতিতে বিবিধ কৰ্মের উল্লেখ দেখা যায়,
 যজ্ঞরূপ ও তদিতর । যজ্ঞকৰ্ম কীদৃশ, যজ্ঞরূপ অথবা অজ্ঞ কিহু ?
 অধিভূত কি ? পৃথিব্যাদি ভূত আশ্রয় করিয়া সমুৎপন্ন যে কোন কার্যই
 কি অধিভূত শব্দের অর্থ অথবা সমস্ত কার্য ? আর অধিদৈবশব্দে কি
 দেবতাবিষয়ক চিন্তন অথবা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী তেজঃপদার্থ ? (এই
 সকল প্রশ্নের যথাস্ত্র অর্থ—ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কৰ্ম কি, অধিভূত কি
 এবং অধিদৈব কি ?) ভগবান্ যদি বলেন যে, তুমি আমি তুল্য, অতএব
 আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন ? এই প্রশ্নকার অৰ্জুন প্রথমেই “পুরুষোত্তম”
 সম্বোধন করিয়াছেন ; তুমি পুরুষোত্তম, তুমি সকল বিষয় অবগত আছ,
 আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি ইহার কি জানিব ? এই স্নোকে পাঁচটি প্রশ্ন
 কথিত হইল, অপর দুইটি অজ্ঞ স্নোকে বলা হইয়াছে ।

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

অধিযজ্জি কি ? দেবতাত্মা অথবা পরব্রহ্ম ? তাঁহাকে কি প্রকারে চিন্তা করা হইতে পারে ? তিনি দেহে অথবা বাহিরে অবস্থান করেন ? যদি দেহে অবস্থান করেন, তবে তিনি বুদ্ধি অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত অস্ত কিছ ? মধুসূদন সঙ্ঘোদনদ্বারা সূচিত হইল যে, ভগবান্ পরম কারুণিক এবং সর্বোপদ্রবনিবারক, তিনি অনায়াসেই আমার উপদ্রব নিবারণ করিতে পারিবেন । যুদ্ধাকালে ইন্দ্রিয়গ্রাম বাস্ত থাকে, অতএব তৎকালে যোগের অল্পপন্থিনিবন্ধন ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নসমূহের উত্তর সকল তুমি রূপা করিয়া আমার নিকট বল ॥ ১।২

অনুয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ,—পরমঃ [যৎ] অক্ষরং (অগতাং মূলকারণং) [তৎ] ব্রহ্ম ; স্বভাবঃ (স্বশৈশব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং, স এব) অধ্যাত্ম উচ্যতে ; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতানাং জরাদুষ্কারীনাং ভাবঃ উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টেষ্টেভ্যে ভবনং তৌ করোতীতি) [সঃ] বিসর্গঃ (দেবভোক্তেশেন দ্রব্যাত্মাগরূপঃ যজ্ঞঃ) কর্মসংজ্ঞিতঃ (কর্মসম্বাদাচ্যঃ) ॥ ৩

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যিনি পরম অক্ষর অর্থাৎ অগতের মূলকারণ, তিনি ব্রহ্ম ; সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীবরূপে যে উৎপত্তি—ইহাই স্বভাব—এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা যায় ; ভূতগণের উৎপত্তি এবং ক্রমশঃ উপচর, এ তত্ত্বত্বের উদ্দেশে যে বিসর্গ অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যাত্মাগরূপ যে যজ্ঞ, তাহাই কর্মসম্বাদাচ্য—অর্থাৎ তাহাকেই ব্রহ্মত্ব কর্তব্য বলা হয় ॥ ৩

স্বামী ।—প্রথমমুখ্যবোধঃ শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরনিত্য ইতি ।

অধিভূতং করো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাংবর ॥ ৪

ন কর্তৃতি ন চলতীত্যক্ষরং, নহু জীবোহ্যপ্যক্ষরন্তজ্রাহ পরমং যদক্ষরং অগতাং
মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, “এতর্থে তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি” ইতি
শ্রুতেঃ, স্বস্তৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনঃ স্বভাবঃ স এবাশ্বানং
বেহমপিকৃত্য ভোক্তৃশ্চেন বর্ধমানোহধ্যাত্মশ্চেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ । ভূতানাং
জরাশ্চক্ষত্রীনাং ভাবিঃ সত্তা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টেভেন ভবনমুদ্ভবঃ
‘আদিত্যাঙ্কায়তে বৃষ্টিঃ’ ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি
যো বিসর্গো দেবতোদ্যেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্বকর্মণামুপলক্ষণ-
মেতৎ, স চ কর্মশব্দব্যচ্যঃ ॥ ০

টিপ্পনী ।—অঙ্কনকৃত প্রঙ্গনশব্দকের যথাক্রমে তিনটি শ্লোকে
ভগবান্ উত্তর বলিতেছেন । তন্মধ্যে বর্ধমান শ্লোকে তিনটির, পরবর্তী
শ্লোকে তিনটির এবং তৎপরবর্তী শ্লোকে একটি প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন ।
“ব্রহ্ম কি সোপাধিক অথবা নিরূপাধিক” এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন
যে, মত্তুত্র ব্রহ্মপদে অক্ষর অর্থাৎ কুটস্থ নিরূপাধিক ব্রহ্মই অতিমত ; ইনিই
পর অর্থাৎ স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপ । “কিং তদ্ব্রহ্ম” এই প্রশ্নের উত্তর করা
হইল, ইদানীং “কিমধ্যাত্ম” এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন । অক্ষর ব্রহ্মের
অর্থাৎ প্রত্যেক চৈতন্তই অধ্যাত্ম, কিন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধী দেহাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহ
অধ্যাত্ম নহে । “কিং, কর্ম” এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, প্রাণিবর্গের
উৎপত্তি ও বৃদ্ধির যাগ-দান-হোমাশ্রয় যে ত্যাগ, তাহাই কর্ম শব্দের
অর্থ ; ঈদৃশ কর্মের অন্ত ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির স্বভাবশাস্ত্রে
উল্লিখিত আছে । অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যের নিকট উপস্থিত হই,
তদ্বিবদ্ধন সূর্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্তাদির বৃদ্ধি হয়, তৎপরে শস্তাদি
স্বারা প্রজাগণ উৎপত্তি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ০

অংখ্যঃ ।—হে দেহভূতাংবর (দেহিষ্ঠেষ্ঠ !) করঃ (বিদগ্ধঃ)

ভাবঃ (দেহাদিপদার্থঃ) [ভূতং প্রাণিমাাত্রম্ অধিকৃত্য ভবতীতি] অধি-
ভূতম্ [উচ্যতে] ; পুরুষঃ (বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী) [স্বাংশভূত-
সৰ্বদেবানামধিপতিঃ] অধিদৈবতম্ [উচ্যতে] ; অত্র দেহে [অন্তৰ্ধ্যামি-
মিচ্ছেন স্থিতঃ] অহমেব অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকৰ্ম-
প্রবর্তকঃ তৎফলদাতা চ) ॥ ৪

* অনু ।—হে জীবশ্রেষ্ঠ ! বিনশ্বর দেহাদিপদার্থ [প্রাণিমাাত্রকে
অধিকার করিয়া অবস্থিত এজ্ঞ] অধিভূত নামে অভিহিত ; পুরুষ অর্থাৎ
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী বিরাট্ [ইনি স্বীয় অংশভূত সমুদয় দেবতাগণের অধি-
পতি বলিয়া] অধিদৈবত নামে প্রসিদ্ধ ; এই দেহে [অন্তৰ্ধ্যামিৰূপে
অবস্থিত] আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও যজ্ঞাদি কর্মের
ফলদাতা ॥ ৪

স্বামী ।—কিঞ্চ অধিভূতমিতি । ক্ষরো বিনশরো ভাবঃ দেহাদি-
পদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে । পুরুষো বৈরাজঃ
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী, স্বাংশভূতসৰ্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধি-
দৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে । আদি-
কর্তা স কৃতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্তত ॥” ইতি শ্রুতেঃ । অত্রাস্মিন্ দেহে
অন্তৰ্ধ্যামিচ্ছেন স্থিতোহহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকৰ্ম-
প্রবর্তকস্তৎফলদাতা চ, কথমিত্যাত্মাপাস্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্ ; অন্ত-
ৰ্য্যামিণোহসদৃশাদিভিঃ পৈতৃজীবৈলক্ষণেন দেহান্তবর্তিতস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ ;
তথাচ শ্রুতিঃ,—“হা সূর্ণা সমুজা সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিবব্রজাতো ।
তয়োরন্তঃ পিঙ্গলঃ স্বাষস্তানশ্লগ্নোহভিচাকশীতি ॥” দেহভূতাঃ যথো-
শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ স্বমপ্যেবভূতমন্তৰ্ধ্যামিণং পরাধীনমপ্রতিনিবৃত্তাশ্ব-
ব্যতিরেকাত্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি হুচয়তি ॥ ৪

টিপ্পনী ।—“অধিভূত-কি” এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, ভূতপদে-
উৎপত্তিশীল যে কোন বস্তু, তাহাধিপকে আশ্রয় করিয়া যিনি আছেন,

অন্তকালে চ মামেব অরম্ভত্বা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

তিনি অধিভূত দেহাদিপদার্থ। অতএব কর অর্থাৎ বিনাশশীল দেহাদি-
পদার্থই অধিভূত। অগ্নি ইজাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়া যিনি ইজিয়-
সমূহের অল্পগ্রাহক অর্থাৎ প্রেরক, তিনিই অধিদেব—সমষ্টিলিঙ্গশরীরাত্তি-
মানী হিরণ্যগত। অধিযজ্ঞপদে যজ্ঞফলদাতা অথবা যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু
নামক জেবতাবিশেষ। তিনি কোথায় অবস্থিত আছেন এবং কিরূপে
তাঁহার চিন্তা করা যাইতে পারে? এই অবাস্তব প্রশ্নের উত্তরে বলিতে
ছেন যে, তিনি যজ্ঞরূপে মনুগ্রদেহেই বর্তমান আছেন। এই বিষ্ণু
আমিই, আমি হইতে ভিন্ন নহেন; অতএব আমার অভিন্নরূপেই ইঁহার
চিন্তা করা উচিত ॥ ৪

অনুয়ঃ।—অন্তকালে (মরণসময়ে) মামেব (অন্তর্ধ্যামিরূপং
পরমেশ্বরং) অরন্ (চিন্তয়ন্) কলেবরং (দেহং) মৃত্বা যঃ প্রয়াতি
(প্রাকর্ষণে অর্জিরাদিমার্গেণ যাতি) সঃ মন্তাবং (মজ্ঞপতাং) যাতি অত্র
সংশয়ঃ নাস্তি ॥ ৫

অনু।—মৃত্যুকালে [অন্তর্ধ্যাহী পরমেশ্বররূপ] আমাকেই
অরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া [অর্জিরাদি পথে] প্রয়াণ
করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫

স্বামী।—প্রয়াণকালে চ কথং জ্যেয়োহসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে
জানোপায়ং তৎফলক দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্ত-
র্ধ্যামিরূপং পরমেশ্বরং অরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রাকর্ষণে অর্জিরাদিমার্গেণ
উত্তরায়ণপথ্য যাতি স মন্তাবং মজ্ঞপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি, অরণং
জানোপায়ো মন্তাবাপত্তিচ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

• • টিপ্পনী।—মৃত্যুকালে তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারা যায় ?

• যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন ।—আধ্যাত্মিক পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সগুণ নিগুণ অথবা অধিযজ্ঞভাবে কুটস্থ অপ্রকাশানন্দরূপ আমাকে যিনি চিন্তা করেন, তিনি সংস্কারনিবন্ধন সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হইলেও মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণকরত দেহত্যাগের পর দেবদান পথে ক্রমে পিতৃদান অতিক্রমণ করিয়া হিরণ্যগর্ভলোক ভোগ করিয়া নিগুণ ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন । যিনি তাদৃশ সময়ে নিগুণ ব্রহ্মের স্মরণ করেন, তিনি নাক্ষত্র্যই দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন । ‘দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপলাভ করেন’ ইহা লোকদৃষ্টিতে বলা হইল, বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যু হয় না । শ্রুতি বলিয়াছেন—“নিগুণ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহত্যাগ কর না, ব্রহ্মই লীন হইয়া যায়” ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—হে কোন্তেয় ! অস্তে (মরণসময়ে) যং যং ভাবং (দেবতাস্মরণ) [অস্তম্] অপি বা ভাবং স্মরন্ কলেবরং (দেহং) ত্যজতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (তন্ত্ৰ ভাবেন বাসিতচিত্তঃ) [সঃ] তং তমেব [ভাবম্] এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যে যে ভাব অর্থাৎ দেবতাস্মরণ অথবা অস্ত যে কোন ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সর্বদা সেই সেই ভাবে চিত্ত অমররক্ত থাকায় সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

স্বামী ।—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি—যং যমিতি । • যং যং ভাবং দেবতাস্মরণং বা অস্তমপি বা অস্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব অর্ধমাগং ভাবং প্রাপ্নোতি, অস্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি । সর্বদা তন্ত্ৰ ভাবে ভাবনাচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

মব্যর্পিতমনোবুদ্ধিশ্চামেবৈব্যস্তসংশয়ঃ ॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্ ॥ ৮

টিপ্পনী ৭—হে কুন্তীনন্দন! কেবল মানব যে আমাকে চিন্তা করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয় তাহা নহে; তৎকালে মানব যে কোন বস্তুর চিন্তা করুক না কেন, তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। ‘কৌন্তেয়’ এই সম্বোধনদ্বারা জানাইতেছেন যে, তুমি স্নেহের পিতৃবর্গের পুত্র—আমার অহুগ্রহের পাত্র, অতএব তোমাকে প্রতারণা করা সম্ভব হয় না; আমি যাহা বলিলাম ইহা ঐক্য সত্য, ইহাতে সংশয় স্থিরও না ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর (অনুচিস্তয়) : যুধ্য চ (যুধ্য চ) ; [এবং] মরি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [যন্] অসংশয়ঃ (সংশয়শূন্যঃ) [সন্] মামেব এব্যাসি (প্রাপ্যসি) ॥ ৭

অনু ।—অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিতে পারিলে, তুমি সন্দেহশূন্য হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭

স্বামী ।—তস্মাদিতি । যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবাস্তকালে স্থতিহেতুন হি তদা বিবশস্ত স্মরণোক্তম্ : সম্ভবতি, তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অনুচিস্তয়, সমস্তস্মরণং হি চিন্তাশুদ্ধিঃ বিনা ন ভবতি, অতো যুধ্যস্ত চিন্তাশুদ্ধার্থঃ বুদ্ধাদিকং স্বধর্মমহুতিভেদার্থঃ, এবং মব্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্লাত্মকং বুদ্ধিচ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন স্মরা, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্যসি । অসংশয়ঃ সংশয়োহত্র নাস্তি ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্তগামিনা (একাগ্রেণ),

কবিঃ পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ভুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

চেতসা দিব্যং (জ্যোতনাস্বকং) পরমং পুরুষং (পরমেশ্বরম) অহুচিন্তয়ন
[তমেব] যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৮

অনু ।—হে পার্থ ! অভ্যাসরূপ উপায়যুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে
সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮

স্বামী ।—সম্মতস্বরূপশ্চ চাত্যাসোহস্তরূপসাধনমিতি দর্শয়রাহ—
অভ্যাসযোগেতি । অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন
যুক্তেনৈকাগ্রেণ অতএব নান্নং বিষয়ং গন্তং নীলং যত্র তেন চেতসা দিব্যং
জ্যোতনাস্বকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমহুচিন্তয়ন হে পার্থ ! তমেব
যাতিতি ॥ ৮

টিপ্পনী ।—সাতটি প্রহের উত্তর বলিয়া মরণকালে যোগবক্তিতার
যে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাহার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন ।—অভ্যাস
অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ, তরুণ
যোগদ্বারা যুক্ত চিত্ত অনন্তগামী হইলে সেই যোগী আদিত্যমণ্ডলমধ্যাবর্তী
পূর্ণ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮

অনুব্রূঃ ।—কবিঃ (সর্বজন্ম) পুরাণম্ (অনাদিসিদ্ধম্) অনু-
শাসিতারং (নিরন্তারম্) অণোঃ (নৃশ্চাৎ অপি) অণীয়াংসং (নৃশ্চতরং)
সর্বশ্চ ধাতারং (পোষকম্) অচিন্ত্যরূপং (মলীমসরোঃ মনোবুদ্ধ্যোঃ
অগোচরম্) মাদিত্যবর্ণম্ (আদিত্যবৎ স্বর্ণ-প্রকাশাস্বকং স্বরূপং) তমসঃ

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ১১

(প্রকৃতে:) পরস্তাৎ [বর্তমানং] পুরুষং প্ররাণকালে (মরণসময়ে)
ভক্ত্যা যুক্ত: [সন্] অচলেন (বিক্ষেপরহিতেন) মনসা যোগবলেন চ এব
ক্রবো: মধ্যে সম্যক্ (সুষুম্ণামার্গেণ) প্রাণম্ আবেশ্ত (সংস্থাপ্য) মঃ অহু-
স্বরেং স: তৎ পরং দিব্যং (জ্যোতির্ময়ং) পুরুষং (পরমাত্মস্বরূপম্)
উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২।১০

অনু ।—কবি (সৰ্বজ্ঞ) অনাদি, বিশ্বনিয়ন্তা, হৃদে
হৃদয়তর, সৰ্ববিধাতা, অচিন্ত্যরূপ (মলিন মন ও বুদ্ধির অগোচর) হৃদয়ের
ভাৱ অপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত এতাদৃশ পরম জ্যোতির্ময়
পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে যত্নাকালে ভক্তিযুক্ত অবিচলিত মানসে যিনি
জগৎকেন্দ্রের মধ্যে সুষুম্ণামার্গে প্রাণকে স্থাপনপূৰ্বক স্মরণ করেন, তিনি
সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ২।১০

স্বামী ।—পুনরপ্যাহুচিন্তনীয়ং * পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমতি
দ্বাভ্যাম্ । কবিং সৰ্বজ্ঞং সৰ্ববিজ্ঞানিস্থাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্ অহু-
শাসিতারং নিরন্তরম্ অণো: হৃদাদপ্যগীয়াসমভিহৃদম্ আকাশকালদিগ্-
ভ্যোহপ্যতিহৃদতরং সৰ্বশ্চ ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমহৃদাচিন্ত্যরূপং
মলীমসম্বোধনোবুদ্ধোরগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বৰ্ণ: স্বরূপং
যন্ত তৎ তমস: প্রকৃতে: পরস্তাবর্তমানং “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্য-
বৰ্ণং তমস: পরস্তাৎ” ইতি শ্রুতে: । সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যন্তিষ্ঠতি,
এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা
যোগহৃদস্বরেং ; মনোনৈশ্চল্যে হেতু: যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্ণামার্গেণ
ক্রবোধ্যে প্রাণমাবেশ্ত ইতি । স তৎ পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং
জ্ঞোতৃনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ২।১০

অস্বয়ঃ ।—বেদবিদঃ (বেদজ্ঞাঃ) যৎ অক্ষরঃ বদন্তি বীতরাগাঃ (আসক্তিহীনাঃ) যতয়ঃ (প্রযত্নবন্তঃ) যৎ বিশন্তি, যৎ [জাতুম্] ইচ্ছন্তঃ [গুরুকূলে] ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তৎ পদং (প্রাপ্যং বস্ত্র ব্রহ্মাখ্যং) তে (তুভ্যাং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রবক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি) ॥ ১১

অনু ।—বেদবিদগণ যাহাকে অক্ষর বলেন, আসক্তিহীন যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাকে জানিবার জন্য গুরুকূলে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আমি সেই প্রাপ্য বস্ত্র (পরব্রহ্ম) প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে বলিব ॥ ১১

স্বামী ।—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিঃশুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি । যদক্ষরং বেদান্তজ্ঞা বদন্তি, “এতন্ত বা অক্ষরন্ত প্রশাসনে গার্গি শ্রুত্যাচন্দ্রমসৌ বিধুর্তে” তিষ্ঠতঃ” ইতি শ্রুতে: । বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি যচ্চ জাতু-মিচ্ছন্তো গুরুকূলে ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি, তন্তে তুভ্যাং পঠতে গম্যত ইচ্চি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

টিপ্পনী ।—কোন নামবিশেষের উল্লেখ না থাকায় ধ্যানকালে যে কোন নাম দ্বারা ভগবানের স্মরণ করা যাইতে পারে ইহাই প্রতীত হয়, এইজন্য প্রণবের দ্বারাই ভগবানকে স্মরণ করা উচিত, ইহাই নিরামিত করার উপক্রম করিতেছেন । বেদবিদগণ যে অবিনাশী ওঙ্কারাখ্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা যে ব্রহ্মের একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া নৈষ্টিক-ব্রহ্মচারিগণ গুরুকুলবাস প্রভৃতি তপশ্চর্যা করিয়া থাকেন, সেই ওঙ্কারাখ্য গম্য বস্ত্র তোমার নিকট সরল ভাবে অথচ সংক্ষেপে বলিতেছি ; অতএব কিরূপে সেই অক্ষর পদার্থ আমি জানিতে পারিব, ইহা ভাবিয়া আকুল হইও না । পর শ্লোক হইতে যোগধারণার সহিত ওঙ্কার উপাসনা, তাহার ফল, তাহা হইতে মোক্ষ এবং তৎপথ এই সকল বিষয় অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত বিবৃত হইবে ॥ ১১

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মুক্ত্যাধায়াশ্রয়ঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুশ্রয়ন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—সর্বদ্বারাণি (সৰ্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মনঃ হৃদি নিরুধ্য (বিষয়শ্রবণমপি অকুর্কন্) মুক্তি (ক্রবোমধ্যে) প্রাণম্ আধায় যোগধারণাম্ অস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ সন্) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ অনুশ্রয়ন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি সঃ পরমাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং (মদগতিং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১২।১৩

অনু ।—সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় চিন্তা না করিয়া ক্রিয়মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক একাক্ষর ব্রহ্ম প্রতিপাদক ওঁ কার উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে শ্রবণ পূর্বক যিনি দেহত্যাগ করিয়া [দেবদানমার্গে] প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন ॥ ১২।১৩

স্বামী ।—প্রতিজ্ঞাতমুপায়ঃ সাক্ষমাং—সর্বেতি দ্বাভ্যাম্ । সৰ্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্কন্নি-
ত্যাৰ্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়শ্রবণমপ্যকুর্কন্নিত্যর্থঃ, মুক্তি ক্রবোমধ্যে প্রাণম্ আধায় যোগশ্চ ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ । ওমিতি ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেক ব্রহ্মবাচকত্বাদ্ভা ব্রহ্ম, প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীক-
• দ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরনুচ্চারয়ন্ তদ্ব্যচ্যক্ মামনুশ্রয়েৎ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষণেণ যাতি অর্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদগতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২।১৩

টিপ্পনী —পূর্বশ্লোকে প্রতিশ্রুত বিষয়ের নিরূপণ করিতেছেন ।

—পুনঃপুনঃ বিষয়দোষ দর্শন করত তাহাতে বিমূখীকৃত শ্রোতাদি ইন্দ্রিয়-

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং স্নলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

গগনদ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করিয়া, ষষ্ঠাধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে কথিত অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা হৃদয়দেশে মনকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য ভাবে স্থবস্থাপন করন্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রাণবায়ুকে ক্রমশঃ অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে। অনন্তর আত্মবিষয়ক সমাধিস্বরূপ যোগধারণা অবলম্বনে ও এই একটি মাত্র অক্ষর ব্রহ্মের অভিধায়ক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করত তদ্ব্যাপ্তি আমাকে চিন্তা করিলে মন্তকস্থ নাড়ীদ্বারা দেহত্যাগের সময়ে সেই ব্যক্তি প্রথমে দেবধানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তদ্ভোগা-বসানে মজ্জপা উৎকৃষ্টা গতি লাভ করিয়া থাকেন। একটি মাত্র অক্ষর বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা জপ করিতে কোনই কষ্ট নাই, প্রত্যুত অনা-ন্নাসেই জপ করা যাইতে পারে। অথবা “একাক্ষরং” এই পদটী “মাং” এই পদের বিশেষণ; তদ্বারা “প্রণব জপ করত এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, অক্ষর—অবিনাশী আমাকে চিন্তা করিয়া পরম গতি লাভ করে” এই অর্থ করা যাইতে পারে। পাতঞ্জলে “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাং” এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ভগবচ্চিন্তা দ্বারা সমাধি সিদ্ধ হয়, এখানে ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষই প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই বিরোধের সমাধান করিবার জন্য সরস্বতী মহোদয় অশ্রুবিধ অশ্রয় করিয়া শ্লোকের অর্থ করিয়া-ছেন যে, “ও” এই অক্ষর জপ করিয়া ভগবচ্চিন্তন দ্বারা আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ ধারণা আশ্রয় করিবেন।” এই অর্থে কোনই বিরোধ হয় না ॥ ১২। ১৩

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যঃ অনন্তচেতাঃ (একাগ্রচিত্তঃ) [সন্] নিত্যশঃ (প্রতিদিনং) সততং (নিরন্তরং) মাং স্মরতি, অহং নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতস্য) তস্য যোগিনঃ স্নলভঃ (স্নেহেন লভাঃ) [অস্মি] ॥ ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্ততম্ ।

নাশ্চ বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ ॥ ১৫

অনু ।—হে পার্থ ! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রত্যহ সৰ্বকণ
আমার শ্রবণ করেন, আমি সেই সমাহিত যোগীর অন্তর্যাসলভ্য ॥ ১৪

স্বামী ।—এবৎকালকালে ধারণয়া মংপ্রাপ্তিনিতিভ্যাস ব[শ]ত
এব ভবতি, নান্তশ্চেতি পূৰ্ব্বোক্তমেবাহুস্মারয়তি—অনন্তেতি । নান্ত্যন্ত-
• স্মিন্ চেত্তো যন্ত তৎপাদৃতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতি-
দিনং শ্রয়তি তন্ত নিত্যযুক্তস্ত সমাহিতস্তাহং সূত্রেণ লভ্যোহস্মি
নান্তশ্চেতি ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—যে ব্যক্তি এইরূপে প্রাণনিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া
ক্রমণ্যে প্রাণ স্থাপনপূর্বক মন্তকস্থ নাড়ী দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে
পারে না, তাহার কি হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ।—যে
ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমাকে নিরন্তর যত্নের সহিত ভজনা করেন, এবিধ
নিত্যযুক্ত যোগী আমাকে সহজেই পাইতে পারেন ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ।—মহাত্মানঃ (উক্তলক্ষণাঃ মন্তকাত্মাঃ) মাং উপেত্য
(প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ং (দুঃখপ্রায়ম্) অশাস্ততম্ (অনিত্যং) জন্ম ন
প্রাপ্নুবন্তি ; [যতঃ] [তে] পরমাং সংসিদ্ধিং (সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষং)
গতঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৫

অনু ।—পূৰ্ব্বোক্ত মন্তক মহাত্মারা আমার প্রাপ্ত হইয়া পুনরায়
দুঃখের আলয়স্বরূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কারণ তাঁহারা পরমা সিদ্ধি
(মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫

স্বামী ।—যতপোষং স্বং সুলভোহসি, ততঃ কিমত আহ—
বামিতি । উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মন্তকাত্মা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখপ্রায়মনিত্যক্
জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতন্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুন-
র্জন্মনৌ দুঃখানাকালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫

আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অশ্বয়ঃ । — হে অজ্জুন ! আব্রহ্মভুবনাং (ব্রহ্মলোকম্ অভিয্যাপ্য)
লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ (পুনরাবর্তনশীলাঃ) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় ! মাম্
উপেত্য (প্রাপ্য) [বর্তমানানাং জনানাং] পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অনু — হে অজ্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমুদয় লোক পুনরায়
জন্মিয়া থাকে ; পরন্তু হে কুন্তীনন্দন ! আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্ম
আর গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৬

স্বামী — এতদেব সর্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিঃ দর্শয়ন্ নির্দ্ধা-
রয়তি—আব্রহ্মভুবনাদিতি । ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তম-
ভিয্যাপ্য সর্বে লোকাঃ পুনরাবর্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্তাপি বিনাশিত্বাৎ,
তৎপ্রাপ্তানাং পুনঃপুনঃজ্ঞানানাং বশত্বেণ পুনর্জন্ম, যে এবং ক্রমমুক্তিকলাভি-
ক্লাপসনাভিঃ ব্রহ্মলোকঃ প্রাপ্তান্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ
মোক্ষো নান্তেষাম্ । তথাচ,—“ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসংগরে ।
পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” পরশ্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মবো-
হন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ, কৰ্ম্মদ্বারেণ যেবাং ব্রহ্মলোক-
প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্টিতিঃ । মামুপেত্য বর্তমানানাং
পুনর্জন্ম নান্ত্যেবেতি ॥ ১৬

টিপ্পনী । — পূর্বলোকে কথিত হইয়াছে যে, ভগবানকে যাহারা
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা পুনরায় সংসারে আগমন করেন না ; ইহা
যাহারা তদ্বিমুখ অসম্যকদর্শী যে পুনরাগমন করেন, তাহা অর্থলভ্য, ইহাই
বলিতেছেন । — ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক অর্থাৎ মন্দিমুখ অসম্যগ-
দর্শিগণের ভোগস্থান আবর্তনশীল, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার
আব পুনরাবৃত্তি হয় না । অজ্জুন ও কৌন্তেয় এই সোধনদ্বয়ে বলা

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রাস্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

হইল যে, তুমি স্বয়ং মহাত্মভব এবং তোমার মাতা কুলদেবীও মহাত্মভব-
সম্পন্ন, অতএব তুমি মদারাদনাধারা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে ॥ ১৬

অম্বয়ঃ ।—সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ ব্রহ্মণঃ যঃ অঃ (দিনং) [তথা]
সহস্রাস্তাং রাত্রিঞ্চ [যোগবলেন] যে বিদুঃ (জানন্তি) তে [এব]
[সর্বজ্ঞাঃ] জনাঃ অহোরাত্রবিদাঃ ॥ ১৭

অনু ।—দেবগণের চতুঃসহস্রযুগে ব্রহ্মার একটি দিন এবং দেব-
গণের চতুঃসহস্রযুগে ব্রহ্মার একটি রাত্রি হয় ; যাহারা [যোগবলে] ইহা
অবগত হইরাছেন, সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই প্রকৃত প্রস্তাবে
অহোরাত্রবেত্তা ॥ ১৭

‘স্বামী ।—নহু চ “তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগান্তিতিক্ষবঃ ।
ত্রৈলোক্যাশ্রোপরি স্থানং লভন্তে শোকবর্জিতম্ ॥” ইত্যাদিপুরাণবাক্য-
স্ত্রিলোক্যাঃ স কালান্মহলৌকাদীনামুৎকৃষ্টং গমাতে, বিনাশিত্বৈ চ সর্বৈবা-
মবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায় ইনিমিত্তো-
হসৌ বিশেষ ইত্যায়মেন স্বমানেন শতবধায়ুষো ব্রহ্মণোহহন্যহনি
ত্রিলোক্যা উপভূতিনিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িত্বান্ ব্রহ্মণো-
হহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি । সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোহহদসানং যন্ত
তদব্রহ্মণো যদহস্তদ্যে বিদুঃ, যুগসহস্রমন্তো যন্তাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন
যে বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদাঃ, যেযাস্ত কেবলং চন্দ্রাদিত্যগর্ত্যেব
জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাং । যুগশব্দেনাত্ত
চতুষুর্গমতিপ্রোক্তম্ “চতুষুর্গসহস্রস্ত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে” ইতি বিষ্ণু-
পুরাণোক্তেঃ । ব্রহ্মণ ইতি চ মহলৌকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থম্ । তদ্ব্যয়ঃ
• কালগণনাপ্রকারঃ—মহুর্বাণাঃ যদ্বর্ষঃ তদেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহো-

অব্যক্তাভ্যন্তরঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

রাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া ষাদশভিকর্ষসহস্রৈশ্চতুষ্টয়ং ভবতি চতুষ্টয়ং-
সহস্রত্বত্রকণো দিনঃ তাবৎ পরিমাণেব রাজিগ্ণাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষ-
মাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—“ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক পুনর্বার আবর্তন
করে, কেন না তাহারা কালপরিচ্ছিন্ন” ইহাই এই ব্রহ্মলোকের প্রতিপাদ্য
বিষয় । মনুষ্য পরিমাণে চার হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং রাজিও
তৎপরিমাণ ; ইহা ঐহারা জ্ঞাত আছেন, তাহারাই দিবারাত্রি জ্ঞানে
পটু যোগী ; ঐহারা সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন দ্বারা দিবারাত্রি বিভাগ
করেন, তাহারা অল্পদর্শী ও বাস্তবিক অহোরাত্রি বিষয়ে অজ্ঞান ॥ ১৭

অনুয়ঃ ।—অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিবসশ্রোপক্রমে) অব্যক্তাৎ
(কারণরূপাৎ) সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (চরাচরাণি ভূতানি) প্রভবন্তি (প্রোদ-
র্ভবন্তি), রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মণঃ শয়নে) তত্রৈব (তন্মিলেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে
(কারণরূপে) প্রলীয়ন্তে (প্রলয়ং যান্তি) ॥ ১৮

অনু ।—ব্রহ্মার দিবসসমাগমে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে চরাচর
ভূতগণ প্রোদ্বৃত্ত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মার রাজি উপস্থিত হইলে সেই
কারণ-রূপ অব্যক্তেই তাহারা বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

স্বামী —ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিত্যাदि । কার্যাত্মাব্যক্ত-
রূপং কারণাত্মকং তদাব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যক্তন্তে অভিব্যক্তান্ত ইতি
ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি, তানি ভূতানি প্রোদ্বর্তবন্তি ; কদা ? অহরাগমে
ব্রহ্মণো দিবসশ্রোপক্রমে, তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মশয়নে তন্মিলেবাব্যক্ত-
সংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি । যদা তেহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধী-
য়তে, কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্কিহৃত্যাক্

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১০

আগমে অব্যাক্তাব্যাক্তঃ প্রভবন্তি, যাক্ষ রাত্রিঃ বিদুস্তস্তা রাত্রেয়াগমে প্রলীয়ন্ত ইতি ঘোরোদঘর্ষঃ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—পূর্বোক্ত অহোরাত্র ঘারা পক্ষ এবং মাসাদির নিরূপণে পূর্ব একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমাযু ইহা প্রতিতে নির্দিষ্ট আছে । এইজন্য কালাবচ্ছিন্ন, অতএব, তল্লোক হইতে জীবগণের পুনরাবর্তন যুক্তিসঙ্গত । যাহারা তাহার অর্ক্যাতীন অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী, তাহাদের ব্রহ্মার এক-দিনমাত্র আয়ু; অতএব তত্তৎলোক হইতে যে পুনরাবর্তন হইবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? এই লোকে দৈনন্দিন প্রলয়ের কথাই বলা হইতেছে, দৈনন্দিন প্রলয়ে আকাশাদি নিত্যপদার্থ বর্তমান থাকে, অতএব এখানে অব্যাক্তশব্দে অব্যাক্তত অবস্থা লক্ষিত নহে, কিন্তু ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাই অভিপ্রেত ; অব্যাক্তশব্দে নিদ্রিত প্রজাপতি । শ্লোকার্থ ।—অহরাগমে অর্থাৎ নিদ্রিত প্রজাপতির জাগরণ সময়ে অব্যাক্ত হইতে ব্যক্ত শরীর-বিষয়াদিরূপ ভোগস্থান সকল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কার্যাক্ষমরূপে অভিব্যক্ত হয় । রাত্রির আগমে—ব্রহ্মার নিদ্রাসময়ে যাহা হইতে আবির্ভূত সেই অব্যাক্তসংজ্ঞকে নিদ্রিত প্রজাপতিতে বিলীন হয় ॥ ১৮

অনুয়ঃ ।—হে পার্থ [যঃ প্রাগাসীৎ] অন্তঃ . স এব ভূতগ্রামঃ (চরাচরপ্রাণিসমূহঃ) অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিনস্ত আগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণো রাত্রেঃ আগমে) প্রলীয়তে [পুনরপি অহরাগমে] অবশঃ (কর্মাদিপন্নতন্ত্রঃ) [সন্] প্রভবতি (জায়তে) ॥ ১০

অনু ।—হে পার্থ ! [পূর্বকল্পে যে প্রাণিসমূহ বর্তমান ছিল] সেই ভূতগণই ব্রহ্মার দিবসাগমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয়া যায় ; পুনরায় তাহারা দিবসাগমে স্ব স্ব কর্মাদি-পন্নতন্ত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১০

পরন্তুস্মাতু ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সৰ্বেষু ভূতেষু নশ্চাংশু ন বিনশ্চতি ॥ ২০

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ । ,

যং প্রাপ্য ন নিবৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

স্বামী ।—তত্ত্ব ৫ কৃতনাশাক্রতাভাগমশকাং বারহন্ বৈরাগ্যার্থং
সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্রাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি । ভূতানাং চরাচর-
প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ যঃ প্রাগাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাজেরা-
গমে প্রলীয়তে ; প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেহবশঃ কৰ্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভ-
বতি নান্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১২

অম্বয়ঃ ।—তু (কিস্ত) তস্মাৎ (চরাচরকারণভূতাৎ) ব্যক্তাৎ পরঃ
(তস্মাপি কারণভূতঃ) অত্রঃ (তদ্বিলক্ষণঃ) অব্যক্তঃ (চক্ষুরাণ্ডগোচরঃ)
সনাতনঃ (অনাদিঃ) যঃ ভাবঃ (পরব্রহ্মাধাঃ) [বিজ্ঞতে] যঃ সৰ্বেষু
(কার্য্যাকারণলক্ষণেষু) ভূতেষু নশ্চাংশু ন বিনশ্চতি ॥ ২০

অনু ।—পরন্তু সেই চরাচরের কারণস্বরূপ সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহারও কারণভূত অত্র যে ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত অনাদি
ভাব (পরব্রহ্ম) বিজ্ঞমান আছেন, সমস্ত ভূত নষ্ট হইলেও তাঁহারা বিনষ্ট
হন না ॥ ২০

স্বামী ।—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্ত নিত্যত্বং
প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্ব্যভ্যাম্ । তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরন্তু-
স্মাপি কারণভূতো যোহন্তুস্তদক্ষিণোপহব্যক্তেচক্ষুরাণ্ডগোচরো ভাবঃ সনা-
তনোহনাদিঃ, স তু সৰ্বেষু কার্য্যাকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্চাংশপি ন
বিনশ্চতি ॥ ২০

অম্বয়ঃ ।—[যঃ] অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) অক্ষরঃ (প্রবেশনাশশূন্যঃ)
ইতি উক্তঃ তং পরমাং গতিং (গম্যং পুরুষার্থম্) আহঃ, যং (ভাবং)
প্রাপ্য ন নিবৰ্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম (স্বরূপম্) ॥ ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যা ।

যস্ত্রান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২

অনু ।—যাহা অতীন্দ্রিয় এবং অব্যয়ভাবে বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাকেই পরমা গতি অর্থাৎ প্রাপ্য পুরুষার্থ যলা যায় ; যাহাকে পাইলে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম (স্বরূপ) ॥ ২১

স্বামী ।—অবিনাশে প্রমাণঃ দর্শয়ন্তাহ—অব্যক্ত ইতি । যো ভাবোহব্যক্তোহতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা “অক্ষরাং সম্ব-
তীহ বিশ্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যঃ ইত্যুক্তং, তং পরমাং গতিং গম্যং পুরু-
ষার্থমাহঃ—“পুরুষায় পরং কিঞ্চিদ সা কঠা যা পরা গতিঃ” ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ ।
পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্তন্ত ইতি । তচ্চ মমৈব ধাম
স্বরূপম্ । মমেতুপচারে যজী রাগো শির ইতিবৎ । অতোহহমেব পরমা
গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১

টিপ্পনী ।—অবশ্যভাবে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখাইয়া
ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীর্থ লোকই যে পুনরাবর্তনশীল তাহা নির্ণীত হইল ।
ইদানীং ভগবানকে পাইয়া যে পুনর্বার জন্ম হয় না, তাহাই ব্রহ্মলোকে
বিবৃত করিতেছেন । স্থূল প্রপঞ্চের কারণ হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্তের ইতর
এবং তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বিলক্ষণ, রূপাদির অভাব নিবন্ধন চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে ভাব সমস্ত পদার্থে সঙ্গ্রহে অন্তর্গত আছে ; যাহা
হিরণ্যগর্ভাদির দ্বারা সমগ্র প্রাণিবর্গের উৎপত্তিতে উৎপন্ন হয় না এবং
তাহাদের বিনাশেও বিনষ্ট হয় না ; যাহাকে অব্যক্ত এবং অক্ষরাদি পদ-
দ্বারা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে
আগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ ॥ ২০।২১

• • অম্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! ভূতানি যস্ত্র অন্তঃস্থানি (মধ্যস্থিতানি)

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিধৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

যেন চ [কারণভূতেন] ইদং সর্বং ততং (ব্যাপ্তং) সঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) পুরুষঃ (অহম্) অনন্তয়া (একাগ্রয়া) ভক্ত্যা লভ্যঃ (প্রাপ্যঃ) ॥ ২২

অনু ।—হে পার্থ ! ভূতগণ বাহাতে অবস্থিত আছে এবং যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পরম পুরুষস্বরূপ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য ॥ ২২

স্বামী ।—তৎপ্রাপ্তো চ ভক্তিরন্ত্রবোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি । স চাহং পরঃ পুরুষোহনন্তর্য্য ন বিজ্ঞতেহন্ত্রঃ শরণম্বেন যন্তা-ন্তরা একান্তভক্ত্যেব লভ্যো নান্তথা, পরমমেবাহ যন্ত কারণভূতস্তাস্তস্মদ্যো-ভূতানি স্থিতানি; যেন চ কারণভূতেন ইদং সর্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২

অনুয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! যত্র কালে প্রয়াতা যোগিনঃ অনাবৃত্তিঃ যাস্তি [যস্মিন্ কালে প্রয়াতাঃ] আবৃত্তিঃ চ যাস্তি, তং কালং বক্ষ্যামি ॥ ২৩

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে কালে (কালাভিমানিনী দেবতা-গণের উপলক্ষিত পথে) প্রয়াণ করিয়া যোগিগণ সংসারে অপুনরাগমন এবং যে কালে প্রয়াণ করিয়া পুনরাগমন করেন, সে কালের বিষয় বলিব ॥ ২৩

স্বামী ।—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্তন্তে কেন বা গতাচাবর্তন্ত ইত্যু-পেক্ষায়ামাহ—যজ্ঞেতি । যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিঃ যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ । অত্র চ রশ্ম্যাহুসারী অভ্জারনেনপি দক্ষিণ ইতি: সূচিভৃশ্মায়েনোভয়ানাদিকালবিশেষমরণস্ত দ্বিবিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালভিমানিনীভিন্নাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে । অভ্যাহুসারঃ—যস্মিন্ কালভিমানিদেবতাপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিনঃ

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যগ্নাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

উপাসৃকাঃ কশ্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ বাস্তি, তং কালাভিমানি-
দেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি । অগ্নির্জ্যোতিষাঃ কালাভিমানি-
স্বাভাবেহপি ভূম্যসামহরাদিশকোক্তানাং কালাভিমুনিহাং, তৎসাহচর্যা-
দাত্মবণমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩

অঙ্কয়ঃ ।—অগ্নির্জ্যোতিঃ (ঋতুক্তা অর্চিরভিমানিনী দেবতা)
অহঃ (দিবসভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা)
উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণরূপাঃ) যগ্নাসাঃ (উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা)
[এবভূতো যো মার্গঃ] তত্র (মার্গে) প্রয়াতাঃ (গতাঃ) ব্রহ্মবিদঃ (ভগ-
বদুপাসকাঃ) জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৪

অনু ।—অগ্নি ও জ্যোতিঃ অর্থাৎ ঋতুক্ত তেজের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা, অহঃ অর্থাৎ দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণ
ছয়মাস অর্থাৎ উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইত্যাদি আতিবাহিকী
দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে ব্রহ্মবিদগণ দেহান্তে ক্রমশঃ গমন করিতে
করিতে অবশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

স্বামী ।—তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি । অগ্নির্জ্যোতিঃ-
শব্দান্ত্যাং “তেহর্চিবমভিসম্ভবাস্ত” ইতি ঋতুক্তাঅর্চিরভিমানিনী দেবতোপ-
লক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্ত-
রায়ণরূপাঃ যগ্নাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চাত্ম্যসামপি ঋতুক্তানাং
সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্, এবভূতো যো মার্গস্তত্র
প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি যতন্তে ব্রহ্মবিদঃ । ঋতিঃ,
—“তেহর্চিবমভি সম্ভবন্তি অর্চিবোহহরহু আপূর্য্যামণপক্ষমাপূর্য্যামণ-
পূক্ষাদুমান্ যগ্নাসাহুদঙ্‌ডাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্” ইতি ।

ধূমো রাজ্জিস্তৃথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

ন হি সত্তো মুক্তিভাজাং সমাগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিৰ্কা কচিদস্তু, 'ন তত্ত
প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি শ্রুতে: ॥ ২৪

অস্ময়ঃ ।—ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাজ্জিঃ (রাজ্যভিমানিনী
দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ
(দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ তদভিমানিনী দেবতা) [এতাভিঃ দেবতাভি-
রূপলক্ষিতো যো মার্গঃ] তত্র (মার্গে) [প্রয়াতঃ] যোগী (কৰ্মযোগী
চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতঃ স্বর্গলোকং) প্রাপ্য [তত্র ইষ্ট্যাপূৰ্ণক-
ৰ্মফলং ভুক্ত্বা] নিবর্ততে (পুনরাবর্ততে) ॥ ২৫

অনু ।—ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাজ্জির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কৃষ্ণ-
পক্ষ দেবতা এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইত্যাদি
আতিবাহিকী দেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিতে, করিতে
কৰ্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া [তথায় ইষ্ট্যাপূৰ্ণ
কৰ্মের ফল ভোগান্তে] পুনরাবর্তিত হন ॥ ২৫

স্বামী ।—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি । ধূমাভিমানিনী দেবতা
রাজ্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ববদেব রাজ্জিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিনীভিঃ
দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দেবতাভিরূপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ
কৰ্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃতদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রৈষ্ট্যাপূৰ্ণ-
কৰ্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ততে, অত্রাপি শ্রুতিঃ—“তে ধূমভিসম্ভবন্তি,
ধূমাদ্রাজ্জিঃ রাজেরপক্ষীরমাণপক্ষমপক্ষীরমানপক্ষাদযান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণা-
দিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাং চান্দ্রং তে চান্দ্রং প্রাপ্য অস্ম-
ভবন্তি” ইত্যাদি । তদেবং নিবৃত্তিকৰ্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ কাম্য-
কৰ্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ নিষিদ্ধকৰ্মভিস্ত নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ
সূত্রকৰ্মণাস্ত জনানান্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মোতি ব্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫

শুক্রকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাস্ত্রে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্ত্রয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

নৈতে স্ত্রী পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশচন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—জগতঃ (জ্ঞানকর্মাধিকারিণো জীবন্ত) শুক্রকৃষ্ণে (শুক্রা অর্চিরাদিগতিঃ কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ) এতে দ্বিবিধে (গতী মার্গৌ) শাস্ত্রে (অনাদী) মতে (সম্মতে); [তয়োঃ মধ্যে] একয়া (শুক্রা গত্যা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষং) যতি, অত্রয়া (কৃষ্ণা গত্যা) পুনঃ আবর্ততে ॥ ২৬

অনু ।—জগতের অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মাধিকারী জীবের শুক্রা কৃষ্ণা এই দ্বিবিধ গতি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে প্রথমটির দ্বারা অমাবৃত্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরটি দ্বারা সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় ॥ ২৬

স্বামী ।—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্রতি । শুক্রাচ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্মাধিকারিণো জগতঃ শাস্ত্রে অনাদী সম্মতে সংসারস্থানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্রয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যতি, অত্রয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ততে ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ! এতে (মোক্ষসংসার-প্রাপকৌ) গতী (মার্গৌ) জানন্ পশন্ কশচন (কশ্চিদপি) যোগী ন মুহুতি; তস্মাৎ হে অর্জুন! [তং] সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব ॥ ২৭

অনু ।—হে পার্থ! মোক্ষ ও সংসার-সাধক এই দ্বিবিধ মার্গ অবগত হইয়া কোন যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না; অতএব হে অর্জুন! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও ॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিক্তম্ ।

অত্যেতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা,

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীমত্তগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানায়

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অধ্যায়-

যোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

স্বামী ।—মার্গজ্ঞানফলঃ দর্শয়ন্ ভক্তিয়োগমুপসংহরতি—নৈতে
ইতি । এতে সৃতি মার্গো, হে পার্থ ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জ্ঞানন্
কশ্চিদপি যোগী ন মুহতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু
পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং
[শাস্ত্রেষু] প্রদিক্তম্ (উপদিক্তম্) ইদম্ (অষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং)
বিদিত্বা [ততশ্চ জ্ঞানী ভূত্বা] যোগী তৎ সৰ্বম্ অত্যেতি (অতিক্রামতি),
[ততশ্চ] আত্মং (জগন্মূলভূতং) পরম্ (উৎকৃষ্টং) স্থানং (বিষ্ণোঃ পরং
পদং মোক্ষাধ্যম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) চ ॥ ২৮

অনু ।—বেদে, যজ্ঞে, তপস্তায় এবং দানে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে
উপদিক্ত হইরাছে, এই অষ্টপ্রশ্ননির্ণয়ে মহত্ব তত্ত্ব অবগত হইয়া যে যোগী
তৎসমস্তই অতিক্রম করেন, অর্থাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বৌগৈর্ষধ্য প্রাপ্ত হইন ;
অনন্তর জ্ঞানী হইয়া জগতের মূলভূত পরমপদ (বিষ্ণুপদ) প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

স্বামী ।—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ঃ সফলমুপসংহরতি—বেদে-
ষিতি । বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অহুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কাত্ম-

শোষণাদিভিঃ, দানেষু সংপাত্রেহর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু
তৎসৰ্গমভ্যোতি, ততোহপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্নোতি । কিং কৃষা ?
ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা ততশ্চ যোগী জ্ঞানী কৃষা পরমুৎ-
কৃষ্টম্-আত্মং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেহষ্টবিশিষ্টেষ্টসংস্পৃষ্টার্থবিনির্ণয়ৈঃ ।

অক্লিষ্টমষ্টধাপ্রাপ্তিঃ স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবঞ্চনা ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকায়ামষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

টিপ্পনী ।—সমিৎপাণি হইয়া গুরুর নিকট গমন করত বেদ
অধ্যয়ন করিলে, শ্রদ্ধাভাসারে সান্নোপাঙ্গ যজ্ঞাহুষ্ঠান করিলে, শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক
মন বুদ্ধি প্রভৃতি একাগ্র করিয়া তপশ্চর্যা করিলে, তুলাপুরুষাদিতে দেশ,
কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিলে যে সকল পুণ্যফল উপদিষ্ট
আছে, পূৰ্ব্বোক্ত অষ্টপ্রশ্ন নিরূপণদ্বারা কথিত বিষয় সকল সম্যকরূপে
জানিঙ্গী এবং অহুষ্ঠান করিয়া যোগী তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়া ভগবানের
সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করেন । এই অধ্যায়ে ধ্যেয়রূপে ‘তৎ’পদার্থ
নিরূপিত হইল ॥ ২৮

ইতি অষ্টম অধ্যায়ঃ ॥ ৮

নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদম্ভু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১

অনুয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—ইদং গুহ্যতমম্ (অতিরহস্তং)
বিজ্ঞানসহিতং (বিজ্ঞানম্ উপাসনং তৎসহিতং) জ্ঞানম্ (ঈশ্বরবিষয়ম্)
অননুয়বে (দোষদৃষ্টিরহিতায়) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি)
যৎ জ্ঞাত্বা শুভাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুমি অনুর্য্যাবিহীন, এজ্ঞাত্ব এই
অতিরহস্ত উপাসনা সহিত পরমাত্মজ্ঞান তোমায় কহিতেছি ; যাহা জ্ঞাত
হইলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১

স্বামী ।—পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে । নবমে
তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে ॥ এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীর-
পরমেশ্বরতত্ত্বং ভট্টোব স্থলভং, নাগ্নথেষ্টাঙ্কমিদানীমচিস্ত্যং স্বকীরমৈশ্বর্য্যং
ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িত্বান্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদম্ভুতি ।
বিশেষণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়-
মিদং তু তেহননুয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরম-
কারুনিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি । তুশব্দো বৈশিষ্ট্যো ।
তদেবা—গুহ্যতমমিত্যাদিনা । গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যাতি-
রিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোহপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্তস্বাদ্গুহ্যতমং,
যজ্ঞজ্ঞাত্বাশুভাৎ সংসারবন্ধান্নোক্ষ্যসে সত্ত্ব এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১ •

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং স্নাত্বং কৰ্ত্তব্যমব্যয়ম্ ॥ ২

শিষ্টাণী ।—পূর্বাধ্যায়ের মন্তকস্থ নাড়ীদ্বারা হৃদয়, কণ্ঠ ও ক্রমধা-
প্রদেশে প্রাণধারণা করিয়া যোগাস্থানপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত
করিয়া স্বেচ্ছায় যুহাদের প্রাণ বহির্গত হয়, তাহারা অর্চিরাদি পথে ব্রহ্ম
লোক গমন করিয়া সম্যক্জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কল্পান্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ক্রমমুক্তি
লাভ করে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপর “এইরূপেই মুক্তি হয়, অন্য
প্রকারে নহে” এই আশঙ্কা করিয়া “অনন্তচেতাঃ সত্যতঃ” (৮ম ১৪শ)
ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ভগবন্তস্বজ্ঞান জন্মিলে সাক্ষাৎ মোক্ষ
প্রাপ্তি হয়। ভগবন্তস্ববিজ্ঞানেই প্রতি আবার অনন্তভক্তিই যে কারণ,
তাহা “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ” (৮ম ২২শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন।
ইদানীং পূর্বোক্ত যোগধারণাপূর্বক প্রাণত্যাগ এবং অর্চিরাদি পথে
গমন কালবিলম্বসহ ও ক্লেশকর বলিয়া তদ্ব্যতিরেকেও সাক্ষাৎ মোক্ষ
সাহায্যে হইতে পারে, তজ্জন্ত ভগবন্তভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞের বিশেষ বোধের
জন্ত নবম অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্মের স্বরূপ
নির্দেশ করিয়া ধ্যাননিষ্ঠের গতি বলা হইয়াছে, নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ-
দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠের গতি বলা হইতেছে—পূর্বে বহুবার বলিয়াছি, পরে
বলা হইবে এবং ইদানীংও তোমাকে আমি বলিতেছি যে, এই ব্রহ্মবিষয়ক
জ্ঞান, জানিতে পারিলে তুমি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।
ইহা সূত্রিশর গোপনীয়, কারণ ইহাতে ব্রহ্মাত্মব হইয়া থাকে; তথাপি
আমি তোমাকে ইহা বলিতেছি, কারণ তুমি অহমশূন্য, অতএব
শিবের উপযুক্ত ॥ ১

১০১ অষ্টমঃ—ইদং (জ্ঞানং) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজাঃ) রাজগুহ্যং
(জ্ঞানান্য রাজাঃ) [বিদ্যানু গোপ্যম্ চ অত্রিহত্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ]

উত্তমং পবিত্রম্ (অত্যন্তপাবনং) [জ্ঞানিনাং] প্রত্যাক্কাবগমঃ (দৃষ্টকলং)
ধৰ্ম্মাঃ (ধৰ্ম্মাদনপেতং) কর্তুং সুসুখং (সুখেন কর্তুং শক্যম্) অব্যয়ঞ্চ ॥ ২

অনু ।—এই জ্ঞান রাজবিজ্ঞা অর্থাৎ বিজ্ঞানসমূহের রাজা এবং রাজ-
গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় বিজ্ঞার মধ্যে গোপনীয়তম, পরম পবিত্র, প্রত্যাক-
ফলপ্রদ, ধর্ম্মসঙ্গত, সুখসম্পাদ্য ও অব্যয় ॥ ২

স্বামী ।—কিঞ্চ রাজবিজ্ঞেতি । ইদং জ্ঞানং রাজবিজ্ঞা বিজ্ঞানং
রাজা, গুহ্যানাঞ্চ রাজা রাজগুহ্যং বিজ্ঞানং গোপ্যেযু চাতিরহস্তং শ্রেষ্ঠ-
মিত্যর্থঃ । রাজদস্তাদিভ্যাপসঙ্জনশ্চাপি পরমম্ । রাজ্ঞাঃ “বিজ্ঞা রাজ্ঞাং
গুহ্যমিতি বা । উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যাক্কাবগমঞ্চ
প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোহবগমো বোধো যন্ত তৎপ্রত্যাক্কাবগমং দৃষ্টকলম্ ইত্যর্থঃ,
ধৰ্ম্মাঃ ধৰ্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসৰ্ব্বধৰ্ম্মফলদাং, কর্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্তুং
শক্যমিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলদাং ॥ ২

টিপ্পনী ।—ঈদৃশ জ্ঞানের প্রতি আশ্রয়শেষ উৎপাদনের জন্য
পুনর্বার তাহার প্রশংসা করিতেছেন ।—এই জ্ঞান সমস্ত অবিজ্ঞার নাশক
বলিয়া বিজ্ঞার রাজা স্বরূপ এবং গোপনীয় যাবতীর বিষয়ের মধ্যে ইহাই
অত্যন্ত গোপনীয়, যে হেতু অনেক জন্মের অমুষ্টিত স্মৃতিবশেই ইহা
পাওয়া যায় বলিয়া বহুলোকেই অজ্ঞাত । ইহা অতস্ত্য পবিত্র ; কারণ
প্রায়শ্চিত্তাদিতে কোন একটি পাপই নিবৃত্ত হয় এবং নিবৃত্ত হইয়া সেই
পাপ কারণে সৃষ্ট অবস্থার থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না ; যে
হেতু সেই পাপের পুনরায় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই জ্ঞান সহস্র
সহস্র জন্মশক্তি স্থূল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যাবতীর পাপের এবং তাহার
কারণ অবিজ্ঞার সত্তাই উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে ; অতএর অতিশয়
পবিত্র । ইহার স্বরূপ ও ফল এতদূরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এইজন্য অতীন্দ্রিয়
ধর্ম্মাদির জ্ঞান ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; যে হেতু ধর্ম্মও অতীন্দ্রিয়,
এবং তৎফলও অতীন্দ্রিয় ; কিন্তু এই জ্ঞান প্রত্যাক্কাবগমসিদ্ধ, ইহার ফলও

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মশাস্ত্র পরম্পর ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনি ॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪

প্রত্যক্ষতঃ প্রাপ্ত ইওঁয়া যায় । ইহা অনেক জন্মসঞ্চিত ধর্মের ফল হইলেও কষ্টসাধ্য নহে ; আর অনায়াস সাধ্য বলিয়া লঘু ফল নহে, যেহেতু এই জ্ঞান অব্যয় অর্থাৎ ইহার ফল অবিনাশী, অকৃত্রিম বাবতীয় কর্মের ফলই বিনাশশীল, এই সমস্ত কারণে এই জ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট ॥ ২

অনুয়ঃ ।—হে পরম্পর ! অশ্রদ্ধাধানাঃ (আন্তিকোন অস্বীকৃত্যন্তঃ) পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবন্ধনি (মৃত্যুসংসারপথে) নিবর্তন্তে (পরিলম্বন্তি) ॥ ৩

অনু ।—হে পরম্পর ! যাগরা এই কর্মে অশ্রদ্ধা করে, তাহারাই আমায় না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার-পথে পরিলম্বন করে ॥ ৩

স্বামী ।—নন্থেবমপ্যতিশ্রুত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্নাত্তজাহ— অশ্রদ্ধধানা ইতি । অশ্রদ্ধাভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণশ্রদ্ধাশ্রুতি কর্মণি যদী । ইমং ধর্মশ্রদ্ধধানাঃ আন্তিকোনাস্বীকৃত্যন্তঃ উপায়ান্তরৈঃ মংপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবন্ধনি নিবর্তন্তে মৃত্যুযাগে সংসারমার্গে পরিলম্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩

অনুয়ঃ ।—অব্যক্তমূর্তিনা (অতীন্দ্রিয়স্বরূপেণ) ময়া ইদং সর্বং জগৎ ততঃ (ব্যাপ্তং) সর্বভূতানি (চরাচরাণি) মংস্থানি (যস্মি স্থিতানি) অহং চ তেষু (ভূতেষু) ন অবস্থিতঃ ॥ ৪

অনু ।—আমি অতীন্দ্রিয়-স্বরূপে এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিনী অবস্থিত আছি ; চরাচর ভূতগণ আমাতেই অবস্থিত আছে ; কিন্তু আমি [আকাশবৎ অসঙ্গ বলিয়া] তৎসমূহে অবস্থিত নহি ॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো নমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

স্বামী ।—তদেবং বক্তব্যভয়া প্রস্তুতস্ত জ্ঞানস্ত স্তুত্যা প্রোক্তার-
মভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি—ঘাতিয়াম্ । অব্যক্তা অতী-
ন্দ্রিয়া যুক্তিঃ স্বরূপং যন্ত তাগশেন ময়া কারণভূতেন সূক্ষ্মমিদং জগৎ তত্তৎ
ব্যাপ্তং “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে
মহি তিষ্ঠতীতি গৎস্থানি সপাণি ভূতানি চরাচরাণি, এবমুপি ঘটাদিষু
স্বকার্যেষু যুক্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ প্রকাশবদসঙ্কতঃ ॥ ৪

টিপ্পনী ।—পূৰ্ব্বপ্রতিশ্রুত বক্তব্য জ্ঞানের বিধিমূলে ও নিষেধমুখে
প্রাণসা করিয়া অৰ্জুনকে তদ্বিষয়ে একাগ্র করত ভগবান্ পুনর্বার
বলিতেছেন—

যেমন রজ্জুজ্ঞানদ্বারা তদজ্ঞানকল্পিত সর্পদারণা পরিব্যাপ্ত থাকে,
সেইরূপ এই জগৎ অর্থাৎ সমস্ত ভূতভৌতিক এবং তৎকারণরূপ সমস্ত
দৃশ্য পদার্থ মদজ্ঞানকল্পিত হইয়া আমার পরমার্থসত্ত্বাবশতঃ সঙ্কপে এবং
স্কুরণ রূপে আমা দ্বারা পরিব্যাপ্ত । যদি বল “তুমি পরিচ্ছিন্ন, অতএব
তোমা দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত কিরূপে হইল এবং প্রত্যক্ষের তাহা
দেখিতেছি না” তদ্বত্তরে বলিতেছেন ।—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ,
সদানন্দযুক্তিদ্বারা আমি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছি, এই দৃশ্যমান দেহ-
দ্বারা নহে । এইজন্তই ভূতসমূহ সঙ্কপে স্কুরিত হইতেছে, বস্তুতঃ ভূতসমূহে
আমি অবস্থিত নহি; কারণ কল্পিত ও অকল্পিত বস্তুদ্বয় একত্র থাকিতে
পারে না ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—ভূতানি [মম অসংকতঃ] ন চ মৎস্থানি (মহি
স্থিতানি) ; মে (মম) ঐশ্বরম্ (অসাধারণঃ) যোগঃ (যুক্তিঃ) পশ্য
মম আত্মা ভূতভূম (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) [অপি]
ভূতভূমঃ ন [ভবতি] ॥ ৫

যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সৰ্ব্বত্রগো মহান্ ।

তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৬

অনু ।—ভূতগণ [আমি নিঃসঙ্গ বলিয়া] আমাতে অবস্থিত
নহে ; আমার ঐশ্বরিক অসাধারণ যোগ (অঘটন ঘটনাচাতুৰ্য্য) অব-
লোকন কর । আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ করিয়া আছে, ভূতগণকে
পোষণও করিতেছে,—কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে ॥ ৫

স্বামী ।—কিঞ্চ ন চেতি । ন চ যস্মি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গ-
ত্বাদেব মম, নহু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
পশুতি । ঐশ্বর্যমসাধারণং যোগঃ যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুৰ্য্যমিদং পশু
মদীয়যোগমায়াবৈভবশ্রাবিতক্যুদ্বাদ্ধ কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । অন্তদপ্যাশ্চর্য্যং
পশুত্যাহ— ভূতেতি । ভূতানি বিভাস্তি ধারয়তীতি ভূতভূৎ, ভূতানি
ভাবয়ন্তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ এবম্ভূতোহপি মমাত্মা পরং অরূপং
ভূতস্থো ন ভবতীতি । অয়ং ভাবঃ—যথা জীবো দেহং বিদ্রং পালয়ন্ত্যাহ-
কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়মপি ন তেষু
তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫

টিপ্পনী —হে অৰ্জুন ! সূর্য্যদেব আকাশে থাকিলেও যেমন
“জলের মধ্যে সূর্য্য” এই প্রতীতিদ্বারা সূর্য্যের জলবৃত্তি কল্পিত হয়, বস্তুতঃ
তাহাতে জলবৃত্তি থাকে না, সেইরূপ এই জগৎ আমাতে কল্পিত হইলেও
বস্তুতঃ আমাতে তাহার বর্তমান নহে । তুমি প্রাকৃত যজ্ঞবাবুজি
পরিভ্রমণ করিয়া আমার অঘটনঘটনপটু ঐশ্বরিক প্রভাব অবলোকন
করিলে ইহার যথার্থ্য অহুভব করিতে পারিবে । আমি যাবতীয় কার্য্যের
ভরণ, পোষণ ও উৎপাদন করিলেও বস্তুতঃ ভূতসম্বন্ধী নহি ; যে হেতু
আমি সচ্চিদানন্দঘন, অদ্বিতীয় ও সঙ্গরহিত ॥ ৫

অনুব্রয়ঃ ।—বায়ুঃ নিত্যং (বদা) সৰ্ব্বত্রগঃ [অপি] মহান্

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

[অপি] যথা আকাশস্থিতঃ [তথাপি আকাশেন ন সংশ্লিষ্যতে] তথা সর্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি) মংস্থানি (মায়ে স্থিতানি) ইতি উপধায় (জানীহি) ॥ ৬

অনু ।—যেমন বায়ু সর্বদা সর্বত্রগামী এবং মহান্ৰণ বটে ; কিন্তু তাহা যেমন আকাশে অবস্থিত [তথাপি আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে] সেইরূপ নিম্নলি ভূতগণ আমাতে অবস্থিত,—ইহা জানিবে ॥ ৬

স্বামী ।—অসংশ্লিষ্টয়োৰূপাধারাধেয়ভাবঃ দৃষ্টাচ্ছেদনাহ—যথেন্তি । অবকাশঃ বিনা অবস্থারূপপ্তেন্তিভ্যাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোহপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিম্নবয়বত্বেন সংশ্লেষাধোগাৎ, তথা সর্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬

অম্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্বভূতানি মামিকাম্ (মদীয়াং) প্রকৃতিং যান্তি (ত্রিগুণাত্মিকায়াম্মায়াং লীয়েন্তে) পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) অহং তানি বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি) ॥ ৭

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! প্রলয়কালে সমস্ত ভূতগণ আমার ত্রিগুণময়ী মায়াতে লীন হয় ; সৃষ্টিকালে আমি পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৭

স্বামী ।—তদেবমসঙ্গশ্চৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তথৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বকাহ—সর্কেতি । কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মিকায়াম্মায়াং লীয়েন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষণ-সৃজামি ॥ ৭

টিপ্পনী — উৎপত্তিকালে ও স্থিতিকালে কল্পিত প্রপঞ্চের সহিত অসঙ্গ আত্মার সম্বন্ধাভাব বলিয়া প্রলয়কালেও অসঙ্গতা নির্দেশ করিতেছেন ।—

প্রকৃতিং স্বামবষ্ঠভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

সমস্ত প্রাণিবৃন্দ প্রলয়কালেও আমার শক্তিরূপে কল্পিত স্বকারণ ত্রিগুণাধিকা প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে লীন হয় । পুনরায় সৃষ্টিসময়ে প্রকৃতিতে একতাপ্রাপ্ত সেই সমস্ত ভূতগণকে সর্বত্র সর্বশক্তি দ্বৈতর আমিই বিভাগ-দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ৭

অনুব্রজঃ ।—স্বাঃ (স্বাধীনাঃ) প্রকৃতিম্ অবষ্ঠভ্য (অধিষ্ঠায়) ইমং কৃৎস্নঃ (সমস্তম্) অবশং (কৰ্ম্মাদিপৰবশং ভূতগ্রামং) (ভূতসমূহং) প্রকৃতের্বশাৎ (প্রাচীনকৰ্ম্মনিমিত্ততত্ত্বং-স্বভাববশাৎ) পুনঃ পুনঃ বিশ্বজামি ॥ ৮

অনু ।—আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া জন্মান্তরীণ কৰ্ম্মজন্ত স্বভাব-বশে এই সমুদয় কৰ্ম্মাদি-পরতন্ত্র ভূত-সমূহকে বারংবার সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৮

স্বামী —নবসঙ্কে নির্বিকারশ্চ ঐং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ —প্রকৃতিমিত্যাदि দ্বাত্যাম্ । স্বাঃ স্বাধীনাঃ প্রকৃতিমবষ্ঠভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সমস্তং চতুর্বিধমিমং সর্বভূতগ্রামং কৰ্ম্মাদিপৰবশং পুনঃপুনঃ-বিধং বিশ্বজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা । কথম্ ? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকৰ্ম্মনিমিত্ত-তত্ত্বং-স্বভাববশাৎ ॥ ৮

টিপ্পনী ।—প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের এই সৃষ্টি কি জন্ত ? তাঁহার নিজের জন্ত হইতে পারে না ; কেননা সর্বসাক্ষীভূত চৈতন্যমাত্র ভগবানের ভোকৃত্বে থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাঁহাতে সংসারিত্ব প্রসক্ত হইয়া দ্বৈতত্বের ব্যাঘাত জন্মে ; অপর কোনও ভোক্তা নাই, স্বাধার জন্ত এই সৃষ্টি হইতে পারে, কারণ দ্বৈতরই সর্বত্র জীবরূপে অবস্থিত । মোক্ষের জন্তও সৃষ্টি হইতে পারে না ; কেননা, বন্ধের অভাববশতঃ

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবদ্ধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কৰ্ম্মসু ॥ ৯

কাহার মুক্তি হইবে? অপিচ সংসার বোন্ধের বিরোধী। এই সমস্ত অহুপপত্তি আশঙ্কা করিয়া সৃষ্টির মায়াময়ত্ব এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বক্ষ্যমাণ শ্লোকত্রেয় প্রতীপাদন করিতেছেন।—মায়াখ্য অনির্ক্সচনীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার বশে অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশরূপ ক্লেশের কারণ আবরণ-বিক্ষেপাত্মক শক্তিপ্রভাবে উৎপদ্যমান এই জগৎকে আমি মায়াবীর জ্ঞায় কল্পনামাত্রেই পুনঃ পুনঃ সৃজন করি ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—হে ধনঞ্জয়! তানি (বিশ্বসৃষ্টাদীনি) কৰ্ম্মাণি তেষু কৰ্ম্মসু অসক্তম্ (অনাসক্তম্) উদাসীনবৎ আসীনম্ (অবস্থিতং) মাং ন নিবদ্ধন্তি (মম কৰ্ম্মবন্ধং নোৎপাদয়ন্তি) ॥ ৯

অনু ।—হে ধনঞ্জয়! সেই সকল বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কৰ্ম্মসমূহ তত্ত্বকক্ষে অনাসক্ত এবং উদাসীনের জ্ঞায় অবস্থিত আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৯

স্বামী —নযেবং নানাবিধানি কৰ্ম্মাণি কুর্ক্স তন্তুব জীববদ্ধকঃ কথং ন শ্রাদিত্যত আহ—ন চ মামিতি । তানি বিশ্বসৃষ্টাদীনি কৰ্ম্মাণি মাং ন নিবদ্ধন্তি । কৰ্ম্মাসত্ত্বিহি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্যাগম নাস্তি, অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্ত্তমানশ্চ মে বন্ধনং নোৎপাদয়ন্তি । উদাসীনস্তে কর্ত্ত্বাত্মহুপপত্তেঃ কর্ত্ত্বেষে চোদাসীনত্মাহুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

টিপ্পনী ।—যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নবিষয়ক কোন বস্তুর সহিত পরমাৰ্থতঃ কোন সম্পর্ক থাকে না, মায়াবীরও যেমন মায়াকল্পিত সেই সেই বস্তুর সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ মৎকৃত সৃষ্টিস্থিতি-লব্ধরূপ কার্য্যজাত আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ অহুগ্রহ অথবা নিগ্রহদ্বারা স্বকৃত-দ্রুতের ভাগী করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মধ্যাহ্ন ব্যক্তি

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০

বিবাদকারী উভয় পুঙ্কেরই জয়পরাজয়ে অসংশ্লিষ্ট থাকায় তন্নিবন্ধন সুখ-
দুঃখের অংশী হন না, আমিও সেইরূপ মৎকৃত কণ্ঠের সুখ-দুঃখের ভাগী
না হইয়া উদাসীনের ভ্রায় অবস্থান করি ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠাতা) ময়া (নিমিত্তভূতেন) প্রকৃতিঃ
সচরাচরম্ [বিশ্বং] সূয়তে (জনয়তি), হে কৌন্তেয় ! অনেন হেতুনা
ইদং জগৎ বিপরিবর্ততে (পুনঃ পুনঃ জায়তে) ॥ ১০

অনু ।—আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি
করিতেছে ; এই হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০

স্বামী ।—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি । ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাতা
নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরম্ বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন
হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে সন্নিধিমাংত্রোণাধিষ্ঠাতৃস্বাৎ
কর্তৃহৃদাসীনত্বকাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টিপ্পনী ।—আমি ভূতসমূহ সৃষ্টি করি অথচ উদাসীন ভাবে অব-
স্থান করি, এই বাক্যদ্বয়ের বিরোধ পরিহারের জন্ত পুনর্বার জগতের মায়া-
ময়ত্ব প্রকাশ করিতেছেন ।—আমি দৃশ্যাত্মস্বরূপ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ
এবং বিকারহীন, অতএব আমার বশতঃ সৃষ্টি কার্য্য অসম্ভব, তবে আমার
জ্ঞানমতায় অর্থাৎ নিয়ন্তৃত্বে নিয়তা প্রকৃতি সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করে । হে
কৌন্তেয় ! এই জগৎ অনবরত জন্ম-বিনাশাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, অতএব
আমার নিয়ন্তৃত্বরূপ ব্যাপার আছে বলিয়া আমি সৃষ্টি করি, এই কথা
বলিয়াছি এবং তাদৃশ সৃষ্টিকর্তৃত্ব থাকিলেও হৃষ্যের ভ্রায় সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব না
থাকায় আমি উদাসীনের ভ্রায় অবস্থান করি, এই উক্তিও বিরুদ্ধ
হইল না ॥ ১০

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তন্মুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমান্সুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

অনুয়ঃ ।—মম 'ভূতমহেশ্বরং' (ভূতানাং মহাক্তম্ ঈশ্বরং) পরং ভাবং (তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মৃঢ়াঃ (মূর্খাঃ) মানুষীং তন্মম আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (অবমন্তস্তে) ॥ ১১

অনু ।—আমার সর্বভূতমহেশ্বর পরম তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মৃঢ়গণ আমাকে নরদেহধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে ॥ ১১

স্বামী ।—নদেবস্তুতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিস্তে, তজ্জাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মৃঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্তস্তে, অবজানহেতুঃ শুদ্ধ-সত্ত্বময়ীমপি তন্মম ভক্তেচ্ছাবশান্সুর্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১

অনুয়ঃ ।—[ক্লিষ্ট] মোঘাশাঃ (বিকলাশাঃ) মোঘকর্মাণঃ (মদ্বিমুখত্বাৎ মোঘানি নিফলানি কর্মাণি যেষাং তাদৃশাঃ) মোঘজ্ঞানাঃ (যোহং নানাকৃতকীর্ষিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তাদৃশাঃ) [অতএব] বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) [তে] মোহিনীং (বুদ্ধিব্রংশকরীং) রাক্ষসীম্ আন্সুরীক প্রকৃতিং (স্বভাবং) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ ভবন্তি) ॥ ১২

অনু ।—উহারা [অত্র দেবতা শীঘ্র ফল দান করেন এই ভাবিয়া আমার আরাধনা ত্যাগ করায়] বিকল আশাবিশিষ্ট নিফলকর্মা ও বিকলজ্ঞানযুক্ত ; সুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ার বুদ্ধিব্রংশকরী রাক্ষসী ও আন্সুরী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ১২

স্বামী —ক্লিষ্ট মোঘাশা ইতি । মতোহিন্তদেবতাস্ত্বরং ক্লিষ্টং ফলং দাতৃতীত্যেবন্তুতা মোঘা নিফলৈবশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখ-

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাত্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

যান্তোষানি নিফলানি কৰ্ম্মাণি যেষাং তে, মোষমেব নানাকৃতকীৰ্ত্তিতং
শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্লিপচিন্তাঃ ; সৰ্ব্বত্র হেতুঃ—
রাক্ষসীঃ তাম্রয়ীঃ হিংসাদিপ্রচুরাম্ আশুরীঞ্চ রাজসীঃ কামদৰ্পাদি-
বহলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো
মামবজানন্তীতি পূৰ্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১২

অশ্রয়ঃ ।—হে পার্থ ! তু (পরস্ত) মহাত্মানঃ (কামাদানভি-
ভূতাঃ) [দাধবঃ] দৈবীং প্রকৃতিং (স্বভাবম্) আশ্রিতাঃ [অতএব]
অনন্তমনসঃ (একাগ্রচিন্তাঃ) [সন্তঃ] ভূতাদিঃ [জগৎকারণম্) অব্যয়ম্
জ্ঞাত্বা মাং ভজন্তি ॥ ১৩

অনু ।—হে পার্থ ! পরস্ত কামাদিতে অনভিভূতচিত্ত মহাত্মারা
দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আমাকে সৰ্ব্বভূতের কারণ স্বরূপ এবং
অব্যয়রূপে একাগ্রচিত্তে আরাধনা করেন ॥ ১৩

স্বামী —কে তহি স্বামারাদয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান ইতি ।
মহাত্মানঃ কামাভ্যনভিভূচিন্তাঃ অতএব “অভয়ং সন্তসংভুদ্বি” রিত্যাদিনা
বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাত্রিতাঃ অতএব মহাত্মিরেকেন নাস্ত্য-
ন্তমিচ্ছনো যেষাং তে তু ভূতাদিঃ জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা
ভজন্তি ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের ফলাভিলাষ ও তৎপ্রযুক্ত নিত্য-
নৈরিত্তিক কাম্যকৰ্ম্মাভ্যাস, তৎপ্রযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই বার্থ, অতএব
তাহারা পারলৌকিক ফল ও তৎসাধনশূন্য, অবিবেকিতাবশতঃ কৈহিক
ফলও তাহাদের কিছুই নাই, অতএব সমস্ত পুরুষার্থপরিত্যক্ত হইয়া ভাবীরা
শ্যেচুনীর দশা প্রাপ্ত হয় । একমাত্র ভগবানের আশ্রিত ভক্তগণই সমস্ত

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তস্ম্যশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যগ্নে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

পূজার্থের অধিকারী, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। অনেক জন্মের পুণ্যফলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সাত্বিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া অনন্তচিত্তে সর্বজগৎকারণ অনাদি বিনাশরহিত আমাকে ঈশ্বররূপে জানিতে পারিয়া ভজনা করে। ১৩

অন্বয়ঃ।—[কেচিৎ] সততং (সর্বদা) [স্তোত্রমজ্ঞাদিভিঃ] কীর্তয়ন্তঃ মাম্ উপাসতে (ভজন্তে); [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়নিয়ম-সম্পন্নঃ) [সন্তঃ] যতন্তুশ্চ (প্রযত্নং কুর্ষন্তুশ্চ) [মাম্ উপাসতে]; [কেচিৎ] ভক্ত্যা নমস্তস্ম্যশ্চ (প্রণমন্তুশ্চ) [মাম্ উপাসতে]; [অগ্নে চ কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ (অনবরতম্ অবহিতাঃ) [সন্তঃ] মাম্ উপাসতে ॥ ১৪

অনু।—[ঐহাদের মধ্যে কেহ-কেহ] সর্বদা [স্তোত্রমজ্ঞাদিধারা] কীর্তন করিয়া, কেহ বা দৃঢ়নিয়মস্থ হইয়া, কেহ বা ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, আর কেহ কেহ বা সর্বদা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪

স্বামী।—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্বদা স্তোত্রমজ্ঞাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সর্বদা, দৃঢ়নি-
ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তুশ্চৈশ্বরজ্ঞানাদিবু-ইন্দ্রিয়োপ-
সংহারাদিবু চ প্রযত্নং কুর্ষন্তঃ, কেচিন্তভক্ত্যা নমস্তস্ম্যশ্চ প্রণমন্তঃ, অগ্নে নিত্যযুক্তা
অনবরতম্ অবহিতাঃ সর্বৈ সেক্তে, ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্তনা-
দিষপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অগ্নেহপি, চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ, (পূজয়ন্তঃ) সন্তঃ

উপাসতে (সেবস্তে) [তত্ৰাপি কেচিৎ] একত্বেন (একমেব পরং ব্রহ্মৈতি পরমার্থদর্শনরূপয়া অভেদভাবনয়া) [কেচিৎ] পৃথক্‌ত্বেন (দাসোহহমিতি পৃথগ্‌ভাবনয়া) [কেচিৎ] বিশ্বতোমুখঃ (সৰ্ব্বাত্মকং মাং) বহুধা (ব্রহ্ম-রূপাদিরূপেণ) [উপাসতে—সেবস্তে] ॥ ১৫

অনু।—অন্ত কোন কোন সাধক জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া আমার সেবা করেন, (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ) একত্ব ভাবনার অর্থাৎ “একমেব পরং ব্রহ্ম” এইরূপ পরমার্থ দর্শনরূপ অভেদ ভাবনাদ্বারা আমার আরাধনা করেন; কেহ বা “আমি দাস, তিনি প্রভু” এইরূপ পৃথক্ ভাবনাদ্বারা, কেহ বা সৰ্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মরূপে প্রভুত্বরূপে আরাধনা করেন ॥ ১৫

স্বামী।—কিঞ্চ জানেতি। ঐহদেবঃ সৰ্ব্বমিত্যেবং সৰ্ব্বাত্মজ-দর্শনং জ্ঞানং তদেব যজন্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোহিত্তেহপ্যুপা-সতে, তত্ৰাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মৈতি পরমার্থদর্শনরূপা-ভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্‌ত্বেন দাসোহহমিতি পৃথগ্‌ভাবনয়া, কেচিৎ বিশ্বতোমুখঃ সৰ্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫

টিপ্পনী।—যাহারা পূর্বোক্ত অবগ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনু-পযুক্ত, তাহারা উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ, ইহারা সকলেই নিজ নিজ অধিকারানুসারে আমার সেবা করিয়া থাকে, ইহাই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।—পূর্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানে অসমর্থ কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার উপাসনা করে, অর্থাৎ অন্তসাধনে নিঃস্পৃহ হইয়া উপাস্ত-উপাসক ভেদ করিয়া কল্পনা করিয়া অভেদে আমার উপাসনা করিয়া থাকে, ইহারা উত্তম। মধ্যম অধিকারিগণ উপাস্ত-উপাসক ভেদজ্ঞান করিয়া আমাকে পূর্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা ভজনা করে; অপর মন্দকারীরা অন্তোপাসনায় অসমর্থ হইয়া অপর কোন, কর্মাদি না করিয়া অন্তদেবতাকে ও আমাকে ভিন্ন কল্পনা করিয়া বহুধাকারে উপাসনা করে ॥ ১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥ ১৬

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেতং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুর্বেব চ ॥ ১৭

অর্থঃ ।—অহং ক্রতুঃ (শ্রোতঃ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞঃ) অহং যজ্ঞঃ (স্মার্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ) অহং স্বধা (পিতৃর্থঃ শ্রাদ্ধাদিঃ) অহম্ ঔষধম্ (ওষধিপ্রভবম্ অন্নম্) অহং যজ্ঞঃ (যাজ্ঞপুৰোদোবাক্যাদিঃ) অহমেব আজ্যং (হোমাদিসাধনম্) অহম্ অগ্নিঃ (আহবনীয়াদিঃ) অহং হতং (হোমঃ) ॥ ১৬

অনু ।—আমি ক্রতু (বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ), আমি যজ্ঞ (স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞাদি), আমি স্বধা (পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি), আমি ঔষধ (ওষধিজাত অন্নাদি অথবা রোগাদিনিবারক ঔষধ), আমি যজ্ঞ, আমিই আজ্য (হোমাদি সাধক যুতাদি), আমি অগ্নি, আমিই হোম ॥ ১৬

স্বামী ।—সর্বদ্বৈতং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ । ক্রতুঃ শ্রোতোহগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিতৃর্থঃ শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্ ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্ঞপুৰোদোবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হতং হোমঃ, এতৎ সর্বমহমেব ॥ ১৬

টিপ্পনী ।—এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বহুরূপেই উপাসনা করে, তবে তোমার উপাসনা করা হইল কি প্রকারে? তদুত্তরে নিজের বিবৃতি নিরূপণ দ্বারা সর্বপ্রকার উপাসনাই যে ভগবানের, তাহা বাক্য-মাণ শ্লোকচতুষ্টয়ে বিবৃত করিতেছেন । শ্লোকার্থ স্পষ্ট ॥ ১৬

অর্থঃ ।—অহম্ অস্ত জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, (কর্ণকল-বিধাতা) পিতামহঃ, বেতং (জেতং বস্ত্র) পবিত্রং (শোধকম্) ওক্ষারঃ (প্রণবঃ) ঋক্ সাম যজুচ্চ [অহমেবান্নি] ॥ ১৭

অনু ।—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ণকল-বিধান-কর্তা,

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যৎসজামি চ ।

অমৃতকৈব মুতু্যশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯

পিতামহঃ ; অমৃতই জৈরবন্ত, বিত্তদ্বিসাধক, প্রণব এবং ঋক্ সাম ও যজুর্বেদস্বরূপ ॥ ১৭

স্বামী ।—কিঞ্চ পিতামহশ্চেতি । ধাতা কর্মফলবিধাতা, বেত্তং জৈয়ং বন্ত, পবিত্রং শোধকং 'প্রায়শ্চিত্তাস্থকং বা ওঙ্কারঃ প্রণবঃ' ঋগ্বেদাদয়ো বেদাশ্চাক্ষমেব । স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ১৭

অন্থয়ঃ ।—[কিঞ্চ] [অহং] গতিঃ (ফলং) ভর্তা (পোষণকর্তা) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগস্থানং) শরণং (রক্ষকঃ) সূহৃৎ (হিতকর্তা) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্তা) স্থানম্ (আধারঃ) নিধানং (লয়স্থানং) বীজং (কারণং) [তথাপি] অব্যয়ম্ (অবিনাশি) ॥ ১৮

অনু ।—আমি এই জগতের কর্মফল, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্তা, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান ও বীজস্বরূপ ; তথাপি অবিনাশী ॥ ১৮

স্বামী ।—কিঞ্চ গতিরিতি । গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্তা পোষণকর্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সূহৃৎ হিতকর্তা, প্রভবঃ ভবতানেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলয়ঃ ভেদ-নেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্তা, তিষ্ঠন্ত্যশ্মিরিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেহশ্মিরিতি নিধানং, লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহাদিবীজ-বহ্নিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

অন্থয়ঃ ।—হে অর্জুন ! অহম্ [জ্ঞানিত্যন্থনা] তপামি (নিদাঘে

ত্ৰৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিক্তা স্বর্গাতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-

মগ্নস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

জগতস্তাপং করোমি') ; [বৃষ্টিসময়ে] বর্ষম্ উৎসৃজামি (বিমুঞ্চামি) ।
[কদাচিত্তু] বর্ষং নিগৃহ্ণামি (আকর্ষামি) চ অমৃতং জীবনং (জীবনং) ।
মৃত্যুঃ (নাশঃ) সৎ (স্থূলং বস্তু) অসচ্চ (সূক্ষ্মমদৃশ্যং) ॥ ১৯

অনু ।—হে অর্জুন ! আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে জগতের
তাপ দান করি, বর্ষাসময়ে আমি বারি বর্ষণ করি, আবার কখনও কখনও
বৃষ্টি আকর্ষণও করিয়া থাকি ; আমি অমৃত অর্থাৎ জীবনস্বরূপ, আমি
সৎ (স্থূল বস্তু), আবার আমিই অসৎ (সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু) ॥ ১৯

স্বামী ।—কিঞ্চ তমাপ্যহমিতি । আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘ-
কালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি,
কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ
স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্বমহমেবেতি । এবং মম্বা মামেক-
বহখোপাসতে ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—ত্ৰৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্তকর্মপরাঃ) যজ্ঞৈঃ (বেদত্রয়-
বিহিতৈঃ) মাম্ ইষ্টা (সম্পূজ্য) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি
তথা) [তেনৈব] পূতপাপাঃ (শোধিতকল্লবাঃ) [সন্তঃ] স্বর্গাতিং (স্বর্গ-
প্রতিগতিং) প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যং (পুণ্যফলরূপং) সুরেন্দ্রলোকং (স্বর্গম্)
আসাদ্য (প্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তমান্) দেবভোগান্
অগ্নস্তি (ভুঞ্জতে) ॥ ২০

অনু ।—বেদোক্ত কর্মপরায়ণ সাধুগণ জিবেদ-বিহিত যজ্ঞসমূহ-
দ্বারা আমার পূজা করিয়া [যজ্ঞশেষ] সোমরস পান করিয়া উদ্ধার

নিম্পাপ হইয়া স্বর্গ প্রার্থনা করেন ; তাঁহারা পুণ্যফললভ্য দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া নুর্গে অত্যন্তম দেবভোগ্য উপভোগ করেন ॥ ২০ ॥

স্বামী ।—তদেবম্ “অবজানন্তি মাং মৃতাঃ” ইত্যাদি শ্লোকষয়েন কিপ্রকলীশয়া দেবতাস্তরং ভজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যন্তকান্দর্শিতাঃ, “মহাত্মানস্ত মাং পার্থ” ইত্যাদিনা চ ভক্তাঃ উক্তান্তত্বৈক্যেন পৃথক্তে ন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেবাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্কার ইত্যাহ—ত্রৈবিধ্য ইতি দ্বাভ্যাম্ । ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণান্তিশো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেহিৎ । তিশো বিদ্যা অধীযন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্মতৎপর৷ ইত্যর্থঃ, বেদত্রয়বিহিতৈর্ধর্মেজ্ঞস্বামিষ্ট৷ মমৈব রূপং দেবভাস্তরমিতাজানন্তোহপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্ এবেষ্ট৷ সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাত্তেনৈব পুতপাপাঃ শোধিত-কলুষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকিং স্বর্গমাসাথ প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যাহুতমান্ দেবানাং ভোগান্ অশ্বস্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

টিপ্পনী ।—একরূপে, পৃথকরূপে এবং বহুরূপে উপাসনাকারী ত্রিবিধ ব্যক্তিই নিষ্কাম হইয়া ভগবানের উপাসনা করে ; তদনন্তর তাহাদের চিত্তশুদ্ধ হইলে, জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা ক্রমে মুক্তিলাভ হয় । যাহারা সাকাম হইয়া কোন প্রকারে ভগবানের উপাসনা করে না, প্রত্যুত নিজ নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্ত কেবল কাম্য কর্মেরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা চিত্তশুদ্ধির অভাব নিবন্ধন জ্ঞানভূমিকায় আরোহণ করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণদ্বারা সংসার-দুঃখ ভোগ করে, ইহা হুই শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন।—ত্রিবেদবিৎ যাজ্ঞিকগণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা ক্রমে ত্রিকালে বস্তু, রূপ ও আদিত্যরূপ আমাকেই, আমার অজ্ঞানে অর্থাৎ তাঁহার যে আমি, ইহা না জানিয়া পূজা করত সোমপান করিয়া নিম্পাপচিত্তে স্বর্গ ক্তামন করে ; কিন্তু তাহারা চিত্তশুদ্ধিবিহীনা জ্ঞানোৎপত্তি আকাঙ্ক্ষা

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রীযধর্মমনুপ্রাপন্য

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

করে না। তাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে পুণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইয়া দিব্য ভোগ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—তে (স্বর্গকামাঃ) তং বিশালং (বিপুলং) স্বর্গলোকং (তং সুখং) ভুক্ত্বা [ভোগপ্রাপকে] পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] মর্ত্যালোকং বিশন্তি, এবং ত্রীযধর্মঃ (বেদত্রয়বিহিতং ধর্মম্) অহুপ্রাপন্যঃ (অহুগতাঃ) কামকামাঃ (ভোগান্ কাময়মানাঃ) গতাগতং (যাতায়াতং) লভন্তে ॥ ২১

অনু ।—সেই স্বর্গকামিগণ বিপুল স্বর্গলোকে তদ্রূপ সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করেন, এইরূপে বেদত্রয়-বিহিত ধর্মাহুষ্ঠানকারিগণ ভোগাভিলাষী হইয়া সংসারে গতারাভ করিতে থাকেন ॥ ২১

স্বামী ।—তত্শ্চ তে তমিতি । তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্যালোকং বিশন্তি, পুনরপোবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্মমহুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—অনন্তাঃ (অনন্তাশ্চিন্তাঃ) [সন্তাঃ] যে জনাঃ মাং চিন্ত-
য়ন্তঃ পর্যুপাসতে (সেবন্তে) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্বধা ধর্মিষ্ঠানাং)
তেষাম্ যোগক্ষেমং (যোগঃ ধনাদিসাভং, ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা)
বহামি (প্রাপয়ামি) ॥ ২২

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

অনু ।—যাহারা অনন্তচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন, সেই মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমি যোগক্ষেম বহন করি । [যোগ-ধনাদি লাভ, ক্ষেম—তৎসম্বন্ধকরণ অথবা মোক্ষ] ॥ ২২

স্বামী ।—মন্তুস্তাশ্চ মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্তা ইতি । অনন্তা নাস্তি মধ্যতিরেকেণাত্মং কামাং ভজনীয়ং দেবতাস্তরং যেষাং তে তথাভূতা য়ে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষাশ্চ নিত্য্যভি-যুক্তানাং সর্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

অনুয়ঃ ।—৫ কোন্তেয় ! শ্রদ্ধয়া অস্থিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্তাঃ) ভক্তাঃ [সম্বন্ধঃ] যে অন্তদেবতাঃ (ইন্দ্রাদিরূপাঃ) অপি যজন্তে, তে অপি মামেব যজন্তি, [ইতি সত্যং, কিন্তু] অবিধিপূর্বকং (মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা) [যজন্তি আরাধ্যন্তি ; অতন্তে পুনরাবর্তন্তে ইতি ভাবঃ] ॥ ২৩

অনু ।—৫ কুন্তীনন্দন ! শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তগণ অস্ত্র দেবতার আরাধনা করিলেও তাঁহারা আমারই আরাধনা করেন বটে, কিন্তু সে আরাধনা মোক্ষ-সাধক বিধিবিহীন হয়, [এজন্ত তাঁহারা পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করেন] ॥ ২৩

স্বামী ।—নহ চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতাস্তরগ্ৰাভাবাদিন্দ্রাদি-সেবিনোহপি তন্তুস্তা এবেতি কথং তে গত্যাগতং লভেরন—যেহপীতি । শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তে। যে জনা যজন্তে অন্তদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেহপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্ ; কিন্তু অবিধিপূর্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতন্তে পুনরাবর্তন্তে ॥ ২৩

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—যদি বল, তুমি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু না থাকায় অন্য দেবতাও তুমি, অন্য দেবতার ভক্তেরাও তোমারই ভজনা করে, অতএব কোনও বিশেষ না থাকায় “অন্য-দেবতা-ভক্তেরা সংসারে যাতায়াত করে এবং তোমার ভক্তেরা কৃত্যকৃত্য হয়” ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

যেমন আমার ভক্তগণ আমারই উপাসনা করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন অন্তদেবতাভক্তেরাও আমারই ভজনা করিয়া থাকে । বিশেষ এই যে, তাহারা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ আমাকে, সর্বাশ্রুতরূপে না জানিয়া এবং বস্তু রূপ প্রভৃতি দেবগণকে আমি হইতে ভিন্ন কল্পনা করিয়া যাগ করিয়া থাকে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—হি (যতঃ) অহমেব সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুশ্চ (স্বামী ফলদাতা চ) তে তু তদ্বেন মাং ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি (পুনরাবর্তন্তে) ॥ ২৪

অনু ।—আমি সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা ও স্বামী, পরন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, এই জন্তই সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে ॥ ২৫

স্বামী ।—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি । সর্বযাং যজ্ঞানাং তন্তদেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপাহমেবেত্যর্থঃ, এবমুক্তং মাং তে তদ্বেন তথা নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্তন্তে, যে তু সর্বদেবতাসু মামেবাস্তব্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্তন্তে ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, অন্তদেবতাভক্তেরাও অবিধি

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্ ॥২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতান্ননঃ ॥ ২৬

পূৰ্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকে, তাহাদের ভজনা অবিধিপূৰ্ব্বক কেন তাহা এবং তজ্জন্ত তাহাদের ফলপ্রাপ্তি বৰ্ত্তমান ব্লোকে বলিতেছেন ।

—আমি নিখিল ঐতিশ্যত্বাক্ত যাগের তৎতৎ দেবতারূপে ভোক্তা এবং অন্তর্ধ্যামিক্রূপে যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বলিয়া সে সকলের প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা ; কিন্তু জ্ঞতদেবতার ভুক্তগণ আমাকে ঈদৃশ রূপে না জানিয়া বহু আয়াসে যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম নিষ্পাদন করিলেও, তৎতৎ কৰ্ম্ম আমাতে অর্পিত না হওয়ায় ধূমানি পথে সেই সেই দেবলোকে গমন করে এবং ভোগজনক সেই সেই কৰ্ম্মের ক্ষয়বশতঃ পুনর্ব্বার মনুষ্যালোকে আগমন করিয়া দেহ ধারণ করে ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—দেবব্রতাঃ (যজ্ঞকারিণঃ) দেবান্ যাস্তি (লভন্তে) পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ) পিতৃন্ যাস্তি, ভূতেজ্যা (বিনায়কাদিপূজকাঃ) ভূতানি যাস্তি, মদযাজিনঃ অপি (মৎপরাশ্রয় অপি) মাম্ (পরমানন্দরূপঃ) যাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৫

অনু ।—দেবযাজিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরাশ্রয়গণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন ; ভূতযজ্ঞকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, আর মৎপরাশ্রয়গণ পরমানন্দরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

স্বামী ।—তদেবোপপাদয়তি—যাস্তীতি । দেবেষিহাদিষু ব্রতং পিতৃষু ব্রতং যেষাং তে দেবব্রতা অন্তব্রতো দেবান্ যাস্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে পিতৃষু ব্রতং যেষাং তে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ পিতৃন্ যাস্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যাস্তি, মাম্ যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদযাজিনন্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দরূপং যাস্তি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—যঃ মে (মমং) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জলং)

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজুহোষি দদাসি যৎ ।

যন্তপস্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭

ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি (প্রদদাতি) অহং প্রযতাত্মনঃ, (শুদ্ধচিত্তস্ত নিকাম-
ভক্তস্ত) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্ত্যা সমর্পিতং) তৎ (পত্রপুষ্পাদিকমপি)
অশ্বাসি, (গৃহ্যামি) ॥ ২৬

অনু ।—যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল
প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিকাম ভক্তের ভক্তিসহকারে সমর্পিত
সেই পত্র-পুষ্পাদিও গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬

স্বামী ।—তদেবং স্বভক্তানাংক্ষয়ক্ষমমুক্তা অনায়াসং স্বভক্তৈর্দর্শ-
য়তি—পত্রমিতি । পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি যুহং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্ত
প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্ত নিকামভক্তস্ত তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপ-
হৃতং সমর্পিতমহমশ্বাসি প্রাপ্যামি শ্রীত্যা গৃহ্যামি । ন হি মহাবিভূতিপতেঃ
পরমেশ্বরস্ত মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিশ্বসাধ্যাযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ
ভাং ; কিন্তু ভক্তিমাত্রেন, অথো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদি-
মাত্রমপি তমহুগ্রহার্থমেবান্বামীতি ভাবঃ ॥ ২৬

টিপ্পনী ।—অন্তদেবতার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসকর
অথচ বহুফলদায়ী ভগবানের আরাধনাই করা উচিত, এই শ্লোকে ইহা
বলিতেছেন । শ্রীতিপূর্বক যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল, জল অথবা অস্ত্র
যে কোন বস্তু আমাকে প্রদান করে, আমি তৎপ্রদত্ত সেই অতি তুচ্ছ
দ্রব্যও অত্যন্ত শ্রীতিসহকারে গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই । যে হেতু তাঁহা
ভক্তিভাবে প্রদত্ত ; ভক্তিভাবে যাহাই প্রদত্ত হউক না কেন, তাহারাই
আমার সন্তোষ হইয়া থাকে, অন্য দেবতার স্তায় মহামূল্য দ্রুপি উপ-
হারাদি আমার সন্তোষের কারণ নহে ॥ ২৬

অনুব্রূয়ঃ ।—হে কোন্তেয় ! [স্বঃ] যৎ (কিমপি বস্তু) কাম্যসি-

শুভাশুভফলৈরবং মোক্ষাসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ২৮

যং অশ্রাসি, (খাদসি) যং জুহোষি, যং দদাসি, যং তপশ্চসি (তপঃ করোষি) তং (সৰ্বমেব) মদর্পিতং [যথা ভবতি এবং] কুরুষ ॥ ২৭

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু গোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপশ্চা কর, সে সকল বৈরূপ ভাবে করিলে আমাতে অর্পিত হইতে পারে, একরূপ ভাবে কর ॥ ২৭

স্বামী ।—ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিত্রব্যবন্মদর্ধ-
মেবোত্তমৈরাপাণ্ডু সমর্পণীয়ং, কিন্তু ইং কলোষীতি ।—স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো-
বা যৎকিঞ্চিং কৰ্ম করোষি, তথা যদশ্রাসি, যজুহোষি, যদদাসি, যচ্চ
তপশ্চসি, তপঃ করোষি, তং সৰ্বং মর্ধ্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ ॥ ২৭

অনুয়ঃ ।—এবং [কুরুন্] শুভাশুভফলৈঃ (ইষ্টানিষ্টফলৈঃ)
কৰ্মবন্ধনৈঃ (কশ্মনিমিত্তৈঃ বন্ধনৈঃ) মোক্ষাসে (বিমুক্তো ভবিষ্যসি)
বিমুক্তঃ [তং] গাম্ উটৈষ্যসি (প্রাপ্যসি) ॥ ২৮

অনু ।—এইরূপ করিতে করিতে তুমি কৰ্মজনিত শুভ বা অশুভ
ফল হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং বিমুক্ত হইয়া তৎপরে আমাতে
সৰ্বকৰ্মসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে ॥ ২৮

স্বামী ।—এবং যং ফলং প্রাপ্যসি তচ্ছণু ইত্যাহ—শুভা-
শুভেতি । এবং কুরুন্ কৰ্মবন্ধনৈঃ কশ্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো
ভবিষ্যসি ; কৰ্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ তৈশ্চ
বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কৰ্মণাং মদর্পণং স এব যোগন্তেন
মুক্ত আত্মা চিত্তং যন্ত তথাভূতত্বং মাং প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮

সমোহহং সৰ্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

টিপ্পনী ।—এইরূপে আমার ভজনা করিলে সৰ্ব কৰ্ম আমাতে অর্পিত হওয়ার তুমি শুভাশুভ কৰ্মফল হইতে মুক্ত হইবে; যেহেতু তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিব না । তৎপূর সৰ্বকৰ্মের মদর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে জীবিতাবস্থায় কৰ্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—অহং সৰ্বভূতেষু সমঃ; [অতঃ] মে (মম) দ্বেষ্যঃ প্রিয়শ্চ ন [অস্তি]; [এবং সত্যপি] যে তু মাং ভজন্তি তে ময়ি [বর্তন্তে] অহম্ অপি চ তেষু [বর্তে] ॥ ২৯

অনু ।—আমি সৰ্বভূতে সমান (একরূপ); অতএব আমার দ্বেষের বা প্রীতির পাত্র কেহই নাই; [তাহা হইলেও] বাহ্যর ভক্তি-পূর্বক আমার প্রার্থনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে, আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করি ॥ ২৯

স্বামী ।—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তুহি তবাপি কিং রাগদ্বेषাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোহহমিতি । সৰ্বেষুপি ভূতেষুহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষশ্চ নাস্ত্যেব, এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্তা ময়ি বর্তন্তে, অহমপি তেষুগ্রাহকতয়া বর্তে । অয়ং ভাবঃ,—যথার্থঃ স্বসেবকেষেব তমঃশীতাদিহুঃখমপাকুর্ত-তোহপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষশ্চ, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোহপি মম-বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মন্ত্রক্টেরেবারং মহিমেতি ॥ ২৯

টিপ্পনী ।—যদি ভগবান্ ভক্তেরই অহুগ্রহ করেন . অভক্তের করেন না, তবে রাগদ্বেষ থাকার তাঁহার দ্বন্দ্বের কিরূপে রক্ষিত হইবে, এই প্রশ্ন বলিতেছেন যে, আমি সৰ্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত আছি;

অপি চেৎ সূহৃতাচারো ভজতে মামনন্ত্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

যেমন আকাশব্যাপী সূর্য্যতেজের কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয় নাই, সেইরূপ আমারও কেহ অত্যন্ত প্রিয় এবং অপ্রিয় নাই। তথাপি তাহাদের কলবৈষম্য হয়, কেন ? যেহেতু আমাকে যে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহার মদর্পিত কর্ম্মদ্বারা চিন্তা শুদ্ধ হয়, তাদৃশ শুদ্ধচিত্তে তাহার মদ্যাকারা বৃত্তি উৎপন্ন করিয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে, আমিও তাহাদের অতি স্বচ্ছ চিন্তাবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাতে বর্ত্তমান থাকি। স্বচ্ছপদার্থের স্বভাবই এই—যাহার সহিত সঙ্গ হয়, তাহার আকার গ্রহণ করে এবং স্বচ্ছদ্রব্যসদৃশী বস্তুরও স্বভাব যে, তাহাতে প্রতিফলিত হয়। যেমন সর্ব্বত্র প্রসৃত সূর্য্যতেজ দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু ঘটে প্রতিবিম্বিত হয় নহ্ন এবং তদ্বারা যেমন সূর্য্যের দর্পণের প্রতি অমুরাগ অথবা ঘটের প্রতি বিরাগ প্রভীত হয় না, সেইরূপ স্বচ্ছ ভক্তচিত্তে প্রতিফলিত হইয়া এবং অস্বচ্ছ অভক্তচিত্তে অভিযাক্ত হইয়া আমি কাহারও প্রতি অমুরাগী এবং কাহারও প্রতি বিরাগী নহি। কারণ সমষ্টির যোগাত্মা অমুরারে ভিন্ন ভিন্নরূপে কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া তদ্বিবন্ধন কার্য্যের প্রতি অমুরোগ দেওয়া অন্তায় ॥ ২৯

অনুব্রূয়ঃ ।—চেৎ (যদি) সূহৃতাচারঃ অপি অনন্ত্যভাক্ (অনন্ত-ভজনশীলঃ) [সন্] সঃ ভজতে [ত্বেহি] সঃ সাধুঃ (শ্রেষ্ঠঃ) এব মন্তব্যঃ, ত্বেহি (যতঃ) সঃ সম্যক্যবসিতঃ (শোভনং ব্যবসায়ং কৃতবান্) ॥ ৩০

অনু ।—যদি অত্যন্ত সূহৃতাচার ব্যক্তিও অন্তদেবতায় ভজন না করিলে, আমার আরাধনা করে, তবে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা উচিত ; কেন না তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর ॥ ৩০

স্বামী ।—অপি চ মন্তকেরেবান্নমবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্বাহ

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্চক্ষাস্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

—অপি চেদিতি । অত্যন্তদূরারোহপি যথ্যপ্যপৃথক্কেন পৃথগ্দেবতাপি
বাহুদেব এবেতি বুদ্ধ্যিনরো দেবতাস্তরভক্তিমকুৰ্ব্বন্ মা মেব পরমেশ্বরং
ভজতে, তস্মৈ সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ যতোহসৌ সমাগবৎসিতঃ পর-
মেশ্বরভজনে নৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধাবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০

অনুয়ঃ ।—[সুদূরারোহপি মাং ভজন] ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্রং)
ধৰ্ম্মাত্মা (ধৰ্ম্মচিত্তঃ) ভবতি ; [ততশ্চ] শশ্চক্ষাস্তিঃ (শাস্ত্রতীমুপশাস্তিঃ)
নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ; হে কৌন্তেয় ! মে (মম) ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি
[ইতি] প্রতিজানীহি (নিঃশঙ্কঃ প্রতিজ্ঞাং কুরু) ॥ ৩১

অনু ।—অতি দূরারোহ ব্যক্তিও আমার উপাসনা করিতে
করিতে শীঘ্রই ধৰ্ম্মপরায়ণ হয়, চিরকাল শান্তিলাভ করে । হে কৌন্তেয় !
আমার ভক্ত কখনও প্রনষ্ট হয় নহ, ইহা তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রতিজ্ঞা
করিয়া বলিতে পার ॥ ৩১

স্বামী ।—নহু কথং সমীচীনাধাবসায়মাত্রেণ সাধুর্ধন্তব্যস্তত্রাহ
—ক্ষিপ্ৰমিতি । সুদূরারোহপি মাং ভজন শীঘ্রং ধৰ্ম্মচিত্তো ভবতি,
ততশ্চ শশ্চক্ষাস্তিঃ শাস্ত্রতীমুপশাস্তিঃ চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বর-
নিষ্ঠাং নিভরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্তোরম্বিতি
শঙ্কাকুলমর্জ্বলং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় ! পটহকাহলাদিমহাঘোষ-
পূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গহ্বা বাহুমুংক্ষিপ্য নিঃশঙ্কঃ প্রতিজানীহি ।
প্রতিজ্ঞাং কুরু । কথম্ ? মে পরমেশ্বরস্ত ভক্তঃ সুদূরারোহপি ন প্রণ-
শ্যতি অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজ্ঞানং
বিশ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং আমেব গুরুত্বেনাশ্রয়েন্ন ॥ ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।

দ্বিয়ো বৈশ্ণাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজ্যস্ব মাম্ ॥ ৩৩

অশ্বয়ুঃ ।—হে পার্থ ! যে অপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টজন্মানঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) দ্বিরঃ বৈশ্ণাঃ তথা শূদ্রাঃ তেহপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) পরাং (কর্ণোত্তমাং) গতিং যাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি) তি (নিশ্চিতম্) ॥ ৩২

অনু ।—হে পার্থ ! যাহারা নিকৃষ্টকুলে জন্মিয়াছে এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য অথবা শূদ্র—যে কেহই হউক না কেন, আমার আশ্রয় করিলে, তাহারা সকলেই পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

স্বামী ।—স্বাচারব্রহ্মঃ মন্তুক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং, যতো মন্তুক্তঃ দুক্কলানপ্যনধিকারিণোহপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি । যেহপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোহন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেহপি বৈশ্ণাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, তথা দ্বিরঃ শূদ্রাশ্চাপ্যায়নাদিরহিতান্তেহপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যাস্তি হি নিশ্চিতম্ ॥

অশ্বয়ুঃ ।—পুণ্যাঃ (স্মৃতিভিনঃ) ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ [পরাং গতিং যাস্তি ইতি] কিং পুনঃ [বক্তবাম্] ? [অতঃ স্বম্] ইমম্ অনিত্যম্ (অক্রবৎ) অসুখং (সুখরহিতঞ্চ) লোকং (মর্ত্যালোকং) প্রাপ্য মাং ভজ্যস্ব ॥ ৩৩

অনু ।—স্মৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করেন, ইহাও কি আর বলিতে হইবে ? অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখশূন্য মর্ত্যালোক প্রাপ্ত হইয়া [অবিলম্বে] আমাকে ভজন কর ॥ ৩৩

স্বামী ।—যদৈবং তদা সংকুলঃ সদাচারাস্ত মন্তুক্তাঃ পরাং গতিং

মম্মনা ভব মম্বক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাআনং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্যাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে রাজবিজ্ঞা

রাজ্যশুভযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

যাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি । পুণ্যাঃ স্মৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ,

তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি এবম্ব্যুত্যাচ পরাং প্রতিং যাস্তীতি কিং

বক্তব্যমিত্যর্থঃ । অতস্ব ইমং রাজধিকৃপং প্রাপ্য লক্ণা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ

অনিত্যমব্রবন্ অস্বখঃ সুখরহিতকেমং মর্ত্যালোকং প্রাপ্য । অনিত্য-

স্বাধিলব্ধমকুর্কন্ অস্বখত্বাচ্চ সুখার্থমুত্তমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—[স্বং মম্মনাঃ (মদর্পিতচিত্তঃ) মম্বক্তঃ (মৎসেককঃ)

(মৎপূজনশীলঃ) ভব ; মাং নমস্কুরু ; এবম্ (এভিঃ প্রকারৈঃ) মৎ-

পরায়ণঃ [সন্] আআনং (মনঃ) [ময়ি] যুক্তা (সমাধায়) মামেব.

(পরমানন্দরূপম্) এষ্যসি (প্রাপ্যসি) ॥ ৩৪

অনু ।—তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমারই সেবা কর.

আমারই পূজনপরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার কর ; এইরূপে মৎপরায়ণ,

হইয়া মনকে আমাতে সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

স্বামী ।—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মম্মনা ইতি । মযোব

মনো যন্ত স মম্মনাং ভব, তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদযাজী

মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু, এবমেভিঃ প্রকারৈর্ষংপরায়ণঃ

সন্নাআনং মনো ময়ি যুক্তা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেয্যসি

প্রাপ্যসি ॥ ৩৪

নিজমৈখর্যামাচর্য্যং ভক্তেচ্চাত্ত্বতৈবভবম্ ।

নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপণাবোচদচ্যুতঃ ।

ইতি স্বামিকৃতটীকারাঃ নবমোহ্যায়ঃ ॥ ৯

টিপ্পনী ।—ভগবানের ভজনপ্রকার প্রদর্শন করত উপসংহার
করিতেছেন ।—রাজভক্ত রাজভৃত্য স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তমনা হইয়াও
তাহাদের ভক্তি নৈহে, এই ভক্ত বলিতেছেন যে, তুমি মদগতচিত্ত ও
মত্ত হও । বাক্য, মন ও শরীরদ্বারা আমার পূজা কর এবং আমাকে
নমস্কার কর; এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে চিত্ত সমুদান করত
স্বপ্রকাশ আনন্দঘন সর্বোপদ্রবশূন্য আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

ইতি নবম অধ্যায়ঃ ॥ ৯



দশমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যত্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

অম্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে মহাবাহো ! ভূয়ঃ এব (পুনরপি)
মে (মম) পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) বচঃ (বাক্যং) শৃণু ; যৎ প্রীয়মাণায়
(মদ্বচনামৃতেন প্রীতিং প্রাপ্নুবতে) তে (তুভ্যম্) অহং হিতকাম্যয়া
(হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো ! পুনরায় আমার
পরম বাক্য শ্রবণ কর ; আমার বচনামৃতে তুমি প্রীতিলাভ করিতেছ,
এজন্য তোমার হিতার্থ ইহা বলিতেছি । ১

স্বামী ।—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূৰ্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ । দশমে
তা বিভূতয়ে সৰ্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥ এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্তিভিরধ্যাতৈ-
র্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং, তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে “রসোহহমঙ্গু”
ইত্যাদিনা, সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ, অষ্টমে চ “অধিযজ্ঞোহহমেবাজ্ঞ” ইত্যাদি-
নিনা । নবমে চ “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ” ইত্যাদিনা । অথেনানীং তা এব
বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িত্বান্ স্বভক্তেস্চাবশ্যকরীগীৰ্ঘ্যং বর্ণয়িত্বান্ শ্রীভগবানুবাচ—
ভূয় এবৈতি । মহাত্মো যুদ্ধাদিস্বপ্নাত্মজ্ঞানে মৎপরিচর্য্যয়াং বা, কুশলো
বাহু যস্ত তথা হে মহাবাহো ! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু ।
কথন্তুম্ ? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্ মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে
তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১

ন মে বিহুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

টিপ্পনী ।—সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে সোপানিক এবং নিক-
পাদিক ভগবন্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । ধ্যানের উপযোগিবিধার সোপানিক
ভগবানের বিভূতি এবং জ্ঞানের উপযোগিবিধার নিকপাদিক ভগবানের
বিভূতি “রসোহইমপু কৌন্তেয়” (৭ম ৮ম) ইত্যাদি এবং “অহং ক্রতু-
রহং যজ্ঞঃ” (১২ ১৬শ) ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । ইদানীং
ধ্যানের জ্ঞাত সেই সমস্ত বিভূতির বিস্তার আবশ্যক এবং জ্ঞানের জ্ঞাত
হুর্কিজ্ঞেয়তা নিবন্ধন ভগবন্ত্বও পুনর্কীর বলা প্রয়োজন ; এই নিমিত্ত
দশম অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন ।—ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জুন ! তুমি
পুনর্কীর আমার উৎকৃষ্ট বচন শ্রবণ কর । আমি মনে করি আমার
বাক্যামৃত পানে তুমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছ, অতএব আমি যাহা বলি তাহা
পুনর্কীর শ্রবণ কর । ১

অন্বয়ঃ ।—সুরগণাঃ (দেবাঃ) মহর্ষয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়শ্চ) মে
(মম) প্রভবং (নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং) ন বিহুঃ (জানন্তি) ; হি
(যতঃ) অহং দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ (সর্গৈঃ প্রকাটৈঃ)
আদিঃ (কারণম্) ॥ ২

অনু ।—দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমার প্রভব অর্থাৎ
নানাবিধ বিভূতিতে আমার আবির্ভাব অবগত নহেন । কারণ, আমি
দেবগণের ও মহর্ষিগণের [উৎপাদক বলিয়া] সর্বপ্রকারে আদি
অর্থাৎ কারণ ॥ ২

স্বামী ।—উক্ততাপি পুনর্কচনে হুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাং—ন মে
বিহুরিতি । মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জ্ঞয়রহিততাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং
সুরগণা অপি মহর্ষরোহপি ভয়াদয়ো ন জানন্তি । তত্র চেতঃ—অতঃ

যো মামজমনাদিক বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসম্মুঢ়ঃ স মৰ্ত্ত্যোষু সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

হি দেবানাং মর্ত্ত্যানাংকাদিঃ কারণং সৰ্ব্বাণঃ সৰ্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকভেদ-
বুদ্ধাদিপ্রবর্ত্তকভেদে চ, অতো মদন্তুগ্রহং বিনা মাং কেহপি
ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২

টিপ্পনী ।—যদি বল এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু বলা হইয়াছে,
তবে পুনর্বার বলিতেছ কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন ।—আমার প্রভাব
ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি সৰ্ব্বজ্ঞ ঋষিগণও অবগত নহেন ; কারণ
আমি সমস্ত দেবগণের, নিখিল মহাঋষিগণের উৎপাদক ও বুদ্ধাদির প্রবর্ত্তক
বলিয়া আদি কারণ ; অতএব তাঁহারা আমার বিকারভূত বলিয়া
আমার প্রভাব অবগত নহেন ॥ ২

অন্থয়ঃ ।—যঃ মাম্ অনাদিম্ (আদিহীনম্) অজ্ঞঃ (জ্ঞানশূন্যঃ)
লোকমহেশ্বরং (লোকানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং চ) বেত্তি (জানাতি) সঃ
মৰ্ত্ত্যোষু (মর্ত্ত্যোষু) অসম্মুঢ়ঃ (সন্মোহরহিতঃ) [সন্]
সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্থু ।—যিনি আমার আদিহীন, জ্ঞানহীন এবং সৰ্ব্বলোকের
মহান ঈশ্বর বলিয়া অবগত আছেন, তিনি মর্ত্ত্যালোকে সন্মোহ-বরহিত
হইয়া সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৩

স্বামী ।—এবমুত্তাশ্রজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি । সৰ্ব্বকারণ-
বীদেব ন বিত্তে আদিঃ কারণং যন্ত তমনাদিম্ অতএবাজ্ঞঃ জ্ঞানশূন্যঃ
লোকানাং মহেশ্বরক মাং যো বেত্তি, স মর্ত্ত্যোষু সন্মোহরহিতঃ সন্
সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

- অন্বয়ঃ ।—বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসম্মোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ সুখং
 দুঃখং ভবঃ অভাবঃ ভয়ঞ্চ অভয়ম্ এব চ ; অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানং
 • যশঃ অযশঃ (এতেষাং ভূতানাং প্রাণিনাং) পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মন্তঃ (মন-
 সকলশাং) এব ভবন্তি (জায়ন্তে) ॥ ৪।৫

অনু ।—বুদ্ধি (সার ও অসারসম্বন্ধে বিবেকনৈপুণ্য), জ্ঞান
 (আত্মবিষয়ক বোধ), অসম্মোহ (ব্যাকুলতার অভাব), কমা (সহি-
 ক্ষুতা), সত্য (বথার্থত্বধন), দম (বহিঃপ্রিয়ত্বের সংযম), শম (অন্তঃকর-
 ণের সংযম), সুখ (অহুকুল বিষয়প্রাপ্তিসম্বন্ধে সন্তোষ), দুঃখ (প্রতী-
 কুল বিষয়প্রাপ্তি-জনিত অসন্তোষ), ভব (উদ্ভব), অভাব (নাশ), ভয়
 (ভ্রাস), অভয় (ভয়হীনতা), অহিংসা (পরপীড়া-নিবৃত্তি), সমতা
 (রাগদ্বेषাদিহীনতা), তুষ্টি (দৈবলব্ধ অর্থে সন্তোষ), তপঃ (শারীরাদি
 ১৮শ অধ্যায়ে যোগ উক্ত হইতে), দান (ভ্রাতৃপাঞ্জিত ধনাদির সংপাত্রে
 অর্পণ), যশঃ (কীর্তি), অযশঃ (দুষ্কীর্তি)—প্রাণিগণের এই সকল
 পৃথক পৃথক নানাবিধ ভাব আত্মা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪।৫

স্বামী ।—লোকমণ্ডলেরতাৎক্ষটিক—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ । বুদ্ধিঃ
 অসারসারবিবেকনৈপুণ্যং, জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, অসম্মোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ,
 কমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং বথার্থভাবনং, দমো বাহ্যেপ্রিয়সংযমঃ, শমোহন্তঃকরণ-
 সংযমঃ, সুখমহুকুলসংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতম্, ভব উদ্ভবঃ অভাবস্তদ্বি-
 পরীতঃ, ভয়ং ভ্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্ । অস্ত লোকস্ত মন্ত এব ভবন্তী-
 ত্যুপগম্যধরঃ । কিঞ্চ অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৬

রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং, মিত্রামিত্রতুল্যাতা'চ; তুষ্টির্দৈবলকেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণঃ, দানঃ ত্রায়ার্জিতস্ত ধনাদেঃ সংপাত্রেহর্পণং, যশঃ সংকীর্তিঃ, অযশো দুর্কীর্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদঃস্তদ্বিপন্নীতাশ্চাব্যুদ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মন্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৪১ঃ

টিপ্পনী ।—ভগবানের সর্বলোক-মহেশ্বরত্ব বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—বুদ্ধি অর্থ অন্তঃকরণের সূক্ষ্মবিষয়বিবেচনাশক্তি, জ্ঞান—আত্মানাত্ম যাবতীয় বস্তুবিবেক, অসংমোহ—জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য বিষয়ে অব্যাকুল-ভাবে বিবেচনাপূর্বক প্রবৃত্তি, ক্রমা—গ্রহত অথবা তিরস্কৃত ব্যক্তির নিক্কারচিত্ততা, সত্য—প্রমাণনিশ্চিতবিষয়ের তৎপ্রকারে কথন, দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্তি, শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের স্বকীয় বিষয় হইতে নিবৃত্তি, সুখ—ধর্মজ্ঞাত্ত্ব অমুকুলরূপে অধিগত বস্তু, দুঃখ—অধর্মজ্ঞাত্ত্ব প্রতিকূলবেদনীয় বস্তুবিশেষ, ভব—উৎপত্তি, অভাব—নাশ, ভয়—ত্রাস, তদ্বিপন্নীত অভয়, অহিংসা প্রাণিবর্গের গীড়ানিবৃত্তি, সমতা—চিস্তের রাগদ্বেষাদির রহিতাবস্থা, তুষ্টি—ভোগ্য পদার্থে পর্যাপ্ততাবোধ, তপঃ—শাস্ত্রীয় পথে কারেন্দ্রিয়াদির শোষণ, দান—দেহ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় লজ্জাপূর্বক যথাশক্তি অর্থাদি প্রদান, যশঃ—ধর্ম নিমিত্ত লোক-প্রশংসারূপ প্রসিদ্ধি, অযশঃ—অধর্ম নিমিত্ত লোকনিন্দ্যারূপ প্রসিদ্ধি; যাবতীয় প্রাণিগণের ধর্মাধর্মাদি নিমিত্তবৈচিত্র্যে পৃথকরূপে উৎপন্ন বুদ্ধাদি ভাবসমূহ এবং তাহার কারণসমূহ আমা হইতে উৎপন্ন, অপর কোন ব্যক্তি হইতে নহে, অতএব আমার মহিমার কথা আর কি বলিবে ? ॥ ৪১ঃ

অনুব্রূয়ঃ ।—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (ভূবাদয়ঃ) [তেভ্যঃ] পূর্বে [অস্তে] চত্বারঃ (মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ) তথা মনবঃ (স্বারভূবাদয়ঃ) মন্তাবাঃ

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সোঃবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

(মদীরপ্রভাবযুক্তাঃ) মানসা জাতাঃ (মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাং জাতাঃ)
লোকে [বর্দ্ধমানাঃ] ইমাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) যেষাং প্রজাঃ
(সম্ভবতঃ শিষ্যাদয়ো বা) ॥ ৬

অনু । — ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, [তাঁহাদেরও] পূর্বতন সনকাদি
চারিটি মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু, ইহারা সকলে আমারই
প্রভাবযুক্ত ও হিরণ্যগভস্বরূপ আমারই সঙ্কল্পমাত্র হইতে জাত ; লোকে
বর্দ্ধম । ইহাদের সম্ভব-সত্ত্বি অথবা শিষ্য ॥ ৬

স্বামী । — কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি । সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগাদয়ঃ, “সপ্ত
ব্রাহ্মণ ইতোতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা” ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধান্তেভ্যোহপি
পূর্বেইহে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ন্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মন্তাবা
মদীরো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগভাস্বর্ণো মমৈব মনসঃ
সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ । প্রভাবমেবাহ—যেযামিতি । যেষাং ভৃগাদীনাং
সনকাদীনাম্ ইমা ব্রাহ্মণাঃ লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং
পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্ত্তন্তে ॥ ৬

অন্বয়ঃ । — যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ)
বেত্তি (জানাতি) সঃ অবিকম্পেন (নিঃসংশয়েন) যোগেন (সম্যগ্দর্শ-
নেন) যুজ্যতে (যুক্তো ভবতি) অত্র সংশয়ঃ ন [অস্তি] ॥ ৭

অনু । — যিনি আমার এই বিভূতি এবং ঐশ্বর্যলক্ষণ যোগ
সম্যকরূপে অবগত অছেন, তিনি সংশয়বিহীন যোগে (জানে) যুক্ত হন ;
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৭

স্বামী — যথোক্তবিভূত্যা দিতত্ত্বজ্ঞানস্ত কলমাহ—এতামিতি ।

গাং মম বিভূতিং যোগৈঃ স্বয়ং যোগং তত্ত্বতঃ যো বেত্তি স

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমস্থিতাঃ ॥ ৮

অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সমাগদর্শনেন যুক্তো ভবতি
নাস্তাত্ত্ব সংশয়ঃ ॥ ৭

টিপ্পনী ।—সৌপাধিক ভগবানের প্রভাব বলিয়া তাহার জ্ঞানকল
বলিতেছেন ।—পূর্বোক্ত বুদ্ধাদিরূপ আমার বিভূতি এবং তদ্বিশিষ্টাংশক্তি-
রূপ যোগ যে ব্যক্তি অবগত আছে, সে সম্যক জ্ঞানের স্থিরতালকরূপ
অবিচলিত যোগসমস্থিত হয়, এ বিষয়ে কেহই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ
করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭

অনুব্যঃ ।—অহং সর্বশ্চ [জগতঃ] গ্রহবঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) মত্তঃ
(মৎসকাশ্যং) সর্বং প্রবর্ততে ইতি মত্বা (অববুধ্য) বুধাঃ (বিবে-
কিনঃ) ভাবসমস্থিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) মাং ভজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥ ৮

অনু ।—আমি সমুদয় জগতের উৎপত্তির হেতু ; আমি হইতে
সমুদয় উদ্ভূত হয় ; ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে
আরাধনা করেন ॥ ৮

স্বামী ।—যথা চ বিভূতিযোগয়োজ্ঞানে সমাগ্জ্ঞানাবাপ্তিস্ব-
র্ভয়তি—অহমিত্যাদি-চতুর্ভিঃ । অহং সর্বশ্চ জগতঃ প্রভবো ভূতাদি-
মত্বাদিরূপবিভূতিদ্বারযোগোৎপত্তিহেতুঃ, মত্ত এব চ, অশ্চ সর্বশ্চ বুদ্ধিজ্ঞান-
মসম্বোধ ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ততে, ইত্যোৎ মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো
ভাবসমস্থিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮

টিপ্পনী —যাদৃশ বিভূতি এবং যোগ জানিতে পারিলে, জীবের
অবিচলিত যোগ লাভ হয়, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকচতুষ্টয়ে বলিতেছেন ।
—আমি বাসুদেব রূপে পরব্রহ্ম এবং সমস্ত জগতের উপাদান ও নিমিত্ত
কারণ ; নিখিল বিধ নিজ নিজ সীমা অতিক্রম না করিয়া সর্বজ

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন যামুপযাস্তি তে ॥ ১০

সর্বশক্তিমান অন্তর্যামী আমি দ্বারাই চালিত হইয়া স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে ; পণ্ডিতগণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরমার্থতত্ত্বগ্রহণরূপ প্রেম-সমন্বিত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮

অনুব্রূঃ ।—মচ্ছিত্তাঃ মদগতপ্রাণাঃ (ময্যার্শিতেন্দ্রিয়াঃ) [বৃথাঃ] পরম্পরম্ (অন্তোন্তঃ) বোধয়ন্তঃ নিতাঃ (সর্বদা) কথয়ন্তশ্চ (সঙ্কীৰ্ত্ত-
য়ন্তশ্চ) তুষ্যন্তি (অহুমোদনেন তুষ্টিং যাস্তি) রমন্তি চ (নিবৃত্তিং
যাস্তি চ) ॥ ৯

অনু ।—সেই বিবেকিগণ আমাতে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গ অর্পণ
করিয়া পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সর্বদা আমার
মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হন এবং শাস্তি লাভ করেন ॥ ৯

স্বামী —প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমেবাহ—মচ্ছিত্তা ইতি । মযোব
চিত্তং যেষাং তে মচ্ছিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং
তে মদগতপ্রাণা ময্যাপিতজীবনা ইতি বা, এবভূতাস্তে বৃথা অন্তোক্তং
মাং স্তারোপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমথৈর্কৌথরস্তো বৃদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীৰ্ত্ত-
য়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অহুমোদনেন তুষ্টিং যাস্তি রমন্তি চ
নিবৃত্তিং যাস্তি ॥ ৯

অনুব্রূঃ ।—সততযুক্তানাং (ময্যাসক্তচিত্তানাং) প্রীতিপূর্ব্বকং
[মাং] ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপম্ উপায়ং) দদামি, যেন
(উপায়েন) তে যাম্ উপযাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১০

অনু ।—আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমাক ভজনা-

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

কারী সেই সকল বিবেকিগণকে আমি একরূপ বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি—যাহাতে তাঁহারা আমার প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১০

স্বামী ।—এবমুত্তরানঞ্চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি । এবং সততযুক্তানাং ময়াসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভক্ততাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি, তমিতি কন্? যেনোপায়েন তে মন্তুস্তা যান্ প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ (অনুগ্রহার্থম্) এব অহম্ আত্ম-
ভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ) [সন্] ভাস্বতা (বিস্মুরতা) জ্ঞানদীপেন
অজ্ঞানজং তমঃ (সংসারাখ্যং) নাশয়ামি ॥ ১১

অনু ।—তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থই আমি তাঁহাদের
বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া উজ্জল জ্ঞানময় প্রদীপদ্বারা অজ্ঞানজাত অন্ধ-
কার বিনষ্ট করি ॥ ১১

স্বামী ।—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তত্ত্বানুভবপর্যন্তং তমাবিকৃত্য
অবিষ্টাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি । তেষামনুকম্পার্থ-
মনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্ঞাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি, কুত্র স্থিতঃ সন্
কেন বা সাধনেন তমো নাশয়ামীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ
স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্মুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১

টিপ্পনী ।—ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধিযোগের ফল আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি ।
ভগবান্ এতদ্ভবের মধ্যবর্তী ব্যাপার বলিতেছেন ।—তাঁহাদের কিরূপে
শ্রেয় হইবে এই জ্ঞত আমি আত্মাকার চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত হইয়া মন-
সক অন্তঃকরণরূপ দীপতুল্য অত্যুজ্জল চিদাভাসযুক্ত জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান-
জাত মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ তমঃ অর্থাৎ জ্ঞানাবরণ অন্ধকার বিনাশ করি ;

অৰ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

'পুরুষং শাস্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২

আহুস্ত্রাস্ময়ঃ সৰ্বে দেবর্ষিনারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

যেমন দীপ অন্ধকার বিনাশবিষয়ে দীপোৎপত্তিভিন্ন কর্ম অথবা অভ্যাসাদির অপেক্ষা করে না এবং তদ্বারা বিद्यমান বস্তুরই প্রকাশ হয়, কিন্তু অহুংপন্ন কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, সেই রূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান নিবর্তনবিষয়ে স্বেৎপত্তিভিন্ন কর্ম অথবা অভ্যাসের অপেক্ষা করে না। এবং তদ্বারা বিद्यমান মোক্ষের অভিযুক্তি হয় মাত্র, কিন্তু অহুংপন্নের উৎপত্তি হয় না—ঋগ্নিষক্সন তাহার ক্ষয়িত্ব অথবা কর্ম্যাপেক্ষিত্ব ইহাতে পারে। “ভাষতা” এই বিশেষণদ্বারা তীত্র পবনরূপ অসম্ভাবনাদি প্রতিবন্ধকের অভাব সূচিত হইল। দীপ যেমন স্বকীয় আবরণ দূর করে, নিজের কার্যে স্বজাতীয় অপরের অপেক্ষা করে না এবং স্বেৎপত্তিব্যতিরিক্ত অন্তের মুখাপেক্ষী নহে, জ্ঞানও তদ্রূপ বলিয়া রূপকদ্বারা এই বিষয়টি পরিষ্কৃত করা হইল ॥ ১১

অনুয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম (আশ্রয়ং) পরমং পবিত্রম্ [এব চ] ; সৰ্বে ঋষয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসশ্চ জ্ঞাং শাস্তং (নিতাং) পুরুষং [তথা] দিব্যং (জ্যোতির্মান্ময়কং স্বরশ্মিকাশম্) আদিদেবঃ (দেবানামাদিভূতম্) অজম্ (অজন্মানং) বিভূং চ (ব্যাপকঞ্চ) আহঃ (বদন্তি) [তং] স্বয়ং মে (ময়ং) ব্রবীষি ॥ ১২।১৩

• ” অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন—তুমি পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয়, পরম

সৰ্বমেতদৃতং মন্ত্ৰে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

পবিত্র । সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, আসিত, দেবল, ব্যাস, ইহার। সকলে তোমাকে চিরন্তন পুরুষ, জ্যোতির্ষ্ময়, আদিদেব, জন্মহীন এবং বিহু (সর্বব্যাপক) বলিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ং আমার নিকট সেইরূপ বলিতেছ ॥ ১২।১৩

স্বামী ।—সংক্ষেপেণোক্তাং বিহুতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং
স্ববয়স্কুণ্ডন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ । পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ
পরমং পবিত্রং ভবানেব; কৃত ইত্যত আহ—যতঃ শাস্বতঃ নিত্যং পুরুষং
তথা দিব্যং জ্যোতনাশ্রকং স্বয়ম্প্রকাশম্, আদিষ্টাসৌ দেবশ্চেতি তং
দেবানাং বিহুতিমর্থঃ; তথা অজম্ অজন্মানং বিহুত্বং ব্যাপকং
জামেবাহঃ । কে ত ইত্যাহ—সাহস্রিতি । ঋষয়ো ভৃগুদয়ঃ সর্বৈর্দেবর্ষিষ্চ
নারদঃ আসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ স্বয়ং জামেব সাক্ষাৎ মহং ব্রবীষি ॥ ১২।১৩

অশ্বয়ঃ ।—হে কেশব! যৎ মাং [প্রতি] বদসি এতৎ সৰ্বম্
ঋতং (সত্যং) মন্ত্ৰে; হি (যতঃ) হে ভগবন্! তে (তব) ব্যক্তিম্
(আবির্ভাবং) দেবাঃ ন (জানন্তি) দানবাশ্চ ন ॥ ১৪

অনু ।—হে কেশব! আমার যাহা বলিতেছ, এই সকলই আমি
সত্য মনে করি; যেহেতু হে ভগবন্! তোমার আবির্ভাব সম্বন্ধে দেব-
গণ বা দানবগণ কেহই কিছু অবগত নহেন ॥ ১৪

স্বামী ।—অতো মমেদানীং শুদীর্ঘৈর্ধ্বৈঃ সজ্জাবনা নিবৃত্তেভ্যাম্
—সৰ্বমেতদিতী । এতদ্ব্যবানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সৰ্বমপি ঋতং সত্যং
মন্ত্ৰে যন্মাং প্রতি জ্ঞং কথয়সি “ন মে বিদুঃ স্রংগণাঃ” ইত্যাদি, তদপি
সত্যমেব মন্ত্ৰে ইত্যাহ—ন হীতি । হে ভগবন্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ
সম্বদহুগ্রহার্হমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি দানবাশ্চ অশ্বয়ঃস্রংগণমিতি
ন বিদুর্দেবেতি ॥ ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

টিপ্পনী।—অৰ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কেশব অর্থাৎ ব্রহ্ম-রূপ প্রভৃতিরও অনুগ্রাহক, এতাদৃশ ঐশ্বর্যবান্ বলিয়া তোমার অবিনিত কিছুই নাই; তুমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছ যে, তোমার কথিত বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই; হে সমগ্র ঐশ্বর্যসমম্বিত! তোমার প্রভাব অতিশয়-জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণও পরিজ্ঞাত নহেন, দানব এবং ঋষিগণও পরিজ্ঞাত নহেন ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! (ভূতোৎপাদক) হে ভূতেশ! (ভূতানাং নিয়ন্তঃ), দেবদেব! (দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক); হে জগৎপতে! (বিশ্বপালক) স্বং স্বয়মেব আত্মনা (স্বেনৈব) আত্মানং (স্বং) বেথ ॥ ১৫

অনু।—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতোৎপাদক! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারা আপনাকে অবগত আছ [অন্তে জানে না] ॥ ১৫

স্বামী —কিং তহি স্বয়মিতি । স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেথ জ্ঞানাসি নাত্তঃ তদপ্যাশ্বনা স্বেনৈব বেথ ন সাধনান্তরেণ! অতাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ত্তসম্বোধনানি—হে ভূতভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ । নিয়ন্তঃ! দেবানা-মাদিত্যাদীনাং দেব! প্রকাশক! জগৎপতে! বিশ্বপালক! ॥ ১৫

টিপ্পনী।—যেহেতু তুমি আমাদের আদি ও অন্তের, এই জন্ত তুমি অন্তের উপদেশ ব্যতিরেকে নিজেরই নিজেকে অবগত আছ। তোমার দ্বিবিধ রূপ, নিকৃপাধিক ও সোপাধিক; নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তিমান্ বলিয়া সোপাধিক, প্রত্যগাত্মবিষয়তানিবন্ধন নিকৃপাধিক ॥

বক্তুমহীশ্বশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

তুমি নিজের এই দ্বিবিধ স্বরূপই অবগত আছ। অতঃপর অজ্ঞেয় বিষয় আমি কিরূপে অবগত হইব? এই প্রশ্ন করা দূর করিয়া প্রেম ও উৎকর্ষা-বশতঃ বহুপ্রকারে সাধোদন করিতেছেন।—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তম
১ চীম পুরুষের শ্রেষ্ঠ; তোমার অপেক্ষা যাবতীর পুরুষই নিকৃষ্ট।
অতএব তাহাদের অজ্ঞাত বিষয়ও তোমার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।
ভগবানের পুরুষোত্তমত্ব পরবর্তী সাধোদনচতুষ্টয়ে প্রকাশ করিতেছেন।
—“হে ভূতভাবন!” সর্বভূতজনক! পিতা হইয়াও কেহ কেহ ইষ্ট হয়
না এই জন্ত বলিতেছেন, “হে-ভূতেশ!” প্রাণিগণের নিয়ন্তা, নিয়ন্তাও
আরাধ্য না হইতে পারেন তজ্জন্ত “দেবদেব” অর্থাৎ সর্বারাধ্য দেবগণেরও
আরাধনীয়; আরাধ্য ব্যক্তিও পালয়িতারূপ পতি না হইতে পারে
এই জন্ত “জগৎপতে” অর্থাৎ হিতাহিতের উপদেশকর্তা। এতাদৃশ বিশে-
ষণবিশিষ্ট তুমি সকলের পিতা, গুরু, রাজা, অতএব সর্বপ্রকারে সকলের
আরাধনীয় ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—যাভিঃ বিভূতিভিঃ স্বম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি

[দিব্যাঃ (অত্যদ্ভুতাঃ) (আত্মবিভূতয়ঃ) অশেষেণ (সাকল্যেন)

বক্তুম্ অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ১৬

অনু ।—তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই [ভূলোকাদি] সমুদ্র
লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, তোমার সেই সমুদ্র অতি অদ্ভুত
বিভূতিগুলি আমাকে সম্যক্রূপে বল ॥ ১৬

স্বামী ।—যস্মাস্ত্বাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবান্দরন্তস্মাৎ-
ভক্তুমহীসীতি । যা আত্মনন্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্বাঃ বক্তাঃ
ত্বমেবাহীসি, যোগ্যোহসি । যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

কথং বিজ্ঞানমহং যোগিস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া । ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় ত্বৃপ্তির্হি শৃণুতো নাস্তি মেহস্মতম্ ॥ ১৮

অশ্বয়ঃ ।—হে যোগিন্ ! সদা [ত্বাং] পরিচিস্তয়ন্ অহং ত্বাং
কথং (কৈর্কিৰ্ভূতিভেদৈঃ) বিজ্ঞাং (জানীয়াং), হে ভগবন্ ! কেষু কেষু
ভাবেষু (পদার্থেষু) চ [ত্বং] ময়া চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়ঃ) অসি । ১৭

অনু ।—হে যোগিন্ ! সৰ্বদা তোমার চিন্তা করিতে করিতে
আমি তোমায় কিরূপে জানিত পারিব ? হে ভগবন্ ! কোন্ কোন্
পদার্থেই বা তুমি চিন্তনীয় ? ॥ ১৭

স্বামী ।—কখনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্ ।
হে যোগিন্ ! কথং কৈর্কিৰ্ভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিস্তয়ন্নহং ত্বাং বিজ্ঞাং
জানীয়াং ? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোহসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া
চিন্তনীয়োহসি । ১৭

অশ্বয়ঃ ।—হে জনাৰ্দ্দন ! আত্মনঃ যোগং (সৰ্বজ্ঞত্ব-সৰ্বশক্তি-
মত্তাদি-লক্ষণং যোগৈশ্বৰ্য্যং) বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ (পুনঃ) কথয় ;
হি (যতঃ) অস্মতম্ (অস্মতরূপং বাক্যং) শৃণুতঃ মম তৃপ্তিঃ নাস্তি । ১৮

অনু ।—হে জনাৰ্দ্দন ! তুমি স্বীয় সৰ্বজ্ঞত্ব সৰ্বশক্তিমত্তাদি-
রূপ যোগৈশ্বৰ্য্য এবং বিভূতি আমায় সবিস্তরে পুনরায় বল ; যে হেতু
তোমার অস্মতমর বাক্য শ্রবণে আমি তৃপ্তি লাভ করিতে
পারিতেছি না । ১৮

স্বামী ।—তদেবং বহিমুখেহপি চিন্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন
ভক্তিভৈৰবস্থা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি । আত্মন-
স্তব যোগং সৰ্বজ্ঞত্বসৰ্বশক্তিমত্তাদিলক্ষণং যোগৈশ্বৰ্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ
গুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমস্মতরূপং শৃণুতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি । ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যম ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০

টিপ্পনী ।—অতএব তোমার বিভূতি ও যোগ সংক্ষিপ্তভাবে সপ্তম ও নবমে উক্ত হইলেও বিস্তার রূপে বর্ণন কর, জনাধীন এই সন্মোদন দ্বারা জানাইতেছেন যে, সমস্ত জীবই তোমার নিকট অভ্যাদয় ও মোক্ষ প্রার্থনা করে, অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা আমার স্মৃতিত নহে । যদি বল উক্ত বিষয় বলিবার কত যাক্সা কেন ? তাহাতে বলিতেছেন যে, তোমার বাক্য শুনিয়া আমার তৃষ্ণা নির্বারণ হইতেছে না ; নিরন্তরই শুনিতে স্পৃহা হইতেছে, যেহেতু তোমার বাক্য অমৃততুল্য ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ । হস্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! দিব্যাঃ [যাঃ] আত্মবিভূতয়ঃ [তাঃ] প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি, হি [যস্মাৎ] মে (যম) বিস্তরস্ত (বিভূতিবিস্তরস্ত) অস্তঃ নাস্তি ॥ ১৯

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার যে সকল অলৌকিক বিভূতি আছে, তোমাকে তাহার প্রধান প্রধান গুলি বলিতেছি ; কারণ আমার বিভূতির শেষ নাই ॥ ১৯

স্বামী ।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হস্তেতি । হস্তে-ত্যমুকম্পাসমোদনে, দিব্যা বা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোহবাস্তরস্ত বিভূতিবিস্তরস্ত মদীয়স্তুস্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিৎকথয়িষ্যামি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—হে গুড়াকেশ ! অহং সর্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্বোবাং ভূতানাম্ অস্তঃকরণেষু নিরন্তরেন অবস্থিতঃ) আত্মা ; [অহং] তুভ্য-

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচিশ্চরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

নাম্ আদিঃ (জয়) মধ্যং (স্থিতিঃ) অন্তঃ (সংহারঃ) এব চ ॥ ২০

অনু ।—হে অর্জুন ! আমি সমুদয় ভূতগণের অন্তঃকরণে নিরন্তরূপে অবস্থিত আত্মা, আমি ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ ॥ ২০

স্বামী ।—তত্র প্রথমমৈশ্বর্যং রূপং কথয়তি—অহমিতি । হে-
গুড়াকেশ ! সর্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্বজ্ঞত্বাদিগুণৈরনিরন্তর-
বৈশ্বনাবাসিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জন্ম মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ সর্ব-
ভূতানাং জন্মান্নিহেতুস্তাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টিপ্পনী ।—ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জুন ! আমার বিভূতি
শ্রবণের পূর্বে প্রধান চিন্তনীয় একটি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । সর্ব-
ভূতের হৃদয়ে অস্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আনন্দঘন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা
আমি, ইহা তুমি চিন্তা করিবে । গুড়াকেশ অর্থে জিতেন্দ্র, এই সঙ্কো-
ধন দ্বারা অর্জুনের ধ্যানসামর্থ্য সূচিত হওয়ায় তিনি যে তাদৃশ চিন্তার
অধিকারী ইহা বলা হইল । ভূতগণের আদি উৎপত্তি স্থান, মধ্য স্থিতি,
অন্ত বিনাশ অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপত্তি স্থিতি নাশরূপে আমিই
চিন্তনীয় ॥ ২০

অনুব্রূয়ঃ ।—অহং [দাদশানাম্] আদিত্যানাং [মধ্যে] বিষ্ণুঃ
(বামনঃ) জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং) [মধ্যে] অংশুমান্ (বিশ্ব-
ব্যাপিরশ্মিভুক্তঃ) রবিঃ (সূর্য্যঃ) ; মরুতাং (বায়ুনাং) [মধ্যে] মরীচিঃ,
নক্ষত্রাণাং [মধ্যে] শশী ॥ ২১

অনু ।—আমি দাদশ আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু [বামনদেব] ;
প্রকাশক পদার্থনিচয়ের মধ্যে আমি বিশ্বব্যাপী রশ্মিভুক্ত সূর্য্য ; মরুতগণের
মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণ মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

স্বামী ।—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদ-
খ্যায়সমাপ্তি । আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্ভামনোহহং,
জ্যোতিষাং প্রকাশানাং মধ্যে অংগমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্বিক্তো রবিঃ সূর্যো-
হহং, মকুতাং বায়ুনাং মধ্যে মরীচিনামাহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদগণা দেববিশেষা-
ন্তেষাং মধ্যে ; নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্ । (অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যা-
দিষু প্রারম্ভে নির্দ্বারপে যদী, কচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেনত্যাদিষু সম্বন্ধে
যদী, তচ্চ তত্র তদ্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ) । বিষ্ণুরিত্যাদিষু ত্বেহপি প্রভা-
বাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিভেদে নিৰ্দ্ধিগতে । অতঃ পরঞ্চাধ্যায়স্ত
স্পষ্টার্থভেদেপি কচিং কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত্যামঃ ॥ ২১

টিপ্পনী ।—যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ ধ্যানে অশক্ত তাহার বহি-
র্বিষয়ক ধ্যান করা কর্তব্য, এইজন্য অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিজ বহি-
র্বিভূতির কথা বলিতেছেন । দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক
আদিত্য । ঊনপঞ্চাশদ্ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচিনামক বায়ুবিশেষ ;
জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে আমিই বিশ্বব্যাপী তেজঃসম্পন্ন রবি, আমিই
নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র । (অতঃপর এই অধ্যায় স্পষ্ট বলিয়া শ্রীধরস্বামী
মহোদয় কদাচিৎ কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব বিশেষ
জ্ঞাতব্য না থাকার অল্পস্থানেরই টিপ্পনী দেওয়া হইল) ॥ ২১

অম্বয়ঃ ।—[অহং বেদানাং মধ্যে] সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং
[মধ্যে] বাসবঃ (ইন্দ্রঃ) অস্মি ; ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] মনশ্চ অস্মি ;
ভূতানাং [সম্বন্ধিনী] চেতনা (জ্ঞানশক্তিঃ) [অস্মি] ॥ ২২

অনু ।—আমি বেদগণের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র,
ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মন এবং প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা (জ্ঞানশক্তি) ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্বেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরৈঃ ॥ ২৪

স্বামী ।—বেদানামিতি । বাসব ইন্দ্রঃ । ভূতানাং সৰ্ব্বস্বিনী
চেতনা জ্ঞানশক্তিরূপাস্মি ॥ ২২

অব্যয়ঃ ।—অহং রুদ্রাণাং [মধ্যে] শঙ্করশ্চ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং
[মধ্যে] বিভ্বেশঃ (কুবেরঃ) ; বসূনাং [মধ্যে] পাবকশ্চ (অগ্নিশ্চ)
[অস্মি] ; শিখরিণাং (শিখরবতাং) [মধ্যে] মেরুঃ অস্মি ॥ ২৩

অনু ।—আমি রুদ্রগণ মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসগণ মধ্যে কুবের,
বসুগণ মধ্যে পাবক এবং পৰ্ব্বত মধ্যে স্কন্দ ॥ ২৩

স্বামী ।—রুদ্রাণামিতি । রক্ষসামপি ক্রুরত্মাদিসাম্যং যৈকৈঃ
দর্শকীকৃত্য নির্দেশঃ, তেবাং মধ্যে বিভ্বেশঃ কুবেরোহস্মি, পাবকোহস্মি,
শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছিতানাং মেরুঃ ॥ ২৩

অব্যয়ঃ ।—হে পার্থ ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং (প্রধানং) বৃহ-
স্পতিং বিদ্ধি ; সেনানীনাং [মধ্যে] অহং স্কন্দঃ (কাকর্তিকেশ্বরঃ) সরসাং
(স্থিরজলাশয়ানাং) [মধ্যে] সাগরৈঃ (সমুদ্রৈঃ) অস্মি ॥ ২৪

অনু ।—আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে [দেবপুরোহিত বলিয়া]
শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিবে ; আমি সেনানীগণের মধ্যে কাকর্তিকেশ্বর এবং
জলাশয় সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪

স্বামী ।—পুরোধসামিতি । পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বা-
ন্থ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি ; সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনা-
পতিঃ স্কন্দোহস্মি, সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোহস্মি ॥ ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্যোকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপোযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

উচৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

অনুব্রূঃ — অহং মহর্ষীণাং [মধ্যে] ভৃগুঃ, গিরাং (বাক্যানাং) [মধ্যে] একম্ অক্ষরম্ (ঔকারঃ) অস্মি ; যজ্ঞানাং [মধ্যে] জপযজ্ঞঃ ; স্থাবরাণাং [মধ্যে] হিমালয়ঃ অস্মি ॥ ২৫

অনু । — আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে একাক্ষর (ঔকার) ; যজ্ঞগণের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫

স্বামী । — মহর্ষীগামিতি । গিরাং বাচাং পদাঙ্কিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদম্ । যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্ত্তানাং জপরূপো যজ্ঞোহস্মি ॥ ২৫

অনুব্রূঃ । — [অহং] সর্ববৃক্ষাণাং [মধ্যে] অশ্বথঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ [মধ্যে] নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং [মধ্যে] চিত্ররথঃ ; সিদ্ধানাং [মধ্যে] কপিলো মুনিশ্চ [অস্মি] ॥ ২৬

অনু । — আমি বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বথ ; দেবর্ষিগণ মধ্যে নারদ ; গন্ধর্ব্বগণ মধ্যে চিত্ররথ ; সিদ্ধগণ মধ্যে কপিলমুনি ॥ ২৬

স্বামী । — অশ্বথ ইতি । দেবা এব সন্তো মে মজ্জদর্শনেন ঋষিঃ প্রাপ্তাশ্চৈবাং মধ্যে নারদোহস্মি ; সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরিমার্গ-তত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬

অনুব্রূঃ — অস্থানাং [মধ্যে] মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচৈঃশ্রবসং

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনাংস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

[বিদ্ধি], [তীর্থা] গজেন্দ্রাণাং [মধ্যে] অমৃতোন্তবম ঐরাবতঃ
[বিদ্ধি] ; নরাণাঞ্চ [মধ্যে] নরাধিপঃ (রাজানং) বিদ্ধি ॥ ২৭

অনু ।—অঙ্গগণ মধ্যে আমাকে অমৃত-মথনোদ্ভূত উট্টৈঃশ্রবাঃ
জানিবে এবং গজেন্দ্রগণमध्ये ঐরাবত জানিবে, নরগণमध्ये আমার রাজা
জানিবে ॥ ২৭

স্বামী ।—উট্টৈঃশ্রবসমিতি । অমৃতার্থঃ কীরোদধিমথনাদুদ্ভূতম্
উট্টৈঃশ্রবসনামাশ্বঃ মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোন্তবমিত্যেতদৈরাবতোহপি
সম্বধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭

অশ্বয়ঃ ।—অহম্ আয়ুধানাং [মধ্যে] বজ্রং ; ধেনুনাং [মধ্যে]
কামধুক্ অস্মি ; অহং প্রজনঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) কন্দর্পঃ অস্মি ; [সবি-
বাণাং] সর্পাণাং [রাজা] বাসুকিঃ অস্মি ॥ ২৮

অনু —আমি অঙ্গগণमध्ये বজ্র ; ধেনুগণमध्ये কামধেনু ;
আমি প্রজাগণের উৎপত্তিহেতু মদন ; সবিস সর্পগণमध्ये আমি
বাসুকি ॥ ২৮

স্বামী ।—আয়ুধানামিতি । আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রং, কামান্
দোষীতি কামধুক্ ; প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোহস্মি ন
কেবলঃ সন্তোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ । সর্পাণাং সবি-
বাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮

অশ্বয়ঃ ।—[অহং] [নির্বিবাণাং] নাগানাং [রাজা] অনন্তঃ
অস্মি ; যাদসাং (জলচরাণাং) [রাজা] বরুণঃ [অস্মি] ; পিতৃণাং

প্রহ্লাদশচাম্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।

বায়ুনাং মকরশ্চাম্মি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১

[রাজা] অর্থ্যমা চ অস্মি, সংযমতাং (নিয়মং কুরুতাং) ; [মধ্যে] যমঃ [অস্মি] ॥ ২২

অনু ।—আমি নির্বিষ নাগগণের রাজা অনন্ত ; 'আমি জলচরগণের [রাজা] বরুণ, পিতৃগণের [রাজা] অর্থ্যমা ; সংযমকারিগণ-মধ্যে আমি যম ॥ ২২

স্বামী ।—অনন্ত ইতি । নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেবোহস্মি, বাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোহস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্থ্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুরুতাং মধ্যে যমোহস্মি ॥ ২২

অশ্বয়ঃ ।—[অহং] দৈত্যানাং [মধ্যে] প্রহ্লাদশ্চ অস্মি, কলয়তাং (বশীকুরুতাং) [মধ্যে] অহং কালঃ ; মৃগাণাং [মধ্যে] অহং মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ), পক্ষিণাং [মধ্যে] বৈনতেয়ঃ (গরুড়ঃ) [অস্মি] ॥ ৩০

অনু ।—আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ; বশীকরণকারিগণ মধ্যে কাল ; মৃগগণের মধ্যে সিংহ ; পক্ষিগণমধ্যে গরুড় ॥ ৩০

স্বামী ।—প্রহ্লাদ ইতি । কলয়তাং বশীকুরুতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ; পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োহস্মি ॥ ৩০

অশ্বয়ঃ ।—[অহং] পবতাং (বেগবতাং) [মধ্যে] পবনঃ অস্মি ; শস্ত্রভূতাং [মধ্যে] রামঃ [অস্মি] ; [অহং] বায়ুনাং (মৎস্তানাং) [মধ্যে] মকরশ্চ অস্মি, শ্রোতসাং (প্রবাহজলানাং) [মধ্যে] জাহুবী [অস্মি] ॥ ৩১

অনু ।—আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, মৎস্তগণের মধ্যে মকর, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম, শ্রোতস্বতীদিগের মধ্যে জাহুবী (গঙ্গা) ॥ ৩১

সর্গাণামাদিরন্তুশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন ।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

স্বামী ।—পর্বন ইতি । পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি ; শত্রুভৃতাং বীরাণাং মধ্যে রামো দাশরুথিঃ, যদ্বা পরশুরামঃ ; যযাণাং মৎস্তানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্তজাতিবিশেষস্তিমিঞ্জিলোহহং ; স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

অনুয়ঃ ।—হে অর্জ্জুন ! অহং সর্গাণাম্ (সৃষ্টপদার্থানাম্) আদিঃ অন্তঃ মধ্যঞ্চ [অস্মি] ; বিদ্যানাং [মধ্যে] অহম্ অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্ম-বিদ্যা) ; প্রবদতাং (বাদিনাং) [সম্বন্ধে] বাদঃ [অস্মি] ॥ ৩২

অনু ।—হে অর্জ্জুন ! আমি সৃষ্টপদার্থসমূহের আদি, অন্ত ও মধ্য ; বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা ; বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ শিষ্য ও আচার্য্যমধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে কথোপকথন হয়, আমি তাহাই ॥ ৩২

স্বামী ।—সর্গাণামিতি । সৃজ্যন্তু ইতি সর্গা আকাশাদ্যন্তেষামাদি-রন্তুশ্চ মধ্যং চৈবাহম্ ; ‘অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ’ ইত্যত্র সৃষ্টাদিকভূতং পরমৈ-শ্বর্য্যযুক্তম্, অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদিভূতিত্বেন ধোয়া ইত্যাচ্যত ইতি বিশেষঃ । অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিক্তো বাদ-জল্লবিতগুণ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধান্তাসাং মধ্যে বাদোহহং, যত্র দ্বাভ্যা-দপি প্রমাণতত্ত্বকৃতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষঃ চলজাতিনিগ্রহৈর্দূর্ব্ব্যতে স জল্পো নাম । যত্র ত্বেবং স্বপক্ষঃ স্থাপয়তি, অতস্ত্ব চলজাতিনিগ্রহস্থানৈ-স্তৎপক্ষঃ দূষয়তি ন তু স্বপক্ষঃ স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা ; তত্র জল্লবিতগুণে বিজিগীষমাণদ্বোর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে; বাদন্ত বীত-রাগদ্ব্যোঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্তর্য্যোৰ্বাদ তত্ত্বনিরূপণকলশ্চ, অতোহসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্নদিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্ত চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

টিপ্পনী ।—সর্গ অর্থে অচেতন সৃষ্টি, আমি এই সর্গের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়! পূর্বে “অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষ ভূতানামস্ত এব চ” (১০ম ২৮শ) এই স্থলে জীবাবিষ্ট চেতনরূপে প্রসিদ্ধ জীবগণের কথা বলা হইয়াছে, এই স্থানে অচেতন-সৃষ্টির বিষয় বলিতেছেন, অতএব পুনরুক্তি-দোষ হইল না। যাবতীয় বিজ্ঞান মধ্যে আমি অধ্যাত্মবির্তা। অর্থাৎ মোক্ষহেতু আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞা। বিবাদকারিগণসম্বন্ধী বাদ, জল্প, বিতণ্ডার মধ্যে আমি তত্ত্বনির্ণয়াত্মক বাদ। “প্রবদৎ” শব্দের অর্থ বিবাদকারী, কিন্তু নির্দারণ (বহু সঙ্গীতীদের মধ্যে ক্রিয়া অথবা গুণাদিহারা একের উৎকর্ষকথন) রক্ষার অভিপ্রায়ে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, যেমন “ভূতানামস্মি চেতনা” (১০ম ২২) এই স্থলে ভূতপদে ভূতসম্বন্ধী পরিণাম লক্ষিত হইয়াছে (ইহাও তাঁহারই ব্যাখ্যা), সেইরূপ এই স্থলেও “প্রবদৎ” পদে প্রবদৎসম্বন্ধী বাদজল্পাদি লক্ষিত, অতথা “প্রবদতাং” এই স্থলে নির্দারণের পরিবর্তে সম্বন্ধে যষ্টি করিতে হয়। “ভূতানামস্মি চেতনা” এই স্থলেও পূর্বোক্ত অর্থ না করিলে সম্বন্ধেই যষ্টি। বাদ অর্থে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু জয়পরাজয়ে নিঃস্পৃহ সত্যীর্থত্বের অথবা গুরুশিষ্যের প্রমাণ ও তর্কদ্বারা উপস্থাপিত হেতুর দোষারোপরূপ পক্ষপ্রতিপক্ষভাব অবলম্বন করা। তত্ত্বজ্ঞানপর্যন্ত ইহার অবস্থিতি। বাদফল তত্ত্বনির্ণয়ের সংরক্ষণার্থ কুতর্ককারী বাদিগণকে পরাজিত করিবার জ্ঞাত্ব বিজয়েচ্ছু বাদি-প্রতিবাদীর আলাপ-বিশেষ জল্প ও বিতণ্ডা। বিতণ্ডায় একব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপন করে, অপরে তৎপ্রতি দোষারোপ করে, জল্পে বাদিপ্রতিবাদী উভয়েই স্থাপন করে, আবার উভয়েই পর পর পক্ষের প্রতি দোষারোপ করে। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে বলিয়া এই স্থলে ঝাদের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে ॥ ৩২

অম্বয়ঃ ।—[অহম্] অক্ষরাণাং [মধ্যে] অকারঃ অস্মি ;

মৃত্যুঃ সৰ্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীৰ্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতিশ্চৈধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

সামাসিকশ্চ (সমাসসমূহশ্চ) [মধ্যে] দ্বন্দ্বঃ ; অহমেব অক্ষয়ঃ (প্রবাহরূপঃ)
কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (সৰ্ব্বকৰ্মফলবিধাতা) ॥ ৩৩

অনু ।—আমি অক্ষরসমূহমধ্যে অকার ; সমাসমধ্যে দ্বন্দ্বসমাস,
আমি প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল ; আমি সৰ্ব্বকৰ্মের ফলবিধাতা ॥ ৩৩

স্বামী ।—অক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারো-
হস্মি তস্মৈ সৰ্ব্ববাক্যরত্নেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথাচ ঋতিঃ—অকারো বৈ সৰ্ব্বা
বাক্ সৈষা স্পর্শোত্তমভিৰ্যাজ্যমানা বহ্বী নানাক্রুপা ভবতি” ইতি সূত্ৰত
ইতি শ্রেষ্ঠত্বাৎ, সামাসিকশ্চ সমাসসমূহশ্চ মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদি-
সমাসোহস্মি উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোহ-
মস্মি ‘কালঃ কলয়তামহম্’ ইত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরগণাত্মায়ুঃস্বরূপঃ
কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুর্মি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোহ-
ক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ । কৰ্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতো-
মুখো ধাতা সৰ্ব্বকৰ্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টিপ্পনী ।—বর্ণসমূহের মধ্যে আমি অকার । ঋতিতে আছে
“অকারো বৈ সৰ্ব্বা বাক্” অর্থাৎ অকার সমস্ত বাক্যস্বরূপ, অতএব
অকার শ্রেষ্ঠ । সমাসসমূহের মধ্যে আমিই উভয়পদপ্রধান দ্বন্দ্ব ; তৎ-
পুরুষে উত্তর পদার্থ প্রদান ; বহুব্রীহিতে অপর পদার্থ প্রদান ; অতএব
উভয়পদের সাম্যাব্যবহতঃ অত্র সমাস নিরুপ্ত ; আমি অক্ষর কাল,
কৰ্মফলদাতৃগণের মধ্যে আমিই সৰ্ব্বতোমুখ ধাতা ॥ ৩৩

অনুব্রূয়ঃ ।—[সংহারকাণাং : মধ্যে] অহং সৰ্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ । ভবিষ্য-
তাম্ (ভাবিকল্পানাং প্রাণিনাম্) উদ্ভবশ্চ (অভ্যুদয়শ্চ) ; নারীণাং
[মধ্যে] কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা • ধৃতিঃ ক্ষমা চ [সপ্তদেবতাক্রুপাঃ
দ্বিগঃ অহমেব] ॥ ৩৪

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চন্দ্রসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহনৃতানাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

অনু ।—আমি সংহারকগণের মধ্যে সর্বসংহারক মৃত্যু ; ভাবী কল্পের আমি অভ্যুদয় ; নাবীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্রমা এই সপ্ত দেবতারূপ স্ত্রী আমিই ॥ ৩৪

স্বামী ।—মৃত্যুরিতি । সংহারকাণাং মধ্যে সর্বহরো মৃত্যুরহং ; তবিষ্যতাং ভাবিকলাপানাং [কল্পানাং] প্রাণিনামৃদ্ববোহভ্যুদয়োহহং ; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্যাভাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োহহং যাসামাভাসমাজ-যোগেণ প্রাণিনঃ প্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্যাভাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪

অনুব্যঃ ।—অহং সাম্নাং . [মধ্যে] বৃহৎ সাম ; অহং চন্দ্রসাম (চন্দ্রোবিশিষ্টানাং মন্ত্রণাং) [মধ্যে] গায়ত্রী, মাসানাং [মধ্যে] মার্গশীর্ষঃ ; ঋতুনাং [মধ্যে] অহং কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ) ॥ ৩৫

অনু ।—আমি সাম সকলের (সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের) মধ্যে বৃহৎ সাম, চন্দ্রোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহ মধ্যে আমি গায়ত্রী ; মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস ; ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫

স্বামী ।—বৃহদতি । “আম ইন্দ্র হবামহে” ইত্যশ্রাঃ ঋচি গীর্ষ-মানং বৃহৎ সামাহং তেন চেন্দ্রঃ সর্কেশ্বরত্বেন স্তূর্যত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্ । চন্দ্রোবিশিষ্টানাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোহহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ । কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

অনুব্যঃ ।—[অহং] ছলয়তাম্ (অত্যাশ্রবণপরাণাং) [সৰ্বক্ষি] দ্যুতম্ অস্মি ; তেজস্বিনাং (প্রভাববতাং) তেজঃ (প্রভাবঃ) অস্মি ; অহং

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনাং প্যহং ব্যাসঃ কবীনাং মুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭

দৈগু দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনাং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানাং জ্ঞানবৃত্তামহম্ ॥ ৩৮

[জেতৃণাং] জয়ঃ অস্মি ; [ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ অস্মি ; সত্ত্ববতাং ,
(সাত্ত্বিকানাং) সত্ত্বম্ [অস্মি] ॥ ৩৬

অনু ।—আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিগণের দ্যুতক্রীড়া ; আমি
তেজাশ্বগণের ভেজ, জয়শীলগণের জয় ; অধ্যবসায়িগণের অপব্যসায় এবং
সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্ব ॥ ৩৬

স্বামী ।—দ্যুতমিতি । ছলয়তামন্তোত্ত্ববঞ্চনপরাণাং সহস্মি দ্যুত-
মস্মি ; ভেজস্বিনাং প্রভাববতাং ভেজঃ প্রভাবোহস্মি, জেতৃণাং জয়োহস্মি
ব্যবসায়িনামুত্তমবতাং ব্যবসায় উত্তমোহস্মি, তত্ত্ববতাং 'সাত্ত্বিকানাং
সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬

অস্থয়ঃ ।—অহং বৃক্ষীনাং বাসুদেবঃ , পাণ্ডবানাং [মধ্যে] ধনঞ্জয়ঃ,
অহং মুনীনাং পি ব্যাসঃ ; কবীনাং [মধ্যে] উপনাঃ [নাম] কবিঃ ॥ ৩৭

অনু ।—আমি বৃষ্টিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব ; পাণ্ডবগণের
মধ্যে ধনঞ্জয় ; মুনিগণের মধ্যে ব্যাস ; কবিগণের মধ্যে কবি—শুক্ল ॥ ৩৭

স্বামী ।—বৃক্ষীনাংমিতি । বাসুদেবো যোহহং স্বামুপদিশামি ;
ধনঞ্জয়শ্চমেব মম্বিভূতিঃ ; মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোহস্মি,
কবীনাং কাব্যদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্লঃ ॥ ৩৭

অস্থয়ঃ ।—অহং দময়তাং (দমনকর্তৃণাং) (সহস্মী) দণ্ডঃ অস্মি,
জিগীষতাং (জেতৃমিচ্ছতাং) (সহস্মিনী) নীতিঃ অস্মি , গুহানাং
(গোপ্যানাং) মৌনঞ্চ (অবচনম্) এব অস্মি ; জ্ঞানবতাং (তত্ত্ব-
জ্ঞানিনাং) জ্ঞানম্ অস্মি ॥ ৩৮

যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন ।

ন তদস্তি বিনা যৎ শ্ৰাম্য ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

নাস্ত্যেহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।*

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেৰ্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

অনু ।—আমি দমনকারীদিগের সম্বন্ধে দণ্ড ; জয়াভিলাষী-
দিগের নীতি ; গোপনীয় বিষয়ের [গোপনহেতুভূত] মৌনভাব ;
তত্ত্বজ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান ॥ ৩৮

স্বামী ।—দণ্ড ইতি দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোহস্মি যেন
অসংযত্যাঃপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মৰ্হিভূতিঃ । জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধীনি
সামাহ্বাপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুমৌনবচন-
মহমস্মি, ন হি তুষ্কীং স্থিতশ্চাভিপ্রায়ো জায়তে, জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানীনাং
যজ্ঞজ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—হে অৰ্জ্জুন! যৎ চ সৰ্বভূতানাং বীজং (প্ররোহ-
কারণং) তৎ অহম্ এব ; ময়া বিনা যৎ শ্ৰাম্য তৎ চরাচরং ভূতং নাস্তি ॥ ৩৯

অনু ।—হে অৰ্জ্জুন ! বাহা সৰ্বভূতের উৎপত্তির কারণ, তাহা
আমিই ; আমি ভিন্ন যাহা থাকিতে পারে, এই চরাচরের মধ্যে এমন
কোন ভূত বিদ্যমান নাই ॥ ৩৯

স্বামী ।—যচ্চাপীতি । যদপি সৰ্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং
তদহং, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ শ্ৰাম্যবেৎ তচ্চরাচরং ভূতং
নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—হে পরস্তপ ! মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অস্ত্য নাস্তি ;
এষ তু বিভূতে: বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ ॥ ৪০

অনু ।—হে পরস্তপ ! আমার অলৌকিক বিভূতিসমূহের অস্ত
নাই ; আমি তোমার আমার এই বিভূতিবাহল্য সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ৪০

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অথবা বহ্ননৈহুতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্ঠভ্যাহ্মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিষ্ঠায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতি-

যোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

স্বামী । —প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নাস্তোহস্তীতি । অনন্তত্বা-
দ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তৃং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতের্কিস্তরঃ উদ্দেশ-
শতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ । —বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তম্)
উর্জিতং (প্রভাববলাদিনা গুণেন অতিশয়িতং) যদ্ যৎ সত্ত্বং (বস্তুমাত্রং)
[ভবেৎ] তৎ তৎ এব মম তেজোহংশসম্ভবম্ (প্রভাবস্ত অংশেন সম্ভূতম্)
অবগচ্ছ (জানীহি) ॥ ৪১

অনু । —জগতের ঐশ্বর্যযুক্ত শ্রীসম্পন্ন এবং প্রভাব ও বল প্রভৃতি
গুণে শ্রেষ্ঠ যে যে বস্তু থাকিতে পারে, তৎ তৎ সমস্তই আমার প্রভাবের
কংশমাত্রেরে উপপন্ন জানিবে ॥ ৪১

স্বামী । —পুনশ্চ সাকাজ্জং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—
যদ্যদ্বিভূতি ! বিভূতিমদৈশ্বর্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্, উর্জিতং কেনাপি
প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্যৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ভবেৎ তত্তদেব
মম তেজসঃ প্রভাবস্তাংশেন সম্ভূতম্ অবগচ্ছ জানীহি ॥ ৪১

অন্বয়ঃ । —অথবা হে অর্জুন ! তব এতেন বহন (পৃথক্ পৃথক্)

জ্ঞানেন কিম্? অহম্ ইদং কুৎসং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (এক-
দেশমাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধ্বজা) স্থিতম্ ॥ ৪২

অনু ।—অথবা হে অজ্জুন! [আমার বিভূতি সম্বন্ধে] এইরূপ
পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া কল কি? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশমাত্র
দ্বারা ধারণ করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থিত আছি ॥ ৪২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

স্বামী ।—অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্বত্র সম-
দৃষ্টিমেব কুর্কিত্যাহ—অথবেতি । বহুনা পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্যং,
যস্মাদিদং সর্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধ্বজা ব্যাপ্যেতি বা
অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তঃ কিঞ্চিদস্তি “পাদোহস্তা বিদ্যা ভূতানি”
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিন্তে বহির্ধাবতি সত্যপি ।

ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেববীৎ ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াম্ দশমোহ্যায়ঃ ॥ ১০

টিপ্পনী ।—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভূতি বলিয়া সাকল্যে বলিতে-
ছেন ।—অথবা হে অজ্জুন! অশংক্রমে তোমার ইহা জানিবার প্রয়োজন
কি? আমি এই সমস্ত বিশ্ব কেবল একদেশে ধারণ করিয়া অবস্থিত
আছি, তুমি এই মাত্রই অবগত হও; অতএব এইরূপ পরিচ্ছিন্নভাবে
আমাকে দর্শন করিও না, সর্বত্রই মদৃষ্টিসম্পন্ন হও ॥ ৪২

ইতি দশম অধ্যায় ॥ ১০

একাদশোহধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যদ্ব্যয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

অনুয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—মদনুগ্রহায় (শোকনিবৃত্তয়ে) পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) গুহ্যং (গোপ্যম্) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (আত্মানাত্ম-বিবেকবিষয়কং) যৎ বচঃ স্বয়ং উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ (ভ্রমঃ) বিগতঃ (বিনষ্টঃ) ॥ ১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহার্থ [শোক নিবৃত্তির জন্ত] তুমি পরমাত্মনিষ্ঠ গোপনীয় আত্মানাত্ম-বিবেক-বিষয়ক যে বাক্য বলিলে, তদ্বারা “আমি হস্তা, ইহার। বধ্য” এইরূপ মোহ বিনষ্ট হইল ॥ ১

স্বামী ।—বিভূতৈর্কৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ । দিদৃক্ষো-
রৰ্জুনশ্রীর্থং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ । পূর্বাধ্যায়ান্তে “বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎস-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং তদ্দি-
দৃক্ষুঃ পূর্বোক্তমভিনন্দয়রুজুন উবাচ—মদনুগ্রহায়ৈতি চতুর্ভিঃ । মদনুগ্রহায়
শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মা-
নাত্মবিবেকবিষয়ং যদ্ব্যয়োক্তং বচঃ “অশোচ্যানহশোচস্বম্” ইত্যাদি বচ-
নাদ্যয়পশ্যন্তঃ বচাকাং, তেন মমায়ং মোহঃ—অহং হস্তা, এতে হস্তাস্ত
ইত্যাদিলক্ষণভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্তৃত্বাশ্রয়ভ্রমোক্তেঃ ॥ ১

টিপ্পনী ।—পূর্বাধ্যায়ে নানা বিভূতি বর্ণনা করিয়া অবশেষে ভগবান্

ভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাং ঞ্জতো বিস্তরশো ময়া ।

স্বস্তঃ কমলপত্রাক্ষ মহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

বলিরাছেন, “আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিবাণ্ড করিয়াছি ।”
তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত অর্জুন সেই সর্কাত্মক রূপদর্শনে
অভিলাষী হইয়া ভগবানের পূর্বোক্ত বাক্যের প্রশংসা করত বলিলেন,
—আমার শোকনিবৃত্তিরূপ অমুগ্রহের জন্ত পরম গোপনীয় অধ্যাত্মবিষয়ক
যে বাক্য তুমি বলিয়াছ, সেই বাক্য দ্বারা “আমি ইহাদের হস্তা, ইহারা
আমার বাণ্য” এইরূপ বিপর্যাসলক্ষণ মোহ বিনষ্ট হইয়াছে । কারণ
তাহাতে বার বার আত্মার সর্কবিকারশূন্য প্রতীপাদিত হইয়াছে ॥ ১

অশ্বয়ঃ ।—হে কমলপত্রাক্ষ ! স্বস্তঃ (ভবৎসকাশাং) ভূতানাং
ভবাপ্যায়ৌ (সৃষ্টিপ্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ (পুনঃপুনঃ) ঞ্জতো ; অব্যয়ম্
(অক্ষরং) মহাত্ম্যমপি (মহত্ত্বঞ্চাপি) চ [ঞ্জতম্] ॥ ২

অনু ।—হে পদ্মপলাশলোচন ! তোমার নিকট আমি ভূত-
গণের উৎপত্তি ও বিনাশ বারংবার শ্রবণ করিলাম ; তোমার অক্ষয়
মহিমাও শ্রবণ করিলাম ॥ ২

স্বামী ।—কিঞ্চ ভবেতি । ভূতানাং ভবাপ্যায়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ
স্বস্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি ঞ্জতো ময়া “অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ
প্রলয়ন্তথা” ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ । কমলস্ত পত্রে ইব সুপ্রসঙ্গে
বিশালে অক্ষিণী যন্ত তব । হে কমলপত্রাক্ষ ! মহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষরং
ঞতং বিশ্বস্থষ্টাদিকর্তৃত্বেহপি সর্কনিয়ন্তৃত্বেহপি শুভাশুভকর্মকারয়িতৃত্বেহপি
বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেহপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্কৌদাসীত্তাদি-
লক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বং চ ঞ্জতম্ । “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তস্তে
মামবুদ্ধয়ঃ” ইতি, “ময়া ততমিদং সর্কম্” ইতি, “ন চ মাং তানি কর্মাণি”
ইতি, “সমোহং সর্কভূতেষু” ইত্যাদিনা চ । অতন্ত্বংপরতন্ত্বাদ্যপি
জীবানামহং কর্তৃত্বাদি বদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

এবমেতদ্যথা ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমেশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

মন্ত্ৰসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততোঁ মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

টিপ্পনী ।—সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত তৎপদার্থ-নির্ণয়-প্রধান তোমার বাক্যসমূহও শ্রবণ করিয়াছি ; ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন । —প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার নিকট বিস্তাররূপে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি । কেবল যে প্রাণিগণের উৎপত্তি বিনাশই শ্রবণ করিয়াছি তাহা নহে, মহাত্মা তোমার মহাত্ম্য অর্থাৎ বিশ্বস্থিতি প্রভৃতি কর্তৃত্ব সত্ত্বেও অবিকারিত, শুভাশুভ কার্য্যের কারয়িতার অবৈষম্য, বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্র ফলদাতারও অসঙ্গ ঔদাসীন্য এবং অস্ত্রাত্ম ঐশ্বর্য্যও শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২

অশ্বয়ঃ ।—হে পরমেশ্বর ! যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্ম (ত্রবীষি) এতৎ এবম্ এব [অত্র মে অবিশ্বাস এব নশ্তীত্যর্থঃ] ; [তথাপি] হে পুরুষোত্তম ! তব ঐশ্বর্যং রূপম্ [অহং] দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ॥ ৩

অনু ।—হে পরমেশ্বর ! তুমি আপনার বিষয় যেরূপ বলিলে তাহা এইরূপই বটে ; [তাহাতে আমার সন্দেহ নাই] তথাপি আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

স্বামী ।—কিঞ্চ এবমেতদ্বিতি । “ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানা”-মিত্যাदि, ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাআনং ত্বমাথ “বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর ! এতদেব অত্রাপ্যবিদ্বাসো মম নাস্তি ; তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তবৈশ্বর্য্য-জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীৰ্য্যাदिभिঃ সম্পন্নং স্বরূপং কৌতুহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩

অশ্বয়ঃ ।—হে প্রভো ! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

ইতি মন্ত্রসে, ততঃ (তর্হি) হে যোগেশ্বর ! (যোগিনামীশ্বর) অং মে (মহং) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) আত্মানং দর্শয় ॥ ৪

অনু ।—হে প্রভো ! যদি সেইরূপ আমি দেখিতে সমর্থ একরূপ মনে কর. তবে হে যোগীশ্বর ! আমার সেই অব্যয় পরমাত্মরূপ দেখাও ॥ ৪

স্বামী ।—ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যম্ কিং তর্হি মন্ত্রস ইতি । যোগিন এব যোগান্তেষামীশ্বর ! ময়াজ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্ত্রসে, ততস্তর্হি তদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ ! মে (মম) দিব্যানি (অলৌকিকানি) নানাবিধানি (নানাপ্রকারাণি) নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য ॥ ৫

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ ! আমার অলৌকিক নানাবিধ এবং নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ অবলোকন কর ॥ ৫

স্বামী ।—এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতঃ রূপং দর্শয়িত্বান্ সাবধানো ভবেত্যেবমজ্জুনমভিমুখী কৰোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ । রূপশ্চৈকং ত্বেপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনম্ । অপরিমিতানি অনেক-প্রকারাণি দিব্যান্তলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতিয়ঃ অবসন্নবসন্তবিশেষাঃ, নানা অনেকবর্ণা আকৃতিবিশেষাঃ তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫

পশ্চাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুশৃঙ্গপূর্বাণি পশ্চাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কুৎসং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্ত দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

অশ্বয়ঃ ।—হে ভারত ! [মম দেহে] আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্
অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ [এবঞ্চ] বহুনি অদৃষ্টপূর্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য ॥ ৬

অনু ।—হে ভারত ! আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু,
একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীযুগল, উনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্য বহু
বস্তু অবলোকন কর ॥ ৬

স্বামী ।—তান্ত্রোবাহ—পশ্যেতি । আদিত্যাदीন্ মম দেহে পশ্য,
মরুত একোনপঞ্চাশদেবতাবিশেষান্, অদৃষ্টপূর্বাণি স্বরা চাত্তেন বা পূর্বম-
দৃষ্টানি বা আশ্চর্য্যাপ্যত্যদভূতানি ॥ ৬

টিপ্পনী ।—সামান্যতঃ প্রথমে “আমার দিব্যরূপ দর্শন কর” ইহা
বলিয়া ঈদানীং তাহা পৃথক্ ভাবে বলিতেছেন । পূর্বে বলিয়াছেন
“শতশোহিথ সহস্রশঃ” “নানাবিধানি” অর্থাৎ অনেক প্রকার শত শত,
তদনন্তর সহস্র সহস্র বিভূতি দর্শন কর ; তাহারই বিবরণ অত্রত্য “বহুনি”
ও “আদিত্যান্” এই পদদ্বয়, ইহার অর্থ অনেক আদিত্যাদি বিভূতি ।
এইরূপ পূর্বশ্লোকীর “দিব্যানি” ইহার বিবরণ “অদৃষ্টপূর্বাণি” ; “নানাবর্ণা-
কৃতীনি” ইহার বিবরণ এই শ্লোকের “আশ্চর্য্যাণি” এই পদ, এইরূপে
পূর্বশ্লোকের বিবরণ বলা হইল ॥ ৬

অশ্বয়ঃ ।—হে গুড়াকেশ ! ইহ (অশ্বিন্) মম দেহে কুৎসং
(সমগ্রং) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাশ্রকং) জগৎ অগ্ৰচ্চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি
[তৎ] একস্থম্ (একত্রাবস্থিতম্) অত্ (অধুনা) পশ্য ॥ ৭

অনু ।—হে গুড়াকেশ ! আমার এই দেহে সমগ্র চরাচরাশ্রক

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও, তৎসমস্ত একত্র অবস্থিত দর্শন কর ॥ ৭

স্বামী ।—কিঞ্চ ইষ্টৈকস্বমিতি । তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভি-
রপি দ্রষ্টুমশক্যং ক্লান্তমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেহ-
বয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমত্যাধুনৈব পশ্য, যচ্চাত্তজ্জগদাত্ময়ত্বতঃ কারণস্বরূপং
জগতশ্চাবস্থা বিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যত্মদ্রষ্টু মিচ্ছসি তৎ
সর্বং পশ্য ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—তু (কিস্ত) অনেন স্বচক্ষুষা (স্বকীয়েন চক্ষুচক্ষুষা)
এব মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ; [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (জ্ঞানাত্মকং)
চক্ষুঃ দদামি, মে (মম) ঐশ্বরম্ (অসাধারণং) যোগম্ (অঘটনঘটন-
সামর্থ্যং) পশ্য ॥ ৮

অনু ।—পরন্তু তোমার এই স্বকীয় চক্ষুচক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন
করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব তোমায় দিব্য অর্থাৎ জ্ঞানময় চক্ষু
দিতেছি ; তুমি আমার অসাধারণ অঘটন-ঘটন সামর্থ্য দর্শন কর ॥ ৮

স্বামী ।—যদুক্তমজ্জুনে “মন্ত্রাসে যদি তচ্ছক্যম্” ইতি তত্রাহ—
ন তু মামিতি । অনেনৈব তু স্বকীয়েন চক্ষুচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে
পশ্যো ন ভবিষ্যসি । অতোহহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং
দদামি মৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ—হে রাজন্ ! (ব্রতরাষ্ট্র) মহাযোগে-

অনেকবক্তৃ নয়নমনেকাস্তুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্ততায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমালাস্বরধরং দিব্যগন্ধাভূলেপনম্ ।

সর্বশাশ্বতময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

শ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরম্ ঐশ্বর্যং রূপং দর্শয়ামাস ॥ ২

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তৎপরে অজুর্নকে স্বকীয় পরম ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২ ॥

স্বামী ।—এবমুক্ত্বা ভগবানজুর্নায় স্বরূপং দর্শিতবাঃশুভ্র রূপং দৃষ্ট্বাজুর্নঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবান্ভীতীমমর্থং যদুভিঃ শ্লোকৈকদ্ব্যুত্তরাষ্ট্রং প্রোতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বৈতি । হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বর্যং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—অনেকবক্তৃ নয়নম্ অনেকাস্তুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্ততায়ুধং দিব্যমালাস্বরধরং দিব্যগন্ধাভূলেপনং সর্বশাশ্বতময়ং দেবম্ (প্রকাশময়ম্) অনন্তম্ (আগন্তুবিহীনং) বিশ্বতোমুখং (সর্বতো মুখবিশিষ্টং) [তৎ স্বকং রূপং দর্শিতবান্] ॥ ১০।১১

অনু ।—[হরির সেই রূপ] অনেক মূখ ও নেত্রবিশিষ্ট, নানা-বিধ অদ্ভুত দর্শনীয় ব্যাপ্তরসস্বলিত, নানারূপ অলৌকিক আভরণ-সুশোভিত, নানা দিব্যাস্থধারী, দিব্য মালা ও দিব্যবস্ত্রবিশিষ্ট, স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্য ও অভূলেপনচর্চিত, সর্ববিধ আশ্চর্য্যময়, প্রকাশাত্মক, আগন্তুহীন এবং সর্বত্রমুখবিশিষ্ট ॥ ১০।১১

স্বামী ।—কথন্তুতঃ তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্তৃ নয়নমিতি । অনেকানি বক্তৃণি নয়নানি চ যস্মিন্শুতং, অনেকেষামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিন্শুতং, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিন্শুতং, দিব্যাভ্রনেকানি উত্ততানি আয়ুধানি

দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্ যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্রাদ্ধাসস্তশ্চ মহাঅনঃ ॥ ১২

তত্রৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

যশ্চিংস্তৎ । কিঞ্চ দিব্যোতি । দিব্যানি মাণ্যাত্তমরাণি চ ধারয়তীতি
তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যশ্চ তাদৃশমহুলেপনং যশ্চ তৎ, সর্কাস্ত্যপ্রায়ঃ,
দেবং ত্রোতনাঅকম্, অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিস্তৃতঃ সর্ব্বতো মুখানি
যশ্চিংস্তৎ ॥ ১০।১১

অনুয়ঃ ।—দিবি যুগপৎ সূর্য্যসহস্রশ্চ (সহস্রাদিত্যানাং) ভাঃ
(প্রভা) যদি উখিতা ভবেৎ [তহি] সা (প্রভা) তশ্চ মহাঅনঃ (বিশ্ব-
রূপশ্চ) ভাসঃ (প্রভায়াঃ) সদৃশী (তুল্যা) শ্রাৎ ॥ ১২

অনু ।—যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়
তবে সেই প্রভা মহাশ্রা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভাবতুল্য হইতে পারে ॥ ১২

স্বামী ।—বিশ্বরূপদীপ্তেনিরূপমত্মমাহ—দিবি সূর্য্যোতি । দিবি
আকাশে সূর্য্যসহস্রশ্চ যুগপদুখিতশ্চ যদি যুগপদুখিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি
সা তদা মহাঅনো বিশ্বরূপশ্চ ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিং সদৃশী শ্রাৎ অত্রো-
পমা নান্ত্যেবেত্যর্থঃ, তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণৈবাহ্বয়ঃ ॥ ১২

অনুয়ঃ ।—তদা পাণ্ডবঃ (অর্জুনঃ) তত্র দেবদেবশ্চ শরীরে
অনেকধা প্রবিভক্তং (নানাবিভাগেন অবস্থিতং) কৃৎস্নং (সমগ্রং)
জগৎ একস্বম্ (একত্র ব্যবস্থিতম্) অপশৎ ॥ ১৩

অনু ।—তখন অর্জুন ভগবান্ দেবদেবের দেহে বহুধা বিভক্ত
সমগ্র জগৎ একত্র অবস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ১৩

স্বামী ।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রোতি । অনৈকধা

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অৰ্জুন উবাচ—

প্রবিভক্তং নানাভাগেনাবস্থিতং কুৎসং জগৎ দেবদেবশ্চ শরীরে তদুবয়ব-
স্থেন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবঃ অৰ্জুনঃ অপশ্রুৎ ॥ ১৩

অশ্রুত্ব ।—ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিশ্বয়াবিষ্টঃ (বিশ্বয়াস্থিতঃ) হৃষ্টরোমা
(রোমাঙ্কিতকলেবরঃ) [সন্] দেবং (ভগবন্তং) শিরসা প্রণম্য কৃতাজ-
জলিঃ [সন্] অভাষত (উক্তবান্) ॥ ১৪

অনু ।—অনন্তর অৰ্জুন বিশ্বয়াস্থিত ও রোমাঙ্কিত-কলেবর হইয়া
সেই জ্যোতনাস্থক ভগবানকে প্রণামপূর্বক কৃতাজলিপুটে বলিতে
লাগিলেন ॥ ১৪

স্বামী ।—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্ৰাহ—তত ইতি । ততো
দর্শনানন্তরং বিশ্বয়েনাবিষ্টো ব্যাধঃ সন্ হৃষ্টরোমা হৃষ্টানি উৎপুলকিতানি
রোমাণি যশ্চ স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা প্রণম্য কৃতাজলিঃ সম্পূটিকৃত-
হস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্ ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—অৰ্জুন ভগবানের পূর্ব পূর্বম্নোক্তোক্ত অদ্ভুত রূপ
দর্শন করিয়াও ভীত হইলেন না বা সন্ত্রস্তবশতঃ কণ্ঠব্য বিশ্বত হইলেন
না ; অথবা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন না ; কিন্তু ধীরভাবে
ভগবানকে বলিতে লাগিলেন । যিনি উত্তর গোগৃহে একরথে ভীষ্ম, দ্রোণ
প্রভৃতি কুরুবীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন আহরণ করিয়াছেন,
যিনি যুদ্ধে মহাদেবকে সঙ্কষ্ট করিয়া পান্ডপত অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহার
এই ধৈর্য্যাবলম্বন আশ্চর্য্যজনক নহে, ইহাই ‘ধনঞ্জয়’ এই শব্দে সূচিত
হইল ॥ ১৪

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।
 ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমুষীংশ্চ সৰ্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫
 অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সৰ্ব্বতোহনন্তরূপম্ ।
 নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

অনুয়ঃ । — অৰ্জুনঃ উবাচ—দেব ! তব দেহে সৰ্বান্ দেবান্
 (আদিত্যাদীন) তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ (জরায়ুজানাম্ ঐশ্বজাদীনাম্
 সমূহান্) দিব্যান্ ঋষীন (বশিষ্ঠাদীন) উরগাংশ্চ (তক্ষকাদীন) দৈশং
 তেষাং দেবাদীনাম্ স্বামিনং কমলাসনস্থং (ত্বান্নাভিপদ্মাসনস্থিতং ব্রহ্মা-
 ণঞ্চ) পশ্যামি ॥ ১৫

অনু । — অৰ্জুন কহিলেন—হে দেব ! আমি তোমার দেহে
 আদিত্যাদি সমুদয় দেবতা, জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি বিবিধ * শ্রেণীতে
 বিভক্ত নিখিল ভূতগণ, বশিষ্ঠাদি দিব্য মহর্ষিগণ, তক্ষকাদি সমুদয় সর্পগণ
 এবং তোমার নাভিপদ্মে সমাসীন নিখিল দেবগণেরও প্রভু ব্রহ্মাকে
 দর্শন করিতেছি ॥ ১৫

স্বামী । — ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ । হে দেব !
 তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন পশ্যামি, তথা সৰ্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরা-
 যুজাঐশ্বজাদীনাম্ সজ্জাংশ্চ তথা দিব্যান্ ঋষীন বশিষ্ঠাদীন উরগাংশ্চ তক্ষকা-
 দীন তথা দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথম্ভূতং ? কমলাসনস্থং
 পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা ত্বান্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫

অনুয়ঃ । — হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! অনেকবাহুদরবক্ত্র-
 নেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সৰ্ব্বতঃ পশ্যামি ; পুনঃ (কিন্তু) [সৰ্ব্বগতত্বাং]
 তব ন অস্তং ন মধ্যং ন চ আদিং পশ্যামি ॥ ১৬

অনু । — হে বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ ! আমি বহুসংখ্যক বাহু,

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং ত্বনিরীক্ষ্যং সমস্তা-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৫

উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট তোমার অনন্তরূপ দেখিতেছি বটে ; কিন্তু [তুমি সৰ্ব্বব্যাপী বলিয়া] তোমার না অন্ত, না আদি, না মধ্য দেখিতেছি (কিছুই দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ১৬

স্বামী ।—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্যাদীনি যন্ত তাদৃশঃ ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপানি যন্ত তং ত্বাং সর্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্বগতত্বাৎ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—কিরীটিনং (মুকুটবস্তং) গদিনং (গদাবস্তং) চক্রিণং (চক্রবস্তং) চ সর্বতঃ দীপ্তিমন্তং (তেজঃপুঞ্জরূপং) ত্বনিরীক্ষ্যং (দ্রষ্টৃ-মশক্যং) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ [অতএব] অপ্রমেয়ং (পরিমাতৃমশক্যং) চ ত্বাং সমস্তাং পশ্যামি ॥ ১৭

অনু ।—আমি কিরীটধারী, গদা ও চক্রবিশিষ্ট, সর্বতঃ প্রভা-
ময় সুদুর্দর্শ, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য দ্যুতিময় সুতরাং অপ্রমেয় তোমায় সকল
দিকেই অবলোকন করিতেছি ॥ ১৭

স্বামী ।—কিন্তু কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং মুকুটবস্তং গদিনং
গদাবস্তং চক্রিণং চক্রবস্তং সর্বতো দীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা ত্বনি-
রীক্ষ্যং দ্রষ্টৃমশক্যং, তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োঃ সর্বলোকায়োদ্যুতিরিব দ্যুতির্ষন্ত
তম্ অতএব অপ্রমেয়ম্ এবম্ভূত ইতি নিশ্চেষ্টমশক্যং ত্বাং সমস্তত
পশ্যামি ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—বিধরূপ ভগবানের প্রকারান্তর বর্ণনা করিতেছেন ।—
দীপ্তিমান্ তোমার তেজোরশি চতুর্দিকে প্রসৃত হওয়ায় তুমি ত্বনিরীক্ষ্য—

ভ্রমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ভ্রমস্তা বিশ্বস্তা পরং নিধানম্
ভ্রমব্যয়ঃ শাস্ততদ্ব্যঙ্গোগোপ্তা

সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তলতাশবভ্ৰুং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপান্তম্ ॥ ১৯

অলক্ষ্য হইয়াছে, প্রদীপ্ত বহি অথবা সূর্য্যের ত্রায় তোমার তেজ হওয়ার তুমি “এইক্ষণ” এই ভাবে, তোমাকে নির্ণয় করা যাইতেছে না । তথাপি দিব্য চক্ষুদ্বারা আমি তোমাকে দেখিতেছি । “তুর্নিরীক্ষ্য” বস্তু দেখিতেছি বলায়ও কোন বিরোধ হইল না, কারণ তুর্নিরীক্ষ্য অর্থ সাধারণের অলক্ষ্য ; কিন্তু আমি তোমার রূপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সমস্তই দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৭

অনুব্রূয়ঃ ।—ভ্রম্ অক্ষরং পরমং (পরং ব্রহ্ম), বেদিতব্যং (মুমুক্শুভিজ্ঞাতব্যং) ; ভ্রম্ অস্তা বিশ্বস্তা পরং নিধানং (প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ) ; ভ্রম্ অব্যয়ঃ (নিত্যঃ), শাস্ততদ্ব্যঙ্গোগোপ্তা (নিত্যধর্মপালকঃ), ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ মে মতঃ ॥ ১৮

অনু ।—তুমি অক্ষর, পরব্রহ্ম, তুমি মুমুক্শুগণের জ্ঞাতব্য বস্তু ; তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ; তুমি নিত্য, তুমি নিত্যধর্মের পালক, তুমি চিরন্তন পুরুষ বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি ॥ ১৮

স্বামী ।—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাদ্ভূমিতি । ত্বমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম । কথঙ্কৃতম্ ? বেদিতব্যং মুমুক্শুভিজ্ঞাতব্যং ত্বমৈবাস্তা বিশ্বস্তা পরং নিধানং নিধীয়তেহস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ অতএব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ, শাস্ততস্তা নিত্যস্তা ধর্মস্তা গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চির-
ন্তনঃ পুরুষো যতো মে মম সস্মতোহসি ॥ ১৮

ছাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ
দৃষ্টাস্তুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥ ২০

অনুয়ঃ ।—অনাদিমধ্যান্তম্ (উৎপত্তি-স্থিতি-নাশহীনম্) অনন্ত-
বীৰ্য্যম্ (অমিতপ্রভাবম্) অনন্তবাহম্ (অসংখ্যবাহসমন্বিতং) শশিস্বৰ্য্য-
নেত্রং (চন্দ্রস্বৰ্য্যো) নেত্রে যন্ত তং) দীপ্তহতাশবক্তৃঃ (প্রদীপ্তবহিমুখং)
স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং (সস্তাপয়ন্তং) ত্বাং পশ্যামি ॥ ১৭

অনু ।—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রহিত, অমিতপ্রভাব, অনন্ত
বাহুসমন্বিত, চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ স্তোত্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত বহিবদন এবং স্বকীয়
তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বের সস্তাপকর—এবস্তু ত তোমাকে অবলোকন
করিতেছি ॥ ১৭

স্বামী ।—কিঞ্চ অনাদীতি । অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তিস্থিতিলয়-
রহিতম্, অনন্তং বীৰ্য্যং প্রভাবো যন্ত তম্, অনন্তবাহম্ অনন্তা বাহবো
যন্ত তৎ, শশিস্বৰ্য্যো নেত্রে যন্ত তাদৃশং পশ্যামি ; তথা দীপ্তো ততোশোহগ্নি-
কর্ত্তে যন্ত তৎ, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং সস্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৭

অনুয়ঃ ।—হে মহাত্মন ! ছাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (অন্ত-
রীকম্) একেন ত্বয়া হি (নিশ্চিতং) ব্যাপ্তং ; [তথা] সৰ্ব্বাঃ দিশশ্চ
[ব্যাপ্তাঃ] ; তব অস্তুতম্ (অদৃষ্টপূৰ্ণম্ ইদং) উগ্রং (ঘোরং) রূপং দৃষ্ট্বা
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্ (অতিভীতং) [পশ্যামি ইতি শেষঃ] ॥ ২০

অনু ।—হে মহাত্মন ! [আমি দেখিতেছি [একমাত্র তুমি
স্বৰ্গ ও পৃথিবী এতদুভয়ের অন্তরাল (অন্তরীক) এবং দিক্‌সমূহ ব্যাপিয়া
অবস্থান করিতেছ ; তোমার এই অপূৰ্ণ ঘোররূপ দর্শনে ত্রিলোক
অতিভীত ভীত হইয়াছে ॥ ২০

ଅମୀ ହି ହାଂ ସୁରସଜ୍ଞା ବିଶନ୍ତି
 କେଚିନ୍ଦ୍ରୀତାଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲୟୋ ଗୁଣନ୍ତି ।
 ସ୍ଵସ୍ତୀତ୍ୟୁକ୍ତଂ ମହର୍ଷିସିଦ୍ଧସଜ୍ଞାଃ
 ସ୍ତବନ୍ତି ହାଂ ସ୍ତୁତିଭିଃ ପୁଞ୍ଜଳାଭିଃ ॥ ୨୧

ସ୍ଵାମୀ ।—କିଞ୍ଚ ଛାବାପୃଥିବ୍ୟୋରିତି । ଛାବାପୃଥିବ୍ୟୋରିଦମନ୍ତରମନ୍ତ-
 ରୀକ୍ଷଂ ଝରୈବୈକେନ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଦିଶଂଚ ସର୍ବା ବ୍ୟାପ୍ତାଃ ଅଦ୍ଭୁତମଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବଃ ଝଦୀୟମିଦ-
 ମୁଗ୍ରଂ ସୋରଂ କ୍ରମଂ ଦୃଷ୍ଟଂ । ଲୋକତ୍ରୟଂ ପ୍ରବାଧିତମତିଭୀତଂ ପଞ୍ଚାମୀତି ପୂର୍ବ-
 ଶ୍ରେବାନ୍ତୁଷଜଃ ॥ ୨୦

ଅଶ୍ଵସ୍ତୟଃ ।—ଅମୀ ସୁରସଜ୍ଞାଃ (ଦେବସମୂହାଃ) ହି (ନିଶ୍ଚିତଂ) ହାଂ
 ବିଶନ୍ତି (ଶରଣଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି) , [ତେଷାଂ ମଧ୍ୟେ] କେଚିନ୍ ଶ୍ରୀତାଃ [ସନ୍ତଃ]
 ପ୍ରାଞ୍ଜଲୟଃ (ବକ୍ତାଞ୍ଜଳିପୁଟାଃ) ଗୁଣନ୍ତି (ଜୟ ଜୟ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷେତି ପ୍ରାର୍ଥୟନ୍ତେ) ;
 ମହର୍ଷିସିଦ୍ଧସଜ୍ଞାଃ ସ୍ଵନ୍ତି ଇତି ଉକ୍ତଂ । ପୁଞ୍ଜଳାଭିଃ (ଶ୍ରେଷ୍ଠାଭିଃ) ସ୍ତୁତିଭିଃ ହାଂ
 ସ୍ତବନ୍ତି ॥ ୨୧

ଅନୁ ।—ଏହି ସକଳ ଦେବଗଣ ନିଶ୍ଚୟହି ତୋମାର ଶରଣାଗତ ହିତେ-
 ଛେନ ; ତୀହାଦେର ମଧ୍ୟେ କେହ କେହ ଭୀତ ହିୟା କୃତାଞ୍ଜଳିପୁଟେ ଜୟ ଜୟ
 ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ବଲିୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେଛେନ ; ମହର୍ଷି ଓ ସିଦ୍ଧଗଣ ସ୍ଵନ୍ତି ବଲିୟା
 ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତବସମୂହେ ତୋମାର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିତେଛେନ ॥ ୨୧

ସ୍ଵାମୀ ।—କିଞ୍ଚ ଅମୀ ହୀତି । ସୁରସଜ୍ଞା, ଭୀତାଃ ସନ୍ତଃ ହାଂ ବିଶନ୍ତି
 ଶରଣଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି, ତେଷାଂ ମଧ୍ୟେ କେଚିଦତିଭୀତା ଦୂରତ ଏବ ହିଞ୍ଚା କୃତସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-
 କରଯୁଗଳାଃ ସନ୍ତୋ ଗୁଣନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷେତି ପ୍ରାର୍ଥୟନ୍ତେ, ସ୍ପଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରଂ ॥ ୨୧

ଟିପ୍ପନୀ ।—ହିଦାନୀଂ ନିଜ ଭୂତାରହାରିତ୍ଵ-ପ୍ରକାଶକାରୀ ଭଗ୍ଵାନଙ୍କେ
 ଦର୍ଶନ କରିୟା ବଲିତେଛେନ ।—ଦେବଗଣ ଭୂତାରହରଣେର ଶକ୍ତ ମହୁଷ୍ୟଲୋକେ ଅବ-
 ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହିୟା ଯୁଦ୍ଧ କରତ ତୋମାତେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହିତେଛେନ । ଉଭୟ ସେନାର ମଧ୍ୟେ
 କେହ କେହ ପଳାୟନ କରିତେ ଅସମର୍ଥ ହିୟା ଅଞ୍ଜଳି ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ତୋମାର

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চান্নপাশ্চ ।

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা

বীক্ষন্তে জ্ঞাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

রূপং মহতে বহুবক্ত্র নৈত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদৈবং বহুদঃ স্ত্রীকরালং

দৃষ্ট্ৱা লোকাঃ প্রবাথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

স্তব করিতেছেন । নারদাদি ঋষিগণ পরিপূর্ণার্থক স্তুতিবাক্য দ্বারা সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য ভোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ [নাম দেবাঃ] [তথা] বিশ্বে (বিশ্বেদেবাঃ) অশ্বিনৌ মরুতঃ (বায়বঃ) উন্নপাঃ (পিতরঃ) গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জাঃ সর্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] জ্ঞাং বীক্ষন্তে ॥ ২২

অনু ।—[একাদশ] রুদ্র [দ্বাদশ] আদিত্য, [অষ্ট] বশু সাধ্য নামক দেবগণ, [ঊনপঞ্চাশৎ] মরুৎ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ, বিশ্বেদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইঁহারা সকলে বিস্মিত হইয়া ভোমার অবলোকন করিতেছেন ॥ ২২

স্বামী ।—কিঞ্চ কদ্রেতি । রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বদেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ মরুতো মরুৎগণাশ্চ উন্নপাঃ পিবন্তীত্যুন্নপাঃ পিতরঃ । “উন্নভাগা হি পিতরঃ” ইতি শ্রুতেঃ । শ্বতিশ্চ—“যাবদুক্ষং ভবেদন্নং যাবদশ্বস্তি বাগ্ যতাঃ । তাবদশ্বস্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবিগুণাঃ ।” গন্ধর্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ সিদ্ধসজ্জাঃ সিদ্ধানাং সজ্জাশ্চ সর্বা এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ জ্ঞাং বীক্ষন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাভাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তুরাত্মা

ধ্বতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিবেণা ॥ ২৪

অশ্বয়ঃ ।—হে মহাবাহো ! বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহুকৃপাদং বহুদয়ং বহুদংষ্ট্রাকরালং তে (তব) মহৎ রূপং দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (অতিভীতাঃ) তথা অহম্ [প্রব্যথিত ইতি শেষঃ] ॥ ২৩

অনু ।—ও মহাবাহো ! তোমার বহু মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট বহু-সংখ্যক বাহু, উরু ও পদসমবিত, বহু উদরযুক্ত, বহু দন্তবিশিষ্ট হওয়ায় অতীব ভীষণ ; এই রূপদর্শনে লোক সমুদয় অতীব ভীত হইয়াছে ; আমিও বড়ই ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩

স্বামা ।—কঞ্চ রূপমিতি । হে মহাবাহো ! মহদতুর্জিহ্বং তব রূপং দৃষ্টা লোকাঃ সৰ্ব্ব প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোহস্মি । কৌদৃশং রূপং দৃষ্টা ? বহুনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহুবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্, বহুহৃদয়াণি যস্মিংস্তৎ, বহুবীতির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টিপ্পননী ।—পূর্বে বলিয়াছেন “তোমার রূপদর্শনে লোকত্রয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে” তাহার উপসংহার করিতেছেন । হে মহাবাহো ! তোমার রূপ দর্শন করিয়া জগতের সমস্ত প্রাণীই ভয়ে ব্যথিত হইতেছে, যেহেতু বিশ্বব্যাপী তোমার অপ্রেমেয় বদন ও নেত্রসমূহ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং তোমার হস্তপদাদি বিশাল ও অনেকরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, তোমার বিকশিত দন্তসমূহ বদনের ভীষণতা পরিবদ্ধিত করিতেছে ॥ ২৩ .

অশ্বয়ঃ ।—হে বিবেণা ! (বিশ্বব্যাপিন্) নভঃস্পৃশম্ (অন্তরীক্ষ-ব্যাপিনং) দীপ্তং (তেজোময়ম্) অনেকবর্ণং ব্যাভাননং (বিবৃতমুখং)

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি

দৃষ্টে ব কালানলসন্নিভানি ।

দিষ্টো ন জানে ন লভে চ শশ্ব

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস । ২৫

দীপ্তবিশালনেত্রঃ স্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতাস্তরাষ্ট্রা (অতিভীতমনাঃ) অহং
ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমক্) উপশমং চ (ন বিন্ধ্যামি) (ন লভে) ॥ ২৪

অনু ।—হে বিষ্ণো ! অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, নানাবর্ণ-
সমন্বিত, বিবুতাস্ত্র প্রদীপ্ত বিশাললোচনবিশিষ্ট তোমার অবলোকন
করিয়া আমি অত্যন্ত স্তম্ভচিত্ত হইয়াছি ; এজন্ত ধৈর্য্য বা শান্তিলাভ
করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪

স্বামী ।—ন কেবলং ভীতোহহমেতাবদেব অপি তু নভঃস্পৃশমিতি ।
নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজো-
যুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্ত তম্ অনেকবর্ণং, ব্যাস্তানি বিবুতানি আননানি
যস্ত তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্ত তম্ । এবমুক্তং হি স্বাং দৃষ্ট্বা
প্রব্যথিতোহস্তরাষ্ট্রা মনো যস্ত সোহহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমকঞ্চ ন লভে ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—কেবল আমিই যে ব্যথিত হইয়াছি এমন নহে, অপিচ
তোমার অন্তরীক্ষব্যাপী প্রজলিত আকৃতি, বিস্তীর্ণ মুখগহ্বর ও প্রজলিত
বিশাল-চক্ষু দর্শন করিয়া আমার অন্তরাষ্ট্রাও ব্যথিত হইতেছে ; উজ্জ্বল
আমি ধৈর্য্য ও চিত্তের প্রশাদ লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪

অশ্বয়ুগঃ ।—হে দেবেশ ! দংষ্ট্রাকরালানি (দশনবিকৃতানি)
কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নিসদৃশানি) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং]
দিশঃ ন জানে (বেদ্বি) শম (শৃং) চ ন লভে, হে জগন্নিবাস !
(জগদাধার) প্রসীদ ॥ ২৫

অনু ।—দেবেশ ! তোমার দংষ্ট্রা করাল, প্রলয়াগ্নিতুল্য প্রভাময়

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
 সর্বের সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
 সহাস্মদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
 বক্রাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি
 দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
 কেচিদ্ধিলগ্না দশনান্তরেষু
 সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাতৈঃ ॥ ২৭

মুখসমূহ অবলোকনে আমি দিপ্তভাস্ত হইরাছি, সুখও পাইতেছি না ;
 হে জগদাধার ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৬

স্বামী ।—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি । হে দেবেশ ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়া-
 বেশেন দিশো ন জানামি, শর্য চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস ! প্রসন্নো
 ভব । কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা । দংষ্ট্রাভিঃ করালানি কালানলঃ প্রলম্বাগ্নি-
 স্তবৎসদৃশানি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বের এব পুত্রাঃ তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ
 অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) অবনিপালসংঘৈঃ (অন্তরাজবৃন্দৈঃ) সহ, অস্মদীয়েঃ
 যোধমুখ্যৈঃ (যোদ্ধা-প্রধানৈঃ) চ সহ ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) তে (তব)
 দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাভিঃ ভীষণানি) বক্রাণি (মুখানি) বিশস্তি ;
 [তেষাং মধ্যে] কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাতৈঃ (শিরোভিঃ) [উপলক্ষিতাঃ]
 দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) বিলগ্নাঃ (সংলিষ্টাঃ) সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬২৭

অনুব্রু ।—ঐ দেব, ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও
 সেই প্রসিদ্ধ সূতপুত্র কর্ণ, রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া অস্বপক্ষীয়
 প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ সহ প্রধাবিত হইয়া তোমার ভীষণদংষ্ট্রাসম্বিত

যথা নদীনাং বহুবোহম্মবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা ত্রবামী নরলোকবীরা

বিশস্তি বক্তৃণ্যভিতো জলন্তি ॥ ২৮

ভরানক মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের কাহারও কাহারও চূর্ণিত মস্তক তোমার দস্তসন্ধিস্থলে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে দেখিতেছি ॥ ২৬।২৭

স্বামী ।—যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনান্মিন্ সংগ্রামে ণ্ডাবিজয়-পরাজয়াদিকং যুম দেহে পশ্যতি যন্তগবতোক্তং তদিদমাণীং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ । অমী ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ হৃষ্যোধনাদয়ঃ সর্কে, অবনি-পালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজাঃ সৈন্যঃ সমূহৈঃ সৈন্যৈব তব বক্তৃণি বিশস্তী-ত্বাস্তরেণাম্বয়ঃ । তথা ভীষ্মচ দ্রোণচাসৌ সূতপুত্রচ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশস্তি অপি তু প্রতিষোদ্ধারোহম্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্ট-দ্রাক্ষাদয়নৈঃ সহ বক্তৃণীতি । এতে সর্কে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিরুতানি ভয়ঙ্করাণি বক্তৃণি বিশস্তি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈ-রুত্তমাতৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দস্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬।২৭

টিপ্পনী ।—হৃষ্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র শল্য প্রভৃতি রাজগণের সহিত বেগে তোমাতে প্রবেশ করিতেছে । এমন কি যাহারা জগতে অজ্ঞেয় বলিয়া সকলের সম্মানাহ, তাদৃশ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণও আমাদের বলের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন । তন্মধ্যে কাহার কাহার মস্তক বিচূর্ণ হইয়াছে এবং কেহ কেহ তোমার দস্তের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে ॥ ২৬।২৭

অর্থঃ ।—যথা নদীনাং বহবঃ অম্মবেগাঃ (জলপ্রবাহাঃ) অভিমুখাঃ (সাগরাভিমুখাঃ) [সন্তঃ] সমুদ্রমেব দ্রবন্তি (বিশস্তি) তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিতঃ জলন্তি (সর্কতঃ প্রদীপ্যমানানি) তব বক্তৃণি (মুখানি) বিশস্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জলন্তং পতঙ্গা
 বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।
 তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
 স্তবাপি বক্তৃগাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯

অনু ।—যেমন নদীসমূহের বহুসংখ্যক জলপ্রবাহ সাগরাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ সকল নরলোকবীরাগণ সৰ্ব্বতঃ প্রদীপ্ত তোমার মুখ-বিবর-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮

স্বামী ।—প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । নর্দানামনেকমার্গ-প্রবৃত্তানাম্ বহবোহস্থানাং বারীগাং বেগাঃ প্ররাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি তথা অসী যে নরলোকবীরাশ্চেষুভিত্তৌ জলন্তি সৰ্ব্বতঃ প্রদীপামানানি তব বক্তৃগাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮

টিপ্পনী ।—ভগবানের মুখে কিরূপে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন ।—নানা পথে গমনশীল নদীগণের জল-প্রবাহসমূহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া যেরূপ সমুদ্রমধ্যেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সমস্ত বীরপুরুষগণ তোমার প্রজ্বলিত বদনে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮

অর্থঃ ।—যথা পতঙ্গাঃ (শলভাঃ) সমুদ্রবেগাঃ [সন্তঃ] নাশায় (মরণায়) [এব] প্রদীপ্তঃ (জলন্তঃ) জলন্তম্ (অগ্নিং) বিশন্তি, তথা এব লোকাঃ অপি সমুদ্রবেগাঃ [সন্তঃ] তব বক্তৃগাণি (মুখানি) বিশন্তি ॥ ২৯

অনু ।—যেমন পতঙ্গসমূহ মহাবেগে মরণের জন্তই প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ লোকসমূহও প্রবুদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

স্বামী ।—অবশ্যেই প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টান্ত উক্তঃ, বুদ্ধিপূর্বক-প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । প্রদীপ্তঃ জলন্তমগ্নিঃ পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধি-

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।

তেজোভিরাপর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণে ॥ ৩০

পূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো, যেথাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশস্তি, তথৈব
লোকা এতে জীনা অপি ভবনুখানি প্রবিশস্তি ॥ ২৯

টিপ্পনী—পূর্ব্ব শ্লোকে অচেতন নদীবৈগ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বর্ত্ত-
মান শ্লোকে চেতন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশের কথা বলিতেছেন।—
শলভগণ যেমন সজ্ঞানেই আত্মবিনাশের জন্ত অতিবেগে জলন্ত অগ্নিতে
প্রবেশ করে, সেই রকম এই প্রাণিবৃন্দও মরণের জন্তই অতিবেগে তোমার
বদনে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—জলন্তিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ গ্রসমানঃ সমস্তাং (সর্ব্বতঃ)
লেলিহসে (অতিশয়েন ভক্ষয়সি) হে বিষ্ণে ! তব উগ্রাঃ (তীব্রাঃ)
ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) তেজোভিঃ (বিষ্ণুরূপৈঃ) সমগ্রং জগৎ আপর্য্য (ব্যাপ্য)
প্রতপন্তি (সস্তাপয়ন্তি) ॥ ৩০

অনু ।—জলন্ত বদনসমূহ দ্বারা তুমি লোকসমূহকে গ্রাস
করিতেছ ; হে বিষ্ণে ! তোমার তীব্র দীপ্তি প্রচণ্ড তেজে সমুদয় জগৎ
ব্যাপিয়া সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০

স্বামী ।—ততঃ কিমত আহ—লেলিহসে ইতি । গ্রসমানোহপি
সুন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বানেন্তান্ বীরান্ সর্ব্বতো লেলিহসে অতিশয়েন
ভক্ষয়সি । কৈঃ ? জলন্তির্বদনৈঃ । কিঞ্চ হে বিষ্ণে ! তব ভাসো
দীপ্তরূপে তেজোভির্বিষ্ণুরূপৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি

॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
 নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাগ্নং
 ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিम् ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কুৎ প্রবুদ্ধো^১
 লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
 ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বৈ
 যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

অশ্বয়ঃ ।—উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ [ইতি] মে (মহম্) 'আখ্যাহি
 (ক্রহি) ; হে দেববর ! তে (তুভ্যং) নমঃ অস্ত ; প্রসীদ (প্রসন্নো
 ভব) ; আত্মং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং (বিশেষণ জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি ; হি
 (যস্মাৎ) তব প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টাং) ন প্রজানামি ॥ ৩১

অনু ।—উগ্ররূপধারী তুমি কে ? আমার বল । হে দেববর !
 তোমায় প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হও, আদি পুরুষ তোমায় বিশেষরূপে
 জানিতে বাসনা করি ; যেহেতু কি জন্ত তোমার ঈদৃশ চেষ্টা, তাহা আমি
 অবগত নহি ॥ ৩১

স্বামী ।—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি । ভবানুগ্ররূপঃ ক
 ইত্যাহি কথং, তুভ্যং নমোহস্ত । দেববর ! প্রসীদ প্রসন্নো ভব ।
 ভবন্তুমাগ্নং পুরুষং বিশেষণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতন্তব প্রবৃত্তিঃ চেষ্টাং^১ কিমর্থ-
 মেবং প্রবৃত্তোহসীতি ন জানামি, এবমুতন্ত তব প্রবৃত্তিঃ বার্তামপি ন
 জানামীতি বা ॥ ৩১

অশ্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ,—[অহং] লোকক্ষয়কুৎ (লোক-

তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিহ্বা শত্রুন্ ভুক্ত্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩

ক্ষয়কর্তা) প্রবুদ্ধঃ (উৎকটঃ) কালঃ অশ্মি ; লোকান্ (প্রাণিনঃ)
সমাহৰ্ত্তুম্ (সংহৰ্ত্তুং) ইহ (লোকে) প্রবৃত্তঃ ; স্বামু ঋতেহপি (স্বাঃ
হস্তারং বিনাপি) প্রত্যানীকেষু (ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সৰ্ব্বাঃ সেনাঃ) যে
বোধাঃ অবাপ্ততাঃ [তে] সৰ্ব্বৈ অপি ন ভবিষ্যন্তি (জীবিস্তি) ॥ ৩২

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোকক্ষয়কারী অত্যাং-
কট কাল ; লোকসমূহকে বিনাশ করিবার জন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছি ;
প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদলে যে যে বীরপুরুষগণ বর্তমান দেখিতেছ, তুমি বধ
না করিলেও ইহারা কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২

স্বানী ।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল ইতি দ্বিভিঃ ।
লোকানাং ক্ষয়কর্তা প্রবুদ্ধোহত্যাংকটঃ কালোহস্মি লোকান্ প্রাণিনঃ
সংহৰ্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোহস্মি ; অতঃ ঋতে স্বাঃ হস্তারং বিনাপি ন
ভবিষ্যন্তি জীবিস্তি । যত্ৰপি ত্ৰয়া ন হস্তব্যঃ এতে, তথাপি ময়া কাল-
অনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব । কে তে ? প্রত্যানীকেষু অনীকানি
অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সৰ্ব্বাঃ সেনাঃ যে যোদ্ধারোহবস্থিতান্তে
সৰ্ব্বৈহপি ॥ ৩২

টিপ্পনী —অৰ্জুন পূর্বলোকে বলিয়াছেন যে, তুমি কে এবং
তোমার কোন কার্যের জন্ত প্রবৃত্তি হয়, তদ্বত্তরে ভগবান্ নিজ-স্বরূপ
এবং যন্নিমিত্ত প্রবৃত্তি তৎসমুদয় বলিতেছেন।—আমি সৰ্ব্বসংহর্ত্তা কাল,
দুর্যোধনাদি*দুষ্ট রাজবৃন্দকে বিনাশ করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছি । তুমি
ভাবিওনা যে, তুমি যুদ্ধ না করিলে ইহারা মরিবে না ; শত্রুপক্ষে যত
সৈন্য আছে, সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । আমিই ইহাদিগকে বধ
করিয়াছি বলিয়া ইহারা বিনষ্ট হইবে । এ বিষয়ে তোমার যত্নাদিচেষ্টা
অকিঞ্চিংকর মাত্র ॥ ৩২

অম্বয়ঃ । — তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব ; শত্রুন্ জিত্বা সমুদ্রং রাজ্যং ভূজ্জ্ব, ; যয়া এব এতে পূৰ্ব্বমেব নিহতাঃ, হে সবাসাচিন্ ! স্বং নিমিত্তমাত্রং ভব ॥ ৩৩

অনু । — অতএব তুমি উঠ, যশোলাভ কর ; [অনার্যাসেই] শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র রাজ্য ভোগ কর ; আমি পূৰ্বেই উহাদিগকে বধ করিয়া রাখিয়াছি। হে সবাসাচিন্ ! এক্ষণে তুমি [ইহাদের বধে] নিমিত্ত মাত্র হও ॥ ৩৩

স্বামী । — তস্মাদিতি । যস্মাদেবঃ তস্মাস্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ, দেবৈরপি দুৰ্জয়া ভীষ্মাদয়োহৰ্জুনেন নিৰ্জিতা ইত্যেবমুতঃ যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অযত্নতঃ শত্রুন্ জিত্বা সমুদ্রং রাজ্যং ভূজ্জ্ব, এতে চ তব শত্রবব্দীয়যুদ্ধাৎ পূৰ্ব্বমেব কালাগ্ননা নিহতপ্রায়াস্তথাপি স্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সবাসাচিন্ ! সর্বোন্ বামেন হস্তেন সাচিভুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যশ্চেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সবাসাচীত্যাচ্যতে ॥ ৩৩

টিপ্পনী — যখন তোমার যুদ্ধাদি ব্যাপার বিনাশ ইহার বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি উঠ ; দেবগণেরও অজ্ঞেয় ভীষ্মদ্রোণাদি অতিরথ-গণের জয় জ্ঞাত অতুল যশ লাভ কর। অমত্রে দুৰ্যোধনাদি শত্রু বধ করিয়া উপাজ্জিত বস্তুর জায় নিষ্কটক সমুদ্র রাজ্য ভোগ কর। তোমার এই শত্রুগণকে আমিই কালরূপে বধ করিয়াছি, কেবল তোমার যশোরুদ্ধি করিবার জন্ত ইহাদিগকে রথ হইতে ভূমিতে পাত্তিত করি নাই, অতএব তুমি কেবল নিমিত্ত অর্থাৎ “অৰ্জুনই ইহাদিগকে বধ করিয়াছে” এইরূপ লোকপ্রশংসার ভাগী হও। “সবাসাচী” শব্দের অর্থ, যিনি উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধান করিতে পারেন। ভগবান্ অৰ্জুনকে “সবাসাচী” সম্বোধনে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, যদিও আমিই বস্ত্রতঃ ইহাদিগকে বধ করিয়াছি, তথাপি লোকে তোমাকেই তাহাদের বধ-কর্তা মনে করিবে, যেহেতু তুমি সবাসাচী—উভয় হস্তেই সমান বাণসন্ধান করিতে পার ;

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথান্মানপি যোধবীরান্ ।

ময়্য হতাংস্ত্বং জহিমা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

অতএব ভীষ্ম-দ্রোণাদি বীরগণকে বধ করা তোমার মত ধীরপুরুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া লোকে মনে করিবে না ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—অং ময়া হতান্ (পূৰ্ণমেব বিনাশিতান্) • দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ • কর্ণঞ্চ তথা অন্যান্ বোধবীরানপি জুহি (ধাতয়) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (শোকং মা কাৰ্ষীঃ) রণে সপত্নান্ (শত্রূন) জেতাসি (জেয়সি) [অতঃ] যুধ্যস্ব ॥ ৩৪

অনুশ ।—আমি যাহাদিগকে পূৰ্বেই মারিয়া রাখিয়াছি, সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে সংহার কর ; শোক করিও না ; যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবে ; অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩৪

স্বামী ।—“ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরম্মো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েমু” রিতি যা আশঙ্কা সাপি ন কার্যোতাহ—দ্রোণমিতি । যেভ্যস্ত্বং শক্বে তান্ দ্রোণাদীন মর্য়েব হতান্ অং জহি ধাতয়, মা ব্যথিষ্ঠাঃ শোকং মা কাৰ্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেয়সি ॥ ৩৪

টিপ্পনী ।—ভগবান্ “তস্মাৎসমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব” (১১শ । ৩৩) ইত্যাদিশ্লোকে বলিয়াছেন যে, তুমি ইহাদিগকে বধ করিয়া যশোলাভ কর এবং শতকটক রাজ্য ভোগ কর । এতদ্বিষয়ে অর্জুন আশঙ্কা করিতে পারেন যে, দ্রোণ ব্রাহ্মণ এবং আনাদের আচার্য্য, তাহাতে আবার তুঁতাহার অনেক উত্তম অস্ত্র পরিজ্ঞাত আছে ; সেইরূপ ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, তিনি দিব্য অস্ত্রপ্রভাবে পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেও পরাজিত

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রদ্ধা বচনং কেশবশ্চ

কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

হন নাই ; ঈদৃশ বীরপুরুষদ্বয়কে আমি কিরূপে পরাক্রান্ত করিয়া যশ ও রাজ্য লাভ করিব । তৎপরে জয়দ্রথকে বধ করাও অসম্ভব ; কেননা, তাহার পিতা তপশ্চর্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছে যে, 'যে ব্যক্তি তাহার পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিবে, তাহার মস্তকও দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে । সূর্য্যপুত্র কর্ণও সূর্য্যের ত্রায় তেজস্বী এবং তাঁহার আরাধনায় দিব্য অশ্বলাভ করিয়াছে ; ইন্দ্রও তাহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ করা অসম্ভব । তন্ত্ৰিগ্ন রূপ, অশ্বখামা প্রভৃতি বীরগণও দুর্জয়, কিরূপেই বা আমি ইহাদিগকে বধ করিব এবং কিরূপেই বা যশ ও রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইব । এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে—হে অর্জুন ! তোমার আশঙ্কার বিষয় ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীরগণকে আমি বধ করিয়াছি ; তুমি লোকপ্রত্যয়ার্থ তাহাদিগকেই বধ কর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে কেবল রথ হইতে পাতিত কর । মৃতব্যক্তির বধে তোমার কতই বা পরিশ্রম হইবে ; অতএব "কিরূপে ইহাদিগকে বধ করিব" এইরূপ ভয়জন্য পীড়া প্রাপ্ত হইও না । তুমি ভয় ত্যাগে করিয়া যুদ্ধ কর, নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ করিতে পারিবে ॥ ৩৪, ৫ .

অন্বয়ঃ ।—সঞ্জয় উবাচ—কেশবশ্চ এতৎ বচনং শ্রদ্ধা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জুনঃ) কৃতাজ্জলিঃ (বদ্ধাজলিঃ) [সন্] কৃষ্ণঃ নমস্কৃত্বা (নমস্কৃত্য) ভীতভীতঃ এব (ভীতাদপি ভীতঃ) [সন্] প্রণম্য

অৰ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্য।

জগৎ প্রহস্যাত্মনুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বৈ নমস্তুস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬

(অবনতো ভূষা) ভূয়ঃ (পুনরপি) সগদগদং (কণ্ঠকম্পনেন সহ) আহ
(উক্তবান্) ॥ ৩৫

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে কম্পাশ্বিত-
কলেবর অৰ্জুন কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত
হইয়া অবনত হইয়া পুনরায় গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

স্বামী ।—ততো যদ্বত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এত-
দিতি । এতৎ পূর্বলোকজ্ঞাত্যকং কেশবস্ত রচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ
কিরীটী অৰ্জুনঃ কৃতাজলিঃ সম্পটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্তুতা পুনরপ্যাহ
উক্তবান্ । কথমাহ,—ভয়হর্ষাঘ্রাবেশবশাদ্ গদগদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ
বর্তত ইতি সগদগদং যথা স্তাস্তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য
অবনতো ভূষা আহ ॥ ৩৫

টিপ্পনী —কৃষ্ণার্জুনের ধারাবাহিক বচনাবলীর মধ্যে ব্যাঘাত জন্মা-
ইয়া সঞ্জয়ের বলার উদ্দেশ্য—ধৃতরাষ্ট্রকে বিবেচনার সুযোগ প্রদান করা ;
বৃদ্ধ কৃষ্ণার্জুনের বাক্যশ্রবণে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ যাত্রার
ভীম-দ্রোণাদির নিস্তার নাই এবং তাঁহারা নিহত হইলে দুর্ঘোষনেরও
জয়ের আশা আকাশকুসুমবৎ অলৌক ; এই সকল বিবেচনা করিয়া
পুল্লম্বেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যদি পাণ্ডবের সহিত সন্ধি করার প্রস্তাব করেন,
তবে, উভয় পক্ষেরই মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা মনে করিয়া সঞ্জয় তৎ-

পরে কি ঘটিল ইহা বলিবার ছলে একটু অবকাশ লইলেন। শ্লোকার্থ
স্পষ্ট ॥ ৩৫

অশ্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—হে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্যা
[মাহাত্ম্যসঙ্কীৰ্ত্তনেন] জগৎ প্রহৃষ্যতি (অতীব হর্ষং প্রাপ্নোতি) অহু-
রজ্যতে চ (অহুরাগম্ উঠৈতি চ) [তথা] রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি]
দিশঃ [প্রতি] দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) [ইতি যৎ], সর্বে সিদ্ধসংঘাঃ
(তপোযোগমন্ত্ৰাদিসিদ্ধানাং সমূহাঃ) নমস্তস্তি চ (প্রণমস্তি) [ইতি যৎ]
[এতৎ সৰ্ব্বমেব] স্থানে (যুক্তমেব) ॥ ৩৬

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্য-
কীর্তনে জগতীহু সকলেই যে অতীব আনন্দিত হয় এবং অহুরাগসম্পন্ন
হয়, রাক্ষসেরা ভীত হইয়া চতুর্দিকে সতয়ে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ যে
সমবেত হইয়া প্রণাম করেন—এ সকলই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬

স্বামী ।—স্থান ইত্যেকাদশভিরৰ্জ্জুনোক্তিঃ । স্থান ইত্যাব্যং
যুক্তমিত্যশ্বিন্নর্থঃ । হে হৃষীকেশ ! যত এতৎ স্বমদুতপ্রভাবো ভক্তবৎস-
লশ্চ অত্যন্তব প্রকীর্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীৰ্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যা-
মীতি, কিন্তু জগৎ সৰ্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষণে হর্ষং প্রাপ্নোতি এতত্ত্ব স্থানে
যুক্তমিত্যাৎ, তথা জগদহুরজ্যতে চ অহুরাগমুঠৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি
ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ, সর্বে যোগতপো-
মন্ত্ৰাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্তস্তি প্রণমস্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব, ন
চিহ্নমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

টিপ্পনী ।—অৰ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ ! তুমি অত্যন্ত ভক্ত-
বৎসল এবং অদুতপ্রভাবসম্বিত, এই জন্ত তোমার গুণকীর্তনদ্বারা
কেবল যে আমিই আনন্দিত হই তাহা নহে, চৈতন্যবিশিষ্ট সকল
জগৎই অত্যন্ত হর্ষ অশ্রুভব করে এবং তাহা যুক্তই, তোমার প্রতি
তাহাদের অহুরাগও যুক্তিযুক্তই হইয়া থাকে। সেইরূপ তোমার গুণ

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপিাদিকর্ত্রে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

ভ্রমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭

কীর্তনে রাক্ষসগণ যে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে তাহাও যুক্ত, কপিলা প্রভৃতি সিদ্ধসমূহ যে তোমাকে নমস্কার করেন, ইহাও যুক্ত । সর্বত্রই “তব প্রকীর্ত্য” অর্থাৎ তোমার গুণকীর্তনদ্বারা এবং “হানে” অর্থাৎ যুক্ত এই পদদ্বয়ের অবয়ব হইবে । শ্লোকটী-রাক্ষসগণ মন্তরূপে মন্ত্র-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৬

অনুব্যঃ ।—হে মহাত্মন ! হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগ-
ন্নিবাস ! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে (তথাপি
জনকায়) তে (তুভ্যং) কস্মাৎ ন নমেরন্ (নমস্কারং ন কুর্য্যঃ) সৎ
(ব্যক্তম্) অসৎ (অব্যক্তম্) পরং (মূলকারণং) যৎ অক্ষরং (ব্রহ্ম)
তৎ চ ভ্রম্ [এব] ॥ ৩৭

অনু ।—হে মহাত্মন ! হে অনন্ত ! দেবেশ ! হে জগদাপার !
তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, তাঁহারও জনক ; ঈদৃশ তোমাকে সকলে
কেন না নমস্কার করিবে ? ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং নিখিলের মূলকারণ যে
ব্রহ্ম, তাহাও একমাত্র তুমিই ॥ ৩৭

স্বামী ।—তত্র হেতুমাৎ—কস্মাদিতি । হে অনন্ত ! হে দেবেশ !
হে মহাত্মন ! হে জগন্নিবাস ! কস্মাদ্ধেতোঃ তে তুভ্যং ন নমেরন্
নমস্কারং কুর্য্যঃ । কথন্তু তায় ? ব্রহ্মণোহপি গরীয়সে গুরুতরায় আদি-
কর্ত্রে চ ব্রহ্মণোহপি জনকায়, কিঞ্চ সৎব্যক্তম্ অসদব্যক্তঞ্চ তা ভ্যং পরং
মূলকারণং বদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ভ্রমেব, এতৈর্নবভির্হেতুভিঃ সর্বকৈ নমন্ত-
স্তীতি ন চিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্বমশ্চ বিশ্বশ্চ পরং নিধানম্ ।

বেভাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ইয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

টীপ্পনী ।—ভগবদ্বিয়ক ভবাতির কারণ বলিতেছেন ।—হে মহাত্মন! তুমি অনন্ত অর্থাৎ কোন বস্তুদ্বারাই পরিকল্পিত নহ, এবং তুমি দেবেশ—হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণেরও নিয়ন্তা; তুমি জগন্নিবাস অর্থাৎ সকলের আশ্রয় এবং বিধাতারও শ্রেষ্ঠ উৎপাদক । একাদশ বহুতর গুণবিশিষ্ট তোমাকে কেনই বা সিদ্ধগণ নমস্কার করিবেন না । বহু সম্বোধনের তাৎপর্য—এই সকল গুণের এক একটিই নমস্কার কার্যের প্রতি পর্যাাপ্ত হেতু, তোমাতে কিন্তু ইহার সমস্ত গুণই বিশেষভাবে বর্তমান; অতএব সিদ্ধগণের তোমাকে নমস্কার করা আশ্চর্যজনক নহে । জগতে ব্যক্তাব্যক্ত যাবতীয় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তুমি, ব্যক্তাব্যক্তব্যতিরিক্ত যে মূলকারণ ব্রহ্ম তাহাও তুমি, তুমি ভিন্ন কোন পদার্থ নাই ॥ ৩৭

অর্থঃ ।—হে অনন্তরূপ! ত্বম্ আদিদেবঃ (দেবানামাদিঃ) [যতঃ] পুরাণঃ (অনাদিঃ) পুরুষঃ ; [অতএব] স্বম্ অশ্চ বিশ্বশ্চ পরং নিধানং (লয়স্থানং) ; তথা বেভাসি (জ্ঞাতা) বেদাঞ্চ (জ্ঞাতব্য-বস্তুজাতং) পরং ধাম (বৈষ্ণবং পদং) চ ; [অতঃ] ইয়া বিশ্বং ততম্ (ব্যাপ্তম্) ॥ ৩৮

অনুবৃ ।—হে অনন্তরূপ! তুমি দেবগণেরও আদি ; [কারণ] তুমি অনাদি পুরুষ ; [অতএব] তুমি এই বিশ্বের পরমনিধান (লয়-স্থান) ; আর তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম (বৈষ্ণুপদ), অতএব, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ ॥ ৩৮

বায়ুৰ্যমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত্বং সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোহস্ত্বং তে সৰ্বত এব সৰ্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহপি সৰ্বঃ ॥ ৪০

স্বামী ।—কিঞ্চ 'ত্বাদিদেব' ইতি । ত্বম্ আদিদেবো দেবা-
নামাদিঃ যতঃ পুরাণোহনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্ ; অতএব ত্বমস্ত্র বিশ্বস্ত্র পরঃ
নিধানং লব্ধস্থানং, তথা বিশ্বস্ত্র বেত্তা জ্ঞাতা ত্বং যচ্চ বেত্ত্বং বস্তুজাতং পরঞ্চ
ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি ; অতএব হে অনন্তরূপ ! ত্বয়ৈবেদং
বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, এতৈশ্চ সপ্তজিহ্বেভুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

অম্বয়ঃ ।—ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, চন্দ্রঃ) প্রজা-
পতিঃ (পিতামহঃ) প্রপিতামহশ্চ (তস্যাপি জনকশ্চ) ; [অন্তঃ]
তে (ভূভ্যং) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রশঃ) নমঃ অস্ত্বং, পুনশ্চ [সহস্রকৃত্বঃ]
নমঃ [অস্ত্বং] ; ভূয়ঃ (পুনঃ) অপি [সহস্রকৃত্বঃ] নমো নমঃ ॥ ৩৯

অনু ।—তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি চন্দ্র,
তুমি প্রজাপতি- (পিতামহ), তুমি প্রপিতামহ (ত্রক্ষারও জনক) ;
অতএব তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি ॥ ৩৯

স্বামী ।—ইতশ্চ সৰ্বৈকত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সৰ্বদেবাত্মকত্বাদিতি
স্তবনং স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি । বায়ুাদিরূপত্বমিতি । সৰ্বদেবা-
ত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তং, প্রজাপতিঃ পিতামহস্ত্রাপি জনকত্বাৎ প্রপিতা-

সথেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সথেতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্ষাময়ে জ্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

মহন্তম্ ; অতন্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোহন্ত, পুনঃ সহস্রকৃষো নমোহন্ত,
ভূয়োহপি পুনরপি সহস্রকৃষো নমো নম ইতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—হে সর্ক (সর্কাস্ত্বান্) তে (তব) পুরস্তাৎ (সম্মুখে)
অথ পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ ; তে (তব) সর্কতঃ (সর্কাস্ত্বান্ দিক্) এব
নমঃ অন্তঃ ; হে অনন্তবীৰ্য্য ! অসীমশক্তিশালিন্, অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্কং
(বিখ্যং) সমাপ্রোষি (ব্যাপ্য বর্তসে) ততঃ [ত্বং] সর্কঃ (সর্করূপঃ)
অসি ॥ ৪০

অনু ।—হে সর্কাস্ত্বান্ ! আমি তোমার সম্মুখে প্রণাম করি,
তোমার পশ্চাৎভাগে নমস্কার করি, তোমার সকল দিকে নমস্কার করি ;
হে অসীমশক্তিশালিন্ ! তুমি অতুল্য-পরাক্রম ; তুমি নিখিল জগৎ
ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ ; একান্ত তুমি সর্করূপ ॥ ৪০

স্বামী ।—ভক্তিপ্রদাদরাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনসিচ্ছন্
পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি । হে সর্ক ! সর্কাস্ত্বান্ ! সর্কাস্ত্বান্
দিক্ তুভ্যং নমোহন্ত । সর্কাস্ত্বান্ কল্মষপাদয়রাহ—অনন্তং বীৰ্য্যং সামর্থ্যং
যন্ত তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যন্ত সঃ, এবমুত্বং সর্কং বিখ্যং

সুযোগস্বৰ্দ্ধিষ্ট সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি, সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলানিষ্ককাৰ্য্যং
ব্যাপ্য বৰ্ত্তসে ; ততঃ সৰ্ব্বরূপোহসি ॥ ৪০

• অল্পয়ঃ — তুব ইদং (বিশ্বরূপং) মহিমানং (মাহাত্ম্যং) [চ]
অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ ! হে
ষাদব ! হে সখে ! ইতি প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারেণ) যৎ উক্তম্, হে
অচ্যুত ! বিহারশূন্যাসনভোজনেষু একঃ (কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি
স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) অথবা তৎসমকং (তেষাং সখীনাং পুরতঃ) অবহাগার্থং
যৎ অসংকৃতঃ (তিরস্কৃতঃ) অসি, অহম্ অপ্রমেয়ম্ (অচিন্ত্যপ্রভাবঃ)
স্বাং তৎ কাময়ে (কমাং কারয়ামি) ॥ ৪১।৪২

অল্পু । — তোমার এই বিশ্বরূপ এবং মহিমা না জানিয়া আমি
মোহবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ তোমাকে সখা মনে করিয়া “হে কৃষ্ণ, হে
ষাদব, হে সখে” এই বলিয়া সম্বোধন পূৰ্ব্বক তোমাকে একাকী ও বন্ধু-
গণের সমক্ষে বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনসময়ে উপহাস করিবার
জ্ঞাত যে তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে অচ্যুত ! অচিন্ত্যপ্রভাব,
তোমার নিকট তজ্জ্ঞাত কমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১।৪২

স্বামী । — ইদানীং ভগবন্তঃ কমাপন্নতি—সংখ্যেতি স্বাত্ম্যাম্ । স্বাং
প্রকৃতঃ সংখ্যেতি মত্বা প্রসভং হঠেন তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ কাময়ে
স্বামিত্বান্তরেণায়ঃ । কিং তৎ ? হে কৃষ্ণ হে ষাদব হে সংখ্যেতি চ ।
সাক্ষ্যার্থঃ । প্রসভোক্তো হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি । কিঞ্চ যচ্চেতি । হে
অচ্যুত ! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াदिषু তিরস্কৃতোহসি একঃ কেবলঃ সখীন্
বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ । অথবা তৎসমকং তেষাং পরিহাসতাং সখীনাং
সমকং পুরতোহপি, তৎসৰ্ব্বমপরাধজাতং স্বামপ্রমেয়ম্ অচিন্ত্যপ্রভাবং
কাময়ে কমাং কারয়ামি ॥ ৪১।৪২

• টিপ্পনী । — তোমার মহিমা না জানিয়া আমি যে অল্প

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বমশ্ব পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্ত্যো

লোকত্রয়েহ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩

অপরাধ করিয়াছি, তাহা পরমকারুণিক তোমাকে নমস্কার করিয়া ক্ষমা করাইব, ইহাই বর্তমান শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন।—তোমাকে সখা মনে করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনরূপ তিরস্কারদ্বারা তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়া অথবা চিন্তাশূন্যবশতঃ কিংবা স্নেহে হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! ইত্যাদিরূপে যে সকল সম্বোধন করিয়াছি এবং ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদিতে একাকী অথবা উপহাসকারী সখাদিগের সমক্ষে উপহাসের জন্ত তোমাকে যে তিরস্কার করিয়াছি, হে অচ্যুত—নির্ভীকার পরমপুরুষ ! সেই সকল অযোগ্য সম্বোধনরূপ এবং তিরস্কাররূপ অপরাধসমূহ তোমাকে ক্ষমা করাইতেছি। হে কৃষ্ণ ! তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবসম্বিত, স্তুতি-নিন্দাদিতে নির্ভীকার এবং পরম কারুণিক ; অতএব অজ্ঞতাবশতঃ আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর ॥ ৪১।৪২

অশ্বয়ঃ ।—হে অপ্রতিমপ্রভাব ! ত্বম্ অশ্ব চরাচরস্য লোকস্য পিতা (জনকঃ) অসি, [অতএব] ত্বং পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ (আচার্য্যশ্চ) গরীয়ানশ্চ (গুরোরপি গুরুতরশ্চ) [অসি] ; [অতঃ] লোকত্রয়েহপি ত্বৎসমঃ নাস্তি ; অভ্যধিকঃ (হস্তোহধিকঃ) কুতঃ [স্মৃৎ] ॥ ৪৩

অনু ।—হে অতুল্যপ্রভাব ! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, অতএব তুমি পূজনীয় এবং গুরু অপেক্ষাও গুরু ; ত্রিলোকमध्ये তোমার সমান কেহই নাই ; তোমা অপেক্ষা অধিক আর কে কোথায় আছে ? ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়্যম্ ।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেব সোঢ়ুম্, ॥ ৪৪

স্বামী ।—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি । ন বিজ্ঞতে প্রতিমা উপমা যন্ত সোহপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যন্ত তব হে অপ্রতিম-প্রভাব ! ত্বমস্ত চরাচরস্ত লোকস্ত পিতা জনকোইসি ; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াশ্চ গুরুতরঃ ; অতো লোকত্রেয়েইপি ত্বংসম এব তাবদন্তো নাস্তি পরমেশ্বরাদন্ত্যশ্চাভাবাৎ ত্ত্রোহধিকঃ পুনঃ কূতঃ স্মাৎ ॥ ৪৩

টিপ্পনী ।—এই চরাচর লোকসমূহের তুমি পিতা, পূজনীয়, শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরু এবং সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ; অতএব তোমার তুল্য কেহ নাই, অধিক আর কিরূপে থাকিবে । হে অমিতপ্রভাবশালিন্ ! দ্বিতীয় ঈশ্বরের অভাব-নিবন্ধন তোমার তুল্যই কেহ নাই, তোমার শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে হইবে । সর্বদা তত্তুল্য ব্যক্তির সম্ভব হয় না ॥ ৪৩

অশ্বয়ুঃ ।—হে দেব ! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় (দণ্ডবৎ নিপাত্য) প্রণম্য (প্রকর্ষণে নম্রা) ঈড়্যং (স্তুত্যাং) ত্বাং প্রসাদয়ে (প্রসাদং কারয়ামি) ; পুত্রস্ত [অপরাধঃ] পিতা ইব, সখ্যুঃ [অপরাধঃ] সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ [অপরাধঃ] প্রিয় ইব সোঢ়ুম্ অইসি ॥ ৪৪

অনু ।—হে দেব ! একান্ত আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম পূর্বক তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি স্তুবাহ । যেমন পুত্রের অপরাধ পিতা সহ করেন, মিত্রের অপরাধ মিত্র সহ করেন, প্রিয়তমার অপরাধ স্বামী সহ করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ সহ (ক্ষমা) কর ॥ ৪৪

স্বামী ।—কস্মাদেবং তস্মাদিতি । তস্মাদ্বামীশঃ ভগতঃ স্বামিনঃ স্তুত্যাং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি । কথম্ ? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য

অদৃষ্টপূৰ্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্ৱ।

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

প্রকর্ষণ নশ্বা, অতঃসং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষমমহঁসি ; কশ্চ ক ইব পুত্র-
শ্রাপরাধঃ কপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যামিত্রশ্রাপরাধঃ সখা (সন্ধিরার্থঃ)
নিরুপাধিবক্ষুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা
তদ্বৎ ॥ ৪৪

* টিপ্পনী ।—যেহেতু তুমি জগতের পিতা, পুত্রনীয়, গুরু এবং গুরু
হইতে গুরুতর, এই জন্য নমস্কারপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া
তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। অতএব হে দেব! পিতা* পুত্রের
অপরাধের জ্ঞায়, সখা সখার অপরাধের জ্ঞায়, পতি পতিব্রতা স্ত্রীর
অপরাধের জ্ঞায় তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যেহেতু আমি
অনন্তশরণ ॥ ৪৪

অস্থয়ঃ ।—হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং [তব রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিত
(হৃষ্টঃ) অস্মি ; [তথা] ভয়েন চ মে (মম) মনঃ প্রব্যথিতম্ (প্রচলিতং)
[তস্মাৎ মম ব্যথানিবৃত্তয়ে] তদেব রূপং মে (মজঃ) দর্শয় ; হে দেবেশ!
হে জগন্নিবাস! প্রসীদ ॥ ৪৫

অনু ।—হে দেব! তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি স্থখা
হইতেছি, পরন্তু ভয়ে আমার হৃদয় ব্যথা পাইতেছে। অতএব [আমার
হৃদয়ব্যথা নিবারণার্থ] তোমার সেই [পূর্ব্ব] রূপ প্রদর্শন করিও ; হে
দেবেশ! হে জগদাধার! প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

স্বামী ।—এবং কামরূপা—প্রার্থনভে—অদৃষ্টেতি বাত্যাৎ। হে
দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ হৃষ্টোহস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি স্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুভূজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

প্রবাথিতং প্রচলিতং, তন্মায়ম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব*রূপং দর্শয় । হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ ।—অহং তথা এব স্বাং কিরীটিনং (কিরীটবস্ত্রং) গদিনং (গদাবস্ত্রং) চক্রহস্তং (চক্রধরং) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ; হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! [ইদং রূপম্ উপসংহৃত্য] তেনৈব চতুভূজেন রূপেণ ভব (আবিভব) ॥ ৪৬

অনু ।—আমি পূৰ্ব্বমত তোমাকে কিরীটধারী, গদাধর এবং চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি ; হে সহস্রবাহো ! বিশ্বমূর্তে ! [এই রূপ উপসংহার করিয়া] সেই চতুভূজরূপেই আবিভূত হও ॥ ৪৬

স্বামী ।—তদেবং বিশেষয়ন্মাহ—কিরীটিনমিতি । কিরীটবস্ত্রং গদাবস্ত্রং চক্রহস্তঞ্চ স্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি—পূৰ্ব্বং যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুভূজেন রূপেণ ভব আবিভব । তদনেন শ্রীকৃষ্ণমৰ্ক্জনঃ পূৰ্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তধেব পশ্চাতীতি গম্যতে, যন্ত পূৰ্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপ-দর্শনে “কিরীটিনং চক্রিণঞ্চ পশ্চামীতি” তদ্বহকিরীটাদিপ্রাপ্ত্যেণ, যদ্বা এতাবস্ত্রং কালং যং স্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্চ্য তমেবে-দানীং তেজোরশিং হুনিরীক্ষ্যং পশ্চামীত্যেব তত্র বহবচনব্যক্তিরিত্য-কিরোধঃ ॥ ৪৬

টিপ্পনী ।—হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! তোমার এই রূপ পৰিত্যাগ কর ; তোমাকে আমি কিরীটযুক্ত গদাসম্বিত চক্রধারিরূপে

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাত্মং

যন্মে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

দেখিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি সেই চতুর্ভূজ রূপই ধারণ কর । ইহা
দ্বারা অর্জুন যে ভগবানের চতুর্ভূজ মূর্ত্তিই সর্বদা দর্শন করিতেন, ইহা
প্রতীত হয় ॥ ৪৬

অশ্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জুন ! প্রসন্নেন ময়া আত্ম-
যোগাৎ (আত্মনো যোগমায়াসামর্থ্যাৎ) তব ইদং তেজোময়ং বিশ্বং
(বিশ্বাত্মকম্) অস্তম্ আত্মং মে (মম) পরং (পরমং) রূপং দর্শিতং, যৎ
(মে রূপং) ত্বদন্তেন (আদৃশাদ্ভক্তাদন্তেন) ন দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বং
দৃষ্টম্) ॥ ৪৭

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হইয়া
স্বীয় যোগময়াপ্রভাবে তোমাকে এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত ও আত্ম
পরমরূপ প্রদর্শন করাইলাম ; তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহ এই রূপ কখনও
দেখে নাই ॥ ৪৭

স্বামী ।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাস্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি
জিভিঃ । হে অর্জুন ! কিমিতি অং বিভেদ্যি, যতো ময়া প্রসন্নেন রূপয়া
তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ ; আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ ।
পরম্ যমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনস্তমাত্মকং বহুম রূপং ত্বদন্তেন
আদৃশাদ্ভক্তাদন্তেন ন পূর্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টিপ্পনী ।—এইরূপ সত্যাদি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ অর্জুনকে
ভীত বিবেচনা করিয়া বিশ্বরূপ উপসংহার করত যথোচিত বাক্যবাহ্য

ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈর্ন দাতৈ

ন চ ক্রিয়াভিন্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপং শক্য অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং তদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

ভাঁহাকে আশস্ত করিতে লাগিলেন ।—হে অর্জুন ! তুমি ভয় করিও না, যেহেতু তোমার প্রতি রূপাপরবশ হইয়া আমি যোগৈশ্বর্যদ্বারা তোমাকে এই বিশ্বরূপাঙ্ক তেজোময় পরম শ্রেষ্ঠরূপ দর্শন করাইলাম ; আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন ইতঃপূর্বে আর কেহ দর্শন করেন নাই ॥ ৪৭

অনুয়ঃ ।—হে কুরুপ্রবীর ! ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈঃ, ন দাতৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন চ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (চাত্মায়ণাদিভিঃ) এবংরূপঃ অহং তদন্তেন (তন্তঃ অন্তেন) নৃলোকে (মহাব্যালোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥ ৪৮

অনু ।—হে কুরুপ্রবীর ! বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞবিজ্ঞার আলোচনে, দানে, ক্রিয়াকলাপে, অত্যাশ্রিতপঃপ্রভাবে এই মহাব্যালোকে তুমি ভিন্ন আমার এবিধ রূপদর্শনে কেহ সমর্থ নহে ॥ ৪৮

স্বামী ।—এতদর্শনমতিদুলভঃ লব্ধ্বা অং কৃতার্থোহসীত্যাহ—বেদেতি । বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নশ্রাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞ-বিজ্ঞাঃ কল্পস্বভাৱা লক্ষ্যন্তে । বেদানাং যজ্ঞবিজ্ঞানাংকাব্যায়নৈরিত্যর্থঃ, ন চ দাতৈঃ ন চ ক্রিয়াভিরিহোজ্ঞাদিভিন্ন চোটেগ্রস্তপোভিস্চাত্মায়ণাদিভি-
১. রেবংরূপোহহং তদন্তোহন্তেন মহাব্যালোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ অপি তু তমেব কেবলং গংপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোহসি ॥ ৪৮

টিপ্পনী ।—এই বিশ্বরূপদর্শনাঙ্ক আমার প্রসাদ লাভ করিয়া তুমি কৃতার্থ হইরাছ, ইহাই বলিতেছেন ।—চতুর্কোন্দের অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়ন-দ্বারা এবং যজ্ঞের অর্থাৎ বেদবোধিত কর্মসমূহের অর্থবিচাররূপ অধ্যয়ন-দ্বারা ; ভূলাপুরুষাদি দানদ্বারা, অগ্নিহোতাদি শ্রৌত কর্মদ্বারা, কঙ্ক-

‘মা তে ব্যাথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট্ৱ। রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তদ্বা ।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্নহাস্তা ॥ ৫০

চাক্ষায়ণাদি শরীরেদ্রিয়শোষণকারী উগ্র তপশ্চর্য্যাদ্বারাও আমার এই রূপ মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন কেহ দর্শন করিতে পারে না ॥ ৪৮

অনুযয়ঃ ।—ঈদৃক্ ঘোরং মম, ইদং রূপং দৃষ্ট্ৱ। তে (তব) ব্যাথা মা [অস্ত], বিমূঢ়ভাবশ্চ [মা অস্ত], ত্বং ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়ঃ) প্রীতমনাঃ চ [সন্] পুনঃ মে (মম) ইদং তৎ এব (পূর্বদৃষ্টং) রূপং প্রপশ্য ॥ ৪৯

অনু ।—আমার এই ভয়াবহ রূপ দর্শন করিয়া তোমার ব্যাথা বা বিমূঢ়ভাব খেন না হয় ; তুমি নির্ভয় হইয়া প্রীতমনে পুনরায় আমার সেই [পূর্বদৃষ্ট] রূপ দর্শন কর ॥ ৪৯

স্বামী ।—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্ৱ। ব্যাথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি । ইদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদৃষ্টং রূপং দৃষ্ট্ৱ। তে ব্যাথা মাস্ত বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বা মাস্ত, বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্, পুনস্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষণে পশ্য ॥ ৪৯

টিপ্পনী ।—তোমারই অনুগ্রহের জন্য আবিষ্কৃত আমার এই ভয়ঙ্কর

অৰ্জুন উবাচ—

দৃষ্টেদং মানুষ্যং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

রূপ দর্শন করিয়া তুমি ভয়নিমিত্ত গীড়া অশুভব করিও না এবং মজ্জপ-
দর্শনে তোমার যে বিমূঢ়তাব, তাহাও অপগত হউক, ইদানীং নির্ভীক ও
প্রীতমনে আমার চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন কর । ৪২

অশ্বয়ঃ ।—সঞ্জয় উবাচ—বাসুদেবঃ অৰ্জুনম্ ইতি উক্তা ত্বয়ঃ
(পুনরপি) তথা (কিরীটাদিযুক্তং) স্বকং (স্বকীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস;
[ততশ্চ] মহাত্মা (বাসুদেবঃ) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নবপুঃ) ত্বয়া পুনঃ
ভীতম্ এনম্ (অৰ্জুনম্) আশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন—বাসুদেব অৰ্জুনকে এই কথা বলিয়া
পুনরায় তাঁহাকে স্বীয় পূৰ্বমূর্তি দর্শন করাইলেন এবং প্রশান্তমূর্তি ধারণ
করিয়া বিশ্বরূপদর্শনে ভীত অৰ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৫০

স্বামী ।—এবমুক্তা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ
—ইতীতি । শ্রীবাসুদেবোহৰ্জুনমেবমুক্তা যথা পূৰ্বমাসীদ্বৈব কিরী-
টাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস । এনমৰ্জুনং ভীতমেব
প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ । মহাত্মা বিশ্বরূপং কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০

অশ্বয়ঃ ।—অৰ্জুন উবাচ—হে জনাৰ্দ্দন ! তব ইদং সৌম্যং
(প্রশান্তং) মানুষ্যং রূপং দৃষ্ট্য়া ইদানীম্ অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ
(জাতঃ) প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) চ গতঃ (প্রাপ্তঃ) [অস্মি] ॥ ৫১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন ! তোমার এই প্রশান্ত
মানবমূর্তি দর্শনে অধুনা আমি সুস্থচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১

স্বামী ।—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জুন উবাচ—দৃষ্টেদমিতি । সচেতাঃ
প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোহস্মি ; প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোহস্মি ।
শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ—

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্ম্য রূপশ্চ নিত্যং দর্শনকাক্ষিণঃ ॥ ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংরিধো দ্রষ্টৃ দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

অম্বয়ঃ । — শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং সুহৃদর্শং যং রূপং দৃষ্ট-
বান্ অসি দেবা অপি নিত্যম্ অস্ম্য রূপশ্চ দর্শনকাক্ষিণঃ ॥ ৫২

অনু । — শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুমি আমার যে হৃদরীক্ষ্য রূপ
দর্শন করিলে, দেবগণও নিয়ত ঐ রূপ দেখিতে অভিলাষ করেন ॥ ৫২

স্বামী । — স্বরূতশ্রীমুগ্রহস্তাতিদুলভস্বঃ দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—
সুহৃদর্শমিতি । যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুহৃদর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুর্মশক্যম্,
অতো দেবা অপ্যস্ম্য রূপশ্চ নিত্যং সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং
পশ্যন্তি ॥ ৫১

টিপ্পনী । — ইদানীং ভগবান্ স্বরূত অনুগ্রহের অতি দুলভস্ব
প্রদর্শন করিতেছেন । ভগবান্ কহিলেন,—আমার যে রূপ তুমি দর্শন
করিলে, ইহা অত্যন্ত দুর্দর্শ ; যেহেতু দেবগণও এইরূপ নিত্যই দর্শন
করিতে অভিলাষী, কিন্তু তাঁহারা তোমার জ্ঞায় এই বিশ্বরূপ ইতিপূর্বে
দর্শন করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও দর্শন করিবেন না, ইহাই অভিলাষের
নিত্যস্ব কথনের উদ্দেশ্য ॥ ৫২

অম্বয়ঃ । — যথা মাং দৃষ্টবান্ অসি, এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন
তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥ ৫৩

অনু । — তুমি আমার যেরূপ দর্শন করিলে, ঈদৃশ আমাকে না
বেদ, না তপস্যা, না দান, না যজ্ঞ—কিছুরই দ্বারা দেখিতে পাওয়া
যায় না ॥ ৫৩

ভক্ত্যা অনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তদ্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পর ॥ ৫৪

মৎকর্ণকৃষ্ণমুপরমো মদুত্তমঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াঃ বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমন্তগবদগীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-

যোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

স্বামী ।—তত্র হেতুমাহ—নাহ্মিতি । স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩

অম্বয়ঃ ।—হে পরম্পর অর্জুন ! অনন্যয়া (মদেকনিষ্ঠয়া) ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তদ্বেন (পরমার্থতঃ) [শাস্ত্রতঃ] জ্ঞাতুং [প্রত্যক্ষতঃ] দ্রষ্টুং [তাদাত্ম্যেন] প্রবেষ্টুঞ্চ শক্যঃ ॥ ৫৪

অনু ।—হে পরম্পর অর্জুন ! আমার প্রতি একাগ্রভক্তিধারা এবংবিধ আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে যথাশাস্ত্র অবগত হইতে, প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে এবং তাদাত্ম্যভাবে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ॥ ৫৪

স্বামী ।—তচ্চি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ—ভক্ত্যা দ্বিতি । অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবভূতো 'বিশ্বরূপোহহং, তদ্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নানৈকরূপায়েঃ । (শক্য ইতি ছান্দসত্বাৎ বিসর্গলোপঃ) ॥ ৫৪

• টিপ্পনী ।—যদি তোমাকে বেদাধ্যয়ন, তপস্কর্যা, তুলাপুষ্কবাদি এবংঐক্যধারাও দর্শন করা না যায়, তবে কোন্ উপায়ে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় ; ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে কেবল মর্নিষ্ঠ নিরতিশয় প্রীতিক্রমে ভক্তিধারা শাস্ত্রানুসারে ঈদৃশ দিব্যরূপধারী আমাকে জানিতে পারে । অনন্ত ভক্তিধারা শাস্ত্রানুসারে আমাকে কেবল যে জানিতে পারে তাহা

নহে, অপিচ তাদৃশ ভক্তিযারা আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে ; তদনন্তর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার নিবন্ধন অবিজ্ঞা এবং তৎকার্য্যসমূহের নিবৃত্তি হইলে আমাকে মৎস্বরূপে লাভ করিতে পারে । ৫৪

অন্বয়ঃ ।—হে পাণ্ডব ! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমঃ মন্তুজঃ [পুত্রাদিষু] সঙ্গবর্জিতঃ (আসক্তিহীনঃ) সর্বভূতেষু নির্কৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি) । ৫৫

অনু ।—হে অর্জুন ! যিনি মদর্থ কর্ম্মাহুষ্ঠানকারী, যিনি মৎ-পরায়ণ, যিনি আমার একান্ত ভক্ত, যিনি [পুত্রাদিতে] আসক্তিহীন এবং সর্বভূতে যিনি নির্কিরোধ, ঈদৃশ ব্যক্তি আমাকে লভ্য করিতে পারেন । ৫৫

স্বামী ।—অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকর্ম্ম-কৃদিতি । মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুণ্ডরীকো যস্ত সঃ মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জিতঃ নির্কৈরশ্চ সর্বভূতেষু এবভূতঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্ত ইতি ।

দেবৈরপি সূহৃদর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ ।

ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ । ৫৬

ইতি স্বামিকৃতটীকারাম্ একাদশোহধ্যায়ঃ । ১১

টিপ্পনী ।—ইদানীং মোক্ষার্থিগণের অহুষ্ঠানের জন্ত সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের সারভূত বিষয় এই এক শ্লোকে উপদিবদ্ধ করিতেছেন । যে ব্যক্তি আমার প্রয়োজনে বেদবিহিত কর্ম্মাহুষ্ঠান করে, সে অভিন্নরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয় । যদি বল স্বর্গাদিফল কামনা থাকিলে তাহা অসম্ভব, এইজন্ত বলিলেন—“মৎপরম” অর্থাৎ আমিই যাহার পরম প্রাপ্তব্যরূপে নিশ্চিত হইয়াছি, স্বর্গাদি লোক নহে, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয় । এইরূপে সর্বথা আমার ভজনপরায়ণ হইবে, অপত্যাাদিতে স্নেহবশতঃ ঈদৃশ ব্যক্তি অসম্ভব, অতএব সঙ্গবর্জিত—বাহু পদার্থে নিঃস্নহ হওয়া প্রয়োজন,

শত্রুতে ঘেঘ থাকিলে ইহা হইবে না, এইজন্য “নির্ভৈর” অর্থাৎ অপ-
কায়ী ব্যক্তির প্রতিও ঘেঘশূন্য হইতে হইবে। এবস্থি বহু গুণসম্পন্ন
ব্যক্তিই আমাকে অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়টিই তোমার
জ্ঞাতব্য; এইজন্য আমি বলিলাম—“এতদতিরিক্ত তোমার জ্ঞাতব্য
নাই” ॥ ৫৫

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ.

অৰ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্থাং পৰ্য্যাপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥ ১

অশ্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ ।—এবং [সৰ্বকৰ্ম্মপৰ্পাদিঘাৰা] সতত-
যুক্তাঃ (সদা অগ্নিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] যে ভক্তাঃ আঃ (বিশ্বরূপং) পৰ্য্যাপাসতে
(ধ্যায়ন্তি), যে চাপি অব্যক্তং (নিৰ্কিংশেষম্) অক্ষরং (ব্রহ্ম) [পৰ্য্য-
পাসতে], তেষাম্ (উভয়েষাং) [মধ্যে] কে যোগবিন্দমাঃ (অতি-
শয়েন যোগবিন্দঃ) ॥ ১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন,—এইরূপে সৰ্বকৰ্ম্মসমৰ্পণাদিঘাৰা
সৰ্বদা তোমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা
করেন এবং যাহারা নিৰ্কিংশেষ ব্রহ্মস্বরূপ তোমার আরাধনা করেন, এই
উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারো অধিকতর যোগবেত্তা ? ॥ ১

স্বামী ।—নিগুণোপাসনশ্ৰবঃ সগুণোপাসনশ্ৰ চ । শ্রেয়ঃ
কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোহধ্যায়ঃ । পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে “মৎকৰ্ম্মকৃত্যুৎপন্নমো
মন্তকঃ” ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠত্বযুক্তম্, “কৌন্তেয় ! প্রতিজ্ঞানীহি”
ইত্যাদিনা চ তত্র তশ্চৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা “তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত
একভক্তিৰিশিষ্টতে” ইত্যাদিনা “সৰ্বং জ্ঞানপ্রবেদৈব বৃজিনং সন্তুন্নিস্যসি”
ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠত্বযুক্তম্ এবমুভয়োঃ শ্রেষ্ঠোহপি বিশেষ-
জ্ঞানাসয়া ভগবন্তঃ প্রতি অৰ্জুন উবাচ—এবমিতি । এবং সৰ্বকৰ্ম্মপৰ্পা-
দিনা সততযুক্তাঃ সন্তো মে ভক্তাস্থাং বিশ্বরূপং সৰ্বজ্ঞং সৰ্বশক্তিং

ভগবান্মুবাচ—

ময্যাবেষ্ট মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে ।

অক্সয়া পরয়োহপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

পর্যাপাসতে ধ্যানস্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মবাক্তং নিরীশেষমুপাসতে, তেষা-
মুভয়েষাং মধ্যে কেহতিশয়েন যোগবিদোহতিশ্রেষ্ঠা ইত্যং: ॥ ১

টিপ্পনী ।—পূর্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,
—মদীয় কর্মকারী মন্তুক্ত ও আমিই যাহার প্রাপ্য বস্তুরূপে নিশ্চিত;
তাদৃশ ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে অর্জুনের সন্দেহ হইতেছে
যে, এই স্থানে মৎ শব্দে কি ভগবান্ নিরাকার অথবা সাকার বস্তুর কথা
উল্লেখ করিতেছেন; ভগবানের এই দ্বিবিধ ভাবেরই ইতিপূর্বে পরিচয়
পাওয়া গিয়াছে। “বহুনাং জন্মনামন্তে” (৭ম ১২শ) ইত্যাদি শ্লোকে
নিরাকারের কথা উক্ত হইয়াছে। বিশ্বরূপ দর্শনান্তে “নাহং বৈদৈর্ন তপসা”
(১১শ ৫৩শ) ইত্যাদি শ্লোকে সাকারের কথা বলা হইয়াছে। ভগবান্
অধিকারিভেদেই উভয় উপদেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অসঙ্গ বিরোধ
অপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এইরূপ হইলে আমি মুক্তিলাভ চছা করিয়া
কি নিরাকার বস্তুর চিন্তা করিব অথবা সাকারের এইরূপ, নিজ অধিকার
নিশ্চয় করিবার জন্য সন্তুণ ও নিগুণ-বিচার বিশেষ জ্ঞানিয়ার অভিলাষে
অর্জুন বলিলেন,—এইরূপ অর্থাৎ “মৎকর্মকৃৎ” ইত্যাদি শ্লোকোক্তপ্রকারে
নিরন্তর ভগবৎ-কর্মাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল সাকার বস্তু আশ্রয়
করিয়া তোমার সাকাররূপের যাহারা চিন্তা করে এবং যাহারা সকল বিষয়
হইতে বিরক্ত হইয়া সমগ্র কর্ম পরিত্যাগ করত ইন্দ্রিয়ের অগোচর অবি-
নাশী সর্বোপাধিবিবিশ্রীকৃত নিরাকার তোমার উপাসনা করে, তাহাদের
উভয়গুণের মধ্যে কাহার প্রাধান্য যোগবস্তা; যদি উভয়েই যোগবিৎ,
তথাপি তন্মধ্যে কাহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের জ্ঞান আমি অনুসরণ করিব? ॥ ১২

অনুয়ঃ । — শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি (পরমেশ্বরে) মনঃ আবেষ্ট
(একাগ্রঃ কৃষ্ণা) নিত্যযুক্তাঃ (সদা যমিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া)
শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঃ) যে মাম্ উপাসতে (আরাধ্যন্তি) তে যুক্ততমাঃ
মে (মম) মতাঃ (অভিমতাঃ) ॥ ২

অনু । — শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি পরমেশ্বর স্মৃতরাং আমাতে
যাহারা মন একাগ্র করিয়া, সর্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া, পরম-
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাকে আরাধনা করেন, তাহারা হই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী
বলিয়া আমার অভিমত ॥ ২

স্বামী । — তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যন্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ীতি ।
ময়ি পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেষ্ট একাগ্রঃ কৃষ্ণা নিত্য-
যুক্তা মদর্থকর্মাচ্ছানাদিনা যমিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা য়ে মামারা-
ধ্যন্তি তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ ॥ ২

টিপ্পনী । — সর্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জুনের সগুণবিচারই অধিকার
প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতি সগুণ বিজ্ঞা এবং অধিকার অনুসারে নানাধিক-
ভাবে সাধনসমূহও বিধান করিলেন ; অতএব প্রথমে সাকার বিজ্ঞা বুঝাই-
বার নিমিত্ত তাহার প্রশংসা করত প্রথম অর্থাৎ সাকার বস্তুর উপাসকই
শ্রেষ্ঠ ইহা উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন ; — ভগবান্ বাসুদেব ও পরমেশ্বরস্বরূপ
সগুণ ব্রহ্মরূপী আমাতে নিরতিশয় প্রীতিসহকারে নিরাশ্রয়ভাবে মন
আবিষ্ট করিয়া যাহারা প্রকৃষ্ট সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সর্বযোগেশ্বর-
গণেরও ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, সমস্ত কল্যাণের আকর আমার নিরন্তর চিন্তা
করে, তাহারাষ্ট যোগবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহাই আমার অভিমত ।
যে হেতু তাহারা সর্বদাই আমাতে আসক্তচিন্ত হইয়া বিষয়াস্তরে অনা-
সক্ত ভাবে আমাকে অহোরাত্র চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করে ;
অতএব তাহারা ই যোগিশ্রেষ্ঠ ॥ ২

যে অক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পৰ্য্যাপাসতে ।

সৰ্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

•সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সৰ্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—সৰ্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামম্ (ইন্দ্রিয়সমূহং) সংনিয়ম্য (সম্যক্ সংযম্য) অনির্দেশ্যং (শব্দেন নির্দেশ্যে মশক্যম্) অব্যক্তং (রূপাদিহীনং) সৰ্বত্রগং (সৰ্বব্যাপি) অচিন্ত্যং (চিন্তাতীতং) কূটস্থং (মায়াপ্রপঞ্চে অস্থিতম্) অচলং (স্পন্দনরহিতম্) [অতএব] ধ্রুবং নিত্যম্ অক্ষরং (ব্রহ্ম) পৰ্য্যাপাসতে (ধ্যায়ন্তি), সৰ্বভূতহিতেরতাঃ, তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি (লভন্তে) ॥ ৩৪

অনুব্ধ ।—সৰ্বত্র সমদৃষ্টিমান্ যে সকল ব্যক্তি নিখিল ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যকরূপে সংযত করিয়া, শব্দাতীত রূপাদিবিহীন, সৰ্বব্যাপী চিন্তাতীত, কূটস্থ, স্পন্দনবিহীন, অতএব নিত্য—এতাদৃশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সৰ্বভূতহিত-সাধনে অবহিতচিত্ত সেই সাধকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

স্বামী ।—তর্জীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে স্থিতি ভাষ্যম্ । যে অক্ষরং পৰ্য্যাপাসতে ধ্যায়ন্তি তেহপি মামেক প্রাপ্নুবন্তীতি ঘরোরঙ্ঘয়ঃ । অক্ষরস্ত লক্ষণমনির্দেশ্যমিত্যাदि । অনির্দেশ্যং শব্দেন নির্দেশ্যে মশক্যং যতোহব্যক্তং রূপাদিহীনং সৰ্বত্রগং সৰ্বব্যাপি অব্যক্ত-বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠাতৃধ্বেনাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং বুদ্ধ্যাদিরহিতম্ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩৪

“টিপ্পনী ।—নিগুণ ব্রহ্মবিৎ অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকারীর কি উৎকর্ষ যে তদ্বারা ভগবান্ তাহাদিগকেই “যুক্ততম” বলিয়া বিবেচনা করিলেন ? এই সন্দেহ নিরাসের জন্য ভগবান্ প্রথমতঃ তাহাদের

উৎকর্ষপ্রকাশক নিগুণ ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির প্রস্তাব করিতেছেন। যাহারা অক্ষর অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম আমার উপাসনা করেন, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অক্ষরত্বের প্রতিপাদক পরবর্তী সপ্ত বিশেষণ, প্রথম—“অনির্দেশ্য” শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য, তাহার কারণ “অব্যক্ত” অর্থাৎ শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত জাতি-গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধহীন। যদি বল জাতি গুণাদিব্যতিরেকে নির্বিশেষ বস্তুতে শব্দপ্রবৃত্তি অসম্ভব, অতএব জাত্যাদিরাহিত্য কিরূপে সম্ভব হয়? এইজন্ত বলিতেছেন যে সেই অক্ষর “সর্বত্রগ” সর্বব্যাপী, পরিচ্ছিন্ন কাৰ্য্যবস্তুরই জাত্যাদি ব্যবহার প্রসিদ্ধ, অতএব সর্বব্যাপী অক্ষরের জাত্যাদিরাহিত্য অসঙ্গত নহে। এই জন্তই তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ শব্দবৃত্তির জ্ঞায় মনোবৃত্তিরও অবিষয়; পঞ্চম বিশেষণ “কূটস্থ”, যাহা বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকেই লোকে কূট বলিয়া থাকে; যেমন—“কূটসাক্ষী” অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী, সেইরূপ মায়াখ্য অজ্ঞান তদীয় কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত মিথ্যা হইয়াও সত্য বলিয়া লোকে প্রতীত হয়, এইজন্ত তাহারা কূটপদবাচ্য; তাদৃশ কূটে যিনি অধ্যাক্ষ—আরোপিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে তাহাদের অধিষ্ঠান—আশ্রয়রূপে তাহাতে অবস্থিত তিনিই কূটস্থ; তিনি অচল, সমস্ত বিকারজাতের অবিজ্ঞাকল্পিতঅনিবন্ধন তাহাদের অধিষ্ঠান সাক্ষি-চৈতন্ত্য নির্বিকার, অচল বলিয়াই ঐব—অপরিণামী, এতাদৃশ শুদ্ধব্রহ্ম আমাকে বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ পরিভ্যাগপূর্বক সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ-রূপ নির্দিধ্যাসনদ্বারা বিষমীকৃত করিবে। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ বর্তমান থাকিলে বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহের পরিহার অসম্ভব বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিবে। এতাদৃশ ইন্দ্রিয়সংযমও বিদ্যুৎভোগ-বাসনাসঙ্গে অসম্ভব; এই জন্ত বলিতেছেন যে, তিনি সর্বত্র সমবুদ্ধি হইবেন অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ মান অপমান তুল্যজ্ঞান করিবেন। জ্ঞানদ্বারা বাসনার কারণ অজ্ঞান দূরীকৃত হইলে বিষয়-দোষদর্শনে অভ্যাস পরিপক

ক্লেশোহধিকতরস্তেবামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিহুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫

হওয়ার জন্ত বিষয়স্পৃহা অপনীত হওয়ার তাঁহারা সৰ্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া থাকেন । ক্রমে হিংসার কারণ ঘেষ অপনীত হওয়ার তাঁহারা সৰ্বভূতের হিতকার্য্যে রত থাকেন । এবদ্বিধ যোগিগণ অক্ষর ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

অনুব্যঃ ।—অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অক্ষরে ব্রহ্মণি নিবিষ্টচিত্তানাং) তেষাং অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ভবতি] ; হি (যতঃ) দেহবন্তিঃ (দেহিভিঃ) অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) হুঃখং [যথা শ্রাৎ তথা] অবাপ্যতে (লভতে) ॥ ৫

অনু ।—যাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় আসক্তচিত্ত, তাঁহাদের অধিকতর ক্লেশ হয় ; কারণ দেহিগণ অতিকষ্টে অব্যক্তগতি (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভ করেন ॥ ৫

স্বামী ।—নহু চ তেহপি [যদি] স্বামেব প্রাপ্তবন্তি তর্হীতরেবাং যুক্ততমস্বং কৃত ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ । অব্যক্তে নির্বিশেষেহক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোহধিকতরঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতিনিষ্ঠা দেহাভিমানিতিহুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্প্রবণস্বস্ত হৃৎঘটনাদিতি ভাবঃ ॥ ৫

টিপ্পনী ।—ইদানীং সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণের অপেক্ষা নিগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের যে অধিক ক্লেশ হয়, তাহা দেখাইতেছেন ।—সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণেরও বিষয় হইতে চিত্ত আহত করিয়া সগুণ ব্রহ্মে নিবিষ্ট করা এবং ব্রহ্মসম্বন্ধিত হইয়া নিরন্তর তৎকর্ম্মপরাক্রম হওয়া ক্লেশসাধ্য সম্ভব নাই ; কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের ক্লেশ তদপেক্ষাও অধিক ।

যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংযত্ব মৎপর্যঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

এ বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ংই কারণ দেখাইতেছেন।—যেহেতু অকরাত্মক ফলভূত গন্তব্য ব্রহ্ম দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ অতি ক্লেশে—সৰ্বকৰ্ম্মসম্যাস— পূৰ্ব্বক গুরুসমীপে গমন করিয়া বেদান্ত-বাক্যের ওস্তৎ বিচারদ্বারা মিথ্যা-জ্ঞান অপনীত হইলে লাভ করিতে সমর্থ হন, এই জন্ত তাঁহাদেরই অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। যদিও উভয়ের একই ফল, তথাপি যাহারা তাহা অল্প ক্লেশে প্রাপ্ত হন, তাহাদেরই শ্রেষ্ঠ এবং যাহাঁরা অধিক ক্লেশে প্রাপ্ত হন তাহারা অপকৃষ্ট ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংযত্ব মৎপর্যঃ [সন্তঃ] অনন্তেন যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে (সেবন্তে), হে পার্থ ! ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ অহং ন চিরাৎ (শীঘ্রমেব) সমুদ্ধর্তা ভবামি ॥ ৬।৭

অনু।—যাহারা সৰ্বকৰ্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্তভক্তিযোগ-সহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, হে পার্থ ! আমাতে আবেশিতচিত্ত সেই সাধকগণকে আমি অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে সম্যকরূপে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬।৭

স্বামী।—মন্তস্তানাস্ত মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে স্থিতি ভাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংযত্ব সমর্প্য মৎপর্য তু মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্তেন ন বিস্ততেহন্তো ভজনীয়ো ধ্যায়ন্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ। তেভামিতি এবং ময্যাবেশিতঃ চৈতো যৈস্তেষাং মৃত্যুমুক্তাং সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্তা অচিরেণৈব ভবামি ॥ ৬।৭

ময্যেব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্ঠাস ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

টিপ্পনী ।—আশঙ্কা হইতেছে যে, ফল তুল্যা হইলে ক্রেশের আধিক্য এবং অল্পতাবারা উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ হইতে পারে, কিন্তু এই স্থলে ফলেরই তুল্যতা হইতে পারে না ; যেহেতু নিগুণ ব্রহ্মবিদগণের ফল অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য্যসমূহের নিবৃত্তিবারা নির্কিংশেষে ব্রহ্মানন্দ লাভ, সগুণ ব্রহ্মবিদগণের ফল—অবিজ্ঞা নিবৃত্তির অভাবনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যাবিশেষ লাভদ্বারা কার্য্য ব্রহ্মলোক গমন ; অতএব ফলাধিক্যনিবন্ধন অধিক ক্রেশ ন্যূনতার কারণ হইতে পারে না ; ইহাও বলিতে পারি না, কেন না সগুণোপাসনদ্বারা তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি হয় এবং গুরুপাসনা ও শ্রবণ মননাদি ক্রেশ ব্যতিরেকেই স্বয়ং আবির্ভূত বেদান্ত বাক্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ার অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তি হয় । তদনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যভোগাবসানে নিগুণ বিজ্ঞার ফল পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন । অতএব প্রাপ্তকৃত্ত ক্রেশ না করিয়াই সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ভগবৎপ্রসাদে নিগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল লাভ করেন, ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে কথিত হইতেছে ।—“তু” শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিরাকরণার্থ । যাহারা আমাতে সকল কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া মৎপর হইয়া অনন্তাবলম্বী যোগদ্বারা আনন্দের ষিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি যে কোন মূর্ত্তির ধ্যান করে, আমি মদাসক্ত সেই যোগিগণকে মৃত্যুভ্যাগুৎ সংসাররূপ *দুঃখজ্ঞা সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি—অন্যায়সে সর্কাদ্রার অবধিভূত শুদ্ধ পরব্রহ্মে বিলীন করি ॥ ৬৭

.. অর্ন্তর্য্যঃ ।—[তস্ম্যৎ] ময়ি এব মনঃ আধৎস (স্থিরীকৃত) ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় [এবঃ কুর্ক্সন্ জ্ঞানী সন্] অতঃ উর্দ্ধং (দেহান্তে মরণাদনন্তরং) ময়ি এব নিবসিষ্ঠাসি (নিবৎস্তসি) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি] ॥ ৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মানিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

অনু । —অতএব আমাতেই মন স্থির কর ; আমাতেই বাব-
সায়াত্মিকা বুদ্ধি নিবেশিত কর ; [এইরূপ করিতে করিতে] দেহত্যাগান্তে
আমাতেই বাস করিতে পারিবে (একান্তভাবে আমায় প্রাপ্ত হইতে
পারিবে), ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮

স্বামী । —যস্মাদেবং তস্মান্নযোবেতি । মযোব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং
মন আধঃস্থ স্থিরাকুরু; বুদ্ধিমপি বাবসায়াত্মিকং মযোব নিবেশয় । এবং
কুরুন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত উৰ্দ্ধং দেহান্তে মরণানন্তরং মযোব
নিবসিষ্যসি নিবৎশ্রুসি মদানুনা*বাসং করিষ্যসি ; নাত্র সংশয়ঃ । তথাচ
ঋতিঃ ;—“দেহান্তে দেবস্তারকং পরং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে” ইতি ॥ ৮

অনুয়ঃ । —হে ধনঞ্জয় ! অথ (যদি) ময়ি চিত্তং স্থিরং [যথা
শ্রীং তথা] সমাধাতুং (ধারয়িতুং) ন শক্নোষি (শক্তো ন ভবসি)
ততঃ (তর্হি) অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুং (লব্ধুং) ইচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯

অনু । —হে ধনঞ্জয় ! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না
পার, তবে আমার অনুশ্রবণকর । অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া আমাকে
প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

স্বামী । —অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাত্র—অথেতি । স্থিরং
যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্লিপঃ
চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুশ্রবণলক্ষণো যোহভ্যাসযোগস্তেন মাং
প্রাপ্ত মিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯

টিপ্পনী । —ইদানীং সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে অসমর্থ ব্যক্তিগণের
অশক্তির অল্লাধিক্যবশতঃ প্রথমতঃ বাহ্য প্রতিমাদিতে ভগবানের ধ্যানা-
ভ্যাস ; তাহাতে অশক্ত হইলে, ভগবানের প্রিয় কর্মীস্থাপন কর্তব্য ;

অভ্যাসেহপ্যাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০

অর্থেতদপ্যন্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলতাগং ততঃ কুরু যত্নবানু ॥ ১১

ইহাতেও অশক্ত হইলে, সৰ্বকৰ্ম্মফলতাগ করা বিধেয়, এই তিনটি সাধন শ্লোকত্রয়ে বর্ণিত হইল।—যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিন্তা সমাহিত করিতে না পার, তবে কোন প্রতিমাদিতে অভ্যাসযোগদ্বারা অর্থাৎ চিন্তের পুনঃ পুনঃ স্থাপনরূপ সমাধিদ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। “ধনঞ্জয়” এই সম্বোধনের তাৎপৰ্য্য, এই যে, তুমি রাজস্বয় যজ্ঞকালে বহু শত্রু জয় করিয়া অনেক ধন আহরণ করিয়াছ, উদানীং একমাত্র মনঃশত্রুকে জয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনাহরণ তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে ॥ ৯

অনুব্রূঃ ।—[যদি পুনঃ] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি [তহি] মৎকর্ম্মপরমঃ (মৎপ্রীতিসাধকে কর্ম্মাণি একান্তনিষ্ঠঃ) ভব ; মদর্থং কর্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ অপি সিদ্ধিং (যোগম্) অবাপ্যসি ॥ ১০

অনু ।—[পরন্তু যদি] অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ যে সকল কর্ম্ম বিধিত আছে, সেই সকল কর্ম্মে আসক্ত হও ; আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ কর্ম্ম করিলেও তুমি [ক্রমশঃ] মুক্তিরূপে করিবে ॥ ১০

স্বামী ।—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ অভ্যাস ইতি । যদি পুনরভ্যাসেহপ্যাসক্তোহসি তর্হি মৎপ্রীতিার্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদন্ত্যপবাস-ত্রুপুজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ণনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যশ্চ তাদৃশো ভব, এবমুতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুৰ্ব্বন্ যোগং প্রাপ্যসি ॥ ১০

অনুব্রূঃ ।—অথ (যদি) এতৎ অপি কৰ্ত্তুং অশক্তঃ (অসমর্থঃ)

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানান্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানং কর্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অসি, ততঃ (তর্হি) মদ্ব্যোগঃ (মদেকশরণস্বম্) আশ্রিতঃ (অবলম্ব-
মানঃ) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্তঃ) [সন্] সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু ॥ ১১

‘অনু ।—আর যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে একমাত্র
আমারই শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ববিধ কর্মের ফল পরিত্যাগ
কর ॥ ১১ ৷

স্বামী ।—অত্যন্ত ভগবদ্ব্যপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্যন্তু পূর্ণান্তরমাহ—
অথেষ্টি । যত্তেতদপি কর্তুং ন শক্লোসি তর্হি মদ্ব্যোগং মদেকশরণস্বমা-
শ্রিতঃ সন্ সর্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্মণাং ফলানি
নিরতচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি, যয়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া
যথাক্রমে কর্মণি কর্তব্যানি ফলং পুনর্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাদীনমিত্যেবং
যদি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো
ভবিষ্যসীতি তাৎপর্যম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—[সম্যগ্জ্ঞানরহিতাং] অভ্যাসাং [যুক্তিসহিতোপ-
দেশপূর্বকং] জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানং ধ্যানং বিশিষ্যতে (বিশিষ্টং ভবতি)
ধ্যানং কর্মফলত্যাগঃ [শ্রেয়ান্] ত্যাগাং অনন্তরঃ শান্তিঃ (সংসারশান্তিঃ)
[ভবতি] ॥ ১২

অনু ।—[সম্যক্ জ্ঞানরহিত] অভ্যাস অপেক্ষা [যুক্তি সহিত
উপদেশপূর্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ ; ধ্যান
অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; তাদৃশ কর্মফলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে
শান্তি উপপন্ন হয় ॥ ১২

স্বামী ।—তমিহ ফলত্যাগং শৌভি—শ্রেয় ইতি । সম্যগ্-
জ্ঞানরহিতাভ্যাসাদযুক্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তন্মাদপি

অবেষ্টা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নিশ্চমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

সম্ভুক্তঃ সততঃ যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যপিতমুনোবুদ্ধির্যো মদভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

তৎপূৰ্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি “তত্ত্বং তং পশ্যতি ত্বিহলং ধ্যানমানঃ” ইতি শ্রুতেঃ; তন্মাদিপুস্তকলক্ষণঃ কৰ্মফলভ্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ; তন্মাদেবভূতাং কৰ্মফলভ্যাগাং কৰ্মস্ব কৃতকলেষু চাসক্তিনাস্ত্যাত্মা তৎপ্রসাদেন সৰ্বমনস্তরমেব সংসারশাস্তিৰ্ভবতি ॥ ১২

টিপ্পনী ।—এই শ্লোকে সাধননিরূপণের অবসান হওয়ার শেষোক্ত সৰ্বকৰ্মভ্যাগের প্রশংসা করিতেছেন । জ্ঞানার্থ শ্রবণাভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শব্দ ও যুক্তিধারা আত্মনিশ্চয় প্রশস্ত, সেই শ্রবণমনধারা সুনিপন্ন জ্ঞান অপেক্ষা নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ; কেননা, ধ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু; তাহা হইলেও অজ্ঞপুরুষ-কর্তৃক অমুষ্টিত কৰ্মফলভ্যাগ বিশিষ্ট; নিয়ত চিত্ত পুরুষধারা অমুষ্টিত সৰ্বকৰ্মফলভ্যাগহেতুক শান্তিলাভ হইয়া থাকে । “প্রজহাতি যদা কামান” (২য় ৫৫শ) ইত্যাদি শ্লোকে সৰ্বকামভ্যাগই মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (কেবল অজ্ঞাচিহ্নিত কৰ্মভ্যাগ নহে) এস্থলে কথিত কৰ্মফলও কামস্বরূপ, অতএব তাহার ভ্যাগও কামভ্যাগস্বরূপ বলিয়া সৰ্বকামভ্যাগের ফলট কৰ্মফলভ্যাগের ফল বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে মাত্র; যেমন অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষেপ্ত করিয়াছিলেন, এই জন্ত তজ্জাতীয় আধুনিক ব্রাহ্মণগণ সেই সেই কার্যে অসিদ্ধ হইলেও অপরিমেয় প্রস্তাবশালী বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন । বস্তুতঃ কৰ্মফল ভ্যাগধারা পরম কৈবল্যালাভ হইতে পারে না ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—সৰ্বভূতানাং অবেষ্টা মৈত্রঃ করুণঃ চ এব, নিশ্চমঃ

নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখস্থঃ কমী, সততঃ সন্তুষ্টঃ, যোগী, যাতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, যস্মি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ মদন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩।১৪

অনু ।—যিনি সর্বভূতে ঘেবপরিশৃঙ্খ, মিত্রভাবাপন্ন এবং দয়াালু অর্থাৎ উক্ত ম ঘেবশৃঙ্খ, সমানে মিত্রভাসম্পন্ন এবং হীনজনে কৃপালু, আর মমত্বহীন, অহঙ্কারশৃঙ্খ, স্তব-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতেই মনোবুদ্ধিসমর্পণকারী ঈদৃশ মদন্তুক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৩।১৪

স্বামী ।—এবন্তুতস্ত ভক্তস্ত ক্ষিপ্ৰমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতুন্ ধর্মানাহ—অদ্বৈতত্যাগিভিঃ । সর্বভূতানাং যথাযথমদ্বৈতা মৈত্র্যঃ করুণাশ্চ,— উক্তমেব ঘেবশৃঙ্খঃ সমেব মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মৈত্র্যঃ হীনেব কৃপালুরিতার্থঃ । নিশ্চয়ো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুভাদেবাত্মৈঃ সহ সমে স্তব-দুঃখে যস্ত সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ । সন্তুষ্ট ইতি । সততঃ কাহেহলাভে চ সন্তুষ্টঃ স্প্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতব্ধাবঃ দৃঢ়ো মনুষ্যে নিশ্চয়ো যস্ত ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এবন্তুতো যো মদন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩।১৪

টিপ্পনী ।—এইরূপে ভগবান্ মন্দাদিকারীর প্রতি অকরোপাসনার অতি দুষ্করত্বনিবন্ধন সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নিরূপণ করিয়া শক্তির তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনও নির্দেশ করিয়াছেন । পূর্ব পূর্ব প্লোকে যে অকর ব্রহ্মোপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা তাহার হেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্ত নহে ; কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার জন্ত । যেমন উদিত হোমের বিধানপ্রস্তাবে অহুদিত হোমের নিন্দা তাহার অপকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করে না, কিন্তু উদিত হোমের প্রশংসাই প্রকাশ করে সেইরূপ ; স্ত্রায়ও দেখা যায় যে, “নিন্দা নিন্দিত বিষয়ের ভিন্নকারের জন্ত প্রবৃত্ত হয় না । কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসার জন্তই ।” অতএব বস্তুতঃ অকরোপাসনাই শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ; ভগবান্ স্বয়ংও “শ্রিয়ো হি জানিনোহিত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ” উদারঃ সর্বঃ এবৈতে জানী য়াঈশ্বর মে মতঃ” (৭ম

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

১৭৭ ১৮৭ । ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাঁহাদেরই জ্ঞান ও ধর্ম সমূহ তোমার অনুসরণ করা উচিত, ইহাই অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য পরমহিতৈষী ভগবান্ কৃতকৃত্য অকরোপাসকগণের প্রস্তাব করিতেছেন ।—সকল প্রাণিবর্গকে যিনি আত্মতুল্য অবলোকন করিয়া দুঃখে প্রতিকূল বুদ্ধির অভাব নিবন্ধন দুঃখদায়ক হইলেও তাহাদের প্রতি ঘেব করে না, প্রত্যুত তাহাদের প্রতি স্নেহবানই হইয়া থাকেন । যিনি দুঃখিতের প্রতি দয়াবান্, যিনি দেহেও মমতাহীন, যাহার অহঙ্কার বিলম্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার ধৈর্য ও রাগাদির অভাববশতঃ শূন্য-দুঃখে তুল্য জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধনই যিনি তিরস্কৃত অথবা প্রহৃত হইয়াও বিকার প্রাপ্ত হন না, যিনি শরীরধারণোপযোগী পদাদির লাভালাভে সমান সন্তুষ্ট, যিনি সমাহিত চিত্ত ও যত্নশ্রম, যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ শুদ্ধ ব্রহ্মবিৎ ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৪

অনুব্যঃ ।—যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সংকোভঃ ন প্রাপ্নোতি) যচ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে (উদ্ববেগং নাপ্নোতি) যচ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ মুক্তঃ [ঈদৃশঃ যো মদ্বক্তঃ] স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অনু ।—যাহাঁ হইতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না ; যিনি লোক হইতেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, আর যিনি হর্ষ অমর্ষ (অন্তের লাভে অসহিষ্ণুতা) ভয় এবং উদ্বেগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—ঈদৃশ মদ্বক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৫

স্বামী ।—কিঞ্চ যস্মাদ্ভিত্তি । যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনঃ নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংকোভঃ ন প্রাপ্নোতি, যচ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যচ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদ্ভিত্তিমুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ যন্ত ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মম্বক্তৃঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

পরন্তু লাত্বে অসহনং ভয়ং ভ্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তচিত্তকোভঃ
এতৈবিমুক্তো যো মম্বক্তৃঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

টিপ্পনী ।—পুনর্বার তাহারই বিশেষণ সকল উপলব্ধ হইতেছে ।
সর্ব্বভূতের অভয়দাতা যে সন্ন্যাসী হইতে প্রাণিসমূহ, উদ্ভিদ হয় না এবং
নিরপরাধ ব্যক্তিরও উদ্বেগজনক বল ব্যক্তি হইতেও যিনি উদ্ভয়—সন্তপ্ত
হন না, যিনি নিজের লাভে হর্ষ ও পরের অভ্যাদয়ে অমর্ষ—দ্রোহ, ভয়,
উদ্বেগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ মম্বক্তৃ ব্যক্তিই আমার
প্রিয় ॥ ১৫

অর্থঃ ।—অনপেক্ষঃ (নিম্পৃহঃ) শুচিঃ (শৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ
(অনলসঃ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্যঃ) গতব্যথঃ (আশিশূন্যঃ) সর্ব্বারম্ভ-
পরিত্যাগী (সন্ধ্যোত্তমত্যাগী) [এবম্বক্তৃঃ] যঃ মম্বক্তৃঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

অনু ।—স্পৃহাহীন, শুচি, আলস্যহীন, পক্ষপাতশূন্য, মনঃপীড়া-
শূন্য এবং সর্ব্ববিধ উত্তমপরিত্যাগী - ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৬

স্বামী ।—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি । অনপেক্ষো যদৃচ্ছরোপস্থিতেহ-
প্যর্থো নিম্পৃহঃ, শুচির্বাখ্যাতাস্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোহনলসঃ, উদাসীনঃ
পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আশিশূন্যঃ, সর্ব্বান দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভাহুত্মান্
পরিত্যক্তুং শীলং যন্ত সঃ এবম্বক্তৃঃ সন্ যো মম্বক্তৃঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

টিপ্পনী ।—আর যিনি নিরপেক্ষ—দৈববশতঃ উপস্থিত ভোগোপ-
করণেও স্পৃহাশূন্য, শুচি—বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচসমষ্টিত, যিনি কর্তব্য
ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিষ্পাদনে ও বোধে সমর্থ, যিনি উদাসীন, অর্থাৎ
যিজ্ঞাদি পক্ষ ভজনা করেন না, যিনি গতব্যথ—পর কর্তৃক তাড়িত
হইয়াও পীড়াহীন, যিনি ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কর্ম পরিত্যাগ করিতে,
সমর্থ, তাদৃশ সন্ন্যাসী ব্যক্তিই আমার প্রিয় ভক্ত ॥ ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥

শীতোষ্ণঃ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

তুল্যানিন্দাস্তুতিশ্রোণী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিফেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন ঘেষ্টি ; [ইষ্টনাশে] ন শোচতি, [অপ্ৰাপ্তমর্থং] ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভ-পরিভ্যাগী (পুণ্যপাপভ্যাগী) যঃ ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অনুব্ধ ।—যিনি [প্রিয়লাভে] হৃষ্ট হন না, [অপ্ৰিয়সংঘটনে বিফল হন না, [ইষ্টনাশে] শোক করেন না, [অপ্ৰাপ্ত অর্থ] আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৭

স্বামী ।—কিঞ্চ য ইতি । প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্ৰিয়ং প্রাপ্য যো ন ঘেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্ৰাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তং লীলং যন্তস্যঃ এতদ্বৃত্তো ভূত্বা যো যন্তক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

• টিপ্পনী ।—পূর্বে বলিয়াছেন, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই আমার প্রিয় ; তাহার কল্পে সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন হন, বর্তমান লোকে ভূত্বাই বিবৃত করিতেছেন । যিনি অভিমত বস্তুরাভে হৃষ্ট এবং অনীভিমত বস্তুরাভে দেবসম্পন্ন হন না, যিনি ইষ্ট বস্তুর অভাবনিবন্ধন শোক এবং ইষ্ট বস্তুর লাভের জন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি সুখসাধন এবং দুঃখসাধন কর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি

‘আমার প্রিয়। এটো লোকের “ভভাত্তপরিভ্যাগী” এই অংশটি পূর্ব লোকের “সর্বরাজপরিভ্যাগী” এই পদের বিস্তার মাত্র ॥ ১৭

অস্থয়ঃ ।—শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ সৌতোক্ষ-
সুখদুঃখৈঃ সমঃ, সজ্জিববজ্জিতঃ (অনাসক্তঃ) তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ মোনী
(সংযতবাক্) যেন কেনচিৎ (যথালঙ্কেন) সন্তুষ্টঃ স্নানিকৈতঃ (নিয়ত-
বাসশৃঙ্খলঃ) (স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ) [এবজ্জুতঃ] ভক্তিমান্ নরঃ মে
(মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৮।১২

অনু ।—যিনি শত্রু মিত্রে সমভাবাপন্ন, মান ও অপमानে অবি-
কৃত, সৌত গ্রীষ্ম সুখ ও দুঃখে নির্বিকারচিত্ত, আসক্তিহীন নিন্দা ও
প্রশংসায় নির্বিকার, মোনী, যথালঙ্ক অর্থে সন্তুষ্ট, নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন,
স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৮।১২

স্বামী ।—কিঞ্চ সম ইতি । শত্রৌ মিত্রে চ সমঃ একরূপঃ মানাপম-
নয়োঃপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশৃঙ্খল ইত্যর্থঃ, সৌতক্ষয়োঃ সুখদুঃখোশ্চ সমঃ
সজ্জিববজ্জিতঃ কচিদপ্যনাসক্তঃ ৷ কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যন্ত সঃ, মোনী
সংযতবাক্ যেন কেনচিৎ, যথালঙ্কেন সন্তুষ্টঃ । অনিকেতো নিয়তবাসশৃঙ্খলঃ,
স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবজ্জুতো মন্ত্ৰক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮।১২

টিপ্পনী :—যিনি সজ্জিবজ্জিত অর্থাৎ চেতন অচেতন যাবতীয় বিষয়ে
মৌল্যধাবোধরহিত—সর্বপ্রকারে হর্ষবিষাদশৃঙ্খল, সুখদুঃখে তুল্যজ্ঞাননিবন্ধন
সুখদুঃখজনক স্তুতি নিন্দায় যাহার সমজ্ঞান, যিনি বাক্য সংযত করিতে
পারিয়াছেন, যিনি বাক্যের ব্যবহার ব্যতিরেকেই কোন চেষ্টাদি না করিয়া
বলবান্ প্রারব্ধ কর্মদ্বারা সমানীত, শরীররক্ষণোপযোগী ভোজনাদি দ্বারা
সন্তুষ্ট, যিনি একত্র বহুকাল বাস করেন না, যিনি পরমার্থক্লিয়ক ব্যক্তি
স্থির করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয় । ভক্তিই মুক্তির
শ্রেষ্ঠ কারণ ইহাই দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ ভক্তির উল্লেখ
করিয়াছেন ॥ ১৮।১২

যে তু ধৰ্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানায়

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো

নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

অনুব্যঃ ।—যে তু যথোক্তম্ ইদং ধৰ্ম্মামৃতম্ (অমৃতত্বসাধনং ধৰ্ম্মং)
পর্যুপাসতে (অমৃততিষ্ঠন্তি) শ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাং কুৰ্ব্বন্তঃ) মৎপরমাঃ [সন্তঃ]
ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ ॥ ২০

অনুব্য ।—যাহারা উক্ত প্রকার অমৃতত্বসম্পাদক ধৰ্ম্মের অমুষ্ঠান
করেন, অক্ষাণীল মৎপরায়ণ সেই সকল ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০

স্বামী ।—উক্তং ধৰ্ম্মজাতং সফলমুপসংগরতি যে ঈতি যথোক্ত-
মুক্তপ্রকারং ধৰ্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধৰ্ম্মামৃতমিতি কেচিৎ
পঠন্তি । যে তদুপাসতে অমৃততিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুৰ্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো
মন্তুকান্তেহতীব মে প্রিয়া ইতি ॥ ২০

দুঃখমব্যাক্তনৈশ্চ তদ্বদ্বিদ্ভবতো বৃধঃ ।

স্বখং কৃষ্ণপদান্তোজং ভক্তিসংপথবান্ ভজেৎ ॥

ইতি শ্বামিকৃতটীকায়াং দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

- টিপ্পনী ।—“অবেষ্টা সৰ্বভূতানাং” (১২শ ১৩শ) ইত্যাদি শ্লোক-
সমূহদ্বারা অক্ষরোপাসক সন্ন্যাসিগণের লক্ষণভূত স্বভাববিশদ ধৰ্ম্মসমূহ
নিরূপিত হইল ; এই অক্ষরোপাসক সন্ন্যাসীর ধৰ্ম্মসমূহই পূৰ্বে (২য়
৪৫শ) ইত্যাদি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে ।
এই ধৰ্ম্মসমূহ বহুগুৰ্ব্বক অমুষ্ঠিত হইলে মুমুক্শুব্যক্তির মোক্ষ সাধনা হইরা
থাকে ইহা প্রতিপাদন করত অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন ।—যে

মুমুক্শু সন্ন্যাসিগণ এই মোক্ষসাধক ধর্মের অহুষ্ঠান করে, যত্নপূর্বক “অশেষ্টো সর্বভূতানাং” ইত্যাদি শ্লোকসমূহদ্বারা প্রতিপাদিত অন্ততের আশ্বাদযুক্ত এই ধর্মের অহুণীলন করে, অন্ধর ব্রহ্মরূপী আমিই একমাত্র বাহ্যিক গম্য, এবাধিধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিই আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বসূচিত “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থঃ” (৭ম ১৭শ) এই শ্লোকের একটি উপদংহার। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানপরিপাকবশতঃ নিগুণব্রহ্মচিস্তক সন্ন্যাসীর অশেষ্টৈত্ব প্রতিতি ধর্ম উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ মুখ্যাধিকারীর বেদান্তার্থ ভ্রমণ মননাদির দ্বারা বেদান্ত বাক্যার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার হওয়ায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ; অতএব বেদান্তবাক্যার্থের অস্বয়যোগ্য, তৎপদার্থের অজ্ঞসন্ধান করা প্রয়োজন, ইহা মধ্যম ঘটকে নিরূপিত হইল ॥ ২০

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২

অরোদশোহধ্যায়ঃ

[অৰ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজম্‌ইব চ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥]

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

ত্রতদ্যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

অশ্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ
এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজঞ্চ এব, জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ এব—এতৎ বেদিতুং (জ্ঞাতুং)
ইচ্ছামি । [শ্লোকোহয়ং বহুধেব পুস্তকে কুনাশ্চি । ন চ কৈরপি টীকা-
কৃষ্টিঃ শ্লোকোহয়ং ব্যাখ্যাতঃ] ॥

অশ্ব ।—অৰ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! আমি প্রকৃতি ও
পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এইগুলির তত্ত্ব জানিতে
ইচ্ছা করি ।

অশ্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং
ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে, যঃ এতৎ বেত্তি (জানাতি) তদ্বিদঃ
(ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিবেকজ্ঞাঃ) তং ক্ষেত্রজ ইতি প্রাহঃ ॥ ১

অশ্ব ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! এই ভোগ্য-
তন্ম শরীর ক্ষেত্রে নামে অভিহিত ; যিনি ইহাকে জানেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-
বিদগ্গণ তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া থাকেন ॥ ১

স্বামী ।—ভক্তানামহমুচ্চৰ্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ । অরোদশোহধ্য

ক্ষেত্রজ্ঞোহপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

তৎসিদ্ধৌ তত্তজ্ঞানমুদীৰ্য্যতে ॥ “তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ভবামি ন চিৎশং পাথ” ইতি পূৰ্ণং প্রতিজ্ঞাতং ; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতিতি তত্তজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাদ্যায় আরভাতে ; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পঃ চৈতি প্রকৃতিধ্বয়মুক্তং ; তয়ো- বিবেকাজীবভাবমাপন্নস্ত চিদংশস্তায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থ- মীষরস্ত সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিধ্বয়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পর- স্পরবিভক্তং তত্ত্বৌ নিকৃপয়িষ্যন্ শ্রীভগবান্মুবাচ—ইদমিতি ইদং ভোগায়তনশরীরঃ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্ত প্রয়োহভূমিহ্মাৎ, এতদ্ব্যো- বেত্তি অহং মমেতি মত্ততে, তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রোহঃ কৃষীবলবন্তং ফলভোক্তৃহ্মাৎ ; তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োবিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১

টিপ্পনী ।—প্রথম ও মধ্যম ঘটকে স্বঃ ও তৎ পদার্থের বিষয় বলা হইয়াছে, ইদানীং সম্যক্ জ্ঞানপ্রদান শেষ ঘটক আরম্ভ হইতেছে। পূর্বে বলিয়াছেন “তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ” (১২শ ৭ম) অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি মৃত্যুবাপ্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি, কিন্তু আত্মজ্ঞানরূপ মৃত্যু হইতে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে উদ্ধার অসম্ভব, অতএব ষাদৃশ আত্মজ্ঞানদ্বারা মৃত্যুসংসারের নিবৃত্তি হয় এবং ষাদৃশ আত্মজ্ঞানদ্বারা সন্ন্যাসিগণ পূর্বোক্ত অষেষ্ট্যাদিগুণালঙ্কৃত হন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান বলা আবশ্যক, ঐদৃশ জ্ঞানের পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদই বিষয় অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানদ্বারা জীবপরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই হইয়া থাকে, যে হেতু তাহাদের ভেদজ্ঞানরূপ ভ্রমই যাবতীয় অনর্থের মূল। এ বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন সংসারী জীবের সহিত অসংসারী এক আত্মার অভেদ কিরূপে সম্ভব হয়, উহার উত্তরে ইহাই বলা উচিত, যে, সংসার এবং ভেদ অবিস্তাকল্পিত বলিয়া আত্মার ধর্ম্ম নহে, অতএব জীবের

সংসারিণী ও ভিন্নত্ব হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত দেহ ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ-
রূপ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ ভিন্ন ও প্রতিক্ষেত্রে এক, তিনি নির্বিকার জীব,
ইহা প্রতিপাদনের জন্ত এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রজের বিবেচনা করিবেন।
এতদ্ব্যতীত সপ্তমাধ্যায়ে যে জুম্যাতি ও জীবকে পরাপররূপে বিবিধ প্রকৃতি-
রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিচারপূর্বক তত্ত্বনিরূপণ করিবার
অভিলাষে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে কোন্তের ! ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের
মহিত এই দেহই ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে ইহাকে
অবগত আছে অর্থাৎ ইহাতে “অহং মম” ইত্যাদি অহংকার করে, তাহাকে
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজবিদগ্ধণ ক্ষেত্রজ বলিয়া থাকেন। যেমন কৃষক ক্ষেত্রের
ফলভোক্তা, সেইরূপ তিনিই দেহেন্দ্রিয়রূপ ক্ষেত্রের ফলভোক্তা বলিয়া
ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ১

অনুঃ ।—হে ভারত ! সর্বক্ষেত্রেষু মাং চাপি ক্ষেত্রজঃ বিদ্ধি,
ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ [বৈলক্ষণ্যেন] যৎ জ্ঞানং, তৎ জ্ঞানং মম মতম্
(অভিপ্রেতম্) ॥ ২

অনু ।—হে ভারত ! সর্বক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া
জানিবে ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজসম্বন্ধে যে বৈলক্ষণ্যজ্ঞান, আমার মতে তাহাষ্ট
প্রকৃত জ্ঞান ॥ ২

স্বামী ।—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তিমদানীঃ তত্শিব পার-
মার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজমিতি। তৎ ক্ষেত্রজং সংসারিণঃ জীবঃ
বৃন্ততঃ সর্বক্ষেত্রেষুগতঃ মামেব বিদ্ধি, “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুত্যা পলক্ষিতেন
চিদংশেন মজ্জপশ্চোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতজ্জ্ঞানং স্তোতি—ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজয়োঃ বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানং মম মতম্ ;
অজ্ঞাতং বুধা পাণ্ডিত্যং বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদ্বক্তব্যং,—“তৎ কৰ্ম যঃ
বদ্ধায় সা বিজ্ঞা য়া চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কৰ্ম বিজ্ঞাতা
শিষ্টনৈপুণম্” ইতি ॥ ২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মাত্মপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

“অন্থয়ঃ । — তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ, যাদৃক্ চ, যদ্বিকারি (যৈঃ ইন্দ্রিয়াদি-
বিকারৈঃ যুক্তং) যতশ্চ [ভবতি], যচ্চ (যৈঃ প্রকারৈঃ স্বাবরজজমাди-
ভেদৈঃ ভিন্নঃ) [ভবতি]; স চ (ক্ষেত্রজঃ) যঃ যৎপ্রভাবশ্চ, তৎ সমা-
সেন (সংক্ষেপেণ) মে (মৎসকশাং) শৃণু ॥ ৩

অনু । — সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যে প্রকার [ধর্মবিশিষ্ট],
যে যে ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগবলে উদ্ভূত এবং
স্বাবর-জজমাদিভেদে যেরূপ বিভিন্ন আর সেই ক্ষেত্রজ স্বরূপতঃ যাহা,
যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, তৎসমুদয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

স্বামী । — অত্র যতপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যন্তি-
প্রোক্তং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তন্ত্রামহংভাবেন অবিবেকঃ
স্মৃট ইতি ভবিব্যেকার্থম্ “ইদং শরীরং ক্ষেত্রজম্” ইত্যুক্তম্; তদেব
প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদ্বিতি । যদ্ব্যক্তং ময়া ক্ষেত্রং, তৎক্ষেত্রং যৎ
স্বরূপতো জড়-দৃশ্যাদিশ্চাবং, যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং, যদ্বিকারি
যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈরযুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগান্তবলি, যদ্বিতি যৈঃ
প্রকারৈঃ স্বাবরজজমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজো যঃ স্বরূপতঃ
যৎপ্রভাবশ্চ অচিৎস্বাধ্যায়োগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্বং সজ্জপতো
মন্তঃ শৃণু ॥ ৩

অন্থয়ঃ । — [এতৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজরৈঃ স্বরূপম্] ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠা-
দিভিঃ) বহুধা গীতং (নিক্রপিতম্) ; বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ [বহুধা গীতং],

মহাভূতান্মহাকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দর্শকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎং দুঃখং সজ্জাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

বিনিশ্চিতৈঃ (অসম্বাদার্থপ্রতিপাদকৈঃ) হেতুমন্তিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মণঃ
সূত্রৈঃ পদৈশ্চ) পৃথক্ বহুধা গীতম্] । ৪

অনু ।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপ ঋষিগণ বহু প্রকারে নিরূ-
পণ করিয়াছেন ; তাঁহারা নানাবিধ বেদবাক্যদ্বারা এবং মনেহবিবিশাক
হেতুবিশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ (উপনিষদ্বাক্য) দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
নির্ণয় করিয়াছেন । ৪

স্বামী ।—কৈঃ বিস্তরেণোক্তন্তায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষানামাহ—
ঋষিভিরিতি । ঋষিভিরূপিতাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন
বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্ । বিবিধৈর্কিচিৎকৈনিত্যনৈমি-
স্তিক-কাম্যকর্মাণ্যদি-বিষয়ৈশ্ছন্দোভেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং,
ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রানি “যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি ।
তথা ব্রহ্ম পত্ন্যতে সাক্ষাৎ জায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্ । কিঞ্চ হেতুমন্তিঃ
“সদেব সৌম্যেদগ্র আসীৎ, কথমসত্যং সজ্জায়তে” ইতি । “কো হেবান্তাৎ
কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ এষ হেবানন্দরতি” ইত্যাদি-
বুদ্ধিমন্তিঃ । অন্তাৎ অপানচেষ্টাৎ কঃ কুর্যাৎ প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং
বাংকঃ কুর্যাৎ ইতি প্রতিপদরোরর্থঃ । বিনিশ্চিতৈরুপপত্তমোপসংহারৈরেক-
বাক্যভরা অসম্বাদার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ । তদেবমৈতৈর্কিচৎকৈনিত্যং
হুঃসংগ্রহঃ সংক্ষেপতত্ত্বভ্যাং কথয়িতামি তৎ শ্রুতিত্যাঃ । যদা “অথাভো

ব্রহ্মজিহ্বাসাং” ইত্যাদীনি ব্রহ্মহৃদ্রাণি পৃথগ্ভে ; তাহেব ব্রহ্ম পৃথগ্ভে নিক্রী-
রতে অভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমস্তিঃ “ঈক্যতেনাশব্দম্” আনন্দপরিমোহ-
ভ্যাসাং” ইত্যাদিযুক্তিমস্তির্কিন্চিত্তার্থে : । মেঘং সমানম্ ॥ ৪

অর্থঃ । — মহাহৃত্তানি (ভূম্যাদীনি পঞ্চ) অহঙ্কারঃ (তৎকারণ-
ভূতঃ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্) অব্যাক্তং (মূলপ্রকৃতিঃ) এব, দশ
ইন্দ্রিয়াণি একং (মনঃ) চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাণি [শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ] [ইতি
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি]; ইচ্ছা, দ্বেষঃ, স্নেহঃ, দুঃখঃ, সংঘাতঃ (শরীরঃ), চেতনা,
ধৃতিঃ (ধৈর্যম্), এতৎ সবিকারঃ ক্ষেত্রঃ সমাসেন (সংক্ষেপেণ) উদাহৃতম্
(উক্তম্) ॥ ৫১

অনু । — কিত্যাদি পঞ্চ মহাহৃত্ত, যে সকলের কারণস্বরূপ অহ-
ঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়
আর ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, দুঃখ, শরীর, চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা) মনোবৃত্তি (ও
ধৈর্য)—এই কয়েকটি ইন্দ্রিয়াদি বিকার সমেত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত
হইল । ৫১

স্বামী । — অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাহৃত্তানীতি দ্বাভ্যাম্ । মহা-
হৃত্তানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্,
অব্যাক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যনি জ্ঞানকর্ষেণ্ড্রিয়াণি, “প্রোক্তস্বপ্ন-
জ্ঞানদৃগ্জিহ্বাবায়েদোমেট্রাজ্জি পারবঃ” ইতি । একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়-
গোচরাণি তদ্ব্যাক্তরূপা এব । শব্দাদয় আকাশঃ দিবিশেষগুণতয়া ব্যাক্তাঃ সন্ত
ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ, তদেব চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্ত্বানি ইচ্ছেতি । ইচ্ছাদয়ঃ
প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরঃ, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্যম্,
এতে চেষ্টাদয়ো দৃষ্টদ্বারাত্মধর্ম্মাঃ অপি তু মনোধর্ম্মাঃ; অতঃ ক্ষেত্রাত্ত্ব-
পাভিন এব, উপলক্ষণকৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্ । তথাচ শ্রুতিঃ “কামঃ
সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা অন্ধা ধৃতিহীর্ষাভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব” ইতি ।
অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্রং সবিকার-

মিহ্মিরাদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি কেত্রোপ-
সংহারঃ । ৫১৬

দ্বিগুনী।—সম্প্রতি শ্লোকদ্বয়ে কেত্রের স্বরূপ নিরূপণ করিতে-
ছেন।—ভূমাদি পঞ্চ মহাভূত, উৎকারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারকারণ মধ্যবসার-
লক্ষণ মহত্ত্ব, তাহার কারণ সত্ত্ব রজঃ-তমোগুণাত্মক প্রধান এই আটটিই
প্রকৃতি। ইহা সাংখ্যমতে কথিত হইল। বেদান্ত মতে অব্যক্ত পদে অনি-
র্বচনীয় মায়াখ্য ঈশ্বরের শক্তি, বুদ্ধি অর্থ সৃষ্টিকালে সচিবয়ক দর্শন,
অহঙ্কার—দর্শনানন্তর “আমি বহু হইব” ইত্যাকার সঙ্কল্প ও “তদনন্তর
আকাশাদিক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। বৈদান্তিকেরা সাংখ্যমতসিদ্ধ
অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি স্বীকার করেন না; কারণ তাহারা
বলেন, সাংখ্যমতসিদ্ধ ঐ সকল পদার্থ অবৈদিক। শ্রোত্র, স্বপ্ন, চক্ষু রসনা,
স্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধিস্থি; বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কশ্মেস্থি
এবং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক এক মন স্বল্প স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের
বিষয়, ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞাপ্য বিধায় এবং কশ্মেস্থিয়ার কার্য বিধায়
বিষয়। এই সকলকে সাংখ্যবিদগণ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নামে অভিহিত
করিয়াছেন। সুখ এবং তৎগাধনে “ইহা আমার হোক” ইদৃশ স্পৃহারূপ
চিন্তাবৃত্তি—ইচ্ছা, ইহাকেই কাম, রাগ ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত করা
হয়। ঘেব অর্থ—ক্রোধ, ঈর্ষা, মূখ, দুঃখ, সজ্বাত—পঞ্চমহাভূতের
পরিণাম সেন্দ্রিয় শরীর, চেতনা—জ্ঞান, ধৃতি—অবসন্নদেহাদির আশ্রয়ের
হেতু প্রযত্ন; এই কয়টি যাবতীয় অন্তঃকরণধর্মের উপলক্ষণ, এইপরিদৃষ্টমান
মহাভূতাদি দ্ব্যন্ত যাবতীয় পদার্থ জড় এবং সাক্ষিস্বরূপ কেত্রজদ্বারা
প্রকাশ্য বলিয়া কেত্র নামে কথিত হয়। নাস্তিকেরা শরীর ও ইন্দ্রিয়সংঘাত-
কেই চেতন কেত্রজ বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধেরা চেতনাকেই কণিক আত্মা
বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকেরা ইচ্ছা, ঘেব প্রভৃতিকে আত্মার
ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব ইহারা সকলেই কেত্র ইহা

অমানিষ্মদস্তিষ্মমহিংসা কাস্তিরাজ্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং শৈথ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমাচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরবাভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতির্জ্ঞানসংসদি ॥ ১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১

কিৰূপে সঙ্গত হয় ? ইহার উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন যে, ইহারা সকলেই সবিকার অর্থাৎ জন্মবিনাশশীল ; অতএব ইহারা বিকার, সাক্ষী হইতে পারে না । যেহেতু নিজেকে নিজে দেখা কখনই সম্ভব হয় না । অতএব সর্ব-বিকারসাক্ষী নির্বিবিকার বলিয়া স্থির করিতে হইবে; এই হেতু বৌদ্ধাদির মত এখানে গ্রহণীয় নহে ॥ ৮।

অন্বয়ঃ ।—অমানিষ্যং (অগুণপ্রাধিকারহিত্যম্) অদস্তিষ্যং (দস্ত-
রাহিত্যম্) আহংসা (পরগীড়াবর্জনং) কাস্তিঃ (সহিষ্ণুতা) আর্জবং (সরলতা)
শৌচং (বাহ্যভ্যন্তরশুদ্ধিঃ) শৈথ্যং (সন্মার্গনিষ্ঠতা) আত্মবিনিগ্রহঃ
(শরীরসংযমঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ,
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভুঃখদোষানুদর্শনম্, (জন্মাদিষু অনোবদৃষ্টিঃ) অসক্তিঃ
(অনাসক্তিঃ) পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ (আত্মাধ্যাত্মাভিরেকোভাবঃ)
নিত্যং সমাচিন্ত্য (চিন্তৈকরূপতা চ), ময়ি চ অনন্যযোগেন (সর্বাঙ্গানুষ্ঠা)
অব্যভিচারিণী (একাত্মা) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বং (শুদ্ধে চিত্ত-

প্রসাদকরে চ দেশে অবস্থানং) জনসংসদী (প্রাকৃত-জনসভায়াম্) অরতিঃ
(রত্যাভাবঃ) অধ্যাত্মজ্ঞাননিভ্যাম্ (আত্মজ্ঞানে একান্তনিষ্ঠা) তত্ত্বজ্ঞানার্ধ-
দর্শনং (যোক্তব্য সর্বোৎকৃষ্টতালোচনম্)—এতৎ জ্ঞানং (প্রোক্তং) যৎ
অতঃ অন্তর্থা (অস্মাৎ বিপরীতং) [৩৭] অজ্ঞানম্ ॥ ৭—১১

অনু ।—আত্মগুণের প্রাধিকারহিতা, দম্বহীনতা পরমীড়াবর্জন,
কমা, সরলতা, সদগুরু-সেবা, অন্তর্বহিঃসুচিহ্নিতা, হৈম্য (স্পৃহামার্গে নিষ্ঠা)
আত্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম, মৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে
হৃৎখণ্ড ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, অনাসক্তি, পুত্র কলত্র ও গৃহাদিতে
আত্মীয়বোধের স্তূভাব, ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিন্তিতা, আমার প্রতি
একান্ত ভক্তি; বিদ্যুৎ ও চিত্তপ্রসাদকর ভূতাকে অবস্থান, প্রাকৃতজনসমাজে
বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং মোক্ষের সর্বোৎকৃষ্টতা পরিচিস্তন—
এই গুলিই জ্ঞান নামে অভিহিত ; যাহা বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান ॥ ৭—১১

স্বামী ।—ইদানীমমানিষাদিপঞ্চভিরুক্তলক্ষণং কেত্রাদ্ভাবতিরিক্ত-
তরা জ্ঞেয়ং শুদ্ধং কেত্রজং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্তত্ত্বজ্ঞানসাধনাত্মক—অমানি-
ত্বমিতি পঞ্চভিঃ । অমানিত্বং শৃঙ্গপপ্রাধিকারহিত্যম্, অদম্বিত্বং দম্বহীনতাম্,
অহিংসা পরমীড়াবর্জনং, কাস্তিঃ সহিষ্ণুত্বং, আর্জবম্ অবক্রতা, আচার্যো-
পাসনং সদগুরুসেবনং, শৌচং বাহ্যমাত্মান্তরক, তত্র বাহ্যং মুজ্জলাদিনা,
আভ্যন্তরক রাগাদিমলকালনম্ । তথ্যচ স্মৃতিঃ,—শৌচকং ত্রিবিধং প্রোক্তং
বাহ্যমাত্মান্তরং তথা । মুজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্থতাস্তরম্ ।”
ইতি । হৈম্যং স্পৃহামার্গে প্রবৃত্তস্ত তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীর-
সংযমঃ, এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনাম্বয়ঃ । কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্ধে-
ষিতি । জন্মাদিষু হৃৎখণ্ডদোষরহিতদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং হৃৎখণ্ডপশু
দেবিত্বাত্মদর্শনমিতি বা । স্পষ্টমন্তঃ । কিঞ্চ অসক্তিরিতি । অসক্তিঃ
পুত্রদারাদিপদার্থেবু স্ত্রীতিভ্যাগঃ, অনভিহঙ্কঃ পুত্রাদীনাং স্মৃতি বা হৃৎখে
অহমেব স্মৃতি হৃৎখী চ ইত্যাদ্যাসক্তিরেকাকারঃ, ইষ্টানিষ্টমোক্শপনভিত্তি

প্রাপ্তিবু নিত্যং সৰ্বদা সমচিত্তত্বম্ । কিঞ্চ মরীতি । যস্মি পরমেধবৈহনজ-
 যোগেন সৰ্বাশ্রদৃষ্টা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধচিত্ত-
 প্রসাদকরন্তুঃ দেশং সেবিতুং শীলং যন্ত তন্ত ভাবন্তত্বং, প্রাকৃতানাং জনানাং
 সংসদি সঁভারামরতিঃ রত্যভাবঃ । কিঞ্চ অধ্যাত্ম্যেতি । আত্মানমধিকৃত্য
 বর্তমানমধ্যাক্ষজ্ঞানং ভাস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ তত্বং পদার্থভূত্বিনিষ্ঠমিত্যর্থঃ
 তত্ত্বজ্ঞানস্বার্থঃ, প্রয়োজনং মোক্ষত্বং দর্শনং মোক্ষস্ত সৰ্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচন-
 মিত্যর্থঃ, এতদমানিত্বমদস্তিত্বমিত্যাদিবিশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্ঞান-
 মিত্তি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিজ্ঞানসাধনত্বাৎ ; অতোহনুত্থা অস্মাদ্বিপরীতং
 মানিত্বাদি বস্তুজ্ঞানমিত্তি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ ; অতঃ সৰ্বথা ত্যাজ্য-
 মিত্যর্থঃ ॥ ৭—১১

টিপ্পনী — কেত্র নিক্রপণ করিয়া ইদানীং তৎসাক্ষী কেত্রজ্ঞকে
 কেত্র হইতে পৃথকরূপে নিক্রপিত করিতেছেন । তন্মধ্যে কেত্রজ্ঞ জ্ঞানের
 উপযোগী বিধায় অমানিত্ব প্রভৃতি সাধনসমূহ নির্ণয় করিতেছেন।—
 বর্তমান অথবা অবস্থমান গুণদ্বারা আত্মপ্রাণা- মানিত্ব, সন্ধান লাভ
 এবং ব্যাতির জ্ঞান নিজেয় ধার্মিকতা প্রভৃতি প্রকাশের নাম দস্তিত্ব,
 প্রাণিগণেব পীড়া উৎপাদন হিংসা, এই সকল বর্জনের নাম অমানিত্ব
 অদস্তিত্ব অহিংসা । চিত্তবিকারের কারণ পরের অপরাধ উপস্থিত
 হইলেও নির্দিকার চিত্তে তাহা সহ করার নাম ক্ষান্তি, আর্জব অকোটিল্য
 —সংলতা, আচার্যা পদে মোক্ষের উপদেষ্টা, মনুজ উপনয়নদানান্তর
 যিনি অধ্যয়ন করুন তিনি নহেন । তাঁহার গুণস্বা—গুরুপাশন । শৌচ
 দ্বিবিধ—বাহ্য আভ্যন্তর, বাহ্যশৌচ মৃত্তিকা বা জলাদিদ্বারা শরীরমলাদির
 অপসারণ, আভ্যন্তর শৌচ—বিষয়দোষদর্শনরূপ প্রতিপক্ষ-ভাবনাদ্বারা
 মনোমলাদির অপনয়ন, মোক্ষসাধনসময়ে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত
 হইলেও প্রারম্ভ-কাধ্য পরিত্যাগ না করিয়া তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অধিক
 যত্ন করার নাম বৈর্য, আত্মবিনিগ্রহ—দেহেজ্বর-সজ্জাতের স্বভাবসিদ্ধ

জ্ঞেয়ং বতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্ভাসুতমশ্নতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসহুচ্যতে ॥ ১২

মোক-প্রতিক্লে প্রবৃতি তিরাস করিয়া মোকসাধনেই নিবিষ্ট করা, ইঙ্গি-
রার্থ—শব্দাদি বিষয়ে স্পৃহাভাবস্বরূপ চিত্তবৃত্তি বৈরাগ্য, আত্মজ্ঞান
অভাবসঙ্গেও “আমি সর্বোৎকৃষ্ট” এইরূপ গর্ভাধা মনোবৃত্তিবিশেষ অঙ্কার,
তৎপরিভাগ অনঙ্কার, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং দুঃখে দোষবস্তার
পুনঃ পুনঃ আলোচন, ইহার বিষয়দোষদর্শনের হেতু বলিয়া আত্মজ্ঞানের
উপকারী। সক্তি—আসক্তি—“আমার এই বস্তু” এইরূপ প্রীতি, অভিষঙ্গ
—“এই পুত্রাদি আমিই” এইরূপ অনন্ত ভাবনাধারা অতিশয় প্রীতি
অর্থাৎ অপরের সুখ অথবা দুঃখে আমিই সুখী দুঃখী এইরূপ মনে করা,
ইহাদের অভাব আসক্তি অনভিষঙ্গ; পুত্র কলত্র এবং ভৃত্যাদিতে এই
আসক্তি ও অনভিষঙ্গ পরিভাগ করিবে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট বিষয়ে সম-
চিত্ততা হর্ষবিবাদাভাব, ভগবান্ ভিন্ন অন্ত গতি নাই, এইরূপ অনন্ত
যোগদ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া আমাতে প্রীতিরূপ অব্যভিচারিণী
ভক্তি, বিবিক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ গঙ্গাতীরাদিতে অবস্থান—বিবিক্তদেশসেবিত্ব,
বিষয়ভোগলম্পট আত্মজ্ঞানবিমুখ জনসমাজে অরতি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে
নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানে প্রয়োজন, মোক্ষের আলোচনা এই অমানিত্ব প্রভৃতি
তত্ত্বজ্ঞানাদর্শন পর্যন্ত বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান বলিয়া কথিত, ইহার
বিপরীত মানিত্ব, প্রভৃতি অজ্ঞান ॥ ৭—১১

অম্বয়ঃ ।—৪৭ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি, ৪৭ জ্ঞাত্ভা অমৃতং (মোকশ্চ)
অম্বতে (প্রাপ্নোতি); তৎ অনাদিমং, পরং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম;
[তৎ] নঃ সৎ (বিধিমুখেন প্রমাণস্ত বিষয়ঃ ন ভবতি) ন অসৎ
(নিষেধমুখেন প্রমাণস্ত বিষয়ঃ ন) উচ্যতে ॥ ১২

অনু ।—যাহা জ্ঞেয় তাহা বর্ণিতেছি, যাহা জানিলে মোক্ষ

সৰ্বতঃ পাণিপাদং তৎ সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ শ্ৰুতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩^৬

প্রাপ্ত হই, 'তাহা' অনাদি ও নির্কিংশেব ব্রহ্ম, চাহা সংও নহে 'অসংও
নহে অর্থাৎ 'নিষিদ্ধে বা নিষেধমুখে প্রমাণের অতীত ॥ ১২

‘স্বামী ।—ঐতিঃ সাধনৈর্ষজ্জ্যেয়ঃ তদাহ—জ্যেয়মিতি যড়্ভিঃ ।
যজ্জ্যেয়ঃ তৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রোতুমানরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলঃ দর্শয়তি—যব্যক্য-
মাণঃ জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি । কিং তৎ—অনাদিমং আদিমম্
ভবভীত্যানাদিমং পরং নিরতিশয়ঃ ব্রহ্ম অনাদীত্যোত্যাবৃত্তেব বহুব্রাহ্মিণা
অনাদিমম্ভে সিদ্ধেহপি পুনর্নতুপ্ প্রত্যয়শ্চান্বয়ঃ । যদ্বা অনাদীতি
মৎপরকেতি পদধ্বনং মম বিজ্ঞোঃ পরং নির্বিশেষরূপঃ ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । তদেবাহ
—ন সদিত্যাদি ; বিধিমুখেন প্রমাণস্ত বিধয়ঃ সচ্ছব্বেনোচ্যতে, নিষেধ-
বিষয়সচ্ছব্বেনোচ্যতে ইদম্ভ তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—[তৎ জ্যেয়ং বস্তু] সৰ্বতঃ (সৰ্বত্র) পাণিপাদং
(হস্তপদাবিশিষ্টং) সৰ্বতঃ (সৰ্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (নেত্রমস্তকমুখবিশিষ্টং)
সৰ্বতঃ (সৰ্বত্র) শ্ৰুতিমং (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্ষুক্তং) [সৎ] সৰ্বম্ আবৃত্য
(ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১৩

অনু ।—সেই জ্যেয় বস্তুটা সৰ্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সৰ্বত্র নেত্র,
মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সৰ্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া নিখিল বিধ ব্যাপিয়া
অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩

স্বামী ।—নষেবং ব্রহ্মণঃ সদসঙ্ঘিলক্ষণম্ভে সতি “সৰ্বং যদ্বিদং
ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সৰ্বম্” ইত্যাদি শ্ৰুতিবিরোধোভ্যাশঙ্কা “পরাস্ত্ৰ শক্তি-
বিবিত্বেব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইত্যাদিশ্ৰুতিপ্রসিদ্ধি
অচিন্ত্যশক্ত্যা সৰ্বাত্মক্যং তত্ত দর্শয়ত্বাহ—সৰ্বত ইতি পঞ্চভিঃ । সৰ্বতঃ
সৰ্বত্র পাণয়ঃ পাদান্ত যস্ত তৎ, সৰ্বতোহক্ষিণী শিরাসি মুখানি ‘চ বস্ত

সর্কেল্লিয়গুণাভাসং সর্কেল্লিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিভেদ্যং দূরত্বং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

তৎ, সর্কতঃ শ্রুতিমৎ প্রবণেল্লিয়ৈষুক্তং সৎ লোকে সর্কমাবৃত্য ব্যাং ।

• তিষ্ঠতি সর্কপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিঃ রূপাদিভিঃ সর্কব্যবহারান্ন্দন
তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ — [তৎ জ্ঞেয়ং বস্তু] সর্কেল্লিয়গুণাভাসং (সর্কেষামিল্লি-
য়াণাং গুণেষু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইত্যর্থঃ) [অথ চ] সর্কেল্লিয়-
বিবর্জিতম্ ; অসক্তং (সঙ্গশূন্যং) [তথাপি] সর্বভূৎ (সর্বস্ত্রাধারভূতং) ;
নিগুণং , (সদ্ধাদিগুণরহিতম্) [অথচ] গুণভোক্তৃ চ (গুণানাং
পালকম্) ॥ ১৪

অনু । — [সেই জ্ঞেয় বস্তুটি] সমুদয় ইল্লিয়গুণের বৃত্তিতে
বিষয়াকারে ভাসমান অথচ সমুদয় ইল্লিয়বিহীন ; সঙ্গশূন্য অথচ সর্ববস্তুর
আরাধকৃত ; নিগুণ অথচ গুণসমূহের পালক ॥ ১৪

স্বামী । — কিঞ্চ সর্কেল্লিয়েতি । সর্কেষাং চক্ষুরাদীনামিল্লিয়াণাং
গুণেষু রূপাত্মকানাম্ বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইতি তথা, সর্কেল্লি-
য়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা । সর্কেল্লিয়ৈবিবর্জিতম্ ।
তথা চ শ্রুতিঃ — “অপাণিপানো জবনো গ্রহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্য-
কর্ণঃ” ইত্যাদি । অসক্তং সঙ্গশূন্যং তথাপি সর্কঃ বিভর্তীতি সর্বভূৎ
সর্বস্ত্রাধারভূতং তদেব নিগুণং সদ্ধাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং
সদ্ধাদীনাম্ ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ । — [তৎ জ্ঞেয়ং বস্তু] ভূতানাং বহিঃ অন্তশ্চ [দ্বিতম্]
অচরং (স্থাবরং) চরং (জলমম্) এব চ , সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ম্ ;

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং গ্রসিষু প্রভবিষু চ ॥ ১৬

[অতএব] [অবিভৃষাং] দূরস্থঃ [বিভৃষাং পুনঃ] অস্তিকে (সমীপে)
[বর্তমানম্] ১১৫

অনু ।—[সেই জ্যেয় বস্তু] ভূতগণের মধ্যে ও বাহিরে অবস্থিত ;
স্বাবরও তিনি আবার জন্মও তিনি ; তিনি [রূপাদিবিহীন বলিয়া] সূক্ষ্ম,
একত্র অভিজ্যেয় ; [জ্ঞানিগণের] অতি সন্নিকটে ; [অজ্ঞদিগের] দূরবর্তী ॥ ১৫

স্বামী ।—কিন্তু বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকাৰ্য্যাণাং
বহিষ্ঠাস্তশ্চ তদেব সূৰ্ব্বমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তরীর্ষিক-
মিব অচরং স্বাবরং চরঞ্চ জন্মঃ যদ্ ভূতজ্ঞাতঃ তদেব কারণাত্মকত্বাৎ
কাষ্যাত্ম । এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাদভিজ্যেয়ম্ ইদং তদिति স্পষ্ট-
জ্ঞানার্থং ন ভবতি । অতএব অবিভৃষাং গোজনলকাস্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ
সবিকারায়ঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ । বিভৃষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মবাদস্তিকে চ
তৎ নিত্যং সন্নিস্থিতম্ । তথাচ মন্তঃ—“তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদদূরে তদ-
দস্তিকে । তদন্তরশ্চ সৰ্বস্য তদ্ সৰ্বশ্চ বাহতঃ” ইতি এজ্জতি চলতি
নৈজ্জতি ন চলতি তৎ উ অস্তিকে ইতি ছেদঃ ॥ ১৫

অনুয়ঃ ।—[৩৭ জ্যেয়ং] ভূতেষু চ অবিভক্তং (করুণাত্মনা
অভিন্নম্) [অপি] বিভক্তমিব (কাৰ্য্যাত্মনঃ ভিন্নমিব) চ স্থিতম্
[কিঞ্চ] ভূতভৰ্ত্তৃ (স্থিতিকালে ভূতানাং পোষকং) গ্রসিষু (প্রলয়কালে
গ্রাসনশীলং) প্রভবিষু (সৃষ্টিকালে প্রভবনশীলম্) ॥ ১৬

অনু ।—সেই জ্যেয় বস্তু ভূতসমূহে [কারণাত্মকরূপে], অভিন্ন
হইয়াও [কাৰ্য্যাত্মরূপে] ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুমতি হন, তিনি [পালন-
কালে] ভূতগণের পালনকর্তা, [প্রলয়ে] সৰ্ব্বগ্রাসী এবং [সৃষ্টিকালে]
উৎপত্তিশীল ॥ ১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বত্র বিস্তৃতম্ ॥ ১৭

স্বামী ।—কিঞ্চ অবিকল্পমিতি । ভূতেন্ স্বাবরূপকমাখ্যকেন-
বিভক্তং কারণাখ্যনাইভিন্নং কার্য্যাখ্যনা বিভক্তং তিষ্ঠমিব স্থিতং চ সমুদ্রা-
জাতং কেনাদি সমুদ্রাদন্তয় ভবতি তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ং ভূতানাং ভঙ্গ চ
পোষকং, স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রাসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভ-
বিষ্ণু নানাঙ্কার্যাখ্যনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

অনুয়ঃ ।—তৎ (জ্ঞেয়ং বস্তু) জ্যোতিষামপি (সূর্যাদীনামপি)
জ্যোতিঃ (প্রকাশকম্) [অতঃ] তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরং (তেন অসং-
স্পৃষ্টম্) উচ্যতে ; [তদেব] জ্ঞানং [তদেব] জ্ঞেয়ং, [তদেব] জ্ঞানগম্যং
(জ্ঞানসাধনে প্রাপ্যং), [সৎ] সৰ্ব্বত্র (প্রাণিজাতম্) হৃদি বিস্তৃতং
(বিশেষণে স্থিতম্) ॥ ১৭

অনু ।—সেই জ্ঞেয় বস্তুটী সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃস্বরূপ ;
[সূত্রায়ং] অজ্ঞানানুকারের অতীত ; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়,
তিনিই জ্ঞানপ্রাপ্য ; [এইরূপে] তিনি সৰ্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান
করিতেছেন ॥ ১৭

স্বামী ।—কিঞ্চ জ্যোতিষামপিতি । জ্যোতিষাং সূর্যাদীনামপি
তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং “যেন সূর্য্যন্তপতি তেজসেদ্ধঃ” “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি
ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিস্তমেব ভাস্তমভ্যভাতি সৰ্ব্ব-
তত্র ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । অতএব তমসোহজ্ঞানাৎ
পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ।
জ্ঞানক তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যাপ্তং তদেব রূপাত্মাকারেণ জ্ঞেয়ক জ্ঞানগম্যক
তদেব অমানিষাদিলকণেন পূৰ্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনে প্রাপ্যমিত্যর্থঃ, জ্ঞান-
গম্যং বিশিনষ্ট সৰ্ব্বত্র প্রাণিমাাত্রম্ হৃদি বিস্তৃতং বিশেষণো প্রচ্যুতস্বরূপেণ
নিরুক্ত তয়া স্থিতম্ । বিস্তৃতিমিতি পাঠে অধিষ্ঠার স্থিতিমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কোক্তং সমাসতঃ ।

মন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥ ১৮

টিপ্পনী —পূর্বে বলিয়াছেন যে, তিনি সর্বত্র বিস্তৃমান এবং অজ্ঞেয় ; এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্বব্যাপী অজ্ঞেয় বস্তু জড়ও হইতে পারে । এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়াও তিনি রূপাদিহীনতাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইতে পারেন ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ।—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বাহু নৃধ্যাদি এবং আন্তর্য বুদ্ধি প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও জ্যোতিঃ—প্রকাশক ; স্বয়ং জড় না হইলে তাঁহার জড়পদার্থের সহিত সধক থাকিতে পারে, এইজন্য বলিয়াছেন যে, তিনি অবিজ্ঞা ও তৎকর্মস্বারা অসংস্পৃষ্ট, জড়বর্গের অতীত ; অতএব তিনি জ্ঞান এবং তিনি জ্ঞেয়, তিনিই অমানিষ প্রভৃতি জ্ঞানগম্য । যদি তিনি জ্ঞানগম্য, তবে কি দেশান্তরবাবহিত ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—তিনি দেশান্তরবাবহিত নহেন, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে স্থিতি—বিশেষরূপে স্থিত । তিনি সর্বত্রই বর্তমান, তথাপি জীবরূপে এবং অন্তর্য্যামিরূপে মনুষ্যগণের বুদ্ধিতেই বিশেষরূপে বর্তমান ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উক্তং ; মন্তুক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মন্তাবায় (ব্রহ্মস্বায়) উপপত্ততে (যোগ্যো ভবতি) ॥ ১৮

অনু ।—এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম ; আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া আমার ভাবপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন ॥ ১৮

স্বামী ।—উক্তঃ ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদিশ্রুতাস্তং তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিষাদিত্তজ্ঞানার্থদর্শনাস্তং জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমং পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্টিতমিত্যস্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিদ্বদ্বৈশোক্তং, সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তং, এতচ্চ

প্রকৃতিঃ পুরুষকৈব বিদ্যানাঙ্গী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

কার্যাকারণকর্তৃষ্ণে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে । •

পুরুষঃ স্রষ্টাঃ স্থানাং ভোক্তৃষ্ণে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

পূর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণে। মন্তুক্তো। বিজ্ঞায় মদভাবায়। ব্রহ্মস্বারোপপত্তিতে যোগ্যো ভবতি । ১৮

অনুয়ঃ ।—প্রকৃতিঃ পুরুষক উভৌ এব অনাদী (‘আদিহীনৌ’) বিদ্ধি (জানীহি) ; বিকারান্ (দেহেন্দ্রিয়াদীন) গুণান্ (গুণপরিণামান্) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতিসম্ভূতান্) বিদ্ধি । ১৯

অনু ।—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে ; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং স্রষ্টাঃ স্থানাদি গুণপরিণাম এ সকল প্রকৃতি-সম্ভূত মনে করিবে । ১৯

স্বামী ।—তদেবং তৎ ক্ষেত্রং-যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্ ইদানীন্ত যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাত-মেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনে প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ । তত্র তন্নোরপি, প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমন্তে তন্নোরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপন্তিঃ স্তাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি অনাদেয়ীশ্বরস্ত শক্তিভ্যাং প্রকৃতেতরনাদিত্বং পুরুষৌহপি তদংশবাদনাদিরেব । অত্র চ পরমেশ্বরস্ত তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিত্বং নিত্যত্বং চ শ্রীমচ্ছরৎগবদভ্যাস্তকুস্তিরিতিপ্রবন্ধেনো-পপাদিতমিতি গ্রন্থবাহল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে । বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ স্রষ্টাঃ স্থানোহাদীন প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি । ১৯

অনুয়ঃ ।—কার্যাকারণকর্তৃষ্ণে (কার্যঃ পরীঃ কারণানি স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃস্থানানি ইন্দ্রিয়ানি ভেদাঃ কর্তৃষ্ণে তদাকারণপরিণামে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে ; পুরুষঃ (জীবঃ) স্রষ্টাঃ স্থানাং ভোক্তৃষ্ণে হেতুঃ উচ্যতে । ২০

অম্মু ।—কার্য্য অর্থাৎ শরীর এবং কারণ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি সাধন ইন্দ্রিয়, ইহাদের তদাকার পরিণাম সম্বন্ধে প্রকৃতিই কারণ এবং সুখদুঃখ প্রভৃতির ভোগসম্বন্ধে পুরুষ অর্থাৎ জীবই হেতু বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২০

স্বামী ।—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন পুরুষস্তাং সংসার-হেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যোক্তি । কার্য্যঃ শরীরঃ কারাণানি সুখদুঃখসাধনা-নীন্দ্রিয়ার্ণি তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিল-দিভিঃ । পুরুষো জীবন্ত তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে । অয়ং ভাবঃ—যতপ্যাচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্তাপ্যবিচারিণো ন ভোক্তৃত্বং সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বং, তচ্চ চেতনস্তাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাদিষ্টিতত্বাৎ সম্ভবতি, যদ্বা বহুেক্ষজ্জলনং বায়োস্টির্ষাগ্গমনং বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তনপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনং, তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবোতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্তাং ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

টিপ্পনী ।—এই পর্য্যন্ত গ্রন্থধারা “তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ” (১৩শ ৪র্থ) ইত্যাদি শ্লোকে উপক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হইল । ইদানীং “যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ” এই অংশের ব্যাখ্যা অবশিষ্ট আছে । তন্মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংসার-হেতুত্বকথনদ্বারা “যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ” এই খণ্ডের ব্যাখ্যা বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী শ্লোকে করা ওইতেছে এবং “স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ” এই খণ্ডের ব্যাখ্যা “পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি” (১৩শ ২২শ) ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে করা হইবে । সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজলক্ষণ পরা এবং অপরা নামধেয় ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির কথা বলিয়া, বলিরাছেন যে—ইহারাই ভূতগণের কারণ ; এতন্মধ্যে অপরা প্রকৃতি কেন্দ্রবরূপ ; পরা প্রকৃতি জীববরূপ ; যাহাকে অপরা প্রকৃতি বলিয়া পূর্বে বলা হই-
রাছে, তাহাই মারাধ্যা ত্রিগুণাঙ্কিতা ভগবানের শক্তি ; যাহাকে পরা

পুরুষ: প্রকৃতিহো হি ভূক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণ: গুণসঙ্কোহস্ত সদসদ্যোনিজন্মস্ত ॥ ২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর: ।

পরমাশ্বেতি চাপ্যুক্তো দেহেহশ্মিন্ পুরুষ: পর: ॥ ২২

প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহাই এই স্থানে পুরুষ নামে কথিত।' 'লোকার্থ—প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে, প্রকৃতির অনাদিস্ব জগৎকারণতানিবন্ধন; তাহারও কারণান্তর কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা হয় অর্থাৎ তাহারও কারণান্তর এবং তাহারও কারণান্তর এইরূপ কারণকল্পনার বিশ্রাম হয় না। পুরুষের অনাদিস্ব ধর্মাধ্বনিবন্ধন হর্ষশোকাদিপ্রাপ্তিহেতুক। অতথা কৃতনাশ এবং অকৃতপ্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ তাহার বিনাশিষ্যে তৎকৃত পুণ্যানির ফলভোগ তাহার হইতে পারে না এবং অতৎকৃত পাপপুণ্যের ভোগও তাহার ঘটিতে পারে ॥ ২০

অন্বয়: ।—হি (যত:) পুরুষ: প্রকৃতিহ: (প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যোনি স্থিত:) [সন্] প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিসমুৎপাদান্) গুণান্ স্বধ-
দু:খাদীন্ ভূক্তে; অস্য [পুরুষস্য] সদসদ্যোনিজন্মস্ত গুণসঙ্ক:
কারণম্ ॥ ২১

অনু।—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিহ হইয়া (দেহে তাদাত্ম্যরূপে অব-
স্থান করিয়া) প্রকৃতিজাত গুণ (স্বধদু:খাদি) ভোগ করেন; এই
পুরুষের যে সং বা অসং যোনিতে জন্ম হয়, গুণসঙ্ক তাহার কারণ ॥ ২১

স্বামী।—তথাপ্যাবিকারিণো জন্মরহিতস্ত চ ভোক্তাঃ কথমিত্য-
ত্রাঃ—পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিহত্বংকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যোনি স্থিত:
পুরুষ:, অন্তস্তজ্জনিতান্ স্বধদু:খাদীন্ ভূক্তে। অস্ত চ পুরুষস্ত সত্তীষু
ত্রিবিগাদিধোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্কো গুণৈ: শুভাসুভকর্ষ-
'কারিত্তিরিত্রৈ: সঙ্ক: কারণমিত্যর্থ: ॥ ২১

অস্থায়ঃ ।—অস্থিৎ দেহে [বর্তমানোহপি] পুরুষঃ পরঃ (ভিন্ন এব) ; [যন্মাং] উপদ্রষ্টা (সমীপে হিঁসা দ্রষ্টা সাক্ষীভার্থঃ) [তথা] অস্থায়ন্তা (সন্নিধিমায়েণ অস্থগ্রাহকঃ) ভর্তা (বিধানকর্তা) ভোক্তা (পালকঃ) মহেশ্বরঃ (ব্রহ্মাদীনামপি অধিপতিঃ) পরমাত্মা (অন্তর্ধ্যামী) চ ইত্যপি উক্তঃ । ২২

অনু ।—এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ দেহ হইতে ভিন্ন ; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা (সমীপে থাকিয়া সাক্ষী), অস্থায়ন্তা (অস্থগ্রাহক), ভর্তা (বিধানকর্তা), ভোক্তা (পালক), মহেশ্বর (ব্রহ্মাদিরও অধিপতি) এবং অন্তর্ধ্যামী । ২২

স্বামী ।—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃতিবৈবেকাদেব পুরুষস্ত সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যশয়েন তস্ত স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি । অস্থিৎ প্রকৃতিকার্যো দেহে বর্তমানোহপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদুপগৈবুজ্যতে ইত্যর্থঃ । তত্র হেতবঃ,—যন্মাংসপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে হিঁসা দ্রষ্টা সাক্ষীভার্থঃ, তথা অস্থায়ন্তা অস্থমোদিতৈব সন্নিধিমায়েণাস্থগ্রাহকঃ “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়কঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশচাসাবীশ্বরশ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামধিপতিরिति চ পরমাত্মা অন্তর্ধ্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা, তথা চ শ্রুতিঃ,—“এব সর্বৈশ্বর এব কৃতাধিপতিরেব লোকপালঃ” ইত্যাদি । ২২

টিপ্পনী ।—পূর্বলোকে বলিয়াছেন যে, মিথ্যাকৃত প্রকৃতি তাদাত্ম্য-বশতঃ পুরুষের সংসার, তাঁহার স্বরূপে নহে অর্থাৎ পুরুষ যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার সংসার নাই । তাঁহার সেই স্বরূপ কীদৃশ বাহ্যতে সংসার অসম্ভব, এই প্রস্তাবে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিতে-ছেন ।—প্রকৃতিপরিণামভূত এই দেহে জীবরূপে বর্তমান থাকিয়াও এই পুরুষ পর অর্থাৎ প্রকৃতির গুণদ্বারা অসংশ্লিষ্ট—পরমার্থতঃ অসংসারী, বেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা—বক্তব্যবাপ্ত স্বাধিক ও বক্তব্যানের সমীপস্থ ; অপ

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিক গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

ব্যক্তি কৰ্মব্যাপ্ত না হইয়াও যেমন যজ্ঞবিচার পারদর্শিতা হেতু তাহাদের
কৰ্মের দোষগুণ বিচার করেন, সেইরূপ কার্য-কারণব্যাপারে স্বয়ং ব্যাপ্ত
না হইয়াও জীব তাঁহার সমীপস্থ দ্রষ্টা, কর্তা নহেন । কার্যকারণ ব্যাপারে
স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও প্রবৃত্তের জ্ঞায় সন্নিধিমাতেই উৎসাহী—অমুমতা,
ভর্তু নিজ সত্তা ও ক্ষরণদ্বারা চৈতন্যধাসমযুক্ত সংহত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও
বুদ্ধির পোষণকর্তা, চৈতন্য-স্বরূপদ্বারা হৃৎসমোহাত্মক বৃত্তিসমূহ প্রকাশ
করেন বলিয়া নির্বিকার উপলব্ধ, ভোক্তা, মহেশ্বর মহাত্ম ঈশ্বর, সৰ্বাত্মা—
বলিয়া মহান্, স্বতন্ত্র—স্বাধীন বলিয়া ঈশ্বর ; অবিত্যাপ্রভাবে আত্মাক্রমে
কল্পিত দেহাদি বুদ্ধান্ত পদার্থের উপদ্রষ্টাদি পূর্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট
আত্মা পুরমাত্মা । ঐতিহ্যে এবদ্বিধ পুরুষকেই পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে ॥ ২৩

অনুব্রূয়ঃ ।—যঃ এবম্ (ঈদৃশং) পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিক বেত্তি
সঃ সর্বথা বর্তমানঃ অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) ন অভিজায়তে ॥ ২৩

অনু ।—যিনি ঈদৃশ পুরুষকে এবং সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃ-
তিকে অবগত আছেন, তিনি যে কোনরূপেই অবস্থান স্বরূপ না কেন
পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ২৩

স্বামী ।—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনঃ স্তোতি—য এবমিতি ।
এবমুপদ্রষ্টৃস্বাদিক্রমেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিক গুণৈঃ স্বথঃখাদি-
পরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্বথা বিধিমভিলম্ব্য বর্তমানোহপি
পুনর্নাভিজায়তে মৃচ্যতে এবত্যর্থঃ ॥ ২৩

টিপ্পনী ।—“স চ যো যৎপ্রস্তাবচ্” ইহার ব্যাখ্যা করা হইল, অধুনা
“যজ্ঞজ্ঞানাত্মভূতমব্রূতে” এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন ।—যিনি পূর্বোক্ত-

ধ্যানেনাশ্রয়ি পশুস্তি কেচিদাশ্রয়মাশ্রয় ।

অন্তো সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

রূপে পুরুষকে অবগত হইতে পারিয়াছেন, এই পুরুষই আমি ইত্যাকার
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, যিনি অবিজ্ঞানরূপিনী প্রকৃতিকে তদ্বিকারের
সহিত মিথ্যা বহিষ্কা ধারণা করিয়াছেন, তিনি প্রারম্ভ কর্ষষণতঃ বিধি-
বিরুদ্ধ কর্ষের অমুষ্ঠান করিলেও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না । বিজ্ঞানদ্বারা
অবিজ্ঞান নষ্ট সাধিত হইলে পুনর্বার তাহার কার্য উৎপন্ন হয় না, ইহা
শত শত শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩

অনুয়ঃ ।—কেচিৎ ধ্যানেন আশ্রয়ি (দেহে) আশ্রয়ি (মনসা)
আশ্রয়ঃ পশুস্তি অন্তো সাংখ্যেন যোগেন [পশুস্তি] অপরে চ কর্মযোগেন
[আশ্রয়ঃ পশুস্তি] ॥ ২৪

অনু ।—কেহ কেহ ধ্যানযোগে এই দেহেই মনদ্বারা আত্মাকে
দর্শন করেন, কেহ কেহ সাংখ্যযোগদ্বারা, কেহ বা কর্মযোগদ্বারা অব-
লোকন করেন ॥ ২৪

স্বামী ।—এবমুত্তরবিবিক্তাশ্রয়জ্ঞানসাপনবিকল্পানাহ—ধ্যানেনেতি
বাচ্যম্ । ধ্যানেনাশ্রয়াকারপ্রত্যয়বৃত্ত্যা আশ্রয়ি দেহ এব আশ্রয়ি মনসা
এনমাশ্রয়ঃ কেচিৎ পশুস্তি, অন্তো তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যা-
লোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন অপরে চ কর্মযোগেন পশুস্তীতি সর্বত্রাহ্বয়ঃ ।
এতেন্বাক ধ্যানাদীনাম যথাযোগং ক্রমসমুচ্চরে সত্যপি উত্তনিস্টাভেদাভি-
প্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—ঈদৃশ আশ্রয়সাক্ষাৎকারবিষয়ে সাধনের বহুবিধ ভেদ
নির্দেশ করিতেছেন ।—এই জগতে চতুর্বিধ অধিকারী লোক আছে ;
কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম, কেহ অধমত্তর । ইহাদের মধ্যে
উত্তমের জ্ঞান সাধন বলিতেছেন ।—উত্তমগণ প্রবণ-মননের বলবৃত্ত

অন্তে হেবমজ্ঞানন্তঃ শ্রদ্ধাশ্চেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

নিদিধ্যাসন নামক বিজ্ঞাতীর প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত সজ্ঞাতীর প্রত্যয়-
প্রবাহরূপ আত্মবিষয়ক ধ্যানদ্বারা আত্মাকে দেখিতে পান, অধ্যমগণ শ্রবণ-
মননরূপ সাধ্যাযোগদ্বারা এবং অধমগণ ফলাভিসন্ধিরহিত তত্ত্বৎ বর্ণা-
প্রমোচিত কর্মসকল উত্তরাপর্ণবুদ্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া বুদ্ধিতে আত্মাকে
আত্মদ্বারা দেখিতে পান ॥ ২৪

অন্তঃ ।—অন্তে তু এবম্ অজ্ঞানন্তঃ অন্তেভ্যঃ (আচার্যেভ্যঃ)
[উপদেশতঃ] শ্রদ্ধা উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) ; তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ
(শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরাঃ) মৃত্যুং (সংসারম্) অতিতরন্তি (অতি-
ক্রাশন্তি) ॥ ২৫

অনু ।—কেহ কেহ এইরূপে আত্মাকে অবগত হইতে না পারিয়া
আচার্যের নিকট উপদেশক্রমে শ্রবণপূর্বক উপাসনা করেন ; তাঁহারাও
শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশশ্রবণপরায়ণ হইয়া সংসার অতিক্রম করেন (মুক্তি-
লাভ করেন) ॥ ২৫

স্বামী ।—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্তে স্থিতি ।
অন্তে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবমুপদ্রষ্টৃষাদিলক্ষণমাত্মনাং সাক্ষাৎ-
কর্তৃজ্ঞানস্তোহন্তেভ্য আচার্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রদ্ধা উপাসতে ধ্যায়ন্তি,
তেহপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতি-
তরন্ত্যেব ॥ ২৫

টীকানী ।—মন্দতরগণের জ্ঞানসাধন বলিতেছেন ।—অপর মন্দ-
তর ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত উপায় সকলের মধ্যে একটাদ্বারাও যথোক্ত আত্ম-
জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া, অন্ত কল্পণাশীল আচার্যগণের সমীপে “ইহা
এইরূপে চিন্তা কর” এইরূপ উপদেষ্ট হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে, আর

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্বাবরজজন্মম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তর্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

বিচারে অসমর্থ হইয়াও তাহারা প্রজ্ঞাসহকারে গুরুপদেশ শ্রবণকরত মৃত্যু-
সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! তাবৎ কিঞ্চিং স্বাবরজজন্মং সত্ত্বং
সংজায়তে (সমুৎপত্ততে) তৎ [সর্বং] ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ বিদ্ধি ॥ ২৬

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাহা কিছু স্বাবর-জন্মাত্মক পদার্থ
উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগবশতঃ হয় বলিয়া
জানিবে ॥ ২৬

স্বামী ।—তত্র কর্মযোগস্ত তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেযু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যান-
যোগস্ত চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশচ সাংখ্যবিবিক্তাস্থবিষয়ত্বাৎ
সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়মাহ—যাবদতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি । যাবৎ যৎ কিঞ্চিং
বস্তুমাত্রং সমুৎপত্ততে তৎ সর্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োৰ্যোগাদবিবেককৃতভাদা-
ত্যাধ্যাসান্তবতীতি জানীহি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—সর্বভূতেষু সমং [যথাভবতি এবং] তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু
অপি অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ (আত্মানং) যঃ পশ্যতি সঃ [এব সম্যক্]
পশ্যতি ॥ ২৭

অনু ।—সর্বভূতে সমভাবে অবস্থানকারী বিনশ্বর পদার্থনিচয়ে
অবিনশ্বর সেই পরমাত্মাকে যিনি অবলোকন করেন, তিনিই সম্যক
দর্শন করেন ॥ ২৭

স্বামী ।—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্তং তদ্বিবৃক্তরে বিবিক্তাস্থ-
বিষয়ং সম্যাদর্শনমাহ—সমমিতি ।—স্বাবরজজন্মাত্মকেষু ভূতেষু নির্কিংশেব-

সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৮

প্রকৃতিৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথা আনমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

সঙ্কপেণ সমং বধা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তঃ পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, তুত এব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি নাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

অনুব্রূঃ । —সৰ্বত্র (ভূতমায়ে) সমং সমবস্থিতম্ দৈবরং (পরমাত্মানং) পশ্যন্ আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি (তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি) ; ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৮

অনু । —ভূতমায়ে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে করিতে অবিত্তার দ্বারা আত্মাকে সমাচ্ছাদন করিয়া বিনষ্ট করেন না, এইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

স্বামী । —কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যতি । সৰ্বত্র ভূতমায়ে সমং সমবস্থিতং সমাগপ্রচ্যুতরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা ন হিনস্তি অবিজ্ঞয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যন্তেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,—“অস্বর্গ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥” ইতি ॥ ২৮

অনুব্রূঃ । —যঃ প্রকৃত্যা এব [দেহেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণতয়া] কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বত্র (সৰ্ব্বৈঃ প্রকাটৈঃ) ক্রিয়মাণানি [তথা] আত্মানম্ অকর্তারং চ পশ্যতি, সঃ [এব সম্যক্] পশ্যতি ॥ ২৯

অনু । —প্রকৃতিই [দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া] সৰ্ব-

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বয়মুপশ্রুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

প্রকারে সমুদয় কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু আত্মা অতর্ক্য—যিনি এষ্টরূপ দর্শন করেন, তিনি সম্যক্ দর্শন করেন ॥ ২৯

স্বামী ।—নহু শুভাশুভকর্মকর্তৃত্বেন বৈবশ্যো দৃশ্যমানে কথমাশ্রয়ঃ সমম্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃতাভ্যবেতি । প্রকৃতাভ্যং দেহেজ্জিয়ারাকারেণ পরিণতয়া সর্বশঃ সর্গৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্যাণি যঃ পশ্রুতি, তথাত্মানকাকর্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং ন শ্রুত ইত্যোবং যঃ পশ্রুতি স এব সম্যক্ পশ্রুতি, নাত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

টিপ্পনী।—প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মা শুভাশুভকর্মের কর্তা, প্রতি-দেহে ভিন্ন এবং বিবিধ অর্থাৎ অমুগ্রহ-নিগ্রহশীল, অতএব পূর্বে বলিয়াছেন যে, সর্বভূতে সম এক পরমাআত্মকে জানিয়া আত্মঘাতী হয় না, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? তঁহুত্তরে বলিয়াছেন;—বাক্য মন এবং দেহদ্বারা অমুষ্ঠের কর্মসকল দেহেজ্জিয়ে সম্বাতাকারে পরিণত সর্ববিকারের কারণভূত ত্রিগুণাত্মিক। ভগবান্দ্বারা দ্বারাই অমুষ্ঠিত, সর্ববিকারশূন্য পুরুষের দ্বারা নহে; যে বিবেকী এইরূপ জ্ঞান করে—ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতির দ্বারা কর্মসকল অমুষ্ঠিত হইলেও ক্ষেত্রজ পুরুষকে অসঙ্গ সর্বভূতে সম একরূপ দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই ষষ্ঠাংশ আত্মদর্শী ॥ ২৯

অনুয় ।—যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ একস্বঃ (প্রলয়ে একস্তামেব ঈশ্বর-শক্তিরূপায়াং প্রকৃর্তৌ স্থিতম্) অমুপশ্রুতি, ততঃ (তত্ত্বা এব প্রকৃতেঃ) [ভূতানাং] কিতারং চ [সৃষ্টিকালে] অমুপশ্রুতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মৈব ভবতি) ॥ ৩০

অনু ।—যখন ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাব [প্রলয়কালে ঈশ্বর-শক্তিরূপা প্রকৃতিতে] একস্বঃ অবলোকন করেন এবং [সৃষ্টিকালে] সেই

অনাদিস্বামিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের পুনরায় বিস্তার (আবির্ভাব) দর্শন করেন, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মই হইয়া যান ॥ ৩০

স্বামী।—ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিত্বাবগ্ৰাহ্যেনাভেদাত্মভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ত ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং স্বাবরজজন্মানাং পৃথক্ভাবে ভেদম্ একম্ একশ্চামেবেশশক্তিরূপায়াং প্রকৃতো প্রগরে হিতমমুপশ্রুতি আলোচয়তি তত এব ততঃ এব প্রকৃতেঃ সকাশাভূতানাং বিস্তারঃ সৃষ্টিসময়ে অমু পশ্রুতি তদা প্রকৃতিত্বাবগ্ৰাহ্যেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ত পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টিপ্পনী :—পূর্বে বলিয়াছেন যে, মায়া ও তত্ত্বং ক্ষেত্র ভিন্ন এবং ক্ষেত্রজ অভিন্ন, ইদানীং ক্ষেত্রভেদও যে মারাকল্পিত, তাহা বলিতেছেন । —যে সময় যোগী স্বাবর-জন্ম যাবতীর জড়বর্ণের পরম্পর ভেদ আত্মাতেই কল্পনা করেন—যাহাতে কল্পনা করা হয়, কল্পিত বস্তু তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে ; অতএব কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা হইতে তাহা ভিন্ন নহে, এইরূপ দর্শন করেন এবং মায়া বশতঃ সেই এক আত্মা হইতেই সমস্ত ভূতগণের বিস্তার এবং পরম্পর ভেদ হইয়া থাকে, ইহা অবলোকন করেন, তখন তিনি সর্কানবিশৃঙ্খ ব্রহ্মরূপতাই লাভ করেন ॥ ৩০

অন্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! অনাদিস্বাৎ নিগুণত্বাৎ অয়ং (পর-মায়া) অব্যয়ঃ (অবিকারী) ; [তস্মাৎ] শরীরস্থঃ অপি (দেহে স্থিতো-হপি) ন [কিঞ্চিৎ] করোতি, ন চ [কৰ্ম্মকলৈঃ] লিপ্যতে ॥ ৩১

অনুব্রূ ।—হে কুন্তীনন্দন ! অনাদি এবং নিগুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অব্যয় (বিকারহীন) ; অতএব ইনি দেহে অবস্থিত হইয়াও কিছুই করেন না ; সুতরাং কৰ্ম্মকলেও লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যথা সৰ্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

স্বামী ।—তথাপি পরমেশ্বরস্ত সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ
কৰ্মভিত্তংকলৈঃ সুখদুঃখাদিভির্কেষমাং দুঃপরিহরমিহ কৃতঃ সমদর্শনঃ
তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি । যদুৎপত্তিমং তদেব হি ব্যোতি বিনাশমেতি,
যচ্চ গুণবদন্ত তস্ত গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অয়ং তু পরমাত্মা অনাদি-
নিগুণশ্চ ঐতোহব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোহপি ন
কিঞ্চিৎ কৰোতি ন চ কৰ্মফলৈলিপ্যতে ॥ ৩১

টিপ্পনী ।—আত্মা স্বভাবতঃ অকৰ্তা হইলেও তাহার দেহাদিসম্বন্ধ-
বশতঃ ঔপাধিক কৰ্তৃত্ব হইতে পারে, এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য “যঃ
পশুতি তথাত্মানমকৰ্ত্তারং স পশুতি” (১৩শ ৩০) এই অংশের “বিবৃতি
করিতেছেন । এই অপরোক্ষ পরমাত্মা অব্যয়—সৰ্ববিকারশূন্য ; ব্যয়
দ্বিবিধ—ধর্মী ব্যক্তির উৎপত্তিনিবন্ধন এবং ধর্মী ব্যক্তির উৎপত্তির
অভাবেও তৎস্ব ধর্মাদির উৎপত্ত্যাदिনিবন্ধন ; পরমাত্মার এই উভয়বিধ
ব্যয়েরই অভাব লক্ষিত হয় । প্রথমতঃ তাঁহার ধর্মী ব্যক্তির উৎপত্তিনিবন্ধন
ব্যয় নাই, যেহেতু তিনি অনাদি ; অনাদি বস্তুর জন্ম অসম্ভব এবং জন্ম-
ভাব নিবন্ধনই তৎপরভাবী ভাবাদি বিকারও তাঁহার অসম্ভব, অতএব
আত্মার স্বরূপতঃ ব্যয় নাই । দ্বিতীয়—ধর্মের বিকার নিবন্ধন উৎপত্ত্যাदि
বিকার, তাহাও তাঁহার নাই ; যেহেতু তিনি নিঃশর্ম । যেমন আধ্যাত্মিক
সম্বন্ধে জল চঞ্চল হইলেও জলস্থ সূর্য্য চঞ্চল হয় না, সেইরূপ দেহ কার্য্য
করিলেও অধ্যাসবশতঃ তিনি দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াও কোন কার্য্য করেন
না ; অতএব কোন কৰ্মফলেও তিনি লিপ্ত হন না । যে ব্যক্তি যে
কার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের ফলে লিপ্ত হয় ; পরমাত্মা অকৰ্তা বলিয়া
কোন কার্য্যও করেন না এবং তাহার ফলেও লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নঃ লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নঃ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুৰ্ভা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ক্ষং যে বিদুর্বাঞ্ছন্তি তে পরম ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমন্তৃগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-

বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—যথা সৰ্ব্বেগতম্ আকাশং সৌন্দর্য্যং (অসঙ্গত্বাৎ)
[পঙ্কাদিভিঃ] ন উপলিপ্যতে (সংল্লিখ্যতে তথা সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্ববিধে) দেহে
অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (গুণৈর্ন যুক্ত্যতে) ॥ ৩২

অনু ।—যেমন আকাশ সৰ্ব্ব পদার্থে বিস্তৃত থাকিয়াও স্পৃহতা-
বশতঃ [পঙ্কাদিতে] লিপ্ত হয় না, সেইরূপ উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে
থাকিয়াও আত্মা দৈহিকগুণে লিপ্ত হন না ॥ ৩২

স্বামী ।—তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । যথা সৰ্ব্বেগতঃ
পঙ্কাদিভিঃ স্থিতমাকাশং সৌন্দর্য্যদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা
সৰ্ব্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতোহপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে
দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্ন যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—হে ভারত ! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং (সমগ্রং)
লোকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমস্তং) ক্ষেত্রং
প্রকাশয়তি ॥ ৩৩

অনু ।—হে ভারত ! যেমন একমাত্র সূর্য্য এই নিখিল বিশ্ব
প্রকাশিত করেন, সেইরূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত
করেন ॥ ৩৩

স্বামী ।—অসঙ্গস্বাভেপো নাতীত্যাকাশদৃষ্টোত্তেন দর্শিতং প্রকাশক-
 যাচ্চ প্রকাশ্যর্থেন যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টোত্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি ।
 স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৩

অস্বয়ঃ ।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোঃ এবম্ অস্বয়ঃ (ভেদঃ) ভূতপ্রকৃতি-
 মোক্ষক জ্ঞানচক্ষুর্বা যে বিদুঃ (জানন্তি) তে পরং [পদং] যান্তি
 (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩৪

অনু ।—ঐহারী এইরূপে বিবেক-জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা ক্ষেত্র ও
 ক্ষেত্রজের পার্থক্য এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় অবগত
 হন, তাঁহার পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

স্বামী ।—অধ্যার্যর্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোরিতি । এব-
 মুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোরস্বয়ং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুর্বা
 যে বিদুঃ, তথা চেতুমুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তুত্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষো-
 পায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ।

তং বন্দে পরমানন্দ-নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকারাং ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—ইদানীং অধ্যায়োক্ত বিষয়ের ফলকথনমুখে উপসংহার
 করিতেছেন ।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের পূর্বোক্তরূপে পরস্পর বৈলক্ষণ্য যিনি
 শাস্ত্র ও আচার্য্যদ্বারা জনিত আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা জানিতে পারেন এবং
 সমস্ত ভূতবর্ণের প্রকৃতি—মাত্রা ও পরমার্থ আত্মবিজ্ঞানদ্বারা তাহা হইতে
 মোক্ষ অবগত আছেন, তিনি কৈবল্য লাভ করেন । এইরূপে অমানি-
 শ্বাদি সাধননিষ্ঠ যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-বিবেকজ্ঞানশীল ব্যক্তির সকল অনর্থ
 নিবৃত্তিদ্বারা পরম পুরুষার্থসিদ্ধি সিদ্ধ হইল ॥ ৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দশোধ্যায় :

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুক্তমম ।

যজ্ঞজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বের পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

অনুব্রূয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—জ্ঞানানাং (তপঃকর্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে) উত্তমং পরমং (পরমাস্বনিষ্ঠং) জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ; যং জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) সর্বের মুনয়ঃ (মননশীলাঃ) ইতঃ (দেহবন্ধনাদৃচ্ছং) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—তপস্রা ও কর্মাদি-বিষয়ক সমুদয় জ্ঞানের মধ্যে যাহা উত্তম, সেই পরমাস্বনিষ্ঠ জ্ঞান আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণ দেহান্তে পরমা সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ॥ ১

স্বামী ।—পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ । প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥ “যাবৎ সঙ্গায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্বাবরজজন্মং । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ” ইত্যুক্তম্ ; স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়াবেতি কথনপূর্বকং “কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্ব্যোনি-জন্মস্থ” ইত্যনেনোক্তং সত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চ-ব্রহ্মবজ্জুতং বক্ষ্যমাণমর্থং জ্ঞোতি—শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি স্বাভ্যাম্ । পরং পরমাস্বনিষ্ঠং জ্ঞানভেদেনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োহপি ভূত্ব্যং

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

প্রকর্ষণে বক্ষ্যামি । কথন্তুতঃ ? জ্ঞানানাং তপঃকর্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষং তু ভাং । তদেবাহ—যজ্ঞজ্ঞান প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্গে ইতো দেহীকানাং পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্বাধ্যায়ের ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “যাবৎ সজ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ॥” (১৩শ ২৭শ) অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবৎ পদার্থ ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন । সে বিষয় নিরীক্ষর সাধ্যমত নিরাকরণপূর্বক ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ যে ঈশ্বরাদীন, তাহা বলা প্রয়োজন এবং “কারণং গুণসম্বোধস্ত্য সদসদ্বোধোনিজম্মসু” (১৩শ ২২শ) অর্থাৎ সং ও অসং যোনিতে জন্মের কারণ গুণসঙ্গ, ইহাও বলিয়াছেন ; তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, কোন্ গুণে কি কারণে সঙ্গ হয় এবং গুণই বা কি ? কি জন্তই বা তাহার বন্ধক হয় ? ইহাও বলা প্রয়োজন, তদনন্তর “ভূত-প্রকৃতিমোক্ষক য়ে বিদুর্যাস্তি তে পরং” (১৩শ ৩৪শ) অর্থাৎ যাহারা ভূত প্রকৃতি ও তাহা হইতে মোক্ষ অবগত আছেন, তাহার কৈবল্য লাভ করেন, ইহা বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা যে, ভূতপ্রকৃতি নামক গুণসমূহ হইতে কিরূপে মোক্ষ হয় এবং মুক্তের লক্ষণ কি ? ইহারও সমাধান আবশ্যক । এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলার জন্ত চতুর্দশ অধ্যায়ের আরম্ভ ; ইদানীং শ্রোতৃবর্গের কচির নিমিত্ত দুই শ্লোকে এই সকল বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন।—ভগবান্ যলিলেন, জ্ঞানসাধন যজ্ঞাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তম জ্ঞান তোমাকে পুনরায় বলিতেছি ; যাহার অনুষ্ঠান করিয়া মননশীল যতিগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন । “পরং” “উত্তমম্” এই দুইটি জ্ঞানের বিশেষণ, উভয় বিশেষণ একার্থ হইলেও “পরং”

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

৭৭৭ উৎকৃষ্টবিষয়ক জ্ঞান এবং “উত্তম” পদে উৎকৃষ্ট ফলবিশিষ্টজ্ঞান ইহাই উভয়ের ভেদ ॥ ১

অনুয়ঃ ।—ইদং (ময়া বক্ষ্যমাণং) জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (জ্ঞান-
সাধনমহুষ্ঠায়) মম সাধৰ্ম্যং (মজ্জপত্নম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ]
সর্গে অপি : (ব্রহ্মাদিষু উপপত্ত্যনেষপি) ন উপজায়ন্তে (উপপত্ত্যন্তে)
[তথা] প্রলয়ে ন ব্যর্থন্তি (প্রলয়দুঃখানি নানুভবন্তি) ॥ ২

অনু ।—যিনি এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানের সাধন করেন, তিনি আমার
সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও প্রলয়-
দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ২

স্বামী ।—কিঞ্চ ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞান-
সাধনমহুষ্ঠায় মম সাধৰ্ম্যং মজ্জপত্নং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেহপি ব্রহ্মাদিষু
উপপত্ত্যনেষপি নোপপত্ত্যন্তে, তথা প্রলয়েহপি ন ব্যর্থন্তি প্রলয়-দুঃখানি
নানুভবন্তি পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

অনুয়ঃ ।—হে ভারত ! মহদব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ
(গর্ভাধানস্থানম্), অহং তস্মিন্ গৰ্ভং (জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং)
দধামি (নিক্ষিপামি) ; ততঃ সৰ্বভূতানাং (ব্রহ্মাদীনাং) সম্ভবঃ
(উপপত্তিঃ) ভবতি ॥ ৩

অনু ।—হে ভারত ! মহদব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার গর্ভাধানস্থান,
আমি তাহাতে গর্ভ অর্থাৎ জগতের বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি ;
তাহা হইতে ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত ভূতগণ উপপত্তি লাভ করে ॥ ৩

স্বামী ।—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমতিমুখীকৃত্য পরমে-
শ্বরীধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সৰ্বভূতোপপত্তিং প্রতি হেতুশ্চ ন তু

স যোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

স্বতন্ত্র্যোরিহীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি । দেশতঃ কালভ্রম-
বচ্ছিন্নস্থানহং, বৃহৎস্থানং স্বকার্য্যাকাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ।
ভগ্নহৃদ্ব্রহ্ম মমাপরমেতত্ত্ব যোনিগর্ভাধানস্থানং, তন্নিরহং গর্ভং অগমিতার-
হেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি প্রলয়ে ময়ি লীনং সম্ভববিশ্বাকামকর্মানু-
শয়বস্তং ক্ষেত্রজং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ, ততো
গর্ভাধানং সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টিপ্পনী ।—এইরূপে প্রশংসাধারা শ্রোতৃগণকে ভ্রবণের নিমিত্ত
আগ্রহান্বিত করিয়া পরমেশ্বরের অধীন হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ সর্বভূতের
উৎপত্তির প্রতি কারণ হন, সাধ্যামতানুযায়ী স্বাধীন ভাবে নহে, এই
বক্তব্য বিষয় দুই শ্লোকে বলিতেছেন—সর্বকার্য্যাপেক্ষা অধিক বলিয়া
কারণ মহৎ এবং সর্বকার্য্যের বৃদ্ধিহেতু বলিয়া ব্রহ্ম, ঈদৃশ মহৎ ব্রহ্ম
ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, সেই গর্ভাধান স্থানে—
যোনিতে আমি সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ “অহং বহু স্তাং প্রজায়েষ্য”
অর্থাৎ আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প ধারণা করি ;
যেমন কোনও পিতা আত্মার সূক্ষ্মরূপে লীন পুত্রকে শরীরযুক্ত করার
জন্ত যোনিতে রেতঃসেকপূর্বক গর্ভাধান করে, সেইরূপ প্রলয়কালে
আমাতে লীন ক্ষেত্রজকে সৃষ্টিসময়ে ভোগ্য ক্ষেত্রেণ সহিত যুক্ত করিবার
জন্ত আমি চিদাভাস নামক রেতঃ সেক করিয়া যাত্রা বৃত্তিরূপ গর্ভাধান
করি। সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদির জন্ম হইয়া থাকে ॥ ৩

অভ্যুদয়ঃ ।—হে কৌন্তেয়! সর্বযোনিষু (মহুতাত্ত্বানু সর্বানু
যোনিষু) যাঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি (জায়ন্তে) মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) তাসাং
(মূর্তীনাম্) যোনিঃ (মাতৃস্থানীয়া) ; অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা)
পিতা ॥ ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবগ্নস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! মহুতাদি যোনিতে যে যে স্বাবর-
জ্জমাৎ প্রকৃতিসমূহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তৎসমুদয়ের যোনি (স্রাতৃস্থানীয়া)
আর আমি গর্ভাধান-কর্তা পিতা ॥ ৪

স্বামী ।—ন কেবলং সৃষ্ট্যপক্রম এবমধিষ্টিতাত্মাঃ প্রকৃতি-
পুরুষাত্মায়ঃ ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ অপি তু সর্বদৈবেত্যাহ—সূৰ্কেতি ।
সর্বান্ যোনিষু মহুতাত্মান্ বা মূর্তয়ঃ স্বাবরজ্জমাৎ প্রকৃতি উৎপত্তস্তে তা সাং
মূর্তীনাং মহদ্রজঃ প্রকৃতির্ধোনি স্রাতৃস্থানীয়া, অহং বীজপ্রদঃ গর্ভাধান-
কর্তা পিতা ॥ ৪

অশ্বযুঃ ।—হে মহাবাহো ! সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ
(প্রকৃতিজাতাঃ) গুণাঃ দেহে অব্যয়ঃ (নির্বিকারঃ) দেহিনম্ (আত্মানং)
নিবগ্নস্তি (স্বকাঠিঃ স্বধৃৎখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তি) ॥ ৫

অনু ।—হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি
প্রকৃতিসম্ভূত গুণ দেহে থাকিয়া নির্বিকার দেহীকে ঐ সকল গুণসমূহের
কার্য স্বধৃৎখমোহাদি সংযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৫

স্বামী ।—তদেবং পরমেশ্বরাদীনাত্মাঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মাঃ সর্ব-
ভূতোৎপত্তিঃ নিরূপ্য ইদানীঃ প্রকৃতিসম্মেন পুরুষস্ত সংসারঃ প্রপঞ্চয়তি—
সম্বমিত্যাদিচতুর্দশভিঃ । সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেযাং তে তথোক্তাঃ গুণসাম্যঃ প্রকৃতিসম্মতাঃ
সকাশাং পৃথক্শ্বেনাভিব্যক্তাঃ সত্ত্বঃ প্রকৃতিকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন
বিন্ধ্য দেহিনং চিদংশং বস্ততোহব্যয়ং নির্বিকারমেব সত্ত্বং নিবগ্নস্তি,
স্বকাঠিঃ স্বধৃৎখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

• তিগ্ননী ।—নিরীকর সাধ্য নিরূপণবারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

স্বখসঙ্গেন বদ্ব্যতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

সংযোগ যে ঈশ্বরাদীন তাহা বলা হইল। ইদানীং কোন্ গুণে, কি নিমিত্ত সজ্জ, গুণই বা কাহারো? কেন তাহারো বন্ধন জন্মায়? ইহা বলিতেছেন।—সক রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ, এই গুণত্রয়ায়িকাই প্রকৃতি, তবে গুণত্রয় প্রকৃতিসম্ভব হইল কিরূপে? তদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে,—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, কিন্তু ইহারো বন্ধন পরস্পর অজ্ঞাক্রমে নানাধিকভাবে পরিণত হয়, তখন তাহাদিগকে প্রকৃতিসম্ভব বলা হয়। ইহারো প্রকৃতিকার্য্য দেহেন্দ্রিয়সজ্জাতে দেহীকে আবদ্ধ করে ॥ ৫

অনুয়ঃ।—হে অনঘ! (নিম্পাপ) তত্র (তেহু গুণেষু) নির্মল-
ত্বাৎ (স্বচ্ছত্বাৎ) প্রকাশকং (ভাস্বরম্) অনাময়ং (নিরুপদ্রবং শাস্ত-
মিত্যর্থঃ) সত্ত্বং স্বখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন (সুখাসক্ত্যা জ্ঞানাসক্ত্যা) চ [দেহিনং]
বদ্ব্যতি (যোজয়তি) ॥ ৬

অনু।—হে নিম্পাপ অর্জুন! ঐ গুণত্রয়মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া ভাস্বর ও নিরুপদ্রব (শাস্ত) ; উহা দেহীকে সুখাসক্তি ও জ্ঞান-
সক্তিতে সংযোজিত করে অর্থাৎ আমি সুখী, আমি জ্ঞানী এইরূপ বোধ জন্মাইয়া দেয় ॥ ৬

স্বামী।—তত্র সত্ত্বস্ত লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারকাহ—তত্রৈতি । তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়কং নিরুপদ্রবং শাস্তমিত্যর্থঃ । অতঃ শাস্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গেন বদ্ব্যতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গেন চ বদ্ব্যতি । হে অনঘ ! নিম্পাপ ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোবর্ণনাং স্তম্ভভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

স্বামী ।—কথংকৈতাস্বীন্ গুণানভিবর্জিত ইত্যন্ত প্রসক্তোত্তরমাহ
—মুক্ত্যেতি । চন্দ্রোহিবধারণার্থঃ । মীমং পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ
ঐকান্তিকেন ভক্তিবোধেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমভীত্য সমাগতি-
ক্রম্য ব্রহ্মকৃত্যয় ব্রহ্মতাব্যয় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

অনুয়ঃ ।—হি (যস্মাৎ) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা) ; [তথা]
অব্যয়ন্ত (নিত্যন্ত) অমৃতন্ত চ (মোক্ষন্ত), শাশ্বতন্ত (নিত্যন্ত) ধর্মন্ত
চ [তথা] ঐকান্তিকন্ত সুখন্ত চ [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭

অনু ।—যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমাস্বরূপ অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম
আমি ; আর নিত্য মোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম ও অখণ্ডিত সুখের প্রতিমা ॥ ২৭

স্বামী ।—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি । হি যস্মাদব্রহ্মণোহহং
প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মণোহহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং
তদ্বদেবেত্যর্থঃ । তথা অব্যয়ন্ত নিত্যন্ত অমৃতন্ত মোক্ষন্ত চ নিত্যমুক্তত্বাৎ
তথা তৎসাধনন্ত শাশ্বতন্ত ধর্মন্ত চ শুদ্ধসদ্ব্যাক্ষরত্বাৎ । তথা ঐকান্তিকন্ত
অখণ্ডিতন্ত সুখন্ত চ প্রতিষ্ঠাতং পরমানন্দরূপত্বাৎ । অতো মৎসেবিনো
মন্তাবস্তাবস্তাবিত্বাদব্রহ্মমেবোক্তং ‘ব্রহ্মকৃত্যয় কল্পতে’ ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঙ্গিতভবাসুখম্ ।

সুখং তরতি তন্তুক্ত ইত্যভ্যাসি চতুর্দশে ।

ইতি শ্রীশ্রীশ্রীমদ্রুকটাকাং ৮তুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—অগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের হেতু ‘স্বং’ পদের
লক্ষ্য সোপাধিক ব্রহ্মের আমি—সচ্চিদানন্দাত্মক নিরূপাধি ‘তৎ’পদলক্ষ্য
বাসুদেব, প্রতিষ্ঠা—কল্পিতরূপরহিত অকল্পিত ; অতএব যে ব্যক্তি
অনুপাঙ্গিক ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে সেবা করে, সে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ইহা
সূক্তই । ভগবান্ বাসুদেব যাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা তাহার “অমৃতন্ত” প্রভৃতি
বিশেষণ । অমৃত—বিনাশ রহিতের, অব্যয়—পরিণামরহিতের, শাশ্বত

—অপকর-রহিতের এবং ধর্মের—জ্ঞাননিষ্ঠলোক ধর্মপ্রাপ্য সুখস্বরূপ ব্রহ্মের
ভগবান্ প্রতীষ্ঠা। বিষয়েশ্রিয় জন্ত সুখের নিরাকরণের জন্ত তাঁহার
বিশেষণ—অব্যভিচারী অর্থাৎ ঐকান্তিক সুব্রহ্মণ্যেই ভগবান্ প্রতীষ্ঠা,
বিষয়েশ্রিয়জন্ত সুখের নহে। এতাবশ্য বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্মের যেহেতু
আমি বাস্তব স্বরূপ, 'এই জন্ত আমার ভক্তগণ সংসার হইতে মুক্ত
হয়। ২৭

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ '

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

উৰ্দ্ধমূলমধঃশাখমম্বথং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্ত বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অম্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—উৰ্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ম্ অম্বথং প্রাহুঃ, (বদন্তি) ছন্দাংসি (বেদাঃ) যস্ত পর্ণানি তম্ (এতাদৃশম্) অম্বথং যঃ বেদ (জানাতি) স বেদবিৎ (বেদতত্ত্বজ্ঞঃ) ॥ ১

ভাস্কর ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—উৰ্দ্ধে মূলবিশিষ্ট এবং অধো-
ভাগে শাখাবিশিষ্ট এতাদৃশ অব্যয় (নিত্য) [সংসার-প্রপঞ্চকে]
অম্বথ বলা যায় ; বেদসকল উহার পত্র ; যিনি এই অম্বথকে অবগত
আছেন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ সংসার-প্রপঞ্চরূপ অম্বথ বৃক্ষের মূল
পুরুষোত্তম নারায়ণ, শাখা হিরণ্যগর্ভাদি এবং বেদ উহার পর্ণবহনীর ;
কারণ বেদোক্ত কর্মদ্বারা ঐ সংসার প্রপঞ্চরূপ অম্বথ বৃক্ষ জীবগণের
আশ্রয়ভূত ; উহা অবিনশ্বর হইলেও প্রবাহরূপে নিত্যও বটে, কেবল
অম্বথকে যিনি এইরূপে জানেন, সেই বিদ্বান ব্যক্তিই একত প্রত্যবে
বেদার্থবেত্তা ॥ ১

স্বামী ।—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরভ্যাসঃ স্মৃটম্ । বৈরা-
গ্যোপকৃত্তং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশোদ্যায়ঃ ॥ পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘মাক যোহ-
ব্যক্তিচারেণ ভক্তিবোগেন গেষতে’ ইত্যাদিনা পরমেশ্বরের কাণ্ডভক্ত্যা
ভক্তত্বং প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং, ন চৈকাত্তভক্তি-
জ্ঞানং বা বিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং জ্ঞানমুপদেশ্য কামঃ প্রথমঃ

‘তাবৎ সার্কল্লোকাভ্যাং সংসারবন্ধনং বৃক্ষং রূপকালকারেণ বর্ণয়ন্—শ্রীভগ-
বান্নৃবাচ উৰ্দ্ধমূলমিতি । উৰ্দ্ধমূলমঃ করাকরাভ্যামুংকটঃ পুরুষোত্তমো
মূলং যন্ত তম্ । অথ ইতি ততোহর্কচীনাঃ কার্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভা-
দয়ো গৃহীন্তে তে তু শাখা ইব শাখা যন্ত তঃ বিনশ্বরশ্চেন শ্বঃপ্রভাত-
পর্যন্তমপি ন স্তাত্তীতি বিনাশার্হস্বাদশ্বখং প্রাহঃ প্রবাহরূপেণাধিচ্ছেদা-
দব্যয়ঞ্চ প্রাহঃ, উৰ্দ্ধমূলোহিবাক্ষাণ এবোহশ্বখঃ সনাভনঃ” ইত্যাস্তাঃ
শ্রুতরঃ । ছন্দাংসি বেদা যন্ত পর্যানি ধর্মাদর্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছারাহানীয়ে:
কর্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্ত সর্বজীবাশ্রয়ীত্বপ্রতিপাদনাং পরস্থানীয়া বেদাঃ ।
যন্তমেবমুত্তমশ্বখং বেদ স এব বেদার্থবিৎ । সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্ত মূলমীশ্বরঃ
শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়ত্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ
প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোটেকঃ কর্মতিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতা-
ন এব হি বেদার্থঃ অত এব বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্মরতে ॥ ১

টিপ্পনী — পূর্বাধ্যায়ের ভগবান্ গুণত্রয়কে সংসারবন্ধনের হেতু
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আমার ভজনদ্বারা এই
গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মহত্ব মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ইতিমধ্যে প্রশ্ন হইয়াছিল
যে, তুমি মহত্ব, অতএব তোমার প্রতি ভক্তিব্যোগদ্বারা কিরূপে মোক্ষ
লাভ হইবে ? উহার উত্তরে ভগবান্ নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা জ্ঞাপনের জন্য
স্বত্বস্বরূপ “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যবস্ত চ । শান্তস্ত চ ধর্মস্ত
সুখশ্চৈকান্তিকস্ত চ ॥” (১৪শ ১৭শ) এই শ্লোকটি বলিয়াছেন । এই
শ্লোকেই বিবরণরূপে পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন । ভগবানের
এতাদৃশ উত্তর শ্রবণ করিয়া অর্জুন ভাবিলেন যে, কৃষ্ণ আমারই তুল্য
মানব হইয়া এ কিরূপ কথা বলিতেছেন ? অর্জুনকে এইভাবে বিস্ময়া-
বিষ্ট এবং অপরিণীম লঙ্কার কোন প্রশ্ন করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া
পরম কাকবিক ভগবান্ স্ব-স্বরূপ বলিতেছেন । উদ্যমে বিরক্ত ব্যক্তিরই
তৎকালে অধিকার ক্ষেত্র নহে, এই পূর্বাধ্যায়োক্ত বিবরণমধেয়াধীন

অশ্চাৎ প্রত্যস্তশ্চ শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালা: ।

অশ্চ মূলানুসন্ততানি কৰ্ম্মানুবদ্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২.

প্রকৃতিপুরুষের সংযোগকার্য্য সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। যেহেতু ইহাই বৈরাগ্য ও গুণাভিক্রমণের উপায়। অপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম উচ্চ উৎকৃষ্ট, ঐদৃশ মূল বাহার তাহাই “উচ্চমূল” অর্থঃ—অর্কচীন, হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যোপাধিক জীবগণ; ইহারা নানাদিকে প্রস্তুত বলিয়া শাখার তুল্যতানিবদ্ধন বাহারা শাখাস্বরূপ, এতাদৃশ সংসার শ্রুত্যাদিতে অব্যয়, অনাদি, অনন্ত দেহাদিপ্রবাহের আশ্রয়, অথচ শীঘ্র বিনাশশীল বলিয়া অশ্বখ নামে অভিহিত হইয়াছে। ওরঙ্গাধাতে তীরমুক্তিকা করিত হওয়ার শিথিলমূল বায়ুবেগে অর্দ্ধোন্মূলিত গঙ্গা-তীরবর্তী অশ্বখ বৃক্ষের সহিত উহার উপমা, যেহেতু তাদৃশাবস্থায়ই তাহার মূল উচ্চে এবং শাখা অধোদিকে থাকিতে পারে, অত্রথা নহে। চন্দ্রঃসমূহ—ঋগ্, যজুঃ সামরূপ কৰ্ম্মকাণ্ড তত্ত্ববস্তুর আচ্ছাদক অর্থবা সংসারবৃক্ষের রক্ষক বলিয়া এই মায়াময় সংসারবৃক্ষের পৰ্য্যস্থানীয়। যে এতাদৃশ মায়াময় সমূল অশ্বথকে জানে, সেই বেদবিৎ। সংসার-বৃক্ষের মূল ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভাদি জীব শাখা, সেই বৃক্ষস্বরূপে বিনশ্বর, প্রবাহরূপে অনন্ত, বেদোক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা তাহার সেক করা হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা উচ্ছেদ হয়, এই সকল বিষয়ই বেদার্থ; যে বেদার্থবেত্তা সেই সৰ্ব্বেবেত্তা বলিয়া সমূল বৃক্ষ জ্ঞানের প্রশংসা করা হইল ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তত্ত্ব গুণপ্রবৃদ্ধা: বিষয়প্রবালা: শাখা: অর্থঃ উচ্চক প্রস্তুতঃ (বিস্তারং প্রাপ্তা:) মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মানুবদ্ধীনি মূলানি অশ্চ মূলসন্ততানি (বিস্তৃতানি) ॥ ২

অনু।—ঐ অশ্বখ বৃক্ষের শাখা অর্থঃ ও উচ্চে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে; ঐ শাখা সজ্বাদি গুণসমূহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়-

ন রূপমন্ত্ৰেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদিন্ চ সম্প্রতিষ্ঠা
অশ্বখ্যমেনং সুবিক্রতমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিষ্টা ॥ ৩ ৷

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ
তমেব চাত্মং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ৪

বিষয়সমূহ উহার নবপল্লবস্থানীয়; মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মাধীনস্বরূপ কৰ্ম্মের
অনুগত মূল সকল অধঃপ্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২ ॥

স্বামী ।—কিঞ্চ অশ্চেতি । তিরণ্যগতাদয়ঃ কৌৰ্যোপাধরো
জীবাঃ শাখাস্থানীয়স্বেনোক্তান্তেষু চ যে তুষ্ণুতিনস্বেহধঃ পশাদিযোনিষু
প্রসূতাঃ বিস্তারং গতাঃ স্কন্ধতিনশ্চোৰ্দ্ধঃ দেবাদিযোনিষু প্রসূতাঃ তস্ত
সংসারবৃক্ষস্ত শাখাঃ । কিঞ্চ তুর্গৈঃ সস্তম্ভদ্বিস্তিভির্জলসেচনৈরিব যথা-
যথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ । কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া
যাসাং তাঃ ; প্রশাখাস্থানীয়াভিরিঙ্গিরবৃত্তিভিঃ সংযুক্তাঃ । কিঞ্চ অশ্চ
চন্দ্রাদুর্দ্ধং মূলানি অহুসস্ততানি বিমূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব
ইমানি অবাস্তরমূলানি তন্তস্তোগবাসনালক্ষণানি । তেহং কার্য্যমাহ—
মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মাহুবকীনি ইতি । কৰ্ম্ম এব অহুবকি অনন্তরভাবি যेषাং
তানি উর্দ্ধাধোলোকেষু যদুপভূতং তন্তদভোগবাসনাদিভির্হি কৰ্ম্মকরেণ
মনুষ্যালোকপ্রাপ্তানাং তন্তদহরূপেষু কৰ্ম্মসু প্রবৃত্তিভবতি ; এতস্মিন্নেব
হি কৰ্ম্মাধিকারো নান্তেষু লোকেষু অতো মনুষ্যালোক ইত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ।—ইহ (সংসারে) [স্থিতিঃ প্রাণিভিঃ] অশ্র (সংসার-
বৃক্ষস্ত) রূপং ন উপলভ্যতে, তথা ন অন্তঃ (অবসানং) ন আদিঃ ন চ
সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) [উপলভ্যতে] এনং সুবিক্রতমূলম্ (অত্যন্তঃ বদ্ধ-
মূলম্) অশ্বখং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (বিষয়বৈরাগ্যাস্ত্রেণ) ছিষ্টা (পৃথক্কৃত্য)
ততঃ তৎপদং (বস্তু ; বৈকল্যং পদং) পরিমার্গিতব্যম্ (অষেটব্যং) ; যস্মিন্
গতাঃ (যৎ পদং প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি (নাবর্তন্তে),

বতঃ এষা পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) প্রমত্তা (বিহ্বতা),
তদ্বৎশব চ আভং পুরুষং প্রপত্তে (পরণং ব্রজামি) [ইত্যেবমেকাশততন্ত্যা
অশ্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ] । ৩।৪

অনু ।—এই সংসাররূপ অশ্বত্থের মূল বেক্রপ উপলব্ধি করা যায়
না ; সেটরূপ ইহার আদি, অন্ত এবং অবস্থিতিও নির্ণয় করিতে পারা
যায় না ; এইশৃটবদ্ধমূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ স্নুদুঃখজগদ্রাজ্য ছেদন
করিয়া উহার মূলভূত সেই বস্তুটি (বৈষ্ণব পদ) অহুসন্ধান করিতে
হইবে ; বাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, বাহা হইতে এই
চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তার লাভ করিয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের
পরণ লইলাম, এইরূপ একান্ত ভক্তিয়োগ সহকারে তাঁহার অহুসন্ধান
করিতে হইবে । ৩।৪

স্বামী ।—কিঞ্চ ন রূপমিতি । ইহ সংসারে স্থিতিঃ প্রাণিভিরন্ত
সংসারবৃক্ষস্ত তথা উর্দ্ধমূলাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যাতে, ন চাস্তোহ-
বসানমপৰ্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠ-
তীতি চোপলভ্যাতে । যস্মাদেবভূতোহিহ সংসারবৃক্ষো দ্রবচ্ছেদ্যোহনর্থ-
করশ্চ, তস্মাদেনং নৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্বা তদ্বজ্রাণে যতেতেত্যাহ
—অশ্বত্থমেনমিতি সাক্ষিন । এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং
সন্তম্ অসঙ্গং সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগন্তেন শস্ত্রেণ নৃঢ়েন সমাধিচারেণ
ছিত্বা পৃথক্কৃত্য । তত্ ইতি । ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্ত বৈষ্ণবং
পদং পরিমার্গিতবাং, অশ্বেষ্টবাং, কীদৃশং ? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ
সন্তো কুরো ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ । অশ্বেষণপ্রকারমেবাহ—
তস্মেবেতি । বত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রমত্তা বিহ্বতা,
তদ্বৎশব চ আভং পুরুষং প্রপত্তে পরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকাশততন্ত্যা অশ্বেষ্টব্য-
মিত্যর্থঃ । ৩।৪

টিপ্পনী :—এই যে সংসারবৃক্ষের বর্ণনা করা হইল, সংসারী মানব

নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈতৈশ্বরিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

তাদৃশরূপে ইহাকে জানিতে পারে না। ইহার অস্ত-অবসান অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইবে ইহাও জানিতে পারে না ; কেননা, তাহার শেষ নাই। অনাদিভাবনিবন্ধন আদি—এই সময় হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাও জানা যায় না ; আত্মত্ব না জানার জন্য মধ্যও অজ্ঞাত থাকে, যেহেতু মধ্যজ্ঞান আত্মজ্ঞানসাপেক্ষ। যেহেতু এবম্বৃত্ত সংসার বৃক্ষ দ্রুচ্ছ্যেত্ব এবং সকল অনর্থের মূল, এই জন্য অনাদি অজ্ঞানদ্বারা দৃঢ়মূল এই বৃক্ষকে অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ বৈরাগ্যশম-দমাদি সম্পত্তিদ্বারা সর্বকর্ম সম্যাস করিয়া সংসারের উর্দ্ধে সেই বিষ্ণুর পদ অধ্বেষণ করিবে। যাহাতে প্রতিষ্ট হইয়া জীবগণ পুনরায় সংসারে আগমন করে না। কিরূপে অধ্বেষণ করিবে তাহা বলিতেছেন ;—যে পুরুষ হইতে এই চিরন্তন সংসারবৃক্ষের প্রবৃত্তি বিমুক্ত হইয়াছে, যেমন ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হইতে মায়া-হস্তী প্রভৃতি নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ এই শাস্ত্রবাক্য-কথিত আত্মপুরুষের আমি শরণাগত এইরূপে তদেকেশরণ হইয়া অধ্বেষণ করিবে ॥ ৩।৪

অম্বয়ঃ ।—নির্মাণমোহাঃ (অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশহীনাঃ) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিদোষবর্জিতাঃ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞান-পরিণিষ্ঠিতাঃ) বিনিবৃত্তকামাঃ (নিষ্কামাঃ) সুখদুঃখসংজ্ঞাঃ (সুখদুঃখ-নামটকঃ) দ্বৈতৈঃ (নীতোকাদিভিঃ) বিমুক্তাঃ [অতএব] অমৃতাঃ (নিবৃত্তাবিভাঃ) তৎ অব্যয়ং (বৈকল্যং) পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫

অনু ।—অহঙ্কার ও মিথ্যাভিনিবেশশূন্য, পুত্রাদিতে আসক্তি-বিহীন, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনাপরিশূন্য এবং সুখদুঃখাদি নামক দ্বন্দ্ব-হইতে বিনিমুক্ত, স্তব্ধাং অবিত্তাপরিশূন্য ঈদৃশ ব্যক্তিগণ সেই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

ন তস্তাসন্নতে সূর্য্যো ন শশাক্ষো ন পাবকঃ ।

যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

স্বামী ।—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাপি দর্শয়মাহ—নিখাণেতি ।
নির্গতে মানমোহৌ অহংকারমিখ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যন্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্-
ল্পণো দোষো যেষ্টে, অখ্যায়ে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্টিতাঃ বিশেষণ-
নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যন্তে, সুখদুঃখহেতুভ্যাং সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি
বস্তুনি তৈবিরুক্তা অত এবামৃতা নিবৃত্তাবিভ্যাঃ সন্তুস্তদব্যয়ং পদং বৈকবং
গচ্ছন্তি । ৫

অনু ।—যৎ [পদং] গত্বা (প্রাপ্য) [যোগিনঃ] ন নিবর্তন্তে
(পুনরাগচ্ছন্তি) তৎ [পদং] সূর্য্যো ন ভাসরতে (প্রকাশয়তি) ন শশাক্ষঃ
(চক্সঃ) ন পাবকঃ (অগ্নিঃ) ন [প্রকাশয়তি] তৎ মম পরমং ধাম
(স্বরূপম্) । ৬

অনু ।—যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার সংসারে প্রতি-
নিবৃত্ত হন না ; সূর্য্য, চক্স ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারে না ;
তাহাই আমার পরম পদ । ৬

স্বামী ।—তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিত্তি । যৎ পদং
সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং
পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো
নিবৃত্তঃ । ৬

টিপ্পনী ।—যে বৈকব-পদ প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ পুনরাগমন করেন
না, তাদৃশ বৈকব পদ সমস্ত বস্তুর প্রকাশে সমর্থ সূর্য্যদেবও প্রকাশ করেন
না, সূর্য্য অগ্নিগমন করিলেও চক্স প্রকাশ কার্য্য করিয়া থাকেন ; অত-
এব তিনিও প্রকাশ করিতে পারেন ? এই আশঙ্কার বলিতেছেন যে,
শশাক্ষ চক্সও সে পদ প্রকাশ করেন না ; এতদ্ব্যতীত অস্তকালে অগ্নি

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃযষ্ঠানীশ্চিরাণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭

প্রকাশ থাকেন, তিনি প্রকাশ করিতে পারেন? এই জন্ত বলিতেছেন “ন পাবকঃ” পাবক অগ্নিও প্রকাশ কনেন না। সূর্য্যাদি কেন তাহার প্রকাশে অসমর্থ তাহা বলিতেছেন, সেই জ্যোতিঃপদার্থ অগ্নিও প্রকাশ এবং সূর্য্যাদি সকল জড়জ্যোতির অবভাসক, আমার স্বরূপাত্মক পদ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—মম এব অংশঃ [অগ্নিঃ] জীবভূতঃ সনাতনঃ (সদা সংসারিণেন প্রসিদ্ধঃ) [আদৌ] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতে) লীনভরা স্থিতানি) মনঃযষ্ঠানি ইচ্ছিয়াণি জীবলোকে (সংসারে) [ভোগার্থঃ] কৰ্ষতি ॥ ৭

অনু ।—আমারই অংশভূত সৰ্ব্বদা সংসারিণীয়ে প্রসিদ্ধ এই সনাতন জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে ভোগার্থ আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭

স্বামী ।—নহু চ স্বদীর্ঘ ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্তন্তে, তর্হি “সতি সম্পত্ত্ব ন বিদুঃ সতি সম্পত্ত্বামহে” ইত্যাদি ঋতেঃ সৃষ্টি-প্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামন্তীতি কো নাম সংসারী শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণঃ দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ । মমৈবাংশো যোহয়মবিত্তরা জীবভূতঃ সনাতনঃ সৰ্ব্বদা সংসারিণেন প্রসিদ্ধঃ, অসৌ সৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতে লীনভরা স্থিতানি মনঃ যষ্ঠাং যেষাং তানীচ্ছিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি । এতচ্চ কশ্মৈচ্ছিয়াণাং প্রাপ্ত চোপলক্ষণার্থম্ । অযজ্ঞাবঃ—সত্যং সৃষ্টিপ্রলয়রোরপি যদংশভ্যাং সর্ব্বত্রাপি জীবমান্ত্রস্ত যদ্বি লয়ানন্তেব যৎপ্রাপ্তিস্থাপ্যবিত্তরাবৃত্তস্ত সাত্মনস্ত সপ্রকৃতিতে যদ্বি লয়ো ন তু শুদ্ধে । তদ্বক্তৃম্—“অব্যাক্তাব্যাক্তরঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্তি” ইত্যাদিনা । অতচ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছয়বিধান্ প্রকৃতে লীনভরা

হিতানি ষোণাধিকৃতানীহ্মিমাণ্যাকবতি, বিহ্বান্চ শুদ্ধবরূপপ্রাপ্তেৰ্ণা-
বৃত্তিরিতি । ৭

টিপ্পনী ।—আশঙ্কা হইতে পারে যে “যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে” এই
কথাটি বিরুদ্ধ, যেহেতু গমন করিলে তাহার পুনরাগমন হইবেই ; যদি
বল অনাত্ম বস্তুর প্রাপ্তিই পুনরাবর্তনশীল, আত্মপ্রাপ্তি নহে ; ইহাও
বলিতে পার না, যেহেতু সুষুপ্তিদশায় আত্মপ্রাপ্তি ঘটিলেও তদন্তে পুনরা-
বৃত্তি হইয়া থাকে । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গমনকর্তা জীব আর
গন্তব্য ব্রহ্ম অভিন্ন, এইজন্য তাহাদের প্রাপ্যপ্রাপকভাবে অপ্রসিদ্ধ ; অতএব
গমন ঔপচারিক, যেহেতু অজ্ঞানমাত্রদ্বারা ব্যবহৃত এতদ্বত্ত্বের জ্ঞান-
মাত্রকে প্রাপ্তি বলা হয় । যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব হয়, তবে যেমন
জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের জলনাশে বিঘড়িত সূর্য্যে গমন হয়, তাহা হইতে
পুনরাবৃত্তি হয় না; সেইরূপ এবং যদি বুদ্ধাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাংশ জীব হয়, তবে
যেমন ঘটাকাশের ঘটনাশে মহাকাশে গমন হয়, তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি
হয় না, সেইরূপ জীবেরও উপাধিবিগমে নিক্রপাধিস্বরূপগমন এবং তাহা
হইতে অনাবৃত্তি উপচার বশতঃ বলা হইল । যেহেতু জীব ও ব্রহ্ম বস্ত্ততঃ
একই, কেবল ভ্রমবশতঃ ভেদজ্ঞান হয় ; উপাধি নিবৃত্ত হইলে ভ্রম
থাকে না বলিয়া তাহাদের ভেদজ্ঞানও বিনাশপ্রাপ্ত হয় । বর্তমান শ্লোক
হইতে পরপর শ্লোকে এই সকল বিষয় প্রতিপাদন করিবেন । তন্মধ্যে
জীবের ব্রহ্মরূপতানিবন্ধন অজ্ঞান নিবৃত্তিদ্বারা স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটিলে পুনরায়
স্বরূপ হইতে স্থলন হয় না, ইহা বর্তমান শ্লোকের পূর্কার্কে প্রতিপাদিত
করিতেছেন ; সুষুপ্তি সময়ে সৰ্ব্বকাৰ্য্যের সংস্কার সহিত অজ্ঞান থাকে
বলিয়া ঐহা হইতে জীবের পুনরায় সংসার হয়, ইহা শ্লোকের পরার্কে
বলিতেছেন ।—পরমাত্মা আমার অংশ, জলে সূর্য্যের স্তায় ঘটে আকাশের
স্তায় ভেদকরিত অতএব মিথ্যা, তথাপি প্রাণধারণরূপ উপাধিস্বরূপ সেই
অংশের সংসারে জীবস্বরূপ কর্তা ভোক্তা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীত্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাগমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

হইয়াছে। উপাধি পরিচ্ছিন্ন হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সেই সনাতন নিত্য ; এইরূপ হইয়াও কেন স্রুষ্টি হইতে আবর্তিত হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।—স্রুষ্টিতে শ্রোত্র স্বক চক্ষু রসনা ভ্রাগ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের সহিত অজ্ঞানাখ্য প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে ; জাগ্রৎসময়ে ভোগজনক কৰ্ম উপস্থিত হইলে আবির্ভূত করে ; অতএব জ্ঞান হইতে অনাবৃতি হইলেও অজ্ঞান হইতে আবৃতি অল্পপন্ন নহে ॥ ৭

অনুব্রয়ঃ ।—অয়ম্ ঈশ্বরঃ (দেহাদীনামধিপতিঃ) যৎ শরীরং [কৰ্মবশাৎ] অবাপ্নোতি (লভতে) যচ্চ (যতশ্চ শরীরাৎ) উৎক্রামতি (নির্গচ্ছতি) বায়ুঃ আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ কুহুমাদেঃ সকাশাৎ) গন্ধান্ ইব [পূৰ্ব্বেষাং শরীরাৎ] এতানি (মনঃযষ্ঠানি ইন্দ্রিয়ানি) গৃহীত্বা সংযাতি ॥

অনু ।—দেহাদির স্বামী এই জীব (আত্মা) কৰ্মবশে যখন যে দেহ অবলম্বন করেন এবং যে দেহ হইতে বহির্গত হন, বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে সূক্ষ্ম গন্ধাংশ গ্রহণ করে, সেইরূপ পূৰ্ব দেহ হইতে এই মন ও ইন্দ্রিয়গণকে [সূক্ষ্মভাবে লইয়া] গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮

স্বামী ।—তাৎপার্য্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি । যৎ যদা শরীরান্তরং কৰ্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাহুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূৰ্ব্বেষাং শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সূক্ষ্মগৃহীত্বাতি, শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্ত আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুহুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানশোন গৃহীত্বা বায়ুৰ্বা গচ্ছতি ততঃ ॥ ৮

অনুব্রয়ঃ ।—অয়ম্ (জীব) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ভ্রাগম্

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাঘ্নিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ১০

এব চ 'মনস্' অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) উপসেবতে (উপভুক্ত্যে) ॥ ৯

অনু — এই জীব কর্ণ, চক্ষু, শ্রবক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনে অধিষ্ঠানপূর্বক শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করেন ॥ ৯

স্বামী — তান্ত্রেবেদ্বিরাগি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ— শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেদ্বিরাগি মনশ্চাস্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুক্ত্যে ॥ ৯

অনুব্যঃ — উৎক্রামন্তং (দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং) স্থিতং (তন্মি-
য়েব দেহে অবস্থিতম্) অপি বা [বিষয়ান্] ভুঞ্জানং বা গুণাঘ্নিতম্
(ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [জীবঃ] বিমূঢ়াঃ (বিবেকহীনঃ) ন অনুপশ্যন্তি,
জ্ঞানচক্ষুঃ (বিবেকিনঃ) পশ্যন্তি ॥ ১০

অনু — এক দেহ হইতে দেহান্তরগামী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত, অথবা বিষয়োপভোগকারী কিংবা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পার না ; জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অবলোকন করেন ॥ ১০

স্বামী — নহু কার্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণ এবভূতমাস্থানং সর্বেষুপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ— উৎক্রামন্তমিতি । উৎক্রামন্তং দেহা-
দেহান্তরং গচ্ছন্তং তন্মিষেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণাঘ্নিত-
মিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবঃ বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি, নালোকয়ন্তি জ্ঞানমেব চক্ষু-
র্থেবাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

টিপ্পনী — জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন সময়ে পূর্ব দেহে অবস্থান সময়ে, সেই দেহে থাকিয়াই বিষয়ভোগ সময়ে এবং গুণাঘ্নিত

যতন্তো যোগিনশ্চৈতনং পশ্যন্ত্যাস্থাবহিতম্ ।

যতন্তোহপ্যকৃতাস্থানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাৰ্থো তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

অবস্থার সৰ্ব্বথা দর্শনযোগ্য হইলেও ইহাই অত্যন্ত পরিভাপের বিষয়
বে, তাহাকে বিষয়ভোগে আকৃষ্টচিত্ত মানবগণ আস্থানাস্থজানহীন হইয়া
দেখিতে সমর্থ হয় না ; ইহারা বিবেকী, তাঁহারা প্রমাণভক্ত জ্ঞানচন্দ্রদ্বারা
দেখিতে পান ॥ ১০

অন্থয়ঃ । -- যতন্তঃ যোগিনশ্চ এনম্ (আস্থানম্) আস্থনি (দেহে)
অবহিতং পশন্তি ; যতন্তঃ (প্রবক্তঃ কুর্বন্তঃ) অপি অকৃতাস্থানঃ (অবিশুদ্ধ-
চিত্তাঃ) অচেতসঃ (মন্দমতয়ঃ) এনং ন পশন্তি ॥ ১১

অনু । — ধ্যান ধারণাদিদ্বারা প্রযত্নকারী যোগিগণ এই আত্মাকে
দেহ মধ্যেই অবস্থিত দেখেন ; পরন্তু বহু শাস্ত্রাদি পাঠে প্রযত্ন করিয়াও
অবিশুদ্ধচিত্ত ও মন্দমতি ব্যক্তিগণ এই আত্মাকে দর্শন করিতে
পারে না ॥ ১১

স্বামী । — দুর্জের শ্চারণঃ যতো বিবেকিষপি কেচিদেব পশন্তি,
কেচিৎ পশন্তি ইত্যাহ—যতন্ত ইতি । যতন্তঃ ধ্যানাদিভিঃ প্ররতমানা
যোগিনঃ কেচিৎকেনাস্থানাস্থানি দেহেহবহিতং বিবিভক্তং পশন্তি, শাস্ত্রা-
ভাসাদিভিঃ প্রবক্তঃ কুর্বাণা অপ্যকৃতাস্থানোহবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাচেতসো
মন্দমতয় এনং ন পশন্তি ॥ ১১

অন্থয়ঃ । — আদিত্যগতং যৎ তেজঃ চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) চ যৎ [তেজঃ]
অর্থো চ যৎ [তেজঃ] অখিলং (সর্বং) জগৎ তাস্ময়তে (প্রকাশয়তি)
তৎ তেজঃ মামকং (মদীয়মেব) বিদ্ধি ॥ ১২

অমু ।—স্বর্গগত, চন্দ্রগত এবং অগ্নিহু যে তেজ নিখিল, অগ্নি বিকশিত করে, সেই তেজকে আমরাই বলিরা মনে করিবে । ১২

স্বামী ।—তদেবং ‘ন তদাসন্নতে স্বর্গ্যঃ’ ইত্যাদিনা পারমেশ্বরঃ পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাং পুনরাবৃত্তিক্রতা, তত্র চ সংসারিণোহভাবমাশঙ্ক্য সংসারিত্বরূপং দেহাদিবিচিত্রিক্রমং দর্শিতম্, ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনস্তপ্তকিঞ্চে ন নিরূপয়তি—যদিত্যাদিচতুর্ভিঃ । আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিধং প্রকাশয়তি তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি । ১৩

টিপ্পনী ।—যে পদ সর্ববস্তুপ্রকাশক আদিত্যাদিগুণ প্রকাশ করিতে অসমর্থ, যে পদ প্রাপ্ত হইয়া মুমুকুগণ পুনরাহ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, যে পদের উপাধিভেদে কল্পিত জীবগণ মহাকাশের কল্পিতাংশ ঘটাকাশের ভ্রান্তি মিথ্যা সংসার অমুভব করে, সেই পদ যে সকলের আত্মস্বরূপ এবং সকল ব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ, তাহা প্রদর্শন করাইরা “আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা” এই পূর্বোক্ত বিবরণ বিবৃত করত নিজের বিস্তৃতি সংক্ষেপে বলিতেছেন ।—“ন তত্র স্বর্গ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহন্নয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।” এই শ্রুতির পূর্বোক্ত “ন তদ্ ভাসন্নতে স্বর্গ্যঃ” (১৫শ ৬ষ্ঠ) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যা করিরাছেন ; পরোক্ত—“তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” এই অংশ এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে ।—আদিত্যগত চৈতন্যাত্মক যে তেজ এবং চন্দ্র ও অগ্নিগত যে যে তেজ, অগ্নি প্রকাশ করিতেছে, তাহা আমরাই জানিবে, যদিও চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ স্বাবয়ব অকস্ম পদার্থে তুল্যই ; তথাপি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষবশতঃ আদিত্যাদিতেই সেই তেজ বিশেষভাবে প্রকটিত থাকার তাহারই বিশেষণ বলা হইল । ১২

গামাবিশ্ণু চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ । ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ।—অহম্ ওজসা (বলেন) গাং (পৃথিবীম্) আবিশ্ণু
(অধিষ্ঠায়) ভূতানি (চরাচরাণি) ধারয়ামি ; [অহমেব] রসাত্মকঃ
(রসময়ঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) ভূত্বা সৰ্ব্বাঃ ঔষধীঃ পুষ্যামি (সংবৰ্দ্ধয়ামি) । ১৩

অনু ।—আমি স্বীয় ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া
চরাচর ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি ; আমি রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদ্র
ঔষধিগণকে পরিপুষ্ট করি । ১৩

স্বামী ।—কিঞ্চ গামিতি । গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়
অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা
ত্রীছাঔষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সংবৰ্দ্ধয়ামি । ১৩

অন্বয়ঃ ।—অহং বৈশ্বানরঃ (জাঠরায়িঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্
আপ্রিতঃ (অবলম্বমানঃ) প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ [সন্] [প্রাণিভিঃ ভুক্তঃ]
চতুর্বিধং (চৰ্য্যাতোহাদি) অন্নং পচামি । ১৪

অনু ।—আমি জাঠরায়িক্রমে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া
প্রাণ ও অপানবাহু সমন্বিত হইয়া তাহাদের ভুক্ত চৰ্য্য, তোহ্য, লেহ ও
পেয়, এই চতুর্বিধ ভক্ষ্য পরিপাক করিতেছি । ১৪

স্বামী ।—কিঞ্চ অহমিতি । বৈশ্বানরো জাঠরায়িকৃৎ প্রাণিনাং
দেহভাস্তঃ প্রবিশ্তঃ প্রাণাপানাত্মক ভুক্ত্যাপকাত্ম্যং সহিতঃ প্রাণিভিঃ
ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহং চোষ্যং চেতি চতুর্বিধমন্নং পচামি । তত্র
বহুভৈরবখণ্ডাবখণ্ডা ভক্ষ্যভেদে অপূর্ণানি ভক্তব্যঃ, সন্মুখং ভোজনং
বিলোভ্য নিগীৰ্য্যতে পাকসানি ভোজ্যং, বহু ভিক্ষাভ্যং নিশিচয়ং রস-

সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

বাদেন ক্রমশো নিগীৰ্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লহং, যন্তু দংষ্ট্রাভি-
নিপীড্য রসাংশং নিগীৰ্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্ছোষামিতি চতু-
র্বিধভেদঃ ॥ ১৪ .

টিপ্পনী ।—আমিই জাঠরায়িক্রমে সমস্ত প্রাণীর অহঙ্করে প্রবিষ্ট
হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা বিশেষভাবে জালিত হইয়া চতুর্বিধ অন্ন
পাক করি ; ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ ও চোষ্য এই চতুর্বিধ অন্ন । যাহা
দন্তদ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা হয়, তাহা ভক্ষ্য—যেমন পিষ্টকাদি ;
ইহাকে চৰ্ক্যা নামেও অভিহিত করা হয় । যাহা কেবল জিহ্বাদ্বারা
লেহন করিয়া ভক্ষণ করা হয়, তাহা ভোজ্য ; যেমন নুপ প্রভৃতি ।
যাহা জিহ্বার নিকষে করিয়া রসান্বাদনদ্বারা গিলিত হয়, তাহা লেহ—
যেমন চিনির রস প্রভৃতি । যাহা দন্তদ্বারা চর্কিত হইয়া রসাংশ গ্রহণ
করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যক্ত হয়, তাহা চোষ্য,—যেমন ইক্ষুদণ্ডাদি ॥ ১৪

অহঙ্করঃ ।—অহং সর্বস্ব হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্ধ্যামিক্রমেণ প্রবিষ্টঃ)
[অতঃ] মন্তঃ (মংসকাশাৎ) (প্রাণিভাজন্ত) স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ
(প্রমোহঃ) চ [ভবতি] ; সর্বৈঃ বেদৈশ্চ অহমেব বেত্তঃ (জ্ঞাতব্যঃ)
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব অহমেব ॥ ১৫

অনু ।—আমি সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামিক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া
আছি ; অন্তএব আমি হইতেই প্রাণিভাজেরই পূর্বাভূত বিবরের স্মৃতি,
জ্ঞান এবং এতদুভয়ের অভাবও জন্মিয়া থাকে ; আমিই সর্ব বেদবেত্ত
এবং আমিই বেদান্তকর্তা (জ্ঞানদাতা গুরু) ও বেদবেত্তা (বেদার্থ-
জ্ঞাতা) ॥ ১৫

স্বামী ।—কিঞ্চ স্মৃতিশ্চেতি । সর্বস্ব প্রাণিভাজন্ত হৃদি সম্যগন্তর্ধ্যামি-

। ণাবিমৌ পুরুষৌ লোকে কুরুশ্চাকর এব চ ।

করঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থোহকর উচ্যতে ॥ ১৬

রূপেণ প্রবিষ্টোহিহম্ ; অতশ্চ মন্ত্র এব হেতোঃ প্রাণিমান্স্য পূৰ্ণানুভূতাব্য-
বিষয়া শ্রুতিৰ্ভবতি, তদানঞ্চ বিষয়েশ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ
প্রমোষো ভবতি । বেদৈশ্চ সৰ্বৈশ্চত্বদ্বেবাদিরূপেণাহসেব বেত্তঃ, বেদান্ত-
কৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ । বেদবিদেব চ বেদার্থ-
বিদপ্যাহমেব । ১৫

টিপ্পনী ।— আমি ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত্র যাবতীর প্রাণীর হৃদয়ে সন্নি-
বিষ্ট । আমি হইতেই তাহাদের ইহ জন্মে পূৰ্ণানুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়
এবং যোগিগণের পূৰ্ণজ্ঞানানুভূত বিষয়েরও স্মরণ হয় । আমি হইতেই
বিষয় ও ইশ্রিয়সংযোগজন্ত জ্ঞান হয়, যোগিগণের দেশ ও কালাদি দ্বারা
ব্যবহিত বিষয়ের জ্ঞান হয় । এই রূপ আমি হইতেই কাম ক্রোধাদি দ্বারা
ব্যাকুল অন্তঃকরণ ব্যক্তিগণের তাদৃশ শ্রুতি ও জ্ঞানের বিনাশও হইয়া
থাকে । এইরূপে ভগবানের জীবরূপতা বলা হইল, অতঃপর ব্রহ্মরূপতা
বলিতেছেন ।—আমিই সৰ্বদেবতাস্থক বলিয়া সমস্ত বেদের বেত্ত, আমিই
বেদান্তার্থ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বেদব্যাসাদিরূপে বেদকর্তা, আমিই বেদবিৎ
কৰ্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডস্থক মন্ত্রব্রাহ্মণরূপ সৰ্ব-
বেদার্থবেত্তা । ১৫

অন্বয়ঃ ।—করঃ অকরশ্চ [ইতি] বৌ এব ইমে পুরুষৌ লোকে
[প্রসিদ্ধৌ] ; [তয়োর্মধ্যে] সৰ্বাণি ভূতানি করঃ [ইতি নান্য প্রসিদ্ধঃ]
কূটস্থঃ অকরঃ উচ্যতে । ১৬

অনু ।—ইহ লোকে কর ও অকর নামে দুই প্রকার পুরুষ
প্রসিদ্ধ আছেন ; [তাহাদের মধ্যে] সমুদয় ভূতগণ কর নামে খ্যাত
কূটস্থ অকর নামে খ্যাত । ১৬ :

উত্তমঃ পুরুষস্বভ্যঃ পরমাত্মৈভ্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ইশ্বরঃ ॥ ১৭

স্বামী ।—ইদানীং ‘উত্তমঃ পরমঃ মম’ ইতি যত্নতঃ স্বকীয়ং সর্বো-
ত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—স্বাবিতি ত্রিভিঃ । করশ্চ অকরশ্চেতি স্বাবির্যো
পুরুষো লোকে প্রসিদ্ধো । তাবেবাহ—তত্র করঃ পুরুষো নাম স্বর্বাণি
ভূতানি ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তানি শরীরানি, অবিবেকিলোকস্ত শরীরেষেব
পুরুষপ্রসিদ্ধে । কূটো রাশিঃ শিলারূপিঃ পর্বত ইব দেহেষু নশ্ত্রংঘণি
নির্জীর্ণতয়া ভিষ্টতীতি কূটশ্চেতনো ভোক্তা স স্বকরঃ পুরুষঃ ইত্যু-
চ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

টিপ্পনী ।—সোপাধিক আত্মা নিরূপণ করিয়া পরম কারুণিক
ভগবান্ অর্জুনের প্রতি রূপাপরবশ হইয়া কর এবং অকরশব্দবাচ্য কার্য
ও কারণাত্মক উপাধিঘরের সংশোধনদ্বারা নিরূপাধি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ
প্রতিপাদন করিতেছেন । সংসারে দুইটি রাশি পুরুষোপাধি বলিয়া পুরুষ-
শব্দবাচ্য । তন্মধ্যে একটি কর, অপরটি অকর, কর—বিনাশী কার্যরাশি
একটি পুরুষ, অকর অবিনাশী দ্বিতীয় পুরুষ, ইনি করের উৎপত্তিকারণ
এবং ভগবানের মায়াশক্তি । নিজেই স্বরাকরের বিবরণ কহিতেছেন ।
—সমস্ত ভূতকার্যসমূহই কর, অকর কূটহ অর্থাৎ আবরণ-বিক্ষেপাত্মক
শক্তিঘররূপে অবস্থিত মারা, কারণোপাধিবশতঃ সংসারের কারণ বলিয়া
অনন্ত এবং এই অন্তই অকর নামে অভিহিত ॥ ১৬

অশ্বয়ঃ ।—অন্তঃ (এতাভ্যাং স্বরাকরাভ্যাং বিলক্ষণঃ) তু উত্তমঃ
পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উক্তঃ) যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ (নির্জীর্ণকার
এব) [স্মৃ] লোকত্রয়ম্ অবিশ্য বিভর্তি (পালয়তি) ॥ ১৭

অনু ।—এই উত্তরবিধ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র যে উত্তম
পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা নামে খ্যাত ; তিনি ঈশ্বর এবং

যস্মাৎ ক্রমতীতোহহমক্রাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

নির্ধিকার, তিনিই এই ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত পালন করিতেছেন ॥ ১৭

স্বামী ।—যদর্থমের্তৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি । এতাভ্যাং ক্রাক্রাভ্যামস্তৌ বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ । বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমা-
চ্চাসাবাত্মা চেতি । উদাহৃত উক্তঃ প্রতিভিঃ আত্মত্বেন ক্রাদচেতনাবিলক্ষণঃ
পরমত্বেনাক্রাদাচ্চৈতন্তাদ্ভোক্তবিলক্ষণ ইত্যর্থঃ । পরমাশ্রমমেব দর্শয়তি
—যো লোকত্রয়মিতি । য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ধিকার এব সন্
লোকত্রয়ং কৃত্বস্বং হৃদয়মাবিশ্রু বিভক্তি পালয়তি ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—এই ক্রাক্রের বিলক্ষণ—ক্র ও অক্ররূপ উপাধি-
দোষরহিত নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্তস্বভাব উৎকৃষ্টতম পুরুষ ; এতদ-
পেক্ষা ভিন্ন অর্থাৎ ক্রাক্ররূপ জড়রাশিষয়ের অবভাসক তৃতীয় চেতন-
রাশি পরমাত্মা বলিয়া বিখ্যাত । ইনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,
বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চবিধ অবিভাকল্পিত আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ
বলিয়া পরমাত্মা নামে অভিহিত । যে পরমাত্মা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই
লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন,
তিনি অব্যয়—সর্ববিকারশূন্য, ঈশ্বর—সকলের নিরন্তর ॥ ১৭

অন্নয়ঃ ।—যস্মাৎ অহং ক্রয়ং (জড়বর্গম্) অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ)
অক্রয়ং (চেতনবর্গাৎ) অপি উত্তমশ্চ (শ্রেষ্ঠশ্চ), অতঃ লোকে বেদে
চ পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ (প্রখ্যাতঃ) অস্মি ॥ ১৮

অক্ষু ।—যেহেতু আমি ক্রের অতীত এবং অক্র'র অপেক্ষা
উত্তম, এজন্য লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত ॥ ১৮

স্বামী ।—এবহৃতঃ পুরুষোত্তমশ্চাত্মনো নামনির্ধিকারেন দর্শয়তি

যো মামেবমসম্মুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিদুজ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শ্যাম্ভুনিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ শ্রীং কৃতকৃত্যশ্চ ভীরিত, ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তম-

যৌগো নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যশাদিতি । যশাৎ ক্রমং জড়কর্মমতিক্রান্তোহহং নিভ্যমুক্তশ্রীং, অকরা-
চেতনবর্ণাদুপ্যুত্তমশ্চ নিরন্ত্ৰীয়াং, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি
প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহস্মি । তথাচ শ্রুতিঃ,—“স বা অরমাত্মা সর্বত্র বশী
সর্বশ্রেশানঃ সর্বপ্রাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি” ইত্যাদি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—হে ভারত ! যঃ এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অসম্মুঢ়ঃ
(নিশ্চিতমতিঃ) [সন্] মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্বভাবেন (সর্ব-
প্রকারেণ) মাং ভজতি [ততশ্চ] সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞঃ) [ভবতি] ॥ ১৯

অনু ।—হে ভারত ! যিনি এইরূপ যৌহপরিপুষ্ট হইয়া আমাকে
পুরুষোত্তম বলিয়া অবগত হন, তিনি সর্বপ্রকারে আমার ভজনা করেন
এবং তাহার পর সর্ববিৎ হন ॥ ১৯

স্বামী ।—এবমুত্তেবরত জাতুঃ কলমাহ—ব ইতি । এবম্ উক্ত-
প্রকারেণাসম্মুঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স
সর্বভাবেন সর্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি, ততশ্চ সর্ববিৎ সর্বজ্ঞো
ভবতি ॥ ১৯

• অন্বয়ঃ ।—হে অনঘ ! (ব্যসনশূন্য !) ভারত ! ইতি (অনেন

সংক্ষেপ-প্রকারেণ) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্ ; [যঃ কোহপি] এতৎ বুজা
বুদ্ধিমান্ (সম্যক্ জানী) কৃতকৃত্যশ্চ ত্রাৎ ॥ ২০

অনু ।—হে ব্যসনশূন্য ভারত ! এইরূপ অতি সংক্ষেপে আমি
পরম রহস্ত এই শাস্ত্র তোমার কহিলাম, [যে কোন ব্যক্তি] ইহা জানিয়া
সম্যকরূপে জানী ও কৃতকৃত্য হন ॥ ২০

স্বামী ।—অধ্যায়ার্থমূপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যেনেং সংক্ষেপ-
প্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্তং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব যথোক্তং ন তু পুনর্বিংশতি-
শ্লোকমধ্যায়মাত্রম্ । হে অনঘ ! ব্যসনশূন্য ! অতএবৈতদ্ব্যহুজং বুজা
বুদ্ধিমান্ সম্যগ্জানী ত্রাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ত্রাৎ যোহপি কোহপি । হে
ভারত ! স্বঃ কৃতকৃত্যোহনীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০

সংসারশাখিনং ছিদ্ভা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।

পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫

টিপ্পনী ।—ইদানীং অধ্যায়োক্ত বিষয়ের প্রশংসা করিয়া অধ্যায়ের
উপসংহার করিতেছেন ।—হে অনঘ অর্জুন ! এইরূপে আমি গুহ্যতম
সম্পূর্ণ শাস্ত্রই সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বলিয়াছি । ইহা জানিতে পারিলে
অন্ত লোকও আত্মজানবান্ ও কৃতকৃত্য হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার অন্ত
কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না । “অনঘ” ও “ভারত” এই সম্বোধনদ্বয়ের
তাৎপর্য্য এই যে, যখন সাধারণ ব্যক্তিও ইহা জানিয়া কৃতকৃত্য ও আত্ম-
জানবান্ হন, তখন ভরত মহাবংশে জাত এবং স্বয়ং পাপরহিত তুমি যে
কৃতকৃত্য হইবে, এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২০

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

ষোড়শোধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
 দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবম্ ॥ ১
 অহিংসা সত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
 দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মাদ্ভবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
 তেজঃ ক্রমা বৃত্তিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
 ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্তু ভারত ॥ ৩

অনুব্যয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে ভারত ! অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং, দমশ্চ, যজ্ঞশ্চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আৰ্জ্জবম্ (যজ্ঞভূতা) অহিংসা, সত্যম্, অক্ৰোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনম্ (পরদোষাপ্রকাশনং), ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্তং (লোভাভাবঃ) মাদ্ভবং (যজ্ঞভূতা) হ্রীঃ (অকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লজ্জা) অচাপলং (ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং) তেজঃ (প্রাগলভ্যং) ক্রমা, বৃত্তিঃ (চিত্তস্থিরীকরণং) শৌচং (বাহ্যাত্মক-শুদ্ধিঃ) অদ্রোহঃ (জিঘাংসারাহিত্যং) নাতিমানিতা (আত্মনঃ অতি-গুণাশ্রয়িত্বমানাভাবঃ) [এতানি ষড়্বিংশতিপ্রকারানি] দৈবীং সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য) জাতস্তু ভবন্তি ॥ ১-৩

অনুব্যয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে ভারত ! অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানযোগে নির্ভা, দান, দম (ইন্দ্রিয়সংযম), যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (যজ্ঞ-যজ্ঞাদি কপযজ্ঞ), তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ

(ঔদার্য), শান্তি, পরনিন্দাত্যাগ, ভূতগণে দয়া, লোভাভাব, মুহূর্তা-
অকার্য্য-প্রবৃত্তিতে লোকলজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্রমা, বৃত্তি, বাহ্যাত্তর-
শুদ্ধি, জিহ্বাংসারাহিত্য, আপনাকে অতি মান্ত বলিয়া অভিমানের অভাব
—এই ২৬ প্রকার গুণ, যাহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জয়গ্রহণ
করেন, তাঁহাদেরই হইয়া থাকে । ১—৩

স্বামী ।—আশ্রয়ঃ সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ ।
মুচ্যন্তে ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোহথ বোড়শে । প্রকার্য্যান্নাস্তে “এতদ্
বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তং, তত্র ক এতত্ত্বং বুধ্যতে
কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষারং তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারিণেহনধিকারিণশ্চ
বিবেকার্থং বোড়শাধ্যায়সারভঃ । নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারি-
জিজ্ঞাসা ভবন্তি । তদুক্তং শ্রুতৈঃ,—“ভারো যো যেন বোঢব্যঃ স
প্রাগান্দোলিতো যদা । তদা কন্তস্য বোঢ়েতি শকাং কর্ত্ত্বং নিরূপণম্ ॥”
ইতি । তত্রাদিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবান্নবাচ
অভয়মিতি ত্রিভিঃ । অভয়ং ভয়াভাবঃ, সন্তস্য চিন্তস্য সংশুদ্ধিঃ স্প্রশস্রতা,
জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপারে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদে-
র্ষথোচিতং সংবিভাগঃ, দমো বাহেল্লিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং
দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ তপ উত্তরাধ্যায়ৈ বক্ষ্য-
মাণং শারীরাদি, আর্জবমবক্রতা । কিঞ্চ অহিংসেতি । অহিংসা
পরশীড়াবর্জনং, সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাসি চিন্তে
ক্রোধাহংপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্য, শান্তিশিষ্টোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে
পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জনমপৈশুনং, ভূতেষু হীনেষু দয়া, অলোলুপ্তং
লোভাভাবঃ অবর্ণলোপস্বার্থঃ । মর্দং মুহূর্তম্ অক্রুরতা, হীরকার্ঘ্য-
প্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপল্যং ব্যর্থক্রিয়ান্নহিত্যম্ । কিঞ্চ, তেজ
ইতি । তেজঃ প্রাগলভ্যং, ক্রমা পরিভবাদিষু পত্মমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ,
বৃত্তিহঃখাদিভিন্নবসীদতশ্চিন্তস্য ‘স্থিরীকরণং’ শৌচং বাহ্যাত্তরশুদ্ধিঃ

অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মজ্ঞতিপূজাভিমানশূদ-
ভাবে। নাতিমানিতা; এতাক্তভরাদীনি যদ্বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং
সম্পদমভি জাতস্ত ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভি-
মুখ্যেন জাতস্ত ভাবিকল্যাপস্ত পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ। ১-৩

টিপ্পনী।—পূর্বাধ্যায়ে “অথচ” মূলান্তহুসমুত্তানি কৰ্ম্মাহুবকীনি
মহুয্যালোকে” (১৫৭ ২য়) এই শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, মহুয্য-
দেহে পূৰ্ব্বজন্মের কৰ্ম্মাহুসারে অভিব্যক্ত বাসনাই সংসারবৃক্ষের অবাস্তর
মূল; ঈদৃশ বাসনারূপ প্রকৃতিকে নবম অধ্যায়ে দৈবী, আশুরী, রাক্ষসী
এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; তন্মধ্যে বেদবিরহিত কৰ্ম্মে এবং
আত্মজ্ঞানের উপারাহুঠানে প্রবৃত্তির হেতু শুভবাসনা দৈবী প্রকৃতি, বৈদিক
নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্বভাবসিদ্ধ রাগ-বৈষাহুসারী অনর্থের হেতুভূত-
রাক্ষসী ও তামসী অন্তঃ বাসনা আশুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি নামে অভি-
হিত হয়। সাত্ত্বিক শুভবাসনাকে দৈবী এবং রাক্ষসী ও তামসী অন্তঃ
বাসনাকে এক করিয়া আশুরী প্রকৃতি নামেই নির্দেশ করা হইল।
ইহার মধ্যে রাগের প্রবলতাবশতঃ আশুরী প্রকৃতি এবং হিংসার প্রবলতা-
বশতঃ রাক্ষসী প্রকৃতি হইয়া থাকে। ইদানীং শ্লোকজয়ে দৈবী সম্পৎ
নির্দেশ করিতেছেন।—সকল অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একাকী
কিন্নপে জীবনধারণ করিব এবম্বিধ ভরের পরিত্যাগ অভয়, অস্তঃকরণের
নির্মলতা সম্বলসংগৃহী, আত্মজ্ঞানরূপ যোগে একনিষ্ঠতা জ্ঞানযোগ-ব্যব-
স্থিতি, স্বকীয় স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া অপরের স্বত্ব উৎপাদন দান,
বহিঃপ্রবৃত্তির সৎসম দম, যজ্ঞ শ্রোত দর্শ-পৌৰ্ণমাসাদি এবং স্মার্ত্ত
দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মহুয্যযজ্ঞ এই চতুর্বিধ; আখ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞ
অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন; যদিও যজ্ঞপদে দেবযজ্ঞাদি ব্রহ্মযজ্ঞান্ত
পাচটি যজ্ঞকেই বুঝায়, তথাপি ব্রহ্মযজ্ঞ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বলিয়া
পৃথকরূপে উল্লিখিত হইল। তপস্তা শরীরাদি ভেদে জিবিধ, ইহা

দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বাণ্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভি জাতশ্চ পার্থ সম্পদমানুস্রীম্ ॥ ৪ ।

স্বয়ংই সপ্তদশ অধ্যায়ে বলিবেন । আৰ্জ্জব অবক্রতা, অহিংসা হিংসাভাব, সত্য প্রকৃতার্থ কথন, অক্রোধ ক্রোধহীনতা, ত্যাগ সন্ন্যাস ; শাস্তি অন্তঃ-করণের উপশম, পরের সমক্ষে পরের দোষ বলা পৈশুন্য, তাহার অভাব অশৈশুন্য, দয়া ছুঃখিত প্রাণিগণের প্রতি অমুকক্ষা, অলোলুপ্ত বিষয়, সন্নিধানেও ইন্দ্রিয়ের বিকারহীনতা, মার্দব অক্রুরতা, হ্রী লজ্জা, অচাপল্য চাপল্যহীনতা, ভেজ প্রাগলভ্য, ক্ষমা সামর্থ্য সন্তোষ পরিভবকারীর প্রতি ক্রোধ না হওয়া, ধৃতি দেহেন্দ্রিয়াদির ধারণক্ষম যত্ববিশেষ, শৌচ মায়ামিথ্যাতিরাহিত্য, দ্রোহ পনের জিহাংসার জন্ত অস্বাদিগ্রহণ, তদভাব অদ্রোহ, এই সকল দেহারম্ভকালে পুণ্যকর্ম্মদ্বারা অভিব্যক্ত বাসনাসমূহকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন ব্যক্তির হইয়া থাকে । ১—৩

অনুব্রূয়ঃ ।—হে পার্থ ! দন্তঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্বং) দর্পঃ (ধনবিজ্ঞাদি-জন্তো গর্ব্বঃ) অভিমানঃ ক্রোধঃ পার্শ্বাণ্যং (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানম্ (অবিবেকঃ) চ এব [এতানি] আনুস্রীম্ (অনুরাগাঃ রাগসানাঞ্চ বা সম্পত্তিঃ তাং) সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য) জাতশ্চ [ভবন্তি] ॥ ৪

অনু ।—হে পার্থ ! দন্ত, ধনবিজ্ঞাদিজন্ত গর্ব্ব, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই গুলি, অনুগ্ন এবং রাগসগণের সম্পদ লক্ষ্য করিয়া বাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরই হইয়া থাকে ॥ ৪

স্বামী ।—আনুস্রীঃ সম্পদমাহ—দন্ত ইতি । দন্তো ধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পো ধনবিজ্ঞাদিনিমিত্তং চিত্তভ্রান্তৌৎসুক্যম্, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পার্শ্বাণ্যং নিষ্ঠুরত্বম্, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আনুস্রীমিত্যুপলক্ষণম্, অনুরাগাঃ রাগসানাঞ্চ বা সম্পত্তিতামানুস্রীমতি লক্ষ্য জাতশ্চেতানি দন্তাদীনি ভবন্তি ॥ ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ানুরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫

অনুব্রূয়ঃ ।—দৈবী সম্পদ্বি মোক্ষের, আনুরী [সম্পদং] নিবন্ধায় মতা ; হে পাণ্ডব ! মা শুচঃ (শোকং মা কার্ষীঃ) [মতস্যং] দৈবীং সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য) জাতঃ অসি ॥ ৫

অনুব্রূয়ঃ ।—দৈবী সম্পদং মোক্ষের এবং আনুরী সম্পদং বন্ধের হেতু বলিয়া বর্ণিত হয় ; হে পাণ্ডব ! তুমি শোক করিও না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদং লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

স্বামী ।—এতরোঃ সম্পদোঃ কার্ষ্যং দর্শয়মাহ—দৈবীতি । দৈবী যা সম্পদং তয়া যুক্তো মরোপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেহমিকারী, আনুরীয়া সম্পদা যুক্তস্ত ন্নিত্যসংসারীত্যর্থঃ । এতৎ শ্রুত্বা কিমহমজ্ঞাধিকারী ন বেতি সন্দেহবাকুলচিত্তমজ্জুনমাস্বাসয়তি—হে ভারত ! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ যতন্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোহসি ॥ ৫

টিপ্পনী ।—এই দৈবী ও আনুরী সম্পদ্বয়ের ফলবিভাগ করিতেছেন ।—যে বর্ণের এবং যে অন্তরের যে ফলাভিসন্ধিরহিত সাত্ত্বিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে, তাহাই তাহার দৈবী সম্পদং । ঐদৃশ সম্পদং মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকে, অতএব শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি তাহাই গ্রহণ করিবেন । যাহা যাহার শাস্ত্রনিবিদ্ধ ফলাভিসন্ধিপূর্বক সাহকার রাজসী ও তামসী ক্রিয়া, তাহাই তাহার আনুরী ; এই আনুরী প্রকৃতিকে শাস্ত্রকারগণ সংসারবন্ধের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব ইহা মঙ্গলার্থীগণের পরিত্যাজ্য । “আমি ইহার কোন সম্পদ্বুক্ত” অজ্ঞানের এইরূপ সংশয় নিরাকরণের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে পাণ্ডব ! “আমি আনুরী সম্পদ্বুক্ত” ইহা আশঙ্কা করিয়া অজ্ঞতাপ করিও না, যেহেতু তুমি দৈবীসম্পদং লক্ষ্য করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আশ্রয় এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আশ্রয়ং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

অশ্রয়ঃ ।—হে পার্থ ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আশ্রয়ঃ [ইতি]
দ্বৌ (দ্বিপ্রকার্যো) ভূতসর্গৌ [স্তঃ] দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (ব্যাখ্যাতঃ)
আশ্রয়ং মে (মদবচনাৎ) শৃণু ॥ ৬

অনু ।—হে পার্থ ! এই লোকে দৈব ও আশ্রয় এই দ্বিবিধ
ভূতসৃষ্টি হইয়াছে ; দৈবসৃষ্টির বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি, আশ্রয়-
সৃষ্টি প্রবণ কর ॥ ৬

স্বামী ।—আশ্রয়ী সম্পৎ সর্কাত্মনা বর্জিতবৈত্যতদধর্মশাস্ত্রীং
সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাং—স্বাবিতি'। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে
মদবচনাচ্চণ্ড অশ্রয়রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন স্বাবিত্যুক্তম্ । অতো
“রাক্ষসীশাস্ত্রীদৈব প্রকৃতিং মোহিনীং প্রিতাঃ” ইত্যাদিনা নবমাখ্যায়োক্ত-
প্রকৃতিত্রৈবিধোনা বিরোধঃ । স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ৬

টিপ্পনী ।—আশ্রয়ী হইতে পারে যে, রাক্ষসী প্রকৃতি শাস্ত্রনিবদ্ধ
ক্রিয়াকারিণী বলিয়া সাম্য থাকাবশতঃ আশ্রয়ী প্রকৃতির অন্তর্ভূত হইতে
পারে, কামোপভোগের প্রাধান্ত এবং প্রাণিহিংসার প্রাধান্তবশতঃ কচিং
ভেদ থাকিলেও অন্তান্ত বিষয়ে সাম্য থাকার “আধিক্যেন ব্যপদেশা
ভবতি” এই স্বায়ক্রমে আশ্রয়ী প্রকৃতিতে রাক্ষসী প্রকৃতির অন্তর্ভাব-
বশতঃ তাহারও আশ্রয়ী নাম হওয়া বিচিত্র নহে ; কিন্তু ঐতিহ্যে মহত্ব
প্রভৃতি নামে তৃতীয় একটা প্রকৃতির উল্লেখ আছে, অতএব তাহাকেও
হের মধ্যে রাখবা উপাদের মধ্যে গণনা করা উচিত, এইজন্য বলিতেছেন ;—
এই সংসারে দৈব ও আশ্রয় এই দ্বিবিধ সর্গই পরিলক্ষিত হয়, রাক্ষস
বা মহত্ব নামক অপর কোন সর্গ নাই । যখন যে মহত্ব শাস্ত্রীয় সংস্কারের
প্রবাল্যবশতঃ স্বভাবসিদ্ধ রাগ-দেব পরাভূত করিয়া ধর্মপরায়ণ হয়, তখন

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিছুরাসুরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিজ্ঞতে ॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসঙ্কুতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮

সে দেব এবং ঋগ্বেদ যে মহায্য স্বভাবসিদ্ধ রাগ ঘেযেহু প্রাবল্যবশতঃ শাস্ত্রীয় সংস্কার পরাকৃত করিয়া অধর্মপরায়ণ হয়, তখন সে অসুর নামে অভিহিত হয় ; যেহেতু ধর্ম ও অধর্ম ভিন্ন তৃতীয় একটা বিবরণ নাই, এই অসু প্রকৃতিও তদনুসারে দ্বিবিধই হইল। তদ্ব্যতীত দৈব ভূতসর্গ আমি তোমার নিকট বিস্তৃতভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে, দ্বাদশে ভক্তিলক্ষণে, ত্রয়োদশে জ্ঞানলক্ষণে, চতুর্দশে গুণাতীতলক্ষণে এবং বর্তমান অধ্যায়ে “অভয়ং সত্ত্বসংযুক্তিঃ” (১৬শ ১ম ২য় ৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে বলিরাছি । ইদানীং আসুর ভূতসর্গ আমার নিকট প্রবণ কর ; যেহেতু তাহা পরিত্যাগ্য, এই অসু জ্ঞান আবশ্যক ॥ ৬

অন্থয়ঃ ।—আসুরাঃ জনাঃ [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তিঃ চ [অধর্ম্মাৎ] নিবৃত্তিঃ চ ন বিদুঃ (জানন্তি) [অতঃ] তেষু ন শৌচং ন আচারঃ ন চাপি সত্যং বিজ্ঞতে ॥ ৭

অনু ।—আসুরপ্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তির বিবরণ অবগত নহে, অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ বা আচার অথবা সত্যনাই ॥ ৭

স্বামী ।—আসুরীঃ বিস্তরশো নিরুপপত্তি—প্রবৃত্তিঞ্চৈত্যাदि-দ্বাদশভিঃ । ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিকাশ্রয়ত্বা বা জনা ন জানন্তি অতঃ শৌচম্বাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাভ্যেব ॥ ৭

অন্থয়ঃ ।—[তে আসুরাঃ জনাঃ] জগৎ অসত্যং (বেদপুরাণাদি-প্রমাণশূন্যম্) অপ্রতিষ্ঠং (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপপ্রতিষ্ঠাহীনম্) অনীশ্বরং (ব্যবস্থা-পকল্পম্) অপরম্পরসঙ্কুতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ আহঃ ॥ ৮

অনু ।—সেই অনুরন্যভাব জনগণ এই জগৎকে বেদপুরাণাদি প্রমাণহীন, দৈবরশ্মত, স্ত্রী পুরুষের মিথুনসম্বৃত ও কামপ্রবাহজাত বলিয়া থাকে । ৮

স্বামী ।—নহু বেদোক্তরোধাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিক কথং ন বিদুঃ, কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ নদীকারে জগতঃ স্রবত্বাঃখাদিব্যবস্থা ত্রাৎ, কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ানীশ্বরাজ্ঞামতিবর্তেরন দৈবরানীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্তাদত আহ—অসত্যমিতি । নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদি-প্রমাণং যস্মিন্তাদৃশং জগদাহঃ, বেদাদীনাম্ প্রামাণ্যং ন মন্তস্ত ইত্যর্থঃ । তদুক্তং—“অয়ো বেদস্ত কর্তারো ভগুধৃত্তনিশাচরাঃ” ইত্যাদি । অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্ষস্ত তৎ, স্বাভাবিকং জগদৈচ্চিদ্ৰ্য্য-মাহরিত্যর্থঃ । অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্ত তাদৃশং জগদাহঃ । তর্হি কুতোইস্ত জগত উৎপত্তিঃ বদন্তীত্যত আহ—অপরম্পর-সম্বৃত্তমিতি । অপরম্পর পরশ্চেতি অপরম্পরম্ অপরম্পরতোইন্তোন্ততঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনং সম্বৃত্তং জগৎ কিমন্তং কারণমন্ত ? নাস্ত্যন্তং কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহেতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যোত্যর্থঃ । ৮

টিপ্পনী ।—পূর্ব শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আশুর প্রকৃতির লোকেরা ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি ইহার কিছুই মানে না, তাহাদের শৌচও নাই, আচারও নাই এবং সত্যও নাই । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক ধর্ম ও অধর্মের প্রতিপাদক সর্বলোকপ্রসিদ্ধ ভগবদাজ্ঞারূপ বেদাখ্য নির্দোষ প্রমাণ আছে এবং তদুপলব্ধী স্বতি পুরাণ ইতিহাসাদিও আছে, অতএব প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং তৎপ্রমাণাদি তাহারা জানে না কেন ? যদি জানে তবে আত্মা অলজ্ঞনকারী শান্তা ভগবান থাকিতে কিরূপ তাহারা সেই সকল বেদাদি প্রসিদ্ধ বিষয়ের অহুষ্ঠান না করিয়া শৌচ ও আচারাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—আশুর প্রকৃতির লোকেরা

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাআনোহন্নবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্রয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

ক্লামমাজিত্য দুষ্পূরং দন্তুমানমদাস্বিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাহিসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

জগৎকে অসত্য, অর্থাৎ তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদাধ্য প্রমাণশূন্য, ব্যবহার
হেতুভূত ধর্মার্থধর্মরূপ প্রতিষ্ঠাশূন্য এবং শুভাশুভ কর্মের ফলদাতা ঈশ্বরশূন্য
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। বলবৎ পাপরূপ প্রতিবন্ধক প্রভাবে
তাহারা বেদের প্রামাণ্য মানে না, সেই জন্য তষোধিত ধর্মার্থ ও ঈশ্বর
মানে না ; এই জন্য যথেষ্টাচারী হইয়া পুরুষার্থ হইতে পরিত্রষ্ট হয়।
যদি তাহারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ভগবান্ নু মানে, তবে কারণাভাববশতঃ
জগতের উৎপত্তি হয় কিরূপে ? তদ্বস্তরে তাহারা বলিতেছে;—কাম
প্রযুক্ত স্ত্রী পুরুষের অন্তোন্ত সংযোগে উৎপন্ন জগতের কাম ভিন্ন অপর
কারণ নাই। অতএব ধর্মার্থ অথবা ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন ;
এইটি নাস্তিকের মত ॥ ৮

অনুয়ঃ ।—অন্নবুদ্ধয়ঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য (আজিত্য) নষ্টাআনঃ
(মলিনচিত্তাঃ) উগ্রকর্মাণঃ (হিংস্রকর্মপরায়ণাঃ) অহিতাঃ (বৈরিণঃ)
[ভূত্বা] জগতঃ ক্রয়ায় প্রভবন্তি ॥ ৯

অনু ।—সেই সকল অন্নবৃত্তি লোকেরা উক্তবিধ দৃষ্টি অবলম্বন
করিয়া মলিনচিত্ত, হিংস্রকর্মপরায়ণ ও অহিতকারী হইয়া জগতের অয়ের
নিমিত্ত প্রোতুর্ভূত হয় ॥ ৯

স্বামী ।—কিঞ্চ এতামিতি । এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং
দর্শনমাজিত্য নষ্টাআনো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোহন্নবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতরঃ,
অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্রয়ায়
প্রভবন্তি উক্তবস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্ত্রায়ুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদिति নিশ্চিততঃ ॥ ১১

আশাপাশনতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঐহন্তে কান্নভোগার্থমন্টায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

অর্থঃ ।—হৃৎপূরঃ কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদাহিতাঃ [সন্তঃ]
মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ (ছুরাগ্রাহান্) গৃহীত্বা (স্বীকৃত্য) অন্তচিত্ততাঃ
[সন্তঃ] [কৃত্তদেবতারাধনাদৌ] প্রবর্তন্তে ॥ ১০

অনু ।—তাহারা হৃৎপূরগীর কামনা অবলম্বন পূর্বক দম্ভ, মান
ও মদাহিত হইয়া মোহবশে “অমুক মন্ত্ৰদ্বারা অমুকদেবতার আরাধনা
করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব” এইরূপ ছুরাগ্রাহ স্বীকারপূর্বক অন্তচিত্তত
অবলম্বনে কৃত্ত কৃত্ত দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০

স্বামী ।—অপি চ কামমাস্রিত্যেতি । হৃৎপূরঃ পুরস্কৃত্তমশক্যং
কামমাস্রিত্য দম্ভাদিভিবৃদ্ধাঃ সন্তঃ দেবতারাধনাদৌ প্রবর্তন্তে । কথং ?
অসদ্গ্রাহান্, গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্ৰেণ এতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্
সাধয়িস্থামি ইত্যাদি ছুরাগ্রাহান্ মোহমাজ্জ্ঞেয় স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে, অন্তচি-
ত্ৰতা অন্তচীনি মন্ত্ৰমাংসাদিবিষয়ানি ব্রতানি বেষাং তে ॥ ১০

টিপ্পনী ।—আত্মর প্রকৃতির জীবগণ হৃৎপূরগীর বিবরাভিলাষ
আশ্রয় করিয়া, অধার্মিক হইয়াও ধার্মিকত্ব প্রত্যাশনরূপ দম্ভ, অপূজনীয়
হইয়াও পূজ্যতা প্রকাশরূপ মান, উৎকৃষ্ট না হইয়াও উৎকর্ষ বিস্তাররূপ
মন্ত্ৰতা অবলম্বন করত এই মন্ত্ৰদ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া
কামিনীগণকে আকৃষ্ট করিব, অমুক মন্ত্ৰদ্বারা অমুক দেবতাকে সন্তুষ্ট
করিয়া গুপ্ত ধনের অধিকারী হইব ইত্যাদি ছুট্ট আগ্রহরূপ অসদ্গ্রাহাদিত
হইয়া থাকে । অনন্তর তাহারা অন্তচিত্ততসম্পন্ন হইয়া অবৈদিক দৃষ্টকল-
যুক্ত কৃত্তদেবতাদির সেবার নিযুক্ত হয় ও অন্তচি নরক ভোগ করে ॥ ১০০

ইদমস্মৈ ময়া লব্ধমিহ প্রাপ্তং স্তেগ্যমোরথম্ ৷
 ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুমৰ্ধনম্ ॥ ১৩
 অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
 ঈশরোহহমহং ভোগা সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
 আঢ্যোহহিজনবানস্মি কোহন্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।
 যক্যে দাস্তামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
 অনেকঁচিত্তবিজ্ঞান্তা মোহকালসমাসূতাঃ ।
 প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬

অনুব্রুঃ ।—প্রলয়াস্তাং .(মরণাস্তাং) অপরিমেয়াং চিত্তাম্ উপা-
 শ্রিতাঃ (অবলম্ব্যমাণাঃ) [সত্তাঃ] কামোপভোগপরমাঃ এতাবদ্বিতি
 নিশ্চিতাঃ [অতএব] আশাপাশনশর্তৈঃ বদ্ধাঃ কামকোষপরায়ণাঃ [সত্তাঃ]
 কামভোগার্থম্ অন্তারেন অর্থসঞ্চয়ান্ দ্রুহন্তে (ইচ্ছন্তি) ॥ ১১।১২

অনুব্রু ।—তাহারা মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিত্তা আশ্রয়
 করিয়া কামোপভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং
 শত শত আশাপাশনে আবদ্ধ ও কাম-কোষের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থে
 অন্তরপূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় আকাজক্ষা করে ॥ ১১।১২

স্বামী ।—কিঞ্চ চিত্তামিতি । প্রলয়ো মরণমেবাত্মো বস্তুস্তা-
 মপরিমেয়াং পরিমাতৃমশক্যাং চিত্তামাশ্রিতাঃ, নিত্যচিত্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ ।
 কামোপভোগ এব পরমো যেবাং তে, এতাবদ্বিতি কামোপভোগ এব
 পরমঃ পুরুষার্থো নাস্তদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যন্তসেপাধঃ,
 তস্মাচ্চ বীৰ্হস্পত্যস্বয়ং, “কাম এতৈবকঃ পুরুষার্থঃ” ইতি “চৈতন্যবিশিষ্টঃ
 কামঃ পুরুষঃ” ইতি চ । অতএব আশেতি । আশা এব পাশপাতেষাং
 পর্য্যায়ী তৈব কাল ইত্যন্ত, আকাজক্ষায়াঃ কামকোষপরায়ণাঃ কামকোষা

পরমরনযাত্রায়ো দেবাং তে, কামভোগার্থমজ্ঞানেন চৌৰ্য্যাদিনাৰ্থানং
সকলান্ রানীনীকৃজে ইচ্ছন্তি ॥ ১১।১২

অনুব্রূয়ঃ ।—মরা অস্ত ইহং লক্ষ্য, উদং মনোরথং প্রাপ্যো, ইদম্
অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অর্দো শত্রুঃ মরা হতঃ, অপরান্
(অস্তান্ শত্রূন্) চ অপি হনিষ্যে; অহম্ দৈবরঃ (সর্বশক্তিমান্) অহং
ভোগী, অহং সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্যঃ) বলবান্ সুখী চ; অহম্ আচ্যঃ (ধনাদি-
সম্পন্নঃ) অস্তিজনবান্ (কুলীনঃ) অস্মি, মরা সতৃশঃ অস্ত্রঃ কঃ অস্তি,
[অহং] যক্ষ্যে (যাগান্তহুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ মহতীঃ প্রতিষ্ঠাঃ
প্রাপ্যামি) [স্বাবকেভ্যঃ] দাত্বামি মোহিষ্যে (হৰ্ষং প্রাপ্যামি) ইতি
অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিন্তবিশ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ [সন্তঃ]
কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অণ্ডচৌ (কন্দলে) নরকে
পতিস্তি ॥ ১৩—১৬

অনু ।—অন্ত আমি ইহা পাইলাম, এই অভিলষিত দ্রব্যও
পাইব, আমার ইহা আছে, আমার এই ধনও হইবে, এই শত্রু বিনষ্ট
হইল, অস্ত্রান্ত শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব; আমি সর্বশক্তিসম্পন্ন, আমি
ভোগী, আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আমি বলবান্, আমি সুখী; আমি
ধনশালী, আমি কুলীন, আমার সমান আর আছে কে? আমি যাগাদি-
দ্বারাও অস্ত্র যজ্ঞকারিদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিব,
[স্বাবকগণকে] দান করিব, আমোদ করিব—এইরূপে অজ্ঞানবিমোহিত
হইয়া বহু মনোরথে প্রবৃত্ত চিন্তবশে উদ্ভ্রান্ত হইয়া মোহজালে একান্ত
আবদ্ধ ও কামভোগে আসক্ত হওয়ায় অবশেষে অণ্ডচৌ নরকে পতিত
হয় ॥ ১৩—১৬

স্বামী ।—ভেবাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাৰ্হ—ইদমন্তেতি
চতুর্তিঃ। প্রাপ্যো প্রাপ্যামি, মনোরথঃ মানসঃ প্রিয়ম্। অস্তিজনবান্।
এভেভ্যাক জরাণাং দোকানাবিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতিতীতি

আত্মসম্ভাবিতাঃ শুদ্ধা ধনমানমদাস্বিতাঃ ।

যজ্ঞন্তে নামযজ্ঞন্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

চতুর্থোপনিষৎ । কিঞ্চ অসাবিত্তি । সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ । পট্টমন্তঃ ।
কিঞ্চ আত্ম ইতি । আত্মো ধনাদিসম্পন্নঃ অভিজ্ঞানবান্ কুলীনঃ, যস্যো
যাগান্তত্বটানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশাশ্রয়তীঃ প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্যামি,
দান্তামি তাবকেভ্যন্ত, মোদিস্তে হর্ষং প্রাপ্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমো-
হিতাঃ মিথ্যাভিনিবেশঃ প্রাপিতাঃ । এবজ্ঞতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—
অনেকেতি । অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিন্তম্ অনেকচিন্তং তেন
বিত্রাস্তা বিক্লিপ্তাঃ, তেনৈব, মোহময়েন জ্বালেন সমাবৃত্তা মৎস্তা ইব
সূত্রময়েণ জ্বালেন যজ্ঞিতাঃ, এক কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ
অন্তর্গে কৃশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৩—১৬

অনুব্রূয়ঃ ।—আত্মসম্ভাবিতাঃ শুদ্ধাঃ (অনব্রূয়ঃ) ধনমানমদাস্বিতাঃ
[সন্তঃ] তে দন্তেন [ন তু শ্রদ্ধয়া] নমযজ্ঞন্তে (নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে
যজ্ঞাঃ তৈঃ) অবিধিপূর্বকং যজ্ঞন্তে ॥ ১৭

অনু ।—তাহারা আপনা আপনিই সম্মানিত [কোন সাধু ব্যক্তি
তাহাদিগকে সম্মান করেন না], গর্কিতস্বভাব এবং ধনমান-মদ-সম্বিত
হইয়া দন্ত সহকারে অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ॥ ১৭

স্বামী ।—যস্য ইতি চ যজ্ঞেবাং মনোরথ উক্তঃ, স কেবলং দন্তা-
হকারাদিপ্রদান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্ব্যভ্যাম্ ।
আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাঃ নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ ; অতএব
শুদ্ধা অনব্রূয়ঃ, ধনেন যো মানো মদন্ত তাভ্যাং সম্বিতাঃ সন্তঃ নামমাত্রেন
যে যজ্ঞন্তে নামযজ্ঞাঃ যদা 'দীক্ষিতঃ সোমযাজী' ইত্যেবমাদিনা নামমাত্র-
প্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞান্তৈর্বজ্ঞন্তে, কথম্ ? দন্তেন, ন তু শ্রদ্ধয়া ; অবিধিপূর্বকক
যজ্ঞাঃ ভবতি তথা ॥ ১৭

অহঙ্কারঃ বলং দৰ্শং কামং ক্রোধঞ্চ সংজ্ঞিতাঃ ।

মাত্মানুপরদেহেবু প্রবিষন্তোহভ্যাসূরকাঃ ॥ ১৮

অনুব্রূয়ঃ ।—[তে আশুরাঃ জনাঃ] অহঙ্কারঃ বলং দৰ্শং কামং ক্রোধঞ্চ সংজ্ঞিতাঃ [সম্ভঃ] আশুপরদেহেবু (আশুদেহে পরদেহেবু চ) [চিদংশেন হিতং] মাং প্রবিষন্তঃ অভ্যাসূরকাঃ (সন্ন্যাসবর্জিতানাং গুণেবু দোষারোপকাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১৮

অনুব্রূয় ।—এ সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দৰ্শ, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া আশুদেহে ও পরদেহে চিদংশরূপে অবস্থিত আমার ঘেব করে, আর সন্ন্যাসবর্জী সাধুগণের গুণে দোষারোপক হইয়া থাকে ॥ ১৮

স্বামী ।—অবিধিপূৰ্ণকৃত্যেব প্রপঞ্চয়ন্তি—অহঙ্কারমিতি । অহঙ্কারাদীন্ সংজ্ঞিতাঃ সম্ভঃ আশুপরদেহেবু আশুদেহে পরদেহেবু চ চিদংশেন হিতং মাং প্রবিষন্তে। যজ্ঞন্তে, দন্তযজ্ঞেবু প্রভৃতা অভাবাদাশ্বনো বৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পঞ্চাঙ্গীনাং প্যবিধিনা হিংসারং চৈতন্তক্রোধমাজমেকা-বশিষ্যত ইতি প্রবিষন্ত ইত্যুক্তম্ । অভ্যাসূরকাঃ সন্ন্যাসবর্জিতানাং গুণেবু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—“আমি যাগ করিব” “আমি দান করিব” এইরূপ দস্তানবিস্তৃত ব্যক্তি সঙ্কল্পপূৰ্ণক কার্যে প্রবৃত্ত হয়, আশুর প্রকৃতি মানবগণের বহিরঙ্গ-সাধন যজ্ঞদানাদি কার্য্যও সিদ্ধ হয় না, অন্তরঙ্গসাধন জ্ঞান মৈত্রীগ্যাতি যে তাহাদের সুদূরপর্য্যন্ত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি, ইহা এই দ্রোকে বর্ণিতোছেন ।—ঈদৃশ ব্যক্তিগণ অহঙ্কার, বল, দৰ্শ, কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য এবং অন্তান্ত মহানোব সকল আশ্রয় করিয়া থাকে । যদি বল, এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও গোমার ভক্তিস্বারা পামিত হইয়া তাহাজ্ঞ মর্য্যক পণ্ডিত হইবে না, ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু তাহারা চৈতন্যস্বাদ নিজেদেহে ও ব্রী পুত্রাদির দেহে ব্যাধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত, অতএব

তানহং দ্বিবভুঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্লিপাম্যজস্রমশুভানান্দ্রীষেব যোনিষু ॥ ১৯

আত্মরীং যোনিমাপন্নান্ মুঢ়ান্ জন্মানি জন্মানি ।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

অতি প্রেমাপন্ন আমাকে ঘেব করে, আমার শাসনরূপ প্রতিবাক্যের অপালনই আমার ঘেব? যেমন রাজার আজ্ঞা পালন না করাই রাজার ঘেব করা, সেইরূপ। যদি বল, গুরুজন তাহাদিগকে উপদেশ দেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে,—তাহারা গুরুজনের করুণা প্রতারণা বলিয়া মনে করে; অতএব তাহারা সকল সাধনশস্ত্র হইয়া নরকে পতিত হয় ॥ ১৮

অত্মরঃ ।—অহং [মাং] দ্বিবভুঃ ক্রুরান্ অশুভান্ (আত্মর-
ন্যভাবান্) নরাধমান্ সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আত্মরীষু এব যোনিষু
(অতিক্রুরান্ ব্যাভ্রসর্পাদিযোনিষু) অজস্রম্ (অনবরতং) ক্লিপামি ॥ ১৯

অনু ।—আমার দেবকারী সেই সকল ক্রুরপ্রকৃতি অমঙ্গলশীল
নরাধমকে আমি নিরন্তর সংসারে অতি ক্রুর ব্যাভ্র, সর্পাদি অত্মর
যোনিতে নিক্ষেপ করি ॥ ১৯

স্বামী ।—তেবাঞ্চ কদাচিদপ্যাত্মরন্যভাবপ্রচ্যুত্বিন্তি তবভীত্যা—
তানিতি স্বাত্ম্যম্ । তানহং মাং দ্বিবভুঃ ক্রুরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু
তত্রাপ্যাত্মরীষেবাভিক্রুরান্ ব্যাভ্রসর্পাদিযোনিষু অজস্রমনবরতং ক্লিপামি,
তেবাং পাপকর্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

অত্মরঃ ।—হে কৌন্তেয়! জন্মানি জন্মানি আত্মরীঃ যোনিষু আপন্নঃ
(প্রাপ্তঃ) মুঢ়ঃ (অবিবেকিনঃ) মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ [অপি]
অধমাং (নিকট্যং) গতিং যাস্তি (প্রাপ্তবন্তি) ॥ ২০

অনু ।—হে কুণ্ডীনন্দন! প্রকৃতিজন্মেই আত্মরী যোনি প্রাপ্ত

ত্রিবিধং নরকেন্দ্রং দ্বারং নাশনমাস্তনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তন্মাদেতদ্বয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

ঐ সকল মূঢ়গণ আমার লাভ করিতে না পারায় তাহা অপেক্ষাও নিকট গতি প্রাপ্ত হইরা থাকে ॥ ২০

স্বামী ।—কিঞ্চ আশ্রয়ীভিতি । তে চ যানপ্রাপ্যৈষ্যেভ্যেবকারেণ যংপ্রাপ্তিশক্যপি কৃতস্তেবাম্ ? যংপ্রাপ্ত্যুপায়ং সম্মার্গমপ্রাপ্য তেভ্যোহ' প্যথমাং কৃমিকীটাদিবোনিং যান্তীত্যুক্তম্ । শেষঃ স্পষ্টম্ ॥ ২০

টিপ্পনী ।—ভাদৃশ আশ্রয়-প্রকৃতিগণেরও যে বহু জন্মান্তে মুক্তি হইবে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু বাহারা একবার আশ্রয় বোনি প্রাপ্ত হইরাছে, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রতি জন্মেই তাহা হইতেও নিকট বোনি প্রাপ্ত হয় । ইহাদের আমাকে পাইবার জন্ত কোনই আশা নাই । “কোত্তর” এই সম্বোধনে ভগবান জানাইতেছেন যে, তুমি যখন আমার পিতৃবৃহৎপুত্র, তখন তুমি ঈদৃশ আশ্রয়বোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ । যেহেতু একবার আশ্রয়-বোনি লাভ করিলে উত্তরোত্তর নিকট বোনিই প্রাপ্ত হইতে হয়, এইজন্ত যে পর্যন্ত মানব দেহ আছে, সেই পর্যন্ত কষ্টতম অশ্রয় বোনি পরিত্যাগের জন্ত দৈবী সম্পদ আশ্রয় করা উচিত ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইত্যং ত্রিবিধং নরকস্ত দ্বারম্ ; [অতএব] আস্তনঃ নাশনং (নীচবোনিপ্রাপকং) ; তন্মাদং এতৎ ত্রয়ং (সৰ্ব্বাস্তনা) ত্যজেৎ ॥ ২১

অনু ।—কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার ; এইগুলি আস্ত্রার নীচবোনিপ্রাপক ; অতএব সৰ্ব্বতোভাবে এই তিনটি ত্যাগ করিবে ॥ ২১

স্বামী ।—উক্তনামাশ্রয়বোনিমাং মধ্যে সকলবোনিহুলকৃতং দৌৰ্জয়ং

এতৈবিমুক্তঃ কোন্তের তমোষাটৈরিত্তিভিন্নঃ ।

আচরত্যাগ্ননঃ প্রেরয়ন্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাশ্নোতি ন মুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

সৰ্বথা বৰ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি । কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্ত দ্বারম্, অত এবাশ্বনো নাশনং নীচবানিশ্রাপকং তস্মা-
দেতদ্ব্রহ্মং সৰ্বাশ্বনা ত্যজেৎ ॥ ২১

টিপ্পনী ।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, আশ্বুর প্রকৃতির বহু ভেদ আছে । একজন পুরুষের জীবিতকাল মধ্যে তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব, এই ভক্ত তাহা সংক্ষেপে বলিতেছে, —কাম, ক্রোধ, লোভ— এই তিনটি নরক প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ ; ইহারাই সকল অনর্থের মূল, অতএব ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে ॥ ২১

অশ্বয়ঃ ।—হে কোন্তের ! তমোষাটৈরঃ (নরকস্ত দ্বারদ্বৈতঃ)
এতৈঃ ত্রিভিঃ বিমুক্তঃ নরঃ আশ্বনঃ প্রেরঃ (প্রেরঃসাধনং
তপোযোগাদিকম্) আচরতি ; ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি
প্রাপ্নোতি ॥ ২২

অমু ।—হে কুন্তীনন্দন ! নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি হইতে
বিমুক্ত ব্যক্তি আপনার প্রেরঃসাধন তপোযোগাদি অহুতান করেন ;
তাহার পর পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ২২

স্বামী ।—ত্যাগে বিশিষ্টঃ কলমাহ—এতৈরিত্তি । তমসো
নরকস্ত দ্বারদ্বৈতৈরিত্তিভিঃ কামাদিত্তিবিমুক্তো নরঃ আশ্বনঃ প্রেরঃসাধনং
তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

অশ্বয়ঃ ।—যঃ শাস্ত্রবিধিং (শাস্ত্রবিহিতং ধৰ্ম্মম্) উৎসৃজ্য কাম-
চীরতঃ (বধেঃ) বর্ততে, সঃ সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) ন অবাশ্নোতি

সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুংস্থজ্য যজন্তে অন্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ ! যে শাস্ত্রবিধিম্ উংস্থজ্য (ত্যক্ত্য) অন্ধরা তু অন্ধিতাঃ (যুক্তাঃ) যজন্তে, তেযাং নিষ্ঠা কা ? (কঃ আশ্রয়ঃ ?) সত্বং, রজঃ বাহো (অথবা) উমঃ ? ॥ ১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্ধায়িত হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের অন্ধা কীদৃশী ? সাত্বিকী বা রাজসী অথবা তামসী ? ॥ ১

স্বামী ।—উক্তাধিকারহেতুনাং অন্ধা মুখ্যা চ সাত্বিকী । ইতি সপ্তদশে গোপপ্রভাবেদস্বিধোচ্যতে । পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘যঃ শাস্ত্রবিধিমুংস্থজ্য বর্জতে কামচারতঃ । ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ ইত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুংস্থজ্য কামচারেণ বর্জমানস্ত জানেহধিকারো নাস্তীত্যুক্তং, তত্র শাস্ত্রবিধিমুংস্থজ্য কামচারঃ বিনা অন্ধর্য বর্জমানানাং কিমধিকারোহস্তি নাশ্চি বেতি বুভুংসয়া অৰ্জুন উবাচ—য ইতি । অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুংস্থজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুজ্য তমুল্লঙ্ঘ্য বর্জমানান্ত গৃহ্যন্তে ; তেযাং অন্ধরা যজনাঙ্গপত্তেঃ । আন্তিক্যবুদ্ধির্হি অন্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেহর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য “ত্রিবিধা ভবতি অন্ধা” “যজন্তে সাত্বিকা দেবান্” ইত্যাদ্যন্তরায়পত্তেঃ ; অতো নাত্র শাস্ত্রাভিলম্বিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশব্জ্য আভিত্যক্তশাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রব্রজ্যকৃষা কেবল-

মাত্যুপপন্নরাবশেন প্রকরা কচিদেবভারাদিনাশৌ প্রবর্তমানা গৃহন্তে;
অভৌহ্ময়র্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিযুঃস্বজ্ঞা হুঃখবুজ্ঞা আলম্বাষা অনাদৃতা
কেবলপ্রাচীরপ্রামাণ্যেন প্রকরাহিতাঃ সন্তো যজন্তে তেভ্যস্ত কানিষ্ঠা ?
কানিষ্ঠিতাঃ ? ক আশ্রয়ঃ ? তামেষ বিশেষণ পৃচ্ছতি,—কিং সন্তম্ ?
আহৌ কিং রজঃ ? অথবা তমঃ ইতি ; তেভ্যং তাদৃশী দেবগুণাদিপ্রবৃতিঃ
কিং সন্তসংশ্রিতা ? রজঃসংশ্রিতা ? তমঃসংশ্রিতা বৈতার্থঃ । প্রকরাঃ
সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধী আলম্বেন চ শাস্ত্রানাদরস্ত রাজসতামসত্বাশ্রিতা
সন্দেহঃ । যদি সন্তসংশ্রিতা তর্হি তেভ্যাপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাঅ-
জ্ঞানেহধিকারঃ প্রাদন্তথা নেতি প্রস্ততাপ্যর্থার্থঃ । ১

টিপ্পনী ।—এই জগতে কর্ম্মাহুষ্ঠাতা ব্যক্তিগণ দুই ভাগে বিভক্ত ;
তন্মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রীয় বিধান জানিয়াও অপ্রজ্ঞাবশতঃ তাহা পরিত্যাগ
করিয়া ইচ্ছানুসারে যৎকিঞ্চিৎ কার্যের অহুষ্ঠান করিয়া থাকে ; ঈদৃশ
মানবগণ সমস্ত পুরুষার্থের অযোগ্য বলিয়া আশ্রয় প্রকৃতি-সম্পন্ন । কেহ
কেহ শাস্ত্রীয় বিধান অবগত হইয়া প্রজ্ঞাপূর্বক শাস্ত্রানুসারে নিবিদ্ধ বর্জন
করত বিহিত কর্ম্মের অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহারা সকল পুরুষার্থের
যোগ্য বলিয়া দৈব প্রকৃতিযুক্ত, ইহা পূর্বাধ্যায়ের শেষভাগে ভগবান্
প্রতিপাদন করিয়াছেন । বাহারা আলম্ববশতঃ শাস্ত্রীয় বিধান উপেক্ষা
করিয়া প্রজ্ঞাসহকারেই বুদ্ধব্যবহারক্রমে নিবিদ্ধ বর্জনপূর্বক বিহিত
কর্ম্মের অহুষ্ঠান করে, তাহারা শাস্ত্রীয় বিধানের উপেক্ষারূপ আশ্রয়
ধর্ম্মদ্বারা অংশতঃ যুক্ত হইলেও প্রজ্ঞাপূর্বক অহুষ্ঠানরূপ দেব-সাধর্ম্মাদ্বারাও
অংশতঃ যুক্ত থাকে, এখন ইহারা কি আশ্রয় অথবা দেবপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত
হইবে ? যেহেতু এই শ্রেণীর মানবগণে উভয় ধর্ম্মেরই সমাবেশ দেখা
যাইতেছে । এইরূপ সন্দেহে পতিত হইয়া অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন ।—
বাহারা আলম্বাদির বশবর্তী হইয়া শাস্ত্রীয় বিধান উপেক্ষন করত বুদ্ধব্যব-
হারানুসারে দেবভাগের অর্জনা প্রকৃতি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই

শ্রীভগবান্‌বাচ—

ত্রিবিধা ভবতি প্রজ্ঞা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

যজনক্রিয়ার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহাদের সেই যজন ক্রিয়া কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী হয়, তবে তাহারা আহর; অন্তএব তাহারা কি, ইহা আমাকে বল ॥ ১

অনুগ্রহঃ ।—শ্রীভগবান্‌ উবাচ—দেহিনাং [যা] প্রজ্ঞা [সা] সাত্ত্বিকী রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব ভবতি ; সা স্বভাবজা (পূর্বকর্ম-সংস্কার-জাতা), তাং শৃণু ॥ ২

অনু ।—শ্রীভগবান্‌ কহিলেন—হে অর্জুন ! দেহিগণের যে প্রজ্ঞা, তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী, এই তিন প্রকারই হইয়া থাকে ; উহা তাহাদের স্বাভাবিক অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার হইতে উৎপন্ন ; সেই প্রজ্ঞার বিষয় অবশ্যকর ॥ ২

স্বামী ।—অত্রোত্তরঃ ভগবান্‌বাচ—ত্রিবিধেতি । অন্নমর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধেব ভবতি প্রজ্ঞা । লোকাচারমাজ্ঞেণ তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং বা প্রজ্ঞা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি । অত্র হেতুঃ—স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্বকর্মসংস্কারভ্রান্তপ্রজ্ঞাতা স্বভাবজা, স্বভাবমজ্ঞা কণ্ডুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্ ; ভ্রান্তু ভেদাৎ নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি প্রজ্ঞা ত্রিবিধা ভবতি । তামিমাং ত্রিবিধাং প্রজ্ঞাং শৃণ্বতি, তদ্বক্তং—‘ব্যবসারাস্থিক। বুদ্ধিরেকেহ কৃজনন্দন’ ইত্যাদিনা ॥ ২

চিহ্নানী ।—বাহ্যায় শাস্ত্রীয় বিধান পরিভ্রাণ করিয়া প্রজ্ঞাসংস্কারে দেহাদির অর্জনা করে, তাহারা প্রজ্ঞাতেই নানাপ্রকার হইয়া থাকে ।

সত্ত্বাত্মকত্বা সর্বত্র প্রজ্ঞা ভবতি ভারত ।

প্রজ্ঞাময়োরং পুরুষো যো যজ্ঞঃ স এব সঃ ॥ ৩

বাহারা সাত্বিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তাহারা দেব, অতএব তাহারা শাস্ত্রীয় সাধনের
অধিকারী হইয়া ফল লাভ করে, তাহারা রাজনিক প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া
শাস্ত্রের ও তৎফলনের অধিকারী হইয়া না, তাহারা ইহা 'আত্ম-প্রকৃতি' ; এই
প্রজ্ঞাভেদ নিরূপণকারী ভগবান্ অর্জুনের সাক্ষে অগণীত করিতেছেন ।—
মানবগণ যে প্রজ্ঞাবাহী শাস্ত্রীয় নিয়ম লভন করিয়া অর্জনা করে, সেই
প্রজ্ঞা তাহাদের স্বভাবজাত । বর্তমান জন্মের আনন্দক, পূর্বজন্মকৃত
ধর্মাদর্শাদি সংস্কারই স্বভাব । এই স্বভাব ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজস ও
তামস । উদৃষ্ট স্বভাবজনিত প্রজ্ঞাও ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজস ও তামস ;
[যেহেতু কার্য, কারণের অত্মরূপই হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণের যে প্রজ্ঞা
[শাস্ত্রীয় সংস্কারবশতঃ ইহা জন্মেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কারণের একতা-
নিবন্ধন এক সাত্বিকরূপাই । বাহা শাস্ত্রসংস্কার ব্যতিরেকে উৎপন্ন,
তাহাই স্বভাবজাত প্রজ্ঞা এবং ইহাই স্বভাবের ত্রৈবিধ্যবশতঃ ত্রিবিধ, এই
ত্রিবিধ প্রজ্ঞার বিবরণ প্রবণ কর ॥ ২

অত্মনঃ ।—হে ভারত ! সর্বত্র (বিবেকিনঃ অবিবেকিনো বা
লোকত্র) প্রজ্ঞা সত্ত্বাত্মকত্বা (সত্ত্বাত্মকত্বায়াঃসারিণী) ভবতি ; অয়ং পুরুষঃ
প্রজ্ঞাময়ঃ (প্রজ্ঞাবিকারঃ) যঃ যজ্ঞঃ সঃ স এব ॥ ৩

অনু ।—হে ভারত ! বিবেকী বা অবিবেকী সকল ব্যক্তিরই
প্রজ্ঞা বৎ সত্ত্বগুণের অত্মসারিণী হইয়া থাকে ; পুরুষও প্রজ্ঞাময় ; পূর্বজন্মে
বিনির্ঘেরূপ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ছিলেন এ জন্মেও তিনি তাদৃশ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ॥ ৩

স্বামী ।—নহি ৩ প্রজ্ঞা সাত্বিকোব সত্ত্বকার্য্যম্ভেদে বৈবৈচিত্র্যবশতঃ
কিঞ্চিৎ প্রকৃতি নিরূপিতঃ, যথোক্তঃ,—‘সত্ত্বো দমতিতিভেক্যাত্তপঃ সত্যং
ব্রহ্ম ব্রহ্মিঃ কৃতিত্বাৎসত্ত্বাৎ প্রজ্ঞা ব্রহ্মিণী নিরূপিতাতিভেদে : ইত্যোক্তাঃ

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রোতান্ ভূতগণাংশ্চাত্তে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৫

সত্ত্ব বৃত্তিঃ” ইতি । অতঃ কথং তত্ত্বত্রৈবিধ্যরূপ্যতে ? সত্যং, তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়েন রজস্তমোমিশ্রিতধেন সত্ত্বত্রৈবিধ্যাং অজ্ঞায় অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটতি ইত্যাহ—সত্ত্বতি । সত্ত্বাহরূপা সত্ত্বতারতম্যাহ-সারিণী সৰ্ব্বত্র বিরেকিনোহবিবেকিনো বা লোকত্র অজ্ঞা ভবতি ; তন্মাদয়ং পুরুষা লৌকিকঃ অজ্ঞায়ঃ অজ্ঞাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া অজ্ঞয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । তদেবাহ—যো যচ্ছুদ্ধঃ যাদৃশী অজ্ঞা যন্ত, স এব সঃ তাদৃশ্চা অজ্ঞয়া যুক্ত এব স ইতি । যঃ পূৰ্ব্বং সৎকাংকর্ষণে সাত্বিকঅজ্ঞয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেন সাত্বিকঅজ্ঞয়া যুক্ত এব ভবতি, যন্ত রজস উৎকর্ষণে রাজসঅজ্ঞায়ুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যন্ত তমস উৎকর্ষণে তামসঅজ্ঞয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাজ্ঞেন প্রবর্ত-মানেষেবং সাত্বিকরাজসতামসঅজ্ঞাব্যবস্থা, শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্বিকী একৈব প্রজ্ঞেতি প্রকরণার্থঃ । ৩

অনুয়ঃ ।—সাত্বিকাঃ (সত্ত্বপ্রধানাঃ জনাঃ) [সত্ত্বপ্রকৃতীন্] দেবান্ যজন্তে ; রাজসাঃ [রজঃপ্রকৃতীন্] যক্ষরক্ষাংসি [যজন্তে] অস্ত্রে তামসাঃ জনাঃ [তমঃপ্রকৃতীন্] প্রোতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে ॥ ৪

অনু ।—সত্ত্ব-প্রকৃতি-জনগণ সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণের আরাধনা করেন ; সেইরূপ রাজসিক লোকগণ রজঃপ্রধান যক্ষ ও রাক্ষসের আরাধনা করে ; আর তামসিক লোকেরা প্রোত ও ভূতগণকে পূজা করে ॥ ৪

স্বামী ।—সাত্বিকাদিভেদম্বেব কার্যভেদেন প্রণকরতি—যজন্ত ইতি । সাত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পুংলুপ্তি, রাজসাস্ত রজঃপ্রকৃতীন্, যক্ষান্, রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে, প্রোতভ্যোহন্তে বিলকণাস্তামসা

অশাস্ত্রবিহিতং ধোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাধিতাঃ ॥ ৫

কর্শন্নস্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মার্কৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞান্নরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

জনাত্মমানেন্ প্রেতান্ ভূতগণাংচ যজন্তে । সদ্ধাদি-প্রকৃतीনাং তত্ত-
দেবাদীনাং তু পূজাকিচিতিতন্তংপূজকানাং সাত্ত্বিকাদি জাতবামিত্যর্থঃ ॥ ৪

টিপ্পনী ।—প্রজ্ঞা-জাত হইলে ওষিষক নিষ্ঠাও জানা যায়, কিন্তু
প্রজ্ঞাই কিরূপে জানা যাইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে দেবপূজাদি কার্য-
যারাই জানা যায়, ইহাই ভগবান্ বলিতেছেন ।—যাহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান-
হীন হইয়াও স্বাভাবিক প্রজ্ঞাযুক্ত, তাহারী ঋত্বাদি সাত্ত্বিক দেবগণের
অর্চনা করে, যাহারা রজঃপ্রকৃতি যক্ষ রক্ষ প্রভৃতির অর্চনা করে,
তাহারা রাজসিক ; যাহারা তমোগুণসম্পন্ন ভূত প্রেতের অর্চনা করে,
তাহারা তামসিক ; “অন্তে” এই পদটি পরম্পরের অভ্যন্তর বৈলক্ষণ্য
স্থচনার জন্য তিন স্থলেই অস্থিত হইবে ॥ ৪

অন্থয়ঃ ।—দস্তাহকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাধিতাঃ যে অচেতসঃ
(অবিবেকিনঃ) জনাঃ [বৃথোগবাসাদিভিঃ] শরীরস্থং ভূতগ্রামং
(কিত্যাদি-ভূত-সমূহান্) [তথা মদাজ্জালজ্বনেনৈব] অন্তঃ শরীরস্থং
(দেহে অন্তর্ভূতমিতরা অবস্থিতং) মাং চ কর্শন্নস্তঃ (ক্লমং কুর্শন্নস্তঃ)
অশাস্ত্রবিহিতং ধোরন্ (উৎকটং) তপঃ তপ্যন্তে (কুর্শন্তি) তান্
অনুন্নরনিশ্চয়ান্ (ক্রুরনিশ্চয়ান্) বিজ্জি (জানীহি) ॥ ৫।৬

অন্থু ।—যে সকল অবিবেকী জনগণ দস্ত ও অহকারপন্নবশ
হইয়া এবং কাম, রাগ (আসক্তি) ও বলসম্পন্ন হইয়া, বৃথা উপবাসাদি-
যারা দেহস্থ ভূতগণকে এবং শরীর মধ্যে অন্তর্ভূতমিতরা অবস্থিত আত্মাকে
[আত্মার আদেশ অনুসারে] কুর্শন্ন করিয়া অশাস্ত্রবিহিত উৎকট তপস্কা

আহারস্তপি সর্বত্র ত্রিবিধা ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমাং শৃণু ॥ ৭

করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তুমি স্ততি জ্ঞান-প্রকৃতি বলিয়া জানিবে । ৫।৬

স্বামী ।—রাজগতামসেবপি পুনর্নিষেধাকরবাহ—অশাস্ত্রবিহিত-
মিতি স্বাভ্যাম্ । শাস্ত্রবিধিমনস্তোহপি কেচিং প্রাচীনপুণ্যসংস্কারে-
ণোক্তমাঃ সাংখ্যিকা এব ভবন্তি, কেচিন্ন্যামা রাজসা ভবন্তি, অধ্যাত্ম
তামসা ভবন্তি । যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতাহুগত্যা পাপগুণসন্দেশ
চ তদাচারাহুভবিনঃ সন্তোহশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে
কুর্ন্ততি । তজ্জ হেতবঃ, দস্তাহকারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোহভিলাষঃ
রাগ আসক্তিঃ বলমাগ্রহঃ ঐতরস্বিতাঃ সন্তঃ, তানাস্তরনিশ্চরান্ বিদ্বী-
ত্যন্তরেণাশ্বরঃ । কিঞ্চ কশ্যন্ত ইতি । শরীরস্থ প্রারম্ভকশ্চেন দেহে
স্থিতং তৃতানাং পৃথিব্যাণীনাং গ্রামং সমূহং কশ্যন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ
কৃশঃ কুর্ন্তোহচেতসোহবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্যামিত্তরা অন্তঃশরীরস্থং
দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞানঅনৈনৈব কশ্যন্তঃ সন্ত এব যে তপস্করন্তি,
তানাস্তরনিশ্চরান্ আশ্রয়োহতিক্রুরো নিশ্চরো যেষাং তান্ বিদ্বি ॥ ৫।৬

অনন্তঃ ।—সর্বত্র অপি [জনত্র] [যঃ] আহারঃ (অন্নমিমাং)
[সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি ; [তথা] যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ [প্রিয়ানি
ভবন্তি] ভেদাম্ ইমাং (বক্ষ্যমাণং) ভেদং শৃণু ॥ ৭

অতু —সকল ব্যক্তিরই আহার তিন প্রকার প্রিয় হইয়া
থাকে ; সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও তিন প্রকার প্রিয় ; তাহাদের
বক্ষ্যমাণরূপ পার্থক্য প্রবণ কর ॥ ৭

স্বামী ।—আহারাদিভেদানপি সাংখ্যিকবিভেদঃ কশ্যন্তুমাং—
আহারিকাদি জনোদগতিঃ । সর্বত্রাপি জনত্র আহারোহহারিঃ । স
তু বক্ষ্যমাণঃ ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি ; তথা যজ্ঞতপদানানি ত্রিবিধানি

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাস্ত্বিকপ্রিয়ারাঃ ॥ ৮

প্রিয়ানি ভবন্তি, তেষাং ১৮ বাক্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চিৎ রাজস-
তামসাহারযজ্ঞাদিপরিভ্যাগেন সাস্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সম্ভবত্বকৌ যত্নঃ
কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

- টিপ্পনী ।—আহার্য সাস্ত্বিক, তাহার্য দেব এবং বাহার্য রাজস ও
তামস, তাহার্য অম্মর, ইহা পূর্বে নির্ণীত হইয়াছে। ইদানীঃ সাস্ত্বিক-
গণের গ্রহণের জন্ত এবং রাজস ও তামসগণের পরিভ্যাগের জন্ত আহার,
যজ্ঞ, তপ ও দানের ত্রৈবিধ্য কীৰ্ত্তিত হইতেছে ;—দৃষ্ট-বিষয় আহার ত্রিবিধ,
অদৃষ্ট বিষয় যজ্ঞ, তপঃ, দানও ত্রিবিধ, ক্ৰেবল প্রজ্জাই ত্রিবিধ নহে।
দেবভোক্তাদেশে দ্রব্যভ্যাগ যজ্ঞ। তপঃ—শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শোধক কৃচ্ছ্র
চান্দ্রায়ণাদি। দান—পরম্বজ্ঞনক স্ব-স্বভ্যাগ। আহার, যজ্ঞঃ, তপঃ
ও দানের সাস্ত্বিকাদি ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭

অম্ময়ঃ ।—আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ রস্তাঃ (রসবন্তঃ)
স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থানিনঃ) ;
হৃদ্যাঃ (দৃষ্টিমাত্রমেব হৃদয়কমাঃ) আহারাঃ (ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ) সাস্ত্বিক-
প্রিয়ারাঃ ॥ ৮

অনু ।—আয়ুঃ, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির পরিবৰ্দ্ধক
রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, দেহে সারাংশরূপে দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর, এইরূপ
যে সকল ভক্ষ্যভোজ্যাদি, সেগুলি সাস্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮

- স্বামী ।—তজ্জাহার্যত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবনং
সম্ভবুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ,
প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুর্দানীনাং বিবৰ্দ্ধনাঃ বিশেষণ বৃদ্ধিকরাঃ তে ১৮ রস্তাঃ
রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থানিনঃ,

কটু, ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারো রাজসস্ত্রেষ্টো দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রো এব হৃদয়রম্যঃ ; এবস্ত্বতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্বিক-
প্রিয়াঃ ॥ ৮

টিপ্পনী । — আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের ভেদ পনেরটা শ্লোকে
ব্যাখ্যাত হইতেছে । আহার ত্রিবিধ ; আয়ু, স্বাস্থ্য—চিন্তের ঐশ্বর্য্য ; বল,
আরোগ্য, সুখ—ভোজনানন্তর তৃপ্তি ; প্রীতি, রস—মধুররস প্রধান ;
শ্রিত্ব, স্থির—রসাংশদ্বারা শরীরে চিরস্থায়ী, হৃদয়—হৃদয় প্রভৃতি দোষশূন্য
হৃদয়রম্য, আহার—চক্ষ্য চোখ লেহ পের সাত্বিকগণের প্রিয় । ইহা দ্বারা
সাত্বিক লোক জানা যায় এবং সাত্বিক হইতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ ঈদৃশ
আহার গ্রহণ করিবেন ॥ ৮

অম্বয়ঃ । — কটু, ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ
আহারো রাজসস্ত্রেষ্টো (প্রিয়াঃ) [ভবন্তি] ॥ ৯

অনু — অতিশয় কটু (নিম্ন প্রভৃতি) অতিশয় অম্ল (তিস্তিভী
প্রভৃতি), অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ (মরিচ প্রভৃতি) অতি-
রুক্ষ (কঙ্কোদ্রব প্রভৃতি) অতিবিদাহী (সর্বপ প্রভৃতি) ইত্যাদি যে
সকল পদার্থ, ভোজনকালে তাৎকালিক হৃদয়সস্তাপকর এবং পরে দৌর্দ্বন্দ্ব-
জনক ও রোগোৎপাদক, তৎসমুদয় রাজসগণের প্রিয় ॥ ৯

স্বামী । — তথা কটুতি । অতিশয়ঃ কটুাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে,
তেন অতিকটুনিষাদিঃ অত্যগ্নোহতিলবণোহত্যুষ্ণচ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণা
মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্কোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্বপাদিঃ, অতিকটু-
দয় আহারা রাজসস্ত্রেষ্টো প্রিয়াঃ, দুঃখঃ তাৎকালিকঃ হৃদয়সস্তাপাদি,
শোকঃ পশ্চাত্তাবিদৌর্দ্বন্দ্বশ্চ আমরো রোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযজ্ঞস্তীতি
তথা ॥ ৯

যাতযামং গতরসং পুতি পযু্যিষিতক যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১

অনুয়ঃ ।—যাতযামং (শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্তং) গতরসং (নিস্পীড়িত-সারং) পুতি (দুর্গন্ধং) পযু্যিষিতক (দিনাস্তরপকক) উচ্ছিষ্টম্ (অশুভুক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যম্ (অভক্ষ্যম্) [এবভুতং] ভোজনং (ভোজ্যং) তামস-প্রিয়ম্ ॥ ১০ .

অনু ।—পাকের পর একপ্রহর অতীত হইয়াছে এরূপ খাদ্য অর্থাৎ যাহা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, গতরস অর্থাৎ যাহার সারভাগ নিস্পীড়িত হইয়াছে, দুর্গন্ধ, পূর্বদিনের পক, অন্তের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তামসগণের প্রিয় আহার ॥ ১০ .

স্বামী ।—তথ্য যাতযামমিতি । • যাতো যামঃ প্রহরো যন্ত পকন্ত ওদনাদে: তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিস্পীড়িত-সারং, পুতি দুর্গন্ধং পযু্যিষিতং দিনাস্তরপকম্ উচ্ছিষ্টম্ অশুভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঙ্গাদি এবভুতং ভোজনং ভোজ্যং তামস-প্রিয়ম্ ॥ ১০ .

অনুয়ঃ ।—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীনৈঃ) [পুরুষৈঃ] যষ্টব্যমেব (যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্তং ফলং সাধনীয়ম্) ইতি মনঃ সমাধায় (একাগ্রং কৃত্বা) বিধিদিষ্টে: (বিধিবিহিতঃ) য: যজ্ঞ: ইজ্যতে (অহুষ্ঠীকৃত্যে) স: (তাদৃশ:) সাত্বিক: [জ্ঞেয়:] ॥ ১১

অনু ।—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিরা “যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য” এই মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে বিধিবিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্বিক ॥ ১১

অভিসন্ধায় তু.ফলং দত্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

।—যজ্ঞোহপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলা-
কাজ্জিভিন্নিতি ত্রিভিঃ । ফলাকাজ্জারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্য-
কত্বাৎ বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অহুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ । কথ-
মিজ্যতে, ষট্‌ব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং মান্ত্বং ফলং সাধনীয়-
মিত্যেবং স্ননঃ সমাধারেকাগ্রং কৃৎস্নত্যাগঃ ॥ ১১

টিপ্পনী ।—ইদানীং ক্রমাহুসারে উপস্থিত ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা
বলিতেছেন ।—অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, চাতুর্থাশ্র, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি
যজ্ঞ ত্রিবিধ, কাম্য ও নিত্য । যাহা ফলনিশ্চয় পূরক শাস্ত্রবোধিত, তাহা
কাম্য ; যে যজ্ঞ ফলসংযোগ বাতিরেকে জীবনাদি কারণদ্বারা শাস্ত্রবিহিত
তাহা নিত্য । ইহার মধ্যে কাম্য যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গীভূত যাবতীয় বস্তুর
সঙ্কলনপূরক মুখ্য কল্পেই অহুষ্ঠান করা উচিত । নিত্য যজ্ঞে সর্কাদ্বের
সঙ্কলন না করিতে পারিলেও প্রতিনিধি প্রভৃতি গোণকল্পেও অহুষ্ঠান
করা যাইতে পারে । যেহেতু শাস্ত্রে নিত্য যজ্ঞের প্রতি জীবনই কারণ-
রূপে নির্দিষ্ট আছে (আরোগ্য লাভ প্রভৃতি কাম্য ফল নহে) ; এই জন্ত
প্রত্যবার পরিহারার্থে সর্কাদ্ব সংগ্রহের অভাব ইহলে প্রতিনিধিদ্বারাও
যজ্ঞ অহুষ্ঠের, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কাম্য প্রয়োগে বিমুখ ব্যক্তিগণ
অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্ত যথাশাস্ত্র নির্দিষ্ট যে যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন, তাহাই
সাত্ত্বিক ॥ ১১

অনুব্রূয়ঃ ১—তু (কিঙ্ক) ফলম্ অভিসন্ধায় (উদ্দিষ্ট) দত্তার্থং
(অমহত্ব-খ্যাপনার) অপি যৎ ইজ্যতে (অহুষ্ঠীয়তে) হে ভরতশ্রেষ্ঠ !
তৎ যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (জানিহি) ॥ ১২

অনুব্রূ ।—পরন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ফলের উদ্দেশে স্বকীয় বাহাদর্য্য
প্রচারার্থ বাহা অহুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস-যজ্ঞ জানিবে ॥ ১২

বিধিহীনমসৃষ্টাঙ্গং মস্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

অঙ্কাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

দেববিজগুরুপ্রাক্ষপূজনং শৌচমার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

স্বামী ।—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধ্যেতি । ফলমভিসন্ধ্যার উদ্ভিষ্ট যন্তু ইত্যাতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দজ্জার্থক্ অমহত্বখ্যাণনার তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্তম্) অসৃষ্টাঙ্গং (ব্রাহ্মণাদিত্যঃ অদজ্জাঙ্গং) মস্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং (যথোক্তদক্ষিণারহিতং) অঙ্কাবিরহিতং যজ্ঞং [শিষ্টাঃ] তামসং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥ ১৩

অনু ।—শাস্ত্রোক্ত বিধানশূন্ত, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান হীন, মস্ত্রহীন, যথোচিত দক্ষিণাহীন এবং অঙ্কাপরিশূন্ত যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩

স্বামী ।—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি । বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্তম্ অসৃষ্টাঙ্গং ব্রাহ্মণাদিত্যো ন সৃষ্টং ন নিম্পাদিতমন্নং যন্তিৎস্তঃ মন্ত্রহীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং অঙ্কাশূন্তক্ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—দেব-বিজ গুরু-প্রাক্ষ-পূজনং শৌচম্ আর্জবং (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪

অনু ।—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাক্ষ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা (অস্তর্বাহিঃশুদ্ধিঃ) ; সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীরিক তপ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৪

স্বামী ।—তপসঃ সাধিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং ভাবচ্ছারী-ন্যুদিভেদেন তত্র ত্রৈবিধ্যমাহ—দেববিজাদিভিঃ ত্রিভিঃ । তত্র শারীরমাহ

অনুবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতকং যৎ ।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনকৈব বাঙ্ ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মোনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

—দেবেতি । প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্ত্রেহপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদি-
পূজনং শৌচাদিকং শরীরং শরীরনির্কর্তব্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—ক্রমপ্রাপ্ত তপস্তার সাত্ত্বিকাদি ভেদ বলায় অন্ত শরীর,
মানসিক ও বাচিক ভেদে তাহার ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন ।—দেব—ব্রহ্মা
বিষ্ণু প্রভৃতি, দ্বিজ—দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, ঋক—পিতা মাতা আচার্য্য
প্রভৃতি, প্রাজ্ঞ—পণ্ডিত, ইহাদের পূজা—প্রণাম শুক্রবা প্রভৃতি ;
শৌচ—যুস্তিকা জলাদিদ্বারা শরীর শোধন, আর্জ্জব—অকোটিল্য,
ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই সকল শরীর তপঃ নামে কথিত । শরীরপদে
শরীর প্রভৃতি প্রধান কর্তা দ্বারা সাধ্য, কেবল শরীরসাধ্য নহে ; যেহেতু
পরে বলিবেন যে, “পঠৈতে তন্ত হেতবঃ” (১৮শ ১৫শ) অর্থাৎ এই
শরীর তপস্তার পাঁচটি হেতু ॥ ১৪

অনুয়ঃ ।—অনুবেগকরং সত্যং প্রিয়হিতকং (শ্রোতুঃ প্রিয়ং
পরিণামে হিতকরকং) যৎ বাক্যম্ [অপি চ] স্বাধ্যায়াভ্যাসনং (বেদা-
ভ্যাসঃ) চ এব বাঙয়ং (বাচিকং) তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

অনু ।—অন্তের উবেগজনক নহে ঐক্লপ, সত্য এবং শ্রোতার
প্রিয় ও পরিণামে হিতজনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস—এইগুলি বাঙয়
তপ নামে খ্যাত ॥ ১৫

স্বামী ।—বাচিকং তপ আহ—অনুবেগকরমিতি । উবেগং ভয়ং ন
করোতীত্যনুবেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতকং পরিণামে সুখকরং
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং বেদাভ্যাসচ বাঙয়ং বাচা নির্কর্তব্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাজ্জিভিযুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ৰতে ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—মনঃপ্রসাদঃ (মনসঃ স্বচ্ছতা) সৌম্যত্বং (অক্রুরত্বং),
মৌনং (তুষ্ণীভুত্বং) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযমঃ) ভাবসংযুক্তিঃ (ব্যব-
হারে মায়ারাহিত্যম্) ইত্যেতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ৬

অনু ।—মনের স্বচ্ছতা, অক্রুরতা, মৌন, চিত্তসংযম এবং
ব্যবহারে কাপট্যরাহিত্য—এই গুলি মানসিক তপ বলিয়া অভিহিত
হয় ॥ ১৬

স্বামী ।—মানসং তপ আহ—মন ইতি । মনসঃ প্রসাদঃ স্বচ্ছতা,
সৌম্যস্বচ্ছতা, মৌনঃ মূর্নের্তাবো মনঃমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো
বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংযুক্তিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্য-
মিত্যেতন্মানসং তপ উচ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—অফলাকাজ্জিভিঃ • (ফলাকাজ্জাশূন্যৈঃ) যুক্তৈঃ
(একাগ্রচিত্তৈঃ) নরৈঃ পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ (আচরিতং) তৎ
(পূর্বোক্তং ত্রিবিধমপি) তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ৰতে (শিষ্টাঃ কথয়ন্তি) ॥ ১৭

অনু ।—ফলাকাজ্জাশীন ও একাগ্রচিত্ত-জনগণ পরম শ্রদ্ধা-
সহকারে যে তপ অকুষ্ঠান করেন, তাহাকে স্বধীগণ সাত্ত্বিক তপ
বলেন ॥ ১৭

স্বামী ।—তদেবঃ শরীরবান্ধনোভিনির্বর্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং,
তত্ত্রিবিধতাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাदि
ত্রিভিঃ । তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাজ্জাশূন্যৈযুক্তৈ-
রেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—শরীরাদি ভেদে তপস্তার ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইল ।
ইদানীং শ্লোকদ্বয়ে সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন ।—পূর্বোক্ত

সংকারমানপূজার্থং তপো দন্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমক্ৰবন্ ॥ ১৮

মুঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরশ্রোংসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

শারীর মানসাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্তা অপ্রামাণ্য শকাশ্রিত প্রকৃষ্ট আত্মিক্য
বুদ্ধি দ্বারা ফলাকাজ্জ্বা রহিত সমাহিত অধিকারিকর্তৃক অহুষ্ঠিত হইলে
সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় । ১৭

অন্বয়ঃ ।—সংকারমানপূজার্থং দন্তেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে,
ইহ চলম্ (অনিত্যম্) অক্ৰবন্ (কণিকং) তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

অনু ।—সংকার (সাধুবাদ) মানঃ পূজা (অর্থলাভাদি) অন্ত
এবং দন্ত প্রকাশার্থ যে তপ অহুষ্ঠিত হয়, ইহ-লোকে অনিত্য ও কণিক
কলপ্রদ সেই তপ রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

স্বামী ।—রাজসমাহ—সংকারেতি । সংকারঃ সাধুরমিতি,
তাপসোহরমিত্যাदि বাক্যপূজা, মানঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনাদিঃ,
দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দন্তেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে
অতএব চলমনিয়তম্ অক্ৰবন্ কণিকং যদেবভূতং তপস্তদিহ রাজসং
প্রোক্তম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—মুঢ়গ্রাহেণ (অবिवেককৃভেন' দুরাগ্রহেণ) আত্মনঃ
পীড়য়া পরশ্র উৎসাদনার্থং বা (অন্তস্ত বিনাশার্থমভিচাররূপং বা) যৎ
তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতং (কথিতম্) ॥ ১৯

অনু ।—অবिवেক-জনিত হৃষ্ট আগ্রহবশে আত্মপীড়নে অথবা
অন্তের উৎসাদনার্থ অভিচারাদিরূপ যে তপ অহুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৯

।—তামসং তপ আহ—মুচ্যেতি । মুঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃভেন

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেঃশূণকারিণে ।

দেশে কালে চ পাঞ্জে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

দুরাগ্ৰহেণাশ্বনঃ পীড়য়া যন্তপঃ ক্রিয়তে পরতোঃসাদনার্থং বা অন্তস্ত
বিনাশার্থমভিচাররূপং ভস্মাসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯

অনুয়ঃ ১—দাতব্যম্ [এব] ইতি [নিশ্চয়ন] দেশে ৬ পুণ্যে
কুরুক্ষেত্রাদৌ) কাল্রে (পুণ্যে গ্রহণাদৌ) পাঞ্জে (পাণ্ডিত্যতায় অথবা
সর্বস্বাৎ আপদগণাৎ দাতুঃ পরিত্যাগকর্ত্তে) অশূণকারিণে (প্রত্যা-
কারাসমর্থায়) যৎ দানং দীয়তে তৎ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

অনু ।—দান অবশ্য কর্তব্য এই নিশ্চয় করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি
পবিত্র ভীর্থ স্থানে, গ্রহণাদি পবিত্র সময়ে, দানের যথার্থ পাণ্ড মনে করিয়া
প্রত্যাগকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান অর্পিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান ।
[অথবা পাণ্ড অর্থে যাহাকে দান করিয়া দানের সাক্ষ্যানিবন্ধন দাতা
সর্বস্বিধ আপদ হইতে মুক্ত হন, ঈদৃশ ব্যক্তি দানের পাণ্ড ; তাদৃশ ব্যক্তিকে
পূর্বোক্ত দেশ কালে যাহা দেওয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান] ॥ ২০

স্বামী ।—পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানশ্চ ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি ।
দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদানং দীয়তে অশূণকারিণে প্রত্যাগকারী-
সমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ পাঞ্জে দেশকালাদিসাহ-
চর্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা, পাঞ্জে পাণ্ডিত্যতায় তপঃপ্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণ্যে-
ত্যর্থঃ, যথা চতুর্থোবৈবা পাঞ্জে ইতি ত্ত্বস্তুং রক্ষকার ইত্যর্থঃ ।
ন হি সর্বস্বানাপদগণাদাতারং পাণ্ডীতি । যদেবস্মৃতং দানং তৎ
সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

টিপ্পনী ।—ইদানীং ক্রমপ্রাপ্ত দানের ত্রৈবিধ্য প্রলোকিত্রে বলিতে-
ছেন । “দান করা উচিত” এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে কলাকাজকা
পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাগকারে অসমর্থ, (সমর্থ হইলেও প্রত্যাগকারের

যত্ প্রত্যাপকারার্থঃ ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।

দীয়েতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং শ্রুতম্ ॥ ২১

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়েতে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

আশা না রাধিরা) বিজ্ঞা-তপশ্চাষিত ব্রাহ্মণকে, দেশে—কুরুক্ষেত্রাদিতে, কালে—পুণ্য পুৰ্ব্বাগ্রহণাদি সময়ে যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—যৎ তু প্রত্যাপকারার্থং (প্রত্যাপকারলাভায়) বা (অথবা) ফলং (স্বর্গাদিকম্) উদ্दिष्ट [যৎ] পুনঃ [দানং] পরিক্রিষ্টং (পরিক্রেশয়ুক্তং যথা শ্রুতং তথা) দীয়েতে তৎ দানং রাজসং শ্রুতম্ ॥ ২১

অনু ।—কালান্তরে প্রত্যাপকার-প্রাপ্তির আশায় অথবা স্বর্গাদি ফললাভ কামনায় চিত্তক্লেশ সহকারে যে দান অহুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস মনে করিবে ॥ ২১

স্বামী ।—রাজসং দানমাহ—যত্ত্বিতি । কালান্তরেহং যং প্রত্যাপকরিত্বভীত্যেবমর্থঃ ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্दिष्ट যৎ পুনর্দানং দীয়েতে পরিক্রিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবজ্ঞাতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—অদেশকালে (অদেশে অপবিজ্ঞানে অকালে অশৌচাদি-সময়ে) অপাত্রেভ্যশ্চ অসংকৃতং (সংকারশূন্যম্) অবজ্ঞাতং (তিরস্কায়ুক্তং) যৎ দানং দীয়েতে তৎ তামসম্ উদাহৃতং (কথিতম্) ॥ ২২

অনু ।—অন্তচি স্থানে অন্তচি অবস্থায় এবং অপাত্রে—সংকার-হীন ও অবজ্ঞাসম্বিত যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা তামসিক দান নামে খ্যাত ॥ ২২

স্বামী ।—তামসং দানমাহ—অদেশেতি । অদেশে অন্তচি স্থানে, অকালে অশৌচাদিসময়ে, অপাত্রেভ্যো বিট-নটাদিভ্যো বদানং দীয়েতে,

ও তৎসদৃশি নির্দেশো ব্রাহ্মণত্ৰিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩

তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসংকৃতং পাদপ্রকালনাদিসংকারশূন্যম্
অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ এবমুতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—ও তৎ সং ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ (নান্না ব্যপ-
দেশঃ) স্মৃতঃ ; তেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা (সৃষ্টাদৌ) বিহিতাঃ
(বিধাত্ৰা নির্দিষ্টাঃ) ॥ ২৩

অনু ।—ও তৎ সং—এই তিনটি ব্রহ্মের নাম নির্দিষ্ট আছে,
সৃষ্টির প্রথমে এই ত্রিবিধ নামদ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ সকল বিহিত
হইরাছিল ॥ ২৩

স্বামী ।—নয়নং বিচার্যমাণে সৰ্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজস-
তামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রায়স ইত্যাপেক্ষা তথাবিধস্তাপি সাত্ত্বিক-
ষোপাদানপ্রকারং দর্শয়িতুমাং—ওমিতি । ওম্ তৎসদৃশি ত্রিবিধঃ
ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দেশো নান্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ । তত্র তাবৎ
ওমিতি “ত্রিবিদব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ । ওমিতি ব্রহ্মণো নাম,
জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ অবিদ্যুবাং পরোকৃত্বাচ্চ । তচ্ছবোহপি
ব্রহ্মণো নাম ; পরমার্থসত্ত্বসাধুপ্রশস্তত্বাদিতি । সচ্ছবোহপি ব্রহ্মণো নাম
“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । অয়ং ত্রিবিধোহপি নাম-
নির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্তৃং সমর্থ ইত্যাপরেন স্তোতি—তেন
ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্টাদৌ
বিহিতা বিধাত্ৰা নির্দিষ্টাঃ সগুণীকৃত্য ইতি বা, যথা যন্ত্রাং ত্রিবিধো
নির্দেশন্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তদ্বাস্তবতারং
ত্রিবিধো নির্দেশোহতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টিপ্পনী ।—পূর্ববর্তী গ্রন্থে আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের

তস্মাদোমিত্যাদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

ত্রৈবিধ্য কথনদ্বারা সাধ্বিক এই সকল বিষয়ের গ্রহণ করা উচিত এবং রাজস তামস আহারাদি পরিহার করা বিধেয়, ইহা বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দৃষ্ট বিষয় আহারের অঙ্গবৈগুণ্য হইতে পারে না বলিয়া ফলাভাবের আশঙ্কা নাই; কিন্তু যজ্ঞ, তপঃ ও দান অদৃষ্ট বিষয়, এই জ্ঞান ইহাদের অঙ্গবৈগুণ্যবশতঃ উৎপন্ন অপূর্ণের ফলাভাব হইতে পারে; যেহেতু এই সকল কার্যের অমুষ্ঠাভা মানব, তাহারা ব্রহ্মপ্রমাদশূন্য নহে; অতএব অঙ্গবৈগুণ্যও অবশ্যজ্ঞাবী এবং তদ্বিবক্ষন সাধ্বিকভাবে অমুষ্ঠিত হইলেও এই সকল যজ্ঞাদি অনর্থক হইয়া পড়ে; অতএব বৈগুণ্য পরিহারের জ্ঞান পরম-কারুণিক ভগবান্ নিজের ও তৎ সৎ এই নামরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করার উপদেশ দিতেছেন। ও তৎ সৎ এই শব্দটি পরমাত্মার প্রতিপাদক; ইহার তিনটি অংশ, ইহা প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন। যজ্ঞকর্তা ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞের হেতু বেদ এবং যজ্ঞরূপ কৰ্ম্ম এই ও তৎ সৎ নির্দেশদ্বারাই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব যজ্ঞাদি সৃষ্টির হেতু বলিয়া এই নির্দেশ বৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ ও মহাপ্রস্তাববিশিষ্ট ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য (উচ্চার্য্য) [কৃত্যঃ] ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবাদিনাং) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্তাঃ) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ সততং (সর্বদা) [অঙ্গবৈকল্যোহপি] প্রবর্তন্তে (সপ্তদশাভিব্যক্তার্থঃ) ॥ ২৪

অনুব্ধ ।—এই নিমিত্ত ওকার উচ্চারণপূর্বক অমুষ্ঠিত বেদজ্ঞ-দিগের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ সর্বদা [অঙ্গবৈকল্য হইলেও] সর্বদা সম্পূর্ণভাবে অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

তদিত্যনভিসঙ্কায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানাক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিক্রিঃ ॥ ২৫

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণি তথা তচ্ছব্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬

স্বামী ।—ইদানীং প্রত্যেকমোক্ষারাদীনাম্ প্রাপ্ত্যন্তঃ ‘দর্শয়ি-
-ম্যান্ ওকারন্ত তদেবাহ—তস্মাদিতি । যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ
প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যাদাহৃত্য তদুচ্চাৰ্য্য কৃত্য বেদবাদিনাং যজ্ঞাভ্যাঃ
শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্বদা অববৈকল্যেহপি প্রকর্ষণে বর্তন্তে
সপ্তমা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—তৎ ইতি [উদাহৃত্য] ফলম্ অনভিসঙ্কায় (ফল-
সকলভ্যাগেন) মোক্ষকাজিক্রিঃ বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দান-
ক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে ॥ ২৫

অনু ।—তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরি-
-ত্যাগ পূর্বক মুমুক্শুগণ নানাবিধ যজ্ঞ ও তপঃক্রিয়া এবং দান-
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫

স্বামী ।—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তোতি—তদিত্যি । উদা-
-হৃত্যেতি পূর্বশ্রাব্যম্ । তদিত্যাদাহৃত্য উচ্চাৰ্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষ-
-কাজিক্রিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাভ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে,
অতশ্চিত্তশোধনদ্বारेण फलसकलभ्यागनेन मुमुक्षुसम्पादकश्चातच्छब्दनिर्देशः
प्रशस्त इत्यर्थः ॥ २६

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! সম্ভাবে (অস্তিত্বে) সাধুভাবে চ (সাধু-
-তঃ) সৎ ইত্যেতৎ [পরং] প্রযুক্ত্যতে ; তথা প্রশস্তে (মঙ্গলিকে)
‘কর্মণি চ সচ্ছব্দঃ যুক্ত্যতে (সঙ্গজ্যতে) ॥ ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কৰ্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

অনু ।—হে পার্থ ! অস্তিত্ব, সাধুভাব এবং মাতুলিক কৰ্মে
সং এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬

স্বামী ।—সচ্ছন্দস্ত প্রাশস্ত্যমাহ—সম্ভাব ইতি-স্বাত্ম্যাম্ । সম্ভাবে
অস্তিত্বে দেবদত্তস্ত পুত্রাদিকমন্তীত্যান্বিন্নর্থ, সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেব-
দত্তস্ত পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যান্বিন্নর্থ সদিত্যেত্যন্ত পদং প্রযুক্ত্যতে । প্রশস্তে
মাতুলিকে বিবাহাদিকৰ্ম্মণি চ সদিদং কৰ্ম্মেতি সচ্ছন্দো যুক্ত্যতে প্রযুক্ত্যতে
সঙ্গচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬

টিপ্পনী ।—ও তৎ সং এই নির্দেশস্থ তৃতীয় অক্ষর সংপদের
হইলোকে ব্যাখ্যা করিতেহেন ।—“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি
শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সং এই পদটি ব্রহ্মের নাম ; ইহা অবিদ্যমানতায় আশঙ্কা
হইলে বিদ্যমানতা অর্থে এবং অসাধুত্ব শব্দ উপস্থিত হইলে সাধুত্ব অর্থে
ব্যবহৃত হয় ; অতএব এই সং শব্দ বৈগুণ্য পরিহারপূর্বক যজ্ঞাদির সাধুতা
এবং যজ্ঞফলের বিদ্যমানতা সম্পাদন করিতে সমর্থ । যেমন সদভাবে ও
সাধুভাবে সং শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রতিবন্ধরহিত আশু
সুখজনক মাতুলিক কার্য্য বিবাহাদিতেও সং শব্দ প্রযুক্ত হয় । অতএব
বৈগুণ্য পরিহার করিয়া প্রতিবন্ধকশূন্যভাবে যজ্ঞাদির শীঘ্র ফলজনক এই
সং শব্দ ॥ ২৬

অনুয়ঃ ।—যজ্ঞে তপসি দানে চ [বা] স্থিতিঃ (তাৎপর্য্যেণ
অবস্থানং) তৎ অপি সং ইতি উচ্যতে ; তদর্থীয়ং কৰ্ম্ম চ সং ইতি এব
অভিধীয়তে ॥ ২৭

অনু ।—যজ্ঞ, তপ ও দানে যে তৎপন্ন ভাবে অবস্থান, তাহাও
সং এই নামে অভিহিত হয় এবং তদর্থীয় কৰ্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ের উদ্দেশে
অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মও সং এই নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৭

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

‘অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥’ ২৮

‘ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিকমঃ

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মযিত্তায়াং

ঋষীগণেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অষ্টাদশোহ-

বিভাগবোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

স্বামী’।—কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞাদিষু বা স্থিতিস্তাৎপর্যোণাব-
স্থানং, তদপি সদিত্যুচ্যতে, যস্ত চেদং নামজ্ঞয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ
ফলং যস্ত তত্তদর্থং কৰ্ম পূজোপহারগৃহাদ্বাদনপরিমার্জকনৌপলোপনাজমাঙ্ক-
লিকাদিক্রিয়াঃ, তৎসিদ্ধয়ে যদ্বত্ত্বং কৰ্ম ক্রিয়তে উত্তানশালিক্ষেত্রধনা-
র্জুনাদিবিষয়ং তৎকৰ্ম তদর্থীয়ং, তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে ।
যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামজ্ঞয়ং, তস্মাদেতৎ সৰ্বকৰ্মসাদৃশ্যার্থঃ সংকীৰ্ত্ত-
য়েদিতি তাৎপর্যার্থঃ । অত্র চার্খবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্পাতে,
‘বিধেয়ং সূর্যতে বস্ত’ ইতি স্থায়াৎ । অপরে তু “প্রবর্তন্তে বিধা-
নোক্তাঃ” “ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিক্ৰিভিঃ” ইত্যাদি বর্তমানোপদেশঃ সমিধা
যজ্ঞতীত্যাদিবহিষ্ণিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহঃ; তত্ত্ব সন্ভাবে চেত্যা-
দিষু প্রাপ্ত্যর্থস্যায় সঙ্গচ্ছত ইতি পূৰ্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব
অ্যায়সী ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! অশ্রদ্ধয়া হতং (হবনং) দত্তং (দানং)
তপ্তং (নির্কলিতং) তপঃ [অশ্রদ্ধপি] যৎ (কৰ্ম) কৃতং [তৎসৰ্বং]
অসৎ, ইতি উচ্যতে; তৎ [বিগুণত্বাৎ] প্রেত্য (লোকান্তরে) ন
ফলতি নো (ন চ) [অযশস্করাৎ] ইহ (অগ্নিন্ লোকে) [ফলতি] ॥ ২৮

অনু ।—হে অর্জুন ! অশ্রদ্ধাসহকারে নিষ্পাদিত হোম, দান,
‘তপস্তা’ এবং অশ্রদ্ধায়া কিঙ্ক করা যায়, তৎসমুদয় অসৎ বলিয়া অভিহিত-

হয় ; তাহা বিগুণ বলিয়া পরলোকেও কোনরূপ ফলপ্রদ হয় না এবং অযশস্কর বলিয়া ইহলোকেও ফলোপধায়ক হয় না । ২৬

স্বামী ।—ইদানীং সৰ্বকৰ্ম্মসু অশ্রয়েব অব্যক্তার্থমশ্রয়ত্বা কৃতং সৰ্বং নিবর্ততি—অশ্রয়তি । অশ্রয়ত্বা হতঃ হবনঃ দত্তঃ দানং তপস্তপ্তং নিরীকৃতিতং যচ্ছান্দপি কৃতং কৰ্ম্ম তং সৰ্বমসমিত্যুচ্যতে, যতন্তুং প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ, নো ইহ ন চান্নিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৬

রজস্তমোময়ীং তাস্তা অন্ধাঃ সঙ্ঘময়ীং শ্রিতঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী শ্রাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—যদি আলস্তাদিবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধান লভ্যন করিয়া বৃদ্ধ ব্যবহার অল্পসারে শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কৰ্ম্মের অল্পষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রমাদবশতঃ বৈগুণ্য হইলে ও তৎসং এই ব্রহ্ম নির্দেশদ্বারা তাহার পরিহার হয়, তবে অশ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুসারে যৎকিঞ্চিৎ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাশ্রষ্ঠানকারী অশ্রদ্ধ-স্বভাব মানবগণেরও তদ্বারাই বৈগুণ্য পরিহার হউক, সাংস্কৃতিকতার হেতুহৃত শ্রদ্ধার আর প্রয়োজন কি ? এই সন্দেহ ভক্তজনের অন্ত ভগবান্ বলিতেছেন ।—অশ্রদ্ধাপূর্বক অরিতে যে হোম করা হয়, ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয়, যাহা তপস্তা করা হয় এবং অশ্রদ্ধা যাহা কিছু করা হয়, তৎসমস্তই অসৎ—অসাধু ; অতএব “ও তৎসং” এই নির্দেশদ্বারা তাহার সাধুতা করা অশক্য । হে পার্থ ! তাহা অসৎ কেন, তাহা শ্রবণ কর ; —যেহেতু অশ্রদ্ধাকৃত সেই সকল কৰ্ম্ম বিগুণত্বনিবন্ধন অপূৰ্ণ জন্মায় না বলিয়া পরলোকে ফলদান করে না ; ইহলোকেও সাধুগণের বিগৰ্হিত বলিয়া যশঃ প্রদান করে না, এইজন্য ঐহিক পারজিক ফলশূন্য বলিয়া অশ্রদ্ধাকৃত যজ্ঞাদি অসৎ আলস্তাদিবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধানে অনাদর করিয়া

প্রজ্ঞাপূর্বক বুদ্ধব্যবহারক্রমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া যাহারা শাস্ত্রের
অনাদিরূপ আশুর ধর্মদ্বারা এবং প্রজ্ঞাপূর্বক অনুষ্ঠানরূপ দেবসাধর্ম্যদ্বারা
যুক্ত হইরাছে, তাহারা কি দেব অথবা অশুরমধ্যে পরিগণিত হইবে,
এই সংশয় বিষয়ক রাজস তামস যজ্ঞকারিগণ আশুর এবং সাত্ত্বিক প্রজ্ঞা-
পূর্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞকারিগণ দেব, এই তত্ত্ব প্রজ্ঞাত্ৰৈবিধ্য এবং আহারাদি
ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনপূর্বক ভগবান্ এই অধ্যায়ে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৮

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭

অষ্টাদশোইধ্যায়ঃ

অৰ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুয় ।

ত্যাগস্ত চ হ্রবীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

অর্থঃ ।—অৰ্জুন উবাচ—হে হ্রবীকেশ ! (সৰ্বেজ্জিৱনিয়ামক !)
হে মহাবাহো ! হে কেশিনিষূদন ! (কেশিহন্তঃ !) সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্ত
চ তত্ত্বং (স্বরূপং) পৃথক্ (বিবেকেন) বেদিতুং (জ্ঞাতুন্) ইচ্ছামি ॥ ১

অনু ।—অৰ্জুন কহিলেন—হে হ্রবীকেশ ! হে কেশিহন্তঃ !
হে মহাবাহো ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকরূপে অবগত হইতে
ইচ্ছা করি ॥ ১

স্বামী ।—জ্ঞান ত্যাগবিভাগেন সৰ্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্ । স্পষ্টমষ্টা-
দশে গ্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥ অত্র চ, “সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংযতান্তে
মুখং বলী ।” “সংজ্ঞাসংযোগযুক্তাত্মা” ইত্যাদিষু কৰ্ম্মসংজ্ঞাস উপদিষ্টে ।
তথা “তাত্ত্বা কৰ্ম্মফলাসংগং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ” “সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং
ভভঃ কুরু যতাত্মবান্” ইত্যাদিষু চ ফলমাত্মত্যাগেন কৰ্ম্মাহুষ্ঠানম্পদিশ্টম্,
ন চ পরম্পরবিরুদ্ধং সৰ্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকে ভগবান্নপদিশেৎ, অতঃ কৰ্ম্ম-
সংজ্ঞাসস্ত চাবিরোধপ্রকারঃ বুভুংস্বৰ্জ্জুন উবাচ—সংজ্ঞাস্তেতি । ভো
হ্রবীকেশ ! সৰ্বেজ্জিৱনিয়ামক ! হে কেশিনিষূদন ! কেশিনায়ো মহতো
হয়াক্রতের্দৈত্যস্ত বুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্তিতুমিচ্ছতোহিত্যন্তঃ ব্যাস্তে যুখে
বামবাতং প্রবেশ্ত তৎকণথেব বিবুদ্ধেন তেনৈব স্ববাহনা কৰ্কটিকালবন্ধং
বিদার্য নিষূদিতবান্, অতএব হে মহাবাহো ! ইতি সম্বোধনং, সংজ্ঞাসস্ত
ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ —

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং শ্রাসঃ সন্ন্যাসং কবরো বিহুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

টিপ্পনী ।—পূৰ্ব্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্র্যার ত্রৈবিধ্য দ্বারা কৰ্ম্মিগণ যে ত্রৈবিধ্য, তাহা বলা হইয়াছে । ইদানীং সন্ন্যাসের ত্রৈবিধ্যদ্বারা সন্ন্যাসীর ত্রৈবিধ্য বলা হইতেছে । তত্ত্বজ্ঞানের পর সৰ্বকৰ্ম্মসন্ন্যাস চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অতএব তাহার সাংখ্যিক, রাজসিক, তামসিক প্রভৃতি ভেদ সম্ভব হয় না । আর যে সৰ্বকৰ্ম্মসন্ন্যাস তত্ত্ববোধের নিমিত্ত তত্ত্ববোধের পূৰ্বে তৎপ্রাপ্তির অল্প অহুত্তিত হয়, তাহার “ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা. নিশ্চৈগুণ্যো ভবাক্কুন” (২য় ৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে নিগূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই এবং তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছাও জন্মে নাই, তাহাদের যে কৰ্ম্মসংশ্রাস “স সন্ন্যাসী চ যোগী চ” (৬ষ্ঠ ১ম) ইত্যাদি শ্লোকে গোপ-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই ত্রৈবিধ্য হইতে পারে; অতএব তাহার বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অৰ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন ।—অজ্ঞান জিজ্ঞাসু নহে এবং বিধ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিং কৰ্ম্মগ্রহণ পূৰ্বক যে কিঞ্চিং কৰ্ম্মত্যাগ, তাহাও ত্যাগাংশের বিস্তমানতা হেতু সন্ন্যাস নামে অভিহিত । অস্তঃ-করণভঙ্গির নিমিত্ত অজ্ঞান অধিকারী দ্বারা অহুত্তিত ঐদৃশ সন্ন্যাসও ত্যাগের তত্ত্ব আমি সাংখ্যাদি ভেদে জানিতে ইচ্ছা করি । সন্ন্যাসও ত্যাগ শব্দ কি একার্থক ? অথবা ভিন্নার্থক ? যদি ভিন্নার্থক হয়, তবে সন্ন্যাস-হইতে পৃথকভাবে ত্যাগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, আর যদি একার্থক হয়, তবে ইহাদের অবাস্তর ভেদ জানিতে বাসনা করি ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ —কবরঃ (পণ্ডিতাঃ) কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং শ্রাসঃ (ত্যাগঃ) সন্ন্যাসং বিহুঃ (জানতি) ; [সম্যক্ কলৈঃ সহ

‘সৰ্বকৰ্মণামপি জ্ঞাসং তে সন্নাসং জানন্নি’]; বিচক্ষণাঃ (নিপুণাঃ) সৰ্বকৰ্মফলভ্যাগং (সৰ্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং কাম্যানাঞ্চ কৰ্মণাং ফলমাত্রভ্যাগং, ন তু স্বরূপতঃ কৰ্মভ্যাগং) ভ্যাগং প্রোহঃ ॥ ২

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—পণ্ডিতেরা কাম্য কৰ্মসমূহের পরিভ্যাগকে সন্নাস বলেন ; আর নিপুণ পণ্ডিতগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকৰ্ম সকলের ফলমাত্র ভ্যাগকে ভ্যাগ বলিয়া থাকেন ; [ইহারা কৰ্মভ্যাগকে ভ্যাগ বলেন না] ॥ ২

স্বামী ।—তত্ত্বোত্তরং শ্রীভগবান্‌বাচ—কাম্যানামিতি । কাম্যানাং ‘পুত্রকামো যজ্ঞেত’ ‘স্বৰ্গকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদিকামোগবন্ধেন বিহিতানাং কৰ্মণাং জ্ঞাসং পরিভ্যাগং সংজ্ঞাসং কবয়ো বিদ্বঃ, সম্যক্ ফলেঃ সহ সৰ্বকৰ্মণামপি জ্ঞাসং সংজ্ঞাসং ‘পণ্ডিতা বিদ্বঃ জানন্তীত্যর্থঃ । সৰ্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কৰ্মণাং ফলমাত্রভ্যাগং প্রোহভ্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ, ন তু স্বরূপতঃ কৰ্মভ্যাগম্ । নহু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রয়ণাদবিত্তমানস্ত কলস্ত কথং ভ্যাগঃ জ্ঞাৎ ? নহি বক্ষ্যামাঃ পুত্রভ্যাগঃ সম্ভবতি । উচ্যতে, যদপি স্বৰ্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন জ্ঞরতে, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তাঃ প্রবর্তন্তিতুমশক্যবন্, বিধিঃ “বিশ্বজিতা যজ্ঞেত” ইত্যাদিষু সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব । ন চাতীৰ গুরুমতঃ প্রক্ৰিয়া স্বসিদ্ধিরেববিধেঃ প্রয়োজনং মন্তব্যং, পুরুষ-প্রবৃত্ত্যুপপত্তেহু প্ৰসিদ্ধিঃ ॥ অরতে চ নিত্যাদাবপি ফলঃ “সৰ্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি” ইতি “কৰ্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি “ধৰ্মেণ পাপমপমুদতি” ইত্যাদিষু । তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং “সৰ্বকৰ্মফলভ্যাগং প্রোহভ্যাগং বিচক্ষণাঃ” ইতি । নহু ফলভ্যাগেন পুনরপি নিফলেষু কৰ্মসু প্রবৃত্তিহেতু ন জ্ঞাৎ, তন্ন, সৰ্বেষাং কৰ্মণাং সংযোগপৃথক্তে ন বিবিদিষার্থতয়া বিনি-
য়োগাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ—“তমেতমাত্মানং বেদাহুৰ্বচনেন ব্রাহ্মণ্যং বিবি-

ত্যাভ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্ম প্রাচুৰ্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাভ্যমিতি চাপরে ॥ ৩.

দ্বিযুক্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন ইতি । ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সৰ্ব্বং ফলং বদ্ধকত্বেন ত্যক্তা । বিবিদিষার্থঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মভূতানঃ ঘটত এব । বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাত্তভিমানভয়া বুদ্ধিঃ প্রত্যকপ্রবণতা, তাবৎ পর্য্যন্তক সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থঃ জ্ঞানাবিরুদ্ধঃ যথোচিতমাবশ্যকং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতন্তুং ফলভ্যাগ এব কৰ্ম্মভ্যাগো নাম ন স্বরূপেণ । তথাচ শ্রুতিঃ --“কুৰ্ব্বন্তেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঃ সমাঃ” ইতি । ততঃ পূৰ্ব্বত সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি । তদুক্তং নৈকৰ্ম্মসিদ্ধৌ—“প্রত্যকপ্রবণতাং বুদ্ধিঃ কৰ্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ । কৃতার্থা শ্রুতমারাদ্ধি প্রবুদ্ধে ঘনা ইব ॥” উক্তক ভগবতা—“যস্যাত্মরতিরেব শ্রাৎ” ইত্যাদি । বশিষ্ঠেন চোক্তং—“ন কৰ্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কৰ্ম্মভিত্ত্যগ্ন্যাতে হসৌ” ইতি । জ্ঞাননিষ্ঠা-বিকল্পকত্বমালম্ব্য ত্যজেষা । তদুক্তং শ্রীভাগবতে—“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নিক্ষিণ্তেত যাবতা । যৎকথাপ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্ত্রকো বাহনপেককঃ । সলিঙ্গানাপ্রমাৎসাত্ত্বা চরেনদবিধিগোচরঃ ॥” ইত্যাদি । অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমহুসরামঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ । —একে মনীষিণঃ (সাংখ্যাঃ) কৰ্ম্ম দোষবৎ (দোষযুক্তম্) ইতি [হেতোঃ] [সৰ্ব্বমুপি কৰ্ম্ম] ত্যাভ্যং প্রাহঃ (কথংবুদ্ধ্যি) ; অপরে চ (মীমাংসকাঃ) যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাভ্যম্ ইতি [বদন্তি] ॥ ৩

অনু । —কোন কোন মনীষিগণ (সাংখ্যগণ) দোষযুক্ত বলিয়া সমুদয় কৰ্ম্মই পরিত্যাগ্য বলেন ; অন্তান্ত পণ্ডিতগণ (মীমাংসকগণ) বলেন—যজ্ঞ, দান এবং তপঃ, এগুলি পরিত্যাগ্য নহে ॥ ৩

স্বামী । —অবিদ্বদঃ ফলভ্যাগমাত্রমেব ভ্যাগশব্দার্থো ন কৰ্ম্মভ্যাগ ইতি । এতদেব যতান্তরনিরাসেন দৃষ্টীকৰ্ত্তব্যং যতভেদং বর্ণয়তি—

ତ୍ୟାଜ୍ୟମିତି । ନୋବଦ୍‌ଜିଂସାଦିନୋବଦ୍‌ଦେନ ବଦ୍‌କମିତି ହେତୋଃ ସର୍ବମପି କର୍ମ ତ୍ୟାଜ୍ୟମିତ୍ୟୋକେ ସାଂଖ୍ୟାଃ ପ୍ରାହମ'ନୀୟମ୍‌ ଇତି । ଅନ୍ତାର୍ଥଃ ଡାବଃ— 'ମା ହିଂସ୍ରାଂ ସର୍ବା କୁତାନି' ଇତି ନିବେଦଃ ପୁରୁଷସ୍ତାନର୍ଥହେତୁହିଂସେତ୍ୟାହ, "ଅଗ୍ନିଯୋଗୀଂ ପଞ୍ଚମାଳଭେତ" ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକରମିକୋ ବିଷିନ୍ତ ହିଂସାରାଃ କ୍ରତୁପକାରକଞ୍ଚୟାହ; "ଅତୋ ଭିନ୍ନବିଷଃସ୍ତେନ ସାମାନ୍ତବିଶେଷଜ୍ଞାୟାଗୋଚରତ୍ବାଂ ବାଧାବାର୍ହକତା ନାସ୍ତି ।" ଧ୍ରୁବାସାଧୋଷ୍ଟ ଚ ସର୍ବେଷାମପି କର୍ମସ୍ତୁ ହିଂସାଦେଃ ସନ୍ତ-ବାଂ ସର୍ବମପି କର୍ମ ତ୍ୟାଜ୍ୟମେବେତି । ତଦୁକ୍ତଂ,— "ଦୃଷ୍ଟବଦାହୁଞ୍ଚବିକଃ ସ ହବିଷ୍ଠଦ୍‌ବିକ୍ରମାତିଶୟସୂକ୍ତଃ" ଇତି । ଅନ୍ତାର୍ଥଃ—ଉପାରୋ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠୋମାଦିଃ, ସୋହିପି ଦୃଷ୍ଟୋପାରବଦ୍, ଶୁକ୍ଳପାଠାଂ ଅହୁଞ୍ଚକ୍ରତ ଇତ୍ୟୁଞ୍ଚବୋ ବେଦନ୍ତସୋଧିତଃ । ତଦ୍‌ବାବିଷ୍ଠଦ୍‌ବିକ୍ରମାତିଶୟା କରୋ ବିନାଶଃ । ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠୋମାଦିଜନ୍ତଃ ଅର୍ଗେଷୁ ତାରତମ୍ୟଂ ଚ ବର୍ତ୍ତତେ ପରୋଂକର୍ଷନ୍ତ ସର୍ବାନୁ ହୁଂଧାକରୋତି । ଅପରେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାଂସକା ଯଜ୍ଞାଦିକଂ କର୍ମ ନ ତ୍ୟାଜ୍ୟମେବେତି ପ୍ରାହଃ । ଅୟଂ ଡାବଃ— କ୍ରତୁର୍ବାପି ସତୀରଂ ହିଂସା ପୁରୁଷେଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା, ମା ଚାତ୍ତୋଦ୍‌ଦେଶେନାପି କୃତା ପୁରୁଷଂ ଯଥାବାରହେତୁରେବ, ତଥାହି ବିଧିବିଧେରନ୍ତ ତଦୁଦ୍‌ଦେଶେନାହୁଞ୍ଚାନଂ ବିଧନ୍ତେ, ତାମର୍ଥ୍ୟାଳକ୍ଷଣସ୍ତାନ୍ତଃଛେଦନ୍ତ । ନ ଚ୍ଵେବଂ ନିବେଦୋ ନିବେଦନ୍ତ ତାମର୍ଥ୍ୟ-ମନେକତେ ପ୍ରାପ୍ତିମାତ୍ରୋପେକ୍ତିତତ୍ବାଂ ଅନ୍ତର୍ଥା ଅଜ୍ଞାନପ୍ରମାଦାଦିକୃତେ ଦୋଷା-ତାବଶ୍ରମଜ୍ଞାଂ, ତଦେବଂ ସମାନବିଷୟେନ ସାମାନ୍ତସ୍ତାନ୍ତ ବିଶେଷେଂ ବାଧାହାସ୍ତି ନୋବଦନ୍ତ, ଅତୋ ନିତ୍ୟଂ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ନ ତ୍ୟାଜ୍ୟମିତି । ୩

ତିପ୍ପଣୀ । —ଇହାନୀଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ଳୋକେ ଶ୍ରୋତାନ୍ତରେନ ଜନ୍ୟ ସନ୍ନାସ ଓ ତ୍ୟାପେର ଜୈବିଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିତେ ତଦ୍‌ବିବରକ ବାଦ-ପ୍ରତିବାଦ ବଳିତେ-ହେମ । —ସମସ୍ତ କର୍ମ ବଦ୍ଧେର ହେତୁକୃତ ବଲିୟା ନୋବସୂକ୍ତ ; ଯତଏବ କର୍ମାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମ୍‌ନେରଓ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରା ଉଚିତ, ଇହା କୋନୁ କୋନ ଯନୀୟମ୍‌ ବଲିୟା ଥାକେନ, ଅଥବା—ସେମନ ସାମାନ୍ତାଦି ନୋବ ତ୍ୟାଜ୍ୟ-ସେହିରୂପ କର୍ମଓ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଏହି ଏକ ମତ । ଦ୍ଵିତୀୟ ମତ—କର୍ମାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମ୍‌ନେର ଅନ୍ତଃକରଣତଦ୍‌ବିଧାରା ତଦ୍‌ବିଜ୍ଞାନାର ଉପସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ଏକ,

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।

‘ত্যাগো হি পুরুষব্যাজ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥’৪

দান ও তপস্কারূপ কৰ্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহা কোন কোন মনীষিগণ বলেন । ৩

অত্থয়ঃ ।—হে ভরতসত্তম ! (ভরতশ্রেষ্ঠ !) পুরুষব্যাজ্র । (পুরুষ-শ্রেষ্ঠ !) তত্র ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (মদবচনাৎ) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্তং) শৃণু ; ত্যাগঃ হি [তামসাদিভেদেন] ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪

অত্থু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিকট সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর ; তামসাদি ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ॥ ৪

স্বামী ।—এবং মতভেদমুপকৃত্ত স্বমতং কথায়তুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণুতি । তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নৈ ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু । ত্যাগস্ত লোকপ্রসিদ্ধস্তাৎ কিমত্র প্রোতব্যমিতি মাৰমংস্তা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাজ্র ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগো হি তুর্যোর্থো হি যস্মাদয়ং কৰ্মত্যাগস্তত্ত্ববিত্তিতামসাদি-ভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্ বিবেকেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ত্রৈবিধ্যঞ্চ—নিম্নতস্য তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণ ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

টিপ্পনী ।—এইরূপ মতভেদ থাকিলেও কৰ্ম্মাধিকারী কর্তৃক ত্যাগ সম্বন্ধে পূৰ্ব্বাচার্যাগণের মীমাংসা বলিতেছেন । ঈদৃশ ত্যাগ সাম্বিক, রাজসিক, তামসিক তেদে ত্রিবিধ । অথবা বিশিষ্টভাবে ত্যাগ বিশিষ্টা-ভাব, বিশেষণাভাব ও এতদুভয়াভাববশতঃ ত্রিবিধ ফলাভিসন্ধিপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মত্যাগই বিশিষ্টভাব । উল্লখে কৰ্ম্ম সম্বন্ধে ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণের পরিভ্যাগ নিবন্ধন একবিধ কৰ্ম্মত্যাগ । ফলাভিসন্ধি সম্বন্ধে কৰ্ম্মরূপ বিশিষ্টের ত্যাগ-নিবন্ধন দ্বিতীয় । ফলাভিসন্ধি ও কৰ্ম্ম ও এতদুভয় পরিভ্যাগবশতঃ তৃতীয় । ইহার মধ্যে প্রথম—কৰ্ম্ম সম্বন্ধে ফলাভিসন্ধি

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

ত্যাগ শাস্ত্রিক, ইহাই গ্রহণ করা উচিত ; দ্বিতীয়—ফলাভিসন্ধি সঙ্কেত কর্ম্মত্যাগ হেয় ; ইহা বিবিধ—দুঃখবুদ্ধি দ্বারা অহুত্তীর্ণ রাজঃ ; মোহ বশতঃ অহুত্তীর্ণ তামস । এইরূপ ত্যাগই অর্জুনের প্রেমের বিষয় । তৃতীয়—ফলাভিসন্ধি ও কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মের অনধিকারী ব্যক্তি দ্বারা অহুত্তীর্ণ নৈশ্ঠুর্য্যরূপ, ইহা অর্জুনের প্রেমের বিষয় নহে । যেহেতু এইরূপে ত্যাগের তত্ত্ব অতি দুজ্ঞেয়, এই জন্ত তুমি আমার বাঁকো ইহার নিশ্চয় শ্রবণ কর । সম্বোধনদ্বয়ে বংশনিমিত্ত উৎকর্ষ ও পৌরুষ নিমিত্ত উৎকর্ষ সূচিত হইল ॥

অন্বয়ঃ ।—যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ (কার্য্যম্) এব ; [যতঃ] যজ্ঞঃ দানং তপশ্চ মনীষিণাং (বিবেকিনাং) পাবনানি (চিত্ত-
শুদ্ধিকরাণি ভবন্তি) ॥ ৫

অনু ।—যজ্ঞ, দান ও তপস্তারূপ কর্ম্ম কদাচ ত্যাজ্য নহে ; তৎ-
সমুদয় অবশ্য কর্তব্য ; কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্তা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধি-
কর হইয়া থাকে ॥ ৫

স্বামী ।—প্রথমং তাবল্লিঙ্গমাহ—যজ্ঞেতি বাভ্যাম্ । মনীষিণাং
বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! এতানি (যজ্ঞাদীনি) কর্ম্মাণি, অপি তু
সঙ্গং (কর্তৃভাভিনিবেশং) ফলানি চ ত্যক্ত্বা [কেবলমীষারারাদনতয়া]
কর্তব্যানি, ইতি মে নিশ্চিতং মতম্ [অতএব] উত্তমম্ ॥ ৬

অনু ।—হে পার্থ ! এই সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফলাভিসন্ধান

নিরতস্ত তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপত্ততে ।

মোহান্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭.

পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক [কেবল ঈশ্বরারাধনার্থ] অমুষ্ঠেয়; ইহাই আমার মত,
অতএব উত্তম ॥ ৬

স্বামী ।—যেন প্রকারেণ কৃতান্তেতানি পাশ্বনানি ভবন্তি তৎ-
প্রকারং দৰ্শয়ামাহ—এতান্তপীতি । যানি যজ্ঞাদীনি কৰ্ম্মাণি ময়া পাশ্ব-
নানীত্যুক্তানি এতান্তপোষং কৰ্ত্তব্যানি । কথং ? সঙ্গং কৰ্ত্তব্যান্তিনিবেশং
ত্যাগা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কৰ্ত্তব্যানি, ফলানি চ ত্যাগা কৰ্ত্তব্যানীতি
নিশ্চিতং মে মতম্ ; অতএবোত্তমম্ ॥ ৬

অনুয়ঃ ।—নিরতস্ত (নিত্যস্ত) কৰ্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) ন
উপপত্ততে, (যুক্ততে) ; মোহাৎ তস্ত পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

অনু ।—নিত্যকৰ্ম্মের পরিত্যাগ কদাচ উচিত নহে; মোহবশতঃ
নিত্যকৰ্ম্মের ত্যাগ তামস নামে অভিহিত হয় ॥ ৭

স্বামী ।—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্ত ত্রৈবিধ্যমিদানীং দৰ্শয়তি—নিরত-
স্তেতি ত্রিভিঃ । কাম্যস্ত কৰ্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংশ্রাসো যুক্তঃ ; নিরতস্ত
তু নিত্যস্ত পুনঃ কৰ্ম্মণঃ সংশ্রাসস্ত্যাগো নোপপত্ততে সঙ্কশ্চিৎকারো মোক-
হেতুত্বাৎ ; অতস্তস্ত পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেহপি ত্যাগ্যামিত্যেবংলক্ষণা-
য়োহাদেব ভবেৎ ; স চ মোহস্ত তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

টিপ্পনী ।—ভগবান্ “যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে” (১৮শ
৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ-দান-তপস্তারূপ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ
করা উচিত নহে, এইটি ভগবানের মত । ইদানীং “ত্যাগ্যং দোষবদি-
শ্লোকে” কৰ্ম্ম গ্রাহম’নীৰিণঃ” (১৮শ ৩য়) এই মতের আলোচনা করিতে-
ছেন । কাম্যকৰ্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না বলিয়া, জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণ
তাঁহা ত্যাগ করিবেন । নিত্যকৰ্ম্ম অন্তঃকরণের শুদ্ধিবিধান করে বলিয়া

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কারক্লেশভয়াভ্যাজেৎ ।

স কৃৎস্না রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

কার্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলকৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

তাহা নির্দোষ; অর্থাৎ যুমুক্ষু ব্যক্তি তাহা পরিভ্যাগ করিবেন না। পূর্বে “আকরুক্ষ্যামূর্নেষোগং কৰ্ম্ম কারণমূচ্যতে” (৬ষ্ঠ ৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । ৭

অন্বয়ঃ ।—[যঃ] দুঃখম্ ইতি এব [মত্ৰা] কারক্লেশভয়াং (শরীররাসভয়েন) যৎ কৰ্ম্ম ভ্যাজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃৎস্না ত্যাগফলং (জ্ঞাননিষ্ঠাং) নৈব লভেৎ (লভেত) ॥ ৮

অনু ।—কৰ্ম্ম দুঃখজনক, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি কারক্লেশ-ভয়ে কৰ্ম্ম ভ্যাগ করে, সে ব্যক্তি রাজসিক ত্যাগ করে বলিয়া ত্যাগফল (জ্ঞাননিষ্ঠা) প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮

স্বামী ।—রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি । যঃ কৰ্ত্তা আত্মবোধে বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্ৰা শরীররাসভয়ান্নিত্যং কৰ্ম্ম ভ্যাজেদিতি যত্নাদ্ভ্যাস্যোগো রাজসো দুঃখস্ত রাজসম্ভাৎ, অন্তস্তং রাজসং ত্যাগং কৃৎস্না স রাজসঃ পুরুষভ্যাগস্ত ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—হে অর্জুন ! সঙ্গম্ (আগক্তিং) ফলঞ্চ এব ত্যক্ত্বা কার্যং (কৰ্ত্তব্যম্) ইতি এব [মত্ৰা] যৎ নিয়তম্ (অবশ্যকৰ্ত্তব্যভয়া বিহিতং) কৰ্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ॥ ৯

অনু ।—হে অর্জুন ! আগক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া কৰ্ত্তব্য-বোধে যে সকল নিত্যকৰ্ম্ম করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া আমার অতিমত ॥ ৯

স্বামী ।—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্যমিতি । কার্যমিত্যেবং বুদ্ধ্য

ন দ্বৈত্যকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুযজ্ঞতে ।

•ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১৫

নিরতমবশ্যকৰ্ণব্যতীত। বিহিতং কৰ্ম সঙ্গং ফলকং ত্যক্তা ক্রিয়ত ইতি বস্তা-
দৃশ্যত্যাগঃ সাঙ্গিকো যতঃ । ২

টিপ্পনী ।—রাজস ও তামস কৰ্মত্যাগ পরিত্যাজ্য, ইহা প্রদর্শিত
হইল । ইদানীং কৌতুহ সাঙ্গিক ত্যাগ গ্রহণীয়, তাঁহা নির্দেশ করিতেছেন ।
--বিধির উদ্দেশে ফলশ্রুতি না থাকিলেও কেবল কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিধারা
প্রণোদিত হইয়া সঙ্গ—কৰ্ত্তব্যভিমান ও ফল পরিত্যাগপূৰ্বক যে
কৰ্ম চিত্তশুদ্ধি পর্যন্ত অহুষ্টিত হয়, তাহাই সাঙ্গিক ত্যাগ, ইহাই
গ্রহণীয় । প্রশ্ন হইতে পারে যে নিত্য কৰ্মের ফল নাই, অতএব
ফলত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগ-
বানের এই উক্তিবশতঃই নিত্য কৰ্মেরও ফল আছে, ইহা অনুমের,
অন্তথা এই উক্তি অসঙ্গত হয় । আর নিত্য কৰ্মের অকরণে
প্রত্যাবার হয়, এই বুদ্ধিধারাও নিত্যকৰ্মের প্রত্যাবারপরিহাররূপ ফল
অহুমিত হইতেছে । ২

অনুয়ঃ ।—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বেন সংব্যাধঃ) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধিঃ)
[অতএব] ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী (সাঙ্গিকত্যাগী) অকুশলং (দুঃখাবহং)
কৰ্ম ন বেষ্টি, কুশলে (সুখকরে কৰ্মণি চ) ন অনুযজ্ঞতে (প্রীতি-
মুত্তরতি) । ১০

অনু ।—সত্ত্বগুণময়, স্থিরবুদ্ধিশালী এবং সংশয়হীন সাঙ্গিক
ত্যাগী দুঃখজনক কৰ্মে যেন করেন না ; সুখকর কৰ্মেও প্রীতি
মুত্তরতি করেন না । ১০

স্বামী ।—এবমুৎসাঙ্গিকত্যাগপরিণিষ্ঠিতঃ সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—ন বেষ্টি-
ভাদি । সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাধঃ সাঙ্গিকত্যাগী অকুশলং দুঃখা-

ন হি দেহভূতাশক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১

বহু শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কৰ্ম্ম ন ঘেটি, কুশলে চ সুখকরে
কৰ্ম্মণি নিদাঘে ক্ষ্যাৎস্নানাদৌ নানুযজ্ঞতে প্রীতিং ন কৰোতি ।
তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ । যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং
সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজাত ; তত্র কিয়দেততাৎকালিকং সুখং দুঃখ-
ক্ষেত্রেবমহুসন্ধানবানিত্যার্থঃ । অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং
দৈহিকসুখদুঃখরৌপ্যাদিসাপরিজিহীৰ্ষালক্ষণং যন্ত সঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—দেহভূতা (দেহিনা) অশেষতঃ “ (নিঃশেষেণ)
কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যম্ ; যন্তু [কৰ্ম্মাণি কুর্য্যপি] কৰ্ম্মফলত্যাগী
সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে) ॥ ১১

অনু ।—দেহী সম্পূর্ণরূপে সৰ্বকৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া উঠিতে
পারে না ; পরন্তু যেনি [সৰ্বকৰ্ম্ম করিয়াও] কৰ্ম্মফল-ত্যাগী, তিনিই
ত্যাগী নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১১

স্বামী ।—নদেবভূতাং কৰ্ম্মফলত্যাগাধরং সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগতত্ত্বা-
সতি কৰ্ম্মবিক্ষেপাতাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সম্পদ্যতে, তজ্জাহ—ন
হীতি । দেহভূতা দেহত্যাগিমানবতা নিঃশেষেণ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি
ত্যক্তুং ন হি শক্যম্ । তত্শব্দং, “ন হি কচ্চিৎ কণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ” ইত্যাদিনা । তস্মাদ্ যন্তু কৰ্ম্মাণি কুর্য্যপি কৰ্ম্মফল-
ত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১

টিপ্পনী ।—কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির হেতুভূত রাগ ও ঘেবের, অতাব-
শতঃ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগ সম্ভব হয়, ইহা
পূর্বে বর্ণিত হইল । ইদানীং অজ্ঞ ব্যক্তিগণের কৰ্ম্মত্যাগ হে অসম্ভব,
তাহার কারণ কহিতেছেন—“আমি মজ্জত” “আমি ভ্রান্ত” ইত্যাদি-

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্মাসিনাং কচিৎ ॥১২

অবাধিত অভিমান দ্বারা যিনি কর্ম্মাধিকারের হেতু বর্ণাশ্রমাদিরূপ কর্ত্তব্যভোকৃত্বাশ্রয় স্থল 'মুম্ম শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাতলে অনাদি অবিজ্ঞা বাসনাবশতঃ ব্যবহারযোগ্যরূপে কল্পিত, অসত্য, হইলেও সত্যরূপে, নিজ হইতে ভিন্ন হইলেও অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনিই দেহধারী 'অহঙ্কারী' । এতাদৃশ বিবেকজ্ঞানশূন্য দেহধারী কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু রাগ-দ্বেষের আধিক্যনিবন্ধন নিরন্তর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে অসমর্থ হয় । অতএব অজ্ঞ অধিকারী ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্ত কর্ম্ম করিয়াও ভগবদমুকুত্মায় তৎকালোচিত ফল ত্যাগ করেন বলিয়া ত্যাগী নামে অভিহিত । ঐদৃশ ব্যক্তি বস্তুতঃ ত্যাগী নী হইলেও প্রশংসার জন্ত উপচারবশতঃ ত্যাগী বলা হইল । বস্তুতঃ ত্যাগী শব্দদ্বারা তাঁহাকে বুঝায়, যিনি পরমার্থদর্শিত্ব নিবন্ধন সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১১ '

অনুয়ঃ ।—অনিষ্টং (নারকিত্বম্) ইষ্টং (দেবত্বং) মিশ্রঞ্চ (মাহু-
ত্বম্) [ইতি] ত্রিবিধং [পাপস্ত পুণ্যস্ত পুণ্যপাপমিশ্রস্ত চ] কর্ম্মণঃ
[যৎ] ত্রিবিধং ফলম্ [প্রসিদ্ধং] [তৎ সর্বম্] অত্যাগিনাং
(সন্মাসিনাম্) [এব], প্রেত্য (পরজ দেহত্যাগানন্তরমিত্যর্থঃ)
ভবতি , নতু সন্মাসিনাং কচিৎ অপি (ইহ পরজ বা) [ভবতি] ॥ ১২

অনু ।—অনিষ্ট (নারকিতা) ইষ্ট (দেবত্ব) ও মিশ্র (মাহু-
ত্ব) .কর্ম্মের এই যে ত্রিবিধ ফল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তৎসম-
স্তই সন্মাসিন ব্যক্তির দেহত্যাগের পর ফলিয়া থাকে ; পরন্তু সন্মাসি-
গণের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাহা হয় না ॥ ১২

• • • স্বামী ।—এবমুতস্ত কর্ম্মফলত্যাগস্ত ফলমাহ—অনিষ্টমিতি ।

পঞ্চম্যানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্বকৰ্মণাম্ ॥১৩

অনিষ্টং নারকিত্বম্ ইষ্টং দেবত্বং মিশ্রং মনুষ্যত্বম্, এবং ত্রিবিধং পাপস্ত
পুণ্যস্ত চোত্তরমিশ্রস্ত চ কৰ্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং তৎ সৰ্বমত্যাগিনাং
সংকামানামেব প্রেত্য পরজ ভবতি ; তেষামেব ত্রিবিধকৰ্মসম্ভবাৎ ।
ন তু সংজ্ঞাসিনাং কচিদপি ভবতি । সম্যাসিশব্দেনাত্ম ফলত্যাগসাম্যাৎ
প্রকৃতাঃ কৰ্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, “অনাপ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম”
করোতি যঃ । স সংজ্ঞাসী চ যোগী চ” ইত্যেবমাদৌ কৰ্মফলত্যাগিবু
সংজ্ঞাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপসম্ভবাদীশ্বর্যপর্ণেন চ
পুণ্যফলস্ত ত্যক্তত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কৰ্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

টিপ্পনী ।—দেহবান্ পরমাত্মজ্ঞানশূন্য কৰ্ম্মীর এবং পরমাত্ম-
জ্ঞানবান্ দেহাভিমানরহিত সৰ্বকৰ্ম্মত্যাগী সম্যাসীর ফলে কি
পার্থক্য, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, পূৰ্বে কৰ্মফলত্যাগীকে
প্রকৃত ত্যাগী বলা হইয়াছে, এখন সেই ত্যাগের কিরূপ পরিণতি,
তাহা দেখাইতেছেন । অত্যাগীর মরণের পর নরকপাতাদিরূপ অনিষ্ট,
স্বৰ্গভোগাদিরূপ ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্ররূপ মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি হয় । যাহারা
অত্যাগী ফলাভিসন্ধানশূন্য, তাঁহাদের জ্ঞানপ্রভাবে অবিজ্ঞাবীজ উন্মূলিত
হয় বলিয়া মরণের পরে তাদৃশ ইষ্ট অনিষ্ট সাধন ও মিশ্ররূপ ত্রিবিধ
ফলাভি হয় না । অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য কৰ্ম্মিগণের কৰ্ম্ম অপেক্ষা
জ্ঞানবানের আত্মত্যাগ অত্যন্ত প্রাণঃসনীর । কৰ্ম্মীর কৰ্ম্ম যে ফল প্রসব
করে, তাহা বিপদবিক্ষিপ্ত ; জ্ঞানীর কৰ্ম্মত্যাগ সকলরূপ বন্ধনচ্ছেদনের
বীজ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—হে মহাবাহো । সাংখ্যে কৃতান্তে (বেদান্তসিদ্ধান্তে)
সৰ্বকৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (নিম্পত্তয়ে), প্রোক্তানি (কথিতানি) ইমানি

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধিম্ম ।

বিবিধান্চ পৃথক্ চেত্বা দৈবকৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

(বক্ষ্যমাণানি) পঞ্চ কারণানি যে (মদ্বচনাং) নিবোধ
(জানীহি) ॥ ১৩

অনু —হে মহাবাহো ! সৰ্ব্বকৰ্ম্মের নিষ্পত্তির জন্ত বেদান্ত-
সিদ্ধান্তে বক্ষ্যমাণ এই পাঁচটি কারণ উল্লিখিত হইরাছে, তাহা আমার
নিকট অবগত হও ॥ ১৩

স্বামী ।—নহু কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতঃ কৰ্ম্মফলাং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সদ-
ত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্ত কৰ্ম্মলোপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাঃ—পঞ্চৈতি
পঞ্চভিঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ
কারণানি যে মম বচনারম্ভাব্য জানীহি । শ্রীমদনঃ কৰ্ত্তৃত্বাভিমান-
নিবৃত্ত্যর্থমুবক্তমেতানি জ্ঞাতব্যানীভোবৎ তেবাং স্তব্যার্থমেবাহ—সাংখ্য-
ইতি । সম্যক্ খ্যায়তে জায়তে পরমাত্মা অনেনেনিতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং
তস্মিন্ প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যঃ, তস্মিন্ কৃতঃ কৰ্ম্ম তত্ত্বান্তঃ
সমাপ্তিরশ্মিগ্নিতি কৃতান্ততস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ । যদ্বা, সাংখ্যায়ন্তে
গণ্যন্তে তদ্ব্যক্তশ্মিগ্নিতি সাংখ্যং, কৃতোহন্তো নির্গয়োহশ্মিগ্নিতি কৃতান্তং
সাংখ্যাশাস্ত্রমেব, তস্মিন্ প্রোক্তানি অন্তঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—পূৰ্বে যে দশা হইল—আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তির পক্ষে
কৰ্ম্মভাগ অসম্ভব “নহি দেহভূতা শক্যাং ত্যক্ত্বং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ” কারণ,
কৰ্ম্মের হেতু অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকে “স চাসৌ আত্মা চেতি” রূপ ভাদাত্ম্যা-
ভিমানই তাহার হেতু । এই অর্থেই চারিটি শ্লোকদ্বারা বিবৃত
করিতেছেন । প্রথম অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ সকল কৰ্ম্মসিদ্ধির কারণ, ইহা
বেদান্তশাস্ত্রানুসারে প্রমাণিত । হে মহাবাহো ! অর্থাৎ যখন তুমি
সংপুরুষ, তখন ইহা তোমার পক্ষে দুর্কোধ্য নহে । ইহা কৰ্ম্মাবিবরণক
সাংখ্যাশাস্ত্রে কথিত ॥ ১৩

শরীরবান্ননোভির্ষং কৰ্ম্য প্রারভতে নরঃ ।

জ্ঞায্যং বা বিপরীতং বা পঠেতে তস্ম হেতবঃ ॥ ১৫

অনুয়ঃ ।—অধিষ্ঠানং (শরীরং) তথা কৰ্ত্তা (অহঙ্কারঃ) পৃথগ্-
বিধম্ (অনেকপ্রকারং) করণং (চক্ষুঃশ্রোত্রাদি) চ, বিবিধাঃ পৃথক্
চেষ্টাঃ (প্রাণাপানাদি ব্যাপারঃ) ; অত্র পঞ্চমং দৈবকং (চক্ষুরাত্মগ্রাহক-
মাদিত্যাदि, সৰ্ব্বপ্রেরকঃ অন্তৰ্ধ্যামী বা) ॥ ১৪

অনু ।—দেহ, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণাপানাদির
নানাবিধ ব্যাপার আর পঞ্চম—দৈব অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের
অগ্রাহক সূর্যাদি অথবা সর্বপ্রেরক অন্তৰ্ধ্যামী ॥ ১৪

স্বামী ।—তাৎপৰ্য্য—অধিষ্ঠানসিদ্ধি । অধিষ্ঠানং শরীরং কৰ্ত্তা
চিদচিদ্রূপহিহঙ্কারঃ, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ
কার্য্যভঃ স্বরূপতন্ম পৃথগ্ভূতান্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাম্ ব্যাপারঃ ; অত্র
চ এতেষেব পঞ্চমং চ কারকং চক্ষুরাত্মগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্বপ্রেরকোহন্ত-
ৰ্যামী বা ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—কর্ম্মের কারণরূপ ব্যাপারপঞ্চক যে কর্ত্ত্বাসিদ্ধি করে,
তাহাদিগকে হয় বলিতে হইবে । ইচ্ছা, ঘেষ, স্পৃহ, দুঃখ এবং চেষ্টা,
অভিব্যক্তির আশ্রয় শরীররূপ অধিষ্ঠান যেরূপ মায়াবল্লিত, সেইরূপ
'আমি করিতেছি' ইত্যাদি অহঙ্কারযুক্ত কৰ্ত্তাও কর্ত্ত্বাভিমানযুক্ত ;
সুতরাং অধিষ্ঠান এবং শরীর, কৰ্ত্তা, অহংবুদ্ধি এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-
গ্রাম, বিবিধ প্রকার চেষ্টা এবং দৈব, ইহারা সকলেই কর্ম্মসিদ্ধির হেতু
অর্থাৎ এই পঞ্চকারণ ব্যতীত কর্ম্মসিদ্ধি হয় না । কর্ম্মসিদ্ধির স্থল হেতু
পাঁচ, যথা—১, দেহ ; ২, অহঙ্কার ; ৩, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ; ৪, বিবিধ প্রকার
চেষ্টা ; ৫, দৈব ॥ ১৪

অনুয়ঃ ।—নরঃ শরীরবান্ননোভিঃ যং জ্ঞায্যং (ধর্ম্ম্যং) বা বিপ-

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলম্ যঃ ।

পশ্চাত্ত্বকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্চতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬

ব্রীতঃ (অর্থহীন) বা কৰ্ম্ম প্রারম্ভতে (করোতি) এতে পক্ষ উক্ত হেতবঃ
(কারণানি) ॥ ১৫

অনু ।—মহত্ব দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা অর্থসম্পদই হউক বা
অর্থসম্পদই হউক, যে কার্যের অহুষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তাহার
কারণ ॥ ১৫ •

স্বামী ।—এতেষামেব সৰ্ব্বকৰ্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি । যথোক্তৈঃ
পক্ষভিঃ প্রারম্ভমাগং কৰ্ম্ম ত্রিমেবাস্তবত্বাব্যম্, শরীরবান্মনোভিরিত্যুক্তং
শরীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ, শরীরাদিভির্বিধং
কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মামুধৰ্ম্মাং বা করোতি নরন্তস্ত সৰ্ব্বস্ত কৰ্ম্মণ এতে পক্ষ হেতবঃ ॥ ১৫

টিপ্পনী ।—পূৰ্ব্ব শ্লোকে দেহ, অহঙ্কার, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, বিবিধ
প্রকার চেষ্টা ও দৈবরূপ যে পাঁচটি কারণ কৰ্ম্মসিদ্ধির হেতু বলিয়া কথিত
হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই মানবগণ শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধৰ্ম্ম ও
অধৰ্ম্মজনক কার্য সম্পাদন করে ॥ ১৫

অনুব্রূয়ঃ ।—তত্র (সৰ্ব্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি) [এতে পক্ষ হেতব ইতি]
এবং সতি কেবলম্ আত্মানং তু যঃ কৰ্ত্তারং পশ্চতি, অকৃতবুদ্ধিহীন
(অসংস্কৃতবুদ্ধিহীন) সঃ দুৰ্ম্মতিঃ [সম্যক্] ন পশ্চতি ॥ ১৬

অনু ।—সমুদয় কৰ্ম্মেরই এই পাঁচটি হেতু, এরূপ অবধারিত
হইলে, যে ব্যক্তি কেবল অর্থ্য নিরূপাধি অসঙ্গ আত্মাকে কৰ্ত্তা বলিয়া
অবলোকন করে, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশে সেই দুৰ্ম্মতি সম্যক্ দর্শন
করে না ॥ ১৬

স্বামী ।—ততঃ কিমত আহ—তত্রৈতি । তত্র সৰ্ব্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি
এতে পক্ষ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলম্ নিরূপাধিসঙ্গমাত্মানং যঃ কৰ্ত্তারং

যশ্চ নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধির্যশ্চ ন লিপ্যতে ।

ইহাপি স ইমাল্লোকান হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

পশ্চতি শাস্ত্রাচার্যোপদেশোক্ত্যসেনাসংস্কৃতবুদ্ধির্হাঃ দুর্শ্চতিরসৌ ভয়াক্ ন
পশ্চতি ॥ ১৬

টিপ্পনী ।—পূর্বোক্ত পঞ্চকারণ কর্মমাত্রের হেতু হইলেও যে
অনাশ্রিত দুর্শ্চতি ব্যক্তি অবিবেকনিবন্ধন কেবলমাত্র আত্মাকেই কর্তা
বলিয়া জানে, সেই দৃষ্টিশক্তিহীন অবিবেকী মানব ইষ্টানিষ্টরূপ বিকল্প
কর্মফল ভোগ করে ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—যশ্চ অহঙ্কতঃ ভাবঃ (অহংকর্তৃত্বোত্তোবভূতো ভাবঃ
অভিপ্রায়ঃ) নাস্তি, যশ্চ বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মস্ব ন
সজ্জতে) সঃ ইমান্ লোকান্ (সর্বানপি প্রাণিনঃ) [লোকদৃষ্ট্যা]
ইহাপি ন হস্তি, ন [চ] নিবধ্যতে (তৎফলৈঃ বন্ধনমাপ্নোতি) ॥ ১৭

অনুবৃৎ ।—“হামি কর্তা” এইরূপ যাহার ভাব নাই, যাহার
বুদ্ধি ইষ্ট বা অনিষ্ট বুদ্ধিতে কোন কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি
এই সমুদয় প্রাণিগণকে [লোকদৃষ্টিতে] হনন করিয়াও হনন করেন
না এবং তাহার ফলেও আবদ্ধ হন না ॥ ১৭

স্বামী ।—কন্তুহি স্মৃতির্যশ্চ কর্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষা-
রামাহ—যশ্চেতি । অহমিতি কৃতোহহঙ্কর্তৃত্বোত্তো ভাবোহিভিপ্রায়ো
যশ্চ নাস্তি, শরীরাদীনামেব কর্মকর্তৃত্বালৌচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যশ্চ
বুদ্ধিন্ লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মস্ব ন সজ্জতে, স এবভূতো দেহাদি-
ব্যতিরিক্তাশ্রয়শী ইমান্ লোকান্ সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা
ইহাপি বিবিক্ততয়া বদৃষ্ট্যা ন হস্তি ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে, বন্ধন ন
প্রাপ্নোতি, কিং পুনঃ সঙ্কলিত্বায়া পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ
কর্মভিত্তস্ত বন্ধনকেত্যর্থঃ । উক্তং—“ব্রহ্মণ্যধায় কর্ম্মণি সতং তাক্সা
করোতি যঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপজমিবাভুসা” ইতি ॥ ১৭ •

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।

• করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অনুয়ঃ ।—জানিযু (ইষ্টসাধনমিতি বোধঃ) জ্ঞেয়ঃ (ইষ্টসাধনং কৰ্ম্ম) পরিজ্ঞাতা (এতজ্জ্ঞানাত্মকঃ) [ইত্যেবং] ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা (কৰ্ম্মপ্রযুক্তিহেতুঃ) [তথা] করণং (সাধকতমং) (কৰ্ম্ম কৰ্ত্তরীক্ষিততমং) কৰ্ত্তা (ক্রিয়ানিৰ্ব্বর্তকঃ) ইতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়াশ্রয়ঃ) ॥ ১৮

অনু ।—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কৰ্ম্ম-প্রযুক্তির হেতু এবং করণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা, এই তিন প্রকার ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ ১৮

স্বামী ।—ইহাঃপি ন হস্তি ন নিবধ্যতে ইত্যেতদেবোপপাদ-
য়িতুং কৰ্ম্মচোদনায়ঃ কৰ্ম্মাশ্রয়স্ত চ কৰ্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকঃ
ত্ৰিগুণশ্চ আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কৰ্ম্মচোদনাং কৰ্ম্মাশ্রয়-
কাহ—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদिति বোধঃ ; জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং
কৰ্ম্ম, পরিজ্ঞাতা এতজ্জ্ঞানাত্মকঃ, এবং ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা চোক্ততে
প্রবর্ত্যতেহনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কৰ্ম্মপ্রযুক্তিহেতুরিত্যর্থঃ ।
যদ্বা চোদনেতি বিধিরূঢ়্যতে, তদুক্তং ভট্টেঃ—“চোদনা চোপদেশশ্চ
বিধিষ্টৈশ্চকার্থবাচিনঃ” ইতি । ততশ্চারমর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং
জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কৰ্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি । ‘তদুক্তং—‘ত্ৰৈগুণ্যবিবৰ্ণা
বেদা’ ইতি । তথা করণং সাধকতমং, কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তরীক্ষিততমং,
কৰ্ত্তা ক্রিয়ানিৰ্ব্বর্তকঃ, কৰ্ম্ম সংগৃহ্যতেহশ্মিহিতি কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ; কর-
ণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ । সম্পাদনাদি-কারকত্রয়স্ত
পূৰ্ণস্বরূপা ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া
আশ্রয়ঃ, অতঃকরণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮

• • টিপ্পনী ।—আত্মার কৰ্ত্তব্য নিবাসের পূৰ্বে যাহা বলা

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তাত্ত্বপি ॥ ১৯

হইয়াছে, তাহাই অবার বিদগ্ধভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে, কৰ্ম যে উৎপন্ন হয়, তাহার প্রয়োজক কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইহারাই কৰ্ম-প্রয়োজক। জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, জ্ঞেয় শব্দে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞাতা অর্থ জ্ঞানের আশ্রয়, ইহারাই তিনই কৰ্মপ্রয়োজক; আর কারণ—অর্থাৎ প্রোক্তাদি ইন্দ্রিয়ের যাহা অভিলষিত, তাহাই কৰ্ম; কৰ্মসম্পাদকই কৰ্ত্তা। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন কারণ, কৰ্ম কৰ্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া কৰ্ম সম্পাদন করে; সুতরাং আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৮

অন্বয়ঃ—গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ [প্রত্যেকং] গুণভেদতঃ (সম্বাদিগুণভেদেন, ত্রিধা এব প্রোচ্যতে, তানি অপি (বক্ষ্যমাণানি) যথাবৎ শৃণু ॥ ১৯

অনু।—সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা এই তিনটি সম্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে; সেইগুলিও যথাযথরূপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৯

স্বামী।—ততঃ কিম অত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাত্ত্বেন্দ্ৰিয়মিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং, তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ প্রত্যেকং সম্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তাত্ত্বপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু; ত্রিধৈবেত্যেতৎকারণে গুণ-ত্রয়োপাধিব্যক্তিরেকোপাত্ত্বনঃ স্বতঃ কর্ত্ত্বাদিপ্রতিবেদার্থঃ, চতুর্দশাধ্যায়-‘তত্র সম্যক নিৰ্ম্মলজ্ঞানং’ ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিক্রপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়-‘যজ্ঞন্তে সৌন্দর্যী দেবান্’ ইত্যাদিনা গুণকৃত্ত্রিবিধস্বভাব-

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

পৃথক্তে ন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১

নিরূপণেন রজস্তমস্বভাবং পরিভ্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিগেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ
সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্ । ইহ তু ত্রিগুণাকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি
দর্শয়িতুং সর্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—যেন (জ্ঞানেন) বিভক্তেষু (পরম্পরং ব্যাপ্তেষু)
সর্বভূতেষু অবিভক্তম্ (অমুখ্যতম) একম্ অব্যয়ং (নির্কিরকারং) ভাবম্
(পরমাত্মত্বম্) ঈকতে (আলোচয়তি) । তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি
(জানীহি) ॥ ২০

অনু ।—যে জ্ঞান দ্বারা পরম্পর বিভক্ত সর্ববিধ ভূতগণের
মধ্যে অবিভক্তরূপে অবস্থিত একটি নির্কিরকার পরমাত্মত্ব আলোচিত
হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২০

স্বামী ।—তত্র জ্ঞানশ্চ সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্কেতি ত্রিভিঃ ।
সর্কেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তেষু বিভক্তেষু পরম্পরং ব্যাপ্তেষু অবিভক্ত-
মমুখ্যতম একমব্যয়ং নির্কিরকারং ভাবং পরমাত্মত্বং যেন জ্ঞানেনেকতে
আলোচয়তি তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—পৃথক্স্থেন তু যৎ জ্ঞানং সর্কেষু ভূতেষু (দেহেষু)
নানাভাবান্ (বস্তুত এব অনেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান) পৃথগ্বিধান্ (সুখিহঃখি-
তাদিরূপেণ বিলক্ষণান্) বেত্তি (জানাতি) তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি
(জানীহি) ॥ ২১

অনু ।—বিভিন্নভাবে যে জ্ঞান দ্বারা সর্বভূতে অবস্থিত
বস্তুতঃ এক আত্মাকেই নানাভাবে পৃথগ্বিধ অর্থাৎ সুখী দুঃখী বলিয়া
বিভিন্নরূপে অবগত হয়, তাহা রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে ॥ ২১

যত্ন কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যো সক্তমহৈতুকম্ ।

অতস্বার্থবদল্পং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্ ॥

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম্ম সত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

‘স্বামী ।—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্বেনেতি । ‘পৃথক্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যশ্চৈব বিবরণং সঙ্গেষু ভূতেষু দেহেষু নাগাভাবান্ বস্তুতঃ এবা-
নেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান পৃথগ্বিদান্ স্থিতিভুবিষাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন
জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—যৎ (জ্ঞানম্) একস্মিন্ কার্যো (দেহে প্রতিমাদৌ
বা) কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ)-সক্তম্ (এতাবানেন বা আত্মা ঈশ্বরো বা ইতি
অভিনিবেশযুক্তম্) অহৈতুকং (নিরূপপত্তিকম্) অতস্বার্থবৎ পরমার্থা-
লখনশূন্যম্) [অতঃ] অল্পং (তুচ্ছং) চ তৎ জ্ঞানং তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২২

অনু ।—যে জ্ঞানে একমাত্র দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ
ঈশ্বর অবস্থিত আছেন, এইরূপ অভিনিবেশ জন্মে, ঈদৃশ জ্ঞান অস্বার্থ,
যুক্তিহীন ও তুচ্ছ, তাহা তামস জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২২

স্বামী ।—তামসং জ্ঞানমাহ—যজ্ঞিতি । একস্মিন্ কার্যো দেহে
প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেন বা আত্মা ঈশ্বরো
বেত্যাভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরূপপত্তিকম্ অতস্বার্থবৎ পরমার্থা-
লখনশূন্যম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পকলহাচ্চ । যদেবভূতং
জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—অফলপ্রেপ্সুনা (নিকামেণ কর্ত্ত্বা) নিয়তং (নিত্য-
তয়া বিহিতম্) সঙ্গরহিতম্ (অভিনিবেশশূন্যম্) অরাগদেষতঃ ‘কৃতং’ যৎ
কৰ্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥ ২৩

অনু ।—নিকাম ব্যক্তি নিত্যরূপে বিহিত কর্ত্তব্যভিমানশূন্য

যত্ কামেপ্পনা কৰ্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অনুবন্ধং ক্রয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যতে কৰ্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

এবং অহুরাগ পুংবিষেবদীন যে কৰ্ম করেন, তাহাকে সাংস্কিক কৰ্ম বলে ॥ ২৩

• স্বামী ।—ইদানীং ত্রিবিধং কৰ্মাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ । নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যম্ অরাগদেবতঃ পুত্রাদিশ্রীত্যা বা শক্রেদেষেণ বা ঐৎ কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রাপ্তুস্তদ্ধিলক্ষণেন নিকামেণ কৰ্মা যৎ কৃতং কৰ্ম তৎ সাংস্কিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অশ্বয়ঃ ।—যত্ন পুনঃ কামেপ্পনা (ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা) সাহকারেণ (বিক্রটাহকারযুক্তেন) [কৰ্মা] বহুলায়াসং ক্লেশবহুত্বেন যুক্তং) কৰ্ম ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২৪

অনু ।—ফলকামী হইয়া অহকার-পরবশ ব্যক্তি বহু ক্লেশযুক্ত যে কৰ্মের অহুষ্ঠান করেন, তাহা রাজস বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৪

স্বামী ।—রাজসং কৰ্মাহ—যত্নিতি । যত্ন কৰ্ম কামেপ্পনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহকারেণ বা মৎসমঃ কোহন্তঃ শ্রোত্রিয়োহস্তীত্যেব নিরুটাহকারযুক্তেন চ ক্রিয়তে ; যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমিত্তিক্লেশযুক্তং, তৎ কৰ্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অশ্বয়ঃ ।—অনুবন্ধঃ (পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং) ক্রয়ং (বিত্তক্রয়ং) হিংসাং (পরপীড়াং) পৌরুষং চ (স্বসামর্থ্যক) অনপেক্ষ্য (অপৰ্য্যালোচ্য) [কেবলং] মোহাৎ যৎ কৰ্ম আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ ২৫

• অনু —পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ, বিত্তনাশ, পরপীড়ন এবং স্বীয় সামর্থ্য পর্যালোচনা না করিয়া মোহবশে যে কৰ্ম অহুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস বলে ॥ ২৫

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমস্থিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যানির্বিষ্কারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যত ॥ ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুল্লুক্কো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

স্বামী ।—অমসং কর্ম্মাহ—অমুবদ্ধমিতি । অমুবধ্যত ইত্যমুবদ্ধঃ পশ্চাত্ত্যবি শুভাশুভং, কর্ম্মবিস্তকর্ম্মং বিস্তবায়ং, হিংস্যাং পরপীড়াং পৌরুষক্ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্য অপৰ্ধ্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তত্তামসমুদাহর্তম্ ॥ ২৫

অন্থয়ঃ ।—মুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তাভিনিবেশঃ) অনহংবাদী (গর্কোক্তি-রহিতঃ) ধৃত্যুৎসাহসমস্থিতঃ (ধৈর্যোত্তমযুক্তঃ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিষ্কারঃ (হর্ষবিবাদশূন্যঃ) কৰ্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ॥ ২৬

অনু ।—কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য, গর্কোক্তিহীন, ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সমস্থিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিবাদবিহীন কৰ্ত্তাকে সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা বলে ॥ ২৬

স্বামী ।—কৰ্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ । মুক্তসঙ্গ-ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্কোক্তিরহিতঃ, ধৃতিধৈর্য্যম্, উৎসাহ উত্তমত্যাভ্যাং সমস্থিতঃ সংযুক্তঃ । আরক্স কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্বিষ্কারো হর্ষবিবাদশূন্যঃ স এবভূতঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অন্থয়ঃ ।—রাগী (পুত্রাদিষু প্রীতিমান্) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফল-কামী) লুক্কঃ (পরস্বাভিলাষী) হিংসাত্মকঃ (মারকস্বভাবঃ) অশুচিঃ (বিহিতশোচশূন্যঃ) হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ (খ্যাতঃ) ॥ ২৭

অনু ।—পুত্রাদিতে অমুরাগসম্পন্ন, কর্ম্মফলকামী, পরধনা-ভিলাষী, হিংস্রস্বভাব, অশুচি এবং লাভালাভে হর্ষশোকবিপ্লবিত কৰ্ত্তা রাজস বলিয়া খ্যাত ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিবাদী দীর্ঘস্থত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধেৰ্ভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্স্থেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

স্বামী ।—রাজসং কৰ্ত্তারমাহ—রাগীতি । রাগী পুংসাদিত্রীতি-
মান, কৰ্ম্মফলপ্রেমঃ কৰ্ম্মফলকামী, লুন্ধঃ পৈশুণ্যভিলাষী, হিংসাত্মকো
মারকস্বভাবঃ, অন্তিঃ বিহিতশোচশূন্যঃ লাভালাভয়োৰ্ধ্বশোকাভ্যাং
সমস্থিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্থয়ঃ ।—অযুক্তঃ (অনবহিতঃ) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্যঃ) স্তব্ধঃ
(অনম্রঃ) শঠঃ (শক্তিগুহনকারী) নৈকৃতিকঃ (পরাপমানী) অলসঃ
(অহুত্তমশীলঃ) বিবাদী (শোকশীলঃ) দীর্ঘস্থত্রী (চিরক্রিয়ঃ) চ কৰ্ত্তা
তামসঃ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনু ।—কার্য্যে অবধানশূন্য, বিবেকহীন, উদ্ধতস্বভাব, শঠ,
অন্তের অবমাননাকারী, উত্তমহীন, বিবাদযুক্ত এবং দীর্ঘস্থত্রী, কৰ্ত্তা তামস
নামে খ্যাত ॥ ২৮ ॥

স্বামী ।—তামসং কৰ্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি । অযুক্তোহনবহিতঃ
প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোহনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগুহনকারী, নৈকৃতিকঃ
পরাপমানী, অলসোহহুত্তমশীলঃ, বিবাদী শোকশীলঃ, যদন্ত যো বা কৰ্ত্তব্যং
তস্মাৎসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘস্থত্রী, এবম্ভূতঃ কৰ্ত্তা তামসঃ ।
কৰ্ত্তৃত্বৈবিধো নৈব জাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং, কৰ্ম্মত্রৈবিধ্যো নৈব চ জ্ঞেয়তাপি
ত্রৈবিধ্যমুক্তং জাতব্যং বুদ্ধেত্বৈবিধ্যেন চ কারণতাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্থয়ঃ ।—হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধে: ধৃতৈশ্চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং
(পার্থক্যং) পৃথক্স্থেন অপেষেণ (সম্যক্) প্রোচ্যমানং শৃণু ॥ ২৯ ॥

অনু ।—হে ধনঞ্জয় ! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধ

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যাকার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্ৰূপে সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৯

স্বামী ।—ইদানীং বুদ্ধেঃ তেষ্ট চ ত্রৈবিধ্যঃ প্রতিজানীতে—
বুদ্ধের্ভেদমিতি । স্পষ্টোত্তরঃ ॥ ২৯

অশ্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তিঃ [অধর্ম্মে] নিবৃত্তিঃ চ
কার্য্যাকার্য্যে (যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যং যচ্চ অকার্য্যং) ভয়াভয়ে
(কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তে অর্থানর্থ্যে) বন্ধঃ মোক্ষঞ্চ যা বুদ্ধিঃ [বেত্তি সা]
বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

অনু ।—হে পার্থ ! [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তি, [অধর্ম্মে] নিবৃত্তি, যে
দেশে বা যে সময়ে যাহা কর্তব্য বা অকর্তব্য কার্য্য জন্ত অর্থ ও অনর্থ এবং
বন্ধ ও মোক্ষ—(এই গুলির সংক্ষেপে তথ্য) যে বুদ্ধি অবগত আছে, তাহা
সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০

স্বামী ।—অত্র বুদ্ধেঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ । প্রবৃত্তিঃ
ধর্ম্মে, নিবৃত্তিমধর্ম্মে, যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ, ভয়াভয়ে
কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তে অর্থানর্থ্যে, কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা
বুদ্ধিরজ্ঞঃ করণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী । যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে
করণে কর্তৃছোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩১

অশ্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! যয়া [বুদ্ধ্যা] ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ কার্য্যম্
অকার্য্যঞ্চ অযথাবৎ (সন্দেহাস্পদত্বেন) প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী ॥ ৩১

অনু ।—হে পার্থ ! যে বুদ্ধিযা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য
সন্দেহাস্পদ বলিয়া যথার্থরূপে জানিতে পারা যায় না, সেই বুদ্ধি রাজসী
জানিবে ॥ ৩১

অধর্ম্যং ধর্ম্মমিতি যা মন্ততে তমসাবৃত্তা ।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

স্বামী ।—রাজাসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি । স্বযথাবৎ সন্মোহান্দ-
শ্চেনেত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্তুং ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! যা [বুদ্ধিঃ] অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্ততে
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ [মন্ততে] তমসা আবৃত্তা (তমোগুণাচ্ছিন্না) সা
বুদ্ধিঃ তামসী ॥ ৩২

অনু ।—হে পার্থ ! যে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং
সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে বোধ করে, তমোগুণাবৃত্ত সেই বিপরীতগ্রাহিণী
বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২

স্বামী ।—তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি । বিপরীতগ্রাহিণী
বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ । বুদ্ধিরন্তঃকরণং, পুরুষীকৃতং জ্ঞানস্ত তদ্বৃতিঃ, ধৃতিরপি
তদ্বৃতিরেব । যদ্বা, অন্তঃকরণস্ত ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যাবসায়লক্ষণা
বৃতিরেব । ইচ্ছাদেবাদীনাম্ তদ্বৃতীনাম্ বহুত্বেহপি ধর্ম্মাধর্ম্মভ্রান্তরাসাধন-
ত্বেন প্রাধান্তাদেতাঙ্গাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ । উপলক্ষণৈকতদন্ত্যাসাম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! যোগেন (চিত্তৈক্যাগ্ৰোপ হেতুনা)
ব্যভিচারিণ্যা (বিবরাস্তরম্ অধারয়ন্ত্যা) যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ
ধারণতে (নিষচ্ছতি) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অনু ।—হে পার্থ ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু অন্ত কোন বিষয়ের
ধারণা করিয়া যে ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়মিত
হয়, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩

• • স্বামী ।—ইদানীং ধৃতৈক্যবিধ্যমাহ—যতোতি জিতিঃ । যোগেন

যয়া তু ধৰ্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহৰ্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমের চ ।

ন বিমুক্তিঃ দুর্শ্বেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

চিষ্টৈকাগ্রোণ হেতুনাহু্যভিচারিণ্যা বিষয়াস্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ
প্রাপন্ত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অঙ্ঘ্রয়ঃ ।—হে অৰ্জুন ! যয়া ধৃত্যা তু [পুরুষঃ] ধৰ্ম্মকামার্থান্
[প্রাধাত্তেন] ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী চ [ভবতি] ; সা ধৃতিঃ
রাজসী ॥ ৩৪

অনু ।—হে অৰ্জুন ! যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধৰ্ম্ম, কাম ও অর্থ
প্রধানভাবে ধারণ করিয়া থাকে, পরন্তু প্রসঙ্গতঃ ফলাকাজ্ঞীও হয়, তাহা
রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

স্বামী ।—রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ধৃতি । যয়া তু ধৃত্যা ধৰ্ম্মার্থ-
কামান্ প্রাধাত্তেন ধারয়তে ন বিমুক্তিঃ, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী চ
ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪

অঙ্ঘ্রয়ঃ ।—হে পার্থ ! দুর্শ্বেধাঃ (অবিবেকমতিঃ) [পুরুষঃ]
যয়া (ধৃত্যা) স্বপ্নং, ভয়ং, ক্রোধং বিষাদং, মদম্ এবং চ ন বিমুক্তিঃ
(পুনঃপুনঃ আবৰ্ত্তয়তি) সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫

অনু ।—হে পার্থ ! বিবেকহীন মূঢ়ব্যক্তি যে ধৃতি প্রভাবে
স্বপ্ন (নিদ্রা), ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও গৰ্ব্ব পরিত্যাগ না করিয়া পুনঃ
পুনঃ ঐ স্থলিতেই আবর্ত্তিত হয় (অর্থাৎ স্বপ্নাদিতে সুখ মনে করিয়া
থাকে), তাহা তামসী ধৃতি ॥ ৩৫

স্বামী ।—তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি । দুষ্টা অবিবেকবহলা মেধা
যন্ত ন দুর্শ্বেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন ন বিমুক্তিঃ পুনঃপুনঃ আবৰ্ত্তয়তি ।
স্বপ্নোহত্র নিদ্রা, সা ধৃতিস্তামসী ৫ ৩৫

সুখং স্থিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তদ্ব নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

অম্বয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! ইদানীমু (অধুনা) ত্রিবিধং সুখং তু মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু ॥ ৩৬

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! অধুনা ত্রিবিধং সুখং আমার নিকট প্রবণ কর ॥ ৩৬

স্বামী ।—[ইদানীং] সুখস্ত ত্রৈবিধ্যং প্রতিক্রান্তিতে অর্ধেন—সুখত্বিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৬

অম্বয়ঃ ।—যত্র (যস্মিন্ সুখে) অভ্যাসাৎ (অতিপরিচরাৎ) [নতু সহসা] রমতে (রতিং প্রাপ্নোতি) ; [যস্মিন্ রমমাণস্ত] দুঃখাস্তদ্ব (দুঃখস্ত অবসানং) নিগচ্ছতি (নিতরাং প্রাপ্নোতি) যৎ তৎ (কিমপি অনির্বাচ্যম্) অগ্রে (প্রথমং) বিষম্ ইব (দুঃখাবহমিব) [প্রতিভাতিঃ], পরিণামে [তু] অমৃতোপমম্ (অমৃতসদৃশম্) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (আত্মবিষয়াঃ বুদ্ধেঃ স্বচ্ছত্তয়া অবস্থানাং জাতং) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং [জানিতিঃ] প্রোক্তম্ ॥ ৩৭

অনু ।—যে সুখে অভ্যাসবশতঃ প্রীতি অমুক্ত হইয়া [সহসা নহে] এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে দুঃখের সম্পূর্ণরূপে অবসান হয়, আর যাহা প্রথমে বিষম প্রতীরমান হইলেও পরিণামে অমৃততুল্য, আত্মবিষয়ী বুদ্ধির প্রসাদভাজ হইয়া সুখকে [জানিগণ] সাত্ত্বিক সুখ বলায় ॥ ৩৭

স্বামী ।—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিত্যতিপরিচরাদ্রমতে ন তু বিষমসুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণস্ত দুঃখস্তাবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি

বিষয়ে দ্বিগুণসংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমুতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রালস্তপ্রমাদোৎখং ততামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

কীদৃশং তৎ ? যত্ত্বং কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযম্যাতীনত্বাদ্
দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে অমৃতসদৃশম্ স্বাস্থ্যবিষয়াত্মবুদ্ধিস্ত্যক্তাঃ
প্রসাদো বজ্রতমোমরতাত্যাগেন স্বচ্ছতরারবস্থানং ততো জ্ঞাতিং যৎ সুখং
তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

অঙ্কুরঃ ।—বিষয়ে দ্বিগুণসংযোগাৎ তৎ (প্রসিদ্ধং) যৎ (সুখং)
অগ্রে (প্রথমে) অমৃতভূষণম্ পরিণামে বিস্ম ইব (বিষতুল্যং) তৎ সুখং
রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

অনু !—বিষয় ও ইঞ্জিয়াদির সংযোগে অগ্রে অমৃততুল্য, পরি-
ণামে বিষতুল্য সেই প্রসিদ্ধ যে সুখ, তাহা রাজসিক বলিয়া জ্ঞানিগণ
মনে করেন ॥ ৩৮

স্বামী ।—রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি । বিষয়ণামিঞ্জিয়া-
ণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্ত্বং প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতমূপমা যত্ত্বং তাদৃশং
ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে চ বিষতুল্যম্ ইহামুখ চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎ
সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

অঙ্কুরঃ ।—যৎ সুখম্ অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে (পশ্চাদপি)
আত্মনঃ মোহনং (মোহকরং) নিদ্রালস্তপ্রমাদোৎখং তৎ [সুখং]
তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অনু ।—যে সুখ প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার মোহসম্পাদক, বাহ্য
নিদ্রা, আলস্ত ও প্রমাদ (কর্তব্যাবধানরাহিত্য) হইতে জাত, সেই সুখ
তামস নামে খ্যাত ॥ ৩৯

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্রাজিভিগুণৈঃ ॥ ৪০

ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ ॥ ৪১

স্বামী ।—তামসং সুখমাহ—যদিতি । অগ্রে প্রথমক্ষেপে অমুবক্ষে
চ পশ্চাদপি যৎ সুখম্ভ্যনো মোহকরং তদেবাহ নিদ্রা চ আলম্ভঞ্চ প্রমাদশ্চ
কৰ্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তাম-
সমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অম্বয়ঃ ।—পৃথিব্যাং দিবি (স্বর্গে) বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং
(প্রাণিজাতং) ন অন্তি, যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈর্মুক্তং (প্রকৃতিজাতৈঃ) গুণৈঃ
মুক্তং স্রাজি ॥ ৪০

অনু ।—পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবগণ-সমাজে এমন প্রাণী দৃষ্টি-
গোচর হয় না—যে ব্যক্তি প্রকৃতিসম্বৃত এই ত্রিবিধ গুণ হইতে মুক্ত ॥ ৪০

স্বামী ।—অমুক্তমপি সংগৃহ্ণন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন—ভদন্তীতি
ত্রিভিঃ । এভিঃ প্রকৃতিসম্বৃতৈঃ সত্ত্বাদিভিগুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণি-
জাতং অন্ত্রদ্বা যৎ স্রাজ্যং পৃথিব্যাং মহুযাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি
নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টিপ্পনী ।—রজোগুণ ও তমোগুণ যদি মোক্ষলাভের পরিপন্থী
হয়, আর মহুযামাত্রই যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীন হয়, তবে
মুক্তিলাভ মহুযের পক্ষে দুর্লভ । ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন
যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের যদি স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করে, তবে শ্রীভগ-
বানের অমুক্তপ্রাপ্ত ভক্তজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু
ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্বভাবপ্রভব কার্যে লিপ্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়,
তাহাই এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪০

শমো দমস্তপঃ শৌচং কাস্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মাকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

অঙ্কুরঃ ।—হে পরস্তপ ! ব্রাহ্মণকলিত্রিবিধাঃ শূদ্রাণাং চ 'কর্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ (সাস্তিকরাজসাদিসমুৎপত্তৈঃ) গুণৈঃ প্রবিভক্তানি (প্রকর্ষণেণ বিভক্তানি) ॥ ৪১

অনু ।—হে পরস্তপ ! ব্রাহ্মণ, কলিত্রি, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম সকল সাস্তিক, রাজস ও তামস স্বভাবসমুৎপত্ত গুণে বিশেষরূপে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১

স্বামী ।—নহু যত্তেবং সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি ক্খমস্তমোক ইত্যপেক্ষার্নাং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্মভিঃ পরমেশ্বরারাদনাস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেভ্যাং যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ । হে পরস্তপ ! হে শত্রুতাপন ! ব্রাহ্মণানাং কলিত্রিগণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষণেণ বিভাগতো বিহিতানি, শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্করণং দ্বিজস্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ । বিভাগোপলক্ষণমাহ স্বভাবঃ সাস্তিকরাজসাদি প্রভবতি প্রোদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈশ্চ গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ । যদা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্বকর্মসংস্কারপ্রোদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ । তত্র সমুপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সম্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ কলিত্রিয়াঃ, তম উপসর্জন রজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ রজ উপসর্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

অঙ্কুরঃ ।—শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, কাস্তিঃ, আর্জবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যং চৈব স্বভাবজং (স্বাভাবিকং) ব্রহ্মকর্ম (ব্রাহ্মণস্ত কর্ম) ॥ ৪২

অনু ।—শম (চিত্তের উপরতি) দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রযাতি) তপঃ (পূর্বোক্ত শারীরাদি) শৌচ (বাহ্য ও আন্তরিক শুচিতা)

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যঃ যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষান্ত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

ক্ষান্তি (ক্ষমা) অর্জিব (সরলতা) জ্ঞান (শাস্ত্রীয় জ্ঞান) , বিজ্ঞান (অমুভব) আন্তিক্য (পরলোকে বিশ্বাস) এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম ॥ ৪২ •

স্বামী ।—তত্র ব্রাহ্মণস্ত স্বাভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি । শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহেল্লিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তঃ শাস্ত্রাদি, শৌচং বাহ্যভাস্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, অর্জিবসবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞান-মমুভবঃ, আন্তিক্যমন্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাди ব্রাহ্মণস্ত স্বভাবাজাতং কৰ্ম্ম ॥ ৪২

অনুয়ঃ ।—শৌর্য্যং তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যঃ যুদ্ধে চাপি অপলায়নং দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ স্বভাবজং ক্ষান্ত্রং কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

অনু ।—শৌর্য্য (পরাক্রম) তেজ (প্রাগল্ভ্যতা) ধৃতি (ধৈর্য্য) যুদ্ধে অপরাধুতা, দান (উদারতা) ঈশ্বরভাব (শাসনকমতা) এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

স্বামী ।—ক্ষত্রিয়স্ত স্বাভাবিকং কৰ্ম্মাহ—শৌর্য্যমিতি । শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ধৃতিঃ, ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্য-পলায়নম্ অপরাধুতা, দানমৌদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্ত স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

অনুয়ঃ ।—কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজং ; পরিচর্য্যা-শ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

অনু ।—কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এইগুলি বৈশ্যের স্বাভা-

স্বৈ-স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা ক্রমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

বিক' কৰ্ম্ম এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণজন্মের পরিচর্য্যাবিরহক' কৰ্ম্ম শূদ্রের স্বাভাবিক ॥ ৪৪

স্বামী ।—বৈশ্বশূদ্রয়োঃ কৰ্ম্মাহ—কুৰীতি । কৃষিঃ কৰ্ষণং, গাঃ রক্ষতীতি গোরক্ষস্ত্র ভাবো গোরক্ষ্যং পশুপাল্যমিত্যর্থঃ । বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্বশ্রু স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম । ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্তাপি স্বভাবজং কৰ্ম্ম ॥-৪৪

অন্বয়ঃ ।—স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণি অভিরতঃ (পরিনিষ্ঠিতঃ) নরঃ সংসিদ্ধিং (জ্ঞানযোগ্যতাং) লভতে, স্বকৰ্ম্মনিরতঃ, (স্বকৰ্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ) [জনঃ] যথা (যেন প্রকারেণ) সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে) তৎ শৃণু ॥ ৪৫

অনু ।—স্ব স্ব অধিকারবিহিত কৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মহত্ব জ্ঞান-যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে ; স্বাধিকার-বিহিত কৰ্ম্মে নিরত ব্যক্তি যেক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫

স্বামী ।—এবমুত্তস্তাপি ব্রাহ্মণাদিকৰ্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বৈ স্বৈ ইতি । স্বস্বাধিকারবিহিতে কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতে নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে । কৰ্ম্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্ৰকারমাহ—স্বকৰ্ম্মেতি সার্কেন । স্বকৰ্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তৎ প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ ।—যতঃ (অন্তৰ্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাং) ভূতানাং (প্রাণিনাং) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) [ভবতি] যেন (পরমাত্মনা) ইদং (পরিদৃষ্টমানঃ)

শ্রৈয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহুষ্টিতাৎ ।

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥ ৪৭

সহজং কৰ্ম কোন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সৰ্ব্বাৱন্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিৱিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮

সৰ্বং ততম্ (বীণম্), মানবঃ স্বকৰ্মণা তম্ অত্যর্চ্য (পূজয়িত্বা) সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) বিদতি (লভতে) ॥ ৪৬

অনু ।—যে অস্বর্ধ্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের বিবিধ চেষ্টা উদ্ভূত হয়, যে পুরমাত্মা এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, মনুষ্য স্বকর্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধি (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬

স্বামী ।—তমেবাহ—যত ইতি । যতোহস্বর্ধ্যামিণঃ পরমে-
শ্বরাহুত্বানান্ প্রাণিনান্ প্রবৃত্তিচেষ্টা ভবতি, যেন প্রকারেণাত্মনা সর্ব-
মিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং তমীশ্বরং স্বকৰ্মণ্যুভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে
মনুষ্যঃ ॥ ৪৬

অনুয়ঃ ।—বিগুণঃ [অপি] স্বধর্মঃ স্বহুষ্টিতাৎ (সম্যক্ অহুষ্টিতাৎ)
পরধর্মাৎ শ্রৈয়ান্ ; [যতঃ] স্বভাবনিয়তং (স্বভাবেন নিয়তং নিয়মে-
নোক্তং) কৰ্ম কুৰ্ব্বন্ কিঞ্চিৎ (পাপং) ন আপ্নোতি ॥ ৪৭

অনু ।—স্বধর্ম অজহীন হইলেও সম্যকরূপে অহুষ্টিত পরধর্ম
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, স্বভাববিহিত কৰ্ম অহুষ্ঠান করিলে পাপভাগী
হইতে হয় না ॥ ৪৭

স্বামী ।—স্বকৰ্মণেতি বিশেষণস্ত ফলমাহ—শ্রৈয়ানিতি ।
বিগুণোহপি স্বধর্মঃ সমাগহুষ্টিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধুবান্দি-
বৃক্তান্ বৃক্তাদেঃ স্বধর্মাত্তিকাতনাদ্বিপৰ্য্যয়ঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যং, যতঃ স্বভাবেন
পূৰ্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্ কিঞ্চিৎ নাপ্নোতি ॥ ৪৭

অসত্ত্ববুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাঙ্গা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকশ্যাসিক্তিঃ পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! সদোষমপি সহজং (স্বভাববিক্তিতং)
কৰ্ম ন ত্যজেৎ ; হি (যতঃ) সৰ্কারস্তাঃ (সৰ্কাণ্যপি কৰ্ম্মাণি) ধূমেন
অগ্নিক্সি দোষণে আবৃততঃ (ব্যাপ্তাঃ) ॥ ৪৮

অনু ।—হে কৌন্তেয় ! সদোষ হইলেও স্বভাব-বিক্তি কৰ্ম্ম
পরিত্যাগ করিতে নাই ; কারণ, যেমন সহজাত ধূম অগ্নিকে আচ্ছাদিত
করিয়া রাখে, সেইরূপ সমুদয় কৰ্ম্মই দোষে সমাবৃত হইয়াই আছে ;
[দোষাংশ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয়] ॥ ৪৮

স্বামী ।—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্টা অধর্ম্যে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা
পরধর্ম্যং শ্রেষ্ঠং মন্তসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্যেইপি তুল্যমিত্যাশয়েনাই—
সহজমিতি । সহজং স্বভাববিক্তিতং কৰ্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ, হি যন্তাং
সৰ্ব্বোপ্যারস্তা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সৰ্কাণ্যপি কৰ্ম্মাণি দোষণে কেনচিদাবৃত্তা
ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃত্তস্তত্বং ; অতো যথাগ্নেধূমরূপং
দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কৰ্ম্মণোইপি
দোষাংশং বিহার্য গুণাংশ এব শুদ্ধয়ে সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

টিপ্পনী ।—প্রথমে অর্জুন হিংসাবৃত্তি যুদ্ধকে অধর্ম্য মনে করিয়া
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নিরাস করিবার জন্য
পুনরায় বলিতেছেন যে—হে কৌন্তেয় ! বর্ণাশ্রমবিক্তি কৰ্ম্ম হিংসা-
বিজড়িত হইলেও তাহা অত্যাঙ্গ্য ; কারণ, অগ্নি যেরূপ ধূমদ্বারা আবৃত,
সেইরূপ সকল কৰ্ম্মই অজ্ঞাধিক পরিমাণে দোষযুক্ত । তুমি যে ভিক্ষাবৃত্তি
অবলম্বন করিতে চাহিলে, তাহাও ত নির্দোষ নয় ; অতএব সদোষ হইলেও
সহজ কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ ।—সর্বত্র অসত্ত্ববুদ্ধিঃ (অসত্তা সঙ্গত্বা বুদ্ধিবৃত্ত আদৃশং)

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥৫০॥

জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহঃ) সন্ন্যাসেন (কৰ্ম্মাসক্তি-
ফলয়োঃ ত্যাগলক্ষণেন) পরমাং (সৰ্ব্বোত্তমাং) নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিং (সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
নিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিম্) অধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

• অতু ।—ঈশ্বর বুদ্ধি সৰ্ব্বত্র আসক্তিশূন্য, যিনি নিরহঙ্কার ও
নিস্পৃহ, তাঁদিশ ব্যক্তি সৰ্ব্ববিধ আসক্তি ও কৰ্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা
সৰ্ব্বোত্তমা নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি (সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্মনিবৃত্তিরূপা সত্ত্বসিদ্ধি) লাভ
করেন ॥ ৪৯

স্বামী ।—নহু কথং কৰ্ম্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ
এব সম্পৃংস্তত ইত্যপেক্ষ্যামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি । অসক্তা সজ্ঞশূন্য
বুদ্ধিৰ্যন্ত, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগত স্পৃহা ফলবিবরেচ্ছা যন্মাং স
এবভূতেন, “নহং ত্যক্তা ফলৈকৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো যতঃ” ইত্যেবং
পূৰ্ব্বোক্তেন কৰ্ম্মাসক্তিফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সন্ন্যাসেন নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিং সৰ্ব্ব-
কৰ্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি । যতপি সজ্ঞফলয়োস্ত্যাগেন
কৰ্ম্মাহুষ্ঠানমপি নৈকৰ্ম্ম্যমেব কর্ত্ত্বাভিনিবেশাভাবাৎ । তদ্বক্তং—“নৈব
কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো যন্তোত তত্ত্ববিৎ” ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন,
তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিং “সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা
সংস্তত্যাগে স্তব্ধং বশী” ইত্যেবংলক্ষণাং পারমহংস্তাং চৰ্য্যাং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

অতুয়ঃ ।—হে কোন্তেয় ! সিদ্ধিং (নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিং) প্রাপ্তঃ
[সন্] যথা (যেন প্রকারেণ) ব্রহ্ম আপ্রোতি (লভতে) তথা (তৎ-
প্রকারং) সমাসেন (সংক্ষেপেণৈব) মে (মদ্বচনাং) নিবোধ (অবগচ্ছ),
যা জ্ঞানশূন্য পরা নিষ্ঠা (পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৫০

• অতু ।—হে কুন্তীনন্দন ! নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া, যুক্তো ধৃত্যাস্থানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্ত চ ॥ ৫১

বিক্লিতসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নিঃস্ময়ঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও, যাহা জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫০

স্বামী ।—এবজ্ঞাত পরমহংসস্ত জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—
সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্‌ভিঃ । নৈকস্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ
ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং, সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ । প্রতি-
ষ্ঠিতা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিতামিমাং, তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য বা পরেতি ।
নিষ্ঠা পর্যাবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ ।—বিশুদ্ধয়া (পূর্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্য
(সাত্ত্বিক্যা ধৃত্য) আস্থানং (কার্য্যকারণ-সজ্জাতরূপাং তামেব বুদ্ধিং)
নিয়ম্য (নিশ্চলাং কৃৎস্না) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা [উদ্‌বিষরৌ] রাগ-
দ্বেষৌ চ ব্যুদস্ত (পরিত্যজ্য) বিক্লিতসেবী (শুদ্ধদেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী
(মিতভোজী) [ঐতৈরূপায়ৈঃ] যতবাক্‌কায়মানসঃ (সংযতবাগ্‌দেহ-
চিত্তঃ) [ভূত্বা] নিত্যং (সর্বদা) ধ্যানযোগপরঃ [ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ
পুনঃ] বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (সম্যক্ আশ্রিতবান্ সন্) অহঙ্কারং বলং
(হুরাগ্রহং) দর্পং (যোগবলাহুয়ার্গগ্রবৃত্তিলক্ষণং) [প্রারব্ধবাৎ প্রাপ্য-
মাণেশু অপি বিবরেষু] কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য (বিশেষেণ ত্যক্ত্বা)

নির্মমঃ [সন্] শাস্তঃ (পরমামুশান্তিং প্রাপ্তঃ) ব্রহ্মভূমায় (ব্রহ্মাহমিতি
নৈশ্চল্যেনাবস্থানায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) । ৫১—৫৩

অনু ।—পূৰ্ব্বোক্ত সাধিকী বুদ্ধিতে যুক্ত এবং সাধিকী ধৃতি
দ্বারা কার্যকারণসম্বাদরূপ বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহ
পরিভ্যাগপূৰ্ব্বক তদ্বিষয়ক অল্পরাগ ও বিদ্বেষ-বিরহিত হইতে হইবে ।
বাক্য, শরীর ও মনোবৃত্তির সংযম করিয়া শুদ্ধ স্থানে অবস্থিত ও মিত-
ভোজী হইয়া সৰ্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া হৃদয় বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে
হইবে এবং অহঙ্কার, বল (দুঃখগ্রহ), দর্প এবং প্রারব্ধবশে ঘাহা লাভ করা
যায়, সে সকল বিষয় এবং কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষরূপে পরিভ্যাগ
করিতে হইবে ; অনন্তর মমতা পরিভ্যাগ পূৰ্ব্বক পরম শাস্তি লাভ
করিয়া আমিই ব্রহ্ম এইরূপভাবে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ
করিবে । ৫১—৫৩

স্বামী ।—তদেবাহ—বুদ্ধোতি । উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া
পূৰ্ব্বোক্তয়া সাধিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্য সৃষ্টিক্যা স্বাত্মানং কার্যকারণ-
সম্বাদরূপাং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়ান্ত্যক্ত্বা
তদ্বিষয়ো রাগদ্বेषৌ চ ব্যুদস্ত বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূমায়
কল্পত ইতি তৃতীয়েনাশ্রয়ঃ । কিঞ্চ বিবিক্তেতি । বিবিক্তসেবী শুদ্ধ-
দেশাবস্থায়ী লঘুশী মিতভোজী ঐতৈরূপারৈর্ঘটবাঞ্ছাকারমানসঃ সংযত-
বাগ্দেশচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সৰ্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ
সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃষ্ট্য বৈরাগ্যং সমাগাশ্রিতো ভূত্বা । কিঞ্চ
অহঙ্কারমিতি । ততশ্চ বিরক্তোহহমিত্যাশ্বহঙ্কারং বলং দুঃখগ্রহং দর্পং
যোগবলানুসঙ্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমাণেষুপি বিষয়েষু কামং
ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমূঢ় বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপনেষু নির্মমঃ সন্ শাস্তং
পরমামুশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূমায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে
যোগ্যো ভবতি । ৫১—৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু মন্ত্ৰক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চান্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

অর্থায়ঃ ।—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) [নষ্টঃ] ন শোচতি [অগ্রীপ্তঃ] ন কাঙ্ক্ষতি [অভ্যর্থ] সৰ্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] পরাং মন্ত্ৰক্তিং (মন্ত্ৰাবনালক্ষণাঃ ভক্তিং) লভতে ॥ ৫৪

অনু ।—ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট ব্রহ্মের জন্ত শোক করেন না, অলক্ষ বস্তু আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; অতএব তিনি সৰ্বভূতে সমভাবে পন্ন হইয়া আমার ভাবনারূপ পরম ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

স্বামী ।—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চলোনাবস্থানন্ত ফলমাহ—ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টঃ ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তঃ কাঙ্ক্ষতি দেহাত্মভিমানাভাবাৎ । অতএব সৰ্বেষুপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বेषকৃত-বিক্ষেপাভাবাৎ সৰ্বভূতেষু মন্ত্ৰাবনালক্ষণাঃ পরমাং মন্ত্ৰক্তিং লভতে ॥ ৫৪

অর্থায়ঃ ।—[অহং] যাবান্ (সৰ্বব্যাপী) যচ্চ (সচ্চিদানন্দরূপঃ) অন্নি [ইতি] মাং ভক্ত্যা তদ্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (সম্যক্ বেত্তি) ; ততঃ মাং তদ্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং (তন্ত জ্ঞানন্ত উপরমে) [সতি] মাং বিশতে (স্বয়মপি পরমানন্দো ভবতি) ॥ ৫৫

অনু ।—আমি যেক্ষণ (সৰ্বব্যাপী) এবং যাহা (সচ্চিদানন্দধন) পরম ভক্তিপ্রভাবে তিনি তাহা স্বরূপতঃ অবগত হন ; তাহার পর আমাকে প্রকৃতরূপে জানিয়া পরে সেই জ্ঞানের উপরমে আমাতে প্রবেশ করেন ॥ ৫৫

স্বামী ।—ততচ্চ ভক্ত্যেতি । তয়া চ পরমা ভক্ত্যা তদ্বতো মামভিজানাতি, কথংভূতঃ ? যাবান্ সৰ্বব্যাপী যচ্চান্মি সচ্চিদানন্দ-

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাত্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংশ্রুত্ব মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭.

ঘনতুখাত্তঃ, ততশ্চ মামেবং তত্বতো জ্ঞাত্বা তদীনস্তরং তস্মৈ জ্ঞানস্তোপরমে
সতি মাং বিশুদ্ধে পরমনিম্নরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

অনুয়ঃ ।—সদা সর্বকর্মাণি (সর্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ
কর্মাণি) [পূর্বোক্তক্রমেণ] কুর্বাণঃ [সন্] মদ্যপাত্রয়ঃ (মৎপরায়ণঃ)
মৎপ্রসাদাং শাস্বতম্ (অনাদিম্) অব্যয়ং (নিত্যং) পদম্ অবাপ্নোতি
(প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৬

অনু ।—সর্বদা নিত্য নৈমিত্তিক সর্ববিধ কৰ্ম পূর্বোক্ত ক্রমাহু-
সারে অনুষ্ঠান করিতে করিতে মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে অনাদি
ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬

স্বামী ।—স্বকর্মভিঃ পরমেশ্বরাদনাহুত্বং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি
—সর্বকর্মাণীতি । সর্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্মাণি পূর্বোক্ত-
ক্রমেণ সর্বদা কুর্বাণঃ সন্ মদ্যপাত্রয়ঃ অহমেব ব্যাপাত্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু
স্বর্গাদিফলং যন্ত স মম প্রসাদাং শাস্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্বোৎকৃষ্টং
পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

অনুয়ঃ ।—সর্বকর্মাণি (নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ সর্বাণি
কর্মাণি) ময়ি চেতসা সংশ্রুত্ব (সমর্প্য) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ) (সন্)
বুদ্ধিযোগঃ (বাবসায়াজ্জিকরা বুদ্ধ্যা যোগম্) উপাশ্রিত্য (অবলম্ব্য)
সততং মচ্চিত্তঃ (মব্যর্পিতমনাঃ) ভব ॥ ৫৭

• • অনু ।—বাবতীর নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা

মচ্ছিত্তঃ সৰ্ব্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।

অথ চেত্বমহকারাম শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্যসি ॥ ৫৮

যদহকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্র ইতি মন্তসে ।

মিথৈব্য ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্থাং নিযোজ্যতি ॥ ৫৯

আমাতে সমৰ্পণ করিয়া মৎপ্রসাদ হও এবং ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিছারা কর্ম-
যোগ অবলম্বন পূর্বক সর্বদা আমাতে চিত্ত সমৰ্পণ করিয়া অবস্থান
কর ॥ ৫৮

স্বামী ।—যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি । সৰ্ব্বাণি কৰ্মাণি
চেতসা ময়ি সংক্ৰান্ত সমৰ্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যন্ত স
ব্যবসায়াত্মিকরূপ বুদ্ধ্যা যোগমাশ্রিত্য সততং কৰ্ম্মদুষ্ঠানকালেহপি ব্রহ্মার্পণং
ব্রহ্ম হবিরিতি জ্ঞানেন মযোব চিত্তং যন্ত স তথাভূতো ভব ॥ ৫৭ঃ

অশ্বয়ঃ ।—স্বং মচ্ছিত্তঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ সৰ্ব্বদুৰ্গাণি (সৰ্ব্বাণ্যপি
দুস্তরাণি সাংসারিকানি দুঃখানি) তরিষ্যসি ; অথ চেৎ (যদি পুনঃ)
অহকারাৎ (জাতৃত্বাভিমানাৎ) [মদুস্তং] ন শ্রোষ্যসি (তর্হি)
বিনঙ্ক্যসি (পুরুষার্থাৎ ব্রষ্টো ভবিষ্যসি) ॥ ৫৮

অনু ।—আমাতে অর্পিত-চিত্ত হইলে তুমি আমার অন্তর্গত
সর্ববিধ দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিবে ; আর যদি
জাতৃত্বাভিমানবশতঃ আমার বাক্য পালন না কর তবে বিনাশ প্রাপ্ত
হইবে (পুরুষার্থব্রষ্ট হইবে) ॥ ৫৮

স্বামী ।—ততো যন্তবিষ্যতি তচ্ছ গু—মচ্ছিত্ত ইতি । মচ্ছিত্তঃ
সন্ মৎপ্রসাদাৎ সৰ্ব্বাণ্যপি দুৰ্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকানি দুঃখানি
তরিষ্যসি । বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেৎ যদি পুনঃমহকারাৎ জাতৃত্বাভি-
মানাৎ মদুস্তমেবং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্যসি পুরুষার্থাৎ ব্রষ্টো
ভবিষ্যসি ॥ ৫৮

স্বভাবজেন কোন্তেয় নিবদ্ধঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা ।

কৰ্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয়াস্ববশোহপি তৎ ॥ ৬৭

২ঃ ।—[মহুজ্জমনাদৃত্য] অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) [অহং] ন যোন্তে (যুদ্ধং ন করিয়ামি) ইতি যৎ যন্তসে (অধ্যবশ্তসি) [এষঃ] তে ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়ঃ) [তব অস্বতন্ত্রত্বাৎ] মিথ্যা এব ; [যতঃ] প্রকৃতিঃ (কাল্পন্যভাবঃ) [রজোগুণরূপেণ গুরিণতা সতী] ত্বাৎ নিষোক্যতি (যুদ্ধে প্রবর্ত্তনীয়াত্যেব) ॥ ৫২

অনু ।—যদি তুমি আমার উপদেশে অনাদর প্রদর্শন পূৰ্ব্বক অহঙ্কার অবলম্বনে আমি যুদ্ধ করিব না, এইরূপ মনে কর ; তবে তোমার এই অধ্যবসায় নিশ্চয়ই মিথ্যা [কেননা, তুমি স্বাধীন নহ] তোমার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি [রজোগুণে পরিণত হইয়া] তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবেই ॥ ৫২

স্বামী ।—কারণ বিনজ্জামি ন তু বহুভিযুদ্বং করিয়ামীতি চেস্তত্রাহ—যদিতি । মহুজ্জমনাদৃত্য কেবলম্ অহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিয়ামীতি ত্বং যন্তসে অধ্যবশ্তসি এব তে ব্যবসায়ে মিথ্যেবাস্বতন্ত্রত্ব-স্তব, তদেবাহ প্রকৃতিত্বাৎ রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিষোক্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তনীয়াত্যেব ॥ ৫২

ভাস্কর্য্যঃ ।—হে কোন্তেয় ! মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যৎ কৰ্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন (পূৰ্ব্বকৰ্ম্মগৎস্কারজাতেন) শ্বেন (স্বকীয়েন কৰ্ম্মণা) নিবদ্ধঃ (যন্তিতঃ) ত্বম্ অবশঃ [সন্] তৎ অপি (কৰ্ম্ম করিয়াসি) ॥ ৬০

অনু —হে কুন্তীনন্দন ! অবিবেকবশতঃ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ না পূৰ্ব্বকৰ্ম্মগৎস্কারজাত স্বীয় কৰ্ম্মে (ক্ষত্রিয়জাতিমূলভ শৌৰ্য্যায় কৰ্ম্মে) আবদ্ধ তুমি অবশ হইয়া তাহাও অবশই করিবে ॥ ৬০

• স্বামী ।—কিঞ্চ স্বভাবেতি । স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়স্বহেতু পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম-

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহৰ্জুন তিষ্ঠতি ।

ব্রাহ্ময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

সংস্কারস্তস্মাচ্ছাভেন স্বীয়েন কৰ্মণা শৌৰ্যাদিনা পূৰ্ব্বোক্তেন নিবন্ধো
যন্তিততঃ মোহাৎ যৎ কৰ্ম যুদ্ধলক্ষণং কৰ্ত্ত্বং নেচ্ছসি, অবশোহপি তৎ কৰ্ম
করিষ্যন্তেব ॥ ৬০

অনুয়ঃ ।—হে হৰ্জুন ! ঈশ্বরঃ (অন্তৰ্ধ্যামী পুরুষঃ) মায়য়া
(নিজশক্ত্যা) যন্তারূঢ়ানি (শরীরস্থানি) সৰ্বভূতানি (দেহাভিমানিনো
জীবান্) ব্রাহ্ময়ন্ (তৎতৎকৰ্মসু প্রবর্তয়ন্) সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশে (হৃদ্যধ্যে)
তিষ্ঠতি ॥ ৬১

অনু ।—হে অৰ্জুন ! অন্তৰ্ধ্যামী ভগবান্ নিজশক্তিবশে
দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় দেহাভিমানী জীবগণকে [যেমন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্র-
জালপ্রভাবে দ্যাক্ষময় কৃত্রিম ভূতগণকে পরিলম্বণ করায়, সেইরূপ] স্ব স্ব
কৰ্মে প্রবর্তিত করিয়া সৰ্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১

স্বামী —তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যঃ
স্বভাবপারতন্ত্র্যঃ কৰ্মপারতন্ত্র্যঃ চোক্তম্ ; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি
ব্রাহ্মণ্যম্ । সৰ্বভূতানাং হৃদ্যধ্যে ঈশ্বরোহন্তৰ্ধ্যামী তিষ্ঠতি । কিং কুৰ্বন্ ?
সৰ্বাপি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ব্রাহ্ময়ন্তৎতৎকৰ্মসু প্রবর্তয়ন্, যথা
দাক্ষযজ্ঞমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি হৃদ্যধারো লোকে ব্রাহ্ময়তি তদ্বদিতার্থঃ,
যথা, যন্তাপি শরীরাপি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্
ব্রাহ্ময়ন্তিতার্থঃ । তথাচ স্বৈতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ, “একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু
গুটুঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতাস্তরাষ্ট্রা । কৰ্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাবিসাং সাক্ষী
চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ ॥” ইতি । অন্তৰ্ধ্যামি ব্রাহ্মণক, “য আত্মনি
তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরা যময়তি যমান্নানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে
অন্তৰ্ধ্যাম্যমৃত” ইত্যাদি ॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥ ৬২

ইতি তে জ্ঞানুমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।

বিস্তৃষ্টৈতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

টিপ্পনী প—বর্ণাপ্রমাহুগত স্বভাবজ-কৰ্ম্মসাধনই যে মনুষ্যের একমাত্র কৰ্ম্মণীয়, তাহা বর্ণনা করিয়া মানুষের ঈশ্বরপরতন্ত্রতা আপন করিতেছেন । শ্রীভগবান্ বর্ণিতেছেন যে, জীবগণ স্বতন্ত্রভাবে কোন কৰ্ম্ম করে না, ঈশ্বরই হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মানুষকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সুতরাং তুমি ঈশ্বরপ্রাণী হইয়া কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে ॥ ৬১

অন্বয়ঃ ।—হে ভারত ! সৰ্ব্বভাবেন (সৰ্ব্বাত্মনা) তমেব (ঈশ্বর-মেব) শরণং গচ্ছ ; তৎপ্রসাদাৎ (তন্ত্ৰৈব ঈশ্বরস্ত অহুগ্রহাৎ) পরাম্ (উত্তমাং) শান্তিং শান্ততং (নিত্যং) স্থানং (বিমুপদং) চ প্রাপ্যসি ॥ ৬২

অনু । —হে ভারত ! সৰ্ব্বান্তঃকরণে সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বরকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর ; তাঁহার অহুগ্রহে পরমশান্তি এবং নিত্যপদ লাভ করিবে ॥ ৬২

স্বামী ।—তমিতি । যস্মাদেবং সৰ্ব্বৈ জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রা-ন্তস্মাদহঙ্কারঃ পরিত্যজ্য সৰ্ব্বভাবেন সৰ্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তন্ত্ৰৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শান্ততং নিত্যং প্রাপ্যসি ॥ ৬২

অন্বয়ঃ ।—ইতি (অনেন প্রকারেণ) [পরমকারুণিকেন] ময়া তে (তুভ্যং) গুহ্যং (গোপ্যং) গুহ্যতরং জ্ঞানম্ (জ্ঞানময়ং মনোপদিষ্টং) গীতানাম্ (আখ্যাতম্ (সম্যক্ উপদিষ্টম্)) এতৎ অশেষেণ বিমুখ্য (পর্যালোচ্য) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু [এতন্মিহ পর্যালোচিতে সতি তব যোজনা নিবর্ত্তিত্বেন ইতি ভাবঃ] ॥ ৬৩

সৰ্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইকৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

অনু ।—এই প্রকারে পরম কারুণিক আমি এই গোপনীয় হঠতেও গোপনীয় সৰ্বোত্তম জ্ঞানময় গীতাশাস্ত্র তোমার উপদেশ করিলাম, ইহা সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিয়া তোমার বেক্লপ অভিলাষ হয়, সেইরূপ কর [অর্থাৎ ইহা সম্যক পর্যালোচনা করিলে তোমার মৌহ দূর হইবে] ॥ ৬৩

স্বামী ।—সৰ্বগীতার্থমূপসংহরন্নাহ ইতীতি । ইতানেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সৰ্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্ । কথঙ্কৃতম্ ? গুহ্যং গোপ্যং রহস্যমুযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমুখ্য পর্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেষ্টসি তথা কুরু । এতন্মিন্ পর্যালোচিতো সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ ।—সৰ্বগুহ্যতমং (অতীবগোপনীয়ং) মে (মম) পরমং বচঃ ভূয়ঃ (পুনরপি) শৃণু ; [অং] মে (মম) দৃঢ়ম্ (অত্যন্তম্) ইষ্টঃ (প্রিয়ঃ) অসি (ভবসি) ততঃ [হেতোঃ] তে (তব) হিতং বক্ষ্যামি ॥ ৬৪

অনু ।—সৰ্বাপেক্ষা গুহ্য জ্ঞানশাস্ত্ররূপ আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর ; তুমি আমার অতীব প্রিয়, একান্ত আমি তোমাকে হিতকর বাক্য কহিতেছি ॥ ৬৩

স্বামী ।—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচিতুমশক্ববতঃ কপত্তা স্বরমেব তন্ত্ৰ সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সৰ্বগুহ্যতমমিতি । দ্বিভিঃ । সৰ্বোভোহপি গুহ্যেভো গুহ্যতমং মে বচন্তব্য তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু । পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুর্মাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম অমিষ্টঃ প্রিয়োহসীতি ময়া তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, বদ্য অং মমেটোহসি

মম্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মাম্বেবৈব্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

ময়া বক্ষ্যমাণং চ দৃঢ়ং সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততশ্চ বক্ষ্যামীত্যর্থঃ !
দৃঢ়মুতিরিতি কেচিৎ পঠন্তি । ৬৪

অন্বয়ঃ—[ত্বং] মম্মনাঃ (মদেকচিন্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজন-
শীলঃ) মদ্যাজী (মদ্যজনশীলঃ) ভব ; মাম্ [এব] নমস্করু ; [এবং
বর্তমানস্বঃ] [মৎপ্রসাদাৎ] মামেব এব্যসি (প্রাপ্যসি) [অত্র সংশয়ং
মা কার্যীঃ] ত্বং মে (মম) প্রিয়ঃ অসি (ভবসি) [অতঃ] অহং তে
(তুভ্যং) সত্যং [যথা ভবতি এবং] প্রতিজ্ঞানে (প্রতিজ্ঞাং
করোমি) ॥ ৬৫

অনু ।—তুমি মদেকচিন্ত হও, আমারই ভজনপরায়ণ হও,
আমারই উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান কর এবং আমাকেই নমস্কার কর ; [এই-
রূপে অবস্থান করিতে পারিলে, তুমি আমার প্রসাদে জ্ঞান লাভ করিবা]
আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে ; [এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না ;
কেননা] তুমি আমার অতীব প্রিয়, অতএব তোমাকে আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা
করিবা [তোমার হিতকর জ্ঞানযোগ] উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫

স্বামী ।—তদেবাহ—মম্মনা ইতি । মম্মনা মচ্চিন্তো ভব মন্তুক্তো
• মন্তজনশীলো ভব মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব মামেব নমস্করু, এবং বর্ত-
মানস্বঃ মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মামেবৈব্যসি প্রাপ্যসি অত্র সংশয়ং মা
কার্যীঃ । ত্বং হি মে প্রিয়োহসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং
প্রতিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫

অন্বয়ঃ ।—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য (মন্তুক্ত্যেব সর্বং ভবিষ্যতীতি

দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈকর্য্যং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ) একং মাং শরণং ব্রজ (মদেক-
শরণো ভব) [এবং বর্তমানঃ কৰ্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং ত্রাং ইতি] মা
শুচঃ (শোকং মা কাৰ্বীঃ) [যতঃ] অহং স্বাং (মদেকশরণং) সৰ্ব্ব-
পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি (মোচয়িষ্যামি) ॥ ৬৬ ॥

অনু ।—সৰ্ব্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তির দ্বারাই
সমুদয় সম্পাদিত হইবে, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে বিধিনিষেধের বলীভূত না
হইয়া একমাত্র আমান্টে শরণাপন্ন হও ; তাহা হইলে কৰ্ম্মত্যাগ-জন্ত
পাপ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় শোকাকুল হইও না কারণ, আমি
মদেকশরণ তোমাকে সৰ্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত করিব ॥ ৬৬

স্বামী ।—ততোহপি গুহ্যতমমাহ—সর্কেতি । মন্তুজ্যৈব সৰ্ব্বং
ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈকর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব । এবং
বর্তমানঃ কৰ্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং ত্রাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কাৰ্বীঃ,
যতস্ত্বাং মদেকশরণং সৰ্ব্বপাপেভ্যোহহং মোক্ষয়িষ্যামি মোচয়িষ্যামি ॥ ৬৬

টিপ্পনী ।—অধুনা “ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিতে-
ছেন, সকল ভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও” এই যে পূর্বে বলা হইয়াছে,
তাহাই শ্রীভগবান্ আরও স্পষ্টরূপে বিবৃত করিতেছেন । তিনি বলি-
তেছেন যে, আশ্রমধৰ্ম্ম ও বর্ণধৰ্ম্ম এবং অস্ত্রাস্ত্র ধৰ্ম্মরূপ যে সকল ধৰ্ম্ম
আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক অধিতীয় সৰ্ব্বধৰ্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও
ফলদাতা আমাকেই তুমি আশ্রয় কর ; ধৰ্ম্ম হউক বা না হউক, শ্রীভগ-
বানের অনুগ্রহেই তুমি সকল বিষয়েই কৃতার্থ হইবে, এই নিশ্চয়াত্মিক
বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া পরমানন্দঘনমুষ্টি অদ্বয় অনন্ত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের
অনুরূপ ভাবনাই তোমার সকল হিতের হেতু, তাহা অনন্তচিত্তে তুমি
ভাবনা কর । “মামেকং শরণং ব্রজ” ইহা দ্বারা সৰ্ব্বধৰ্ম্মত্যাগ উপস্থিত
হইলেও কার্য্যকারিতা লাভের জন্ত তাহার পুনরুল্লেখ দোষাত্মক নহে ।
“সৰ্ব্বান্” ইহা দ্বারা অধৰ্ম্মও বুঝিতে হইবে ; কারণ আমিই তোমাকে

ইদন্তে নাভপঙ্কায় নাভস্তায় কদাচন ।

ন চান্তশ্রববে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূরতি ॥ ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মন্তুস্তেষাভিধাশ্রতি ।

ভক্তিং ময়ি পর্যুং কৃদ্ধা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, এই উক্তি রহিয়াছে ; তাহার্তেই বুদ্ধিতে হইবে যে, অধর্মরূপ পাপেও তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই ; কেননা, আমিই তোমাকে পাপ হইতে রক্ষা করিব । অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তাহার পক্ষে পাপ-পুণ্য ধর্মাদি সর্বলই অলীক, জগতে সকলই মিথ্যা, একমাত্র ভগবানই সত্য । ৬৬

অনুব্রূয়ঃ ।—ইদং (গীতার্থতত্ত্বং) তে (ত্বয়া) অভপঙ্কায় (স্ব-
ধর্মসংস্থানহীনায়) ন বাচ্যম্ ; ন চ অভস্তায় (গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায়)
কদাচন (কদাচিদপি) [বাচ্যম্], ন চ অন্তশ্রববে (পরিচর্য্যামকুর্বতে)
[বাচ্যম্] ন চ মাং (পরমেশ্বরং) যঃ অভ্যসূরতি (মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষা-
রোপেণ নিন্দতি) [তস্মৈ চ] [ন বাচ্যম্] ॥ ৬৭

অনু ।—মৎকথিত এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি স্বধর্মসংস্থানবিহীন ব্যক্তিকে বলিবে না ; গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে কদাচ কহিবে না ; পরিচর্য্যাহীন ব্যক্তিকেও, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আমাকে মনুষ্য মনে করিয়া আমার প্রতি অনুরূপবশ হয়, তাদৃশ ব্যক্তিকে শ্রবণ করাষ্টবে না ॥ ৬৭

স্বামী ।—এবং গীতার্থতত্ত্বমুদ্দিষ্ট তৎসম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ—ইদমুচি । ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অভপঙ্কায় স্বধর্মসংস্থানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভস্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং, ন চান্তশ্রববে পরিচর্য্যামকুর্বতে শ্রোতুম্ অনিচ্ছতে বা বাচ্যং, মাং পরমেশ্বরং যোহভ্যসূরতি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭

ন চ তস্মান্নমুখ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯

অনুয়ঃ ।—পরমঃ গুহ্যঃ (সৰ্ব্বেভ্যো গুহ্যেভ্যোহপি গোপ্যং) ইদং (মদুক্তং গীতাশাস্ত্রং) যঃ মদুক্তেষু অভিধাশ্রুতি (মদুক্তেভ্যো বক্ষ্যতি) সঃ মরি পরাং (সৰ্ব্বৌত্তমাং) ভক্তিং কৃৎয়া অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহঃ) [সন্] মাম্ এব এষ্যতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬৭

অনু ।—এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র যিনি আমার ভক্তগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি আমাতে পরমভক্তিবিবন্ধন সন্দেহরহিত হইয়া আসক্তকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৭

স্বামী ।—এতৈর্দেবৈর্কিরহিষ্কৃত্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইতি । মদুক্তেষু অভিধাশ্রুতি মদুক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স্ মরি পরাং ভক্তিং কৰোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

অনুয়ঃ ।—মুখ্যেষু তস্মাৎ (মদুক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রং ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাৎ) কশ্চিৎ মে (মম) প্রিয়কৃতমঃ (অত্যন্তং পরিতোষকর্তা) ন চ [অস্তি] ; তস্মাৎ অন্যঃ (অপরঃ) প্রিয়তরশ্চ ভূবি (পৃথিব্যাং) ন ভবিতা (কালান্তরেহপি ভবিষ্যতি) ॥ ৬৯

অনু ।—নরলোকে সেই গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়কারী আর কেহ নাই ; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কোন কালে আমার অধিকতর প্রিয় হইবেনও না ॥ ৬৯

স্বামী ।—কিঞ্চ ন চেতি । তস্মান্নমুখ্যেষু গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্তো মদুখ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃতমোহত্যন্তং পরিতোষকর্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি, যমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোহুনা ভূবি তাবদাস্তি, ন চ কালান্তরেহপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭০

অধ্যোধ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যাং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিক্তঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

প্রজ্ঞাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভালোকান্

প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণামি ॥ ৭১

অনুব্রূয়ঃ ।—অবয়বোঃ ঠমং ধর্ম্যাং (ধর্মাদিমপেতং) সংবাদং যশ্চ
অধ্যোধ্যতে (জগৎপেণ পঠিষ্যতি) তেন (জ্ঞানেন) অনুহং (সর্বেষ্বরঃ)
জ্ঞানযজ্ঞেন (সূর্যেভ্যঃ যজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন) ইষ্টঃ (আরাধিতঃ) স্যাম্
(ভবেয়ম্) ইতি মে মতিঃ ॥ ৭০

অনু ।—আমাদের ঐকট ধর্মসঙ্গত সংবাদ যিনি অধ্যয়ন করিবেন
(জগৎপে পঠি করিবেন), সেই ব্যক্তি সর্ববিধ যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-
যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করিবেন—ইহাই আমার অভিষত ॥ ৭০

স্বামী ।—পাঠতঃ ফলমাহ—অধ্যোধ্যতে ইতি । আবয়বোঃ শ্রীকৃষ্ণা-
র্জুনয়োরিনং ধর্ম্যাং ধর্মাদিনপেতং সংবাদং যোহধ্যোধ্যতে জগৎপেণ পঠি-
ষ্যতি, তেন পুংসা সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিক্তঃ স্যাম্ ভবেয়মিতি
মে মতিঃ, যজ্ঞপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জগতি তথাপি মম
অশৃণতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি, যথা লোকে যদচ্ছয়পি
যদা কশ্চিৎ কদাচিৎ কস্তচিদ্ভ্যাম গৃহ্যতি তদাসৌ মামেবারমাহবরতাতি
মদ্ভা তৎপার্ষবাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্ম সন্নিহিতো ভবেয়ম্, অতএব
[অজামিলকন্দ্রবন্ধুপ্রমুখাণাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেন প্রসন্নোহস্মি,
তথৈবান্যপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০

অনুব্রূয়ঃ ।—প্রজ্ঞাবান্ (প্রজ্ঞাযুক্তঃ) অনন্বয়ঃ (অনন্বারহিতশ্চ) যঃ
শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি [নরঃ] [সর্বপাণৈঃ] মুক্তঃ [সন্] পুণ্যকর্মণাম্
এ অধমেধাদিপুণ্যকৃতাং শুভান্ (মঙ্গলমরান্) লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ স্বয়ৈকাত্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অৰ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলঙ্কাঃ স্বপ্রসাদাশ্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং ত্বং ॥ ৭৩

অনু ।—যিনি প্রজ্ঞাযুক্ত ও অস্বাভাবীন হইয়া এই গীতাশাস্ত্র
শ্রবণ করিবেন, তিনিও সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যকাম্যাদিগের
মঙ্গলময়-লোক সকল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

স্বামী ।—অজ্ঞান জপতো যোহজ্ঞঃ কচ্চিচ্ছ পোতি তত্রাপি ফল-
লাভঃ—প্রজ্ঞাবানিতি । যো নরঃ প্রজ্ঞাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি প্রজ্ঞাবানপি
যঃ কিঞ্চিং কিমর্থমুচ্চরতি অবজ্ঞঃ বা জপতি ইতি বা দোষদৃষ্টিং করোতি
তদ্ব্যবস্থার্থমাহ—অনস্বরশাস্ত্রারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোহপি সৰ্বৈঃ পাপৈশ্চ-
মুক্তঃ সমস্তমেধাদিপুণ্যাকৃতান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

অস্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! স্বয়ং একাত্রেণ চেতসা এতৎ (গীতাশাস্ত্রং)
শ্রুতং কচ্চিৎ ? (কিম্ ?) হে ধনঞ্জয় ! তে (তব) অজ্ঞানসম্মোহঃ
(অজ্ঞানজনিত-মোহঃ) প্রনষ্টঃ (অপগতঃ) কচ্চিৎ ? ৭২

অনু ।—হে পার্থ ! তুমি অন্তর্ভাষিতে মত্ত হইয়া এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ
করিয়াছ ত ? হে ধনঞ্জয় ! এখন তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূরীভূত
হইল ত ? ৭২

স্বামী ।—সম্যগ্ বোধাহুংস্তৌ পুনরুপদেশ্যামীত্যশয়েনাহ—
কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থঃ । অজ্ঞানসম্মোহনস্তজ্ঞানকৃতো
বিপর্যয়ঃ । স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ৭২

অস্বয়ঃ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ—হে অচ্যুত ! [আশ্চর্য্যবিষয়ঃ] মোহঃ
নষ্টঃ (অপগতঃ) ; স্বপ্রসাদাৎ মহা স্মৃতিঃ (স্বরূপাহুসন্ধানরূপা) লঙ্কা

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ।

• সংবাদমিমমশ্রৌষমভূতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পুরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাত কৃষাৎ সাক্ষাতঃ কথয়তঃ স্বরম্ ॥ ৭৫

। প্রাপ্তা) [অহমধুনা] স্থিতঃ (যুদ্ধায় উপস্থিতঃ) অস্মি ; গতসন্দেহঃ (ধর্মবিষয়ে সন্দেহশূন্যঃ) [অহং] তব বচনম্ (আজ্ঞা) করিষ্যে (পালয়িষ্যামি) ॥ ৭৩

অনু ।—অর্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত ! তোমার আগ্রহে আমার আত্মবিষয়ক মোহ দূরীভূত হইল ; আমি স্বরূপাত্মসাক্ষানরূপ স্থিতি লাভ করিলাম ; এক্ষণে আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলাম ; ধর্মবিষয়ে আমার সন্দেহ নিরাকৃত হইরাছে—আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৭৩

স্বামী ।—কৃতার্থঃ সর্গজুন—উবাচ নষ্ট ইতি । আত্মবিষয়ে মোহো নষ্টঃ যতোহহমহমস্মীতি স্বরূপাত্মসাক্ষানরূপা স্থিতিশ্চ প্রসাদাৎ প্রাপ্তা ; অতঃ স্থিতোহস্মি যুদ্ধোপস্থিতোহস্মি, গতঃ ধর্মবিষয়ে সন্দেহো যন্ত সোহহং তবাজ্ঞাং করিষ্যে ইতি ॥ ৭৩

অনুব্যঃ ।—সঞ্জয় উবাচ—অহম্ ইতি (ইত্যেতৎ) বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ ইমং লোমহর্ষণং (রোমাক্ষকরম্) অভূতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্ (শ্রুতবানস্মি) ॥ ৭৪

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন—এইরূপে আমি বাসুদেব ও অর্জনের অভূতং রোমাক্ষজনক কথোপকথন শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪

• স্বামী ।—ভদেবং বৃত্তরাষ্ট্রং প্রীতি ত্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদঃ কথয়িত্বা প্রস্তোতাং কথামত্মসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি । রোমহর্ষণং রোমাক্ষকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৭৪

রাজন্ সংস্বত্য সংস্বত্য সংবাদমিমমস্তুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হব্যামি চ মুহুমুহঃ ॥ ৭৬

তচ্চ সংস্বত্য সংস্বত্য রূপমত্যস্তুতং হরৈঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হব্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

অশ্বয়ঃ ।—অহং ব্যাকপ্রসাদাৎ ইমং পরং শুভং যোগং সাক্ষাৎ
(স্বয়ং) কথয়তঃ যোগেশ্বর্য্যং কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ ॥ ৭৫

অনু ।—আমি ভগবান্ ব্যাসের প্রসাদে স্বয়ং যোগেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের
নিকট এই প্রদত্ত শুভ যোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫

স্বামী ।—আত্মনস্তৎশ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি ।
ভগবান্ ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহৎ দত্তম্ অতো ব্যাসস্ত প্রসাদা-
দেহং অহং শ্রুতবানস্মি । কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্ ।
পরম্ব্যাবিকরোতি—যোগেশ্বর্য্যং শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ
শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

অশ্বয়ঃ ।—হে রাজন্ ! কেশবার্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং (পবিত্রম্)
অদ্ভুতং (পরমার্চ্য্যং) সংবাদং (প্রেমোত্তররূপং) সংস্বত্য সংস্বত্য মুহুমুহঃ
(বারংবারং) হব্যামি (রোমাঞ্চিতো ভবামি) ॥ ৭৬

অনু ।—হে মহারাজ ! কৃষ্ণার্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত
কথোপকথন শ্রবণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত
হইতেছি ॥ ৭৬

স্বামী ।—কিঞ্চ—রাজমিতি । হব্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্বং
প্রাপ্নোমীতি বা । স্পষ্টমন্ত্য ॥ ৭৬

অশ্বয়ঃ ।—হে রাজন্ ! হরৈঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংস্বত্য সংস্বত্য চ
মে (মম) মহান্ বিস্ময়শ্চ [ভবতি] অহং পুনঃ পুনঃ হব্যামি ॥ ৭৭

অনু ।—হে মহারাজ ! হরির সেই অদ্ভুত বিধরূপ শ্রবণ করিতে

ভগবন্ত্তোমোক্ষং প্রাপ্তি সাধকতমম্বপ্রবশাতদেকান্ততত্তিরেব তৎপ্রসঙ্গাৎ
 দৌষজ্ঞানবাস্তবব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি কুটং প্রতীক্বে জ্ঞানন্ত
 চ ভক্ত্যবাস্তবব্যাপারম্বমেব যুক্তং “ভেবাঃ সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতি-
 পূর্বকম্ । দদামি বুদ্ধিবোগং তং যেন মামুপবাশ্চি তে ॥” “মন্তুক্ত এত-
 দ্বিজায় মন্তাবারোপপত্ততে” ইত্যাদি বচনাৎ তত্ত্বজ্ঞানমেব ত্তিরিতি যুক্তং,
 “সমঃ সর্কেষু কৃতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্ । ভক্ত্যা মামভিজ্ঞান্যতি
 যাবান্ যশাস্চি তত্ত্বতঃ ॥” ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ । “ন চৈবঃ গতি “তমেব
 বিদিত্বাহতিমুত্যাং ত নাত্তঃ পশ্য বিত্তভেৎসন্নর” ইতি ক্রতিবিরোধঃ
 পক্ষনীঃ, ভক্ত্যবাস্তবব্যাপারম্বাৎ জ্ঞানস্য, নহি কাষ্টেঃ পচতীত্যাং
 জ্ঞানস্য সাধনম্বমুক্তং ভবতি । কিঞ্চ “যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
 যথা গুরো । তসৌতে কথিতা হৃথ্যাঃ ঐক্যাস্তে মহাশ্বনঃ ॥” “দেহাস্তে
 যোঃ পরং ব্রহ্ম ভাবকং ব্যাচষ্টে,” “যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদি
 ক্রতিশ্রুতিপুরাধিবচনান্তেবঃ সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তন্মাস্তগবদ্তিরেব
 মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

ভেতেনৈব দন্তরা মত্যা তদগীতাবিবুতিঃ কৃত্য ।

স এব পরমানন্দন্তরা প্রীণাতু মাধবঃ ॥

পরমানন্দশাদাজ-রজঃ-শ্রীধারিণাধুনা ।

শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃত্য গীতা-স্ববোধিনী ॥

স্বপ্রাগল্ভ্যবলাহিলোড্য ভগবদগীতাং তদন্তর্গতং,

তত্ত্বং প্রেম্পূরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযুষদৃষ্টিং বিনা ।

অম্ব স্বাঞ্জলিনা নিরল্য জলধেরাধিংসুরন্তর্গদী-

নাবর্জেবু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিনাকৃত্য গীতাং শ্রীমন্তগবদগীতাটীকারাং স্ববোধিতাং

পরমার্থনির্ণয়ো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

গীতামাহাত্ম্যম্

ঋষিকবাচঃ—গীতার্যাস্টৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ স্মৃতং মে বদ । পুরা
 নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিরনুদিতম্ ॥ ১ ॥ স্মৃত উবাচ—ভক্তঃ ভগবতা
 গুণৈঃ যচ্ছি গুণভক্তমং পরম্ । এক্যতে কেন কথ্যতং গীতামাহাত্ম্য-
 মন্তমম্ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিকি কুত্ৰীশ্বতঃ ফলম্ ।
 ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥ অস্তে শ্রবণতঃ
 শ্রদ্ধা লেশঃ সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ । তস্মাৎ কিকিষদাম্যত্র ব্যাসস্তাশ্রমায়
 শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥ সর্বোপনিষদো গাবো দোহা গোপালনক্ষনঃ । সার্বভৌম
 বৎসঃ সূকীৰ্ত্তোক্তা হৃৎ গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥ সারথ্যমৰ্জুনস্তাদৌ কুৰ্ব্বন
 গীতামৃতং দদৌ । লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণায়নৈব নমঃ ॥ ৬ ॥
 সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্জুমিচ্ছতি যো নরঃ । গীতানাবং সমাসাত্ত পারঃ
 যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥ গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সৈন্যভাষ্যসংযোগতঃ ।
 মোক্ষমিচ্ছতি মুঢ়াত্মা যাতি বালকহস্ততাম্ ॥ ৮ ॥ যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব
 গীতাশাস্ত্রমহনিশম্ । ন তে বৈ মাহুবা জেরা দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 গীতাজ্ঞানেন সংসোধঃ কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ । ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র
 সত্ত্বং বাধ নিগুণম্ ॥ ১০ ॥ সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।
 ক্রমশ্চিন্তিত্ত্বজিঃ স্তাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকৰ্ম্মসু ॥ ১১ ॥ সাধোগীতাস্তসি
 জ্ঞানং সংসারমলনাশনম্ । শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎ কার্য্যং হস্তিগ্নানং বৃথৈব
 তৎ ॥ ১২ ॥ গীতার্যাস্ত ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ । স এব মাহুবে
 লোকে মোষকৰ্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ যস্মাদ্গীতাঃ ন জানাতি
 নাথমন্তংপরো জনঃ । যিক্ তন্ত মাহুবে দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥
 গীতার্থং ন বিজ্ঞানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ । যিক্ পরীরং শুভং শীলং

বিভবন্তুগৃহাশ্রমঃ ॥ ১৫ ॥ গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ ॥
 দিক্ প্রারব্ধঃ প্রতিষ্ঠাক পূজাঃ দানং মহন্তমঃ ॥ ১৬ ॥ গীতাশাস্ত্রে
 যতিনাং স্তি সৰ্বাঃ তদ্রিফলং জ্ঞাতাঃ ॥ দিক্ তন্ত জ্ঞানদ্বাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং
 তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥ গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ ॥ গীতা-
 গীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যানুরসমতম ॥ তন্মোঘঃ ধর্মরহিতঃ বেদবেদান্ত-
 গহিতম্ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদধর্মবদী গীতা সৰ্বজ্ঞানপ্রাযোজিকা ॥ সৰ্বশাস্ত্র-
 সারভূতা বিমুক্তা সা বিদীয়াতে ॥ ১৯ ॥ যোহধীতে বিমূপক্কাহে গীতাং
 শ্রীহরিবাসদে ॥ স্বপদু জাগ্রচ্চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভিন্ স হীয়তে ॥ ২০ ॥ শাল-
 গ্রামে শিবে ভক্ত্যনুদবাগারে শিবালয়ে ॥ তীর্থে নগ্নাৎ পঠেৎ গীতাং
 সৌভাগ্যানুদিত্তে ক্রবৎ ॥ ২১ ॥ দেবকৌন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন
 তুষ্টত ॥ যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থতীর্থাভিঃ ॥ ২২ ॥ গীতাধীতা
 চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ॥ বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি
 সৰ্বশঃ ॥ ২৩ ॥ যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাস্থ চ ॥ যজ্ঞে চ
 বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ গীতাপাঠক প্রবণঃ যঃ
 করোতি দিনে দিনে ॥ ক্রতবো বাজিমেধাচ্ছাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
 যঃ শৃণোতি চ গীতাং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ॥ প্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স
 প্রাপ্নোতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ গীতার্থাঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব
 সাদরম্ ॥ বিধিনা ভক্তিভাবেন তন্ত ভাষ্যা প্রিয়৷ ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ যশঃ
 সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ দ্রুতীর্থাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং
 সুখমব্রুতে ॥ ২৮ ॥ অতিচারোক্তবঃ হুঃখং বরশাপাগতকং যৎ ॥ নোপ-
 সপতি তত্বেব যত্র গীতার্কনং গৃহে ॥ ২৯ ॥ তাপত্রয়োক্তবা পীড়া নৈব
 ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ ॥ ন শাপো নৈব পাপকং দুর্গতিনীরকং ন চ ॥ ৩০ ॥
 বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন ॥ লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্ত্রং
 ভক্তিকাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥ জায়তে সততং সখ্যং সৰ্বজীবগণৈঃ সহ ॥
 প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্ত চ ॥ ৩২ ॥ স মুক্তঃ স হৃষী

ক্লোকে কৰ্মণা নোপলিপ্যতে । মহাপাপাতিপাপানি গীতাধারী করোতি
 চেৎ ॥ ন কিঞ্চিং স্পৃহতে তত্ত নলিনীমলমস্তসা ॥ ৩৩ ॥ অনাচারোত্তমঃ
 পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ ॥ অতক্ষ্যভক্ষ্যং দোষম্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥
 জ্ঞানজ্ঞানকৃতং নিত্যমিচ্ছিতৈর্জনিভঞ্চ যৎ ॥ তৎসর্বং নাশযায়তি গীতা-
 পাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥ সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সক্ষমঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুর্ক্সাহণা ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬ ॥ রত্নপূর্ণং মহীং সর্বত্র
 প্রতিগৃহ্যবিধানতঃ । গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥
 যশাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা । স সাধিকঃ সদা আপী
 ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥ দর্শনারঃ স ধনবান্ স চ জ্ঞানবানপি ।
 স এব যাজ্ঞিকো আপী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥ গীতায়াং যত্র যত্র
 নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে । তত্র সর্বত্র তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥
 নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেষুপি সর্বদা । সর্বৈ দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনে
 দেহরক্ষকঃ ॥ ৪১ ॥ গোপাল-বাল-কৃষ্ণোহপি নারদঋষপার্শ্বদ্বৈঃ । সহায়ো
 জায়তে গীত্বে যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২ ॥ যত্র গীতাবচারশ্চ পঠনং পাঠনং
 তথা । মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীভগবান্-
 বাচ । গীতা মে হৃদয়ং পার্শ্ব গীতা মে সারমুত্তমম্ । গীতা মে জ্ঞান-
 মত্যাগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে
 পরমং পদম্ । গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পুরমো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥
 গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ । গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য
 ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥ গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্যাচ্যপদাস্মিকা ॥ ৪৭ ॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি
 শুভানি শ্রু পাণ্ডব । কীর্তন্যং সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥
 গন্ধা গীতা চ সাবিজী গীতা সত্য পতিব্রতা । ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসম্ব্যা
 মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ ॥ অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবরী ব্রাহ্মিনাশিনী । বেদ-
 জ্ঞী পরানন্দা তদ্বার্থজ্ঞানমধরী ॥ ৫০ ॥ ইত্যেতানি অপেরিত্যং নরো

নিচলমানসঃ। জ্ঞানসিদ্ধিং লভেদ্বিত্যং তথাহে পরমং পদম্ ॥৫১॥
 পাঠেইসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্কঃ পাঠমাত্রয়েৎ। তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে
 নাদ্রি সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমধাগকলং লভেৎ। বড়শং
 অপমানস্ত গঙ্গানানকলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥ তথাধারিষ্বরং নিত্যং পঠমানো
 নিরন্তরম্। ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ ভুবম্ ॥ ৫৪ ॥ এক-
 মধ্যারং নিত্যং পঠতে তক্তিসংযুতঃ। কল্পলোকমবাপ্নোতি গণো ভূষা
 বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥ সধ্যারাদ্বিংশং পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
 প্রাপ্নোতি রুবিলাসং স মনন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬ ॥ গীতার্যঃ শ্লোক-
 দশকং সপ্তম্। ত্রিষোকমেকমর্কং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেদ্রয়ঃ।
 চক্রে ভক্ত্যভ্যাসাতি বর্ধণামযুতস্তথা ॥ ৫৭ ॥ গীতার্থমেকপাদক শ্লোক-
 সান্নিহিমে চ। অরংস্ত্যক্তা জনো দেহুঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥
 গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুদন্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী
 ভবেচ্ছনঃ ॥ ৫৯ ॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্তা প্রয়াতি যঃ। স
 বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০ ॥ গীতাধ্যায়সমায়ুক্তো যতো
 মাহুযতাং ত্রয়েৎ। গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃষ্য লভতে মুক্তিযুত্তমাম্ ॥ ৬১ ॥
 গীতেত্যাচারসংযুক্তো দ্বিরমাণো গতিং লভেৎ। যদ্বৎ কর্ম চ সর্বত্র
 গীতাপাঠপ্রকৌস্তিমৎ। তন্তৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূষা পূর্ণত্বাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২ ॥
 পিতৃহৃদ্ভিত্ত যঃ ভ্রাত্রে গীতাপাঠং করোতি হি। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্ত
 নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩ ॥ গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ ভ্রাতৃ-
 তর্পিতাঃ। পিতৃলোকং প্রয়াস্ত্যেব পুত্রাশীর্ষাদতংপর্যঃ ॥ ৬৪ ॥ গীতা-
 পুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসম্বিতম্। কৃষ্য চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে
 জনঃ ॥ ৬৫ ॥ পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতার্যঃ প্রকরোতি যঃ। দত্তা
 বিপ্রায় বিতুষে জায়তে ন পুনর্তবম্ ॥ ৬৬ ॥ শতপুস্তকদানঞ্চ গীতার্যঃ
 প্রকরোতি যঃ। স যতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবুত্তিহুংভম্ ॥ ৬৭ ॥ গীতা-
 দানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ। বিকুলোকমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ

মোদতে ॥ ৬৮ ॥ সযাক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুত্তকং যঃ প্রদানয়েৎ । তদৈব
 প্রীতঃ শ্রীভগবান্ বদাতি মানসেন্নিতম্ ॥ ৬৯ ॥ দেহং মাছুবমার্জিত্য
 চাতুর্বর্ণ্যৈব ভারত । ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতকপিণীম্ । হস্তা-
 ত্যক্তামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিবমম্মতে ॥ ৭০ ॥ জনঃ সংসারচ্ছবার্ত্তো
 গীতাজানঃ সমালভেৎ । পীত্বা গীতামৃতং লোকে নৃক্ । তন্ত্ৰিৎ সুখী
 ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ গীতাযাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনুকাদয়ঃ । নিধৃত-
 কল্পযা লোকে গতাশ্চৈব পরমং পদম্ ॥ ৭২ ॥ গীতাসু ন বিশ্বেবোহন্তি
 জনৈশ্চৈব চৈব চ । জনেষেব সমগ্রেষু সমা বসন্তকপিণী ॥ ৭৩ ॥
 যোহিভিয়ানেন গর্বেণ গীতানিন্দ্যং কুরোতি চ । স যান্নৈব মুক্তং যোবাং
 যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৭৪ ॥ অহঙ্কারেণ মুঢ়াত্মা গীতার্থং ন জুত ।
 কুন্তীপাকেষু পচেত যাবৎ কল্পকুরো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ গীতার্থং
 যো ন শৃণোতি সমীপতঃ । স শূকরভবাং যোনিমেনকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
 চৌর্য্যং কৃৎস্না চ গীতায়াঃ পুত্তকং যঃ সমানয়েৎ । ন তস্ত সফলং কিঞ্চিৎ
 পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥ যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।
 নৈব তস্ত ফলং লোকে প্রমত্তস্ত বথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যক
 ভোজ্যং পট্টাদয়ঃ তথা । নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥
 বাচকং পৃজয়েন্ত্যেভ্যাবাস্ত্রাদ্যুপহরৈঃ । অনেকৈব হৃদ্যা প্রোত । তুচ্ছতাং
 ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥ সূত উবাচ—মাহাত্ম্যমেতদগীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং
 পুরাতনম্ । গীতাস্তে পঠন্তে বস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১ ॥ গীতায়াঃ
 পঠনং কৃৎস্না মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ । বৃথা পাঠফলং তস্ত শ্রম এব
 হ্যদাহতঃ ॥ ৮২ ॥ এতন্মাহাত্ম্যাসংযুক্তং গীতাপাঠং কুরোতি যঃ । শ্রদ্ধয়া
 যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥ শ্রদ্ধা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যাং
 যঃ শৃণোতি চ । তস্ত পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বহৃদ্যবহম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়ভক্তসাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।

বন্ধানুবাদ।—শোনক কহিলেন,—হে সূত! পূর্বকালে
 নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসকথিত গীতামাহাত্ম্য আমার নিকট বর্ণন
 কর ॥ ১ ॥ সূত কহিলেন, হে ভগবন! আপনি উত্তম প্রণ করিয়াছেন,
 ইচ্ছা অতি গোপনীয়। এই গীতামাহাত্ম্য উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে কে
 পারে? ॥ ২ ॥ গীতামাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ উত্তমরূপে জানেন; অর্জুন,
 ব্যাস, শূক, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক কিছু কিছু মাহাত্ম্য অবগত আছেন মাত্র ॥ ৩ ॥
 অস্ত্রে ইচ্ছা শ্রবণমাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কীর্তন করিয়া থাকেন; অতএব
 ব্যাসের মুখে যৎকিঞ্চিৎ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলেতেছি ॥ ৪ ॥
 অর্জুনরূপে বর্ণনা মাহাত্ম্যে গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ-রূপ গাভী দোহন
 করি ভক্ত্যনুরূপে দুগ্ধ উৎপাদন করিয়াছেন, তদ্বজ্ঞানানন্দহৃদয় পণ্ডিত-
 গণ হৃদয়ের ভোক্তা ॥ ৫ ॥ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের উপকারের জন্ত
 য ভগবান অর্জুনের সারথ্য স্বীকারপূর্বক গীতামৃত দান করিয়াছেন,
 সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি এই ঘোর
 সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, গীতারূপ-ভরণী আশ্রয় করিলে
 তিনি স্নেহে পার হইতে পারেন ॥ ৭ ॥ যে ব্যক্তি অভ্যাসযোগযুক্ত হইয়া
 গীতাজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, সে যদি মোক্ষ আকাজক্ষা করে তবে
 বালকেরও উপহাসসম্পদ হয় ॥ ৮ ॥ যাহারা দিবারাত্র গীতা পাঠ বা
 শ্রবণ করেন, তাহারা মহন্ত নহেন, দেবতা ॥ ৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে
 গীতাজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গ ও নিষ্ঠা ব্রহ্মের ভক্তিতত্ত্ব
 ও জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইরাছে ॥ ১০ ॥ গীতাশাস্ত্রের ভুক্তিমুক্তি প্রধান
 অষ্টাদশ অধ্যায়-রূপ অষ্টাদশ সোপান দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং প্রেম
 ও ভক্তি আদির সাধনে উন্নতি লাভ হয় ॥ ১১ ॥ গীতারূপ নির্মল জলে
 স্নান করিলে সাধুর সংসারমালিন্য দূর হয়। হস্তী বেক্রপ স্নান করিয়া
 উঠিয়া শুণ্ড দ্বারা ধূলি আকর্ষণ করিয়া নিজ অঙ্গে তাহা লেপন করে,
 সেইরূপ যাহারা প্রত্যাশীন, তাহারা গীতা-সলিলে স্নান করিলেও পুনরায়

সংসার-মাগন্ধে মলিন হয়, গীতাজ্ঞানের ফল তাহাদের হয় না। ১২ ॥ যে ব্যক্তি গীতার পঠন ও পাঠন অবগত নহে, সঙ্গারে তারকর সকল কর্মই পণ্ড হয়, যেহেতু গীতাজ্ঞানানভিক্ত ব্যক্তির জ্ঞান জগতে নরাধম নাই, তাহার মনুষ্য-দেহ ধারণ, জ্ঞান এবং কুল ও শীলকে ধিক্। যে গীতার অর্থ জানে না, তাহার অধিক আর নরাধম নাই; তাহার শরীর, মঙ্গলম্ভাব, বৈভব ও গৃহান্ত্রমে ধিক্! যে গীতাশাস্ত্র জানে না, তদপেক্ষা নরাধম আর নাই; তাহার সৌভাগ্য, প্রতিষ্ঠা, পুজা, সম্মান ও মহত্ব ধিক্। গীতাশাস্ত্রে তাহার মতি নাই, তাহার সকলই নিফল; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্ এবং তাহার ভ্রত, ভপ, নিষ্ঠা, ভপস্ত্রা ও বশে ধিক্ ॥ ১৩—১৭ ॥ যে ব্যক্তি গীতা অস্ত্র করে না, তদপেক্ষা অধম আর নাই; গীতাজ্ঞানশূন্য যে জ্ঞান—তাহা জ্ঞানশূন্য, তাহা নিফল এবং ধর্ম ও কৈবল্যসংগর্হিত। সেই অজ্ঞ ধর্মময়ী সর্বজ্ঞানদাত্রী, সর্বশাস্ত্রের সার, বিশ্বজ্ঞা ও সর্বোচ্চজ্ঞানপাতিনী। বিষ্ণু-পূর্ব, দোল, রাস প্রভৃতি এবং একাদশীতে যে ব্যক্তি গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি নিদ্রিত, জাগ্রত অথবা গমনশীল-কিছা স্থির থাকুন না কেন, যে কোন অবস্থাতেই শত্রু হইতে তাহার ভয় নাট ॥ ১৮—২০ ॥ শালগ্রাম শিলার নিকটে, অজ্ঞ দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থে, নদীতটে যত্নপূর্বক গীতা পাঠ করে, তবে সে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করে ॥ ২১ ॥ দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সজ্জ হন, বেদ অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা তাদৃশ সজ্জ হন না। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণচিত্তে গীতা অধ্যয়ন করে, সকল বেদ, পুরাণ প্রভৃতি তাহার পঠিত হয়। যোগস্থানে-সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম নিকটে সংসভা, যজ্ঞস্থান বা বিষ্ণুভক্তের নিকটে যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করে, সে পরমাত্মা লাভ করে ॥ ২২—২৪ ॥ যে জন প্রতিদিন গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে প্রতিদিন দক্ষিণার সহিত অর্থ-মেধাদি যজ্ঞজন্তু ফল লাভ করে। যে ভাগ্যবান স্বয়ং গীতা শ্রবণ করেন

বা পরকে শ্রবণ করান অথবা অন্তঃকরণকে গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করান, তিনি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন ॥ ২৫।২৬ ॥ যিনি বিদ্যুৎ গীতা পুস্তক অতি আদরে ভক্তিপূর্বক যথাবিধি দান করেন, তাঁহার ভাৰ্য্যা অতি প্রিয় হয়; তিনি যশঃ সৌভাগ্য আদি প্রাপ্ত হইয়া, স্নেহভাজন-হিণের প্রিয় হইয়া নিঃসংশয়ে পরমসুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭।২৮ ॥ যে গৃহে গীতার পূজা হয়, সেই গৃহে হিংসা অভিচারাদিজনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না। সেই স্থানে আৰ্য্যাস্থিকাদি ত্রিবিধ গীড়া, অশ্লীল ব্যাধি, অভিযাপ, পাপ বা নৃপ অথবা বিস্ফোটকাদি গীড়া উপস্থিত হয় না। গীতাপাঠকারী দীক্ষিতের অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাত্মিক ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করে ॥ ২৯—৩০ ॥ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তির সৰ্ব্বজীবের সহিত মিত্রতা লাভ হয় এবং তিনি চারু কৰ্মের অধীন হইলেও সকল কৰ্মে অলিপ্ত অবস্থায় মুক্তি ও লাভ করিয়া থাকেন। গীতাধ্যায়ী যদি মহাপাপ অতিপাপ প্রভৃতি অচরণ করেন, পদ্মপত্রস্থিত জলের ত্রায় তাদৃশ তরাবৎ পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অনাচার অকথ্যকথন, অত্যাচার, অশ্লীল-স্পর্শন, অশ্লীল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপ গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। সৰ্ব্বজাতির অন্নভক্ষণ, সকল জাতির প্রতিগ্রহ প্রভৃতিজনিত দোষে গীতাধ্যায়ী কদাচ লিপ্ত হন না ॥ ৩১—৩৬ ॥ বিধি-বিগর্হিত ভাবে রত্নপূর্ণ পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যদি পতিত হন, কেবল-মাত্র গীতাপাঠে তাঁহার সে পাতিত্যের অপনোদন হয়, তিনি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নিৰ্ম্মল হন ॥ ৩৭ ॥ যাহার চিত্তবৃত্তি গীতাশাস্ত্রে নিরত, তিনিই আপক, ক্রিয়াবান্ এবং তিনিই পণ্ডিত ॥ ৩৮

গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি রূপবান্, ধর্মবান্, যোগী, জ্ঞানবান্, যাজ্ঞিক, যাজক ও সৰ্ব্ববেদার্থপারগ ॥ ৩৯ ॥ যে স্থানে গীতার নিত্যপাঠ হয়, সেইস্থানে প্রয়াগাদি নিখিল-ভীর্ষের সমাগম হয় এবং যাহার গৃহে গীতা পঠিত হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও মরণকালে দেবগণ, ঋষিগণ, বোগিগণ দেহরক্ষক

৮১। ৪০। ৪১ । যাহার গৃহে গীতার আলোচনা হয়, বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ নারদ, ঋষ প্রভৃতি পার্বচরের সহিত অতি শীঘ্র তাঁহার সন্ধান হইল । যে স্থানে গীতার পঠন-পাঠন হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাধিকাসহ, সম্ভাবের সহিত তথায় বাস করেন ॥ ৪২। ৪৩ ॥ শ্রীভগবান্ কহিতেছেন,—হে পার্শ্ব ! গীতা আমার হৃদয়স্বরূপ, গীতা আমার সারসর্কস্ব, গীতা আমার উত্তম ও অব্যয় জ্ঞান ; গীতাই আমার পরমস্থান এবং গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার গুপ্তধন, গীতা আমার পরমগুরু । গীতার আশ্রয়ে আমার বাস, গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালু প্রতিপালন করি ॥ ৪৪—৪৬ ॥ গীতা অস্তিত্বরূপা বিজ্ঞা, তাহাতে সংশয় নাই । অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপিণী গীতা নিত্য, পরমাত্মা ও অনির্বচনীয়-পদস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥ হে পাণ্ডব ! গীতার গুপ্ত নাম সকল আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর; এই সকল নাম কীর্তন করিলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ নষ্ট হয় । গঙ্গা, গীতা, সাঁবিজী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিজ্ঞা, ত্রিশঙ্কা, যুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবয়ী, প্রাস্তিনাশিনী, বেদভয়ী, পরানন্দা, তৎস্বার্থজ্ঞানময়ী । এই সকল গীতার নাম যে ব্যক্তি নিশ্চল চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অস্তে (বিষ্ণুর) পরমপদ লাভ করেন । যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অক্ষয় বলিয়া গীতার্ক পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় গোদানজন্ম ফল লাভ করেন । এক তৃতীয়াংশ পাঠে সোমবাগের ফল এবং ষষ্ঠাংশ পাঠে গন্ধান্বানের ফল লাভ হয় ॥ ৪৮—৫০ ॥ যিনি দুই অধ্যায় প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি এক কল্পকাল নিশ্চলভাবে ইন্দ্রলোকে বাস করেন । তদ্বিত্তাবে গীতার এক অধ্যায়ও যিনি পাঠ করেন, তিনি ভগবান্ রত্নগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া চিরকাল রত্নলোকে বাস করেন ॥ ৫১। ৫২ ॥ যিনি গীতার অধ্যায়ার্দ্ধ বা তদধিক নিত্য

পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তরকাল সূর্যালোকে বাস করেন ॥ ৫৬ ॥
 যিনি দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বা অর্ধ অথবা পাদমাত্র
 গীতাপ্রাক পাঠ করেন, তিনি দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত চন্দ্রালোকে
 বাস করেন ॥ ৫৭ ॥ যিনি গীতার অধ্যায়ের শ্লোকের বা শ্লোকপাদের
 অর্থ স্মরণমাত্র করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনিও (বিষ্ণুর)
 পরমপদ লাভ করেন ॥ ৫৮ ॥ যিনি অন্তিমকালে গীতার অর্থ শ্রবণ
 করেন বা পাঠ করেন, তিনি মহাপাতকী হইলেও মুক্তিভাগী হন ॥ ৫৯ ॥
 গীতাপুস্তকে দেহ ত্যাগ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ-
 ভবনে ~~ভগবান~~ আনন্দভোগ করেন ॥ ৬০ ॥ মৃত্যুকালে যদি গীতার
 এক ~~শ্লোক~~ শব্দ থাকে, তবে তিনি নীচ-ধোনি প্রাপ্ত না হইয়া
 পুনর্বার মনুষ্য-ধোনি প্রাপ্ত হন এবং মনুষ্যদেহে গীতা অভ্যাস দ্বারা
 মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। মরণকালে কেবলমাত্র "গীতা" এই শব্দ
 উচ্চারণ করিলেই সৎগতি হয়। মনুষ্য যখন কোনও কর্মের অহুতান
 করেন, তখন গীতা পাঠ করিলে সকল কর্ম নির্দোষভাবে সম্পূর্ণ ফল
 দানে সমর্থ হয় ॥ ৬১ ৬২ ॥ শ্রাদ্ধকালে পিতার স্বর্গ উদ্দেশ্য করিয়া যিনি
 গীতা পাঠ করেন বা করান, তাঁহার পিতা নিঃসন্দেহ হইলেও স্বর্গস্থ
 হন। গীতা পাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা স্ত্রীত হইয়া পুত্রগণকে
 আশীর্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন ॥ ৬৩ ৬৪ ॥ যিনি
 খেচুপুচ্ছসহ গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি সম্যকরূপে কৃতকৃত্য হন।
 যিনি সুবর্ণগণ্ডুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিধান বিপ্রকে দান করেন,
 তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি এক শত গীতাপুস্তক দান করেন,
 তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্মের আশঙ্কা থাকে
 না। গীতাদানকারী ব্যক্তি গীতা-দান-প্রভাবে সপ্ত কল্পকাল পর্যন্ত
 বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন। গীতার অর্থ সম্যক

অন্তঃগত হইয়াঃ যিনি গীতা দান করেন, তাঁহার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্ত প্রীত হইয়া বাহিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ভ্রাতৃগণ, কস্ত্রিয়, বৈশ্যনা শূদ্রকুলে জন্ম পাইয়া কি শ্রী কি পুরুষ যদি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন না করেন, তবে হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করেন ॥ ৬৫—৭০ ॥ সংসার-সমুদ্র জীব গীতাজ্ঞান লাভ করিলে, গীতামৃত পান করিয়া ভক্তি লাভ করে এবং সুখী হয় ॥ ৭১ ॥ গীতাকে আশ্রয় করিয়া রাজষি জনক প্রভৃতি সর্বপাপ কনুপূর্বক (বিষ্ণুর) পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥ গীতা উচ্চারিতই হউক বা গীতাজ্ঞান দ্বাভাই হউক, গীতা সকলের নিবৃত্তি। অমৃতরূপিণী ৭৩ ॥ অভিমান বা অহঙ্কারবশে যে ব্যক্তি গীতার নিন্দারস্তাশ্রমে সে অনন্ত নরক ভোগ করে ॥ ৭৪ ॥ অহঙ্কারপূর্বক যে মুঢ়াত্মা গীতাকে অবমাননা করে, সে অনন্ত কুণ্ডীপাক নামক নরকে কল্পকাল পর্যন্ত বাস কবে ॥ ৭৫ ॥ গীতা পাঠ বা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে; সে বহুবার শূকরশেনিতে অন্নগ্রহণ করে ॥ ৭৬ ॥ যে ব্যক্তি গীতা গ্রন্থ চুরি করিয়া লইয়া পাঠ করে, তাহার কোন অভিলষিত সিদ্ধি হয় না, প্রত্যা ত পাঠ তাহার বৃথা হয় ॥ ৭৭ ॥ যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থজ্ঞান ইচ্ছা করে, উন্মত্তের দ্বায় তাহার কোন কার্যে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না ॥ ৭৮ ॥ শ্রীতা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য, পটবস্ত্র প্রভৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবে এবং বস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা ভক্তিপূর্বক গীতাপাঠক বা ব্যাখ্যাতার পূজা করিবে; একরূপ অম্লষ্ঠানে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন ॥ ৭৯ ৮০ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহুক কথিত এই গীতামাহাত্ম্য গীতা পাঠের পরে পাঠ করিলে, তবে গীতাপাঠের পূর্ণফল লাভ করে ॥ ৮১ ॥ যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া মাহাত্ম্য পাঠ না করে, তাহার পাঠে

কোনই ফল হয় না, পঠিত্বমাত্র ভ্রম তাহার বুধা হয় ॥ ৮২ ॥ এই গীতা-
 মাহাত্ম্যযুক্ত গীতা পাঠ করিলে এবং অষ্টাদশবর্ষক শ্রবণ করিলে, তাহার
 পরমার্গভিত্তি লাভ হয় ॥ ৮৩ ॥ যে ব্যক্তি অর্থের সহিত গীতা শ্রবণ এবং
 তাহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার সর্বস্বত্বের আকর পুণ্যফল উপার্জিত
 হয় ॥ ৮৪

ইতি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্য-ব্যুৎখ্যাসমাপ্ত ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা

উপক্রমণিকা ।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুৰ্য্যং ত্বেকবক্তৃতঃ ।

সন্ধানমদ্ব্যুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১

শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশেষমাদরাৎ ।

তদন্তিস্থিতিঃ কুর্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাভূগিরস্থখা ।

যথামতি সমালোচ্য গীতাব্যাখ্যাং সমা

গীতা ব্যাখ্যায়তে যন্তাঃ পাঠমাত্রপ্রয়া

সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনোযিতিঃ ৷

ইহ খলু সকললোকহিতাবতীঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকী-
নন্দনশ্রদ্ধাঙ্গানবিজৃম্বিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতরা নিজধৰ্ম্মপরি-
পূৰ্ব্বকপরধৰ্ম্মাভিসন্ধিনমৰ্জ্বনং ধৰ্ম্মজ্ঞানরহস্তোপদেশপ্লবেন তন্মোছোক-
মোহসাগরাভ্রক্ষার । তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ
শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ । তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাধিনিঃসৃতানেব শ্লোকান-
লিখৎ । কাংশ্চিৎ তৎসকতরে স্বয়ং চ ব্যরচয়ৎ । যথোক্তং গীতামাহাভ্যো
—গীতা সুগীতা কর্তব্য্য কিমস্তৈঃ শাস্ত্রবিদ্যৈঃ । যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত
মুখপদ্মাধিনিঃসৃতা । ইতি

তত্র তাবদ্ব্যক্কেত্র ইত্যাদিনা বিধীদগ্নিদমত্রবীদিত্যন্তেন গ্রহেণ
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রস্তাবার কথা নিরূপ্যতে । ততঃ পরম্ আ সমাপ্তে-
ন্তরোদধৰ্ম্মজ্ঞানার্ধসংবাদঃ । তত্র ধৰ্ম্মকেত্র ইত্যাদিনা শ্লোকেণ দ্বুতরাষ্ট্রেণ
হস্তিনাপুরস্থিতিং স্বসারথিং সমীপস্থং সজয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে
সজয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোহপি ব্যাসপ্রসাদান্নকদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তং
সংক্ষেপেণ পশ্যন্তিঃ দ্বুতরাষ্ট্রার নিবেদয়ামাস—দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাदिना ।

গীতাসারঃ ।

(গরুড়পুরাণাস্তর্গতঃ)

• শ্রীভগবানুবাচ ।—গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অঙ্কুরোদিতং পুর।
 অষ্টাঙ্গযোগমুক্তার্থং সর্ববেদান্তসাগরম্ ॥ ১ ॥ আত্মলাভঃ পরো নান্ত আত্মা
 দেহাদিবিজ্জিতঃ । ২ ॥ রূপাদিমান্ হি দেহোহতঃ করণত্বাদি লোচনম্ ॥ ২ ॥
 করণত্বান্ননোহপি ত্বো, ন প্রাণোহচেতনো যতঃ । বিজ্ঞানরাহিতঃ প্রাণঃ
 স্মৃশ্বে হি প্রতীয়তে ॥ ৩ ॥ নাহমাত্মা চ দুঃখাদি সংসারাক্সিমম্বয়ীঃ ।
 হৌল্যাদিধর্ম্মবৈশিষ্ট্যদেহবৎ বিভূতঃ পরম্ । বিধূম্ ইব দীপ্তাচ্চিরাদিত্য
 ইব দীপ্তিমান্ ॥ ৪ ॥ বৈত্বাতোহগ্নিরিবাকাশে ভুংক্বে জ্ঞেয়াত্মনাত্মনি ।
 ৫ ॥ সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ
 ৬ ॥ ভূতানি পশুতি । খানাস্ত মনসা নানীন্ যদা সমাঙ্ নিযচ্ছতি ॥ ৬ ॥
 তদা প্রকাশতে হাত্মা ঘটে দীপো জলদ্রিবা । জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং
 কর্য্যং পাপস্ত কর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥ যথাদর্শতলপ্রথ্যে পশুত্যাঙ্গানমাঙ্গানি ।
 ইন্দ্রিয়াণাম্মিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ৮ ॥ মনো বুদ্ধিমহাকারমব্যাকং
 পুরুষং তথা । প্রসংখ্যায় পরব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বদ্ধনৈর্ভবেৎ ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রিয়-
 গ্রামমখিলং মনস্তভিনিবেশ্চ চ । মনশ্চৈবাপাহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব ॥ ১০ ॥
 অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি । প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য
 পুরুষং ব্রহ্মণি স্থাপয়েৎ ॥ ১১ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে ।
 বিদ্বাদশেষ্যঃ খ্যাতো যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ । বিবেক্যং কেবলীভূতঃ যদ-
 বিংশমহুপশুতি ॥ ১২ ॥ নাবদ্যায়মিদং গেহং জিস্থং পঞ্চসাক্ষিকম্ ।
 কেন্দ্ৰজাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ ॥ ১৩ ॥ অধমেধসহস্রাণি
 বাজপেয়শতানি চ । জ্ঞানযজ্ঞস্ত সর্বাণি কলাঃ নারীন্তি বোড়নীম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৩ অধ্যায়ঃ ।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি-ব্যাখ্যাত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

এই বিরাট গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

(এখন বৈষ্ণবতোষণী ও প্রভুপাদের বিদ্যুত বাকীনা ব্যাখ্যা

শ্রীভাগবতানুভবধিণী সহ দশমস্কন্ধ প্রকাশিত হইতেছে)

উৎকৃষ্ট কৃতন বড় বড় অক্ষরে মূল শ্লোক, তাহার নীচে প্রত্যেক শব্দের প্রতিশব্দযুক্ত অর্থ, এ অর্থে ভাগবতের অর্থ পরিবার পক্ষে বিশেষ সুযোগ দেখা হইয়াছে, তাহার নীচে সরল ও প্রাচীন বাক্য, তাহার নীচে শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা, তাৎপরে "শ্রীভাগবতানুভবধিণী" নাম বাকীনা সুবৃহৎ তাৎপর্য্য সমালোচনা। এই তাৎপর্য্য সমালোচনার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পুত্ৰনামোক্ত, দামবন্ধন, যমলাঙ্ঘন উদ্ধার ও ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি ব্রহ্মলীলার অপার মাদুরী হৃদয়কম করিলে তাপিত শ্রাণ সুশীতল হইবে। আপনি পাঠ না করিয়া থাকিলে অতাই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন।

প্রথমস্কন্ধ ৫ খণ্ডে, দ্বিতীয় ২, তৃতীয় ৫, চতুর্থ ৫, পঞ্চম ৪, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও নবমস্কন্ধ নবখণ্ডে শেষ হইয়াছে এবং দশমস্কন্ধের ১৭ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ৮শু খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এদিকে ৫ খণ্ডে একাদশ ও দ্বাদশস্কন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৮৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত মোট ৫২ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিখণ্ডের মূল্য ১ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—হরিহর লাইব্রেরী,

২৭১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীমতী চণ্ডী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত ।

চতুর্থ সংস্করণ। মূল, গোপাল চক্রবর্তী ও অজ্ঞান বহু প্রাচীন টীকাকারগণের টীকা অবলম্বনে “সুপ্রভা” নামে প্রতীর্ণসংযুক্ত সরলটীকা, ঠিক উদাহরণ বঙ্গানুবাদ এবং আবশ্যকীয় স্থানে পাদটীকা (ফুটনোট) দেওয়া হইয়াছে।

“মহানারায়ণভাবন” ইত্যাদি স্থলের বহু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেবল মাত্র এই চণ্ডীতেই আছে। শ্রী, পুরুষের বিবিধার সুবিধার জন্য ইহাতে অঙ্গ, আলিঙ্গন, কবচ ও রহস্যত্রয়ের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। স্মৃতিতীর্থ ও কাত্যায়নীতন্ত্র সম্বন্ধে চণ্ডীর পূজা, পুরস্কার, হোম, উৎসর্গ, শাপোদ্ধার, মন্ত্রোদ্ধার, প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃত্তিক রহস্য, তৈরহস্য, সম্পূর্ণ প্রকাশ, সম্পূর্ণ পাঠক্রম (পুণ্ডিত চণ্ডীপাঠক্রম) ও তাহার সঙ্কলনাদি আছে। এত বিস্তৃত বিষয় সংযুক্ত চণ্ডীর সংস্করণ আজ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। “রূপং দেহি জয়ং দেহি” ইত্যাদি স্থানের অপূর্ণ ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন।

চণ্ডীর বিবরণ—বিশেষতঃ ইহাতে চণ্ডীর বিবরণ নামে বাঙ্গালা একটি প্রবন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে চণ্ডীর সকল ঘটনা স্মরণ করণে সুবিধে পারা যায়। চণ্ডীর ঘটসংবাদ-কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ও চরিত্রের বৃত্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে ইহাতে হইয়াছে। চণ্ডীর একমুখ সংস্করণ আর নাই।

সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য—ইহার সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর, ইহার মলাটে কাগজের উপরে একখানি চতুর্ভুজ দেবীমূর্তি আছে, ইহা দেখিলেই যারো সাধকগণের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। মূল্য ১ টাকা।

